শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

চতুর্থস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-

প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন

বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-

বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-

তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত-

সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া

তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারি-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ

শ্রীবিজন-বিহারি-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-

ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-

বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ

ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫১০ শ্রীগৌরাব্দে

কলিকাতাস্থ "শ্রীচৈতন্য বাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে

ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা

৩০ নারায়ণ, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ
৯ মাঘ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
২৩ জানুয়ারী, ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধও শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা
৩০ নারায়ণ, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ
৯ মাঘ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
২৩ জানুয়ারী, ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত' ।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে ।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয় ।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

চতুর্থ-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

চতুর্থ-স্কন্ধের কথাসার

তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত কপিলদেব স্বায়ম্ভুব মনুর দৌহিত্র। মনুর তিন কন্যা ও দুই পুত্র। কন্যাত্রয়ের মধ্যে—আকুতিকে প্রজাপতি রুচি, দেবহূতিকে কর্দম ঋষি এবং প্রসূতিকে প্রজাপতি দক্ষ বিবাহ করেন। দক্ষ ষোড়শ কন্যা উৎপাদন করেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে শিব বিবাহ করিয়াছিলেন।

পুরাকালে বিশ্বস্রষ্টৃগণের যজ্ঞে শিব প্রত্যুত্থানাদিদ্বারা দক্ষের কোনপ্রকার সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ অক্ষজবিচারে শিবকে নিজাপেক্ষা হীন জ্ঞান করিয়া বহু দেবতা ও ঋষির সমক্ষে শিবনিন্দা করিলেন ও এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, শিবদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি পাষণ্ডধর্ম্মাশ্রিত হইবে। শিব-অনুচর নন্দী শিবনিন্দা-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, শিবনিন্দাকারিগণের মতি বেদের অর্থবাদে জড়ীকৃত ও দেহে আসক্ত হইবে, তাহারা ছাগের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গী ও সর্ব্বভুক্ হইবে এবং পরমার্থবিচ্যুত হইয়া সংসার-যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবে।

দক্ষ সেশ্বরদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া 'বৃহস্পতি-সব' যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ত্রিলোকের অধিবাসী সকলকেই উক্ত যজ্ঞে যোগদান করিতে দেখিয়া সতীরও পিতৃযজ্ঞ দর্শনের প্রবল উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি শিবের নিকট পিতৃযজ্ঞে গমন করিবার প্রার্থনা জানাইলে রুদ্র দক্ষের পূর্ব্বকৃত ব্যবহার স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে গমনে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, দেহ, বয়স ও কুল সাধুতে বর্ত্তমান থাকিলে গুণরূপে শোভা পাইয়া থাকে, কিন্তু ঐসকল অসাধু ব্যক্তিতে থাকিলে তাহাদের তজ্জনিত অভিমান জন্মিয়া থাকে। তিনি বাসুদেবের দাস, বাসুদেবে প্রণত হইয়া জীবমাত্রকেই সম্মান প্রদর্শন করেন, সুতরাং বৈষ্ণবব্যতীত অপর কোন বহির্ম্মুখ জীবকে স্বতন্ত্রভাবে অভিবাদনাদি করার আবশ্যক নাই।

সতী শিববাক্য লঙ্ঘন করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিলেন। তাঁহার জননী ও ভগিনীগণ ব্যতীত কেহই দক্ষভয়ে সতীর কোনপ্রকার সম্ভাষণ করিল না। যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ নাই দেখিয়া সতী বলিলেন যে, দুর্জ্জন ব্যক্তি বৈষ্ণব-নিন্দা করিলে, সামর্থ্য থাকিলে উহার জিহ্বা ছেদনপূর্ব্বক স্বীয় দেহত্যাগই বিধেয়, আর অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে কর্ণাচ্ছাদনপূর্ব্বক তৎস্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পিতার ঔরসজাত দেহধারণে ঘৃণাবোধ করিয়া যোগবলে নিজদেহ ত্যাগ করিলেন।

নারদপ্রমুখাৎ সতীর দেহত্যাগ শ্রবণে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া মস্তক হইতে একটী জটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভদ্র শিবের আদেশমত দক্ষযজ্ঞে গমন করিয়া যজ্ঞ বিনষ্ট ও দক্ষের বিনাশ সাধন করিলেন।

দক্ষের বিনাশ-শ্রবণে ব্রহ্মা দেবগণসহ শিবসমীপে গমন ও বিবিধ স্তবাদিদ্বারা শিবকে প্রসন্ন করিয়া দক্ষের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। শিবের কৃপায় দক্ষ ছাগমুণ্ড হইয়া জীবিত হইলেন এবং পুনরায় যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়া রুদ্র ও শ্রীহরিকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন। সতী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্বার শিবকে প্রাপ্ত হইলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের দুইটী স্ত্রী—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচি পতির অত্যন্ত প্রেয়সী ছিলেন। সুনীতির পুত্র ধ্রুব বিমাতার বাক্যে দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদুঃখনিবারক শ্রীহরির আরাধনার্থে বন গমন করিলেন। তথায় নারদের কৃপা লাভ করিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি ধ্রুবকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ধ্রুব তদুত্তরে বলিলেন যে, বিষ্ণুর নিকট নরক-প্রাপ্য বিষয়ের প্রার্থনা মূঢ়ের কার্য্য। ভক্তসঙ্গে হরি-কথামৃত-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র বাঞ্ছনীয়, ব্রহ্মানন্দও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। ধ্রুবকে অপূর্ব্বধাম, সুদীর্ঘ জীবন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য-সম্ভোগের বর দিয়া শ্রীহরি অন্তর্দ্ধান করিলেন। ধ্রুব রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিলে রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

ধ্রুবের রাজ্যপ্রাপ্তির পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

উত্তম মৃগয়ার্থ গমন করিয়া যক্ষহস্তে নিহত হইলেন। উক্ত ঘটনা ধ্রুবের শ্রুতিগোচর হইলে ধ্রুব যক্ষপুরীতে গমন করিয়া যক্ষগণের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলে মনু তথায় গমন করিয়া ধ্রুবকে বলিলেন যে, দেহাত্মাভিমানী জীবগণই পরস্পর হিংসা করিয়া থাকে ; ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বভূতে সমদর্শী। ভ্রাতৃত্বাদি-সম্বন্ধ পঞ্চভূতাত্মক দৈহিক সম্বন্ধ মাত্র। ভগবানের কালশক্তির প্রভাবেই দেহের বিনাশ হইয়া থাকে। স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে জীবের বিভিন্ন গতি লাভ হয়। ভগবানই সকলের মূল কারণ, তাঁহার অন্বেষণ করিলে 'অহংতা' 'মমতা'-বুদ্ধি তিরোহিত হয়।

মনুর উপদেশে ধ্রুব হিংসাকার্য্যে নিরত্ত হইলে যক্ষপতি কুবের ধ্রুবকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ধ্রুব অচলা ভগবৎস্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। তথা হইতে স্বীয় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া অন্তিমে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিলেন।

ধ্রুবের অধস্তন অঙ্গরাজ হইতে বেণের উৎপত্তি হয়। বেণের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অঙ্গরাজ পুরী পরি-ত্যাগ করিলে বেণ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মহাভাগ-বতগণের সহিত অসদাচরণ করিতে লাগিলেন। মুনিগণ বেণকে সদুপদেশ প্রদানার্থ বলিলেন যে, সর্ব্বলোকারাধ্য শ্রীহরির সেবকগণকে অবজ্ঞা করা অনুচিত। তাঁহাদের কৃপাবলে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইলে জীবের আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। বেণ তদ্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে তিনিই একমাত্র সর্ব্বপূজ্য, তাঁহাকে অবহেলা করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করা কুলটা কামিনীর ব্যভিচারের ন্যায়। মুনিগণ বিষ্ণু-নিন্দা শ্রবণ করিয়া হুঙ্কারশব্দে বেণকে বিনাশ করি-লেন। বেণ-জননী মন্ত্রবলে বেণের মৃতদেহ রক্ষা করিলেন। রাজার অভাবে রাজ্যে বিবিধ উপদ্রব হইতে থাকিলে মুনিগণ ঐ মৃত বেণের বাহু মন্থন করিলেন, তাহাতে বিষ্ণু অংশে সস্ত্রীক পৃথুর আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মাসহ দেবগণ আসিয়া পৃথুকে অস্ত্রশস্ত্রাদি বিবিধ উপহার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজপদে অভি-ষিক্ত করিয়াছিলেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলে তিনি তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিলেন যে, পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর লীলাসকল বর্ত্তমান থাকিতে তাদৃশ অব্যক্তকীর্ত্তি রাজগণের স্তবের দ্বারা বৃথা বাক্যব্যয় করা অনুচিত। তিনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শেষ যজ্ঞে ইন্দ্র যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলে পৃথু যজ্ঞাহুতি দ্বারা ইন্দ্রের বিনাশে প্রবৃত্ত হন, তখন ব্রহ্মা আসিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। যজ্ঞে-শ্বর বিষ্ণু যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথুকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া প্রজাপালন করিতে আদেশ করিলেন। পৃথু বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্রের প্রতি বৈরীভাব ত্যাগ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু পৃথুকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি 'সাধুমুখে হরিকীর্ত্তনশ্রবণের ফল' কীর্ত্তন করিয়া ভগবদ্গুণানুবাদ-শ্রবণ জন্য অযুত কর্ণ প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু তদ্বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পৃথুর রাজ্যাভিষেকের পর ধরণী নিরন্ন হইলে প্রজাগণ ক্ষুধাকাতর হইয়া পৃথুর শরণাগত হইল। 'পৃথিবীকর্ত্তৃক ওষধিসমূহ গ্রাসিত হইয়াছে' অনুমান করিয়া মহারাজ পৃথু পৃথিবীর উদ্দেশে শর সন্ধান করিলেন। পৃথিবী ভীতা হইয়া পৃথুর শরণাপন্না হইলে পৃথু পৃথিবীর বাক্যানুসারে বৎসপাত্রাদি ভেদে পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ দোহন করিলেন।

মহারাজ পৃথু আরও একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রজাগণকে পরমপুরুষ বিষ্ণুর ভজন ও বৈষ্ণবগণকে সম্মান প্রদানের উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন।

ভগবদাদেশে সনৎকুমার পৃথুর সভায় গমন করিলে মহারাজ পৃথু তাঁহাকে জীবগণের শ্রেয়োলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার বলিলেন যে, —বিষয়সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক মুকুন্দ চরিত্রাস্বাদন, আত্মে-ন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক কপট ভজন ত্যাগ, হরিগুণগান, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি দ্বারা পরব্রহ্মে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মিলে দেহাদিতে অহংতা ও মমতা বিনষ্ট হয় ; উহাই জীবের চরম মঙ্গলের বিষয়। কেবল বিষয়-চিন্তা স্মৃতিভ্রংশ করিয়া আত্মবিনাশের কারণ হইয়া থাকে।

মহারাজ পৃথু সনৎকুমারের উপদেশমত তপো-বনে গমন করিয়া ভক্তিমার্গবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মমূল বিনাশ করেন ; তাহাতে তাঁহার শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় ও সংসারবন্ধন ছিন্ন হইল।

অবশেষে যোগবলে কলেবর ত্যাগ করিলে তৎসহ-ধর্ম্মিণীও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

পৃথুপুত্র বিজিতাশ্বের হবির্দ্ধান নামক পুত্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রাচীনাগ্র কুশ দ্বারা পৃথিবীতলকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাচীনবর্হি নামে বিখ্যাত হন। প্রচেতোগণ ইঁহারই পুত্র। প্রচেতোগণ শিব-উপদেশে রুদ্রগীতি স্তব দ্বারা দশ সহস্র বৎসর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবপ্রবর রুদ্র প্রচেতোগণকে বলিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুভক্তগণই-রুদ্রের অতীব প্রিয়। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শতজন্মে ব্রহ্মত্ব ও তৎপরে রুদ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ সদ্যই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ এবং স্বর্গ ত' দূরের কথা তাঁহারা মুক্তিকেও হীন জ্ঞান করেন।

প্রচেতোগণের তপস্যাকালে দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, কর্ম্মের দ্বারা কখনও নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয় না, যজ্ঞাদি দ্বারা নিহত পশুগণ পরজন্মে হননকারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ঐ প্রসঙ্গে দেবর্ষি একটী উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন যে, পুরঞ্জন নামক জনৈক রাজা ভোগবুদ্ধিতে আসক্ত হইয়া বিবিধ চেষ্টাসহকারে অশেষপ্রকার ভোগেও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি যজ্ঞ দ্বারা যে সকল পশু হনন করিয়াছিলেন তাহারা পুরঞ্জনের মৃত্যুকালে যমলোকে তাহাদের হত্যার প্রতিশোধ লইতে লাগিল। অবশেষে-পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বদা স্ত্রীচিন্তার ফলে কোন রাজার পত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে ভাগ্যবলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গলাভ করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক পরমার্থ লাভ করিলেন। ঐ পুরঞ্জন আর কেহ নহেন, জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ও ভোগবুদ্ধিতে আসক্তির ফলে কিরূপ দুর্গতি ঘটে, তাহারই একটী রূপক আদর্শ মাত্র। দেবর্ষি প্রাচীনবর্হিকে আরও বলিলেন যে, কেবল কর্ম্ম দ্বারা ত্রিতাপ-যন্ত্রণার প্রতিকার-চেষ্টা শিরোধৃত ভার স্কন্ধে রাখিয়া শ্রান্তি লাঘব করার ন্যায়। কর্ম্মদ্বারা উচ্চাবচ বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। স্বপ্নদৃষ্ট দুঃখ যেরূপ জাগ্রদবস্থা ব্যতীত দূর হয় না, তদ্রূপ বাসুদেবে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই জীবের মঙ্গল হয় না। সন্মুখরিত হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই জীব ত্রিতাপ মুক্ত হইয়া পরম প্রয়োজন ভগবৎপ্রেমালাভে সমর্থ হয়। গুরুব্রুবগণ আত্মতত্ত্ব অবগত নহে, সদ্‌গুরুই জীবের সংশয়ছেত্তা। মনই সংসার প্রাপ্তির কারণ। রাজা প্রাচীনবর্হি নারদোপদেশে ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রচেতোগণ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিলে বিষ্ণু প্রত্যক্ষ হইয়া প্রচেতোগণকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবসঙ্গ লাভরূপ বর প্রার্থনা করিলেন, কারণ ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গে অশেষ কল্যাণ লাভ হয়। তাঁহারা বিষ্ণুর আদেশে অপ্সরা কন্যা মারিষার পানিগ্রহণ করিয়া 'দক্ষ' নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ দক্ষ শিবশাপে গর্ভযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রচেতোগণ দক্ষের হস্তে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

ভ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

চতুর্থ স্কন্ধের মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী

[প্রথম সংখ্যাটিতে অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে শ্লোক বুঝিতে হইবে]

খ

গ

প

র

ল

শ

চতুর্থ স্কন্ধের পাত্র-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

চতুর্থ-স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

শ্রীমদ্ভাগবত–চতুর্থ স্কন্ধের অধ্যায়–সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

চতুর্থঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

চতুর্থস্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ে ঈশ্বরাধীন ব্রহ্মা ও মনু প্রভৃতি দ্বারা বিসর্গসৃষ্টির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে মনুকন্যাগণের পৃথক্ পৃথক্ বংশ বিবরণ এবং উক্ত বংশে যজ্ঞাদি-মূর্ত্তি দ্বারা শ্রীহরির প্রকট সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। মৈত্রেয় এই সকল কথা বিস্তারিতরূপে বিদুরের নিকট কীর্ত্তন করেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি-নামে তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ-নামে পুত্রদ্বয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতিকে প্রজাপতি রুচি, মধ্যমা দেবহূতিকে প্রজাপতি কর্দ্দম, কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মনন্দন প্রজাপতি দক্ষ বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদি দ্বারাই ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি কর্দ্দমের নয়টী কন্যা নয়টী ব্রহ্মর্ষির পত্নী। মহর্ষি অত্রির সহধর্ম্মিণী অনুসূয়ার গর্ভ আশ্রয় করিয়া ক্রমান্বয়ে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশে দত্ত, দুর্ব্বাসা ও সোম-নামে তিনটী পুত্র আবির্ভূত হয়। অঙ্গিরার পত্নী 'শ্রদ্ধা'র গর্ভে চারিটী কন্যা ও উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুইটি প্রসিদ্ধ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র অগস্ত্য ও বিশ্রবাঃ। বিশ্রবার দুই পত্নী —ইলবিলা ও কেশিনী। বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে কুবের ও কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এবং কন্যা শূর্পনখা। বশিষ্ঠের পত্নী উর্জ্জার গর্ভে চিত্রকেতু, সুরুচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্‌যান ও দ্যুমন্—এই সপ্তর্ষি। অথর্ব্বা ঋষির পত্নী চিত্তির গর্ভে দধীচি মুনি আবির্ভূত হন। ভৃগুর বংশে মার্কণ্ডেয়, বেদশিরা, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি প্রথিতনামা ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-নন্দন-দক্ষ প্রসূতির গর্ভে ষোলটী কন্যা উৎপাদন করেন, তন্মধ্যে তিনি কনিষ্ঠা কন্যা শিবকে প্রদান করেন। দক্ষের মূর্ত্তি-নাম্নী কন্যা ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে নর ও নারায়ণ ঋষি আবির্ভূত হন। এই নরনারায়ণ-ঋষিদ্বয় অংশী শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ইঁহারাই দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—মনোঃ (স্বায়ম্ভুবস্য সকাশাৎ) তু শতরূপায়াং (ভার্য্যায়াং) আকূতিঃ দেবহূতিঃ প্রসূতিঃ চ ইতি বিশ্রুতাঃ (তত্তন্নামভিঃ প্রসিদ্ধাঃ) তিস্রঃ কন্যাঃ চ (পুত্রৌ চ) জজ্ঞিরে (জাতাঃ অভবন্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, শতরূপার গর্ভে মনুর তিনকন্যা জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি-নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন মনুর দুইটি পুত্রও হইয়াছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥

গোপরামাজনপ্রাণ-প্রেয়সেঽতিপ্রভুষ্ণবে।
তদীয়-প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥
চতুর্থে কথ্যতে সৈক-ত্রিংশাধ্যায়বতি স্ফুটম্।
বিসর্গো যঃ কৃতো ব্রহ্ম-মন্বাদ্যৈরীশ্বরাজ্ঞয়া ॥
একেন মনুকন্যানা-মন্বয়াঃ কথিতা ইহ।
ততঃ ষড়্ভির্দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসো ভূয়ঃ প্রবর্ত্তনে।
ততো ধ্রুবস্য চরিতং পঞ্চভিঃ শ্রীপৃথোস্ততঃ।
একাদশভিরধ্যায়ৈরষ্টভিস্তু প্রচেতসাম্।
তত্র তু প্রথমেঽধ্যায় আকৃত্যাদিত্রিকান্বয়ে।
বর্ণ্যন্তে যজ্ঞদত্তশ্রীনারায়ণজ-সৎকথাঃ ॥ ০ ॥

পূর্ব্বস্কন্ধে কর্দ্দমকথাপ্রসঙ্গেন মনোর্দ্বিতীয়ায়াঃ কন্যায়া দেবহূতের্বংশানুক্ত্বা পুনস্তস্যান্বয়ং ক্রমেণ বক্তুং প্রথমায়াঃ কন্যায়া আকূতের্বংশমাহ—মনোস্তিতি। ব্রহ্মণঃ পুত্রাণাং মধ্যে মনোস্তিতি তু-শব্দেন মরিচ্যাদিভ্যস্তস্য ভক্ত্যুৎকর্ষঃ সূচিতঃ। চকারাদ্দ্বৌ পুত্রৌ চ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক করুণাসিন্ধু, সকল লোকের পালক শ্রীকৃষ্ণকে এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই শ্রীশুকদেবের সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (এবং তদীয় প্রিয়জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ॥

একত্রিংশ অধ্যায়-যুক্ত এই চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীভগবানের আজ্ঞায় ব্রহ্মা ও মনু প্রভৃতির দ্বারা যে বিসর্গ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে ॥

এক অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাগণের বংশাবলী কীর্তিত হইয়াছে, তারপর ছয় অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস ও পুনরায় প্রবর্ত্তন। তারপর পাঁচটি অধ্যায়ে ধ্রুবের চরিত, একাদশ অধ্যায়ে পৃথুরাজের চরিত্র এবং আট অধ্যায়ে প্রচেতাগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ॥

তন্মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে—আকৃতি প্রভৃতি মনুকন্যাগণের পৃথক্ পৃথক্ বংশ-বর্ণনে যজ্ঞ, দত্ত ও শ্রীনারায়ণমূর্ত্তি ভগবানের সৎকথা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্বে তৃতীয় স্কন্ধে কর্দ্দম ঋষির কথাপ্রসঙ্গে স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয়া কন্যা দেবহূতির বংশ বলিয়া, পুনরায় সেই মনুর বংশ ক্রমান্বয়ে বলিবার জন্য (মনুর) প্রথমা কন্যা আকূতির বংশ বলিতেছেন—'মনোঃ তু' ইত্যাদি। ব্রহ্মার পুত্রগণের মধ্যে 'মনোঃ তু'—এখানে ভিন্নোপক্রমে তু-শব্দ প্রয়োগের দ্বারা মরীচি প্রভৃতি হইতে সেই মনুর ভক্তির উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। 'চ-কার' (এবং)—ইহা বলায়—মনুর দুই পুত্রও (প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝাইতেছে ॥ ১ ॥

মধ্ব—শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ।
পুনঃ পুনঃ কথাং প্রাহুরভ্যাসাদুত্তমং ফলম্।
বিজ্ঞাপয়িতুকামাস্তু বিদ্বাংসস্তত্র তত্র তু ॥
ইত্যাগ্নেয়ে ॥ ১ ॥

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ।
পুত্রিকাধর্ম্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপঃ (মনুঃ পুত্রবাহুল্যকামঃ সন্) শতরূপানুমোদিতঃ (সন্) পুত্রিকাধর্ম্মম্ (অভ্রাতৃকায়াঃ কন্যায়াঃ পুত্রস্য স্বপুত্রত্বে বরণার্থং তস্যাঃ দানম্) আশ্রিত্য ভ্রাতৃমতীম্ অপি আকূতিং রুচয়ে (প্রজাপতয়ে) প্রাদাৎ (দদৌ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—মনু স্বীয় পত্নীর সম্মতিক্রমে তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠকন্যা আকূতিকে পুত্রিকাধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতৃমতীমপি কন্যাং পুত্রিকাধর্ম্মমাশ্রিত্য প্রাদাৎ। ন কেবলং পুত্রবাহুল্যকাম এব, কিন্তু আকূতিপুত্রস্য ভগবদবতারত্বং সর্ব্বজ্ঞতয়া জ্ঞাত্বা ভগবান্মম দৌহিত্রোঽপি পুত্রোঽপি ভূয়াদিতি কাম ইতি ভাবঃ। "অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্। অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি" ভাষাবন্ধেন কন্যাদানং পুত্রিকাধর্ম্মঃ। অভ্রাভ্রাতৃকামিত্যল্পার্থে নঞ্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভ্রাতৃমতীম্ অপি'—ভ্রাতৃমতী হইলেও কন্যা আকূতিকে পুত্রিকাধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালক মনু মহর্ষি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেন। ইহা কেবল পুত্রগণের বাহুল্য কামনায় নহে, কিন্তু মনু সর্ব্বজ্ঞতাবশতঃ আকূতির পুত্র শ্রীভগবানের অবতার

হইবেন, ইহা জানিয়া, 'ভগবান্ আমার দৌহিত্র এবং পুত্রও হউন', এই কামনায়— এই ভাব। পুত্রিকাধর্ম্ম হইতেছে—'আমার এই কন্যা ভ্রাতৃহীনা, ইহাকে সালঙ্কারে প্রদান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিবে, সে পুত্র আমার হইবে'—এইরূপ ভাষা-বন্ধনপূর্ব্বক কন্যা-সম্প্রদান। যদি বলেন—দেখুন, ভ্রাতা থাকিতেও 'ভ্রাতৃহীনা কন্যা'—এইরূপ বলায় মিথ্যা বচন হইল, তাহাতে 'অভ্রাতৃকা'—শব্দের ব্যাকরণগত সমাধান করিয়া বলিতেছেন—না, মিথ্যা হয় নাই, এখানে অল্পার্থে নঞ্-প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ অতি অল্প-সংখ্যক পুত্র আছে, এই অর্থ ॥২॥

তথ্য—পুত্রিকাধর্ম্ম—

"অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি ॥"

ভাষাবন্ধেন কন্যাদানং পুত্রিকা-ধর্ম্মঃ।

অর্থাৎ "আমার এই কন্যা ভ্রাতৃহীনা, ইহাকে সালঙ্কারে প্রদান করিতেছি। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে আমারই পুত্র হইবে" এইরূপ ভাষাবন্ধনপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদান 'পুত্রিকাধর্ম্ম' নামে খ্যাত। মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায়ে পুত্রিকাধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। পূর্ব্বকালে দক্ষ প্রজাপতি স্বীয় বংশবৃদ্ধির জন্য অনেক পুত্রিকা করিয়াছিলেন। দক্ষ ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পুত্রিকা কন্যা থাকিতে অন্যে ধনভাক্ হইতে পারে না। বিশেষ জানিতে হইলে 'মনুসংহিতা' দ্রষ্টব্য।

"অপুত্রোঽনেন বিধিনা সুতাং কুর্ব্বীত পুত্রিকাম্।
যদপত্যং ভবেদস্যাং তন্মম স্যাৎ স্বধাকরম্ ॥"

—মনু ৯।১২৭ ॥ ২ ॥

**প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ।
মিথুনং ব্রহ্মবর্চ্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩ ॥**

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মবর্চ্চস্বী (ব্রহ্মতেজোবান্) সঃ প্রজাপতিঃ ভগবান্ রুচিঃ পরমেণ (তীব্রেণ) সমাধিনা (ঈশ্বরধ্যানেন) তস্যাম্ (আকূত্যাং) মিথুনং (পুরুষং স্ত্রিয়ং চ) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মতেজা, ঐশ্বর্য্যবান্ সেই প্রজাপতি রুচি অতিশয় চিত্তসংযমদ্বারা স্বীয় পত্নী আকূতির গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিয়া-ছিলেন ॥ ৩ ॥

**যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্।
যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতানপায়িনী ॥ ৪ ॥**

অন্বয়ঃ—তয়োঃ (মিথুনভূতয়োঃ মধ্যে) যঃ পুরুষঃ (সঃ) যজ্ঞস্বরূপধৃক্ (যজ্ঞনামকাবতারঃ) সাক্ষাৎ (স্বয়ং) বিষ্ণুঃ; যা (চ) স্ত্রী সা অনপায়িনী (অবিনাশিনী) ভূতেঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) অংশভূতা (অবতার-রূপা) দক্ষিণা (ইতি প্রসিদ্ধা) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে পুত্রটী যজ্ঞরূপধারী যজ্ঞ-নামক সাক্ষাৎ বিষ্ণু এবং কন্যাটি লক্ষ্মীর অংশভূতা জন্মমরণরহিতা দক্ষিণা নামে বিখ্যাতা ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতের্লক্ষ্ম্যা অংশভূতা অতস্তয়োর্বি-বাহো ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতেঃ'—লক্ষ্মীর অংশ-স্বরূপিণী এই দক্ষিণা নাম্নী কন্যা, অতএব সহোদরা হইলেও যজ্ঞ-রূপধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সহিত তাঁহার বিবাহ বিরুদ্ধ হয় নাই—এই ভাব ॥ ৪ ॥

**আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্।
স্বায়ম্ভুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্রাহ দক্ষিণাম্ ॥ ৫ ॥**

অন্বয়ঃ—স্বায়ম্ভুবঃ (মনুঃ) মুদা (আনন্দেন) যুক্তঃ (সন্) বিততরোচিষং (প্রসৃতদীপ্তিং) পুত্র্যাঃ (আকূত্যাঃ) পুত্রং (যজ্ঞং) স্বগৃহম্ আনিন্যে (আনয়ৎ) রুচিঃ দক্ষিণাং (কন্যাং) জগ্রাহ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—স্বায়ম্ভুব মনু সানন্দচিত্তে নিজদুহিতা আকূতির অতি তেজস্বী পুত্র যজ্ঞকে (দৌহিত্রকে) স্বীয় ভবনে আনয়ন করিলেন। রুচি দক্ষিণাকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ পুত্রিকাকে পুত্রের ন্যায় স্বীকার করিয়া পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

**তাং কাময়ানাং ভগবানুবাহ যজুষাং পতিঃ।
তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়দ্দ্বাদশাত্মজান্ ॥ ৬ ॥**

অন্বয়ঃ—যজুষাং (যজ্ঞানাং মন্ত্রাণাং বা) পতিঃ ভগবান্ (বিষ্ণুঃ, তদবতারভূতঃ যজ্ঞঃ) কাময়ানাং (কাময়মানাং) তাং (লক্ষ্ম্যাংশভূতাং দক্ষিণাম্) উবাহ (বিবাহিতবান্) (ততঃ) তুষ্টায়াং (তস্যাং) তোষং (সন্তোষম্) আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ প্রসন্নঃ সন) দ্বাদশ আত্মজান্ (পুত্রান্ অজনয়ৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কিছুকাল পরে দক্ষিণা তাঁহার সহোদর যজ্ঞকে বিবাহ করিতে অভিলাষিণী হইলে, ভগবান্ যজ্ঞ অথবা মন্ত্রপতি বিষ্ণু পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। দক্ষিণারও সাতিশয় আনন্দ হইল। অনন্তর যজ্ঞ তাঁহার গর্ভে দ্বাদশটী পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যজুষাং পতির্যজ্ঞরূপী বিষ্ণুঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজুষাং পতিঃ'— যজ্ঞসমূহের অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণু ॥ ৬ ॥

তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতিঃ।
ইধ্মঃ কবির্বিভুঃ স্বাহ্নঃ সুদেবো রোচনো দ্বিষট্ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষঃ ভদ্র শান্তিঃ ইড়স্পতিঃ ইধ্মঃ কবিঃ বিভুঃ স্বাহ্নঃ সুদেবঃ রোচনঃ (ইতি) দ্বিষট্ (দ্বাদশ পুত্রাঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ঐ দ্বাদশটী পুত্রের নাম তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব এবং রোচন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিষট্ দ্বাদশ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বি-ষট্'—দুইটি ষট্, অর্থাৎ দ্বাদশ ॥ ৭ ॥

তুষিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণামনুবৃত্তং তদন্তরম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(১) স্বায়ম্ভুবান্তরে (স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে) (২) তুষিতাঃ নাম (প্রসিদ্ধাঃ) তে (দ্বাদশপুত্রাঃ) দেবাঃ (আসন্), (৩) মরীচিমিশ্রাঃ (মরীচি-প্রমুখাঃ সপ্ত) ঋষয়ঃ (আসন্), (৪) যজ্ঞঃ (চ হরেঃ অবতারঃ আসীৎ), (৫) (সঃ এব স্বয়ং) সুরগণেশ্বরঃ (ইন্দ্রশ্চ জাতঃ), (৬) মহৌজসৌ (মহাতেজসৌ) প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ (আস্তাম্) (ইতি মন্বন্তরস্য ষড়্বিধত্বমুক্তম্) তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণাং (বংশৈঃ) তদন্তরং (তস্য স্বায়ম্ভুবস্য মনোঃ অন্তরং মন্বন্তরম্) অনুবৃত্তং (ব্যাপ্তং পালিতম্) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি রুচির এই দ্বাদশটী দৌহিত্রই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 'তুষিত' নামে দেবতা হইয়াছিলেন। মন্বন্তর, মনু, দেবতা, মনুপুত্র, দেবরাজ ইন্দ্র, সপ্তর্ষি —এই ছয় প্রকার হরির অংশাবতার। এই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনু, তুষিত দেবতা, মরীচিপ্রমুখ সপ্তর্ষি, বিষ্ণুর অংশাবতার যজ্ঞ, তিনিই সুরপতি ইন্দ্র এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মহাতেজস্বী মনুপুত্রদ্বয় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র পৌত্র এবং দৌহিত্রগণের দ্বারা উক্ত মন্বন্তর ব্যাপ্ত ও পরিপালিত হইয়াছিল ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসঙ্গান্মন্বন্তরগতং ষট্কমাহ—তুষিতা ইতি দ্বাভ্যাম্। "মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ। ঋষয়োহংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্বিধমুচ্যতে॥" ইতি বক্ষ্যতি। তত্র স্বায়ম্ভুবস্য মনুত্বাৎ যজ্ঞস্যাস্যাবতারত্বেনেন্দ্রত্বেন চ দ্বৈরূপ্যাৎ ষট্কমুক্তং জ্ঞেয়ম্। অনুবৃত্তমনুচরিতং, তন্ময়মেব, তদনন্তরং স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে মন্বন্তরগত ছয়প্রকার সৃষ্টির কথা বলিতেছেন—'তুষিতা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। প্রত্যেক মন্বন্তরে এক এক মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতারগণ—এই ছয় প্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ষড়্বর্গের অধিকারে যে যে কাল থাকে, তাহাকে 'মন্বন্তর' বলা হয়—ইহা (১২।৭।১৫ শ্লোকে) বলিবেন। এখানে স্বায়ম্ভুব নিজেই মনু বলিয়া, তৎপুত্র যজ্ঞের বিষ্ণুর অবতারত্ব-রূপে এবং ইন্দ্রত্বরূপে দ্বৈরূপ্যহেতু (অর্থাৎ যজ্ঞ বিষ্ণুর অবতার এবং তিনিই দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে) ষড়্বিধত্ব বুঝিতে হইবে। 'অনুবৃত্ত'—বলিতে অনুচরিত, তন্ময়, (অর্থাৎ ঐ মন্বন্তর স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র-পৌত্রাদির দ্বারা ব্যাপ্ত

হইয়াছিল)। 'তদ্ অন্তরং'— স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কাল, এই অর্থ ॥৮-৯॥

———

দেবহূতিমদাৎ তাত কর্দ্দমায়াত্মজাং মনুঃ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম॥ ১০॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (বিদুর,) মনুঃ আত্মজাং (কন্যাং) দেবহূতিং কর্দ্দমায় অদাৎ। তৎসম্বন্ধি (কর্দ্দমদেবহূতিসম্বন্ধি চরিতং) গদতঃ (কথয়তঃ) মম (সকাশাৎ) ভবতা (ত্বয়া) শ্রুতপ্রায়ং (তৎকন্যা-বংশম্ ঋতে বাহুল্যেন শ্রুতম্)॥ ১০॥

অনুবাদ—বৎস বিদুর, মনু স্বীয় মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে মহর্ষি কর্দ্দমের হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধেই আমি সবিস্তারে বলিতেছিলাম। আপনি উহা সমস্তই শ্রবণ করিয়াছেন॥ ১০॥

বিশ্বনাথ—তৎসম্বন্ধি তস্যাঃ পুত্রকন্যাদিকং, তৎকন্যাবংশানামশ্রুতত্বাৎ প্রায়গ্রহণম্॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং'—সেই দেবহূতির বিবাহ এবং পুত্র-কন্যাদির কথা প্রায়ই শ্রুত হইয়াছে। এখানে তাঁহার কন্যাগণের বংশাবলী বলা হয় নাই, সেইজন্য 'প্রায়'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে॥ ১০॥

———

দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ।
প্রাযচ্ছদ্‌যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততো মহান্॥১১॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ মনুঃ ব্রহ্মপুত্রায় দক্ষায় প্রসূতিং (স্বকন্যাং) প্রাযচ্ছৎ (অদদাৎ) যৎকৃতঃ (যাভ্যাং কৃতঃ) মহান্ সর্গঃ (সৃষ্টিঃ বংশবিস্তারঃ) ত্রিলোক্যাং বিততঃ (বিস্তৃতঃ জাতঃ)॥ ১১॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যবান্ মনু কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মনন্দন দক্ষকে সম্প্রদান করেন। তাঁহাদিগের মহান্ বংশ দ্বারাই ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে॥১১॥

———

যাঃ কর্দ্দমসুতাঃ প্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ।
তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—যাঃ নব (নবসংখ্যকাঃ কলাদয়ঃ) কর্দ্দমসুতাঃ (কর্দ্দমকন্যাঃ) ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ (মরীচ্যাদীনাং ব্রহ্মর্ষীণাং পত্নয়ঃ ময়া) প্রোক্তাঃ (কথিতাঃ) তাসাং প্রসূতিপ্রসবং (পুত্রপৌত্রাদিবিস্তারং) মে (ময়া) প্রোচ্যমানং (বক্ষ্যমাণং) নিবোধ (শৃণু)॥ ১২॥

অনুবাদ—মহর্ষি কর্দ্দমের যে নয়টি কন্যার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারা নয়জনই নয়টী ব্রহ্মর্ষির পত্নী হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাঁহাদিগের বংশবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্॥ ১২॥

বিশ্বনাথ—নবব্রহ্মর্ষি ক্ষত্তর্ব্রহ্মর্ষীতি পাঠদ্বয়ম্। প্রসূতিপ্রসবং পুত্রপৌত্রাদিবিস্তারম্॥ ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নব ব্রহ্মর্ষি-পত্নয়ঃ'—এই স্থলে 'ক্ষত্তর্ব্রহ্মর্ষি-পত্নয়ঃ', এইরূপ পাঠান্তরে—হে ক্ষত্তঃ! অর্থাৎ হে বিদুর! কর্দ্দম ঋষির কন্যাগণ ব্রহ্মর্ষির পত্নী হইয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ। 'প্রসূতিপ্রসবং'—সেই নয়জন কন্যার পুত্র-পৌত্রাদির বিস্তার॥ ১২॥

———

পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—মরীচেঃ পত্নী কর্দ্দমাত্মজা কলা তু কশ্যপং পূর্ণিমানং চ সুষুবে (উৎপাদয়ামাস)। যয়োঃ (কশ্যপপূর্ণিম্নোঃ বংশবিস্তারেণ) জগৎ আপূরিতং (সম্যক্ পূর্ণম্)॥ ১৩॥

অনুবাদ—মরীচির পত্নী কর্দ্দমদুহিতা কলা, কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন, এই দুইজনের বংশদ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ—যয়োর্বংশেন॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যয়োঃ'—যাঁহাদের (অর্থাৎ কশ্যপ ও তৎপত্নী পূর্ণিমার বংশবিস্তারের দ্বারা (জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে)॥ ১৩॥

———

পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্ যাভূৎ সরিদ্দিবঃ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) পরন্তপ, (শত্রুনিসূদন বিদুর!) পূর্ণিমা বিরজং বিশ্বগং চ (দ্বৌ পুত্রৌ) দেবকুল্যাং (নামকন্যাং চ) অসূত (উৎপাদয়ামাস)। যা (দেবকুল্যা) হরেঃ পাদশৌচাৎ (পাদক্ষালনাৎ

জন্মান্তরে) দিবঃ সরিৎ (গঙ্গা) অভূৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ বিদুর, পূর্ণিমার দুই পুত্র বিরজ ও বিশ্বগ ; এতদ্ভিন্ন দেবকুল্যা নামে তাঁহার একটী কন্যাও জন্মিয়াছিল। এই কন্যাই জন্মান্তরে শ্রীহরির পাদপ্রক্ষালন হইতে এই জগতে স্বর্গনদী সরিদ্বরা গঙ্গারূপে উৎপন্না হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কশ্যপস্য বংশং ষষ্ঠে বক্ষ্যতি। দেবকুল্যাং নাম কন্যাঞ্চ। হরেঃ পাদক্ষালনাৎ সুকৃতাদ্ যা দিবঃ সরিদ্গঙ্গা জন্মান্তরেঽভূৎ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কশ্যপের বংশ ষষ্ঠ স্কন্ধে (অষ্টাদশ অধ্যায়ে) বলা হইবে। পূর্ণিমার দেবকুল্যা নামে একটি কন্যাও জন্মিয়াছিল। এই দেবকুল্যাই জন্মান্তরে ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপ্রক্ষালনজনিত পুণ্যপ্রভাবে এই জগতে স্বর্গনদী গঙ্গা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অত্রেঃ (ব্রহ্মর্ষেঃ) পত্নী অনসূয়া (কর্দ্দমকন্যা) সুযশসঃ (সুষ্ঠু যশঃ যেষাং তান্) আত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ (আত্মা শ্রীবিষ্ণুঃ ঈশঃ রুদ্রঃ ব্রহ্মা চ তেষাম্ অংশৈঃ সম্ভূতান্) দত্তং (দত্তাত্রেয়ং) দুর্ব্বাসসং সোমম্ (ইতি খ্যাতান্) ত্রীন্ সুতান্ জজ্ঞে (জনয়ামাস) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি অত্রির সহধর্ম্মিণী অনসূয়া, দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা ও সোম-নামে তিনটী মহাযশস্বী পুত্র প্রসব করেন। সেই তিনপুত্র ক্রমান্বয়ে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা বিষ্ণুস্তদাদ্যংশভূতান্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মেশ-ব্রহ্ম-সম্ভবান্'—আত্মা বলিতে বিষ্ণু; বিষ্ণু প্রভৃতির অংশভূত পুত্রগণ (অর্থাৎ মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া, বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশ-সম্ভূত যথাক্রমে দত্ত, দুর্ব্বাসা ও সোম নামে তিনটি মহাযশস্বী পুত্র উৎপাদন করেন।)॥১৫॥

মধ্ব—

ব্রহ্মস্থশ্চৈব রুদ্রস্থঃ স্বয়ং চাপি হরিঃ প্রভুঃ।
প্রজাং ত্রিপুরুষসমাং যচ্ছত্বিত্যত্রিরৈচ্ছত ॥
তস্মাৎ স ব্রহ্মরুদ্রাভ্যাং সহ বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ।
আগত্য তু ত্রিমূর্ত্ত্যংশান্ পুত্রান প্রাদাজ্জনার্দ্দনঃ ॥
ভাবিত্বাচ্চৈব কার্য্যস্য লোকানাং মোহনায় চ ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

অত্রের্গৃহে সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
কিঞ্চিচ্ছিকীর্ষবো জাতা এতদাখ্যাহি মে গুরো ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—(হে) গুরো, (মৈত্রেয়), স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতবঃ) সুরশ্রেষ্ঠাঃ (ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ) কিংচিৎ (কিং স্বিৎ) চিকীর্ষবঃ (কর্ত্তুম্ ইচ্ছবঃ সন্তঃ) অত্রেঃ গৃহে জাতাঃ, এতৎ মে আখ্যাহি (বর্ণয়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে গুরো, সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণভূত দেবশ্রেষ্ঠগণ কি অভিপ্রায়ে অত্রির গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চিৎ কিংস্বিৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিঞ্চিৎ'—'কিংস্বিৎ'? অর্থাৎ কি অভিপ্রায়ে সেই সুরশ্রেষ্ঠ তিন জন আবির্ভূত হইলেন ? ॥ ১৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সৃষ্টাবত্রির্ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
সহ পত্ন্যা যযাবৃক্ষং কুলাদ্রিং তপসি স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ব্রহ্মণা সৃষ্টৌ (সৃষ্ট্যর্থং) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ সন্) ব্রহ্মবিদাং (ব্রহ্মজ্ঞানাং) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) অত্রিঃ পত্ন্যা সহ ঋক্ষং (নামানং) কুলাদ্রিং যযৌ (তত্র চ) তপসি স্থিতঃ (বভূব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ করিলে, ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি অত্রি, তপস্যার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া সহধর্ম্মিণী অনসূয়ার সহিত ঋক্ষ নামক কুলাচলে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ঋক্ষম্ ঋক্ষনামানম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋক্ষং'—ঋক্ষ নামক কুল-পর্ব্বতে (ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ অত্রি, স্বীয়পত্নী অনসূয়ার সহিত গমন করিলেন ।) ॥ ১৭ ॥

তস্মিন্ প্রসূনস্তবক-পলাশাশোককাননে ।
বার্ভিঃ স্রবদ্ভিরুদ্‌ঘুষ্টে নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ সমন্ততঃ ॥১৮॥
প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো বর্ষশতং মুনিঃ ।
অতিষ্ঠদেকপাদেন নির্দ্বন্দ্বোঽনিলভোজনঃ ॥ ১৯ ॥
শরণং তং প্রপদ্যেঽহং য এব জগদীশ্বরঃ ।
প্রজামাত্মসমাং মহ্যং প্রযচ্ছত্বিতি চিন্তয়ন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—প্রসূনস্তবকপলাশাশোককাননে (প্রসূনানাং পুষ্পানাং স্তবকাঃ যেষু পলাশাশোকেষু তেষাং কাননানি যত্র তস্মিন্) নির্বিন্ধ্যায়াঃ (নদ্যাঃ) স্রবদ্ভিঃ বার্ভিঃ (জলৈঃ) উদ্‌ঘুষ্টে (নাদিতে) তস্মিন্ (কুলাদ্রৌ) প্রাণায়ামেন মনঃ সংযম্য য এব জগদীশ্বরঃ তম্ অহং শরণং প্রপদ্যে (গচ্ছামি), সঃ আত্মসমাং (স্বতুল্যাং) প্রজাং (সন্ততিং) মহ্যং প্রযচ্ছতু (দদাতু) ইতি চিন্তয়ন্ (বিভাবয়ন্) নির্দ্বন্দ্বঃ (চিত্তবিক্ষেপশূন্যঃ অনিলভোজনঃ (কেবল-বায়ুঃ এব যস্য ভোজনং তথাভূতঃ চ সন্) একপাদেন বর্ষশতম্ অতিষ্ঠৎ (দণ্ডায়মানঃ তপঃ চচার) ॥ ১৮-২০ ॥

অনুবাদ—সেই পর্ব্বত কুসুমস্তবকযুক্ত পলাশ ও অশোক বৃক্ষের কাননে শোভিত ছিল এবং নির্বিন্ধ্যা-নাম্নী তটিনীর জলপ্রপাতের বারিপতন-শব্দে ঐ স্থান নিনাদিত হইতেছিল । মহর্ষি অত্রি প্রাণায়ামদ্বারা চিত্ত সংযম করিয়া বায়ুমাত্র আহার করতঃ নির্দ্বন্দ্বভাবে সেই পর্ব্বতে একশত বৎসর একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে "যিনি এই জগতের অধীশ্বর, আমি সেই শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলাম, তিনি আমাকে আত্মতুল্য সন্তান প্রদান করুন্" ॥ ১৮-২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসূনানাং স্তবকা যেষু তেষাং পলাশাশোকানাং কাননে উদ্‌ঘুষ্টে নাদিতে ॥ ১৮-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রসূনস্তবক' ইত্যাদি—কুসুমসমূহের স্তবক যেখানে, সেই পলাশ ও অশোক বৃক্ষের কাননে (পরিবৃত নির্ব্বিন্ধ্যা নামক নদীর তীর) । 'উদ্‌ঘুষ্টে'—সেই নদীর জলপতনের শব্দে নিনাদিত সেই ঋক্ষ পর্ব্বত ॥ ১৮-২০ ॥

তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্নিনা ।
নির্গতেন মুনের্মূর্দ্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ ॥ ২১ ॥
অপ্সরোমুনিগন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ ।
বিতায়মানযশসস্তদাশ্রমপদং যযুঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাণায়ামৈধসা (প্রাণায়ামঃ এব এধঃ সন্দীপকঃ যস্য তেন) মুনেঃ (অত্রেঃ) মূর্দ্ধ্নঃ (মস্তকাৎ) নির্গতেন অগ্নিনা ত্রিভুবনং তপ্যমানং সমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অপ্সরোমুনিগন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ বিতায়মান-যশসঃ (বিস্তার্য্যমাণং যশঃ যেষাং তে) ত্রয়ঃ প্রভবঃ (ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাঃ) তদাশ্রমপদং (তস্য আশ্রমস্থানং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—প্রাণায়ামপ্রদীপ্ত মহর্ষি অত্রির শিরোদেশ হইতে একটী অগ্নিশিখা উদ্ভূত হইল । সেই যোগাগ্নি দ্বারা ত্রিভুবন প্রতপ্ত হইতেছে দেখিয়া অপ্সরোগণ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও নাগগণের সহিত বিস্তীর্ণযশা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন প্রভু, অত্রির আশ্রমপদে গেলেন ॥ ২১-২২ ॥

বিশ্বনাথ — মুনের্মূর্দ্ধ্নঃ সকাশান্নির্গতেনাগ্নিনা তপোময়েন তপ্যমানং বীক্ষ্য প্রাণায়াম এধঃ কাষ্ঠং যস্য তেন । অত্র তিষ্ঠন্নেব প্রাণায়ামাংশ্চকারেতি জ্ঞেয়ম্ । প্রাণায়ামেন সংযম্য মনোঽতিষ্ঠদিতি ক্ত্বা-প্রত্যয়ো ঝনৎকৃত্য পততি সংনিমীল্য হসতীত্যাদি-বত্তুল্যকাল এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অত্রি মুনির মস্তক হইতে নির্গত তপোময় অগ্নির দ্বারা, 'তপ্যমানং'—ত্রিভুবন উত্তপ্ত হইতেছে দেখিয়া, (অপ্সরা, মুনি প্রভৃতির সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—অত্রির সেই আশ্রমে উপনীত হইলেন) । 'প্রাণায়ামৈধসা'—প্রাণায়াম হইতেছে কাষ্ঠ যাহার, সেইরূপ অগ্নির দ্বারা । এখানে অবস্থিত হইয়াই প্রাণায়াম করিয়াছিলেন—এইরূপ বুঝিতে হইবে । 'প্রাণায়ামেন সংযম্য মনঃ অতিষ্ঠৎ' (১৯ শ্লোক)—অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা মন সংযত করিয়া একপদে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন । এখানে 'সংযম্য'—ক্ত্বাচ্ স্থানে ল্যপ্ প্রত্যয় । 'ঝনৎকৃত্য

পততি'—বাসন ঝনৎকার করিয়া পতিত হইল, 'সংনিমীল্য হসতি'—চক্ষুঃ নিমীলন করিয়া হাস্য করিতেছে—ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এখানে তুল্য-কালেই ক্ত্বাচ্ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ['সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে'—ব্যাকরণের এই সূত্র অনুসারে, একাধিক ক্রিয়ায় এক কর্ত্তা হইলে পূর্ব্বকালীন ক্রিয়া-বোধক ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়। এখানে ১৯ শ্লোকে প্রাণায়ামের দ্বারা মন সংযম করিয়া বলিলেন, আবার ২১ শ্লোকে প্রাণায়ামরূপ কাষ্ঠে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দ্বারা ত্রিভুবন উত্তপ্ত—বলিলেন। এখানে সংশয়—কোন কার্য্য পূর্ব্বে হইয়াছে, প্রাণায়ামের দ্বারা সংযম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন? অথবা দণ্ডায়মান অবস্থাতেই প্রাণায়াম করিলেন? ইহাতে পূর্ব্বোক্ত আলোচনা করিলেন। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ এইরূপ সমাধান করিয়াছেন— পূর্ব্বে উপবেশন করিয়া প্রাণায়াম, পশ্চাৎ উপাসনাবিশেষের নিমিত্ত একপাদে উর্দ্ধ্বস্থিতি, যেহেতু পূর্ব্বকাল আশ্রয় করিয়াই ক্ত্বাচ্-প্রত্যয় হয়। আবার উর্দ্ধ্বস্থিতিতেই সেই মন্ত্র-চিন্তন, শতৃপ্রত্যয়ের সমানকালে আশ্রয়ত্ব-হেতু। তথাপি সেই উর্দ্ধ্বস্থিতি অবস্থায় পুনরায় দুঃখে নিজ দেহত্যাগের নিমিত্ত সাগ্নিধারণ প্রাণায়াম এবং তজ্জন্য পুনরায় উপবেশন করিয়াছিলেন—এই-রূপ জানিতে হইবে, ইত্যাদি।] ॥ ২১ ॥

তৎপ্রাদুর্ভাবসংযোগ-বিদ্যোতিতমনা মুনিঃ।
উত্তিষ্ঠন্নেকপাদেন দদৃশে বিবুধর্ষভান্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তৎপ্রাদুর্ভাবসংযোগবিদ্যোতিতমনাঃ (তেষাং প্রাদুর্ভাবস্য প্রাকট্যস্য সংযোগেন সন্নিধিনা বিদ্যোতিতং প্রকাশিতং মনো যস্য সঃ) মুনিঃ (অত্রিঃ) একপাদেন উত্তিষ্ঠন্ (উৎকর্ষেণ তিষ্ঠন্) বিবুধর্ষভান্ (দেবশ্রেষ্ঠান্ হরিবিরিঞ্চমহেশ্বরান্) দদৃশে (দদর্শ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বলোকনমস্কৃত দেবত্রয়ের প্রাকট্যে মুনির চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া দেবশ্রেষ্ঠদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ — তেষাং প্রাদুর্ভাবেন হেতুনা যঃ সংযোগো মিলনং তেন বিদ্যোতিতমনাস্তান্ প্রত্যুত্থানার্থং তিষ্ঠন্নেব উৎকর্ষেণ তিষ্ঠন্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'তৎপ্রাদুর্ভাব-সংযোগ-বিদ্যোতিমনাঃ'—সেই দেবগণের আবির্ভাব-হেতু যে সংযোগ, অর্থাৎ মিলন, তাহার দ্বারা বিদ্যোতিত অর্থাৎ প্রফুল্ল হইয়াছে মন যাঁহার, সেই অত্রি তাঁহা-দিগের প্রতি অভ্যুত্থানের নিমিত্ত একপদে দণ্ডায়মান হইয়াই, 'উত্তিষ্ঠন্'—প্রকৃষ্টরূপে অবস্থান করিতে করিতে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমাবুপতস্থেঽর্হণাঞ্জলিঃ।
বৃষহংসসুপর্ণস্থান্ স্বৈঃ স্বৈশ্চিহ্নৈশ্চ চিহ্নিতান্।
কৃপাবলোকেন হসদ্বদনেনোপলম্ভিতান্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অর্হণাঞ্জলিঃ (অর্হণং পুষ্পাদিকম্ অঞ্জলৌ যস্য সঃ মুনিঃ) বৃষহংসসুপর্ণস্থান্ (সুপর্ণঃ শোভনানি পত্রাণি যস্য সঃ গরুড়ঃ, স্বস্ববাহনেষু বৃষহংসাদিষু স্থিতান্) স্বৈঃ স্বৈঃ চিহ্নৈঃ (ত্রিশূল-কমণ্ডলুচক্রাদিভিঃ) চিহ্নিতান্ (উপলক্ষিতান্) কৃপা-বলোকেন (কৃপয়া অবলোকঃ অবলোকনং যস্মিন্ তেন) হসদ্বদনেন (হসৎ চ তদ্বদনং চ তেন) উপলম্ভিতান্ (প্রসন্নত্বেন জ্ঞাপিতান্ তান্) ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণম্য উপতস্থে (পূজয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি অত্রি দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা বৃষ, হংস ও গরুড়ের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া ত্রিশূল, কমণ্ডলু, চক্র প্রভৃতি স্ব-স্ব-চিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদের নয়নে করুণার চিহ্ন এবং বদনে প্রসন্নহাস্য হইয়া উঠিয়াছে। অত্রিমুনি ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম এবং পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাঁহাদের পূজা-বিধান করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অর্হণং পুষ্পাদিকমঞ্জলৌ যস্য সঃ। স্বৈঃ স্বৈশ্চিহ্নৈস্ত্রিশূলকমণ্ডলুচক্রাদিভিস্তদপি কৃপা-বলোকেনৈব উপলম্ভিতান্। এতে ঈশ্বরা এবৈত্তাদৃশ-কৃপাবলোকান্যথানুপপত্তেরিতি জ্ঞাপিতান্। কীদৃশেন হসৎ প্রসীদদ্বদনং যত্তস্তেন ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্হণাঞ্জলিঃ'—অর্হণ অর্থাৎ পুষ্পাদি পূজোপহার অঞ্জলিতে যাঁহার, সেই অত্রি।

নিজ নিজ চিহ্ন, অর্থাৎ ত্রিশূল, কমণ্ডলু ও চক্রাদির দ্বারা চিহ্নিত, তাহাতে আবার কৃপাদৃষ্টিতে 'উপলম্ভিতান্'—প্রসন্নত্বরূপে জ্ঞাপিত সেই দেবগণকে (ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন)। ইঁহারা ঈশ্বরই, নতুবা এতাদৃশ কৃপাবলোকন হইতে পারে না, এইরূপভাবে জ্ঞাপিত। কিপ্রকার কৃপাবলোকন? তাহাতে বলিতেছেন—'হসদ্বদনেন'—যে কৃপাদৃষ্টিতে বদনের প্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২৪ ॥

তচ্ছোচিষা প্রতিহতে নিমীল্য মুনিরক্ষিণী।
চেতস্তৎপ্রবণং যুঞ্জন্নস্তাবীৎ সংহতাঞ্জলিঃ।
শ্লক্ষ্ণয়া সূক্তয়া বাচা সর্ব্বলোকগরীয়সঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সংহতাঞ্জলিঃ (রচিতাঞ্জলিঃ) মুনিঃ (অত্রিঃ) তচ্ছোচিষা (তেষাং শোচিষা দীপ্ত্যা) প্রতিহতে অক্ষিণী নিমীল্য চেতঃ (মনঃ) তৎপ্রবণং যুঞ্জন্ (তদেকনিষ্ঠং কুর্ব্বন্) সর্ব্বলোকগরীয়সঃ (সর্ব্বলোকেষু পূজ্যান্ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রান্) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) সূক্তয়া (গম্ভীরার্থয়া) বাচা অস্তাবীৎ (তুষ্টাব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি অত্রির নয়নযুগল সেই দেবত্রয়ের জ্যোতির্দ্বারা প্রতিহত হইল। সুতরাং তিনি নিমীলিতনেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি মনঃসংযোগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গম্ভীর অর্থযুক্ত মধুরবচনে সেই সর্ব্বলোকারাধ্য দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্লক্ষ্ণয়া'—মধুর বাক্যের দ্বারা (স্তব করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৫ ॥

শ্রীঅত্রিরুবাচ—

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু বিভজ্যমানৈ-
র্মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ।
তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোঽস্ম্যহং ব-
স্তেভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহূতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঅত্রিঃ উবাচ—(হে) বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু (বিশ্বস্য উদ্ভবঃ সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ লয়ঃ চ তেষু) বিভজ্যমানৈঃ (ব্যবস্থয়া স্থাপিতৈঃ) মায়াগুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ হেতুভিঃ) অনুযুগং (কল্পে কল্পে) বিগৃহীতদেহাঃ (বিভজ্য গৃহীতঃ দেহঃ যৈঃ তে) তে (প্রসিদ্ধাঃ) ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ, বঃ (যুষ্মান্) অহং প্রণতঃ অস্মি। তেভ্যঃ (সকাশাৎ একঃ) এব মে (ময়া) ইহ উপহূতঃ (আকারিতঃ, "শরণং তং প্রপদ্যেঽহং য এব জগদীশ্বরঃ" ইতি পূর্ব্বোক্তেন,) ভবতাং (মধ্যে সঃ চ) কঃ? ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅত্রি কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, প্রতিকল্পে বিভজ্যমান মায়াগুণের দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হইয়া থাকে। আপনারা সেই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের প্রসিদ্ধ অধীশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে প্রকট হইয়া থাকেন, আমি আপনাদিগের চরণে প্রণত হই। কিন্তু আমি আপনাদিগের মধ্যে এক জনকেই আহ্বান করিয়াছিলাম, তিনি কে? ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অনুযুগং প্রতিকল্পং বিভজ্যমানৈর্ম্মায়াগুণৈর্যে বিশ্বস্য উদ্ভবাদয়স্তেষু প্রবৃত্তাস্তে প্রসিদ্ধা এব ব্রহ্মাদয়ো যূয়ং বিগৃহীতদেহা ভবথেতি জানামীতি ভাবঃ; যদ্বা, মায়াগুণৈরেব বিগৃহীতদেহা ইতি বিষ্ণোরপি প্রাকৃতসত্ত্বময়দেহত্বং ঈশ্বরত্বস্যৈব নির্দ্ধারাসামর্থ্যেন ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাভাবাদেব তেনোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। তেভ্যো বো যুষ্মভ্যং প্রণতোঽস্মি প্রণতিং দদদস্মীতি কৃপয়া মৎসন্দেহ উচ্ছিদ্যতামিতি ভাবঃ। ভবতাং মধ্যে ময়া ইহ মদভীষ্টসাধনে ক উপহূতঃ? 'শরণং তং প্রপদ্যে' ইত্যেকস্যৈব নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, স চ জগদীশ্বরো ভবতাং মধ্যে ক ইতি ভবদ্ভিরেব কৃপয়া কথ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুযুগং'—প্রতিকল্পে 'বিভজ্যমানৈঃ মায়াগুণৈঃ'—পৃথক্ পৃথক্রূপে মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিভাগ করিয়া, এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত যাঁহারা প্রবৃত্ত, সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাদি আপনারা দেহধারণপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—ইহা আমি জানি, এই ভাব। অথবা—মায়ার সত্ত্বাদি গুণের দ্বারাই যাঁহারা দেহধারণ করিয়াছেন, এইরূপ বলা হইলে, শুদ্ধসত্ত্বময়

—২

শ্রীবিষ্ণুরও প্রাকৃত সত্ত্বময় দেহত্ব, ঈশ্বরত্বেরই নির্দ্ধারণের অসামর্থ্যহেতু ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞানের অভাববশতঃই অত্রি কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে। সেই আপনাদের প্রতি আমি 'প্রণতঃ অস্মি'—প্রণতি অর্পণ করিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক আমার সন্দেহ অপনোদন করুন, এই ভাব। আপনাদিগের মধ্যে এখানে আমার অভীষ্ট সাধনবিষয়ে কে (আমা কর্ত্তৃক) আহূত হইয়াছেন? 'শরণং তং প্রপদ্যেঽহং য এব জগদীশ্বরঃ' (২০ শ্লোক)—অর্থাৎ যিনি নিখিল জগতের অধীশ্বর, আমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিলাম, এইরূপ একজনেরই কথা আমি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম, অতএব সেই জগদীশ্বর আপনাদের মধ্যে কে?—ইহা আপনারাই কৃপাপূর্ব্বক বলুন, এই ভাব ॥ ২৬ ॥

তথ্য—বিভজ্যমান মায়াগুণের দ্বারা বিশ্বের উদ্ভবাদি হইয়া থাকে। সেই উদ্ভবাদি-কার্য্যে প্রবৃত্ত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র (চক্রবর্ত্তী)। অথবা, 'যদি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র মায়াগুণের দ্বারা দেহ স্বীকার করেন' এইরূপ অর্থ করিলে, শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুরও 'মায়াগুণগৃহীত-দেহত্ব' হইয়া পড়ে। সুতরাং যদি অত্রি শেষোক্তরূপে বিষ্ণুকেও ব্রহ্মরুদ্রাদি-দেবতার ন্যায় মায়াগুণগৃহীত-দেহ মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেটী ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাভাব বশতঃই উক্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে (শ্রীজীব ও চক্রবর্ত্তী)।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—তিন গুণাবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার ॥
শিব—মায়াশক্তি-সঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু—পরমেশ ॥
পালনার্থ স্বাংশ-বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তা'তে গুণ মায়াপার ॥

—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ), এবং ভাঃ ১০।৮৮।২-৪—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥

সিদ্ধান্তরত্ন'-গ্রন্থের তৃতীয় পাদে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন,—'বিষ্ণু যে অন্য দেবতার সহিত মিলিত হইয়া জগৎ পালন করেন, সে কেবল চৌরদিগের মধ্যে মিলিত হইয়া রাজার প্রজাপালন-চেষ্টার ন্যায়। বিষ্ণুর স্বেচ্ছানুসারে আবির্ভাবকেই 'জন্ম' বলা হয়। বস্তুতঃ তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য (অপ্রাকৃত) ॥ ২৬ ॥

একো ময়েহ ভগবান্ বিবিধপ্রধানৈ-
শ্চিত্তীকৃতঃ প্রজননায় কথং নু যূয়ম্।
অত্রাগতাস্তনুভৃতাং মনসোঽপি দূরা
ব্রূত প্রসীদত মহানিহ বিস্ময়ো মে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিবিধপ্রধানৈঃ (বিবিধৈঃ উপচারৈঃ তপোভিঃ বা বিবিধপ্রধানঃ দেবশ্রেষ্ঠ ইতি বা পাঠঃ) একঃ (এব) ভগবান্ প্রজননায় (পুত্রোৎপত্ত্যৈ) ময়া ইহ (অন্তঃকরণে) চিত্তীকৃতঃ (চিত্তেন ঐক্যং নীতঃ)। তনুভৃতাং (দেহধারিণাং সর্ব্বেষাম্ অপি) মনসঃ অপি দূরাঃ (অগোচরাঃ সন্তঃ) কথং নু যূয়ং ত্রয়ঃ অপি অত্র আগতাঃ ইহ (অত্র বিষয়ে) মে (মম) মহান্ বিস্ময়ঃ (সন্দেহঃ জাতঃ অতঃ) প্রসীদত (প্রসন্নতাং প্রাপ্নুত, এতস্য কারণং) ব্রূত (কথয়ত) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আপনাদিগের মধ্যে যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এবং নিখিল দেবতার প্রধান, আমি পুত্রোৎপত্তির জন্য তাঁহাকেই বহুবিধ উপচারে আরাধনা করিয়া চিত্তে ভাবনা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনারা দেহীর মনেরও অগোচর হইয়া কিজন্য তিনজনে এককালে উপস্থিত হইলেন? প্রসন্ন হইয়া এই বিষয় কৃপাপূর্ব্বক ব্যক্ত করুন। ইহাতে আমার সাতিশয় বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তূষ্ণীংস্থিতাংস্তান্ পুনঃ স্পষ্টীকৃত্যাহ—এক এব ময়া বিবিধৈঃ প্রধানৈরুপচারৈঃ। বিবুধ-প্রধান ইতি বা পাঠঃ। প্রজননায় পুত্রোৎপত্ত্যৈ চিত্তীকৃতঃ চিত্তস্থীকৃতঃ, যূয়ং ত্রয়ঃ কথমত্রাগতাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তূষ্ণীভাবে অবস্থিত সেই দেবত্রয়কে পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—'একঃ এব ময়া'—আপনাদের মধ্যে একজনকেই বহুবিধ উপচারের দ্বারা আমি আরাধনা করিয়াছি। এখানে 'বিবুধ-প্রধানঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে, দেবগণের মধ্যে

যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই আরাধনা করিয়াছিলাম। 'প্রজননায়'—পুত্রোৎপাদন করিবার নিমিত্ত আপনাদের মধ্যে একজনকেই চিত্তে ধারণ করিয়াছিলাম। আপনারা তিনজনেই কিজন্য এককালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? ॥ ২৭ ॥

তথ্য—"বিবিধপ্রধানৈঃ" পাঠে—'বিবিধ উপচারের দ্বারা' এইরূপ অর্থ হইবে। বিবুধপ্রধানঃ"—এই পাঠান্তরে বিবুধ অর্থাৎ দেবতাগণের মধ্যে প্রধান বা শ্রেষ্ঠ যিনি, সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু ॥ ২৭ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্তে বিবুধর্ষভাঃ।
প্রত্যাহুঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রহস্য তমৃষিং প্রভো ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) প্রভো, (বিদুর !) ইতি (এবং) তস্য (অত্রেঃ) বচঃ শ্রুত্বা তে ত্রয়ঃ বিবুধর্ষভাঃ (দেবশ্রেষ্ঠাঃ) প্রহস্য তম্ ঋষিম্ (অত্রিং) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) বাচা প্রত্যাহুঃ (প্রত্যুত্তরং দদুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপী সেই দেবশ্রেষ্ঠত্রয় মহর্ষি অত্রির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাহাস্যবদনে মধুরবাক্যে সেই ঋষিবরকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥২৮॥

———

শ্রীদেবদেবা ঊচুঃ—

যথা কৃতস্তে সঙ্কল্পো ভাব্যং তেনৈব নান্যথা।
সৎসঙ্কল্পস্য তে ব্রহ্মন্ যদ্বৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবদেবাঃ (ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ) ঊচুঃ (কথয়ামাসুঃ) — (হে) ব্রহ্মন্, সৎসঙ্কল্পস্য (সত্যসঙ্কল্পস্য) তে (তব) সঙ্কল্পঃ যথা তে (ত্বয়া) কৃতঃ তেন (সঙ্কল্পেন তথা) এব (ভাব্যং) ন অন্যথা। যৎ বৈ (একং জগদীশ্বরাখ্যং তত্ত্বং ভবান্) ধ্যায়তি তে (এতে) বয়ং (ন বয়ম্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বাৎ ভগবতঃ স্বতন্ত্রাণি তত্ত্বানি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—দেবগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, আপনি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা উত্তম, সুতরাং উহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। আপনি যে একমাত্র জগদীশ্বরাখ্য তত্ত্বের ধ্যান করিতেছেন, আমরা তিনজনেই সেই তত্ত্ব ; কারণ, অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ভগবান্ হইতে আমাদের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। আমরা স্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীহরিরই অংশ ও আশ্রিত-তত্ত্ব ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ যং জগদীশ্বরং ভবান ধ্যায়তি তে জগদীশ্বরা বয়ং সৎসঙ্কল্পস্য তবাভীষ্টপ্রদাতারো ভবামেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—জগদীশ্বরতুল্য এক পুত্রো মে ভূয়াদিতি সঙ্কল্পে কতমো জগদীশ্বরঃ স্যাদিতি সন্দেহেন ত্রয় এব বয়ং ধ্যাতাঃ পুনশ্চ ধ্যাতেষু ত্রিষু মধ্যে জগদীশ্বর এক আয়াত্বিতি পুনরেকস্য চিত্তস্বীকৃতত্বেঽপি ত্রয়াণামেবাস্মাকং জগত্যস্মিন্নৈশ্বর্য্যাত্রয় এবাগতাঃ অস্মাকং ত্রিত্বেঽপ্যৈক্যাৎ বয়মেক এব, নাপি ত্বয়া য এব পরমেশ্বর ইতি পরমেশ্বরশব্দঃ প্রযুক্তোঽত ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্বেত্যাদৌ সঙ্কল্পাদপি সাধনস্য প্রাবল্যদর্শনাৎ সাধনানুরূপং সঙ্কল্পানুরূপঞ্চ তব ফলং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্ বৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্'—যে জগদীশ্বরকে তুমি ধ্যান করিয়াছিলে, সেই জগদীশ্বর আমরা তিনজনই, সত্যসঙ্কল্প-বিশিষ্ট তোমার অভীষ্ট-প্রদাতা—এই অর্থ। এইরূপ ভাবার্থ—জগদীশ্বরের তুল্য এক পুত্র আমার হউক—এইরূপ সঙ্কল্প করিলে, কে জগদীশ্বর হইবে—এইরূপ সন্দেহে আমরা তিনজনই ধ্যাত হইয়াছিলাম, পুনরায় ধ্যাত তিনজনের মধ্যে জগদীশ্বর একজনই আগমন করুন—এইরূপ পুনরায় একজনের বিষয়ে চিত্ত স্থির করিলেও, আমাদের তিনজনেরই এই জগতে ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ নিয়ামকত্বহেতু, আমরা তিনজনই আগমন করিয়াছি, আমাদের তিনজনের একত্ব (একতত্ত্ব) হেতু ঐক্যবশতঃ আমরা একজনই (আমাদের পরস্পর ভেদ নাই)। কিন্তু তুমি 'যিনিই পরমেশ্বর' — এইরূপ পরমেশ্বর শব্দ প্রয়োগ কর নাই, অতএব 'ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব'—অর্থাৎ হে ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর ! তুমি বর্দ্ধিত হও, এইরূপ সঙ্কল্প করিলেও (সেখানে স্বরের উচ্চারণের বৈপরীত্যে বিপরীত ফল হইয়াছিল) ইত্যাদির ন্যায়, এখানে তোমার সাধনের প্রাবল্যদর্শনহেতু সাধনের অনুরূপ এবং সঙ্কল্পের অনুরূপ ফল হইবে ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—তৎস্থ-বিষ্ণুপেক্ষয়া তে বয়মিতি ॥ ২৯ ॥

অথাস্মদংশভূতাস্তে আত্মজা লোকবিশ্রুতাঃ ।
ভবিতারোঽঙ্গ ভদ্রং তে বিস্রপ্স্যন্তি চ তে যশঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (মুনে,) অথ (তস্মাৎ কারণাৎ) অস্মদংশভূতাঃ লোকবিশ্রুতাঃ (লোকে তত্তদ্‌গুণৈঃ প্রসিদ্ধাঃ) তে (তব) আত্মজাঃ (পুত্রাঃ) ভবিতারঃ (ভবিষ্যন্তি), তে (তব) যশঃ বিস্রপ্স্যন্তি (লোকে বিস্তারয়িষ্যন্তি চ)। তে (তব) ভদ্রং (শুভং ভবিষ্যতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে ঋষে, আপনার মঙ্গল হউক্। আমাদিগের তিনজনেরই অংশে আপনার ত্রিলোক-বিখ্যাত তিনটী সন্তান উৎপন্ন হইবে। তাঁহারা আপনার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিবেন ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—অথেতি বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরত্বখ্যাপনার্থং বিষ্ণ্বংশো দত্ত এবাবতারোঽভূন্নেতরৌ, বিস্রপ্স্যন্তি বিস্তারয়িষ্যন্তি, অন্তর্ভূতণিজর্থস্য সৃপ্‌৯ গতাবিত্যস্য রূপম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—ইতি, (যেহেতু আমরা তিনজনেই আগমন করিয়াছি, এই হেতু আমাদের তিনজনের অংশে তোমার তিনটি পুত্র হইবে।) এখানে বিষ্ণুর পরমেশ্বরত্ব খ্যাপনের নিমিত্ত বিষ্ণুর অংশ দত্ত (দত্তাত্রেয়) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অপর দুইজন নহে। 'বিস্রপ্‌স্যন্তি'—তাহারা তোমার যশ বিস্তার করিবে। এখানে গতি অর্থে সৃপ্ ধাতুর অন্তর্ভূত নিচ্ প্রত্যয়ের (বিস্তার করা অর্থে) রূপ ॥ ৩০ ॥

এবং কামবরং দত্ত্বা প্রতিজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ ।
সভাজিতাস্তয়োঃ সম্যগ্‌দম্পত্যোর্মিষতোস্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—সুরেশ্বরাঃ (ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাঃ) সম্যক্ সভাজিতাঃ (তাভ্যাং দম্পতীভ্যাং পূজিতাঃ সন্তঃ) এবং কামবরম্ (অভীষ্টার্থং) দত্ত্বা তয়োঃ দম্পত্যোঃ (অত্র্যনসূয়য়োঃ) মিষতোঃ (পশ্যতোঃ সতোঃ) ততঃ (স্থানাৎ) প্রতিজগ্মুঃ (প্রতস্থিরে) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সুরেশ্বরত্রয় মহর্ষি অত্রিকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিয়া এবং সস্ত্রীক মহর্ষির পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সভাজিতাঃ পূজিতাঃ মিষতো পশ্যতোঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সভাজিতাঃ'—অত্রি এবং অনসূয়া কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া (দেবগণ), 'মিষতঃ'—তাঁহাদের সাক্ষাতেই (অন্তর্হিত হইলেন) ॥ ৩১ ॥

সোমোঽভূদ্‌ব্রহ্মণোঽংশেন দত্তো বিষ্ণোস্তু যোগবিৎ ।
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশো নিবোধাঙ্গিরসঃ প্রজাঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণঃ অংশেন সোমঃ অভূৎ। বিষ্ণোঃ (অংশেন) তু যোগবিৎ দত্তঃ (দত্তাত্রেয়ঃ অভূৎ)। শঙ্করস্য অংশঃ দুর্ব্বাসাঃ (অভূৎ)। (অধুনা) অঙ্গিরসঃ (প্রজাপতেঃ) প্রজাঃ (সন্তানানি) নিবোধ (বুধ্যস্ব) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অত্রির পুত্রত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মার অংশে সোম-নামক পুত্র, বিষ্ণুর অংশে যোগবিৎ দত্তাত্রেয় এবং রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এখন অঙ্গিরা-ঋষির (ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্রের) প্রজা-বর্গের কথা বলিতেছি, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্ ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মণো নাবতারোঽস্তি সন্নিধানং তু কেবলম্ ।
ঋতে বিষ্ণোরাত্মনশ্চ তদংশোক্তিঃ প্রবেশতঃ ॥
ইতি চ।

সৃষ্টিভেদাদ্বিরূপস্তু কথা পঞ্চোত্তরং শতম্ ।
বৈরূপ্যমন্যদ্বিজ্ঞেয়ং তাৎপর্য্যান্মোহনায় চ ॥
ইতি স্কান্দে।

ঋতে তু পাণ্ডবকথাং কার্ষ্ণাং রামায়ণং তথা।
বিষ্ণোর্ব্রহ্মাদীনাং চৈব ক্রমাদ্ব্যত্যস্তশক্তিতাম্ ॥
এতদাপাদকং চান্যদ্‌তে কল্পাদিভেদতঃ।
কথাভেদস্তু বিজ্ঞেয়ো মোহায়েতেষু ভিন্নতা ॥
ইতি বারাহে ॥ ৩২ ॥

শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ ।
সিনীবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গিরসঃ পত্নী শ্রদ্ধা সিনীবালী কুহূঃ রাকা তথা চতুর্থী অনুমতিঃ ইতি চতস্রঃ কন্যকাঃ অসূত (জনয়ামাস) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা। তিনি সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি-নাম্নী চারিটী কন্যা প্রসব করেন ॥ ৩৩ ॥

তৎপুত্রাবপরাবাস্তাং খ্যাতৌ স্বারোচিষেঽন্তরে।
উতথ্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্ব্রহ্মিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—অপরৌ (কন্যাভ্যঃ ভিন্নৌ) স্বারোচিষে অন্তরে (তদাখ্যে মন্বন্তরে) সাক্ষাৎ ভগবান্ উতথ্যঃ ব্রহ্মিষ্ঠঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ) বৃহস্পতিঃ চ (ইতি দ্বৌ) খ্যাতৌ তৎপুত্রৌ (অঙ্গিরসঃ পুত্রৌ চ) আস্তাম্ ॥৩৪॥

অনুবাদ—এতদ্ব্যতীত স্বারোচিষ-মন্বন্তরে তাঁহার দুইটি পুত্রও হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি সাক্ষাদ্ভগবদ্ অবতার উতথ্য নামে এবং অপরটি ব্রহ্মজ্ঞ বৃহস্পতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

পুলস্ত্যোঽজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যঞ্চ হবির্ভুবি।
সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুলস্ত্যঃ (প্রজাপতিঃ) হবির্ভুবি পত্ন্যাম্ অগস্ত্যম্ অজনয়ৎ (উৎপাদয়ামাস)। সঃ চ (অগস্ত্যঃ) অন্যজন্মনি দহ্রাগ্নিঃ (জঠরাগ্নিঃ জাতঃ)। মহাতপাঃ বিশ্রবাঃ চ (পুলস্ত্যস্য সুতঃ আসীৎ) ॥৩৫॥

অনুবাদ—মহর্ষি পুলস্ত্য হবির্ভূনাম্নী স্বীয় পত্নীতে অগস্ত্য-নামে একটী পুত্র উৎপাদন করেন। সেই অগস্ত্যই জন্মান্তরে জঠরাগ্নিরূপে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অগস্ত্য ভিন্ন পুলস্ত্যঋষির বিশ্রবা নামে আরও একটী মহাতপা পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—হবির্ভুবি পত্ন্যাং সোঽগস্ত্যঃ দহ্রাগ্নি-র্জাঠরঃ বিশ্রবাশ্চ পুলস্ত্যস্য পুত্র ইতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হবির্ভুবি'—হবির্ভূ নাম্নী নিজপত্নীতে (ঋষিবর পুলস্ত্য অগস্ত্য নামে একটি পুত্র উৎপাদন করেন)। 'দহ্রাগ্নিঃ'—ঐ অগস্ত্যই জন্মান্তরে জাঠরাগ্নিরূপে উদ্ভূত হন। 'বিশ্রবাঃ চ'—ঐ অগস্ত্য ভিন্ন পুলস্ত্য ঋষির বিশ্রবা নামে আরও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিলবিলাসুতঃ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বিশ্রবসঃ) ইলবিলাসুতঃ (পত্ন্যাম্ ইলবিলায়াং জাতঃ সুতঃ) যক্ষপতিঃ দেবঃ কুবেরঃ (ইতি খ্যাতঃ অভূৎ)। তথা অন্যস্যাং (ভার্য্যায়াং কেশিন্যাং) রাবণঃ কুম্ভকর্ণঃ বিভীষণঃ চ (ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জাতাঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—সেই বিশ্রবার ইলবিলা ও কেশিনী-নাম্নী দুইটী ভার্য্যা ছিল। ইলবিলার গর্ভে যক্ষপতি কুবের এবং কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য বিশ্রবসঃ ইড়বিড়ায়াং জাতঃ সুতঃ কুবেরঃ। অন্যস্যাং কেশিন্যাম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—সেই বিশ্রবার ইলা-বিলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে জাত পুত্র যক্ষপতি কুবের। 'অন্যস্যাং'—কেশিনী নাম্নী অন্য পত্নীর গর্ভে (রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ—এই তিনটি পুত্র উৎপন্ন হয়।) ॥ ৩৬ ॥

পুলহস্য গতির্ভার্য্যা ত্রীনসূত সতী সুতান্।
কর্ম্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুঞ্চ মহামতে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহামতে, (বিদুর,) পুলহস্য (প্রজাপতেঃ) গতিঃ (গতিনাম্নী) সতী (পতিব্রতা) ভার্য্যা কর্ম্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুং চ ত্রীন্ সুতান্ অসূত ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে মহামতে বিদুর, পুলহের গতিনাম্নী পতিব্রতা ভার্য্যা তিনটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু ॥ ৩৭ ॥

ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত।
ঋষীন্ ষষ্টিসহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রতোঃ (প্রজাপতেঃ) ভার্য্যা ক্রিয়া অপি ষষ্টিসহস্রাণি ব্রহ্মতেজসা জ্বলতঃ (প্রকাশ-মানান্) বালিখিল্যান্ (তাপসবিশেষান্) ঋষীন্ (মন্ত্রদ্রষ্টৄন্) অসূয়ত (অসূত) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া ও ব্রহ্মতেজো

দ্বারা প্রকাশমান ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য (প্রসিদ্ধ বানপ্রস্থ) ঋষিবর্গকে প্রসব করিয়াছিলেন ।। ৩৮ ।।

ঊর্জ্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বশিষ্ঠস্য পরন্তপ ।
চিত্রকেতুপ্রধানাস্তে সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) পরন্তপ (বিদুর), বশিষ্ঠস্য ঊর্জ্জায়াম্ (অরুন্ধত্যাং) চিত্রকেতুপ্রধানাঃ (চিত্রকেতুপ্রমুখাঃ) অমলাঃ (বিশুদ্ধচিত্তাঃ) সপ্ত পুত্রাঃ জজ্ঞিরে (জাতাঃ)। তে (সপ্ত প্রসিদ্ধাঃ পুত্রাঃ) সপ্তর্ষয়ঃ (তৃতীয়মন্বন্তরে জাতাঃ) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—হে পরন্তপ বিদুর, বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জ্জার গর্ভে চিত্রকেতু-প্রমুখ সাতটী পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই বিমলচরিত্র সপ্তর্ষি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ।। ৩৯ ।।

চিত্রকেতুঃ সুরোচিশ্চ বিরজা মিত্র এব চ ।
উল্বণো বসুভৃদ্‌যানো দ্যুমান্ শক্ত্যাদয়োঽপরে ।।৪০।।

অন্বয়ঃ—চিত্রকেতুঃ সুরোচিঃ চ বিরজাঃ মিত্রঃ উল্বণঃ বসুভৃদ্‌যানঃ দ্যুমান্ (ইতি সপ্তর্ষয়ঃ)। শক্ত্যাদয়ঃ (তু) অপরে (সপ্তর্ষিভ্য অন্যে জ্ঞেয়াঃ) ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—মহর্ষি সপ্তকের নাম চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্‌যান এবং দ্যুমান্। ইহা ব্যতীত মহর্ষি বশিষ্ঠের অপর পত্নীর গর্ভে শক্ত্রি প্রভৃতি আরও কয়েকটী সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।। ৪০ ।।

বিশ্বনাথ—শক্ত্যাদয়োঽপরেঽন্যস্যাঃ পুত্রাঃ ।।৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শক্ত্যাদয়ঃ'—শক্ত্রি প্রভৃতি বশিষ্ঠের অপর পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।।৪০।।

চিত্তিস্ত্বথর্ব্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্
দধ্যঞ্চমশ্বশিরসং ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে ।। ৪১ ।।

অন্বয়ঃ—অথর্ব্বণঃ চিত্তিঃ (নাম্নী) পত্নী তু ধৃতব্রতং (জিতেন্দ্রিয়ম্) অশ্বশিরসং (অশ্বশিরঃ ইব শিরঃ যস্য তং) দধ্যঞ্চং (দধীচিং) পুত্রং লেভে (প্রাপ্তবতী, অধুনা) মে (মৎসকাশাৎ) ভৃগোঃ বংশং নিবোধ (বিজ্ঞায়স্ব) ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—অথর্ব্বা ঋষির সহধর্ম্মিণী চিত্তে তপোনিষ্ঠ দধীচি-নামক একটী পুত্র লাভ করেন। এখন ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন্ ।। ৪১ ।।

ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ ।
ধাতারঞ্চ বিধাতারং শ্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরাম্ ।। ৪২ ।।

অন্বয়ঃ—মহাভাগঃ (মহাযশাঃ) ভৃগুঃ খ্যাত্যাং (খ্যাতিনাম্নীং) পত্ন্যাং ধাতারং বিধাতারং চ (ইতি পুত্রৌ) ভগবৎপরাং (ভক্তাং) শ্রিয়ং চ (পুত্রীম্ ইতি) পুত্রান্ (পুত্রৌ পুত্রীং চ) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ।। ৪২ ।।

অনুবাদ—মহাভাগ ভৃগু স্বীয় সহধর্ম্মিণী খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুইটী পুত্র এবং শ্রীনাম্নী একটী ভগবৎপরায়ণা কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন ।। ৪২ ।।

বিশ্বনাথ—পুত্রৌ চ পুত্রী চ পুত্রাস্তান্ পুত্রান্ ।।৪২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রান্'—মহাভাগ ভৃগু দুই পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। (এখানে দ্বন্দ্বসমাসে একশেষ বৃত্তিতে পুংলিঙ্গ ও বহুবচন হইয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'পুত্রৌ চ পুত্রী চ'—দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা, ইহার একশেষে 'পুত্রাঃ' হয়, তাহার দ্বিতীয়ার বহুবচন—'পুত্রান্' হইয়াছে।) ।।৪২

আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব সুতে মেরুস্তয়োরদাৎ ।
তাভ্যাং তয়োরভবতাং মৃকণ্ডঃ প্রাণ এব চ ।। ৪৩ ।।

অন্বয়ঃ—তয়োঃ (ধাতৃবিধাত্রোঃ তাভ্যাম্ ইত্যর্থঃ) মেরুঃ (সুমেরুপর্ব্বতদেবতা) আয়তিং নিয়তিং চ এব সুতে (দ্বে কন্যে পত্নীরূপেণ) অদাৎ। তাভ্যাং তয়োঃ মৃকণ্ডঃ প্রাণঃ চ এব (পুত্রৌ অভবতাং (জাতৌ) ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—মেরুঋষি আয়তী ও নিয়তি নাম্নী দুইটী তনয়া ধাতা ও বিধাতাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ধাতা ও বিধাতা হইতে ঐ দুই কন্যার গর্ভে মৃকণ্ড ও প্রাণ নামে দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল ।। ৪৩ ।।

বিশ্বনাথ—তয়োস্তাভ্যাং ধাতৃ-বিধাতৃভ্যাম্ ।।৪৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তয়োঃ'—মেরুঋষির আয়তি ও নিয়তি নাম্নী ঐ দুই কন্যার গর্ভে, 'তাভ্যাং'—ধাতা ও বিধাতা হইতে (মৃকণ্ড ও প্রাণ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল।) ॥ ৪৩ ॥

———

মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডস্য প্রাণাদ্বেদশিরা মুনিঃ।
কবিশ্চ ভার্গবো যস্য ভগবানুশনা সুতঃ।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ ক্ষত্তর্লোকান্ সর্গৈরভাবয়ন্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—মৃকণ্ডস্য মার্কণ্ডেয়ঃ (মুনিঃ) প্রাণাৎ (বিধাতৃপুত্রাৎ) বেদশিরাঃ মুনিঃ (জাতঃ)। কবিঃ চ ভার্গবঃ (ভৃগোঃ পুত্রঃ অভবৎ)। যস্য (কবেঃ) ভগবান্ উশনা সুতঃ (অভবৎ)। (হে) ক্ষত্তঃ (বিদুর), সর্ব্বে তে মুনয়ঃ সর্গৈঃ (পুত্রপৌত্রাদিভিঃ) লোকান্ (ত্রীণি ভুবনানি) অভাবয়ন্ (পূরিতবন্তঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—সেই মৃকণ্ড ঋষির মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের বেদশিরা নামে পুত্র উৎপন্ন হইল। উক্ত ভৃগুর কবি-নামে আরও একটি পুত্র ছিল। ঐশ্বর্য্যযুক্ত উশনা নামক ঋষি সেই কবির পুত্র ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—কবিশ্চ ভার্গবো ভৃগোঃ পুত্রঃ। লোকান্ নানাবিধজনান্ উদপাদয়ন্তঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কবিঃ চ'—কবি নামে ভৃগুর অপর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 'লোকান্'—ঐ মুনিগণ নানাবিধ প্রজা উৎপাদন করেন ॥ ৪৪ ॥

———

এষ কর্দ্দমদৌহিত্রসন্তানঃ কথিতস্তব।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য সদ্যঃ পাপহরঃ পরঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য সদ্যঃ পাপহরঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) এষঃ কর্দ্দমদৌহিত্রসন্তানঃ (কর্দ্দমস্য দুহিতৃসম্বন্ধিবংশঃ) তব (তুভ্যং) কথিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, এই ঋষিরা সকলেই প্রজা-সৃষ্টির দ্বারা নিখিল লোকবিস্তার করিয়াছিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দমের এই অত্যুত্তম দৌহিত্রবংশবর্ণন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে আশু পাপনিবৃত্তি হইয়া থাকে। আপনি শ্রদ্ধাযুক্ত, তাই উক্ত বংশের বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৫ ॥

প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ।
তস্যাং সসর্জ দুহিতৄঃ ষোড়শামললোচনাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—মানবীং (মনোঃ তৃতীয়াং কন্যাং) প্রসূতিম্ অজাত্মজঃ (ব্রহ্মপুত্রঃ) দক্ষঃ উপযেমে (পরিণীতবান্) হি (এব)। (সঃ দক্ষঃ) তস্যাং (প্রসূত্যাম্) অমললোচনাঃ ষোড়শ দুহিতৄঃ (কন্যাঃ) সসর্জ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ মনুকন্যা প্রসূতির পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে ষোড়শটী সুন্দরাননা কন্যা উৎপাদন করেন ॥ ৪৬ ॥

———

ত্রয়োদশাদদ্ধর্ম্মায় তথৈকামগ্নয়ে বিভুঃ।
পিতৃভ্য একাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (দক্ষঃ) ধর্ম্মায় ত্রয়োদশ (কন্যাঃ) অদাৎ (দত্তবান্)। তথা অগ্নয়ে একাং, যুক্তেভ্যঃ (সংযতেভ্যঃ সম্মিলিতেভ্যঃ বা) পিতৃভ্যঃ একাং, ভবচ্ছিদে (সংসারনাশনায়) ভবায় (রুদ্রায় চ) একাম্ (অদাৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তিনি ঐ ষোড়শটী কন্যার মধ্যে ত্রয়োদশটী ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী পিতৃগণকে এবং অবশিষ্ট একটী সংসারবন্ধনমোচক শিবকে সম্প্রদান করেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—যুক্তেভ্যো মিলিতেভ্যঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যুক্তেভ্যঃ'—সম্মিলিত পিতৃগণকে একটি কন্যা সম্প্রদান করেন ॥ ৪৭ ॥

———

শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ।
বুদ্ধির্মেধা তিতিক্ষা হ্রীর্মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য পত্নয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তাসাং মধ্যে) শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিঃ তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া উন্নতিঃ বুদ্ধিঃ মেধা তিতিক্ষা হ্রীঃ মূর্ত্তিঃ (এতাঃ ত্রয়োদশ) ধর্ম্মস্য পত্নয়ঃ (পত্ন্যঃ আসন্) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, লজ্জা এবং মূর্ত্তি—এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রদ্ধাদ্যাঃ স্বস্বনামনিরুক্ত্যা সাত্ত্বিক-

শক্তীনামধিষ্ঠাত্র্যঃ। তদ্বংশাশ্চ তদনুরূপাঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রদ্ধা'—শ্রদ্ধা প্রভৃতি নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধা সাত্ত্বিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী। তাঁহাদের বংশও তদনুরূপ, অর্থাৎ সাত্ত্বিক শক্তিবিশিষ্ট ॥ ৪৮ ॥

শ্রদ্ধাসূত ঋতং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া।
শান্তিঃ সুখং মুদং তুষ্টিঃ স্ময়ং পুষ্টিরসূয়ত ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধা ঋতং (পুত্রম্) অসূত (উৎপাদিতবতী), মৈত্রী প্রসাদং, দয়া অভয়ং, শান্তিঃ সুখং, তুষ্টিঃ, মুদং, পুষ্টিঃ স্ময়ম্ অসূয়ত (উৎপাদিতবত্যঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে শ্রদ্ধা সত্যকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি সুখকে, তুষ্টি হর্ষকে, এবং পুষ্টি গর্ব্বকে প্রসব করেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্ময়ং ধর্ম্মেষুৎসাহম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ময়ং'—এখানে স্ময় বলিতে ধর্ম্মবিষয়ে উৎসাহ ॥ ৪৯ ॥

যোগং ক্রিয়োন্নতির্দর্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত।
মেধা স্মৃতিং তিতিক্ষা তু ক্ষেমং হ্রীঃ প্রশ্রয়ং সুতম্ ॥৫০

অন্বয়ঃ—ক্রিয়াযোগম্, উন্নতিঃ দর্পং, বুদ্ধিঃ অর্থং, মেধা স্মৃতিং, তিতিক্ষা তু ক্ষেমং, হ্রীঃ প্রশ্রয়ং সুতম্ অসূয়ত (উৎপাদিতবত্যঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি অর্থকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিক্ষা মঙ্গলকে, লজ্জা বিনয়কে প্রসব করিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—দর্পং তপোযোগাদিষু সামর্থ্যপ্রখ্যাপনম্ অন্যৌ স্ময়দর্পাবধর্ম্মবংশৌ জ্ঞেয়ৌ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দর্পং'—তপস্যা ও যোগাদি বিষয়ে সামর্থ্যকথন। অন্য যে স্ময় ও দর্প (গর্ব্ব ও অহঙ্কার), তাহারা অধর্ম্মের বংশ-সম্ভূত জানিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী।
যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্বৃতম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বগুণোৎপত্তিঃ (সর্ব্বেষাং গুণানাং ভগানাম্ উৎপত্তিঃ যস্যাং সা) মূর্ত্তিঃ নরনারায়ণৌ ঋষী (অসূত)। যয়োঃ (নরনারায়ণয়োঃ) জন্মনি (প্রাদুর্ভাবকালে) অদঃ বিশ্বং সুনির্বৃতম্ (আনন্দেন ব্যাপ্তং সৎ) অভ্যনন্দৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—নিখিল কল্যাণগুণগ্রামের জনয়িত্রী ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি নরনারায়ণ-নামক ঋষিদ্বয়কে প্রসব করেন। এই নরনারায়ণের প্রকটকালে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব নিরুদ্বেগ হইয়া আনন্দোদ্ভাসিত হইয়াছিল ॥৫১॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বগুণস্য নিখিলকল্যাণগুণার্ণবস্য ভগবত উৎপত্তির্যতঃ সেতি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবৎপ্রকাশিকা শক্তিরিয়ং জ্ঞেয়া ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বগুণোৎপত্তিঃ'—নিখিলকল্যাণগুণনিধি শ্রীভগবানের উৎপত্তি, অর্থাৎ আবির্ভাব যাঁহা হইতে, তিনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবৎপ্রকাশিকা শক্তি, ইনি ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৫১ ॥

মনাংসি ককুভো বাতাঃ প্রসেদুঃ সরিতোঽদ্রয়ঃ।
দিব্যবাদ্যন্ত তূর্য্যাণি পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—মনাংসি ককুভঃ (দিশঃ) বাতাঃ (বায়বঃ) সরিতঃ (নদ্যঃ) অদ্রয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) চ প্রসেদুঃ (প্রসন্নতাং প্রাপুঃ)। দিবি (স্বর্গে) তূর্য্যাণি (বাদ্যানি) অবাদ্যন্ত। কুসুমবৃষ্টয়ঃ (দেবৈঃ কৃতাঃ সত্যঃ) পেতুঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—নরনারায়ণ ঋষির জন্মসময়ে মনুষ্যকুলের চিত্ত, দিক্, বায়ু, তটিনী ও ভূধরশ্রেণী সকলেই প্রসন্ন হইয়াছিল। স্বর্গে তুরী প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি ও আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতেছিল ॥ ৫২ ॥

মুনয়স্তুষ্টুবুস্তুষ্টা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
নৃত্যন্তি স্ম স্ত্রিয়ো দেব্য আসীৎ পরমমঙ্গলম্ ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—মুনয়ঃ তুষ্টাঃ (সন্তঃ) তুষ্টুবুঃ

(স্তোত্রং চক্রুঃ)। গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ জগুঃ (ভগবদ্‌যশঃ অগায়ন্ত)। দেব্যঃ (দেবসম্বন্ধিন্যঃ) স্ত্রিয়ঃ (অপ্সরসঃ) নৃত্যন্তি স্ম। (এবং চতুর্দ্দিক্ষু) পরমমঙ্গলম্ আসীৎ ।। ৫৩ ।।

অনুবাদ—মুনিবৃন্দ পরম প্রীতিলাভ করিয়া স্তুতি করিতেছিলেন। গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ আনন্দসঙ্গীত গান করিতেছিলেন। দিব্যাঙ্গনাগণ নৃত্য করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকেই পরমমঙ্গল বিরাজিত ছিল ।। ৫৩ ।।

———

দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্ব উপতস্থুরভিষ্টবৈঃ ।। ৫৪ ।।

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ অভিষ্টবৈঃ (স্তোত্রৈঃ ভগবন্তম্) উপতস্থুঃ (উপতস্থিরে ভেজুঃ) ।। ৫৪ ।।

অনুবাদ—অধিক কি, ব্রহ্মাদি দেবতাসকলও নানাবিধ স্তোত্রের দ্বারা সেই নরনারায়ণ ঋষির পূজা বিধান করিয়াছিলেন ।। ৫৪ ।।

———

শ্রীদেবা উচুঃ—

যো মায়য়া বিরচিতং নিজয়াত্মনীদং
খে রূপভেদমিব তৎপ্রতিচক্ষণায়।
এতেন ধর্ম্মসদনে ঋষিমূর্ত্তিনাদ্য
প্রাদুশ্চকার পুরুষায় নমঃ পরস্মৈ ।। ৫৫ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচুঃ—খে (গগনে) রূপভেদং (গন্ধর্ব্বনগরম্) ইব (যস্মিন্) আত্মনি (অধিষ্ঠানে) নিজয়া মায়য়া ইদং বিশ্বং বিরচিতং, তৎ প্রতিচক্ষণায় (তস্য আত্মনঃ প্রকাশনায়, আত্মানং) যঃ অদ্য এতেন ঋষিমূর্ত্তিনা (ঋষেঃ মূর্ত্তিঃ আকারঃ যস্মিন্ তেন) ধর্ম্মসদনে প্রাদুশ্চকার (প্রকটিতবান্), (তস্মৈ) পরস্মৈ পুরুষায় নমঃ ।। ৫৫ ।।

অনুবাদ—দেবতাগণ স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন—আকাশে বিরচিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় নিজ মায়াদ্বারা যিনি এই বিরাড়্রূপকে স্বীয় অধিষ্ঠানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই আত্মার প্রকাশের জন্য যিনি অধুনা ধর্ম্মগৃহে নরনারায়ণ ঋষি মূর্ত্তি দ্বারা নিজেকে প্রকট করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ ভগবানকে নমস্কার করি ।। ৫৫ ।।

বিশ্বনাথ—যস্মিন্নাত্মন্যধিষ্ঠানে নিজয়া মায়য়া কর্ত্র্যা ইদং বিরাড়্রূপং খে নভসি রূপভেদং মেঘবৃন্দমিব বিরচিতং তস্যাত্মনঃ স্বস্য প্রতিচক্ষণায় প্রকাশনায় এতেন ঋষিমূর্ত্তিনা যঃ প্রাদুঃ প্রাদুর্ভাবং চকার ঋষিমূর্ত্তিনেতি প্রকৃত্যাদিত্বাত্তৃতীয়া তস্মৈ পুরুষায় নমঃ। অত্র রূপভেদমিতি এতেনেতি ঋষিমূর্ত্তিনেতি পদত্রয়স্য ক্লীবত্বমার্ষম্ ।। ৫৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহা কর্ত্তৃক স্বীয় অধিষ্ঠানে নিজ মায়া-দ্বারা এই বিরাট্ রূপ (বিশ্ব), আকাশে মেঘবৃন্দের ন্যায় বিরচিত হইয়াছে, সেই আত্মার প্রকাশের নিমিত্ত, যিনি (সম্প্রতি ধর্ম্মগৃহে) এই ঋষিমূর্ত্তি দ্বারা (অর্থাৎ নর-নারায়ণরূপে সেই আত্মাকে) প্রকাশিত করিলেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। এখানে 'ঋষিমূর্ত্তিনা'—ইহা 'প্রকৃত্যাদিভ্যঃ উপসংখ্যানং'—এই সূত্রে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। (ক্রিয়াবিশেষণের ন্যায় প্রযুক্ত হইলে, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়।) এখানে 'রূপভেদম্', 'এতেন' এবং 'ঋষিমূর্ত্তিনা'—এই তিনটি পদে ক্লীবলিঙ্গ আর্ষ-প্রয়োগ হইয়াছে ।। ৫৫ ।।

মধ্ব—খে রূপভেদো বায়্বাদিকঃ। যথা আকাশস্থিতো নিত্যমিত্যাদি চ।
যথাকাশে বিমানাদিরূপভেদঃ প্রতীয়তে।
তথা হরৌ জগদিদং তৎসামর্থ্যাৎ প্রতীয়তে ।।
ইতি ব্রাহ্মে ।। ৫৫ ।।

———

সোঽয়ং স্থিতিব্যতিকরোপশমায় সৃষ্টান্
সত্ত্বেন নঃ সুরগণাননুমেয়তত্ত্বঃ।
দৃশ্যাদদভ্রকরুণেন বিলোকনেন
যচ্ছ্রীনিকেতমমলং ক্ষিপতারবিন্দম্ ।। ৫৬ ।।

অন্বয়ঃ—অনুমেয়তত্ত্বঃ (অধোক্ষজঃ) সঃ অয়ম্ (অবতীর্ণঃ ভবান্) স্থিতিব্যতিকরোপশমায় (স্থিতেঃ জগন্মর্য্যাদায়াঃ ব্যতিকরঃ অন্যথাত্বং তস্য উপশমায় নিবৃত্তয়ে) সত্ত্বেন (গুণেন) সৃষ্টান্ (ভগ-

বতা উৎপাদিতান্) নঃ (অস্মান্) সুরগণান্ অদভ্রকরুণেন (অনল্পকরুণাযুক্তেন) যৎ অমলম্ অরবিন্দং শ্রীনিকেতং (শ্রীলক্ষ্মীনিবাসং তৎ) ক্ষিপতা (তিরস্কুর্ব্বতা) অবলোকনেন (বিশিষ্টনেত্রেণ) দৃশ্যাৎ (পশ্যতু) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—শ্রৌতপন্থা দ্বারাই যাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, কিন্তু যে অধোক্ষজ বস্তুর তত্ত্ব আমাদের অপরোক্ষের বিষয়ীভূত নহে, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এই জগতের মর্য্যাদা ব্যতিক্রম-উপশমনার্থে সত্ত্বগুণদ্বারা অস্মদাদি দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নয়নযুগল শ্রীনিকেতন নির্ম্মলকমলের শোভাকেও তিরস্কৃত করিয়াছে। তিনি প্রচুর করুণাযুক্ত তাদৃশ নয়নদৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক অবলোকন করুন্ ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্থিতের্জগন্মর্য্যাদায়া ব্যতিকরোঽন্যথাত্বং তস্যোপশমায় বিলোকনেন নেত্রেণ, কীদৃশেন যৎ শ্রীনিকেতমমলমরবিন্দং তৎ ক্ষিপতা তিরস্কুর্ব্বতা ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থিতি-ব্যতিকরোপশমায়'—স্থিতি জগতের মর্য্যাদা, তাহার ব্যতিকর অর্থাৎ অন্যথাত্ব, তাহার উপশমের নিমিত্ত, (অর্থাৎ সেই ভগবান্ জগতের নিয়মসকল যাহাতে অন্যথা না হয়, এইজন্য আমাদিগকে সত্ত্বগুণের দ্বারা দেবতারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।) 'বিলোকনেন'—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা (আমাদিগকে অবলোকন করুন)। কিপ্রকার নেত্র ? তাহাতে বলিতেছেন—তাঁহার নয়ন সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি অমল কমলকেও তিরস্কৃত করিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

———

এবং সুরগণৈস্তাত ভগবন্তাবভিষ্টুতৌ ।
লব্ধাবলোকৈর্যযতুরর্চ্চিতৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (বিদুর) সুরগণৈঃ (দেবসমূহৈঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) লব্ধাবলোকৈঃ (লব্ধঃ অবলোকঃ কৃপাদৃষ্টিঃ যৈ তৈঃ) অভিষ্টুতৌ (স্তুত্যাদিনা প্রার্থিতৌ) অর্চ্চিতৌ (পূজিতৌ চ সন্তৌ) ভগবন্তৌ (নরনারায়ণৌ) গন্ধমাদনং (পর্ব্বতং) যযতুঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে বৎস বিদুর, দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে নরনারায়ণ দেবতাবৃন্দের প্রতি কৃপাবলোকন এবং তাঁহাদের পূজা স্বীকারপূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—লব্ধোঽবলোকঃ কৃপা যৈস্তৈরর্চ্চিতৌ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লব্ধাবলোকৈঃ'—ভগবানের দর্শনরূপ কৃপা অর্থাৎ মায়া যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেই দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত (নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন।) ॥ ৫৭ ॥

———

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ (প্রসিদ্ধৌ) ইমৌ (নরনারায়ণৌ) ভগবতঃ হরেঃ অংশৌ (অবতারৌ) যদুকুরূদ্বহৌ (যদূন্ উদ্বহতি পালয়তি যদূদ্বহঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কুরূদ্বহঃ অর্জ্জুনঃ তৌ) কৃষ্ণৌ (উভৌ অপি কৃষ্ণনামানৌ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারব্যয়ায় (ভারনাশায়) ইহ (অস্মিন্ জগতি) আগতৌ (অবতীর্ণৌ। [তত্র অর্জ্জুনে অংশমাত্রং শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্ এব ইতি বোদ্ধব্যম্] ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বাংশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ই, পৃথিবীর ভারহরণ ও ভগবানের বাঞ্ছাপূরণের জন্য দ্বাপরান্তে প্রকটিত যদু-কুরু-কুল-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—তাবিমৌ নরনারায়ণৌ হরেঃ কৃষ্ণস্যাংশৌ কর্ত্তারৌ ইহ দ্বাপরান্তে যদূদ্বহ-কুরূদ্বহৌ কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কর্ম্মভূতৌ আগতৌ প্রাপ্তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ স্বাংশিনোস্তাবংশৌ প্রবিষ্টাবিত্যর্থঃ। তথৈব ভাগবতামৃতোক্তা কারিকা, যথা—"কর্ত্তারৌ তৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণাবৃষী। দ্বাপরান্তে কর্ম্মভূতাবায়াতৌ কৃষ্ণফাল্গুনাবিতি" ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৌ ইমৌ'—সেই নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় শ্রীহরির অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ; ইঁহারাই এই দ্বাপরের শেষভাগে, 'যদু-কুরূদ্বহৌ'—যদুকুলের পালক শ্রীকৃষ্ণ এবং

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনে 'আগতৌ'—প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এখানে নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় কর্ত্তা এবং 'কৃষ্ণৌ'—কৃষ্ণদ্বয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ম্মভূত। (নারায়ণ ঋষি) স্বীয় অংশীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ও (নর নামক ঋষি) অর্জ্জুনে, তাঁহাদের অংশই প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই অর্থ। সেইরূপ শ্রীল রূপগোস্বামি-বিরচিত লঘুভাগবতামৃতের (শ্রীকৃষ্ণের বদরীশাবতারত্ব ও উপেন্দ্রাবতারত্ব খণ্ডন-প্রসঙ্গে ১৩৩ অঙ্ক ধৃত) কারিকা—যথা "কর্ত্তারৌ তৌ", ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীহরির অংশভূত নর ও নারায়ণ, দ্বাপরযুগের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। (বদ্রীনাথ নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের অংশ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন—এইরূপ ব্যাখ্যা নহে, উক্ত ঋষিদ্বয়ই সর্ব্বাংশী শ্রীকৃষ্ণের ও অর্জ্জুনের অংশ, ইহা বুঝিতে হইবে।) ॥ ৫৮ ॥

মধ্ব—নরে বিষ্ণুঃ সমাবিষ্টঃ স্বয়ং নারায়ণো হরিঃ।
অর্জ্জুনে চ নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥
ইতি তত্ত্ববিবেকে ॥ ৫৮ ॥

তথ্য—ভাঃ ১।৩।৯ দ্রষ্টব্য চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ—
"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ কাল তা'তে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥"

লঘুভাগবতামৃতে লীলাবতার প্রকরণের ২৮শ সংখ্যায় লিখিত আছে যে, পাদ্মোত্তর খণ্ডে যে অন্য কৃষ্ণার্জ্জুনকে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ের সহোদর বলিয়া বর্ণনা আছে, তাহা সনকাদির ন্যায় এই চারিতে এক অবতার বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীচক্রবর্ত্তিঠাকুরের টীকাধৃত ভাগবতামৃতোক্ত কারিকা-বচনও তৎসঙ্গে দ্রষ্টব্য ॥ ৫৮ ॥

**স্বাহাভিমানিনশ্চাগ্নেরাত্মজাংস্ত্রীনজীজনৎ।
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চ হুতভোজনম্ ॥ ৫৯ ॥**

অন্বয়ঃ—অভিমানিনঃ (অগ্ন্যভিমানিনঃ দেবাৎ) অগ্নেঃ (সকাশাৎ) স্বাহা (অগ্নিভার্য্যা) হুতভোজনং (যজ্ঞহবির্ভোক্তারং) পাবকং পবমানং চ শুচিং চ (ইতি) ত্রীন্ আত্মজান্ (পুত্রান্) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—অগ্ন্যভিমানি-দেবতার পত্নীর নাম স্বাহা। সেই স্বাহা অগ্নি হইতে পাবক, পবমান এবং শুচি নামে তিনটী হুতভোজী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্নের্ভার্য্যা স্বাহা অগ্ন্যভিমানিনস্ত্রীনাত্মজান্, হুতভোজনমিতি ত্রয়াণাং বিশেষণম্ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বাহা'—অগ্নির ভার্য্যা স্বাহা, অগ্নির অভিমানযুক্ত (পাবক, পবমান ও শুচি নামক) তিনটি পুত্রকে জন্ম দিয়াছিলেন। 'হুতভোজনং'—যজ্ঞীয় হুতভোজী, ইহা তিন জনেরই বিশেষণ (অর্থাৎ ঐ তিন পুত্র অগ্ন্যভিমানী দেবতা এবং যজ্ঞীয় হুতভোজী) ॥ ৫৯ ॥

**তেভ্যোঽগ্নয়ঃ সমভবংশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
ত এবৈকোনপঞ্চাশৎ সাকং পিতৃপিতামহৈঃ ॥৬০॥**

অন্বয়ঃ—তেভ্যঃ (অগ্নিপুত্রেভ্যঃ) চত্বারিংশৎ চ পঞ্চ চ (পঞ্চচত্বারিংশৎ) অগ্নয়ঃ সমভবন্ (জাতাঃ)। তে এব পিতৃপিতামহৈঃ (পাবকপবমানশুচয়ঃ ইতি ত্রয়ঃ পিতরঃ অগ্নিঃ পিতামহঃ একঃ তৈঃ) সাকং (সহ) একোনপঞ্চাশৎ (জাতাঃ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদিগের হইতে পঞ্চচত্বারিংশৎ অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা আবার তাঁহাদিগের পিতা ও পিতামহগণের সহিত মিলিত হইয়া একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যক হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—পিতরস্ত্রয়ঃ পিতামহ একঃ তৈঃ সাকং সহ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতৃ-পিতামহৈঃ সাকং'—তিনজন পিতা (পাবক, পবমান ও শুচি) এবং পিতামহ (অগ্নি)—তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া একোনপঞ্চাশ সংখ্যক অগ্নি হইলেন ॥ ৬০ ॥

বৈতানিকে কর্ম্মণি যন্নামভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
আগ্নেয্য ইষ্টয়ো যজ্ঞে নিরূপ্যন্তেঽগ্নয়স্তু তে ॥৬১॥

অন্বয়ঃ—বৈতানিকে (বৈদিকে) কর্ম্মণি যজ্ঞে যন্নামভিঃ (যেষাম্ অগ্নীনাং নামভিঃ) ব্রহ্মবাদিভিঃ (কর্ম্মকাণ্ডনিষ্ণাতৈঃ) আগ্নেয্যঃ (অগ্নিদেবতাকাঃ) ইষ্টয়ঃ (যজ্ঞাঃ) নিরূপ্যন্তে (ক্রিয়ন্তে) তে তু (এতে) অগ্নয়ঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—বৈদিক বিস্তারশীল যজ্ঞকার্য্যে ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিসম্বন্ধীয় আহুতি প্রদান করেন, তাঁহারাই এই সকল অগ্নি ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—বৈতানিকে বৈদিকে কর্ম্মণি যজ্ঞে যেষাং নামভিরগ্নিদেবতাকা ইষ্টয়ো নিরূপ্যন্তে ক্রিয়ন্তে ত এবৈতেঽগ্নয়ো ন লৌকিকা, অতো ন বহূনাং বৈয়র্থ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈতানিকে কর্ম্মণি'—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া আহুতি প্রদান করেন, তাঁহারাই এই-সকল অগ্নি, কিন্তু ইঁহারা লৌকিক অগ্নি নহেন, অতএব বহু অগ্নির বৈয়র্থ্য হয় নাই—এই ভাব ॥ ৬১ ॥

অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সৌম্যাঃ পিতর আজ্যপাঃ ।
সাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তেষাং পত্নী দাক্ষায়ণী স্বধা ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্নিষ্বাত্তা (অগ্নৌ পক্বং পুরোডাশাদি যে স্বদন্তে তে) বর্হিষদঃ (দৈত্যাদীনাং পিতরঃ) সৌম্যাঃ (সোমপাঃ অগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মদেবতারূপাঃ) পিতরঃ (পুরোডাশাদিভুজঃ দর্শপৌর্ণমাসাদিকর্ম্মদেবতাঃ) আজ্যপাঃ (আধারাজ্যভাগদেবতাঃ) সাগ্নয়ঃ (এতেষু যেষাম্ অগ্নৌ করণম্ অস্তি তে) অনগ্নয়ঃ (তদ্রহিতাঃ চ) । দাক্ষায়ণী (দক্ষতনয়া) স্বধা তেষাং পত্নী (অভবৎ)॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সোমপ, আজ্যপ —ইঁহারা পিতৃগণ। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাগ্নিক, কেহ কেহ নিরগ্নিক। দক্ষদুহিতা স্বধা এই উভয়বিধ পিতৃগণেরই ভার্য্যা ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—সৌম্যাঃ সোমপা, যেষামগ্নৌ করণমস্তি তে সাগ্নয়ঃ তদ্রহিতাস্ত্বনগ্নয়ঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৌম্যাঃ'—সোমপাঃ, অর্থাৎ সোমপানকারী পিতৃগণ। 'সাগ্নয়ঃ'—সাগ্নয় বলিতে যাঁহাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হোম করা হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত সকলেই নিরগ্নিক ॥ ৬২ ॥

তেভ্যো দধার কন্যে দ্বে বয়ুনাং ধারিণীং স্বধা ।
উভে তে ব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বধা তেভ্যঃ (পিতৃভ্যঃ) বয়ুনাং ধারিণীম্ (ইতি নাম্ন্যৌ) দ্বে কন্যে (গর্ভে) দধার। তে উভে (কন্যে) ব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে (আস্তাম্, অতঃ তয়োঃ জীবন্মুক্তত্বাৎ সন্ততিং ন অভবৎ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—স্বধা পিতৃগণ হইতে বয়ুনা ও ধারিণী নাম্নী দুইটী দুহিতা লাভ করেন। এই উভয় কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ও জ্ঞানবিজ্ঞান-বিবেকে পারদর্শিনী ছিলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ সকাশাৎ স্বধা দ্বে কন্যে দধার গর্ভ ইতি শেষঃ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেভ্যঃ'—সেই পিতৃগণ হইতে স্বধা (বয়ুনা ও ধারিণী নামে) দুইটি কন্যা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

ভবস্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা ।
আত্মনঃ সদৃশং পুত্রং ন লেভে গুণশীলতঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভবস্য (রুদ্রস্য) পত্নী সতী তু গুণশীলতঃ আত্মনঃ সদৃশং দেবং ভবং (রুদ্রম্) অনুব্রতা (তৎসেবাতৎপরা অপি) পুত্রং ন লেভে ॥৬৪॥

অনুবাদ—ভবভার্য্যা সতী দেবাদিদেব ভবের অনুব্রতা ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় গুণ ও শীলের অনুরূপ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৬৪ ॥

পিতর্য্যপ্রতিরূপে স্বে ভবায়ানাগসে রুষা ।
অপ্রৌঢ়ৈবাত্মনাত্মানমজহাদ্‌যোগসংযুতা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে দাক্ষায়ণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—স্বে পিতরি (দক্ষে) অনাগসে (নিরপরাধায়) ভবায় (রুদ্রায়) রুষা (তং প্রতি ক্রোধেন হেতুনা) অপ্রতিরূপে (অসদৃশে প্রতিকূলে সতি) অপ্রৌঢ়া (অপরিণতবয়স্কা) এব (সতী) যোগসংযুতা (যোগম্ আশ্রিত্য) আত্মনা (স্বয়ম্ এব) আত্মানং (দেহম্) অজহাৎ (ত্যক্তবতী) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—(কারণ) সতীর পিতা বিনা দোষে শিবের প্রতিকূলাচরণ করায়, তিনি (বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি) ক্রুদ্ধ হইয়া যৌবনকালেই যোগাবলম্বনে তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রং ন লেভে ইত্যত্র হেতুঃ অনাগসে ভবায় রুষা কোপেন হেতুনা স্বে পিতরি অপ্রতিরূপে অসদৃশে প্রতিকূলে সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রং ন লেভে' (৬৪ শ্লোক) —অর্থাৎ ভবের পত্নী সতী মহাদেবে একান্ত অনুরক্তা হইয়াও পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই—ইহার কারণ বলিতেছেন—'অনাগসে'—নিরপরাধ রুদ্রের প্রতি, কোপহেতু নিজ পিতা দক্ষ প্রতিকূল আচরণ করিলে, (দেবী রোষবশতঃ যোগ অবলম্বন করিয়া যৌবনেই স্বীয় দেহ ত্যাগ করেন।) ॥ ৬৫ ॥

ইতি ভক্তহৃদয়ের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১ ॥

মধ্ব—অপ্রৌঢ়েব অস্বীকৃতেব ॥ ৬৫ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীবিদুর উবাচ—

ভবে শীলবতাং শ্রেষ্ঠে দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ ।
বিদ্বেষমকরোৎ কস্মাদনাদৃত্যাত্মজাং সতীম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

প্রথমাধ্যায়ে সূত্ররূপে কথিত ভব ও দক্ষের পরস্পর বিদ্বেষ যে বিশ্বস্রষ্টৃদিগের যজ্ঞ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল—তাহাই এই অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয় ।

বিদুর মৈত্রেয়-ঋষিকে ভব ও দক্ষের পরস্পর কলহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিলেন যে, পুরাকালে বিশ্বস্রষ্টৃদিগের যজ্ঞে শিব দক্ষকে প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা কোনও সম্মান প্রদর্শন না করাতে দক্ষ শিবকে অক্ষজবিচারে কনিষ্ঠ মনে করিয়া বহু দেবতা, ঋষিবৃন্দের সমক্ষেই শিবের প্রতি কুবাক্যপ্রয়োগ ও অভিশাপ প্রদান করিলেন। শিবানুচরগণের প্রধান নন্দী শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারায় দক্ষ ও দক্ষের বাক্যানুমোদনকারী দ্বিজগণকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন যে, ভগবদ-ভিন্নতনু-শিব-নিন্দাকারিগণের মতি বেদের অর্থবাদে জড়ীকৃত ও দেহে আসক্ত হইবে। তাহারা ছাগলের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গী, সর্ব্বভুক্ হইবে ও পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসারযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবে। দ্বিজগণের প্রতি এইরূপ শাপ শ্রবণ করিয়া ভৃগুও শিবানুচর-

গণকে প্রত্যভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে শিব-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণও পাষণ্ডধর্ম্মাশ্রিত হইবে।

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুর উবাচ। দুহিতৃবৎসলঃ (কন্যাস্নিগ্ধঃ) দক্ষঃ শীলবতাং শ্রেষ্ঠে (সুশীলে) ভবে (শঙ্করে) সতীম্ (সতীনাম্নীং) আত্মজাং (কন্যাং) অনাদৃত্য (তুচ্ছীকৃত্য) কস্মাৎ (কারণাৎ) বিদ্বেষং অকরোৎ (কৃতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন, হে মৈত্রেয়, কন্যার প্রতি স্নেহযুক্ত প্রজাপতি দক্ষ কি জন্য স্বীয় সতী নাম্নী দুহিতাকে অনাদর করিয়া সচ্চরিত্রজনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন ? ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে বহুনিন্দিত্বা শিবং দক্ষে গতে রুষা।
যুযুধাতে শাপশস্ত্রৈর্নন্দীশ্বরভৃগু মুহুঃ ॥ ০ ॥

শীলেতি। ভবস্য সৌশীল্যাৎ দক্ষস্য তদ্ভক্ত্যভাবেঽপি দুহিতৃবাৎসল্যাৎ ভবদ্বেষো ন ঘটতে ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে দক্ষ শিবের বহুভাবে নিন্দা করিয়া ক্রোধবশতঃ (বিশ্বস্রষ্টৃগণের যজ্ঞস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক) চলিয়া গেলে, নন্দীশ্বর ও ভৃগু পরস্পর শাপরূপ শস্ত্রের দ্বারা বার বার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন (অর্থাৎ পরস্পর অভিশাপ ও প্রত্যভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন)—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'শীলেতি'—ভবের সৌশীল্য-হেতু এবং দক্ষের মহাদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলেও, তিনি দুহিতৃবৎসল বলিয়া ভগবান্ ভবের প্রতি বিদ্বেষ ব্যবহার ত সম্ভব নয়—এই ভাব ॥ ১ ॥

কস্তং চরাচরগুরুং নির্ব্বৈরং শান্তবিগ্রহম্।
আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ ॥২॥

অন্বয়ঃ—কঃ (প্রজাপতির্দক্ষঃ) চরাচরগুরুং (চরাচরাণাং স্থাবরজঙ্গমানাঞ্চ গুরুং পূজ্যং) তং নির্ব্বৈরং (শত্রুশূন্যং) শান্তবিগ্রহং (শান্তিরূপম) আত্মারামং (আত্মন্যেব আরামো রতির্যস্য তং) জগতঃ মহৎ দৈবতং (মহাদেবং) কথং দ্বেষ্টি ॥২॥

অনুবাদ—মহাদেব চরাচর জগতের গুরু—তিনি শত্রুতাশূন্য, প্রশান্তমূর্ত্তি, পরমাত্মা বাসুদেবে রতিবিশিষ্ট, জগতের পরম দেবতা। এইরূপ মহাদেবের প্রতি প্রজাপতি দক্ষ দ্বেষ করিলেন কেন ? ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভবস্য সর্ব্বৈরেবাদ্বেষ্যত্বে হেতুমাহ—ক ইতি ; যদ্বা কঃ প্রজাপতিঃ চরাচরগুরুং নির্ব্বৈরমিত্যাদিভির্গুরুর্হি বৈরবানপ্যশান্তদেহোঽপি বহির্দর্শ্যপি ন দ্বেষার্হ ইতি ধ্বনিঃ। অন্যে গুণা মা বিচার্য্যন্তাং নাম ভবস্য জগদ্গুরুত্বে জগদিষ্টদৈবত্বে চ দক্ষস্য তু জগন্মধ্যবর্ত্তিত্বে দ্বেষসম্ভাবনাপি কথং স্যাদিত্যনুধ্বনিঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাদেব সকলেরই অবিদ্বেষের পাত্র, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—'কঃ' ইতি (অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি সেই চরাচরগুরু শান্তবিগ্রহ আত্মারাম মহাদেবের প্রতি দ্বেষ করিবে ?)। অথবা—'ক' শব্দে প্রজাপতি দক্ষ, তিনি কিজন্য চরাচরগুরু নির্ব্বৈর (মহাদেবের বৈরতাচরণ করিলেন ?)। কারণ শ্রীগুরুদেব যদি বিদ্বেষভাবাপন্নও হন, অশান্তদেহও হন, বহির্দর্শী (বাহিরে দর্শনধারী) গুণহীনও হন, তাহা হইলেও তিনি বিদ্বেষের যোগ্য নহেন—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। অন্যান্য গুণসকলের বিচার না করুন, কিন্তু মহাদেব জগদ্গুরু এবং তিনি সমস্ত জগতের ইষ্টদেবতা, আর দক্ষ সেই জগতের মধ্যেই অবস্থান করেন, অতএব (মহাদেবের প্রতি) বিদ্বেষের সম্ভাবনাও কি প্রকারে হইতে পারে ?—ইহা অনুধ্বনিত হইতেছে ॥ ২ ॥

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ।
বিদ্বেষস্তু যতঃ প্রাণাংস্তত্যাজ দুস্ত্যজান্ সতী ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে ব্রহ্মন্, যতঃ (হেতোঃ) জামাতুঃ (শিবস্য) শ্বশুরস্য (দক্ষস্য চ) বিদ্বেষঃ (অভূৎ), (যতশ্চ বিদ্বেষাৎ) সতী দুস্ত্যজান্ (ত্যক্তুমশক্যান্) প্রাণান্ তত্যাজ—এতৎ (সর্ব্বং) মে (মহ্যম্) আখ্যাহি (ব্রূহি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, জামাতা এবং শ্বশুরের এই কলহের কারণ কীর্ত্তন করুন্ এবং যে নিমিত্ত সতী-

দেবী দুস্ত্যজ্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ কারণাদ্বিদ্বেষঃ, এতদাখ্যাহি। যতো বিদ্বেষাচ্চ প্রাণাংস্তত্যাজ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—যে কারণে (শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে) বিদ্বেষ। আর ইহাও বলুন—যে বিদ্বেষের ফলে (সতী দুস্ত্যজ) প্রাণ পরিত্যাগ করেন ॥ ৩ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

পুরা বিশ্বসৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
তথামরগণাঃ সর্ব্বে সানুগা মুনয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—পুরা (স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে) বিশ্বসৃজাং (মরীচ্যাদীনাং) সত্রে (যজ্ঞে) সানুগাঃ (শিষ্যাদিযুক্তাঃ) পরমর্ষয়ঃ (বশিষ্ঠনারদাদয়ঃ) তথা অমরগণাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) সর্ব্বে মুনয়ঃ অগ্নয়শ্চ সমেতাঃ (মিলিতাঃ সন্তঃ) আসন্ (অভবন্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, পূর্ব্বকালে বিশ্বস্রষ্টৃদিগের যজ্ঞে প্রধান প্রধান ঋষি, দেবতা, মুনি ও অগ্নিগণ স্ব-স্ব অনুচরবর্গের সহিত সমবেত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সমেতা আসন্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমেতাঃ'—একত্র মিলিত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

তত্র প্রবিষ্টমৃষয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা।
ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্ব্বন্তং তন্মহৎসদঃ ॥ ৫ ॥
উদতিষ্ঠন্ সদস্যাস্তে স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ সহাগ্নয়ঃ।
ঋতে বিরিঞ্চাচ্ছর্ব্বাচ্চ তদ্ভাসাক্ষিপ্তচেতসঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—রোচিষা (প্রকাশেন) তন্মহৎসদঃ (তেষাং মহতীং সভাং) বিতিমিরং (অন্ধকাররহিতং) কুর্ব্বন্তম্ অর্কমিব (সূর্য্যমিব) ভ্রাজমানং (প্রকাশমানং) তত্র প্রবিষ্টং (দক্ষং) দৃষ্ট্বা বিরিঞ্চাৎ (ব্রহ্মাণং) শর্ব্বাৎ (শিবং চ) ঋতে (বিনা) তদ্ভাসাক্ষিপ্তচেতসঃ (তস্য দক্ষস্য ভাসা দীপ্ত্যা আক্ষিপ্তম্ অভিভূতং চেতঃ যেষাং তে) সহাগ্নয়ঃ (অগ্নিভিঃ সহিতাঃ) সদস্যাঃ (সভাসদঃ) তে ঋষয়ঃ স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ (স্বাসনেভ্যঃ) উদতিষ্ঠন্ (উত্থিতাঃ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি দক্ষ, মরীচিমালীর ন্যায় স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া সেই সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রভায় সভাস্থল প্রদীপ্ত ও সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইল। অগ্নিসহ সভাসদ্ ঋষিবৃন্দ তাঁহাকে সভায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াই স্ব-স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রজাপতির অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবই কেবল স্ব-স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া কোন প্রকার সম্মান দেখাইলেন না ॥ ৫-৬॥

বিশ্বনাথ—প্রবিষ্টং দক্ষমিতি শেষঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবিষ্টং'—প্রবিষ্ট দেখিয়া, অর্থাৎ সেই সভায় দক্ষকে প্রবিষ্ট দেখিয়া ॥৫ ৬॥

সদসস্পতিভির্দক্ষো ভগবান্ সাধু সৎকৃতঃ।
অজং লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ তদাজ্ঞয়া ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ দক্ষঃ সদসস্পতিভিঃ (সভ্যমুখ্যৈঃ) সাধু (সম্যক্) সৎকৃতঃ (সম্মানিতঃ) লোকগুরুং (সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠং) অজং (ব্রহ্মাণং) নত্বা তদাজ্ঞয়া (তস্য আজ্ঞয়া) নিষসাদ (উপবিবেশ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দক্ষ সদস্যবর্গের সৎকার স্বীকারপূর্ব্বক লোকগুরু ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৭ ॥

প্রাঙ্‌নিষণ্ণং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যত্তদনাদৃতঃ।
উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষ্য দহন্নিব ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাক্ (স্বোপবেশনাৎ পূর্ব্বমেব) নিষণ্ণং (আসীনং) মৃড়ং (শিবং) দৃষ্ট্বা তদনাদৃতঃ (তেন শিবেন অনাদৃতঃ অসৎকৃতঃ সঃ দক্ষঃ) ন অমৃষ্যৎ (শিবকৃতাবমানং নাসহৎ) (ততশ্চ) বামং (বক্রং যথা স্যাৎ তথা) অভিবীক্ষ্য চক্ষুর্ভ্যাং শিবং দহন্ ইব (সদস্যান্ প্রতি) উবাচ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু শিব দক্ষের আসন পরিগ্রহের পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। দক্ষ ইহা দর্শন করিয়া শিবকর্ত্তৃক এতাদৃশ অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। সুতরাং সক্রোধ বক্র-দৃষ্টি দ্বারা অবলোকনপূর্ব্বক মহাদেবকে যেন দগ্ধ করিতেই উদ্যত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাক্ স্বোপবেশাৎ পূর্ব্বমেব নিষণ্ণমুপবিষ্টং তদনাদৃতঃ তেন মৃড়েনাভ্যুত্থানাদিভিরকৃতাদরঃ। বামং বক্রং যথা স্যাত্তথা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাক্'—নিজের উপবেশনের পূর্ব্বেই (পূর্ব্বাবধি), 'নিষণ্ণং'—উপবিষ্ট (শিবকে দেখিয়া)। 'তদনাদৃতঃ'—সেই শিব কর্ত্তৃক অভ্যুত্থানাদির দ্বারা সমাদর করা হয় নাই যাঁহাকে, সেই দক্ষ। 'বামং'—বক্রদৃষ্টিতে (অর্থাৎ অতি বক্রভাবে মহাদেবকে অবলোকন করতঃ, ক্রোধে যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াই কহিতে লাগিলেন।) ॥ ৮ ॥

শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ।
সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—হে সহদেবাঃ, (দেবাদিভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) ব্রহ্মর্ষয়ঃ সহাগ্নয়শ্চ, সাধূনাং বৃত্তং (আচারং) অজ্ঞানাৎ মৎসরাচ্চ (পরোৎকর্ষাসহনাচ্চ) ন ব্রুবতঃ মে (বচনং ভবদ্ভিঃ) শ্রূয়তাম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবতাবৃন্দ, হে অগ্নিগণ, আমি অজ্ঞান অথবা মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কথা বলিব না; কেবল সাধুদিগের আচার ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্তই যাহা কিছু বলিতেছি, আপনারা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—মে বচনমিতি শেষঃ। সাধূনাং বৃত্তং চরিত্রং ব্রুবতঃ বক্তুং প্রবৃত্তস্য মমাসাধূনাং নিন্দা স্যাদেব তত্র ভবদ্ভিরপরামর্শেন দুঃখং ন প্রাপ্যতামিতি ধ্বনিঃ। শালিক্ষেত্রাণাং যবসাদ্যপসারণাভাব ইব সাধূনামপ্যসাধুদ্বেষাভাবে দুঃখং স্যাৎ অদ্বেষ্টুর্জনস্য তেষু সাধুষ্বপরাধোঽপি স্যাদিত্যনুধ্বনিঃ। ননু শিবস্যাসাধুত্বমজ্ঞানাদেব ত্বয়োচ্যতে ইতি চেত্তত্র মমাজ্ঞানমণ্বপি নাস্তি, মৎসরস্তু ময়া জন্মারভ্য ন পরিচীয়ত ইত্যাহ—নাজ্ঞানাদিতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মে'—হে ব্রহ্মর্ষিগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। 'সাধূনাং বৃত্তং ব্রুবতঃ'—সাধুদিগের চরিত্র বলিতে প্রবৃত্ত আমার, অসাধুগণের নিন্দা হইতেই পারে, তাহাতে আপনারা পর্য্যালোচনা না করিয়া যেন দুঃখ না পান—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। ধান্যক্ষেত্রে তৃণাদির অপসারণের অভাবের ন্যায়, সাধুদিগেরও অসাধুর প্রতি বিদ্বেষের অভাব হইলে দুঃখ হইতে পারে (অর্থাৎ ধান্য রক্ষা করিতে হইলে যেমন তৃণাদির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ সাধুগণের মর্য্যাদা রক্ষণ করিতে হইলে অসাধুদিগের নিন্দা অপরিহার্য্য), অপর দিকে যাহারা অসজ্জনের বিদ্বেষ করে না, তাহাদিগের সাধুদিগের প্রতি অপরাধও হইয়া থাকে—ইহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যদি বলেন —দেখুন, শিবের অসাধুত্ব আপনি অজ্ঞানবশতঃই বলিতেছেন, তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—না, সেই বিষয়ে আমার অনুমাত্রও অজ্ঞান নাই, আর মাৎসর্য্য, তাহার সহিত ত আমার জন্ম হইতেই পরিচয় নাই, ইহা বলিতেছেন—'ন অজ্ঞানাৎ' ইত্যাদি (অর্থাৎ আমি অজ্ঞান অথবা মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু বলিব না।) ॥ ৯ ॥

অয়ন্তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ।
সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—নিরপত্রপঃ (নির্লজ্জঃ) অয়ং (শিবঃ) লোকপালানাং যশোঘ্নঃ (যশোনাশকঃ) যেন স্তব্ধেন (উচিতক্রিয়াশূন্যেন শিবেন) সদ্ভিঃ (সাধুভিঃ) আচরিতঃ (অনুষ্ঠিতঃ) পন্থাঃ (মার্গঃ) দূষিতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এই নির্লজ্জ, যথোচিত কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া সাধুগণের আচরিত পন্থাকে দূষিত করিল। অতএব ইহাদ্বারা যাবতীয় লোকপালগণেরই যশ বিনষ্ট হইল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্যাসাধুত্বমেকাগ্রমনসঃ শৃণুতেত্যাহ —লোকপালানাং যশোঘ্ন ইতি। তুল্যজাতীনাং সতামেকস্যাপ্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বেষামেব দুর্যশো লোকৈরুদ্-

ঘুষ্যতে ইতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু তদীয়-সরস্বতী শিবং স্তৌতি, যথা—যশোঘ্নঃ স্বযশসা তেষাং যশস্তিরস্কর্ত্তা নির্গতা অপত্রা ত্রাণং যেষাং তান্ অশরণান্ পাতীতি সঃ। কেন প্রকারেণেত্যত আহ—যেন অসুরাদিনা সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থাঃ দূষিতস্তস্য ধ্বস্তেন ধ্বংসনেন স্তব্ধেনেতি পাঠে স্তব্ধানাং গর্ব্ববতাং ইনাঃ শ্রেষ্ঠাস্তৈর্দূষিতঃ পন্থা যেন হেতুনৈব সদ্ভিরাচরিতঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার অসাধুত্ব আপনারা একাগ্রমনে শ্রবণ করুন—ইহা বলিতেছেন, 'লোকপালানাং যশোঘ্নঃ' ইতি—এই ব্যক্তি ইন্দ্রাদি লোকপালগণের কীর্ত্তি-বিনাশকারী। তুল্যজাতীয় সাধুগণের মধ্যে একজনের অপ্রতিষ্ঠা (নিন্দা) হইলে, সকলেরই দুর্যশ লোকে রটনা হইয়া থাকে, এই ভাব। বস্তুতঃ কিন্তু দক্ষের (বাণীরূপা) সরস্বতী শিবের স্তুতিই করিতেছেন, যথা—'যশোঘ্নঃ', শিব নিজের যশের দ্বারা সেইসকল লোকপালদিগের যশকে তিরস্কৃত করিতেছেন। 'নিরপত্রপঃ'—যাহাদিগের ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই, সেই অশরণ্য জনের শিবই রক্ষাকর্ত্তা। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'যেন', যে সকল অসুরাদির দ্বারা সাধুগণের আচরিত পন্থা (সন্মার্গ) দূষিত হইয়াছে, তাহার 'ধ্বস্তেন'—বিনাশের দ্বারা। এই স্থলে 'স্তব্ধেন'—এইরূপ পাঠে, স্তব্ধ বলিতে গর্ব্বিত, তাহাদের 'ইন'—শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ গর্ব্বিত জনগণের শ্রেষ্ঠ যাহারা, তাহাদের দ্বারা দূষিত যে সন্মার্গ, তাহা যে মহাদেবের দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় সাধুগণ আচরণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) সাধুবৎ বিপ্রাগ্নিমুখতঃ (বিপ্রাগ্নিসমক্ষং) সাবিত্র্যাঃ ইব (পবিত্রায়াঃ) মে দুহিতুঃ (মম কন্যায়াঃ) পাণিম্ অগ্রহীৎ, (অতঃ হেতোঃ) এষঃ (শিবঃ) মে শিষ্যতাং প্রাপ্তঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই ব্যক্তি আমার শাসনের অধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সমক্ষে সাধুর ন্যায় আমার সাবিত্রীতুল্যা দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—এষ ইতি নিন্দা স্পষ্টা, স্তুতিস্তু মম অশিষ্যতাং অশিষ্টতাং এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং গুপ্তামপি এষ প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ প্রথমমেবাবগতবান্; অতএবাভ্যুত্থানাদিকং ন কৃতবানিতি ভাবঃ। তদপি যদ্দুহিতুঃ পাণিমগ্রহীৎ তৎ সাবিত্র্যা ইব মদ্দুহিতুর্যোব গুণমালক্ষ্যেতি ভাবঃ। মম কীদৃশস্য সাধুবৎ সাধোরিব বস্তুতস্ত্বসাধোঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষঃ'—এই শিব একপ্রকারে আমার শিষ্য ইত্যাদি নিন্দা স্পষ্টার্থ। স্তুতিপক্ষে—অকার-প্রশ্লেষ করিয়া 'মে অশিষ্যতাং', অশিষ্যতা বলিতে অশিষ্টতা, এতদিন পর্য্যন্ত আমার অশিষ্টতা গোপন থাকিলেও, 'এষঃ প্রাপ্তঃ'—সর্ব্বজ্ঞত্বহেতু এই মহাদেব প্রথমেই অবগত হইয়াছেন, অতএব অভ্যুত্থানাদি কিছুই করেন নাই—এই ভাব। তথাপি যে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সাবিত্রীতুল্যা আমার কন্যার গুণ লক্ষ্য করিয়াই—এই ভাব। আমার কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'সাধুবৎ'—সাধুর মত, বস্তুতঃ অসাধু আমার ॥ ১১ ॥

গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ।
প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—মর্কটলোচনঃ (মর্কটস্য লোচনে ইব লোচনে যস্য সঃ, অয়ং শিবঃ) মৃগশাবাক্ষ্যাঃ (বালহরিণ নয়নায়াঃ মম দুহিতুঃ) পাণিং গৃহীত্বা প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে (প্রত্যুত্থানং মহান্তম্ আগতং দৃষ্ট্বা স্বাসনাৎ সমুত্থানম্ অভিবাদঃ নমস্কারঃ অর্হে তদ্‌যোগ্যে ময়ি শ্বশুরে) উচিতং (সম্মানং) বাচাপি ন অকৃত (অকরোৎ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মর্কটলোচন এই শিব বালমৃগনয়না আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা সর্ব্বথা পূজার্হ আমাকে একটি বাক্যদ্বারাও উচিত সম্মান প্রদর্শন করিল না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে শ্বশুরে ময়ি বাচাপি উচিতং সম্মানং ন অকৃত নাকরোৎ। স্তুতিপক্ষে—মর্কটান্ মর্কটতুল্যান্ কামিনোঽপি কৃপয়া লোচতে তৎকামান্ সম্পাদয়তি। তস্মিন্ প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে মল্লক্ষণো জনঃ বাচাপ্যুচিতং ন অকৃতেতি ধিঙ্মামিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে'—প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনের যোগ্য শ্বশুর আমার প্রতি, 'বাচাপি'—বাক্যের দ্বারাও সমুচিত সম্মান করে নাই। স্তুতিপক্ষে—'মর্কটলোচনঃ', মর্কটতুল্য (বানরতুল্য) কামিগণকেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি অবলোকন করেন, অর্থাৎ কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগের সেইসকল কামনা যিনি সম্পাদন করেন, তাদৃশ প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তির প্রতি, আমার মত জন (দুর্জ্জন) বাক্যের দ্বারাও সমুচিত সমাদর করে নাই, অতএব আমাকে ধিক্—এই ভাব ॥ ১২ ॥

লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে।
অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—লুপ্তক্রিয়ায় (লুপ্তাঃ ক্রিয়াঃ যস্য তস্মৈ) অশুচয়ে, মানিনে ভিন্নসেতবে (অমর্য্যাদায় শিবায়) শূদ্রায় উশতীং (বেদলক্ষণাং) গিরম্ ইব (বাক্যমিব) বালাং (পুত্রীং) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছাবিরহিতেনাপি) অদাং (দত্তবানস্মি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পরাধীন ব্রাহ্মণ যেরূপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শূদ্রকে বেদবাক্যে প্রদান করে, সেইরূপ আমিও এই সদাচার-বিহীন, অশুচি, অভিমানী ও ধর্ম্মমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারীকে স্বীয় বালিকা-প্রদান করিয়াছি ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—উশতীং বেদলক্ষণাং গিরম্ ; স্তুতিপক্ষে তু—লুপ্তাঃ ক্রিয়া যস্মিন্ পরব্রহ্মরূপত্বাৎ নাস্তি শুচির্যস্মাৎ অমানিনে অভিন্নসেতবে ইতি ছেদঃ। স্বাযোগ্যতাদৃষ্ট্যা দাতুমনিচ্ছন্নপি অদাম্। যথা শূদ্রা এব উশতীং বেদলক্ষণাং গিরং দদতি অধ্যাপয়ন্তি, যলোপস্যাভাবো বৈকল্পিকত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উশতীং'—বেদলক্ষণা বাক্য। স্তুতিপক্ষে—'লুপ্তক্রিয়ায়'—পরব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া যাঁহাতে সমস্ত করণীয় কার্য্য লুপ্ত হইয়াছে। 'অশুচয়ে'—যাঁহা হইতে আর পবিত্র কেহ নাই। 'অমানিনে অভিন্নসেতবে'—এখানে অকার প্রশ্লেষ করিয়া বিভাগ করতঃ ব্যাখ্যা করিতেছেন—যিনি নিরভিমান এবং ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তাঁহাকে। নিজের অযোগ্যতা বিবেচনাপূর্ব্বক, 'অনিচ্ছন্ অপি'—তাদৃশ শিবকে দান করিতে ইচ্ছা (সামর্থ্য) না থাকিলেও (ব্রহ্মার বাক্যে) 'অদাম্'—স্বকন্যা সম্প্রদান করিয়াছি। যেমন শূদ্রগণই বেদ-বাক্য অধ্যাপনা করেন। এখানে 'শূদ্রায়েব'—'শূদ্রা এব'—বৈকল্পিক যলোপের অভাববশতঃ হইয়াছে। ['লোপঃ শাকল্যস্য'—অর্থাৎ পদান্তে বর্ত্তমান য্ ও ব্ এর বিকল্পে লোপ হয়—এই সূত্রে, যেমন মুনে+আগচ্ছ =মুনয়াগচ্ছ, মুন আগচ্ছ ইত্যাদি হইয়া থাকে।] ॥ ১৩ ॥

প্রেতাবাসেষু যো ঘোরৈঃ প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ।
অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (শিবঃ) প্রেতাবাসেষু (শ্মশানেষু) ঘোরৈঃ (ভয়ঙ্করৈঃ) প্রেতৈর্ভূতগণৈশ্চ বৃতঃ (বেষ্টিতঃ সন্) ব্যুপ্তকেশঃ (বুপ্তাঃ বিকীর্ণাঃ কেশাঃ যস্য সঃ) নগ্নঃ (দিগম্বরঃ) উন্মত্তবৎ হসন্ রুদন্ অটতি (বিচরতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এই ব্যক্তি ঘোরাকৃতি ভূতপ্রেতগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পাগলের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করে, কখনও রোদন, কখনও বা হাস্য করিতে থাকে, ইহার কেশগুলি আলুথালু হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয় ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেতাবাসেষ্বিত্যাদিকং সর্ব্বং ভগবৎ-প্রেমোন্মাদময়ং লীলামাত্রমিতি স্বয়মেবাহ—উন্মত্তবদিতি। অন্যথা উন্মত্ত ইত্যেবাবক্ষ্যৎ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেতাবাসেষু'—ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই শ্রীশিবের ভগবৎ-প্রেমোন্মাদময় লীলা-মাত্র, যেহেতু এখানে দক্ষ স্বয়ংই বলিয়াছেন—'উন্মত্তবৎ', অর্থাৎ উন্মত্তের ন্যায়, বস্তুতঃ উন্মাদ নহে, তাহা হইলে 'উন্মত্তঃ'—ইহাই বলিতেন ॥ ১৪ ॥

চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্‌নৃস্থিভূষণঃ।
শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়।
পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাম ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—চিতাভস্মকৃতস্নানঃ, প্রেতস্রক্ (প্রেতানাং স্রজঃ মাল্যানি যস্য সঃ) নৃস্থিভূষণঃ (নৃণাং অস্থীনি ভূষণানি যস্য সঃ) শিবাপদেশঃ (শিবঃ ইতি অপদেশঃ দেশঃ নামমাত্রং যস্য সঃ) হি অশিবঃ (অমঙ্গলরূপঃ) স্বয়ং মত্তঃ (নিষিদ্ধাচারঃ) মত্তজনপ্রিয়ঃ (অভূৎ) তমোমাত্রাত্মকাত্মানাং (কেবলং তমোরূপঃ আত্মা স্বভাবো যেষাং তে তথা তেষাং) প্রমথনাথানাং পতিঃ (স্বামী চ) অভূৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—চিতাভস্মে ইহার স্থান সম্পাদিত হয়, ইহার গলে প্রেতের মালা এবং শবের অস্থি ইহার ভূষণ। এই ব্যক্তি কেবল নামে মাত্র শিব, প্রকৃতপক্ষে এ একজন অশিব অর্থাৎ অমঙ্গল। এ' নিজে উন্মত্ত, সুতরাং উন্মত্তব্যক্তিগণের নিকটই এই ব্যক্তি প্রিয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্তুতিপক্ষে—চিতেত্যাদিকং প্রাপ্তসিদ্ধিবৈষ্ণবানামেবেতি পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধম্। অপদেশা অপকৃষ্টা দেশা অপি শিবা মঙ্গলা যতঃ সঃ, ন বিদ্যতে শিবং মঙ্গলং যতঃ সঃ ; তমোমাত্রাত্মকাঃ তমোমাত্রস্বরূপা আত্মনো যেষাং ; স্তুতিপক্ষে, স্বেচ্ছয়া লীলৈবেয়ং শম্ভোর্যত্তামসানপি কৃপয়া স্বীকরোতীতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্তুতিপক্ষে—সিদ্ধিপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের চিতাভস্মের দ্বারা স্নানাদি কার্য্য পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 'শিবাপদেশঃ'—অপদেশ অর্থাৎ নিকৃষ্ট দেশও (স্থানও) যাঁহা হইতে শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়া থাকে। 'অশিবঃ'—যাঁহা হইতে আর মঙ্গল নাই, তিনি শিব। 'তমোমাত্রাত্মকাত্মনাং' তমোমাত্রস্বরূপ আত্মা (স্বভাব) যাহাদের, স্তুতিপক্ষে—শ্রীশম্ভুর স্বেচ্ছাবশতঃ লীলাই এইরূপ যে তামস প্রকৃতির ব্যক্তিগণকেও কৃপাপূর্ব্বক নিজের সেবাকার্য্যে অঙ্গীকার করেন ॥ ১৫ ॥

তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশৌচায় দুর্হৃদে।
দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—পরমেষ্ঠিনা (ব্রহ্মণা) চোদিতে (প্রেরিতে সতি) ময়া উন্মাদনাথায় (ভূতবিশেষানাং নাথায়) নষ্টশৌচায় দুর্হৃদে (দুষ্টচিত্তায়) তস্মৈ (শিবায়) সাধ্বী (সতী দাক্ষায়ণী) দত্তা, বত (ইতি খেদে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যাহারা তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, এ ব্যক্তি সেই প্রমথগণপতিদিগের পতি এবং 'উন্মাদ' নামক ভূত বিশেষের অধিনায়ক। অহো! আমি ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই অশুচি, দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে আমার 'সতী' নামক দুহিতা সম্প্রদান করিয়াছি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পরমেষ্ঠিনা ব্রহ্মণা চোদিতে প্রেরিতে সতীতি মমেচ্ছা নাসীৎ ব্রহ্মাজ্ঞাপালনমেব মদ্দুঃখদমভূদিতি ব্রহ্মাপ্যনভিজ্ঞ ইতি ধ্বনিঃ। মৎপিত্রেত্যনুক্তেঃ পরমেষ্ঠিনেতি নামোচ্চারণেন চ সোঽপি মৎপিতৃত্বাযোগ্য এবেত্যনুধ্বনিঃ। স্তুতিপক্ষে, উন্মাদানাং গণানামপি নাথায়। নষ্টানামপি শৌচং যতঃ। কৃপয়া দুষ্টেষ্বপি হৃৎ কৃপাময়ং মনো যস্য তস্মৈ ব্রহ্মণো বাক্যাদযোগ্যেনাপি ময়া দত্তেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরমেষ্ঠিনা চোদিতে'—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, এইরূপ বলায়, আমার ইচ্ছা ছিল না, ব্রহ্মার আজ্ঞাপালনই আমার দুঃখের কারণ হইয়াছে ; ইহাতে ব্রহ্মাও অনভিজ্ঞ, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। 'আমার পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া'—এইরূপ না বলিয়া, 'পরমেষ্ঠী, ব্রহ্মা'—এইরূপ নামোচ্চারণের দ্বারা সেই ব্রহ্মাও আমার পিতৃত্বের অযোগ্যই—ইহা অনুধ্বনিত হইতেছে। স্তুতিপক্ষে—'উন্মাদ-নাথায়', উন্মাদ নামক ভূতগণেরও ইনি পালনকর্ত্তা। 'নষ্টশৌচায়'—যাহারা অপবিত্র, তাহাদেরও শৌচ (পবিত্রতা) যাঁহা হইতে হইয়া থাকে, সেই শিবকে। 'দুর্হৃদে'—কৃপাপূর্ব্বক দুষ্টজনের প্রতিও কৃপাময় মন যাঁহার, সেই শিবকে। ব্রহ্মার বচনে আমি অযোগ্য হইলেও সেই শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি, এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

বিনিন্দ্যৈবং স গিরিশমপ্রতীপমবস্থিতম্।
দক্ষোঽথাপ উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—ক্রুদ্ধঃ দক্ষ অপ্রতীপং (অপ্রতিকূলং) অবস্থিতং গিরিশং (শিবং) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) বিনিন্দ্য (তদনন্তরম্) অপঃ উপস্পৃশ্য (হস্তপাদাদিক্ষালনাচমনাদি কৃত্বা) শপ্তুং (শাপং দাতুং) প্রচক্রমে (আরব্ধবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, সেই দক্ষ নির্ব্বিকার ভাবে সভাস্থলে উপবিষ্ট শিবকে এইরূপ নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ; পরন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া জলস্পর্শ করতঃ অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রতীপমজাতশত্রুম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপ্রতীপং'—অজাতশত্রু, যাঁহার কোন শত্রু নাই, তাঁহাকে ॥ ১৭ ॥

অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ ।
সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—দেবযজনে (দেবানাং যজ্ঞে) দেবগণাধমঃ (দেবগণেষু মধ্যে অধমঃ নিকৃষ্টঃ) অয়ং ভবঃ (রুদ্রঃ) ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভিঃ দেবৈঃ সহ ভাগং (হবির্ভাগং) ন লভতাম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এই দেবাধম ভব দেবতাদিগের যজনসময়ে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ন্ত্বিতি । স্তুতিপক্ষে—দেবযজনে যজ্ঞে দেবৈঃ সহ ভাগং ন লভতাম্ । তত্র হেতুঃ—দেবগণা অধমা যস্মাৎ সঃ । ন হ্যধমৈঃ সহ ভোজনমুচিতম্, অতঃ সর্ব্বপোষকত্বাৎ তান্ ভোজয়িত্বা ভাগং লভতামিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়ং তু' ইত্যাদি । স্তুতিপক্ষে—'দেবযজনে'—দেবতাদিগের যজনসময়ে (যজ্ঞকালে) এই শিব ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত একত্র যজ্ঞভাগ লাভ না করুন । তাহার কারণ—'দেবগণাধমঃ', দেবগণ যাঁহা হইতে অধম (নিকৃষ্ট) । অধমের সহিত একত্র ভোজন উচিত নহে । যেহেতু তিনি সর্ব্বলোকের পোষক, অতএব তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া নিজভাগ গ্রহণ করুন—এই ভাব ॥ ১৮ ॥

নিষিধ্যমানঃ স সদস্যমুখ্যৈ-
র্দক্ষো গিরিত্রায় বিসৃজ্য শাপম্ ।
তস্মাদ্বিনিষ্ক্রম্য বিবৃদ্ধমন্যু-
র্জগাম কৌরব্য নিজং নিকেতনম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে কৌরব্য, (বিদুর), সদস্যমুখ্যৈঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) নিষিধ্যমানঃ (শাপদানং নিন্দনঞ্চ মা কুর্ব্বিতি নিবারিতোঽপি) সঃ দক্ষঃ গিরিত্রায় (শিবায়) শাপং বিসৃজ্য (দত্ত্বা) বিবৃদ্ধ মন্যুঃ (অতীব ক্রুদ্ধঃ সন্) তস্মাৎ (স্থানাৎ) বিনিষ্ক্রম্য (নিঃসৃত্য) নিজং (স্বকীয়ং) নিকেতনং (গৃহং প্রতি) জগাম (গতবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন বিদুর, সভামণ্ডপস্থ প্রধান প্রধান সভ্য বারংবার নিবারণ করিলেও দক্ষ প্রবর্দ্ধিত-ক্রোধভরে গিরীশকে পূর্ব্বোক্তরূপে শাপ প্রদানপূর্ব্বক সভাস্থান হইতে বহির্গত হইয়া স্ব-ভবনে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র মদন্যে যুক্তবাদিনঃ কেঽপি ন দৃশ্যন্তে । তদস্যামধার্ম্মিকসঙ্কুলায়াং সভায়াং ন স্থাতুমুচিতমিতি কোপেন ততো নির্যযাবিত্যাহ—নিষিধ্যমানঃ মাক্রুধ্য মাগচ্ছেত্যাদ্যুচ্যমানঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে আমা ব্যতীত যুক্তিবাদী কাহাকেও দেখা যাইতেছে না, অতএব এই অধার্ম্মিক-ব্যাপ্ত সভাতে অবস্থান করা সমীচীন নহে, এইরূপ বিবেচনা করতঃ কোপপূর্ব্বক দক্ষ সেখান হইতে গমন করিলেন—ইহা বলিতেছেন, 'নিষিধ্যমানঃ'—নিবারিত হইয়াও, অর্থাৎ ক্রোধ করিবেন না, গমন করিবেন না, ইত্যাদি বাক্যে অনুনীত হইলেও (গমন করিলেন) ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—যে জ্ঞানবিষয়াঃ শাপা মুক্তিগাস্তেঽধিকারিণাম্ ।
কাদাচিৎকাস্তে ভবন্তি নৈব তে সার্ব্বকালিকাঃ ॥
তেষাং জ্ঞানস্য মুক্তেশ্চ তারতম্যস্য চৈব হি ।
ভগবন্নিয়তত্বাৎ তু শাপাদি নাত্র কারণম্ ॥
ইতি বারাহে ॥ ১৯ ॥

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণী-
র্নন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ্জ দারুণং
যে চান্বমোদংস্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শাপং বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) গিরিশানুগাগ্রণীঃ (গিরিশস্য শিবস্য অনুগানাং সহচরাণাং অগ্রণীঃ মুখ্যঃ অতএব) রোষকষায়দূষিতঃ (রোষ এব কষায়স্তেন দূষিতঃ, আরক্তনেত্রঃ ইত্যর্থঃ) নন্দীশ্বরঃ দক্ষায় (তথা) যে চ (তত্রত্যাঃ) দ্বিজাঃ তদবাচ্যতাং (তস্য শিবস্য অবাচ্যতাং নিন্দাম্) অন্বমোদন্, (তেভ্যশ্চ) দারুণং শাপং বিসসর্জ (দত্তবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এদিকে এই অভিশাপের কথা শ্রবণ করিয়া গিরীশানুচরগণের মধ্যে প্রধান নন্দীশ্বরের নয়ন ক্রোধে অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষকে এবং সদস্যগণের মধ্যে যে সকল দ্বিজ শিবের নিন্দাবাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—রোষ এব কষায়স্তেন দূষিতঃ অতিরক্তনেত্র ইত্যর্থঃ। যে চ তস্য গিরিশস্য অবাচ্যতাং নিন্দাং অন্বমোদংস্তেভ্যোঽপি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'রোষ-কষায়-দূষিতঃ'—ক্রোধই হইতেছে কষায় (ঈষল্লোহিত বর্ণ), তাহার দ্বারা দূষিত অর্থাৎ অতিশয় রক্তবর্ণ নেত্র, তদ্রূপ ক্রোধারক্তনেত্র নন্দীশ্বর। 'যে চ'—দক্ষকে এবং অন্যান্য যাহারা শিবের নিন্দা (অর্থাৎ দক্ষ কর্তৃক শিবের নিন্দাবাক্য) অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাদিগকেও দারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ॥২০॥

য এতন্মর্ত্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি।
দ্রুহ্যত্যজ্ঞঃ পৃথগ্দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞঃ পৃথগ্দৃষ্টিঃ (ভেদদর্শী) যঃ (দক্ষঃ) এতন্মর্ত্ত্যং (মরণধর্ম্মকং স্বশরীরং) উদ্দিশ্য (উৎকৃষ্টং মত্বা) অপ্রতিদ্রুহি (প্রতিদ্রোহমকুর্ব্বতি) ভগবতি (শিবে) দ্রুহ্যতি, (অতঃ সঃ) তত্ত্বতো (জ্ঞানাৎ) বিমুখঃ (প্রচ্যুতঃ) ভবেৎ ॥২১॥

অনুবাদ—যে ভেদদর্শী মূঢ় দক্ষ এই নশ্বর দেহকে অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষ বা নিপুণ প্রজাপতির শুক্রশোণিতোদ্ভূত নশ্বর মাংসপিণ্ডকেই বহুমানন করিয়া অপ্রতিদ্রোহী ভগবদভিন্ন-তনু শিবের দ্রোহাচরণ করে, সেই ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানরহিত হইয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হউক্ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—দক্ষং শপতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ—য ইতি। এতদ্দক্ষশরীরং মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকমুদ্দিশ্য এতদেবাহমিত্যভিমানাস্পদীকৃত্য দ্রুহ্যতি, অতোঽজ্ঞো ভবেৎ। অজ্ঞত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—পৃথগ্দৃষ্টিঃ স্বতঃপৃথগ্ভূতেষু দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বেব দৃষ্টি র্যস্য সঃ। তস্মাত্তত্ত্বতো ভগবতঃ সকাশাৎ বিমুখো ভবেৎ ইতি প্রথমঃ শাপঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমতঃ সার্দ্ধ তিনটি শ্লোকের দ্বারা দক্ষকে অভিশাপ দিতেছেন—'যঃ' ইতি। যিনি এই মরণধর্ম্মক দক্ষ-শরীরকে লক্ষ্য করিয়া 'এই দেহই আমি'—এইরূপ অভিমানে ভগবান্ শিবের প্রতি দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়, সে অজ্ঞ (মূঢ়)। তাহার অজ্ঞত্বই পরিস্ফুট করিতেছেন—'পৃথগ্দৃষ্টিঃ'—আত্মা হইতে পৃথক্ভূত দেহ, অপত্য ও কলত্রাদিতেই দৃষ্টি যাহার, তিনি (অর্থাৎ ভেদদর্শী)। অতএব 'তত্ত্বতঃ'—পরমার্থ হইতে, অর্থাৎ ভগবানের নিকট হইতে বিমুখ হইবে—এই প্রথম অভিশাপ ॥ ২১ ॥

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া।
কর্ম্মতন্ত্রং বিতনুতাদ্বেদবাদবিপন্নধীঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কূটধর্ম্মেষু (কূটাঃ কপটপ্রধানাঃ ধর্ম্মাঃ যেষু তেষু) গৃহেষু গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া (তুচ্ছবিষয়সুখলাভায়) সক্তঃ (প্রবৃত্তঃ) বেদবাদবিপন্নধীঃ (বেদবাদৈঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদিভিঃ বিপন্না বিনষ্টা ধীর্যস্য সঃ, তাদৃক্ সন্) কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মকাণ্ডং) বিতনুতাৎ (বিতনুতে ইতি চ পাঠঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ব্যক্তির বুদ্ধি বেদোক্ত অর্থবাদদ্বারা বিনষ্ট হউক্; এবং সেই হেতু সে স্ত্রীসঙ্গাদি গ্রাম্যসুখের ইচ্ছায় প্রবঞ্চনাদি-বহুল গৃহমেধীয় ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্মজাল বিস্তার করুক্ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বেদেষু যে বাদাঃ—"অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদয়স্তৈর্বিপন্না ধীর্যস্য সঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদবাদ-বিপন্ন-ধীঃ'—বেদে যে সকল অর্থবাদ রহিয়াছে, যেমন—"চাতুর্ম্মাস্য

যাগকারিগণ অক্ষয় সুকৃত লাভ করিবেন"—এইরূপ অর্থবাদ বাক্যেই যাহার বুদ্ধি বিপন্ন অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে, (সে ব্যক্তিই গ্রাম্যসুখে আসক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড বিস্তার করুক)॥ ২২ ॥

———

বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ॥২৩

অন্বয়ঃ—পরাভিধ্যায়িন্যা (পরো দেহাদিস্তং এবাত্মত্বেনাভিধাতুং শীলং যস্যাস্তয়া) বুদ্ধ্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ (বিস্মৃতা আত্মনঃ স্বস্য গতিঃ তত্ত্বজ্ঞানং যেন সঃ, অতএব) পশুঃ (পশুতুল্যঃ) সঃ দক্ষঃ অতিতরাং স্ত্রীকামঃ অস্তু, (তথা) অচিরাৎ (এব) বস্তমুখঃ (ছাগমুখঃ চ) অস্তু (ভবতু) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই দক্ষের বুদ্ধি দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া অভিধ্যান করুক, তাহাতে সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত ও পশুতুল্য এবং স্ত্রীতেই অত্যন্ত কামুক হইয়া অচিরে স্ত্রীকামনাপরায়ণ ছাগলের ন্যায় মুণ্ডবিশিষ্ট হউক্ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরো দেহাদিস্তমেবাত্মত্বেনাভিতো ধ্যাতুং শীলং যস্যাস্তয়া বুদ্ধ্যা পশুঃ পশুতুল্যঃ স্ত্রীকামোঽস্ত্বিতি দ্বিতীয়ঃ শাপঃ। বস্তস্য ছাগস্য মুখমিব মুখং যস্যেতি তৃতীয়ঃ শাপঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাভিধ্যায়িন্যা বুদ্ধ্যা'—পর বলিতে দেহাদি, তাহাকেই আত্মা বলিয়া সর্ব্বতোভাবে ধ্যান করা স্বভাব যে বুদ্ধির, তাহার দ্বারা, (অর্থাৎ শরীরে অত্যন্ত অভিমানবুদ্ধিবশতঃ আত্মগতি বিস্মৃত হইয়া), 'পশুঃ'—পশুতুল্য ঐ দক্ষ, 'স্ত্রীকামঃ অস্তু'—স্ত্রীতেই অত্যন্ত কামুক হউক—ইহা দ্বিতীয় অভিশাপ। 'বস্তমুখঃ'—বস্ত বলিতে ছাগ, তাহার মত মুখ যাহার, অর্থাৎ অচিরে এই দক্ষের মুণ্ড ছাগলের ন্যায় হউক —ইহা তৃতীয় অভিশাপ ॥ ২৩ ॥

———

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্ম্মময্যামসাবজঃ।
সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্ব্বাবমানিনম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (দক্ষঃ) কর্ম্মময্যাং (কর্ম্মাত্মিকায়াং) অবিদ্যায়াং বিদ্যাবুদ্ধিঃ (বিদ্যা ইতি বুদ্ধির্যস্য সঃ অতোঽসৌ) অজঃ (ছাগতুল্যঃ), শর্ব্বাবমানিনং (শর্ব্বং অবমন্যতে ইতি অবমানীতং) অমুং (দক্ষং) যে চ অনু (অনুবর্ত্তন্তে) তে সর্ব্বে ইহ (সংসারে) সংসরন্তু (জন্মমরণাদিক্লেশম্ অনুভবন্তু) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এই দক্ষ কর্ম্মময়ী অবিদ্যাকেই তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছে, সুতরাং সে বস্তুতঃ ছাগই বটে। আর, যে সকল দ্বিজ এই শিবদ্বেষি-দক্ষের শাপ অনুমোদন করিয়াছে, তাহারাও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালা প্রাপ্ত হউক্ ॥২৪॥

বিশ্বনাথ—শাপত্রয়মিদমস্মৈ সমুচিতমেব, যতো বিদ্যাবুদ্ধিরিত্যাদি। অতো জড়ঃ। অজ ইতি পাঠে ছাগতুল্যঃ। দ্বিজানপি শপতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। অমুং দক্ষং যে চানুবর্ত্তন্তে তে সংসরন্তু ইত্যেকঃ শাপঃ ॥২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তিনটি অভিশাপ দক্ষের প্রতি সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু 'বিদ্যাবুদ্ধিঃ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ এই দক্ষ কর্ম্মময়ী অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া বোধ করিয়া থাকে।) অতএব সেই দক্ষ জড় (মূঢ়)। 'অজঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে, ছাগতুল্য। তারপর ব্রাহ্মণগণকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন—সার্দ্ধ দুইটি শ্লোকের দ্বারা। 'অমুং'—এই দক্ষের যাহারা অনুবর্ত্তন করিবে, (সেই সকল শিবদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ) 'সংসরন্তু'—এই সংসারে বার বার জন্মমরণাদি ক্লেশ অনুভব করুক—এই একটি অভিশাপ ॥ ২৪ ॥

———

গিরঃ শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যা মধুগন্ধেন ভূরিণা।
মথ্না চোন্মথিতাত্মানঃ সংমুহ্যন্তু হরদ্বিষঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রুতায়াঃ (বেদরূপায়াঃ) পুষ্পিণ্যাঃ (পুষ্পাণীবার্থবাদাঃ) গিরঃ (বাচঃ) মধুগন্ধেন (গন্ধতুল্যেন) ভূরিণা মথ্না (মনঃক্ষোভকেন) উন্মথিতাত্মানঃ (উন্মথিতঃ আত্মা মনো যেষাং তে) হরদ্বিষঃ সংমুহ্যন্তু (কর্ম্মস্বাসক্তা ভবন্তু) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বেদোক্ত অর্থবাদরূপ পুষ্পিত, আপাতরমণীয় মনঃক্ষোভক বহুবিধ মধুগন্ধতুল্য প্ররোচনবাক্যের দ্বারা বিমুগ্ধমতি এইসকল শিবদ্বেষিদ্বিজগণ

কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া সম্যগ্‌রূপে মোহগ্রস্ত হউক ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ—শ্রুতায়া বেদরূপায়াঃ পুষ্পিণ্যাঃ পুষ্পতুল্যার্থবাদবহুলায়া মধুগন্ধতুল্যেন প্ররোচনেন মথ্না মনঃক্ষোভকেণ চ উন্মথিতঃ আত্মা মনো যেষাং তে সংমুহ্যন্তু কর্ম্মস্বাসক্তা ভবন্ত্বিতি দ্বিতীয়ঃ ।। ২৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রুতায়াঃ'--বেদরূপ 'পুষ্পিণ্যাঃ' —পুষ্পতুল্য অর্থবাদ-বহুল, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড অর্থবাদবহুল পুষ্পলতার ন্যায় আপাত-মনোহর, ঐ শ্রুতিবাক্যের মনঃক্ষোভকর বহুবিধ প্ররোচনা-বাক্যরূপ মধুগন্ধের দ্বারা, 'উন্মথিতাত্মানঃ'—উন্মথিত হইয়াছে আত্মা (মন) যাহাদের, অর্থাৎ বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া সেই শিববিদ্বেষিগণ 'সংমুহ্যন্তু'—কর্ম্মসকলে আসক্ত হউক—এই দ্বিতীয় অভিশাপ ।। ২৫ ।।

মধ্ব—গিরি প্রাণঃ সমুদ্দিষ্টস্তৎসুতা বেদবাক্ স্মৃতঃ।
পুষ্পং স্বর্গাদয়ঃ প্রোক্তাঃ ফলং মোক্ষ উদাহৃতম্ ।।
ইতি বামনে। অনঙ্গো মন্মথো মন্থাঃ কামোহঙ্গজ উদাহৃতম্। ইতি শব্দনির্ণয়ে ।। ২৫ ।।

সর্ব্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্ত্যৈ ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ ।
বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্ত্বিহ ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—(এতে হরদ্বিষঃ) দ্বিজাঃ সর্ব্বভক্ষাঃ (ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশূন্যাঃ) বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামাঃ (বিত্তেষু দেহেন্দ্রিয়াদিষু চ অহংতয়া মমতয়া চ আরমন্তি যে তে, তথা) বৃত্ত্যৈ (জীবিকার্থমেব) ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ (ধৃতানি বিদ্যাতপোব্রতানি যৈস্তে) যাচকাঃ (যাচনস্বভাবাঃ চ সন্তঃ) ইহ (সংসারে) বিচরন্তু (ভ্রমন্তু) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—এই সকল দ্বিজগণ সর্ব্বভক্ষ অর্থাৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশূন্য হউক। কেবল দেহ, অপত্য, কলত্রাদিপোষণের নিমিত্ত বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতধারী হউক্, এবং বিত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আরামে অনুরাগী থাকিয়া যাচকবেশে এই পৃথিবীতে বিচরণ করুক্ ।। ২৬ ।।

বিশ্বনাথ—সর্ব্বভক্ষাঃ ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশূন্যা ইতি তৃতীয়ঃ। বৃত্ত্যৈ জীবিকার্থমেব ন তু ধর্ম্মার্থমিতি চতুর্থঃ। বিত্তেতি পঞ্চমঃ। যাচকা ইতি ষষ্ঠঃ ।।২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বভক্ষাঃ'—শিববিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ ভক্ষ্য, অভক্ষ্য বিচারশূন্য হউক—এই তৃতীয় অভিশাপ। 'বৃত্ত্যৈ'—বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকার নিমিত্তই, কিন্তু ধর্ম্মার্থে নহে, বিদ্যাভ্যাস, তপস্যা ও ব্রত আচরণ করুক—ইহা চতুর্থ অভিশাপ। 'বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামাঃ'—বিত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়সুখেই অত্যন্ত আসক্ত হউক—ইহা পঞ্চম অভিশাপ। 'যাচকাঃ'—যাচকবেশে এই ভূমণ্ডলে দেশে দেশে ভ্রমণ করুক—এই ষষ্ঠ অভিশাপ ।। ২৬ ।।

তস্যৈবং বদতঃ শাপং শ্রুত্বা দ্বিজকুলায় বৈ ।
ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্ ।। ২৭ ।।

অন্বয়ঃ--এবং বদতঃ তস্য (নন্দিনঃ) দ্বিজকুলায় বৈ (প্রদত্তং) শাপং শ্রুত্বা ভৃগুঃ ব্রহ্মদণ্ডং (তদ্রূপং) দুরত্যয়ং শাপং প্রত্যসৃজৎ (প্রতিকূলতয়া দত্তবান্) ।। ২৭ ।।

অনুবাদ—দ্বিজকুলের প্রতি নন্দীর এই প্রকার অভিশাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগু দুস্তর ব্রহ্মদণ্ডরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিলেন ।। ২৭ ।।

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—যে ভবব্রতধরাঃ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ (অনুসরন্তি) তে সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ (সচ্ছাস্ত্রস্য বেদস্য পরিপন্থিনঃ বিরোধিনঃ ভূত্বা) পাষণ্ডিনঃ ভবন্তু ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—যাহারা শিবব্রত ধারণ করিবে, কিম্বা যাহারা শিবব্রতধারি-ব্যক্তিগণের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলচারী ও পাষণ্ড হউক্ ।। ২৮ ।।

নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটা ভস্মাস্থিধারিণঃ ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্ ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ—নষ্টশৌচাঃ (নষ্টং শৌচং যেষাং তে) মূঢ়ধিয়ঃ (মূঢ়াঃ বিবেকশূন্যাঃ ধীঃ যেষাং তে)

জটাভস্মাস্থিধারিণঃ (সন্তঃ) শিবদীক্ষায়াং বিশন্ত (প্রবিশন্ত), যত্র (যস্যাং শিবদীক্ষায়াং) সুরাসবং দৈবং (তদেব দৈবত্বেন আদরণীয়ম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল পুরুষ শৌচাদি-বিহীন, মূঢ়-বুদ্ধি, জটাভস্মাস্থিধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবিষ্ট হউক্। শিবদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষ গৌড়ী, পৈষ্ঠী, মাধ্বী প্রভৃতি সুরা ও তালাদি-সম্ভূত মদ্যকেই দেবতার ন্যায় পূজ্য জ্ঞান করিবে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সুরা গৌড়ী পৈষ্ঠী মাধ্বী চ। আসবস্তালাদিসম্ভবং মদ্যং তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যাৎ ষণ্ডত্বম্। তদেব যত্র দৈবং দেবতাবদাদরণীয়ম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুরাসবম্'—সুরা হইতেছে গৌড়ী, পৈষ্ঠী ও মাধ্বী, অর্থাৎ গুড় হইতে, পিষ্ঠক হইতে এবং মধু হইতে উৎপন্ন মাদক দ্রব্য, আর আসবতালাদি বৃক্ষের রস হইতে উৎপন্ন মদ্য। সুরা ও আসব—উভয়ের দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন এবং ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। তাহাই অর্থাৎ যে সুরা এবং আসব 'যত্র'—শিবদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষগণের নিকট 'দৈবম্'—দেবতার ন্যায় আদরণীয় হইয়া থাকে ॥২৯

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধরণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) যূয়ং (শিবানুচরাঃ) পুংসাং (পুরুষার্থেচ্ছূনাং) সেতুং (মর্য্যাদারূপং) বিধরণং (ধারকং) ব্রহ্ম (বেদং, তদর্থজ্ঞান্) ব্রাহ্মণান্ চ পরিনিন্দথ, অতঃ পাষণ্ডং (বেদবিরুদ্ধ-মার্গম্) এব আশ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে শিবানুচরগণ, তোমরা যেহেতু বর্ণাশ্রমিপুরুষগণের মর্য্যাদারূপ সেতুর ধারক, বেদ ও বেদমার্গানুসারী ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিলে, সেই কারণে তোমরা পাষণ্ডধর্ম্মাশ্রিত হইবে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্ম বেদং বেদপ্রবর্ত্তকান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ কীদৃশং সন্মার্গে চলতাং পুংসাং বিধরণং ধারকং সেতুম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্ম'—বেদ এবং বেদ-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণগণকে, তাহা কি প্রকার? সন্মার্গে অবস্থানকারী পুরুষদিগের ধারক সেতু (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধারণকারী ধর্ম্মের মর্য্যাদাস্বরূপ বেদ ও ব্রাহ্মণদিগকে যেহেতু তোমরা নিন্দা করিতেছ, অতএব পাষণ্ডজনের আচরণ প্রাপ্ত হও।) ॥ ৩০ ॥

এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যং পূর্ব্বে চানুসংতস্থুর্যৎ প্রমাণং জনার্দ্দনঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (বেদলক্ষণঃ) এব হি লোকানাং শিবঃ (শুদ্ধঃ) সনাতনঃ পন্থাঃ (মার্গঃ) যং (বেদ-মার্গং) পূর্ব্বে (ঋষয়ঃ ব্রহ্মাদয়ঃ) অনুসংতস্থুঃ (তদুক্তং ধর্ম্মমনুষ্ঠিতবন্তঃ) যৎ (যস্মিন্) প্রমাণং (মূলং) জনার্দ্দনঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বেদলক্ষণযুক্ত পথই সনাতন ও মনুষ্য-গণের মঙ্গলদায়ক পথ। পুরাকালে ঋষিগণ এই বেদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীজনার্দ্দনই বেদের মূল অর্থাৎ একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—বেদনিন্দকা যূয়ং কুপথগামিন এবেত্যাহ—এষ বেদলক্ষণঃ। যৎ যত্র প্রমাণমিতি, স এবাত্র সাক্ষী প্রষ্টব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বেদের নিন্দাকারী তোমরা কুপথগামীই—ইহা বলিতেছেন—'এষঃ'—এই বেদ-লক্ষণযুক্ত (সনাতন পথই লোকদিগের মঙ্গলময় পথ)। 'যৎ'—যেখানে প্রমাণ জনার্দ্দন, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌ই যে বেদের মূলস্বরূপ। তিনিই এই বিষয়ে সাক্ষী, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, এই ভাব ॥ ৩১ ॥

তথ্য—অতএব শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে উপাসনা করিলে এইরূপ দোষ হইয়া থাকে, যেহেতু জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণেরই বেদমূলত্ব উক্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্র উপাসনায় ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি শ্রীগীতোপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীগীতা ৯।২৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, যাহারা অন্যদেবতার আরাধনা করে, তাহারা আমারই আরাধনা করিয়া থাকে, যেহেতু আমিই একমাত্র অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু ঐরূপভাবে দেবতা-যাজিগণের কার্য্য অবৈধ; অর্থাৎ যাহারা আমাকেই একমাত্র অদ্বয়তত্ত্ব ভগবজ্‌জ্ঞানে অন্যান্য দেবতাকে আমার অধীনতত্ত্ব মনে করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন, তাঁহা-

রাই বৈধ অর্থাৎ বেদানুগ, কারণ আমিই একমাত্র বেদপ্রতিপাদ্য মূল পুরুষ। অবৈধ দেবযাজিগণ সংসারে গতাগতি লাভ করিয়া থাকে, আর বৈধভক্ত-গণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ ও শিবাদি দেবতাকে তাঁহারই আজ্ঞাবাহক দাসজ্ঞানে সম্মানকারী ব্যক্তিগণ আমার নিত্যানন্দধামে গমন করিতে সমর্থ হন। একদিকে যেমন স্বতন্ত্র ভগবজ্‌জ্ঞানে অন্যান্য দেব-তার উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ অন্যদেবতার প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করাও শাস্ত্রাদিতে নিষিদ্ধ। যথা গৌতমীয়ে—যিনি গোপালদেবকে পূজা করেন, কিন্তু অন্যান্য দেবতার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহার পরধর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক্, পূর্ব্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। ভাগবতে চিত্রকেতুচরিতে শিবের অবজ্ঞার দ্বারা ভগবদ্ভক্তেরও নীচযোনি প্রাপ্তির কথা পরে (৬ষ্ঠ স্ক, ১৭শ অঃ) দর্শিত হইবে (শ্রীজীব) ॥ ৩১-৩২ ॥

———

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ত্ম সনাতনম্।
বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ— তৎ(পূর্ব্বোক্তং) পরমং (প্রমাণভূতং তত্ত্বং) শুদ্ধং সতাং সনাতনং বর্ত্ম (মার্গং) তৎ ব্রহ্ম (বেদং) বিগর্হ্য (বিনিন্দ্য যূয়ং) পাষণ্ডং যাত (গচ্ছত)। যত্র মার্গে বঃ (যুষ্মাকং) দৈবং ভূতরাট্ (ভূতানাং তামসানাং রাজা মহাভৈরবোঽস্তি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু তোমরা সেই পরম বিশুদ্ধ সাধুদিগের অবলম্বনীয় বর্ত্মস্বরূপ বেদের নিন্দা করিলে, অতএব তোমরা যেস্থানে তামস ভূতগণের পতি অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক সেই পাষণ্ড দেবতাকে প্রাপ্ত হও ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বিগর্হ্যেতি বেদনিন্দায়াঃ ফলমিদং ভবদ্ভিঃ প্রাপ্তব্যমেব মদভিশাপস্তু পিষ্টপেশ ইবেতি ভাবঃ। ভূতরাট্ ভূতানাং রাজা ভূত এবেতি নিন্দা। ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু রাজত ইতি স্তুতিঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিগর্হ্য'—ইতি, বেদনিন্দার এই ফল তোমরা পাইবেই, কিন্তু আমার অভিশাপ পিষ্টপেষণের ন্যায়—এই ভাব। 'ভূতরাট্'—ভূত-গণের রাজা ভূতই, ইহা নিন্দা। অপর দিকে—'ভূতেষু', অর্থাৎ সকল প্রাণিগণে যিনি 'রাজতে'—বিরাজ করেন, ইহা স্তুতি ॥ ৩২ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

তস্যৈবং বদতঃ শাপং ভৃগোঃ স ভগবান্ ভবঃ।
নিশ্চক্রাম ততঃ কিঞ্চিদ্বিমনা ইব সানুগঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—তস্য ভৃগোঃ এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) শাপং বদতঃ এব স (প্রসিদ্ধঃ) ভগবান্ ভবঃ (রুদ্রঃ) কিঞ্চিদ্বিমনা ইব সানুগঃ (সহচর-সহিতঃ) ততঃ (স্থানাৎ) নিশ্চক্রাম (জগাম) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, ভগবদভিন্ন মহা-দেব ভৃগুর এই প্রকার অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ উন্মনা হইয়া অনুচরবর্গের সহিত সেইস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—যৎপ্রমাণং জনার্দ্দন ইতি শ্রুত্বা কদা-চিজ্জনার্দ্দনং তদ্ভক্তাংশ্চ প্রতি কিমপ্যবদ্যং ক্রোধাদেব নন্দীশ্বরো বদেদিতি শঙ্কমানো ভবস্ততো নিষ্ক্রান্ত ইত্যাহ—তস্যৈবমিতি। বিমনা ইবেতি বস্তুতস্ত্বাত্মা-রামত্বান্ন বিমনাঃ, তেন দ্বয়োঃ নন্দীশ্বরভৃগ্বোঃ শাপ-গ্রস্তান্ কর্ম্মমার্গান্ শৈবাংশ্চ পরিহৃত্য বৈষ্ণবা এব সুধীভিরাশ্রয়ণীয়া ইতি প্রকরণব্যঙ্গং বস্তু জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎপ্রমাণং জনার্দ্দনঃ' (৩১ শ্লোক)—যে বেদের ভগবান্ জনার্দ্দনই প্রমাণ, অর্থাৎ মূলস্বরূপ—ইহা শ্রবণ করিয়া, কখনও জনার্দ্দন ও তাঁহার ভক্তগণের প্রতি কোনও কুবাক্য ক্রোধবশতঃ নন্দীশ্বর বলিয়া ফেলে—এই শঙ্কা করতঃ মহাদেব সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'তস্য এবম্' ইত্যাদি। 'বিমনাঃ ইব'—কিঞ্চিৎ বিমনার মত হইয়াই যেন, বস্তুতঃ কিন্তু মহাদেব আত্মারাম বলিয়া বিমনস্ক নহেন, অতএব নন্দীশ্বর এবং ভৃগুর উভয়ের দ্বারা অভিশাপ-প্রাপ্ত কর্ম্মমার্গ ও শৈবপন্থা উভয়ই পরিহারপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মই বিবেকি-

গণের আশ্রয়ণীয়—ইহা প্রকরণগত ব্যঞ্জিত অর্থ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

—— —

তেঽপি বিশ্বসৃজঃ সত্রং সহস্রং পরিবৎসরান্ ।
সংবিধায় মহেষ্বাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥
আপ্লুত্যাবভৃথং যত্র গঙ্গা যমুনয়ান্বিতা ।
বিরজেনাত্মনা সর্ব্বে স্বং স্বং ধাম যযুস্ততঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে শ্রীবিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে দক্ষশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—হে মহেষ্বাস, (হে বিদুর), তে বিশ্বসৃজঃ (মরীচ্যাদয়ঃ) যত্র (যস্মিন্) সত্রে (যজ্ঞে) ঋষভঃ (সর্ব্বদেবাদিদেবঃ) হরিঃ ইজ্যঃ (পূজ্যঃ তৎ) সহস্রং পরিবৎসরান্ (সহস্রপরিবৎসরসাধ্যং) সত্রং (যজ্ঞং) সংবিধায় (সমাপ্য) যত্র (প্রয়াগে) যমুনয়ান্বিতা (যুক্তা) গঙ্গা অস্তি, (তত্র) অবভৃথং (স্নানং) আপ্লুত্য (কৃত্বা) বিরজেনাত্মনা (নির্ম্মলান্তঃকরণেন যুক্তাঃ) সর্ব্বে ততঃ (স্থানাৎ) স্বং স্বং ধাম (গৃহং যযুঃ (গতবন্তঃ) ৩৪-৩৫ ॥.

অনুবাদ—হে ধনুর্দ্ধারিন্ বিদুর, সেই বিশ্বসৃষ্ট্‌গণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির উদ্দেশে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, যেস্থানে গঙ্গা যমুনা সম্মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থানে যজ্ঞান্ত অবভৃত স্নানপূর্ব্বক নির্ম্মলান্তঃকরণে স্ব-স্ব-ধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তেঽপি রুদ্রদক্ষৌ সগণৌ বিনৈব সত্রং সংবিধায় যযুঃ। ন চ তদ্বিরোধজন্যঃ কোঽপি বিঘ্নো বভূবেত্যাহ—যত্র হরিরেব ইজ্যানাং ঋষভ ইতি রুদ্রাদিযজনং বিনাপি যজ্ঞপূর্ত্ত্যভাবো নাভূদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থেঽস্মিন্ দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে অপি'—সেই সকল বিশ্বস্রষ্টৃগণ, সগণ রুদ্র এবং দক্ষকে বিনাই যজ্ঞ সমাপন করিয়া গমন করিলেন। তাঁহাদের বিরোধজনিত কোন বিঘ্নও হয় নাই, ইহা বলিতেছেন—'যত্র' —যেখানে শ্রীহরিই পূজনীয়গণের শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীহরিই যে যজ্ঞের অধিপতি), ইহাতে রুদ্রাদির যজন ব্যতীতই যজ্ঞপূর্ত্তির অভাব হয় নাই—এই ভাবার্থ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

সদা বিদ্বিষতোরেবং কালো বৈ ধ্রিয়মাণয়োঃ ।
জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি সুমহানতিচক্রমে ৷ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

তৃতীয়াধ্যায়ে সতীর পিতৃযজ্ঞোৎসব-দর্শনেচ্ছায় দক্ষালয়ে গমন-প্রার্থনা এবং শিবের বহুবিধ নীতি-বাক্য ও হেতুপ্রদর্শনদ্বারা সতীর গমননিবারণ-চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে।

দক্ষ 'বৃহস্পতি-সব' নামক যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিখিল ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃ ও দেব-গণ সবান্ধবে সেই যজ্ঞে যোগদান করিতেছেন দেখিয়া সতীরও পিতৃযজ্ঞোৎসব-দর্শনে প্রবল উৎকণ্ঠা হইল। সতী শিবের নিকট পিতৃযজ্ঞে গমন-প্রার্থনা জানাইলে, গিরীশ সতীকে তাঁহার পিতার পূর্ব্বকৃত ব্যবহার অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টৃগণের যজ্ঞসভায় শিবনিন্দার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং নানাবিধ উপদেশ-বাক্য ও কারণ উল্লেখ করিয়া দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে নিষেধ করিলেন। বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, দেহ, বয়স ও কুল —এই ছয়টী সাধুপুরুষে থাকিলে গুণরূপে শোভা পায়, কিন্তু উহাই অসাধুব্যক্তির অভিমানজনক হয়। শিব বাসুদেবের দাস, সুতরাং তিনি বৈষ্ণব ব্যতীত বৈষ্ণববিদ্বেষী বহির্ম্মুখব্যক্তিকে কখনও বাহ্য দেহদ্বারা অভিবাদনাদি করেন না। আবার তিনি সততই বাসুদেবে প্রণত বলিয়া জীবমাত্রকেই সম্মান প্রদর্শন করেন। বিশুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই 'বসু-দেব' এবং বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই অধোক্ষজ বাসুদেব প্রকাশিত হন। মহাভাগবত শম্ভু সর্ব্বদা সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষের মানস-সেবা করিতেছেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—এবং (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) সদা বিদ্বিষতঃ (বিদ্বেষং কুর্ব্বতঃ) ধ্রিয়মাণয়োঃ (অবতিষ্ঠমানয়োঃ) জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি (শিবদক্ষয়োঃ) সুমহান্ কালঃ অতিচক্রমে (ব্যতীতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে সর্ব্বদা পরস্পর বিদ্বেষভাবে অবস্থিত শ্বশুর ও জামাতার বহু-কাল অতিবাহিত হইল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে স্বপিতুর্যজ্ঞং দিদৃক্ষুর্যাস্যতী সতী।
নিবারিতা নীতিবাক্যৈরদত্তাজ্ঞা হরেণ সা ॥ ০ ॥

ধ্রিয়মাণয়োঃ অবতিষ্ঠমানয়োঃ ক্ষমাং ক্ষমাপণঞ্চা-প্রাপ্তবতোরিত্যর্থঃ, ধৃঙ্ অবস্থান ইত্যস্মাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে নিজ পিতা দক্ষের যজ্ঞ দর্শনের অভিলাষিণী গমনোদ্যতা সতী, শিব কর্ত্তৃক নীতিবাক্যের দ্বারা নিবারিতা হইয়া তাঁহার অনুমতি লাভ করিতে পারেন নাই—ইহা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'ধ্রিয়মাণয়োঃ'—বিদ্বেষভাবে অবস্থিত উভয়ের, ক্ষমা বা ক্ষমাপণ যাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, (সেই শিব ও দক্ষের বহুকাল অতিবাহিত হইল) ইহা। অবস্থান অর্থে ধৃঙ্ ধাতুর (শানচ্ প্রত্যয়ে ষষ্ঠীর দ্বিবচনের রূপ) ॥ ১ ॥

যদাভিষিক্তো দক্ষস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
প্রজাপতীনাং সর্ব্বেষামাধিপত্যে স্ময়োঽভবৎ ॥২॥

অন্বয়ঃ—যদা তু দক্ষঃ সর্ব্বেষাং প্রজাপতীনাং (মরীচ্যাদীনাম্) আধিপত্যে (মুখ্যত্বেন নিয়ামকত্বে) পরমেষ্ঠিনা ব্রহ্মণা অভিষিক্তঃ, তদা তস্য (দক্ষস্য) স্ময়ঃ (গর্ব্বঃ) অভবৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যখন পরমদেবতা ব্রহ্মা দক্ষকে নিখিলপ্রজাপতির আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন, তখন দক্ষের হৃদয়ে গর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হইল ॥২॥

বিশ্বনাথ—যদাভিষিক্ত ইতি শিবদ্বেষিণো দক্ষস্য সম্পত্তিরিয়ং রাজ্যস্যাপরাধফলমেব পুনরপ্যপরাধ-বৃদ্ধ্যর্থমেব, অতএবাহ—স্ময়ো গর্ব্বঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদা অভিষিক্তঃ'—যখন দক্ষ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সকল প্রজাপতির আধিপত্যে অভিষিক্ত হইলেন, ইত্যাদি। শিববিদ্বেষী দক্ষের রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ এই সমৃদ্ধি অপরাধের ফলই, পুনরায় অপরাধ বৃদ্ধির নিমিত্তই হইয়াছিল, অতএব বলি-

তেছেন—'স্ময়ঃ'—গর্ব্ব, (অর্থাৎ তখন দক্ষের চিত্তে অত্যন্ত অহঙ্কার উপস্থিত হইল) ॥ ২ ॥

ইষ্ট্বা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ ।
বৃহস্পতিসবং নাম সমারেভে ক্রতূত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অতিগর্ব্বিতো দক্ষঃ) ব্রহ্মিষ্ঠান্ (ভবং তৎপক্ষীয়াংশ্চ সেশ্বরান্) অভিভূয় (তিরস্কৃত্য) বাজপেয়েন (তৎসংজ্ঞক-যাগেন) ইষ্ট্বা বৃহস্পতি-সবং (তন্নামকং যাগবিশেষং) নাম ক্রতূত্তমং (ক্রতুষু যজ্ঞেষু উত্তমং যাগং) কর্ত্তুং সমারেভে (আরব্ধবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই দক্ষ গর্ব্ববশতঃ সেশ্বর ব্যক্তি-দিগকে অগ্রাহ্য করিয়া বাজপেয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক **'বৃহস্পতি-সব'** নামক একটী সর্ব্বোত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—গর্ব্বাদেব ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় বৃহস্পতি-সবমিতি । "বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মিষ্ঠান্'—সেই দক্ষ গর্ব্ব-বশতঃই শিবপক্ষীয় ব্রহ্মিষ্ঠদিগকে, 'অভিভূয়'—অগ্রাহ্য করতঃ বৃহস্পতি-সব নামক যজ্ঞ আরম্ভ করি-লেন । শ্রুতিতে উক্ত আছে—'বাজপেয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া বৃহস্পতি-সবের দ্বারা যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ ।
আসন্ কৃতস্বস্ত্যয়নাস্তৎপত্ন্যশ্চ সভর্তৃকাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (বৃহস্পতিসবে) সর্ব্বে ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ (দেবর্ষয়ঃ পিতরঃ দেবতাশ্চ) সভর্তৃকাঃ তৎপত্ন্যশ্চ, (তেষাং পত্ন্যশ্চ) কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ (কৃতমঙ্গলাঃ) আসন্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে যাবতীয় ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি-পিতৃগণ, দেবতাগণ এবং তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণও স্ব-স্ব-পতির সহিত যথাযোগ্যভাবে অভ্যর্থিত হইলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ কৃতার্হণাঃ, সভর্তৃকা ইতি তেষাং পত্ন্যর্হণৈঃ পুনরপ্যর্হণমুক্তম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ'—সেই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি সকলেই পূজিত হইলেন । 'সভর্তৃকাঃ'—স্বামিগণের সহিত তাঁহাদের পত্নীগণও পূজিত হইলেন—ইহা বলায় প্রথমে ব্রহ্মর্ষিগণ পূজিত হইলেও, পুনরায় তাঁহাদের পত্নীগণের সহিত পূজিত হইলেন—ইহা উক্ত হইল ॥ ৪ ॥

তদুপশ্রুত্য নভসি খেচরাণাং প্রজল্পতাম্ ।
সতী দাক্ষায়ণী দেবী পিতৃযজ্ঞমহোৎসবম্ ॥ ৫ ॥
ব্রজন্তীঃ সর্ব্বতো দিগ্ভ্য উপদেব-বরস্ত্রিয়ঃ ।
বিমানযানাঃ সপ্রেষ্ঠা নিষ্ককণ্ঠীঃ সুবাসসঃ ॥৬॥
দৃষ্ট্বা স্বনিলয়াভ্যাসে লোলাক্ষীর্মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ।
পতিং ভূতপতিং দেবমৌৎসুক্যাদভ্যভাষত ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তদা) নভসি (আকাশে) খেচ-রাণাং (গন্ধর্ব্বাদীনাং) প্রজল্পতাং (পরস্পরং কথয়-তাং সতাং) পিতৃযজ্ঞমহোৎসবং (তৎপিতুর্যজ্ঞমহোৎ-সবম্) উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) দেবী (দেবস্য শিবস্য পত্নী) সতী স্বনিলয়াভ্যাসে (স্বগৃহস্য সমীপে) সর্ব্বতঃ দিগ্ভ্যঃ ব্রজন্তীঃ বিমান-যানাঃ (বিমানানি যানানি যাসাং তাঃ) সপ্রেষ্ঠাঃ (প্রেষ্ঠৈঃ ভর্তৃভিঃ সহিতাঃ) নিষ্ককণ্ঠীঃ (নিষ্কাণি পদকানি কণ্ঠে যাসাং তাঃ) সুবাসসঃ (শোভনানি বাসাংসি যাসাং তাঃ) লোলাক্ষীঃ (লোলানি চঞ্চলানি অক্ষীণি নেত্রাণি যাসাং তাঃ) মৃষ্টকুণ্ডলাঃ (মৃষ্টানি উজ্জ্বলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ) উপদেব-বরস্ত্রিয়ঃ (উপদেবাঃ যক্ষগন্ধর্ব্বাঃ তেষাং বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রিয়ঃ চ) দৃষ্ট্বা ঔৎসুক্যাৎ ভূতপতিং (দেবম্ ঈশ্বরং), পতিং (শ্রীশিবম্) অভ্যভাষত (উক্তবতী) ॥৫-৭॥

অনুবাদ—খেচরগণ সেই যজ্ঞের বিষয় কথোপ-কথন করিতে করিতে আকাশমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল । দক্ষ-দুহিতা সতী তাহাদের মুখে পিতার যজ্ঞমহোৎসবের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে পাইলেন এবং দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহের সমীপে চতুর্দ্দিক্ হইতে পদক-কণ্ঠী, সুবসনা, চঞ্চললোচনা, সমুজ্জ্বল কুণ্ডল-ধারিণী গন্ধর্ব্ববরাঙ্গনাগণ পতিপুত্রাদি প্রিয়তমজন-

সমভিব্যাহারে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক যজ্ঞস্থানে গমন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া সতীও পিতৃযজ্ঞ-দর্শনার্থ অত্যন্ত উৎসুক্য হইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় পতি দেবাদিদেব ভূতপতি শ্রীশিবকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫-৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তদা খেচরাণাং প্রজল্পতাং মুখাৎ পিতুর্যজ্ঞমহোৎসবমুপশ্রুত্য ব্রজন্তীরুপদেব-বরস্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা পতিমভ্যভাষত ॥ ৫-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ উপশ্রুত্য'—তখন সেই যজ্ঞোপলক্ষে আকাশমার্গে বিমানচারী দেবগণের কথোপকথন হইতে স্বীয় পিতা দক্ষের যজ্ঞ-মহোৎসবের কথা শ্রবণ করতঃ এবং বিমান-যানে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা গন্ধর্ব-পত্নীদের দেখিয়া, সতী স্বীয় পতি ভূতপতি ভগবান্ শিবকে বলিলেন ॥ ৫-৭ ॥

———

শ্রীসত্যুবাচ—

প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং
নির্য্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল।
বয়ঞ্চ তত্রাভিসরাম বাম তে
যদ্যর্থিতামী বিবুধা ব্রজন্তি হি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসতী উবাচ—তে (তব) শ্বশুরস্য প্রজাপতেঃ (দক্ষস্য) সাম্প্রতম্ (ইদানীং) যজ্ঞ-মহোৎসবঃ নির্য্যাপিতঃ (প্রবর্ত্তিতঃ) কিল। (হে) বাম, (হে শিব,) তে (তব) যদি অর্থিতা, (ইচ্ছা তর্হি) বয়ঞ্চ সর্ব্বে তত্র অভিসরাম (গচ্ছাম), হি (যস্মাৎ) অমী বিবুধাঃ (দেবাঃ) ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সতী কহিলেন,—হে নাথ, আপনার শ্বশুর প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞমহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দেখুন, দেবতাগণ পর্য্যন্ত সেই যজ্ঞদর্শনার্থ গমন করিতেছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন, আমরাও তথায় গমন করি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নির্য্যাপিতঃ প্রবর্ত্তিতঃ। তে প্রসিদ্ধা যদামী বিবুধা ব্রজন্তি। হি অতএব হেতোঃ বয়মপি তত্র অভিসরাম। হে বাম! অর্থিতা অর্থিত্বম্ ইয়ং মম প্রার্থনেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্য্যাপিতঃ'—যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। 'তে'—প্রসিদ্ধ দেবগণ ঐ গমন করিতেছেন, (এখনও যজ্ঞ সমাপ্ত হয় নাই)। অতএব আমরাও সেখানে গমন করি। হে বাম! হে শিব! 'অর্থিতা'—এই আমার প্রার্থনা, এই অর্থ ॥ ৮ ॥

———

তস্মিন্ ভগিন্যো মম ভর্ত্তৃভিঃ স্বকৈ-
র্ধ্রুবং গমিষ্যন্তি সুহৃদ্দিদৃক্ষবঃ।
অহঞ্চ তস্মিন্ ভবতাভিকাময়ে
সহোপনীতং পরিবর্হমর্হিতুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (যজ্ঞমহোৎসবে) সুহৃদ্দিদৃক্ষবঃ (সুহৃদঃ পিত্রাদীন্ দিদৃক্ষবঃ দ্রষ্টু মিচ্ছবঃ সত্যঃ) মম ভগিন্যঃ স্বকৈঃ ভর্ত্তৃভিঃ সহ ধ্রুবং (নিশ্চিতং) গমিষ্যন্তি। অহম্ চ (অহমপি) তস্মিন্ (যজ্ঞে) উপনীতং (পিতৃভ্যাং দত্তং) পরিবর্হম্ (অলঙ্কারাদি-দ্রব্যং) ভবতা সহ অর্হিতুং (স্বীকর্ত্তুম্) অভিকাময়ে (ইচ্ছামি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমার ভগ্নীগণ স্ব স্ব-পতির সহিত নিশ্চয়ই সুহৃজ্জনের দর্শনাভিলাষে সেই যজ্ঞস্থানে গমন করিবেন। ঐ যজ্ঞে আমাদের পিতামাতার প্রদত্ত অলঙ্কারাদি দ্রব্য তাঁহারা যেরূপ গ্রহণ করিবেন, আমিও আপনার সহিত সেইরূপ প্রতিগ্রহ স্বীকার করিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তব মম বা কিং প্রয়োজনমত আহ—তস্মিন্ ভগিন্য ইতি। তাসাং সভর্ত্তৃকাণামর্হণমিব মমাপি সভর্ত্তৃকায়া অর্হণং ভবত্বিতি কাময়ে ইত্যাহ—অহঞ্চেত্যাদি। পিতৃভ্যামুপনীতং দত্তং পরিবর্হং বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্রব্যং ভবতা সহ অর্হিতুম্ অর্হয়িতুং স্বীকর্ত্তুমিতি যাবৎ, কাময়ে ইচ্ছামি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেখানে তোমার বা আমার কি প্রয়োজন? তাহাতে বলিতেছেন—'তস্মিন্ ভগিন্যঃ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ ঐ যজ্ঞে নিশ্চয়ই আমার ভগিনীগণ, আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ স্বামীর সহিত অবশ্যই গমন করিবেন।) সেখানে স্বামীর সহিত ভগিনীগণের 'অর্হণমিব'—বস্ত্র, অলঙ্কারাদি উপহার প্রাপ্তির ন্যায়, আমারও পতির সহিত উপহার প্রাপ্তি হউক—এই কামনা করি, ইহা বলিতেছেন—'অহং চ' ইত্যাদি।

মাতা ও পিতার দ্বারা প্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্রব্য আপনার সহিত আমিও গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছি ॥ ৯ ॥

তত্র স্বসৄর্মে ননু ভর্তৃসম্মিতা
মাতৃষ্বসৄঃক্লিন্নধিয়ঞ্চ মাতরম্ ।
দ্রক্ষ্যে চিরোৎকণ্ঠমনা মহর্ষিভি-
রুন্নীয়মানঞ্চ মৃড়াধ্বরধ্বজম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—হে মৃড়, (শ্রীশিব,) তত্র (যজ্ঞে) চিরোৎকণ্ঠমনাঃ (চিরঃ বহুকালপর্য্যন্তম্ উৎকণ্ঠং মনঃ যস্যাঃ সা অহং) ননু (নিশ্চিতং) ভর্তৃসম্মিতাঃ (পতিসদৃশীঃ) মে স্বসৄঃ (ভগিনীঃ) মাতৃষ্বসৄঃ, ক্লিন্নধিয়ং (ক্লিন্না স্নেহেন আর্দ্রা ধীঃ যস্যাঃ তাং) মাতরম্ চ দক্ষ্যে (দ্রক্ষ্যামি) (অহং) মহর্ষিভিঃ (ভৃগ্বাদিভিঃ) উন্নীয়মানং (প্রবর্ত্তমানম্) অধ্বর-ধ্বজম্ (অধ্বরেষু যাগেষু ধ্বজবদুৎকৃষ্টং যাগং, যদ্বা, অধ্বরে উৎক্ষিপ্যমাণং ধ্বজং কেতুং, যূপং বা দ্রক্ষ্যামি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে শম্ভো, বহুদিন যাবৎ আমার মন আত্মীয়স্বজনবর্গের দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত আছে। অত-এব আমি তথায় যজ্ঞমহোৎসবে যাইয়া স্ব-স্ব-পতির সহিত আমার ভগ্নীদিগকে, মাতৃস্বসাদিগকে, স্নেহার্দ্র-চিত্তা জননীকে এবং ঋষিগণকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্যমাণ যজ্ঞীয়ধ্বজা-দর্শন করিতে পারিব ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কিং পরিবর্হার্থিনী যিযাসতীতি তত্রাহ —তত্রেতি। ক্লিন্নধিয়ং স্নেহার্দ্রচিত্তাং, উন্নীয়মানং প্রবর্ত্ত্যমানং অধ্বরেষু মধ্যে ধ্বজমিব শ্রেষ্ঠং ; যদ্বা, উৎক্ষিপ্যমাণং যজ্ঞকেতুম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বস্ত্রালঙ্কারাদির অভিলাষেই কি সেখানে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'তত্র' ইতি। 'ক্লিন্নধিয়ং'—স্নেহার্দ্রচিত্তা জননীকে দেখিব। 'উন্নীয়মানং'—মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, 'অধ্বর-ধ্বজম্'—যজ্ঞসমূহের মধ্যে ধ্বজার ন্যায় শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, অথবা—তাঁহাদের দ্বারা উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত যজ্ঞীয় পতাকাও দেখিতে পাইব ॥ ১০ ॥

ত্বয্যেতদাশ্চর্য্যমজাত্মমায়য়া
বিনির্ম্মিতং ভাতি গুণত্রয়াত্মকম্ ।
তথাপ্যহং যোষিদতত্ত্ববিচ্চ তে
দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—হে অজ, (শিব,) এতৎ গুণত্রয়াত্মকং (বিশ্বম্) আশ্চর্য্যম্ (আশ্চর্য্যরূপং তর্কাগোচরং) ত্বয়ি (এব) আত্মমায়য়া (আত্মনস্তব মায়য়া) বিনির্ম্মিতং (রচিতং) ভাতি (অতস্তব নাশ্চর্য্যবুদ্ধিঃ), তথাপি অহং যোষিৎ (উৎসুকস্বভাবা) তে অতত্ত্ব-বিৎ (তব তত্ত্বং যথার্থস্বরূপং ন জানামি)। (অত-এব হে) ভব, (শিব,) দীনা (কৃপণা সতী অহং) মে ভবক্ষিতিং (মম জন্মভূমিং) দিদৃক্ষে (দ্রষ্টু-মিচ্ছামি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে অজ, আপনি আত্মারাম, তাই এই ত্রিগুণাত্মক ও আশ্চর্য্য বিশ্ব, পরমাত্মা শ্রীভগবানের মায়াদ্বারা বিনির্ম্মিত বলিয়া আপনার নিকট অদ্ভুত প্রতিভাত হইতেছে না, কিন্তু হে ভব, আমি স্ত্রীলোক, সুতরাং উৎসুকস্বভাবা, বিশেষতঃ আমি অতত্ত্বজ্ঞা ; তাই এত কাতরা হইয়া জন্মভূমি দর্শন করিবার অভিলাষ করিতেছি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অত্যাশ্চর্য্যমিদং যত্তবাপি প্রাকৃত-লোকস্যেব বন্ধুষ্বেতাবান্মোহস্তত্রাহ—ত্বয়ীতি। হে অজ, এতন্মোহাদিকং তবাত্মারামত্বাৎ ত্বয্যেবাশ্চর্য্যং ভাতি, অস্মাকন্তু স্বাভাবিক এবায়ং ধর্ম্ম ইতি ভাবঃ। যতো গুণত্রয়াত্মকমিদং বিশ্বমাত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতমতো মুহ্যত্যেবেতি ভাবঃ। তথাপ্যেতদ্বিশ্বমধ্যেহপি অহং যোষিৎ। তত্রাপি অতত্ত্ববিচ্চ তে তব তত্ত্বমজানতী অতএব দীনা ভবক্ষিতিং জন্মভূমিং দিদৃক্ষে। হে ভব ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ইহা অতি আশ্চর্য্য যে তোমারও প্রাকৃত লোকের ন্যায় বন্ধুজনে এতাদৃশ মোহ ? তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বয়ি' ইতি। হে অজ ! এই মোহাদি, আপনি আত্মরাম বলিয়া আপনাতেই আশ্চর্য্য প্রতিভাত হইতেছে, আমাদের কিন্তু ইহা স্বাভাবিকই ধর্ম্ম—এই ভাব। যেহেতু 'গুণত্রয়াত্মকম্'—সত্ত্বাদি গুণপ্রচুর এই বিশ্ব, 'আত্ম-মায়য়া'—পরমেশ্বর আপনার মায়ার (অর্থাৎ নিজ অসাধারণ সঙ্কল্পের) দ্বারা বিনির্ম্মিত (বিরচিত)

হইয়াছে, সুতরাং সকলেই বিমোহিত হইবে—এই ভাব। তথাপি এই বিশ্বমধ্যেও আমি যোষিৎ, (অর্থাৎ রমণীগণের ঔৎসুক্যই স্বভাব)। তন্মধ্যেও 'অতত্ত্ববিৎ চ'—আমি আপনার তত্ত্ব জানি না, অতএব কাতরা হইয়া জন্মভূমি দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছি। হে ভব ! ॥ ১১ ॥

পশ্য প্রযান্তীরভবান্যযোষিতো-
ঽপ্যলঙ্কৃতাঃ কান্তসখা বরূথশঃ।
যাসাং ব্রজদ্ভিঃ শিতিকণ্ঠ মণ্ডিতং
নভো বিমানৈঃ কলহংসপাণ্ডুভিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—হে অভব, (জন্মাদিরহিত,) হে শিতিকণ্ঠ, (নীলকণ্ঠ,) অন্যযোষিতঃ অপি (অনেষাং সম্বন্ধরহিতানামপি যোষিতঃ) কান্তসখাঃ (কান্তৈঃ ভর্তৃভিঃ সহিতাঃ) অলঙ্কৃতাঃ বরূথশঃ (যূথশঃ) প্রযান্তীঃ (দক্ষযজ্ঞং গচ্ছন্তীঃ) পশ্য। যাসাং (যোষিতাং) কলহংসপাণ্ডুভিঃ (কলহংসতুল্যৈঃ পাণ্ডুভিঃ শ্বেতৈঃ) ব্রজদ্ভিঃ বিমানৈঃ (যানৈঃ) নভঃ (আকাশং) মণ্ডিতম্ (অলঙ্কৃতম্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে শিতিকণ্ঠ, আপনি অভব ; সুতরাং সুহৃদ্বিরহ-দুঃখ আপনি অনুভব করেন নাই। একবার চাহিয়া দেখুন, যে রমণীগণের সহিত প্রজাপতির কোন সম্বন্ধই নাই, তাঁহারা পর্য্যন্ত স্ব-স্ব-পতির সহিত অলঙ্কৃতা হইয়া যূথে যূথে আমার পিতৃযজ্ঞে গমন করিতেছেন। ঐ দেখুন, উঁহাদের কলহংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বিমানশ্রেণীদ্বারা নভোমণ্ডল কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমহমেবৈকৈবেতাদৃশীত্যাহ—পশ্যেতি। হে অভবেতি সুহৃদ্বিয়োগদুঃখং ত্বয়া নানুভূতমিতি ভাবঃ। অন্যা যোষিতঃ সম্বন্ধরহিতা অপি কান্তসখা ভর্তৃসহিতাঃ বরূথশঃ সঙ্ঘশঃ, যাসাং বিমানৈর্ব্রজদ্ভির্নভো মণ্ডিতম্। হে শিতিকণ্ঠেতি পরানুগ্রহায় ত্বয়া বিষমপি ভক্ষিতমত আজ্ঞাং দেহীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি কেবল একাই এইরূপ উৎকন্ঠিতচিত্তা, তাহা নহে, ইহা বলিতেছেন—'পশ্য' ইতি। হে অভব ! (অর্থাৎ আপনার জন্ম নাই, সুতরাং বন্ধু-দর্শনজনিত সুখ বা বিয়োগজন্য দুঃখ কি প্রকারে আপনি জানিবেন), সুহৃদ্গণের বিয়োগজনিত দুঃখ আপনি অনুভবই করেন নাই—এই ভাব। 'অন্যযোষিতঃ'—আমাদের সহিত যাহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ অন্যান্য রমণীগণ নিজ নিজ স্বামীর সহিত সুসজ্জিতা হয়ে আমারই পিতৃযজ্ঞে দলে দলে গমন করিতেছে। যাহাদের গমনশীল অতিশুভ্র বিমানশ্রেণীর দ্বারা নভোমণ্ডল অতিশয় সুশোভিত হইয়াছে। হে শিতিকণ্ঠ (নীলকণ্ঠ) ! অপরের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনি বিষও ভক্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব আমাকে (গমনের) আজ্ঞা প্রদান করুন—এই ভাব ॥ ১২ ॥

কথং সুতায়াঃ পিতৃগেহকৌতুকং
নিশম্য দেহঃ সুরবর্য্য নেঙ্গতে।
অনাহুতা অপ্যভিযন্তি সৌহৃদং
ভর্ত্তুর্গুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে সুরবর্য্য, (হে সুরশ্রেষ্ঠ,) পিতৃগেহকৌতুকং (পিতৃগৃহোৎসবং) নিশম্য (শ্রুত্বা) সুতায়াঃ (মম) দেহঃ কথং নেঙ্গতে (দ্রষ্টুং ন প্রচলতি) ? সৌহৃদং (সুহৃদঃ সম্বন্ধি) কেতনং (গৃহং) তথা ভর্ত্তুঃ গুরোঃ (শ্বশুরস্য) দেহকৃতশ্চ (পিতুশ্চ) কেতনম্ অনাহুতাঃ অপি অভিযন্তি (গচ্ছন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে দেবশ্রেষ্ঠ, পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া দুহিতার দেহ কেনই বা না উহা দর্শন করিবার জন্য প্রচালিত হইবে ? বন্ধু, স্বামী, শ্বশুর ও পিতৃভবনে বিনা আহ্বানেও গমন করা যায় ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—অহং তু তস্য কন্যা ভূত্বা কথং ধৈর্য্যং ধাস্যামীত্যাহ—কথমিতি। নেঙ্গতে ন দ্রষ্টুং প্রচলতি। ননু তদপ্যনাহুতাঃ কথং গচ্ছামস্তত্রাহ—অনাহুতা অপি। সৌহৃদং সুহৃদঃ কেতনং গৃহম্। গুরোঃ শ্বশুরস্য দেহকৃতঃ পিতুশ্চ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্পর্কবিহীন অপর রমণীগণই যখন গমন করিতেছে, আর আমি তাঁহার কন্যা হইয়া কিপ্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিব ? ইহা বলিতেছেন—'কথম্' ইতি। (পিতৃগৃহে উৎসব হইতেছে, এই-কথা, শ্রবণ করিয়া, কন্যার দেহ) কিরূপে 'নেঙ্গতে'।

—দেখিবার জন্য প্রচলিত না হয়? (অর্থাৎ সেখানে গমনের জন্য উদ্‌যুক্ত না হইয়া কিরূপে থাকিতে পারে?) যদি বলেন—তথাপি অনাহূত হইয়া আমরা কিপ্রকারে সেখানে গমন করি? তাহাতে বলিতেছেন—'অনাহূতাঃ অপি'—বিনা আহ্বানেও, 'সৌহৃদং কেতনং' ইত্যাদি—বন্ধুজন, পতি, শ্বশুর ও পিতার গৃহে (গমন করিতে পারা যায়)॥ ১৩॥

ছেন, ইহা বলিতেছেন—'অদভ্রচক্ষুষা', প্রভূতজ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ আপনি পরমজ্ঞানী আত্মারাম হইয়াও আমাকে আপনার দেহের অর্দ্ধে (অর্থাৎ দেহার্দ্ধরূপে) অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাতে আপনি 'অর্দ্ধ-নারীশ্বর', এই নামে খ্যাত হইয়াছেন। 'অতঃ মা অনুগৃহাণ'—অতএব আমাকে অনুগ্রহ করুন (অর্থাৎ আমি যে প্রার্থনা করিতেছি, তাহা পূর্ণ করুন।)॥ ১৪॥

তন্মে প্রসীদেদমমর্ত্ত্য বাঞ্ছিতং
কর্ত্তুং ভবান্ কারুণিকো বতার্হতি।
ত্বয়াত্মনোঽর্দ্ধেঽহমদভ্রচক্ষুষা
নিরূপিতা মানুগৃহাণ যাচিতঃ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—হে অমর্ত্ত্য, (হে ঈশ,) তৎ (তস্মাৎ) প্রসীদ (সদয়ো ভব)। বত (অহো) ভবান্ কারুণিকঃ (দয়ালুঃ)। মে (মম) বাঞ্ছিতম ইদং (দক্ষযজ্ঞমহোৎসবে গমনানুমোদনং) কর্ত্তুং ভবান্ অর্হতি। অদভ্রচক্ষুষা (অনল্পজ্ঞানেনাপি সর্ব্বজ্ঞেনাপি) ত্বয়া আত্মনঃ (স্বস্য দেহস্য) অর্দ্ধে অহং নিরূপিতা (স্থাপিতা যতঃ অর্দ্ধনারীশ্বর ইতি খ্যাতোঽসি অতঃ) যাচিতঃ (সন্) মা (মাম্) অনুগৃহাণ॥ ১৪॥

অনুবাদ—অতএব হে অমর্ত্ত্য, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্; আপনি দয়ালু. কৃপাপূর্ব্বক আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন্। আপনি পরমজ্ঞানী হইয়াও আমাকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। আমি আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—যদি তে নাস্তি জিগমিষা, তদপি মদনুরোধেন কৃপয়া গচ্ছেত্যাহ—তন্ম ইতি। হে অমর্ত্ত্য, দেব, ত্বয়া অকর্ত্তব্যমপি কৃতমিত্যাহ—অদভ্রচক্ষুষা অনল্পজ্ঞানেনাত্মারামেণাপি আত্মনো দেহস্যার্দ্ধে অহং নিরূপিতা ধৃতা, যতোঽর্দ্ধনারীশ্বর ইতি খ্যাতোঽসি অতঃ মা মাম্॥ ১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি আপনার গমনের ইচ্ছা না থাকে, তথাপি আমার অনুরোধে কৃপাপূর্ব্বক গমণ করুন, ইহা বলিতেছেন—'তৎ মে', ইতি। হে অমর্ত্ত্য! হে দেব! আপনি অকর্ত্তব্যও করিয়া-

---

শ্রীঋষিরুবাচ—

এবং গিরিত্রঃ প্রিয়য়াভিভাষিতঃ
প্রত্যভ্যধত্ত প্রহসন্ সুহৃৎপ্রিয়ঃ।
সংস্মারিতো মর্ম্মভিদঃ কুবাগিষূন্
যানাহ কো বিশ্বসৃজাং সমক্ষতঃ॥ ১৫॥

অন্বয়—শ্রীঋষিঃ (মৈত্রেয়ঃ) উবাচ—সুহৃৎপ্রিয়ঃ (সুহৃদাং শ্রেষ্ঠমনসাং প্রিয়ঃ) গিরিত্রঃ (শিবঃ) এবং প্রিয়য়া (সত্যা) অভিভাষিতঃ (সংপ্রার্থিতঃ)। (ততঃ) কঃ (প্রজাপতির্দক্ষঃ) যান্ কুবাগিষূন্ (দুরুক্তিবাণান্) মর্ম্মভিদঃ (মর্ম্ম হৃদয়ং ভিন্দন্তি যে তান্) বিশ্বসৃজাং (প্রজাপতীনাং) সমক্ষতঃ (সম্মুখে সভামধ্যে) আহ (উবাচ, তান্) সংস্মারিতঃ (স্মরণং প্রাপিতঃ সন্ তস্যাঃ স্ত্রীস্বভাবাৎ অবিবেকং দৃষ্ট্বা) প্রহসন্ (উপহাসং কুর্ব্বন্) প্রত্যভ্যধত্ত (প্রত্যুত্তরং দত্তবান্)॥ ১৫॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় ঋষি কহিলেন,—হে বিদুর, সুহৃদ্বৎসল গিরীশ প্রিয়ার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং প্রজাপতি-দক্ষ বিশ্বস্রষ্টৃগণের সম্মুখে তাঁহার প্রতি যে সকল মর্ম্মভেদী কুবাক্যরূপ বাণ প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই সকল স্মরণ করিয়া প্রত্যুত্তরে কহিতে লাগিলেন॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—কো দক্ষো যানাহ তান্ মর্ম্মভিদঃ কটুবাক্‌শরান্ প্রিয়য়া স্মারিতঃ। ননু দক্ষপ্রযুক্তাঃ কটুবাগিষবঃ শ্রীশিবস্যাত্মারামস্য মর্ম্ম কথং ভিন্দন্তি? উচ্যতে — শিবস্য পরমেশ্বরত্বাদাত্মারামত্বমস্ত্যেব। তমোগুণযুক্তত্বাচ্চ কদাচিৎ পারমৈশ্বর্য্যাননুসন্ধানে সতি শোকমোহরাগদ্বেষাদয়োঽপি ভবন্তি। তথৈব কৃষ্ণস্য সদৈবাত্মারামত্বেঽপি শ্রীযশোদাদি-শ্রীবলদেবাদি-

শ্রীগোপিকাদিবিশিষ্টত্বে প্রেমবত্ত্বাদেব স্বীয়-পারমৈশ্বর্য্যাননুসন্ধানাৎ শোকমোহরাগদ্বেষাদয়ঃ; কিন্তু শিবস্য তমোগুণোদ্ভূতাস্তে দুঃখাভাসানুভবময়াঃ, কৃষ্ণস্য প্রেমোদ্ভূতাস্তে আনন্দপরম-কাষ্ঠানুভবময়াঃ। প্রেম্ণশ্চিচ্ছক্তিসারবৃত্তিত্বাদাত্মারামত্বস্যাপ্যসঙ্কোচকাঃ। অসুরাদিহিংসাদয়স্তু সত্ত্বগুণকার্য্যা এব গুণানাং পরস্পরোপমর্দ্দিত্বাৎ, যথা প্রকাশোঽন্ধকারং হন্তি তথৈব সত্ত্বগুণস্তমোরজসী হন্তি। তথৈব কৃষ্ণোঽসুরাদীন্নিহন্তীতি শুদ্ধসত্ত্বরূপে তস্মিন্ প্রাকৃতসত্ত্বকার্য্যাস্তে বর্ত্তমানা অপি নাপকারকা ইতি প্রথম এব ব্যাখ্যাতং, সপ্তমারম্ভে চ বক্ষ্যতে ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যানাহ কঃ'—কঃ অর্থাৎ দক্ষ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই মর্ম্ম-বিদারক কটু বাক্যরূপ শর, প্রিয়া (সতী) কর্ত্তৃক স্মারিত হইল। যদি বলেন—দেখুন, দক্ষ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত কটু বাক্যরূপ বাণসমূহ কি প্রকারে আত্মারাম শিবের মর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—শিব পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার আত্মারামত্ব বিদ্যমানই রহিয়াছে। আবার তমোগুণের যুক্তত্ব-হেতু কখনও পারমৈশ্বর্য্যের অননুসন্ধান হইলে, শোক, মোহ, রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ প্রভৃতিও হইয়া থাকে। সেইরূপ (স্বয়ংভগবান্ নন্দ-নন্দন) শ্রীকৃষ্ণেরও সব সময় আত্মারামত্ব থাকিলেও, শ্রীযশোদা প্রভৃতিতে, শ্রীবলদেবাদিতে এবং শ্রীগোপিকাদি-বিশিষ্টত্বে (অর্থাৎ শ্রীগোপিকাগণের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাতে) প্রেমবত্ত্ব-হেতুই নিজ পারমৈশ্বর্য্যের অননুসন্ধান-বশতঃ শোক, মোহ, রাগ ও দ্বেষাদি হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীশিবের সেই সকল শোকমোহাদি তমোগুণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া দুঃখাভাসের অনুভবময়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত শোক-মোহাদি—প্রেম হইতে উদ্ভূত বলিয়া, আনন্দের পরমকাষ্ঠারূপ অনুভবময়। প্রেমের চিচ্ছক্তির সার-বৃত্তিত্ব-হেতু (অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম চিৎ-শক্তির ঘনীভূত ব্যাপার বলিয়া) আত্মারামত্বেরও কোনরূপ সঙ্কোচতা (খর্ব্বতা বা অল্পতা) হয় না। অসুরাদির হিংসা প্রভৃতি কিন্তু সত্ত্ব গুণের কার্য্যই, যেহেতু সত্ত্বাদি গুণসকলের পরস্পর উপমর্দ্দিত্ব (বাধকত্ব ভাব) রহিয়াছে, যেমন প্রকাশ অন্ধকারকে বিনাশ করে, সেইরূপই সত্ত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণকে বিদূরিত করিয়া থাকে। সেইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ যখন অসুর প্রভৃতিকে বিনাশ করিতেছেন, তখন সেই শুদ্ধ-সত্ত্বরূপে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের কার্য্য বর্ত্তমান থাকিলেও, কোনরূপ অপকারক হয় না, ইহা প্রথম স্কন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং পরে সপ্তম স্কন্ধের আরম্ভে বলা হইবে ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বয়োদিতং শোভনমেব শোভনে
অনাহুতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুষু।
তে যদ্যনুৎপাদিতদোষদৃষ্টয়ো
বলীয়সাঽনাত্ম্যমদেন মন্যুনা ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) শোভনে, যদি তে (বন্ধবঃ) বলীয়সা (অপ্রতিকার্য্যেণ) অনাত্ম্যমদেন (দেহাদ্যভিমাননিমিত্তদর্পেণ) মন্যুনা (তজ্জাতেন ক্রোধেন চ) অনুৎপাদিতদোষদৃষ্টয়ঃ (নাস্তি উৎপাদিতে আরোপিতে দোষে দৃষ্টির্যেষাং তে তথাভূতাঃ ভবন্তি তদা) অনাহূতাঃ অপি বন্ধুষু (পিত্রাদিগৃহেষু জনাঃ) অভিযন্তি (গচ্ছন্তি ইতি) ত্বয়া উদিতম্ (ত্বয়া যৎ উক্তং তৎ) শোভনমেব (যুক্তমেব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যোগেশ্বর মহাদেব কহিলেন,—হে শোভনে, "অনাহূত হইয়াও বন্ধুগৃহে গমন করা যায়"—তোমার এই উক্তি বেশ সুন্দর, কিন্তু যদি তোমার বন্ধুবর্গ দেহাদিতে অহঙ্কার নিমিত্ত গর্ব্ব ও ক্রোধবশতঃ দোষদর্শন না করেন, তাহা হইলেই তোমার ঐ বাক্য শোভা পাইতে পারে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অনাত্ম্যং দেহাদাবহঙ্কারস্তৎকৃতেন মদেন মন্যুনা চ তে বন্ধবো যদ্যনুৎপাদিতদোষদৃষ্টয়ো ভবন্তি ॥ ১৬ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনাত্ম্যমদেন—অনাত্ম্য বলিতে দেহাদিতে অহঙ্কার, তজ্জনিত দর্পের দ্বারা এবং 'মন্যুনা'—ক্রোধের দ্বারা, তোমার আত্মীয় স্বজন যদি দোষদৃষ্টি-সম্পন্ন না হইতেন, (তবে 'অনাহূত হইয়াও বন্ধুজনের গৃহে গমন করা যায়'—

তোমার এরূপ বাক্য অতি শোভনই হইত) ।। ১৬ ।।

বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্বয়ঃকুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমেতরৈঃ ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দৃশঃ
স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্ ।। ১৭ ।।

অন্বয়ঃ—বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্বয়ঃকুলৈঃ (বিদ্যা-তপো বিত্তং ধনং বপুঃ শরীরসৌন্দর্য্যাদি বয়ঃ যৌবনং কুলম্ আভিজাত্যং তৈঃ) ষড়্ভিঃ সতাং গুণৈঃ অসত্তমেতরৈঃ (অসত্তমানাম্ ইতরৈঃ দোষভূতৈঃ চ) (তেষাং) স্মৃতৌ হতায়াং (বিবেকজ্ঞানে নষ্টে সতি) ভৃতমানদুর্দৃশঃ (ভৃতঃ পুষ্টঃ মানঃ অহঙ্কারঃ তেন দুষ্টা দৃক্ দৃষ্টিঃ যেষাং তে) স্তব্ধাঃ (অনম্রাঃ সন্তঃ) হি ভূয়সাং (মহত্তমানাং) ধাম (তেজঃ) ন পশ্যন্তি ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও আভিজাত্য—এই ছয়টী সাধুব্যক্তিদিগেরই গুণ ; কিন্তু এই ছয়টীই আবার অসাধুব্যক্তিগণের নিকট বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঐ সকল গুণের দ্বারা অভিমান বৃদ্ধি হওয়ায় অসাধুগণের বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অভিমানদৃপ্ত হইয়া মহজ্জনের তেজ দর্শন করিতে পারে না ।।১৭।।

বিশ্বনাথ—ননু বিদুষো মৎপিতুর্মূঢ়ানামিব দোষ-দৃষ্টিঃ কথং সম্ভবেৎ ? তত্রাসতাং বিদ্যাদয় এবানর্থ-হেতবঃ, ইত্যাহ—বিদ্যাদিভিরেব ষড়্ভির্গুণৈঃ স্মৃতৌ বিবেচনায়াং হতায়াং সত্যাং ভৃতাস্তৈরেব পুষ্টাঃ অহং বিদ্বাংস্তাপস ইত্যাদিমানো গর্ব্বস্তেন দুর্দৃশোঽন্ধা ভূয়সাং মহত্তমানাং ধাম তেজো ন পশ্যন্তি। ননু তৈর্গুণৈঃ কথং স্মৃতিভ্রংশস্তত্রাহ সতাং গুণৈরসত্ত-মানাং তু ইতরৈর্দোষৈর্দুগ্ধমমৃতমপি সর্পমুখে প্রবিষ্টং বিষমেব ভবেদতঃ স্থান এব গুণা গুণায়ন্ত ইতি ভাবঃ ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমার পিতা দক্ষ বিদ্যাদিসম্পন্ন, মূঢ়জনের ন্যায় তাঁহার কি প্রকারে দোষদৃষ্টি হইবে ? তাহাতে অসজ্জনের বিদ্যাদিই অনর্থের কারণ হইয়া থাকে, ইহা বলি-তেছেন—'বিদ্যাদিভিঃ'— বিদ্যা প্রভৃতি ছয়টি গুণের দ্বারা (অভিমান বৃদ্ধি হওয়ায়) বিবেচনা শক্তি নষ্ট হইলে, সেই সকল গুণের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া, আমি বিদ্বান্, আমি তাপস ইত্যাদি গর্ব্ববশতঃ, 'দুর্দ্দৃশঃ'—দুষ্টা দৃষ্টি যাহাদের, অর্থাৎ তাহারা অন্ধ হইয়া, 'ভূয়সাং'—মহদ্গণের তেজ (মাহাত্ম্য) কিছুই দেখিতে পায় না। যদি বলেন —দেখুন, সেই সকল গুণের দ্বারা কি প্রকারে স্মৃতি-ভ্রংশ হইবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সতাং গুণৈঃ'—ঐ সকল বিদ্যাদি সাধুদিগেরই গুণ, কিন্তু 'ইতরৈঃ'—উহাই আবার অসাধু ব্যক্তিগণের নিকট বিপরীত ফল প্রসব করে, যেমন দুগ্ধ অমৃত হইলেও, সর্পমুখে প্রবিষ্ট দুগ্ধ বিষই হইয়া থাকে। অতএব উপযুক্ত স্থলেই গুণসকল গুণ বলিয়া প্রকাশ পায়—এই ভাব ।।১৭।।

নৈতাদৃশানাং স্বজনব্যপেক্ষয়া
গৃহান্ প্রতীয়াদনবস্থিতাত্মনাম্ ।
যেঽভ্যাগতান্ বক্রধিয়াভিচক্ষতে
আরোপিতভ্রূভিরমর্ষণাক্ষিভিঃ ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—স্বজনব্যপেক্ষয়া (এতে স্বজনাঃ বান্ধবাঃ ইতি দৃষ্ট্যা) এতাদৃশানাম্ অনবস্থিতাত্মনাম্ (অন-বস্থিতচিত্তানাং) গৃহান্ ন প্রতীয়াৎ (ন গচ্ছেৎ) । যে (এতে) বক্রধিয়া (কুটিলবুদ্ধ্যা) যুক্তাঃ (সন্তঃ) অভ্যাগতান্ আরোপিতভ্রূভিঃ (আরোপিতাভিঃ উত্তম্ভি-তাভিঃ ভ্রূভিঃ) অমর্ষণাক্ষিভিঃ (সক্রোধৈঃ অক্ষিভিঃ) অভিচক্ষতে (পশ্যন্তি) ।।১৮।।

অনুবাদ—স্বজনবোধে এইরূপ অসংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের গৃহে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। ইহারা কুটিলবুদ্ধি বশতঃ অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে ভ্রূকুটীকরাল ক্রোধনেত্রে অবলোকন করিয়া থাকে ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—অত ঈদৃশাঃ পিত্রাদয়োঽপ্যুপেক্ষ্যা এবে-ত্যাহ—নৈতেতি। স্বজনা ইতি যা বিশিষ্টা অপেক্ষা তয়া ন গচ্ছেদিতি, যদি গচ্ছেত্তদা বরং শত্রুবুদ্ধ্যৈব গচ্ছেদিতি ভাবঃ। ননু দুরাত্মনোঽপি স্বাপত্য-জামাত্রা-দিষু স্নিহ্যন্ত্যেবেতি তত্রাহ—অনবস্থিতাত্মনাং নায়মপি তেষাং নিশ্চয় ইতি ভাবঃ। যে আরোপিতাভির্ভ্রূভিস্তথা অমর্ষণাক্ষিভিঃ ক্রোধনেত্রৈরভিচক্ষতে পশ্যন্তি ।। ১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সকল পিত্রাদি আত্মীয়-স্বজন উপেক্ষার যোগ্যই, ইহা বলিতেছেন—'ন এতাদৃশানাং' ইত্যাদি। স্বজন এইরূপ যে বিশিষ্টা 'অপেক্ষা', অর্থাৎ বন্ধু-বুদ্ধিতে গমন করিবে না, যদি বা গমন কর, তাহা হইলে বরং শত্রু-বুদ্ধিতে গমন করিও—এই ভাব। যদি বল, দেখুন—দুরাত্মাগণও নিজ নিজ পুত্র, জামাতা প্রভৃতিকে স্নেহ করিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অনবস্থিতাত্মনাম্'—অব্যবস্থিত-চিত্ত অসাধুগণের, এই স্নেহেরও কোন নিশ্চয়তা নাই—এই ভাব। যাহারা গৃহে উপস্থিত ব্যক্তিকে, 'আরোপিত-ভ্রূভিঃ'—ভ্রূ-ভঙ্গি-বিশিষ্ট ক্রোধনয়নেই (অবজ্ঞার সহিত) দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

———

তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ
শেতেঽর্দ্দিতাঙ্গো হৃদয়েন দূয়তা।
স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভি-
দিবানিশং তপ্যতি মর্ম্মতাড়িতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অরিভিঃ (শত্রুভিঃ) শিলীমুখৈঃ (বাণৈঃ) অর্দ্দিতাঙ্গঃ (ছিন্নাঙ্গঃ সন্ জনঃ) তথা ন ব্যথতে, (যতঃ) শেতে (সুখং নিদ্রাং যাতি); যথা বক্রধিয়াম্ (কুটিলবুদ্ধীনাং) স্বানাম্ (আত্মীয়ানাং) দুরুক্তিভিঃ (নিন্দাবাদৈঃ) মর্ম্মতাড়িতঃ দূয়তা (ব্যথমানেন) হৃদয়েন দিবানিশং তপ্যতি (নিদ্রামপি ন লভতে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কুটিলবুদ্ধি আত্মীয়বর্গের কটূক্তিদ্বারা মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া লোক যেরূপ ব্যথিত হয়, শত্রুগণের বাণদ্বারা গাত্রবিদ্ধ হইলেও সেইরূপ ব্যথিত হয় না; কারণ, বাণদ্বারা আহত হইয়াও পুরুষ নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারে। কিন্তু বাক্যবাণদ্বারা ব্যথিত-হৃদয় ব্যক্তি দিবানিশিই সন্তপ্তহৃদয়ে দিন অতিবাহিত করে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশা বন্ধবঃ শত্রুভ্যোঽপ্যধিকা ইত্যাহ—অরিভিঃ প্রযুক্তৈঃ শিলীমুখৈর্বাণৈঃ তথা ন ব্যথতে, যতঃ শেতে কদাচিৎ স্বপিতি। দূয়তা দূয়মানেনেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল আত্মীয়-স্বজন শত্রু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, ইহা বলিতেছেন—'অরিভিঃ'—শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা (গাত্র-বিদ্ধ হইলেও) তত পরিমাণে লোক ব্যথিত হয় না, কারণ 'শেতে'—কখনও নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারে। কিন্তু 'দূয়তা'—স্বজনের বাক্যরূপ বাণদ্বারা মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া লোকে দিবা-নিশি অনুতপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

———

ব্যক্তং ত্বমুৎকৃষ্টগতেঃ প্রজাপতেঃ
প্রিয়াত্মজানামসি সুভ্রু মে মতা।
তথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্যসে
মদাশ্রয়াৎ কঃ পরিতপ্যতে যতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—হে সুভ্রু, উৎকৃষ্টগতেঃ (উৎকৃষ্টা গতির্যস্য তস্য) প্রজাপতেঃ (দক্ষস্য) আত্মজানাং (কন্যানাং মধ্যে) ত্বং (সম্মতা) প্রিয়া অসি (ইতি) মে ব্যক্তং (মম নিশ্চিতং) তথাপি পিতুঃ (সকাশাৎ) মানং (সৎকারং) ন প্রপৎস্যসে (ন লপ্স্যসে), যতঃ মদাশ্রয়াৎ (মম সম্বন্ধাৎ) কঃ (প্রজাপতিঃ দক্ষঃ) পরিতপ্যতে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি, তোমার পিতা প্রজাপতি দক্ষ অত্যুৎকৃষ্ট মর্য্যাদাশালী; আবার, তাঁহার আত্মজাগণের মধ্যে তুমিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আদরের কন্যা, ইহাও আমি জানি; তথাপি তুমি আমার আশ্রিতা বলিয়া তোমার পিতার নিকট হইতে সম্মান-লাভ করিতে পারিবে না; কেন না, তিনি তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ গন্ধ থাকাতেই পরিতপ্ত হইতেছেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ময়ি তত্র গতায়াং নেয়ং শঙ্কেতি চেত্তত্রাহ—ব্যক্তং নিশ্চিতমেব উৎকৃষ্টগতেরিতি বিপরীত-লক্ষণয়া প্রজাপতের্দক্ষস্য আত্মজানাং মধ্যে ত্বং প্রিয়া অতিস্নেহপাত্রী ভবসি। তথাপি তদপি পিতুঃ সকাশাৎ মানং ন প্রতিপৎস্যসে ন প্রাপ্স্যসি, যতো মদাশ্রয়াৎ মৎসম্বন্ধাৎ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি সেখানে গমন করিলে, এইরূপ আশঙ্কা নাই, তাহাতে বলিতেছেন—'ব্যক্তং'—ইহা নিশ্চিতই যে 'উৎকৃষ্ট-গতেঃ'—অত্যুৎকৃষ্ট মর্য্যাদাশালী বিপরীত লক্ষণায় নিকৃষ্ট মর্য্যাদাশালী, প্রজাপতি দক্ষের কন্যাগণের মধ্যে তুমি

অত্যন্ত স্নেহপাত্রী। 'তথাপি'—তাহা হইলেও পিতার নিকট কোন সমাদর প্রাপ্ত হইবে না, 'যতঃ'—কারণ, আমার সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ ॥ ২০ ॥

পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ
সমৃদ্ধিভিঃ পুরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্।
অকল্প এষামধিরোঢ়ুমঞ্জসা
পরং পদং দ্বেষ্টি যথাহসুরা হরিম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পাপচ্যমানেন (অতিসন্তপ্যমানেন) হৃদা (হৃদয়েন) আতুরেন্দ্রিয়ঃ (দুঃখিতেন্দ্রিয়ঃ) তথাভূতো দক্ষঃ সমৃদ্ধিভিঃ এষাং পুরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাং (জীববুদ্ধিসাক্ষিণাং) পদং (স্থানং) অধিরোঢ়ুং (প্রাপ্তুম্) অকল্পঃ (অসমর্থঃ সন্) যথা অসুরাঃ হরিং (দ্বিষন্তি তথা সঃ) পরং (কেবলং) দ্বেষ্টি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—নিরহঙ্কার পুরুষগণের পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া যাহাদের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধ ও ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিবশ হয়, তাহারা অসুরগণ যেমন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যলাভে অসমর্থ হইয়া কেবল শ্রীহরির দ্বেষই করিয়া থাকে, তদ্রূপ অপরের প্রতি দ্বেষ করিতে থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভগবংস্তদা ত্বয়া বা দক্ষং প্রতি মনসা কিঞ্চিৎ দ্বিষ্টং, তত্র নহি নহীতি শপথং কুর্ব্বন্, দক্ষো মৎসরী সদৈবাস্মদাদীন্ দ্বেষ্টি। সম্প্রতি মদপরাধং কল্পয়িত্বা দ্বেষং প্রকটয়ামাসেত্যাহ—পাপচ্যেতি। এষামস্মদাদীনাং সমৃদ্ধিভির্যোগৈশ্বর্য্যাদিভির্হেতুভিঃ পাপাচ্যমানেন জাজ্বল্যমানেন হৃদা আতুরেন্দ্রিয়ো দ্বেষ্টি যথা অসুরা হরিম্। কীদৃশঃ? এষাং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদমধিরোঢ়ুং অকল্পঃ অসমর্থঃ। অস্মাকন্তু দক্ষে ত্বৎপিতরি দ্বেষলেশোহপি নাস্তীতি সশপথং বদন্ বিশিনষ্টি—পুরুষঃ পরমেশ্বর এব বুদ্ধের্ভদ্রায়া অভদ্রায়া বা সাক্ষী যেষাং তেষামিতি। হে দাক্ষায়ণি, যদি ত্বং ন প্রত্যেষি, তদা ক্ষণং সমাধিনা পরমেশ্বরং সাক্ষাৎকৃত্য মদ্দোষগুণৌ স এব প্রষ্টব্য ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, হে ভগবন্! তৎকালে আপনারও মনে দক্ষের প্রতি কিছুটা বিদ্বেষভাব ছিল, তাহাতে না, না, কখনই না, এইরূপ শপথ করিতে করিতে, দক্ষ মৎসরী (মাৎসর্য্যপরায়ণ), সর্ব্বদাই আমাদের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, সম্প্রতি আমার অপরাধ কল্পনা করিয়া বিদ্বেষ প্রকট করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'পাপচ্যমানেন' ইত্যাদি। 'এষাম্'—আমাদের ন্যায় ঈশ্বরগণের 'সমৃদ্ধিভিঃ'—সমৃদ্ধি বলিতে যোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতির দ্বারা নিরন্তর সন্তপ্যমান হৃদয়ে বিবশেন্দ্রিয় হইয়া বিদ্বেষ করেন, যেমন অসুরগণ শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকে। কিপ্রকার (দক্ষ)? তাহাতে বলিতেছেন—'এষাং'—ইঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতে, 'অকল্পঃ'—অসমর্থ। আমাদের কিন্তু তোমার পিতা দক্ষের প্রতি বিন্দুমাত্রও দ্বেষ নাই, ইহা শপথপূর্ব্বক বলিতে বলিতে পরিস্ফুট করিতেছেন—'পুরুষ-বুদ্ধি-সাক্ষিণাম্'—পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বরই শুভ ও অশুভ বুদ্ধির সাক্ষী যাঁহাদের, সেই আমাদের। হে দাক্ষায়ণি! (দক্ষ-দুহিতে!), যদি তুমি বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে ক্ষণকাল সমাধির দ্বারা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিয়া, আমার দোষ এবং গুণ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে পার, এই ভাব ॥ ২১ ॥

প্রত্যুদ্গমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং
বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে।
প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা
গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—হে সুমধ্যমে, প্রত্যুদ্গমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং (প্রত্যুদ্গমঃ উত্থায় সম্মুখাগমনং প্রশ্রয়ণং স্নেহোচিতা ক্রিয়া অভিবাদনং নমস্কারঃ, এষাং সমাহারঃ তৎ, তৎ জনৈঃ) মিথঃ বিধীয়তে। (তত্তু) প্রাজ্ঞৈঃ চেতসা পরস্মৈ পুরুষায় গুহাশয়ায় (অন্তর্য্যামিণে) এব সাধু (সম্যক্) বিধীয়তে (দেহমানিনে তু ন (বিধীয়তে) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি, অজ্ঞান-জনেরা পরস্পর প্রত্যুত্থান, নমস্কার ও অভিবাদনাদি করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞজনেরা তাহাই অন্যপ্রকারে উত্তমরূপে সম্পাদন করেন। তাঁহারা বহির্ম্মুখ দেহাভিমানীকে কায়িক-ব্যাপারযোগে অভিবাদনাদি না করিয়া মন-

দ্বারা তাহার হৃদয়শায়ী অন্তর্য্যামী পরমপুরুষ বাসুদেবেরই প্রতি নমস্কারাদি বিধান করিয়া থাকেন ॥২২॥

বিশ্বনাথ—ননু সত্যং ত্বদ্‌দ্বেষ্টৈবেতি প্রত্যেষি, তদপি শ্বশুরে তস্মিন্ প্রত্যুত্থানবিনয়াদিকমুচিতমেবেত্যত আহ—প্রত্যুদগমনাভিবাদনপ্রত্যভিবাদনাদিকং মিথো জনৈর্যদ্বিধীয়তে তৎ প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় গুহাশয়ায়ৈব চেতসা, অত্র মৎশ্বশুরে মজ্জামাতরি চ পরমেশ্বরো বর্ত্তত তস্মৈ নম ইতি ভাবনয়ৈব বিধীয়তে—ন তু দেহমানিনে। অপ্রাজ্ঞৈস্তু পরমেশ্বরস্মরণাভাবাদ্দেহমানিনে এব বিধীয়তে, ন তৎ সম্যগতো দক্ষাগমনসময়ে শ্রীভগবচ্চরণসমাহিতচেতস্ত্বাৎ যদ্যপি দক্ষো ময়া ন দৃষ্টস্তদপি ভগবৎসম্মানেন দক্ষসম্মানোঽভূদেব দক্ষস্ত্বজ্ঞানী বৃথা কুপ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—সত্যই তিনি আপনার বিদ্বেষ্টা—এইরূপই যদি মনে করেন, তথাপি তিনি আপনার শ্বশুর, তাঁহার প্রতি প্রত্যুত্থান, বিনয় প্রভৃতি প্রদর্শন আপনার উচিতই ছিল, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'প্রত্যুদগম' ইত্যাদি। লোকে পরস্পর যে প্রত্যুত্থান, বিনয় ও অভিবাদনাদি করিয়া থাকে, তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরম পুরুষ, গুহাশায়ী (অন্তর্য্যামী) শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যেই 'চেতসা'—মানসিক বৃত্তির দ্বারা করিয়া থাকেন। এই আমার শ্বশুরে এবং আমার জামাতায় পরমেশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাকেই নমস্কার—এইরূপ ভাবনার দ্বারা মনে মনেই করিয়া থাকেন, কিন্তু দেহাভিমানিগণের প্রতি নহে। আর, যাহারা অপ্রাজ্ঞ (মূঢ়জন), তাহারা পরমেশ্বরের স্মরণের অভাববশতঃই দেহাভিমানীর প্রতিই প্রত্যুত্থানাদি করিয়া থাকে, তাহা সমীচীন নহে। অতএব বিশ্বস্রষ্টৃগণের সভাতে দক্ষের আগমন কালে আমি শ্রীভগবানের চরণে সমাহিতচিত্ত থাকায়, যদিও দক্ষকে আমি দেখি নাই, তথাপি শ্রীভগবানের সম্মাননের দ্বারা দক্ষেরও সম্মাননা হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষ অজ্ঞানী, এই হেতু বৃথাই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন—এই ভাব ॥ ২২ ॥

———

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিশুদ্ধং (গুণাতীতম্ অপ্রাকৃতং) সত্ত্বম্ (অন্তঃকরণং) বসুদেবশব্দিতং (বসুদেবশব্দেনোক্তং) যৎ (যস্মাৎ) তত্র (বিশুদ্ধে সত্ত্বে) পুমান্ (ভগবান্ বাসুদেবঃ) অপাবৃতঃ (অপগতম্ আবৃতম্ আবরণং মায়া যস্মাৎ সঃ তথাভূতঃ সন্) ঈয়তে (প্রতীয়তে) তস্মিন্ সত্ত্বে চ (অন্তঃকরণে) মে (ময়া) অধোক্ষজঃ (অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ) ভগবান নমসা (নমস্কারেণ) বিধীয়তে (সেব্যতে), 'মনসা' ইতি পাঠে মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই বসুদেবশব্দের দ্বারা অভিহিত। আবরণশূন্য অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত স্বপ্রকাশ-শক্তিলক্ষণযুক্ত পুরুষ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাঁহার নাম 'বাসুদেব'। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত পুরুষ। তিনি বিশুদ্ধ সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত অন্তঃকরণে নিত্য প্রকাশমান। আমি সেই ভগবানকে বিশেষরূপে নমস্কার বিধান করি ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়া তদানীং কথং সমাধিঃ কৃত ইতি তু নোপালম্ভনীয়মেব যতো ভগবৎসমাধির্ন মদধীনঃ, কিন্তু তদধীন এবাহমতো ভগবৎস্ফূর্ত্তের্মম নৈব সময়নিয়ম ইত্যাহ—সত্ত্বমিতি। বিশুদ্ধং সত্ত্বমপ্রাকৃতমন্তঃকরণং বসুদেবশব্দিতং বসুদেবশব্দেনোক্তং ভবতি ; যদ্বা, বিশুদ্ধং চিচ্ছক্তিবৃত্তিময়মপ্রাকৃতং সত্ত্বমেব বসুদেবো ভগবজ্জনক উচ্যতে। কুতঃ—যদ্যস্মাত্তত্র অপাবৃতো বিগতাবরণঃ পুমান্ ঈয়তে প্রকাশতে, স চ বাসুদেব এব। বসুদেবে ভবতি আবির্ভবতীতি তচ্ছব্দস্যার্থঃ। বিশুদ্ধেঽন্তঃকরণে চ তস্যাবির্ভাবো দৃশ্যতে। অতো বিশুদ্ধস্যান্তঃকরণস্য মদীয়স্য বসুদেবেতি নামেত্যবগতম্। ততশ্চ বসত্যস্মিন্ পরমেশ্বর ইতি বসুশ্চাপ্রাকৃতত্বাদ্দেবশ্চেতি বসুদেব ইতি তদ্ব্যুৎপত্তিশ্চ গম্যতে। অতস্তস্মিন্ সত্ত্বেঽন্তঃকরণে ভগবানধোক্ষজঃ প্রাকৃতেন্দ্রিয়াগোচরঃ

স্ফুরন্ নমসা নমস্কারোপলক্ষিতয়া বহুবিধ-সপর্য্যয়া অনুবিধীয়তে পরিচর্য্যতে বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে ইতি বা। মনসেতি পাঠে মনসৈব সেব্যতে অতস্তদানীং ময়া সেব্যমানো ভগবানাসীদিতি অতস্তৎপরিচর্য্যায়ামবকাশাভাবাদেব ন মে বহিরনুসন্ধানমভূদতঃ কথয় কো মে দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে আপনি কিজন্য 'সমাধিঃ কৃতঃ'—সমাধি করিয়াছিলেন (অর্থাৎ সমাধিস্থ ছিলেন)—এই বলিয়া অনুযোগ করিতে পার না, কারণ ভগবৎ-সমাধি আমার অধীন নহে, কিন্তু সেই সমাধির অধীনই আমি, যেহেতু শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তির আমার কোন সময়ের নিয়ম নাই, ইহা বলিতেছেন—'সত্ত্বং' ইত্যাদি। 'বিশুদ্ধং সত্ত্বং' —বিশুদ্ধ (অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অনভিভূত) সত্ত্ব (সত্ত্ব-প্রধান) অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই 'বসুদেব-শব্দিতং'—বসুদেব—এই শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে। অথবা—বিশুদ্ধ অর্থাৎ চিচ্ছক্তি-বৃত্তিময় (চিচ্ছক্তির ব্যাপার-বিশিষ্ট) অপ্রাকৃত সত্ত্বকেই বসুদেব, 'ভগবজ্জনক' (অর্থাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাবের স্থান) বলা হয়। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎ', যেহেতু সেখানে (সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে) 'অপাবৃতঃ পুমান্'—অপাবৃত বলিতে যাহা হইতে আবরণ চলিয়া গিয়াছে, সেই নিরাবরণ আদিপুরুষ, 'ঈয়তে'—প্রকাশ পাইয়া থাকেন' এবং তিনি ভগবান্ বাসুদেবই। 'বসুদেবে ভবতি ইতি বাসুদেবঃ'—অর্থাৎ বসুদেবে (বিশুদ্ধ সত্ত্বে) আবির্ভূত হন বলিয়া বাসুদেব—ইহা বাসুদেব শব্দের অর্থ, এবং বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই তাঁহার আবির্ভাব দেখা যায়। অতএব মদীয় এই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের 'বসুদেব'—এই নাম অবগত হওয়া যায়। আরও, 'বসতি অস্মিন্ ইতি বসুঃ'—অর্থাৎ পরমেশ্বর ইহাতে বাস করেন, এইজন্য 'বসু', এবং অপ্রাকৃতত্ব-হেতু 'দেব' (ক্রীড়াশীল, প্রকাশনশীল), এইরূপ বসুদেব-শব্দের ব্যুৎপত্তিও লব্ধ হয়। অতএব 'তস্মিন্ সত্ত্বে' —সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে, 'ভগবান্ অধোক্ষজঃ'—অধোক্ষজ, অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের যিনি অগোচর, সেই ভগবান্ বাসুদেব স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হওয়ায়, 'নমসা' —নমস্কার উপলক্ষণে বহুবিধ পূজার দ্বারা 'অনুবিধীয়তে'—পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা—'বিধীয়তে', বিশেষরূপে যিনি ধ্যাত বা ধারণাপ্রাপ্ত (ধৃত) হন। 'নমসা'—এই স্থলে 'মনসা'—এইরূপ পাঠান্তরে, মনের দ্বারাই যিনি সেবিত হন, এই অর্থ। অতএব তৎকালে (সেই সভায় দক্ষের আগমনকালে) আমি ভগবানেরই সেবা করিতেছিলাম, সুতরাং তাঁহার পরিচর্য্যাতে অবকাশের অভাব-বশতঃই আমার বাহিরের অনুসন্ধানও ছিল না। অতএব বল, আমার কি দোষ?—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—বিশেষেণ ধীয়তে চিন্ত্যতে। রুদ্রেণ ধীয়তে বিষ্ণুর্বিষ্ণো ধ্যেয়ো ন কশ্চন—ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ২৩ ॥

তথ্য—বিশুদ্ধ—স্বরূপশক্তিত্বহেতু জাড্যাংশরহিত (শ্রীজীব)। 'সত্ত্ব' শব্দে 'অন্তঃকরণ' বা শুদ্ধসত্ত্বগুণ (শ্রীধর) 'বিশুদ্ধ' অর্থে চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই বিশুদ্ধসত্ত্ব (চক্রবর্ত্তী)

বসুদেব—যাহা বিশেষরূপে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাই বসুদেব—বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব'। দেবতাকে অর্থাৎ পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে বাস করান অর্থাৎ হৃদয়ে ধারণ করেন, এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে 'বসুদেব'-শব্দের উৎপত্তি; অথবা ইহাতে বাস করেন বলিয়া "বসু" শব্দ ও 'দ্যোতন' হইতে 'দেব'-শব্দ নিষ্পন্ন; সুতরাং সে স্থানে বাস করেন এবং যথায় দীপ্তিপ্রাপ্ত হন, তাহাকে 'বসুদেব' বলা হয়; অথবা 'বসু'-শব্দের অর্থ—ভগবদ্ধর্ম্ম-লক্ষণা সুকৃতি; সেইরূপ সুকৃতিযুক্ত পুরুষই 'বসুদেব'। অতএব বসুদেব-শব্দের দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব বুঝাইতেছে (শ্রীজীব)। চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত-সত্ত্বই ভগবানের জনক বসুদেব-নামে কথিত। পরমেশ্বর ইহাতে বাস করেন, এই জন্য বসু-শব্দ; অপ্রাকৃতত্বহেতু 'দেব'-শব্দের প্রয়োগ—'বসু' ও 'দেব' তৎপুরুষ সমাস করিয়া 'বসুদেব' (চক্রবর্ত্তী)।

অপাবৃত—স্বরূপশক্তি-বৃত্তিভূত স্বপ্রকাশতা-শক্তি-লক্ষণত্ব-হেতু আবরণশূন্য (শ্রীজীব)।

বাসুদেব—যে পরম পুরুষ বসুদেব অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত হন, তিনিই 'বাসুদেব' (শ্রীজীব)। বিশুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ অন্তঃকরণে বা বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে

যাঁহার প্রতীতি হয়, তিনিই প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর 'বাসুদেব' (শ্রীধর)।

"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্‌বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥"

ভাঃ ৫।১২।১১, এবং বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৮০-৮২

"সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
আস্তিক্যজনকায়াহ পৃষ্ঠঃ কেশিধ্বজঃ পুরা।
নামব্যাখ্যামনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ ॥
ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥"
"বসনাদ্দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ"।
—মোক্ষধর্ম্মে।

অধোক্ষজ—যাঁহার দ্বারা 'অক্ষজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান অতিক্রান্ত বা পরাভূত হইয়াছে (শ্রীজীব); যিনি অধোভূত অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রামে প্রকাশিত হন (শ্রীজীব); প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর (চক্রবর্ত্তী), অতীন্দ্রিয়জ্ঞানময় (বিজয়ধ্বজ) ; অধঃকৃত ইন্দ্রিয়গ্রামে যিনি আবির্ভূত হন, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কেবলমাত্র পরিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারাই গ্রহণীয় (বীররাঘব)।

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতাপিতা-স্থান-গৃহ-শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥"
—(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)।

"শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,—ভগবানের স্বরূপশক্তি-সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ নিত্যতত্ত্ব আছে তাহারই নাম 'বসুদেব'। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই নাম 'বাসুদেব'। তিনি জড়ীয় ও মায়িক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত ; ভক্তিপূতচিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপ-শক্তি-গতসন্ধিনীর নিত্যকার্য্য—(অমৃতপ্রবাহভাষ্য) ॥ ২৩ ॥

বিবৃতি—প্রত্যক্ষবাদিগণ অনেক সময়ে অধোক্ষজসেবাপরায়ণের প্রকৃত চেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ হন। বাহ্যেন্দ্রিয়ের অন্তরিন্দ্রিয়ের ভাব সকল সময়ে সুষ্ঠুভাবে প্রতীত হয় না। মহাভাগবত সর্ব্বদাই ভগবানের অনুগত ও সেবোন্মুখ হইয়াই অবস্থান করেন। প্রত্যক্ষ-ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণ ভগবদ্‌ভক্তের তাদৃশ নিরন্তর নবভাব লক্ষ্য করিতে অসমর্থ। অক্ষজবাদী বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহাভিমানেই ব্যস্ত ও অভ্যস্ত থাকে, সুতরাং ভগবদ্ভক্তের স্থূলসূক্ষ্মানুভূতির প্রতি ঔদাসীন্যই লক্ষ্য করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণগণ স্থূলসূক্ষ্ম সকলবস্তুর বাহ্যদর্শনে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা পরতত্ত্ব-সেবায় প্রণতি-নিপুণ। বাহ্যিক অভিবাদনাদি স্থূলদেহপর। অনেক সময়ে বাহ্য ক্রিয়াকলাপদর্শন-ফলে স্থূলসূক্ষ্মদেহাভিমানিগণের ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ ঘটে। বদ্ধজীব এই সকল কারণেই বৈকুণ্ঠ-বৈষ্ণব-বস্তুতে দুরাচার দেখিয়া থাকেন, উহা তাহাদের ভ্রান্তি মাত্র। ভগবদ্ভক্ত প্রত্যেক অধিষ্ঠানেই ভগবৎ-সম্বন্ধ আলোচনা করেন। সুতরাং মূঢ়জনের ভক্তের দোষদর্শন তাহাদের অর্ব্বাচীনতার পরিচয়মাত্র। যাহারা ভগবদ্ভক্তিরহিত, তাহারাই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অপরকে অসম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ জগতের প্রত্যেককেই সর্বক্ষণ অধিক সম্মান দিয়া থাকেন ; যেহেতু ভগবৎসম্বন্ধ ব্যতীত তাঁহাদের ইতর দর্শন নাই। সাধারণতঃ মুক্তপুরুষগণের বাহ্য অভিবাদনাদি নিষিদ্ধ। "নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়" ত্রিদণ্ডিগণ বৈষ্ণব ব্যতীত কাহাকেও বাহ্য অভিবাদন করেন না বলিয়া কেহ যেন অসম্মানিত বোধ না করেন। বাহ্যদেহের উচ্চাবচ-প্রতীতি মুক্তপুরুষগণের নাই। তাঁহারা সর্বক্ষণ হরিসেবা করিয়া থাকেন, ভোগবুদ্ধিতে আপনাদিগকে অন্যের পূজ্য কখনই মনে করেন না।

ভগবান্ বাসুদেব বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। তিনি স্বরূপশক্তিতে নিত্য অধিষ্ঠিত বলিয়া কোনও প্রকার জাড্য অর্থাৎ হেয়তা ও অনুপাদেয়তা বা পরিচ্ছেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বদ্ধজীব যেকালে ত্রিগুণের বশীভূত থাকেন, সেই সময় তিনি বাসুদেবের সুনির্ম্মলতা উপলব্ধি করিতে অস-

মর্থ। পুরুষোত্তম বাসুদেব বসুদেব হইতে বসুদেবে প্রকটিত, সুতরাং ত্রিগুণদ্বারা আবৃত হইবার অযোগ্য। ত্রিগুণ মুক্তাবস্থায় বিমুক্ত-দর্শনে বাসুদেব চিদ্বিলাস রাজ্যে পরিলক্ষিত হন। বাসুদেবের আকর 'বসুদেব'-শব্দে বিশুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়। সত্ত্বগুণ রজ-স্তমমিশ্রগুণের সম্বন্ধে ন্যূনাধিক অবস্থিত। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব তাদৃশ মিশ্রভাবাপন্নতার দ্যোতক নহে। বাসু-দেবকে কেহ যেন প্রকৃতির অন্তর্গত সগুণ, সসীম, পরিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া ভ্রান্ত না হন। গুণাতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণজাত বস্তুর অন্যতম নহেন। বাসুদেবপ্রকটকারী 'বসুদেব' গুণজাত বস্তু নহেন। মহাভাগবত মহাদেব গুণাধীশ তত্ত্ব—প্রকৃতিতে অব-স্থিত হইয়াও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব। সুতরাং তাদৃশ মহাভাগবতের বসুদেবতনয় বাসুদেব-দর্শনে ও তাঁহার প্রণতিতে কোনও প্রকার গৌণ অনুষ্ঠানের কল্পনা করা যাইবে না। মহাদেবের হরিসেবনোন্মুখ অপ্রাকৃত চেষ্টায় ভগবানের বিশেষ সেবাবিধানে গুণজাত ক্রিয়া উদ্দিষ্ট হয় নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠানে কোনও প্রকার মিশ্র-গুণের সংস্পর্শন-চেষ্টা বিহিত নহে। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু তাঁহার আধিকারিক প্রাকৃত-জগতের ক্রিয়ায় এ স্থলে আবদ্ধ নহেন প্রাকৃত-জগৎসংহার-কার্য্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজ নিত্যবৃত্তি নিরন্তর বাসুদেবপূজা-বিধানহেতু, দক্ষাদি পূজ্যবর্গের বাহ্য সমাদর অযুক্ত বলিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবার নৈরন্তর্য্যবশতঃ তিনি শ্বশুরমহাশয়ের অবজ্ঞা করেন নাই। ভোগময় প্রতীতির অভাবে বৈকুণ্ঠ পুরুষের পূজ্য ও অপূজ্য-ভেদ সম্ভবপর নহে। সেজন্য সর্ব্বদা হরিসেবা-রত সতীকান্তের সতীপিতাকে অবজ্ঞা করা অভিপ্রেত ছিল না, পরন্তু সর্ব্বদা বাসুদেব-চরণে প্রণতিহেতু বাসুদেব-জীব দক্ষের প্রণতিও তদন্তর্ভুক্ত বলিয়া শিবের স্বতন্ত্রভাবে দক্ষপূজার আবশ্যকতা ছিল না। ভগবান্ বাসুদেবের পূজায় সকল দেবতার, সকল পিতৃলোকের এবং সকল পূজ্যবর্গের পূজা ও অভিবাদনাদি হইয়া যায়। সুতরাং ভেদবুদ্ধিতে তাদৃশ অভিবাদনাভাবেও শম্ভু কখনও দক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই।

অধোক্ষজ-সেবানিরত মহাভাগবত প্রাকৃত কোনও বস্তুকে পূজা বা অবজ্ঞা করেন না—সকলবস্তুকেই সর্ব্বদা সম্মান প্রদান করেন। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দ-রের একমাত্র শিক্ষার মধ্যে বৈকুণ্ঠ-পুরুষের নিষ্ঠা ও কৃত্য-বিবেকে "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের আবাহন।

বস্তু ও তাহার প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব বস্তুসদৃশ হইলেও প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব-বস্তু নহে। দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর দর্পণান্তর্গতত্ব সিদ্ধ, কিন্তু বস্তুর দর্পণান্তর্গতত্ব সত্য নহে। জীবের অভাবময় এবং পরিমিত জ্ঞানেন্দ্রিয় বাসুদেবের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যে কালে তিনি নির্গুণাবস্থায় বাসুদেবকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্ত, তৎকালে প্রতিবিম্বিত অচিদ্‌বৈচিত্র্যমাত্রে অবস্থিত হন না। চিদ্‌বিলাসবিচিত্রতা অচিৎ দৃশ্যজগতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির সাদৃশ্য প্রদর্শন করে, উহা বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত না হওয়ায় ত্রিগুণান্তর্গত বলিয়া বিম্বপ্রতিবিম্ব-বাদ-লক্ষিত বিচারান্তর্গত। এ-জন্যই বৈকুণ্ঠ-পুরুষগণ জড়জগৎকে চিদ্‌বৈচিত্র্যের বিকৃত নশ্বর প্রতিফলনমাত্র বলেন।

কেহ মনে না করেন, বসুদেব কর্ম্মফলাধীন প্রাকৃত বদ্ধজীবমাত্র—তিনি কৃষ্ণজনক, সুতরাং স্বয়ং অধোক্ষজবস্তু। তাঁহার দর্শনকারী নিত্যমুক্ত বৈকুণ্ঠ-জীবকে বিদ্ধসত্য বা অশুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রিত জ্ঞান করা উচিত নহে ॥ ২২-২৩ ॥

তত্তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃদ্-
দক্ষো মম দ্বিট্ তদনুব্রতাশ্চ যে।
যো বিশ্বসৃগ্ যজ্ঞগতং বরোরু মা-
মনাগসং দুর্ব্বচসাঽকরোৎ তিরঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (ততো হেতোঃ সঃ) দক্ষঃ তে (তব) দেহকৃৎ পিতাপি মম দ্বিট্ (শত্রুঃ ; অতঃ তে ত্বয়া) ন নিরীক্ষ্যঃ (ন দ্রষ্টব্যঃ), যে চ তদনু-ব্রতাঃ (দক্ষানুগতাঃ তেঽপি ন নিরীক্ষ্যাঃ)। (হে) বরোরু, যঃ (দক্ষঃ) বিশ্বসৃক্ যজ্ঞগতং (বিশ্বসৃজাং যজ্ঞে গতম্) অনাগসং (নিরপরাধং) মাং দুর্ব্বচসা (অসভ্যবাক্যেন) তিরঃ অকরোৎ (তিরস্কারং কৃত-বান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে বরাঙ্গনে, দক্ষ তোমার দেহের

জন্মদাতা পিতা হইলেও তাঁহাকে দর্শন করা তোমার উচিত হয় না এবং তাঁহার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণও তোমার দর্শনযোগ্য নহেন। বিশ্বস্রষ্টৃদিগের যজ্ঞে তোমার পিতা আমার কোন অপরাধ না থাকিলেও আমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাদিতি যদি ত্বং পতিব্রতা ভবসীতি ভাবঃ। দেহকৃদপি পিতেতি পোষকাদিরূপস্ত পিতা কিমুতেতি ভাবঃ। শ্লেষেণ, দেহং কৃন্ততীতি ভাবী দেহপাতশ্চ সূচিতঃ। মাং তিরোঽকরোৎ তিরশ্চকার ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ'—সেই হেতু, যদি তুমি পতিব্রতা হও, এইভাব। 'দেহকৃৎ পিতা অপি'—জন্মদাতা পিতা হইলেও, আর পোষকাদিরূপ (পালনকর্ত্তা) পিতার কথা অধিক কি ? এইভাব। (তাহাদের মুখ অবলোকন করা তোমার উচিত নহে)। শ্লেষোক্তিতে—'দেহকৃৎ'— বলিতে দেহ যে ছেদন করে, ইহার দ্বারা ভাবী দেহপাতও সূচিত হইয়াছে। 'মাম্' —আমাকে, যিনি 'তিরঃ'—কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্বচো
ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো
যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে উমারুদ্রসংবাদো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যদি মদ্বচঃ (মম নিষেধবাক্যম্) অতিহায় (উল্লঙ্ঘ্য পিতৃগৃহং ত্বং) ব্রজিষ্যসি (গমিষ্যসি), ততঃ (তর্হি) ভবত্যাঃ (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং) ন ভবিষ্যতি। (যতঃ) সম্ভাবিতস্য (শ্রেষ্ঠত্বেনাভিমতস্য) যদা স্বজনাৎ পরাভবঃ (ভবতি, তদা) সঃ (পরাভবঃ) সদ্যঃ (তস্য) মরণায় কল্পতে (মরণপর্য্যবসায়ী ভবতি) ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যদি তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তথায় গমন কর, তবে তোমার মঙ্গল হইবে না ; যেহেতু সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের যখন স্বজনদ্বারা অবমাননা হয়, তখন তাহা সদ্যোমৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বিপক্ষে দোষমাহ—যদীতি। অপহায় অতিক্রম্য। সম্ভাবিতস্য সুপ্রতিষ্ঠিতস্য যদা পরাভবো ভবতি, তদা স পরাভবঃ তস্য মরণায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্থস্য তৃতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিপক্ষে দোষ বলিতেছেন—'যদি' ইত্যাদি। 'অপহায়'—লঙ্ঘন করিয়া, (অর্থাৎ আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যদি তুমি তথায় গমন কর, তবে কখনই তোমার মঙ্গল হইবে না।) 'সম্ভাবিতস্য'—সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজনের নিকটে পরাভব, সদ্যই মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্দের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৩ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এতাবদুক্ত্বা বিররাম শঙ্করঃ
পত্‌ন্যঙ্গনাশং হ্যুভয়ত্র চিন্তয়ন্‌
সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ পরিশঙ্কিতা ভবা-
ন্নিষ্ক্রামতী নির্বিশতী দ্বিধাস সা ॥১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার—

চতুর্থ অধ্যায়ে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃযজ্ঞে আগতা সতীর পিতৃকর্ত্তৃক অবমাননা ও যজ্ঞস্থলে ক্রোধভরে দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে।

সতী পতির বাক্য লঙ্ঘন করিয়াই পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় দক্ষের ভয়ে কেবলমাত্র তাঁহার জননী ও ভগ্নীগণ ব্যতীত অপর কেহই সতীর কোনও সম্ভাষণাদি পর্য্যন্ত করিল না। দক্ষযজ্ঞেও রুদ্রের কোনও ভাগ নাই দেখিয়া সতী বৈষ্ণবস্বামীর অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া পিতাকে ক্রোধভরে বলিলেন যে, তিনি মানদ ধর্ম্মবিশিষ্ট বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর অবমাননা করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন ; যাহারা জড়দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের এরূপ বৈষ্ণববিদ্বেষই শোভনীয়, উহা দ্বারা তাহাদের সমুচিত দণ্ড হইয়া থাকে। দুর্জ্জন ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার জিহ্বা ছেদন করা কর্ত্তব্য ; অসমর্থ হইলে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করা উচিত, তাহাতেও অসমর্থ হইলে কর্ণাচ্ছাদন করিয়া স্থান ত্যাগ বিধেয়। সামর্থ্য থাকিলেই অসতের জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন ও তদনন্তর স্বীয় দেহত্যাগই শাস্ত্রের আদিষ্ট ধর্ম্ম।

নিখিল ঐশ্বর্য্য বৈষ্ণবের করতলগত। বৈষ্ণব ইচ্ছা না করিলেও উহারা দাসের ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মজড়গণের সেই প্রকার ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও নাই। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পিতার ঔরসজাত দেহ ঘৃণিত ; সুতরাং উহা বৈষ্ণবসেবার্থে উৎসর্গযোগ্য।

সতী বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পিতাকে হনন করিতে অসমর্থা হইয়া নিজেই যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—শঙ্করঃ এতাবৎ উক্ত্বা উভয়ত্র (বলাৎ বারণে তত্র বা গমনে চ) পত্‌ন্যঙ্গনাশং (পত্ন্যাঃ অঙ্গস্য নাশং) হি (নিশ্চিতং) চিন্তয়ন্‌ বিররাম (তূষ্ণীমাস)। সা চ (সতী) সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ (সুহৃদঃ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ) ভবাৎ (শিবাৎ) পরিশঙ্কিতা (ঔৎসুক্যেন গৃহাৎ) নিষ্ক্রামতী (শঙ্কয়া) নির্বিশতী চ সা (সতী তদা) দ্বিধা (আন্দোলিতচিত্তা যামি ন যামীতি চ) আস (বভূব) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, মহাদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গমনে অনুমতি করি আর নিবারণই করি, পত্নীর অঙ্গনাশ অবশ্যম্ভাবী'। এদিকে পিত্রাদি সুহৃদ্বর্গের দর্শনলোলুপা দেবী সতী শিবের ভয়ে একবার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া পরমুহূর্ত্তেই গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছেন, এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অদত্তাজ্ঞং পতিং ত্যক্ত্বা গতা পিত্রাপ্যনাদৃতা।
সতী চতুর্থে কোপেন তং বিগর্হ্য তনুং জহৌ ॥০॥

উভয়ত্রানুজ্ঞায়াং বলান্নিবারণে চ সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ সা বলান্নিষ্ক্রামন্তী আস, ভবাৎ পরিশঙ্কিতা চ পুনর্বিশতি চেতি দ্বিধা সৈকা সতী দ্বিবিধা অভূৎ। ঔৎসুক্যশঙ্কয়োর্দ্বয়োঃ সংগ্রামে তুল্যবলত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে গমনের অনুমতি প্রদান না করায় শিবকে পরিত্যাগ করতঃ সতী পিতৃগৃহে গমন করিলে, সেখানে পিতা কর্ত্তৃকও অনাদৃতা হইয়া ক্রোধে পিতার নিন্দা করিয়া স্বীয় দেহ ত্যাগ করেন—ইহা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'উভয়ত্র'—উভয় দিকেই, অর্থাৎ যাইতে অনুমতি দিলে, কিংবা বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলে (সতীর শরীর-নাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, ভগবান্‌ শঙ্কর এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন)। 'সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ'—এদিকে সতী বন্ধুজনের দর্শনের ইচ্ছায়, বলপূর্ব্বক একবার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন, আবার শিবের

ভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। 'দ্বিধা আস'— তিনি একা হইলেও, তাঁহার চিত্ত দুই প্রকারে আন্দোলিত হইতে লাগিল। গমনের নিমিত্ত ঔৎসুক্য এবং শিব হইতে শঙ্কা—এই দুয়ের সংগ্রামে উভয়ের তুল্যবলত্ব-হেতু, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন—এই ভাব ॥ ১ ॥

সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্ম্মনাঃ
স্নেহাদ্রুদত্যশ্রুকলাতিবিহ্বলা।
ভবং ভবান্যপ্রতিপুরুষং রুষা
প্রধক্ষ্যতীবৈক্ষত জাতবেপথুঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্ম্মনাঃ (সুহৃদাং দিদৃক্ষায়াঃ প্রতিঘাতঃ তেন দুর্ম্মনাঃ) অশ্রুকুলাতিবিহ্বলা (অশ্রূণাং কলাভিঃ লেশৈঃ অতি বিহ্বলা ব্যাকুলা সতী) স্নেহাৎ (পিত্রাদিস্নেহাৎ) রুদতী (সতী অতঃ) রুষা (ক্রোধেন) জাতবেপথুঃ (জাতঃ বেপথুঃ কম্পঃ যস্যাঃ সা) ভবানী (সতী) অপ্রতিপুরুষং (পুরুষান্তররহিতং তং) ভবং (শিবং) প্রধক্ষ্যতীব (ভস্মীকরিষ্যতীব) ঐক্ষত (দৃষ্টবতী) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সুহৃজ্জনের প্রবল দর্শনেচ্ছায় ব্যাঘাত ঘটায় সতীর মন বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। সতী পিত্রাদি বন্ধুবর্গের প্রতি প্রেমাতিশয্যবশতঃ নিয়ত অশ্রুধারা বর্ষণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। ক্রোধভরে তাঁহার অঙ্গ কণ্টকিত হইল; বোধ হইল, তিনি যেন সেই রোষাগ্নিদ্বারা অসমোর্দ্ধ-পুরুষ শ্রীরুদ্রকে ভস্মসাৎ করিবেন, এইরূপ ভাবেই অবলোকন করিতেছেন ॥২॥

বিশ্বনাথ—অশ্রূণি কলয়তীতি সা। ন বিদ্যতে প্রতিপুরুষস্তুল্যো যস্য তং ভবং, মাং গন্তুং নানুজানীতে ইতি প্রধক্ষ্যতীব কটাক্ষৈর্ভস্মীকরিষ্যতীব ঐক্ষত ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশ্রুকলাতিবিহ্বলা'—অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সতী অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন। 'অপ্রতিপুরুষং'—যাঁহার সমান আর দ্বিতীয় নাই, সেই অতুল্য-পুরুষ ভগবান্ শঙ্করকে, আমাকে গমনের অনুমতি দেন নাই, অতএব 'প্রধক্ষ্যতীব'—তাঁহাকে যেন কটাক্ষের দ্বারাই ভস্ম করিবেন—এইরূপভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

ততো বিনিশ্বস্য সতী বিহায় তং
শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা।
পিত্রোরগাৎ স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীর্গৃহান্
প্রেম্নাত্মনো যোঽর্দ্ধমদাৎ সতাং প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ শোকেন রোষেণ চ (পত্যুঃ আজ্ঞায়াঃ উল্লঙ্ঘনজেন ক্রোধেন চ) দূয়তা (তপ্যমানেন) হৃদা (হৃদয়েন যুক্তা) স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীঃ (স্ত্রৈণ্যং স্ত্রী-স্বভাবঃ তেন বিমূঢ়া ধীর্যস্যাঃ সা) সতী বিনিশ্বস্য যঃ সতাং প্রিয়ঃ (শিবঃ) প্রেম্মা আত্মনঃ (দেহস্য) অর্দ্ধম্ অদাৎ, তং (শিবং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) পিত্রোঃ (মাতাপিত্রোঃ) গৃহান্ অগাৎ (গতবতী) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সতী শোকে ও ক্রোধে অত্যন্ত কাতর-চিত্তা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন। যে সাধুগণপ্রিয় শঙ্কর স্নেহনিবন্ধন সতীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত বিমূঢ়বুদ্ধি হইয়া সতী আজ সেই স্বামীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃগৃহে যাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চৌৎসুক্যশঙ্কয়োর্দ্বয়োরায়ত্যামৌৎসুক্যস্য প্রাবল্যে শঙ্কায়াঃ পরাভবে চ তং ভবং বিহায় দূয়তা উপতপ্যমানেন পিত্রোর্গৃহান্ অগাৎ। কথম্ভূতং? —যঃ প্রেম্না আত্মনো দেহস্যার্দ্ধমদাৎ তম্। ত্যাগে হেতুঃ—স্ত্রৈণ্যং স্ত্রীস্বভাবস্তেন মূঢ়া ধীর্যস্যাঃ সা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর উৎসুক্য এবং শঙ্কা —উভয়ের মধ্যে পরিশেষে ঔৎসুক্য প্রবল হইলে এবং শঙ্কার পরাভব ঘটিলে, সেই শিবকে পরিত্যাগ করিয়া, 'দূয়তা'—সন্তপ্ত হৃদয়ে মাতা-পিতার গৃহে গমন করিলেন। কিপ্রকার শিবকে? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রেম্না', যিনি প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গ প্রদান করিয়াছেন। ত্যাগের কারণ—'স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীঃ'—স্ত্রৈণ্য বলিতে স্ত্রীলোকের স্বভাব, তাহার দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াছে চিত্ত যাঁহার, অর্থাৎ স্ত্রীস্বভাবহেতু যিনি বিমুগ্ধচিত্তা ॥ ৩ ॥

তামন্বগচ্ছন্ দ্রুতবিক্রমাং সতী-
মেকাং ত্রিনেত্রানুচরাঃ সহস্রশঃ।
সপার্ষদযক্ষা মণিমন্মদাদয়ঃ
পুরো-বৃষেন্দ্রাস্তরসা গতব্যথাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ— দ্রুতবিক্রমাং (শীঘ্রং গচ্ছন্তীং) তাম্ একাং সতীং, সপার্ষদযক্ষাঃ (পার্ষদৈঃ যক্ষৈঃ চ সহ বর্ত্তমানাঃ) মণিমন্মদাদয়ঃ (মণিমান্ মদশ্চ আদির্যেষাং তে) পুরোবৃষেন্দ্রাঃ (পুরঃ পুরতঃ বৃষেন্দ্রো যেষাং তে) গতব্যথাঃ (নির্ভয়াঃ) সহস্রশঃ ত্রিনেত্রানুচরাঃ (শিবানুচরাঃ) তরসা (শীঘ্রম্) অন্বগচ্ছন্ (পশ্চাদ্‌গতবন্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সতীকে একাকিনী অতিবেগে প্রস্থান করিতে দর্শন করিয়া মণিমান্ ও মদ প্রভৃতি ত্রিলোচনের সহস্র সহস্র যক্ষপার্ষদ ও অনুচরবৃন্দ বৃষেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥

বিশ্বনাথ—দ্রুতবিক্রমাং নিবারয়িষ্যতীতি শঙ্কয়া পদ্ভ্যামেব দ্রুতং গচ্ছন্তীং পার্ষদৈর্যক্ষৈশ্চ সহ বর্ত্তমানাঃ অহো একাকিন্যেবাস্মাকমভীষ্টদেবী চলতীত্যাগতা ব্যথা যেষাং তে রুদ্রানুচরা ইতি রুদ্রস্যৈবাভিপ্রায়মবগম্যেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রুত-বিক্রমাং'—শিব নিবারণ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায়, 'পদ্ভ্যামেব'—পদযুগলের দ্বারাই (অর্থাৎ পায়ে হেটেই) অতিবেগে গমন করিতেছেন যিনি, সেই সতীকে। 'সপার্ষদযক্ষাঃ'—পার্ষদগণ এবং যক্ষদিগের সহিত বর্ত্তমান যে সকল শিবের অনুচরবৃন্দ। 'অহো! আমাদের অভীষ্টদেবী একাকিনীই গমন করিতেছেন!'—ইহাতে 'আগত-ব্যথাঃ'—যাহারা চিত্তে ব্যথা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রুদ্রানুচরগণ। 'ত্রিনেত্রানুচরাঃ'—শিবের অনুচর-বৃন্দ, ইহা বলায়, রুদ্রেরই অভিপ্রায় অবগত হইয়া (তাহারা দ্রুতবেগে সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন)। —এই ভাবার্থ ॥ ৪ ॥

তাং সারিকাকন্দুকদর্পণাম্বুজৈঃ
শ্বেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ।
গীতায়নৈর্দুন্দুভিশঙ্খবেণুভি-
র্বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তাং (সতীং) বৃষেন্দ্রম্ আরোপ্য (তস্মিন্ আরূঢ়াং কৃত্বা) সারিকাকন্দুকদর্পণাম্বুজৈঃ (ইত্যাদিভিঃ ক্রীড়োপকরণৈঃ) শ্বেতাতপত্রব্যজন স্রগাদিভিঃ (ইত্যাদিভিঃ মহারাজ-বিভূতিভিঃ সহ, তথা) গীতায়নৈঃ (গীতাশ্রয়ৈঃ) দুন্দুভিশঙ্খবেণুভিঃ (বাদ্যযন্ত্রাদিভিশ্চ সহ) বিটঙ্কিতাঃ (শোভিতাঃ সন্তঃ) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা সতীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সেই বৃষে আরোহণ করাইলেন এবং সারিকা, কন্দুক, দর্পণ, পদ্ম প্রভৃতি ক্রীড়োপকরণ, শ্বেতচ্ছত্র, ব্যজনমাল্যাদি রাজোচিত বিভূতি এবং সঙ্গীতসাধন দুন্দুভি, শঙ্খ ও বেণুপ্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রদ্বারা সুশোভিতা ও সুসজ্জিতা করিয়া সতীদেবীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সারিকেত্যাদিভিঃ খেলনোপকরণৈস্তস্যাঃ খেলনব্যসনিত্বং গীতায়নৈর্দুন্দুভ্যাদিভির্গায়নী-লাসিক্যাদিভিশ্চ তস্যা গানব্যসনিত্বমবধার্য্যেতি ভাবঃ। শ্বেতাতপত্রাদিভির্মহারাজবিভূতিভিঃ সহ বিটঙ্কিতাঃ শোভিতা বা যযুঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সারিকা'—সারিকা, কন্দুক প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার ক্রীড়ায় আসক্তি, 'গীতায়নৈঃ'—গীতের উপকরণ, দুন্দুভি প্রভৃতি এবং 'গায়নী ও লাসিকা'—অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যোপজীবিনী ও নর্ত্তকীগণের সহিত— ইহা বলায় সতীর গানে অত্যাসক্তি বিবেচনা করিয়া—(ঐ সকল দ্রব্যের সহিত গমন করিলেন)—এই ভাব। 'শ্বেতাতপত্রাদিভিঃ'—শ্বেতবর্ণের ছত্র, ব্যজন ও মাল্যাদি মহারাজ-বিভূতি সহ (অর্থাৎ রাজোচিত দ্রব্যাদির সহিত) 'বিটঙ্কিতাঃ'—শোভিত হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

আব্রহ্মঘোষোর্জ্জিতযজ্ঞবৈশসং
বিপ্রর্ষিজুষ্টং বিবুধৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
মৃদ্দার্ব্বয়ঃকাঞ্চন-দর্ভ-চর্ম্মভি-
র্নিসৃষ্টভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(সা সতী) আব্রহ্মঘোষোর্জ্জিতযজ্ঞবৈশসম্ (আ সমন্তাৎ যঃ ব্রহ্মঘোষঃ বেদঘোষঃ তেন উর্জ্জিতং শোভমানং যজ্ঞবৈশসং যজ্ঞসম্বন্ধিপশুহননং

যস্মিন্ তৎ) বিপ্রর্ষিজুষ্টম্ (বিপ্রর্ষিভিঃ ঋত্বিকাদিভিঃ জুষ্টং সেবিতং) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বৈঃ) বিবুধৈশ্চ (দেবৈশ্চ সেবিতং) মৃদ্দার্ব্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্ম্মভিঃ (মৃণ্ময়ানি শরাবাদীনি দারুময়ানি কাষ্ঠময়ানি অয়োময়ানি লৌহময়ানি কাঞ্চনময়ানি সুবর্ণময়ানি দর্ভময়ানি কুশময়ানি চর্ম্মময়ানি চ ঘৃতাদিস্থাপনার্থানি চ তৈঃ) নিসৃষ্টভাণ্ডং (নিসৃষ্টানি নির্ম্মিতানি ভাণ্ডানি যস্মিন্ তৎ) যজনং (যজ্ঞ স্থানং) সমাবিশৎ (প্রবিষ্টবতী) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সতী পিতৃযজ্ঞস্থলীতে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, তথায় চারিদিক্ বেদধ্বনিতে মুখরিত ; বেদোচ্চারণপূর্ব্বক পশুবধ হইতেছে, তাই যজ্ঞস্থান যজ্ঞীয় পশুবধের কোলাহলযুক্ত। চতুর্দ্দিকে বিপ্রর্ষি ও দেবগণ উপবিষ্ট আছেন এবং মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, কাঞ্চন, দর্ভ এবং চর্ম্মাদি রচিত ভাণ্ডসকল সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যজনং যজ্ঞস্থানং কীদৃশং আসমন্তাদ্যো বেদঘোষস্তেনোজ্জিতং শোভিতং যজ্ঞসম্বন্ধিপশুবিশসনং যত্র তৎ ; যদ্বা, যজ্ঞে বিদুষাং শাস্ত্রবিচারস্পর্দ্ধয়া পরস্পরপরাবুভূষৈব বৈশসং বিবুধৈশ্চ জুষ্টং মৃদাদিভির্নিসৃষ্টানি নির্ম্মিতানি ভাণ্ডানি যত্র তৎ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজনং'—যজ্ঞস্থানে (প্রবেশ করিলেন)। কিপ্রকার যজ্ঞস্থান ? তাহাতে বলিতেছেন—'আ-ব্রহ্মঘোষ' ইত্যাদি, অর্থাৎ চারিদিকে যে বেদধ্বনি, তাহার দ্বারা 'উর্জ্জিত' অর্থাৎ শোভিত হইয়া যজ্ঞসম্বন্ধি পশু-হিংসন যেখানে, তাদৃশ যজ্ঞস্থান। অথবা—যজ্ঞে পণ্ডিতগণের শাস্ত্রবিচারের স্পর্দ্ধায় পরস্পর পরাজয় করার ইচ্ছাই যেখানে 'বৈশস' অর্থাৎ হিংসা (বিদ্বেষ)। 'বিবুধৈঃ চ জুষ্টং'—বিপ্রর্ষি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত যে যজ্ঞস্থান। মৃত্তিকা প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত ভাণ্ডসকল সজ্জিত রহিয়াছে যেখানে, তাদৃশ যজ্ঞস্থলে দেবী প্রবেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

———

তামাগতাং তত্র কশ্চনাদ্রিয়দ্-
বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ।
ঋতে স্বসৄর্বৈ জননীঞ্চ সাদরাঃ
প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুর্মুদা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (যজ্ঞে) আগতাং বিমানিতাম্ (অকৃতাদরাং) তাং (সতীং) স্বসৄঃ (ভগিনীঃ) জননীং চ ঋতে (বিনা) কশ্চন (কোঽপি জনঃ) যজ্ঞকৃতঃ (দক্ষস্য) ভয়াৎ ন আদ্রিয়ৎ (আদ্রিয়ত)। সাদরাঃ (আদরেণ সহ বর্ত্তমানাঃ ভগিন্যঃ জননী চ) প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ চ (প্রেমাশ্রুভির্নিরুদ্ধঃ কণ্ঠঃ যাসাং তাঃ চ সত্যঃ) মুদা (হর্ষেণ) পরিষস্বজুঃ (তাং সতীম্ আলিঙ্গিতবত্যঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—পিতৃকর্ত্তৃক অনাদৃতা সতীকে সমাগতা দেখিয়াও দক্ষের ভয়ে কেহই তাঁহাকে আদর করিলেন না ; কেবলমাত্র তাঁহার জননী ও ভগ্নীগণ আনন্দভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমবিগলিত অশ্রুধারায় তাঁহাদিগের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বসৄর্জননীঞ্চ ঋতে বিনা তাং তত্র কশ্চনাপি নাদ্রিয়ৎ। তত্র হেতুঃ—যজ্ঞকৃতো দক্ষাদ্‌যদ্ভয়ং তস্মাৎ। ততশ্চ বিমানিতাং তৈরনাদৃতামপি তাং স্বসৃজনন্যঃ সাদরাঃ দক্ষাদবিভ্যতঃ পরিষস্বজুঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সসৄঃ জননীং চ ঋতে'—ভগিনীগণ এবং জননী ব্যতীত তাঁহাকে সেখানে কেহই সমাদর করিলেন না। তাহার কারণ—'যজ্ঞকৃতঃ', যজ্ঞকারী দক্ষ হইতে যে ভয়, তাহার জন্য। তারপর 'বিমানিতাং'—তাহাদের দ্বারা অনাদৃতা হইলেও, তাঁহাকে ভগিনী ও জননী সাদরে দক্ষ হইতে ভীত না হইয়াই আলিঙ্গন করিলেন ॥৭॥

———

সৌদর্য্যসম্প্রশ্নসমর্থবার্ত্তয়া
মাত্রা চ মাতৃস্বসৃভিশ্চ সাদরম্।
দত্তাং সপর্য্যাং বরমাসনঞ্চ সা
নাদত্ত পিত্রাঽপ্রতিনন্দিতা সতী ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পিত্রা (দক্ষেণ) অপ্রতিনন্দিতা (অনাদৃতা) স সতী সৌদর্য্যসম্প্রশ্নসমর্থবার্ত্তয়া (সৌদর্য্যেণ সোদরত্বেন ভগিনীনাং যঃ সংপ্রশ্নঃ সম্যক্ কুশলপ্রশ্নঃ তত্র সমর্থা যোগ্যা যা বার্ত্তা তয়া সহ) মাত্রা (জনন্যা) মাতৃস্বসৃভিঃ চ সাদরম্ (আদরপূর্ব্বকং) দত্তাং সপর্য্যাং (পারিতোষিকং) বরং (শ্রেষ্ঠম্) আসনং চ

ন আদত্ত (ন অগ্রহীৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু পিতা কোন সমাদর করিলেন না দেখিয়া সতী সহোদরা ভগিনীদিগের কুশলপ্রশ্নাদিতে কর্ণপাতও করিলেন না ; মাতা ও মাতৃস্বসাগণ স্নেহের সহিত তাঁহাকে যে সকল অলঙ্কার ও আসনাদি প্রদান করিলেন, সতী তাহাও গ্রহণ করিলেন না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সৌদর্য্যাণাং ভগিনীগণানাং সংপ্রশ্নৈঃ কুশলপ্রশ্নৈঃ সমর্থা যোগ্যা যা বার্ত্তা তয়া সহ দত্তাং সপর্য্যাং নাদত্ত ন গৃহীতবতী, কুশলপ্রশ্নে ন প্রত্যুবাচ—আসনাদিকঞ্চ ন পস্পর্শেত্যর্থঃ। তত্র হেতুরপ্রতিনন্দিতা অনাদৃতা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৌদর্য্য'—সহোদরা ভগিনীগণের কুশল প্রশ্নাদি এবং তাহার যোগ্য যে বার্ত্তা, অর্থাৎ সপ্রেম সম্ভাষণের সহিত প্রদত্ত পূজা তিনি গ্রহণ করিলেন না, এমন কি কুশল প্রশ্নের কোন প্রত্যুত্তরও দিলেন না এবং আসনাদি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন না—এই অর্থ। তাহার কারণ—'অপ্রতিনন্দিতা'—পিতা দক্ষ কর্ত্তৃক অনাদৃতা ॥ ৮ ॥

অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং
পিত্রা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ।
অনাদৃতা যজ্ঞসদস্যধীশ্বরী
চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুষা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তম্ অরুদ্রভাগং (রুদ্রস্য ভাগো নাস্তি যস্মিন্ তম্) অধ্বরং (যজ্ঞং) বিভৌ দেবে (মহাদেবে) পিত্রা কৃতহেলনং (কৃতং হেলনম্ অবজ্ঞাং) চ অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অনাদৃতা (সতী) অধীশ্বরী (দেবী সতী) যজ্ঞসদসি (যজ্ঞসভায়াং) রুষা (ক্রোধেন) লোকান্ (চতুর্দ্দশভুবনানি) ধক্ষ্যতী (ভস্মীকরিষ্যতী) ইব চুকোপ (ক্রোধমকরোৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহেশ্বর-সহধর্ম্মিণী সতী দেখিতে পাইলেন, একে যজ্ঞসভায় তিনি অনাদৃতা, তাহার পর বিভূতিশালী মহাদেবকে যজ্ঞে আহ্বান না করিয়া পিতা রুদ্রের বিলক্ষণ অবমাননা করিয়াছেন। অধিকন্তু, যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ নাই। সুতরাং তিনি ঐ প্রকার যজ্ঞ অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধদ্বারা যেন লোকসমূহ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—আহুতিমন্ত্রান্ শৃণ্বতী রুদ্রভাগহীনমধ্বরমবেক্ষ্য দেবে শ্রীরুদ্রে স্বস্যাবহেলনাৎ কৃতহেলনং জ্ঞাত্বা চুকোপ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অরুদ্রভাগম অধ্বরং'—আহুতি মন্ত্রসকল শ্রবণ করিয়াই রুদ্রের ভাগহীন যজ্ঞ দেখিয়া (বুঝিতে পারিয়া) এবং নিজের প্রতি অবহেলার দ্বারা, 'দেবে কৃতহেলনং'—দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞাত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৯ ॥

জগর্হ সামর্ষবিপন্নয়া গিরা
শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমস্ময়ম্।
স্বতেজসা ভূতগণান্ সমুত্থিতান্
নিগৃহ্য দেবী জগতোঽভিশৃণ্বতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সমুত্থিতান্ (উপদ্রবার্থম্ উত্থিতান্) ভূতগণান্ (শিবগণান্) স্বতেজসা (গৌরবেণ) নিগৃহ্য (নিবার্য্য) দেবী (সতী) জগতঃ (জনসমূহস্য) অভিশৃণ্বতঃ (সতঃ) সামর্ষবিপন্নয়া (অমর্ষেণ ক্রোধেন বিপন্নয়া অস্পষ্টাক্ষরয়া) গিরা (বাচা) শিবদ্বিষং শিবদ্বেষকর্ত্তারং) ধূমপথশ্রমস্ময়ং (ধূমপথে কর্ম্মমার্গে যঃ শ্রমঃ অভ্যাসঃ তেন স্ময়ঃ গর্ব্বঃ যস্য তং দক্ষং) জগর্হ (নিন্দিতবতী) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মমার্গে শ্রমশীলতানিবন্ধন দক্ষের অহঙ্কার হইয়াছিল ; তাই, তিনি শিবের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ছিলেন। সতীর সহিত আগত ভূতগণ তাহাদের বিক্রম প্রভাবে সেই দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইলে সতীদেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং জগতের লোককে শুনাইয়া ক্রোধস্খলিতবাক্যে পিতৃব্যবহারের গর্হণ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

বিশ্বনাথ—অমর্ষেণ কোপেন বিপন্নয়া সগদ্গদয়া ধূমপথে কর্ম্মমার্গে শ্রমেণাভ্যাসেন স্ময়ো গর্ব্বো যস্য তম্ ; দক্ষবধায় সমুত্থিতান্ স্বাজ্ঞয়া নিগৃহ্য নিবার্য্য ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সামর্ষবিপন্নয়া'—অমর্ষ বলিতে কোপ, তাহাতে বিপন্ন (স্খলিত), অর্থাৎ

সগদ্গদ বাক্যে দক্ষকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। 'ধূমপথশ্রম-স্ময়ং'—ধূমপথ বলিতে কর্ম্মমার্গ, তাহাতে শ্রম অর্থাৎ বারবার অভ্যাসের ফলে গর্ব্ব যাহার, সেই দক্ষকে। 'সমুত্থিতান্—দক্ষবধের জন্য রোষবশতঃ তেজ হইতে সমুত্থিত ভূতগণকে বাক্যের দ্বারা নিষেধ করিয়া, (শিবদ্বেষী দক্ষকে নিন্দা করিতে লাগিলেন)॥ ১০॥

———

শ্রীদেব্যুবাচ —

ন যস্য লোকেহস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়-
স্তথাহপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে
ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবী উবাচ—লোকে (সংসারে) দেহভৃতাং (দেহধারীণাং) প্রিয়াত্মনঃ (প্রিয়ঃ যঃ আত্মা তস্য, আত্মস্বরূপস্য) যস্য (যৎ অপেক্ষয়া) অতিশায়নঃ (ঐশ্বর্য্যাদিনা উৎকৃষ্টঃ) ন অস্তি তথা (যস্য) প্রিয়ঃ (অপি নাস্তি) অপ্রিয়ঃ (চাপি নাস্তি), সমস্তাত্মনি (সমস্তানাম্ আত্মনি কারণস্বরূপে) মুক্তবৈরকে (বৈররহিতে) তস্মিন্ (শিবে) ভবন্তং (দক্ষং) ঋতে (বিনা) কতমঃ (জনঃ) প্রতীপয়েৎ (প্রতিকূলমাচরেৎ)॥ ১১॥

অনুবাদ—শ্রীসতী দেবী বলিলেন,—হে পিতঃ, যিনি ইহলোকে দেহধারি-জীবগণের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম, যাঁহার প্রিয় অপ্রিয় কেহ নাই, সুতরাং যাঁহার কাহারও সহিত বিরোধ থাকিতে পারে না, এই জগতে যাঁহার অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, যিনি সর্ব্বজগৎকারণ, আপনি ভিন্ন আর কেহই সেই শিবের প্রতিকূলাচরণ করেন না॥ ১১॥

বিশ্বনাথ—গর্হামেবাহ—ত্রয়োদশভিঃ। ন যস্যেতি অতিশায়নঃ যস্মাদধিকো নাস্তি ঈশ্বরত্বাৎ। প্রিয়শ্চাপ্রিয়শ্চ নাস্ত্যাত্মারামত্বাৎ। নির্ব্বিসর্গ-পাঠে অতিশায়নশ্চ প্রিয়শ্চেতীতরেতরযোগেহপি সর্ব্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতীত্যেকত্বম্। উকারোঽচ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত ইতিবৎ। অথচ দেহধারিণাং প্রিয়াত্মনঃ প্রিয়াত্মস্বরূপস্য তস্মিন্ সমস্তাত্মনি সর্ব্বজগৎকারণে ভবন্তং বিনেতি ভবানেব প্রতীপয়েৎ প্রতীপং প্রতিকূলং কুর্য্যাৎ; যদ্বা ঋতে সত্যরূপে তস্মিন্ মুক্তবৈরকে সতি ভগবন্তং কঃ প্রতীপয়েৎ সমুচিতাচরণেন প্রতিকূলং কুর্য্যাৎ? এতে যাজ্ঞিক-সদস্যাদয়স্তু ত্বদ্দত্তৈরন্নৈঃ কুক্ষিম্ভরা এব, কিন্তু স রুদ্র এব বা তদীয়ো বা কশ্চিদেব প্রতীপয়েদিতি ভাবঃ॥ ১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিন্দা বলিতেছেন—ত্রয়োদশ শ্লোকের দ্বারা। 'ন যস্য' ইত্যাদি। তিনি ঈশ্বর বলিয়া জগতে যাঁহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। আর, তিনি আত্মারাম বলিয়া এই ত্রিভুবনে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বা অত্যন্ত অপ্রিয়ও কেহ নাই। 'অতিশায়নঃ প্রিয়ঃ'—এই স্থলে বিসর্গহীন অর্থাৎ 'অতিশায়নপ্রিয়ঃ'—এইরূপ পাঠে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সকলের প্রিয়তম, এই অর্থ। এখানে ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস হইলেও, 'সকল দ্বন্দ্বসমাসই বিকল্পে একবচনান্ত হয়'—এই নিয়ম অনুসারে একবচন হইয়াছে। সূত্র উল্লেখ করিয়া উদাহরণ দিতেছেন—"উকারোঽচ" ইত্যাদি। এই সূত্রে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—ইহা ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসে একবচনই হইয়াছে। 'দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনে'—অথচ যিনি প্রাণিগণের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম, 'তস্মিন সমস্তাত্মনি'—সেই সমস্ত জগতের কারণভূত ভগবান্ শিবের প্রতি 'ভবন্তম্ ঋতে' অর্থাৎ আপনি ব্যতীত আর কোন্ প্রাণী প্রতিকূলতা আচরণ করিবে? আপনিই প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকেন। অথবা—'ঋতে' বলিতে সত্যস্বরূপে, 'মুক্তবৈরকে' সর্ব্বথা বৈররহিত সেই ভগবান্ শিবের প্রতি 'কঃ প্রতীপয়েৎ'—সমুচিত আচরণের দ্বারাকে প্রতিকূলতা বিধান করিতে সমর্থ? আর, এই সকল যাজ্ঞিক ও সদস্যগণ তো আপনার প্রদত্ত অন্নে পরিপুষ্টই, কিন্তু সেই রুদ্রই, অথবা তাঁহার কোন জনই প্রতিকূল আচরণ করিতে পারেন—এই ভাব॥ ১১॥

———

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্নন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজ, (ইতি অধিক্ষেপঃ) ভবাদৃশাঃ (ত্বদ্বিধাঃ অসূয়কাঃ) কেচিৎ সাধবঃ

(অধিক্ষেপে) পরেষাং গুণেষু দোষান্ হি (এব) গৃহ্ণন্তি ন গুণান্ চ। মহত্তমাঃ (সাধুশ্রেষ্ঠাঃ তু) ফল্গূন্ (তুচ্ছান্ অপি গুণান্) বহুলীকরিষ্ণবঃ (বহুলী কর্ত্তুম্ ইচ্ছবঃ ভবন্তি) তেষু ভবান্ অঘম্ (দ্রোহম্) অবিদৎ (বিদিতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজবর, কোনও কোনও সাধুপুরুষ অপরের দোষসমূহকেও গুণমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার ন্যায় অসূয়া-পরবশ ব্যক্তি পরের গুণেও দোষই দর্শন করিয়া থাকে; যাঁহারা যথার্থ দোষ-গুণের বিচার করেন, তাঁহারা মধ্যম; আর যাঁহারা তুচ্ছগুণকেও মহৎ বলিয়া প্রশংসা করেন, তাঁহারা অত্যুত্তম। আপনি তাদৃশ সর্ব্বোত্তম ভবের প্রতিও দোষারোপ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অসাধোস্তব সভায়ামেতে খল্বসাধব এবেতি বক্তুং সাধূনসাধূংশ্চ লক্ষয়তি—দোষানিতি। পরেষাং দোষানপি গুণেষু প্রকারবিশেষেণ গুণান্তঃ-পাতিতয়ৈব যে গৃহ্ণন্তি। যথা কঠোরভাষিত্বং যদ-প্যস্য দোষস্তদপি হিতকারিত্বাদয়ং রোগনিবর্ত্তকো নিম্বরস ইব গুণ এবেত্যেবং তে সাধবো মহান্ত এব কেচিদ্ভবন্তি। হে দ্বিজেত্যধিক্ষেপে। তত্র ন ভবাদৃশা ইতি ভবাদৃশাস্তু গুণানপি দোষান্তঃপাতিতয়ৈব গৃহ্ণন্তি যথাস্য যৎপরোপকারিত্বং তৎ পরদ্রব্য-জিঘৃক্ষয়ৈবেতি দোষ এবায়মিত্যেবং তে খল্বসাধব এব। যে তু দোষান্ অপশ্যন্তো গুণানেব গৃহ্ণন্তি যথা বণিগয়-মাতিথেয়ো নিস্তীর্ণ ইত্যেবং তে মহত্তরাঃ। যে গুণা-নেব গৃহ্ণন্তি ন তু দোষান্। ত্যক্ত-পরিগ্রহঃ ভিক্ষুরয়-মুদরপূরমন্নমাত্রং যথা তথা গৃহ্ণাতি, ন তু দরিদ্রং বহ্বাশীত্যেবং। তথৈব যে দোষানেব গৃহ্ণন্তি, ন তু গুণান্, যথা ভিক্ষুরয়মুদরপূরং স্নিগ্ধান্নং যদত্তি তদয়ং কামী ভ্রষ্টো মন্তব্য ইত্যেবং তে অসাধুতরাঃ। যে তু ফল্গূন্ তুচ্ছানপি গুণান্ বহুলীকরিষ্ণবঃ বহুলীকরণ-শীলাঃ কিমুত ফল্গূন্ দোষাংস্তু নৈব পশ্যন্তি, যথা শীতার্ত্তত্বাদেব মদীয়বস্ত্রমপহরন্নপি শস্ত্রপাণিত্বেঽপি দয়ালুত্বাদেব ন হিনস্তি তদয়ং ধন্য ইত্যেবং তে মহত্তমাস্তথৈব যে তুচ্ছানপি দোষান্ বহুলীকরিষ্ণবো গুণান্নৈব গৃহ্ণন্তি, যথা বিরক্তোঽহয়ং বনমপহায় যদ্গৃ-হস্থগৃহেষু বসতি তৎ প্রচুরধনং চোরয়িতুকাম ইত্যেবং তে অসাধুতমাঃ। যে তু গুণাভাবেঽপি পরেষাং গুণানেব পশ্যন্তি। যথা জগত্যস্মিন্ কেঽপি দুষ্টা ন সন্তি সর্ব্ব এব সাধব ইত্যেবং তে মহত্তমাস্তথৈব দোষাভাবেঽপি পরেষাং দোষানেব পশ্যন্তি তথা জগত্যস্মিন্ কেঽপি শিষ্টা ন সন্তি, সর্ব্ব এব দুষ্টা ইতি তে অত্যসাধুতমা, ইত্যেবং সত্ত্বতারতম্যেন সাধব ইতি সাধূনাং দ্বৈবিধ্যেঽপ্যুক্তেন তমপ্-প্রত্যয়েন যুক্তি-সম্ভবেন চ মহতাং চাতুর্ব্বিধ্যমায়াতম্। তথৈব তমস্তারতম্যেন ন ভবাদৃশা ইতি অবিদদ্ভবানঘ-মিত্যাভ্যাং অসাধূনামপি দ্বৈবিধ্যেঽপি যুক্ত্যা চাতুর্ব্বিধ্যম্। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপকল্যাণগুণময়ভক্তিযোগ-তারতম্যেন পুনরপ্যেবং সাধূনামপরাধতারতম্যেনা-সাধূনাঞ্চাতুর্ব্বিধ্যং জ্ঞেয়ম্। এবঞ্চ দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনস্তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরক ইত্যাদিনা শ্রীরুদ্রস্য সর্ব্বত্রাপি প্রীতিমত্ত্বেন সর্ব্বত্রাদোষদৃষ্ট্যা চ অতিমহত্তমত্বং তেষ্ববিদদ্ভবানঘমিত্যনেন তস্মিন্ শ্রীরুদ্রে দোষমাত্র-দর্শনাৎ তস্য চ সর্ব্বাত্মত্বাৎ সর্ব্ব-জগত্যেব দোষদৃষ্টিপ্রাপ্ত্যা চোদিতে পরমেষ্ঠিনেত্যনেন ব্রহ্মণ্যপি দোষদৃষ্ট্যা ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চেতি মহৎস্বপ্য-পরাধেন চ দক্ষস্যাত্যসত্তমত্বং ধ্বনিতম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি নিজে অসাধু, আপ-নার সভাতে এই সকল ব্যক্তিগণও অসাধুই—ইহা বলিবার নিমিত্ত সাধু ও অসাধুদিগকে চিহ্নিত করি-তেছেন—'দোষান্' ইত্যাদির দ্বারা। (প্রথমতঃ সাধু ও অসাধুগণের চাতুর্ব্বিধ্য বলিতেছেন)—(১) 'পরেষাং দোষান্'—কোন কোন সাধুপুরুষ অপরের দোষসমূহকেও, 'গুণেষু'—গুণেতে পরিণত করিয়া লন, অর্থাৎ প্রকারবিশেষে গুণের অন্তঃপাতিরূপে গ্রহণ করেন। যেমন কঠোরভাষিত্ব (কর্কশ কথা বলা) যদিও এই ব্যক্তির দোষ, তথাপি হিতকারি বলিয়া রোগনিবর্ত্তক নিম্বরসের ন্যায় গুণই—এইরূপভাবে যাঁহারা গ্রহণ করেন, সেই সাধুগণ মহান্। হে দ্বিজ! —হে ব্রাহ্মণ! —এই সম্বোধন এখানে অধিক্ষেপ (নিন্দা, তিরস্কার) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'ন ভবাদৃশাঃ'—আপনারা তাদৃশ নহেন, আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ কিন্তু গুণসকলকেও দোষের মধ্যে গণ্য করিয়া লন, যেমন—এই ব্যক্তির যে পরের প্রতি উপকারিত্ব, তাহা অপরের দ্রব্য গ্রহণের লোভেই, এই-রূপ দোষই আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহারা

নিশ্চিতই অসাধু। (২) আর, যাঁহারা দোষ না দেখিয়া (অর্থাৎ গণ্য না করিয়া), গুণসমূহই গ্রহণ করেন, যেমন—এই ব্যক্তি বণিক্ (ব্যবসায়ী), কিন্তু অতিথিপরায়ণ, নিস্তারকারক—এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মহত্তর। যাঁহারা কেবল গুণই গ্রহণ করেন, কিন্তু দোষ নহে, যেমন—সর্ব্বত্যাগী এই সন্ন্যাসী উদরপূরণের প্রয়োজনে অন্নমাত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু ইনি দরিদ্র, বহু আকাঙ্ক্ষী (বা ভোজনলম্পট) —এইরূপ নহে। অপরদিকে যাহারা কেবল দোষ-সকলই গ্রহণ করে, কিন্তু গুণ নহে, যেমন—এই ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত স্নিগ্ধ সুস্বাদু যে অন্ন ভোজন করেন, তাহাতে ইনি কামী ও ভ্রষ্ট-চারী মনে করিতে হইবে—এইরূপ যাহারা বলে, তাহারা অসাধুতর। (৩) 'ফল্গূন্—যাঁহারা অতি-তুচ্ছ গুণসকলকেও, 'বহুলীকরিষ্ণবঃ'—বহুল করিয়া বিস্তার করেন, আর অত্যল্প (সামান্য) দোষকে ত দেখেনই না (অর্থাৎ সামান্য দোষ গণ্যই করেন না), যেমন—শীতে কাতর হইয়াই এই ব্যক্তি আমার বস্ত্র অপহরণ করিলেও, শস্ত্রপাণি হইয়াও দয়ালু বলিয়া আমাকে হত্যা করেন নাই, অতএব এই ব্যক্তি ধন্য—এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মহত্তম। সেইরূপ অপরদিকে—যাহারা সামান্য দোষকে বহু বলিয়া বিস্তার করে, কিন্তু কখনই গুণ গ্রহণ করে না, যেমন —এই বিরক্ত সাধু বন পরিত্যাগ করিয়া, গৃহস্থগণের গৃহে যে বাস করিতেছে, নিশ্চয়ই প্রচুর ধন অপহরণ করিবার অভিপ্রায়েই—এইরূপ যাহারা বলে, তাহারা অসাধুতম। (৪) কিন্তু যাঁহারা গুণ না থাকিলেও, অপরের গুণই দর্শন করেন, যেমন—এই জগতে কেহই দুষ্টজন নাই, সকলেই সাধুজন—এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা (অতি) মহত্তম। সেইরূপ অপরদিকে—দোষ না থাকিলেও, যাহারা পরের দোষই অনুসন্ধান করে, যেমন—এইজগতে শিষ্টজন কেহ নাই, সকলেই দুষ্টপ্রকৃতির, এইরূপ যাহারা বলে, তাহারা অত্যন্ত অসাধুতম।

এইপ্রকার সত্ত্ব-গুণের তারতম্য অনুসারে, 'সাধবঃ ইতি'—অর্থাৎ সাধুগণের দ্বৈবিধ্য হইলেও, উক্ত তমপ্-প্রত্যয় এবং যুক্তি অনুসারে মহদ্গণের চতু-

র্ব্বিধত্ব লাভ করা যায়। সেইরূপ তমোগুণের তার-তম্যবশতঃ, 'ন ভবাদৃশাঃ'—অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় পরনিন্দক নয়, 'অবিদদ্ ভবান্ অঘম্'—তাদৃশ মহদ্গণেও আপনি পাপ কল্পনা করিয়াছেন (অর্থাৎ মহাত্মাদিগের প্রতিও দোষ আরোপ করিয়াছেন) —এই দুই বাক্যের দ্বারা অসাধুগণেরও দ্বৈবিধ্য হইলেও যুক্তি অনুসারে চতুর্ব্বিধত্ব। শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, কল্যাণ গুণময় ভক্তিযোগের তারতম্য-হেতু পুনরায় এই প্রকার সাধুগণের প্রতি অপরাধের তারতম্য-বশতঃ অসাধুগণের চাতুর্ব্বিধ্য জানিতে হইবে। এই প্রকারে 'দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ'—যিনি দেহধারিগণের নিরতিশয় প্রীতির বিষয় আত্মস্বরূপ, 'তস্মিন্ সমস্তা-ত্মনি'—তাদৃশ সর্ব্বজীবের জীবনস্বরূপ ভগবান্ শ্রীশিবে, 'মুক্তবৈরকে'—যাঁহার কোন শত্রু নাই, ইত্যাদি (পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের) বাক্যের দ্বারা, শ্রীরুদ্রের সর্ব্বত্রই প্রীতিমত্ত্ব, এবং সর্ব্বত্র অদোষ-দৃষ্টি-হেতু অতিশয় মহত্তমত্ত্ব, 'তেষু অবিদদ্ ভবান্ অঘম্'—অর্থাৎ তাদৃশ মহাত্মাগণের প্রতিও আপনি দোষ আবিষ্কার করিয়াছেন, এই বাক্যের দ্বারা—সেই শ্রীরুদ্রে সামান্য দোষও দর্শনহেতু এবং তিনি সর্ব্বাত্মা বলিয়া সমস্ত জগতের প্রতি আপনার দোষদৃষ্টি প্রাপ্তি হইয়াছে। আরও 'চোদিতে পরমেষ্ঠিনা' (৪।২।১৬)—ব্রহ্মার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া—এইরূপ বলায় আপনার (দক্ষের) ব্রহ্মার প্রতিও দোষদৃষ্টি বশতঃ, 'ব্রহ্মিষ্ঠান্ অভিভূয়' (৪।৩।৩)—গর্ব্ববশতঃ শিবপক্ষপাতী ব্রহ্মিষ্ঠ দেবগণকেও অগ্রাহ্য করতঃ—ইত্যাদি বাক্যে মহদ্গণেরও প্রতি অপরাধ-হেতু দক্ষের অত্যন্ত অসত্তমত্ব ধ্বনিত হইল ।। ১২ ।।

তথ্য—"মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয় ।।"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১২শ পঃ।

"অদোষদরশী প্রভু পতিত-উদ্ধার।"
—ঠাকুর নরোত্তম।

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ।।১২।।"

বিবৃতি—দোষ ও গুণদর্শন-ভেদে ছয় প্রকারে দোষগুণের বিচার হয়। যিনি দর্শকসূত্রে অল্পগুণী

ব্যক্তিকে বহুমানন করেন, তিনি মহত্তম ; যিনি দোষদর্শন না করিয়া গুণ দর্শন করেন, তিনি মহত্তর ; আর যিনি দোষ ও গুণকে নিরপেক্ষ হইয়া উভয় দর্শন করেন, তিনি মহৎ। যিনি নিরপেক্ষ না হইয়া দোষদর্শন করেন, তিনি অসৎ ; যিনি গুণদোষে দোষদর্শন করেন, তিনি অসত্তর ; যিনি অল্পদোষে বহুদোষ দর্শন করেন, তিনি অসত্তম।

একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা উচ্চাবচবিচারে বৈষম্য দর্শন করেন ; অপর শ্রেণীর লোক বৈষম্য পরিহার করিয়া সমদর্শী ; তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি—মানদ। মহদ্‌গণের বিভাগ এই প্রকার ত্রিবিধ। মহত্ত্বের অভাবে সঙ্কীর্ণতায় মৎসরতা, পৈশুন্য, আত্মম্ভরিতা ও রিপুষট্‌কের দাস্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহত্ত্বের অভাবে জীব সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়া পড়িলে সকল গুণ হইতে চ্যুত হইয়া দোষী হইয়া পড়ে। দোষী ব্যক্তির অপর নাম পাপী। পাপে মহদ্‌গুণের অভাব। বৈষ্ণবগণ মহত্তম, ব্রাহ্মণগণ মহত্তর ও সৎ কর্ম্মিগণ 'মহৎ'-শব্দবাচ্য ॥ ১২ ॥

———

নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভি-
নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—কুণপাত্মবাদিষু (কুণপং জড়ং শরীরং তৎ এব আত্মা ইতি যে বদন্তি তেষু) অসৎসু (অসাধুষু যৎ) সের্ষ্যম্ (ঈর্ষা সহিতং যথা স্যাৎ তথা) সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা (মহতাং নিন্দা) এতৎ আশ্চর্য্যং ন। মহাপুরুষ-পাদ-পাংশুভিঃ (মহাপুরুষাণাং শ্রীশিবাদীনাং পাদপাংশুভিঃ পদরজোভিঃ) নিরস্ততেজঃসু (নিরস্তং তেজঃ যেষাং তেষু অসৎসু) তৎ (মহতাং নিন্দনম্) এব শোভনং (যুক্তম্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অথবা যাহারা এই জড় দেহকেই 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজো নাশ করিয়া থাকে। অতএব অসতের মহৎবিদ্বেষই শোভনীয় ; কারণ, তাহার দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতচ্চ ত্বাদৃশেষু দুর্জ্জনেষু উচিতমেবেত্যাহ—নেতি। কুণপং জড়ং শরীরং তদেবাত্মেতি বদন্তি যে তেষু অসৎসু যা সর্ব্বদাপি মহদ্বিনিন্দা এতদাশ্চর্য্যং ন, কীদৃশেষু পাংশুভিঃ কর্ত্তৃভিঃ সের্ষ্যং যথাস্যাত্তথা নিরস্তং তেজঃ প্রভাবো যেষাং তেষু। যদ্যপি মহান্তঃ স্বনিন্দাং সহন্তে, তথাপি তৎপাদরেণবস্তদসহমানা স্তেষাং তেজো নিরস্যন্তীত্যর্থঃ। অতোহসৎসু মহদ্বিনিন্দনমেব সমুচিতফলদায়কত্বাৎ শোভনম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহা আপনার ন্যায় দুর্জ্জন ব্যক্তিগণের সমুচিতই—ইহা বলিতেছেন—'ন আশ্চর্য্যম্ এতৎ'—(অর্থাৎ ত্বাদৃশ অসৎপুরুষের নিকট সর্ব্বদাই মহাজনদিগের যে নিন্দা হইবে, ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নহে।) 'কুণপাত্ম-বাদিষু'—কুণপ বলিতে এই জড় দেহ, তাহাই আত্মা—ইহা যাহারা বলে, সেইরূপ অসৎ ব্যক্তিগণের নিকট যে সর্ব্বদাই মহতের বিনিন্দা (বিশেষ নিন্দা) হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের নহে। কিরূপ অসৎ পুরুষগণে ? তাহাতে বলিতেছেন—'পাংশুভিঃ'—মহাপুরুষগণের পাদরেণু কর্ত্তৃক, 'সের্ষ্যং'—ঈর্ষাভাব যেরূপে হয় সেইরূপে, 'নিরস্ত-তেজঃসু'—নিরস্ত হইয়াছে, তেজ অর্থাৎ প্রভাব যাহাদের, তাদৃশ অসদ্‌গণের নিকট। যদিও মহাপুরুষগণ নিজেদের নিন্দা সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পাদরেণুসকল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই অসদ্‌গণের তেজ নিরস্ত করিয়া থাকেন—এই অর্থ। অতএব অসতের মহৎ-নিন্দা শোভনীয়, যেহেতু তাহার দ্বারা সমুচিত ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥

তথ্য—ভাঃ ১।৭।৪২, ৬।৩।২৫, ১০।৮৪।১৩ দ্রষ্টব্য। কুণপাত্মবাদী—কুণপ-শব্দে জড় দেহ। জড়দেহকেই যাহারা 'আত্মা' বলিয়া কীর্ত্তন করে (শ্রীধর) ; 'কুণপ' অর্থে 'শবতুল্য', শবতুল্য শরীরকেই যাহারা 'আত্মা' বলে (বীররাঘব) ; 'কু' অর্থে কুৎসিত, 'ণ' অর্থে সুখ বা কর্ম্মফল ; 'প' অর্থে কুৎসিৎ কর্ম্মফল পান করে অর্থাৎ ভোগ করে যাহা,

তাহাই 'কুণপ'; তাদৃশ কুণপকে যাহারা 'আত্মা' বলিয়া থাকে (বিজয়ধ্বজ); 'কুণপ' অর্থে জড়শরীর, উহাকেই যাহারা 'আত্মা' বলে (চক্রবর্ত্তী)।

ভাঃ ৫।১০।২৫ দ্রষ্টব্য; চরিতামৃতে—

"ভক্তস্বভাব অজ্ঞদোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে ॥"

"যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্বধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয় ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩ অঃ ৪১

"হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ ॥
বিদ্যা-কুল-তপ—সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪ অঃ ৩৬০-৬২

"যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ অঃ ৯৩

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি' মরে ॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কা'র শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে ?"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ ১৪৪।৪৫

'শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।'
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ অঃ ৫৫-৫৬

"যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃ সুতাঃ ॥
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥"
পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্ ॥

—স্কান্দে।

"জন্ম প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্।
নাশমায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ্ যদি বৈষ্ণবান্ ॥"

—অমৃতসারোদ্ধারে।

"করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥"

—দ্বারকামাহাত্ম্যে।

"যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্।
শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
তে পতন্তি মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে।
ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্যতি নিশ্চিতম্।
গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা তদা বিদ্বান্ বিশুদ্ধ্যতি ॥"

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কৃষ্ণজন্মখণ্ডে ॥১৩॥

বিবৃতি—প্রাকৃত-সাহজিক-ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বের বাহ্য আকারে আবদ্ধ থাকায় স্বরূপোপলব্ধি হইতে বঞ্চিত; উহাদিগকেই 'বিবর্ত্তবাদী' বলে। তাহারা দরিদ্রকে 'নারায়ণ', স্থূল-সূক্ষ্মশরীরদ্বয়কে 'জীব' ও ইন্দ্রিয়জ সুখকে 'প্রয়োজন' প্রভৃতি জ্ঞান করিয়া অধোক্ষজসেবায় বঞ্চিত হয়। অধোক্ষজ-সেবক ভক্তকে তাহারা নিন্দা করে। ভগবদ্ভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের বাক্যে আদৌ দুঃখিত হন না; কিন্তু হরিজন-সেবকগণ ও হরিজনপদধূলি প্রভৃতি ঐ দুর্ম্মেধাগণের বাক্য সহ্য করেন না। তাঁহারা গুরুনিন্দায় অসহিষ্ণু বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিন্দকের সমুচিত দণ্ডবিধান করেন; সুতরাং তদ্দ্বারাই অসজ্জনের সদ্য মঙ্গল লাভ ঘটে। জগাই-মাধাই প্রভৃতি মহদতিক্রম করায় তাহারা সদ্য-সদ্যই ভগবৎকৃপা-লাভের যোগ্য হইয়াছিল। পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে মহতের দয়া লাভ করিয়া জীবের মঙ্গল হয়। পাপ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, জীব পাপরাজ্যে বিচরণকালে সাধুসঙ্গ বিস্মৃত হইয়া থাকে। সাধুর প্রতি অত্যাচার করিবার পরই তাহাদের সাধুকৃপা-ফলে অসাধুতা বিদূরিত হয় ॥১৩॥

———

যদ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।

পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্দ্ব্যক্ষরং (যস্য দ্ব্যক্ষরযুক্তং) তৎ (প্রসিদ্ধং শিব ইতি) নাম সকৃৎ (একবারম্ অপি) প্রসঙ্গাৎ (সঙ্কেতাৎ অপি কেবলং) গিরা (বাক্যেন, ন তু মনসা এব) ঈরিতম্ (উচ্চারিতং) নৃণাম্ (মনুষ্যাণাং) অঘং (পাপম্) আশু (সত্বরং) হন্তি পবিত্রকীর্ত্তিং (পবিত্রা সর্ব্বপাপনিবর্ত্তিকা কীর্ত্তির্যস্য তম্) তম্ অলঙ্ঘ্যশাসনম্ (অপ্রতিহতং যস্য শাসনং তং) শিবং শিবেতরঃ (পাপরূপঃ) ভবান্ অহো দ্বেষ্টি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অহো, যাঁহার প্রসিদ্ধ "শিব" এই দ্ব্যক্ষরাত্মক নাম কেবলমাত্র একবারও কথাচ্ছলে বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারণ করিলে, মনুষ্যের সর্ব্ববিধ অশুভ আশু বিনষ্ট হয়, যাঁহার শাসন অলঙ্ঘ্য ও যাঁহার যশ অতি পবিত্র, আপনি অমঙ্গলরূপ হইয়া সেই মঙ্গলস্বরূপ শিবের দ্বেষ করিতেছেন। ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ মহৎস্বপি মধ্যে শ্রীশিবতুল্যঃ কোঽপ্যন্যোঽস্তীত্যাহ—যস্য দ্ব্যক্ষরং শিব ইতি তৎ প্রসিদ্ধং নাম কেবলং গিরৈব ঈরিতং, ন তু মনসা ধ্যাতম্। তচ্চ সকৃদপি প্রসঙ্গাদপি পবিত্রকীর্ত্তিমিতি মাধুর্য্যম্ অলঙ্ঘ্যশাসনমিত্যৈশ্বর্য্যম্। শিবেতরোঽমঙ্গলঃ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই মহদ্গণের মধ্যেও শ্রীশিবের তুল্য অপর কেহই নাই, ইহা বলিতেছেন—'যদ্দ্ব্যক্ষরং'—যাঁহার 'শিব'—এই দুইটি অক্ষর, সেই প্রসিদ্ধ নাম কেবল একবারমাত্র বাক্যের দ্বারাই উচ্চারিত হইলে, (তৎক্ষণাৎ মানবদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়)। কিন্তু মনে মনে ধ্যাত নহে, তাহাও আবার একবারমাত্রই, তাহাতেও প্রসঙ্গক্রমেই। 'পবিত্রকীর্ত্তিম্'—পুণ্যকীর্ত্তি, ইহা মাধুর্য্য, এবং 'অলঙ্ঘ্যশাসনং—যাঁহার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘন (অন্যথা) করিতে পারে না, ইহা ঐশ্বর্য্য। 'শিবেতরঃ' —তুমি নিজেই অমঙ্গল-স্বরূপ, (এইজন্য সেই মঙ্গলময় শিবের নিন্দা করিতেছ) ॥ ১৪ ॥

যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোঽলিভি-
নিষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ।
লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোঽর্থিন-
স্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎপাদপদ্মং (যস্য শিবস্য পাদপদ্মং) ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ (ব্রহ্মরসঃ ব্রহ্মানন্দঃ স এব আসবঃ মকরন্দঃ তৎপ্রার্থিভিঃ) মহতাং (সর্ব্বপূজ্যানাং সনকাদীনাং) মনোঽলিভিঃ (মনাংসি এব অলয়ঃ ভৃঙ্গাঃ তৈঃ) নিষেবিতং (নিতরাং সেবিতং) যৎ (যঃ চ শিবঃ) অর্থিনঃ (সকামস্য) লোকস্য (সম্বন্ধে) আশিষঃ বর্ষতি, তস্মৈ বিশ্ববন্ধবে (জগতঃ হিতকারিণে) ভবান্ দ্রুহ্যতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দ-মকরন্দলোভী মহদগণের মনোভৃঙ্গ যাঁহার পদকমল নিরন্তর ভজনা করে এবং যাঁহার পাদপদ্ম সকাম পুরুষগণের অভিলষিত বস্তু বর্ষণ করিয়া থাকে, আপনি সেই বিশ্ববান্ধব ভবের প্রতি দ্রোহাচরণ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পাপহরত্বমুক্তং ; মুক্তিপ্রদত্বমাহ—যদিতি। ব্রহ্মরসো ব্রহ্মানন্দ এবাসবো মকরন্দস্তদর্থিভিঃ ভোগপ্রদত্বমাহ—লোকস্যেতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শিবনামের পাপহরত্ব বলিয়া, এক্ষণে মুক্তিপ্রদত্ব বলিতেছেন—'যৎ' ইতি। 'ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ'—ব্রহ্মরস বলিতে ব্রহ্মানন্দ, তাহাই আসব, অর্থাৎ মকরন্দ (মধু), সেই মধুপানে অভিলাষী হইয়া (মহৎ ব্যক্তিদিগের মনোরূপ ভ্রমর যাঁহার পাদপদ্ম নিরন্তর সেবা করে)। ভোগ-প্রদত্ব বলিতেছেন—'লোকস্য'—যাঁহার পাদকমল (সকাম) পুরুষদিগের অভিলষিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ শিষ্যাণাং মনোঽলিভিঃ।
সনকাদয়ো রুদ্রশিষ্যাস্তেষামন্যে তু যোগিনঃ।
ব্রহ্মশিষ্যস্তথা রুদ্রো ব্রহ্মা নারায়ণস্য চ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১৫ ॥

কিংবা শিবাখ্যমশিবং ন বিদুস্ত্বদন্যে
ব্রহ্মাদয়স্তমবকীর্য্য জটাঃ শ্মশানে।
তন্মাল্য-ভস্মনৃকপাল্যবসৎ পিশাচৈ-
র্যে মূর্দ্ধভির্দধতি তচ্চরণাবসৃষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অন্যে যে ব্রহ্মাদয়ঃ

তচ্চরণাবসৃষ্টং (তস্য শিবস্য চরণারবিন্দাৎ অবসৃষ্টং গলিতং জলাদিকং স্বতঃ পবিত্রতয়া) মূর্দ্ধভিঃ দধতি (ধারয়ন্তি, তে সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বোপদেষ্টারোঽপি) শ্মশানে জটাঃ অবকীর্য্য (প্রসার্য্য) তন্মাল্যভস্মনৃকপালী (তস্য শ্মশানস্য মাল্যানি ভস্মানি নৃকপালানি চ ভূষণত্বেন সন্তি যস্য সঃ তথাভূতঃ শিবঃ) পিশাচৈঃ (সহ) অবসৎ (নিবাসং কৃতবান্), (অতঃ) শিবাখ্যম্ অশিবং (শিবাপদেশো হ্যশিব ইতি যৎ উক্তং) তং ন বিদুঃ (তে ন জানন্তি কিম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অথবা হে পিতঃ, যিনি আলুলায়িত জটাজাল বিস্তারপূর্ব্বক শ্মশানের মাল্য, ভস্ম ও মৃতমনুষ্যের কপাল ভূষণার্থ ধারণ করিয়া পিশাচগণের সহিত শ্মশানে বাস করেন, সেই শিবাখ্য মঙ্গলস্বরূপ শিব যে অমঙ্গল-স্বরূপ, ইহা আপনি ব্যতীত ব্রহ্মাদি অপর কেহই জানেন না। পরন্তু তাঁহারা সেই শিবের চরণ-বিগলিত নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদুক্তং শিবাপদেশো হ্যশিব ইতি যচ্চোক্তং প্রেতাবাসেষ্বিত্যাদি তদাক্ষিপন্ত্যাহ—যো জটা অবকীর্য্য শ্মশানেঽবসৎ, তস্য শ্মশানস্য মাল্যানি ভস্মানি নৃকপালানি চ ভূষণত্বেন সন্তি যস্য তং শিবাখ্যম্ অশিবং ত্বত্তোঽন্যে ব্রহ্মাদয়ো ন বিদুঃ, কিং বিদন্ত্যেবেতি চেৎ, ন। তথা সতি তেষাং তদ্দাস্যানুপপত্তেরিত্যাহ—তচ্চরণাদবসৃষ্টং গলিতং নির্ম্মাল্যং যে মূর্দ্ধভির্ধারয়ন্তি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর তুমি যে বলিয়াছ—'শিবাপদেশো হ্যশিবঃ (৪।২।১৫), যাঁহার শিব (মঙ্গলময়)—এইনাম ব্যবহারমাত্র, বস্তুতঃ 'অশিবঃ', অমঙ্গলরূপই, এবং 'প্রেতাবাসেষু' (৪।২।১৪) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্মশানে শ্মশানে ভয়ঙ্কর ভূত-প্রেতগণে পরিবৃত হইয়া উলঙ্গ ও অপরিষ্কৃত কেশে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করেন—এই বাক্যের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন 'কিংবা' ইত্যাদি। যিনি জটাজাল বিস্তার করিয়া শ্মশানে বাস করেন, এবং সেই শ্মশানের মাল্য, ভস্ম, মৃত মনুষ্যের কপাল (মাথার খুলি) আভরণের নিমিত্ত ধারণ করিয়া থাকেন, সেই মঙ্গলময় 'শিব' যে অশিব (অমঙ্গলস্বরূপ)—ইহা তুমি ব্যতীত অপর কেহই জানেন না। যদি বল—তাঁহারা বিদিতই আছেন, তাহাতে বলিতেছেন—না, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের তাঁহার প্রতি দাস্যত্ব যুক্তিসঙ্গত হয় না, ইহা বলিতেছেন—'তচ্চরণাবসৃষ্টং'—সেই শিবের পাদপদ্ম হইতে 'অবসৃষ্ট' অর্থাৎ গলিত নির্ম্মাল্য তাঁহারা সাদরে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥১৬॥

মধ্ব—ব্রহ্মাদয়ো ব্রহ্মপুত্রাঃ।

সুপর্ণ-শেষপ্রাণেশ-ব্রহ্মবিষ্ণূন্ গিরাং শ্রিয়ম্।

ঋতে ন নমন্তি নো রুদ্রং ক এব পুরুষার্থভাক্ ॥

ইতি গারুড়ে ॥ ১৬ ॥

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মাবিতরি (ধর্ম্মরক্ষকে) ঈশে (স্বামিনি) অশৃণিভিঃ (নিরঙ্কুশৈঃ) নৃভিঃ অস্যমানে (অধিক্ষিপ্যমানে নিন্দ্যমানে সতি) যৎ অকল্পঃ (যদি মর্ত্তুং মারয়িতুং বা ন কল্পঃ সমর্থঃ ভবতি, তদা) কর্ণৌ পিধায় (আচ্ছাদ্য) নিরিয়াৎ (নির্গচ্ছেৎ)। (তদ্দণ্ডনে) প্রভুঃ (সমর্থঃ) চেৎ (যদি, তদা তু) রুষতীম্ (অকল্যাণবাদিনীম্) ততো (অতএব) অসতাং (দুষ্টানাং নিন্দকানাং) জিহ্বাং প্রসহ্য (বলাৎকারেণ) ছিন্দ্যাৎ (যদি জিহ্বাচ্ছেদে প্রবৃত্তঃ ন ভবেৎ, তর্হি) অসূন্ অপি (প্রাণান্ অপি) বিসৃজেৎ (ত্যজেৎ) সঃ (এব) ধর্ম্মঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কোন দুর্দ্দান্তব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাসের সেই নিন্দককে মারিতে কিম্বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রভুভক্তের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বং সাধূন্ লক্ষয়ন্তী পরেষু দোষদর্শনং নিষিদ্ধ্যসি, অথচ মাং বিপ্রং প্রজাপতিপতিত্বেন

জগৎপূজ্যং পিতরমপি নিন্দসীতি ত্বমপ্যসাধুতরৈবেতি তত্র সম্প্রতি নিন্দায়াঃ কা বার্ত্তা শিবদ্বিষং ত্বাং যদহং ন হন্মি, এষ মে মহাপরাধ ইত্যত্র ধর্ম্মতত্ত্বং শৃণ্বিত্যাহ —কর্ণাবিতি। ধর্ম্মাবিতরি ধর্ম্মরক্ষকে মহত্তমে ঈশে স্বামিনি অশৃণিভির্নিরঙ্কুশৈর্নৃভিরস্যমানে অধিক্ষিপ্যমাণে সতি কর্ণৌ পিধায় নিরিয়ান্নির্গচ্ছেৎ। যৎ যদি অকল্পঃ হন্তুং মর্ত্তুং বা যদি ন সমর্থঃ স্যাৎ। প্রভুশ্চেদ্যদি চ সমর্থস্তদা অসতাং নিন্দকানাং রুষতীমকল্যাণবাদিনীং জিহ্বাং প্রসহ্য বলাদেব ছিন্দ্যাত্ততোঽপি নিন্দাশ্রবণপ্রায়শ্চিত্তং কুর্ব্বন্ স্বয়ং প্রাণান্ বিসৃজেৎ ; যদ্বা, জিহ্বাচ্ছেদনাদ্‌যদি স নিন্দকঃ প্রাণান্ বিসৃজেৎ তদা ধর্ম্মঃ তস্যানন্তনরকভোগপ্রশমনাত্তদ্বধলক্ষণোঽধর্ম্মো ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্রেয়ং ব্যবস্থা— ক্ষত্রিয়স্য দণ্ডেঽধিকারাৎ স এব নিন্দকজিহ্বাং ছিন্দ্যাৎ ; অপরেষামন্যদণ্ডেঽনধিকৃতাং ত্রয়াণাং মধ্যে বৈশ্যশূদ্রৌ তনুত্যাগরূপং স্বদণ্ডমেব কুর্য্যাতাম্ ; ব্রাহ্মণস্য শরীরদণ্ডানৌচিত্যাৎ স তু কর্ণৌ পিধায় বিষ্ণুং স্মরন্নির্গচ্ছেদিতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, তুমি সাধুগণের মহিমা বর্ণনে পরের দোষ-দর্শন নিষেধ করিতেছ, অথচ যিনি ব্রাহ্মণ, প্রজপতিগণের পতিরূপে সমস্ত জগতের পূজ্য, নিজ পিতা আমাকেও নিন্দা করিতেছ, অতএব তুমিও অসাধুতরা—ইহাতে (সতীদেবী) বলিতেছেন—সম্প্রতি কেবল তোমার নিন্দার কি কথা, শিব-বিদ্বেষী তোমাকে যে আমি বধ করি নাই, ইহাই আমার মহান্ অপরাধ হইয়াছে, এই বিষয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব (ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য) শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'কর্ণৌ' ইত্যাদি। 'ধর্ম্মাবিতরি'— ধর্ম্মের অবিতা অর্থাৎ রক্ষক, মহত্তম, 'ঈশে'—নিজ স্বামীর প্রতি 'অশৃণিভিঃ'—নিরঙ্কুশ (অনিবারিত, উৎপথগামী) ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যদি নিন্দা করা হয়, তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া যাইবে, 'যদকল্পঃ'—যদি নিন্দাকারীকে হত্যা করিতে অথবা নিজে মরিতে অসমর্থ হও। 'প্রভুঃ চেৎ'— আর যদি সমর্থ হও, তবে 'অসতাং'—সেই নিন্দকগণের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে, 'প্রসহ্য'—বলপূর্ব্বকই 'ছিন্দাৎ'—ছেদন করিবে, এবং তাহার পর নিন্দাশ্রবণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত নিজেও প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। অথবা—জিহ্বা ছেদনের দ্বারাই যদি সেই নিন্দাকারী প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে স ধর্ম্মঃ'—তাহা ধর্ম্মই হইবে, কারণ তাহাতে সেই নিন্দকের অনন্ত নরকভোগের প্রশমনই হইয়া থাকে, অতএব তাহার বধরূপ অধর্ম্ম হইবে না—এই অর্থ। এই বিষয়ে শাস্ত্রের এইরূপ ব্যবস্থা—ক্ষত্রিয়ের দণ্ডপ্রদানে অধিকারহেতু, সেই ক্ষত্রিয়ই নিন্দকের জিহ্বা ছেদন করিবে। অন্যের প্রতি দণ্ডদানে অনধিকৃত অপর তিনটি বর্ণের মধ্যে বৈশ্য এবং শূদ্র দেহত্যাগরূপ নিজেরই দণ্ড বিধান করিবে। ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডের অনৌচিত্যহেতু, তিনি কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করতঃ সেখান হইতে চলিয়া যাইবেন ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—যদি দেবাচ্চ ঋষ্যাদ্যা নিন্দ্যন্তে যত্র কুত্রচিৎ।
ন তাবতা গুণৈর্হীনাঃ স্থিতপ্রজ্ঞাহিতে মতাঃ ॥
যথাযোগ্যং তু তাৎপর্য্যং নিন্দায়া অন্যদেব তু।
ইতি গারুড়ে ॥ ১৭ ॥

তথ্য—"বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণেঽপি দোষঃ উক্তঃ— 'নিন্দাং ভাগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ ॥' ইতি। ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব। সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা ; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভে নামাপরাধান্তর্গত-সাধুনিন্দাবর্ণনপ্রসঙ্গে ২৬৫ সংখ্যা) ॥ ১৭ ॥

বিবৃতি—বর্ণধর্ম্মে অবস্থিত জনগণ বর্ণবহির্ভূত সমাজের গুরু। বণিগণের গুরু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণবধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা—আচার্য্য। যেখানে আচার্য্যপ্রভুর নিন্দা, সেইস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ; সমর্থ হইলে নিন্দক-জিহ্বা অপসারিত করিবে ; অসমর্থ হইলে হৃদয়ের দুঃখে মরিয়া যাইবে। মনোধর্ম্মজীবিগণ বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিমুখ হইয়া নানাপ্রকার নশ্বর বিচারে ব্যাপারসমূহ দর্শন করে। তৎফলে তাহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। উহারা পরস্পর মনোধর্ম্মবশে বিপদ্ উপস্থাপিত করিলে সত্যবস্তুর কোনও হানিজনক ভাব ঘটে না ; পরন্তু উহাদের মধ্যে বিবাদের চেণ্টা বৃদ্ধি পাইয়া কোনও সুফল উৎপন্ন করে না। এজন্যই ঈশ্বর-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিবার বিধি শাস্ত্রে বিহিত আছে। বিদ্বেষিজনে উপেক্ষা

অর্থাৎ অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবের আচার। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতি-বিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।"
"যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গি-সঙ্গতঃ ॥১৭॥"

———

অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং
ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ।
জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো
জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (হেতোঃ) শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ (শিবনিন্দকস্য) তব (দেহাৎ) উৎপন্নম্ ইদং কলেবরং (দেহং) ন ধারয়িষ্যে, হি (যস্মাৎ) মোহাৎ (প্রমাদাৎ) জগ্ধস্য (ভক্ষিতস্য) জুগুপ্সিতস্য (নিন্দিতস্য) অন্ধসঃ (অন্নস্য) উদ্ধরণম্ (উদ্‌বমনম্ এব) বিশুদ্ধিং (শুদ্ধিকারণং) প্রচক্ষতে ॥ ১৮॥

অনুবাদ—অতএব শিববিদ্বেষী আপনার ঔরস-জাত আমার এই দেহকে আমি আর ধারণ করিব না। যদি অজ্ঞানবশতঃ কেহ কোনও নিন্দিত বস্তু ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে বমনদ্বারাই তাহার বিশুদ্ধি হয়—ইহাই পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অহন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যাৎ সর্ব্বসামর্থ্যাচ্চ ত্বাং স্বঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডকোটীরপি হন্তুং শক্নুবত্যপি স্বভার্য্যাদ্বারা শিব এব দক্ষং জঘানেতি শিবযশোহানি-ভীত্যা ত্বাং ন হন্মি, স্বপ্রায়শ্চিত্তন্তু করিষ্যাম্যেবেত্যরে পাপিন্, স্বচক্ষুর্ভ্যাং পশ্যেত্যাহ—অত ইতি। তব ত্বত্তঃ প্রমাদাদ্গৃহীতস্যাপবিত্রবস্তুনস্ত্যাগং বিনা ন শুদ্ধিরিত্যর্থান্তরন্যাসেনাহ—জগ্ধস্য ভুক্তস্যান্ধসোঽন্নস্য উদ্ধরণং বমনম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর, আমি সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বসামর্থ্য-হেতু তোমাকে, নিজেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বিনাশ করিতে সক্ষমা হইয়াও, 'স্বপত্নীর দ্বারা শিবই দক্ষকে হত্যা করিয়াছেন'—এইরূপ শিবের যশোনাশের ভয়ে তোমাকে বিনাশ করিব না, কিন্তু নিজের প্রায়শ্চিত্ত করিবই, ওরে পাপিন্! নিজ চক্ষুর্দ্বয়ের দ্বারাই দর্শন কর—ইহা বলিতেছেন, 'অতঃ' ইতি। (অতএব নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী তোমা হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে), তাহা প্রমাদবশতঃ গৃহীত অপবিত্র বস্তুর ত্যাগ ব্যতিরেকে শুদ্ধি হয় না, ইহা অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের দ্বারা বলিতেছেন—'জগ্ধস্য'—মোহবশতঃ ভুক্ত অন্নের বমনই শুদ্ধির কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। ["সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি" ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যে বা বৈধর্ম্ম্যে যে স্থলে সামান্যদ্বারা বিশেষ, অথবা বিশেষদ্বারা সামান্য সমর্থিত হয়, তাহাকে 'অর্থান্তরন্যাস' অলঙ্কার বলে। এখানে মোহবশতঃ নিন্দিত ভক্ষ্য বস্তুর বমনের দ্বারা বিশুদ্ধি—এই সামান্য বচনের দ্বারা, শিববিদ্বেষী পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত স্বকীয় দেহের ত্যাগরূপ বিশেষ কর্ম্ম সমর্থিত হওয়ায় 'অর্থান্তরন্যাস' অলঙ্কার হইয়াছে।] ॥ ১৮ ॥

বিবৃতি—হরিজনবিদ্বেষী যতই কেন না নিকট-আত্মীয় হউন্, তাঁহার সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। এমন কি, "পিতা ন স স্যাৎ, জননী ন সা স্যাৎ"—শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে গুরুব্রুবসঙ্গ পর্য্যন্ত অবশ্য বর্জ্জনীয়। হরিবিমুখ নিজজনেও স্নেহবিশিষ্ট হইলে হরিসেবা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। অনেকে মূঢ়তা-বশতঃ মনে করেন যে, জনক-জননী হইতে যখন শরীর উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তখন আকর-বস্তুর অবজ্ঞায় অকৃতজ্ঞতা হইবে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে যাহারা 'আমি' বুদ্ধি করে, তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও বিবর্ত্তবাদী। মায়ামূঢ় ব্যক্তিসকল ভগবান্ ও হরিজনকে মায়িক মনে করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হয়। দক্ষকন্যা সতী হরিভক্তিমতী বলিয়া বৈষ্ণবলঙ্ঘন সন্দর্শন করিয়া তাঁহার জনকের সঙ্গ পরিবর্জ্জন-বাসনায় নশ্বর দেহ ছাড়িয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন। বৈষ্ণবানুগা সতী বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের সঙ্গে মুহূর্ত্তকালও থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। "বরং হুতবহজ্বালা" শ্লোকের

মর্ম্মানুসারে বৈষ্ণবপত্নীর পক্ষে বৈষ্ণব-পতির আনুগত্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হওয়াই পরম সঙ্গত। প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফলে দক্ষগৃহে হরিজনভক্তিপরায়ণা দেবীর জন্মপরিগ্রহণ অযুক্ত বলিয়া স্থির হওয়ায় অখাদ্যভোজন হইতে যেরূপ বমন করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে হয়, তদ্রূপ ইনি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে স্থলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার পরিবর্তে তাঁহাদের গর্হণ হয়, তথায় আত্মবিদের অবস্থান কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৮ ॥

ন বেদবাদাননুবর্ত্ততে মতিঃ
স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ।
যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক্
স্ব এব ধর্ম্মে ন পরং ক্ষিপেৎ স্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—স্বে এব লোকে (স্বাত্মনি এব) রমতঃ (রমমাণস্য) মহামুনেঃ (শ্রীশিবাদেঃ) মতিঃ বেদবাদান্ (বিধিনিষেধরূপান্) ন অনুবর্ত্ততে (ন অনুসরতি) যথা দেবমনুষ্যয়োঃ গতিঃ পৃথক্ এব (দেবানাম্ আকাশে এব মনুষ্যাণাং ভূমৌ এব) (অতএব) স্বে এব ধর্ম্মে (প্রবৃত্তিলক্ষণে নিবৃত্তিলক্ষণে বা) স্থিতঃ (সন্) পরম্ (অন্যং ধর্ম্মং পুরুষং বা) ন ক্ষিপেৎ (ন নিন্দেৎ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যিনি আত্মানন্দেই বিভোর এবং সম্যক্ বিরক্ত পুরুষ, তাঁহার বুদ্ধি কখনও বেদোক্ত বিধি-নিষেধে অনুবর্ত্তী হয় না। যেরূপ দেবতা ও মনুষ্যের গতি পরস্পর পৃথক্, তদ্রূপ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত-ধর্ম্ম-যাজীর প্রয়োজনপ্রাপ্তির তারতম্য। অতএব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি-লক্ষণাত্মক ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তি অপর পুরুষ বা অপরের ধর্ম্মকে নিন্দা করিবে না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—দেহং ত্যজাম্যেব কিন্তু ত্বয়া শাস্ত্রার্থমবিদুষা ভগবতি শ্রীরুদ্রে নির্দ্দোষেহপ্যারোপিতং লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয় ইত্যাদিদোষকণ্টকমুদ্ধৃত্যৈবেত্যাহ, নেতি। স্ব এব লোকে স্বাত্মন্যেব রমমাণস্য মহামুনের্মতির্বেদবাদান্ বিধিনিষেধরূপান্ অনু লক্ষ্যীকৃত্য ন বর্ত্ততে তত্রানধিকারাদেবেতি ভাবঃ। যদুক্তং —"কুশলাচরিতেনৈষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে। বিপর্য্যয়েণ বানর্থঃ" ইতি "স্বৈরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহ্যমানা" ইতি। অতো মুক্তানাং বদ্ধানাঞ্চ মিথঃ পৃথগেব গতিরিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথেতি। অতএব স্বে স্বীয়ে ধর্ম্মে স্থিতঃ পরং ন ক্ষিপেদিতি বিধিঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবেই, কিন্তু শাস্ত্রার্থ অবগত না হইয়া তুমি নির্দোষ ভগবান্ শ্রীরুদ্রে যে দোষ আরোপণ করিয়াছ, 'লুপ্তক্রিয়ায় অশুচয়ে' (৪।২।১৩), অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-বর্জ্জিত, অশুচি ইত্যাদি, সেই দোষকণ্টক উদ্ধার করিয়াই, ইহা বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'স্ব এব লোকে'—যিনি নিজের আত্মাতে (নিজের উপাস্য ভগবান্ বাসুদেবে) রমমাণ, মহামুনি (মননশীল ভগবদ্ধ্যান-নিষ্ঠ), তাঁহার মতি 'বেদবাদান্'—বিধি-নিষেধরূপ বেদবাক্যের অনুগামী হয় না, সেই বিধি-নিষেধে তিনি অনধিকারী বলিয়াই—এই ভাব। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—"কুশলাচরিতেনৈষাম্" (১০।৩৩।৩২) এবং "স্বৈরং চরন্তি মুনয়োহপি" (১০।৩৩।৩৪) ইত্যাদি, অর্থাৎ এই জগতে অহঙ্কারশূন্য এই-সকল পুরুষের ধর্ম্মাচরণে কোন স্বার্থ নাই এবং অধর্ম্ম আচরণেও কোনপ্রকার অনর্থ হয় না। সেই-রূপ, যাঁহার পাদপদ্মরেণুর সেবায় ভক্ত পরিতৃপ্ত হইয়া, যোগবলে যাঁহাকে পাইয়া যোগীসকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এবং যাঁহার তত্ত্ব জানিয়া জ্ঞানিগণ বন্ধন-শূন্য হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, ইত্যাদি। অতএব মুক্তগণের ও বদ্ধ জীবগণের পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ গতি—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যথা, যেমন দেবতা ও মনুষ্যের পৃথক্ গতি, তদ্রূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের গতি পৃথক্। অতএব 'স্বে এব ধর্ম্মে'—নিজ নিজ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, অপর ব্যক্তির বা অপর ধর্ম্মের নিন্দা কখনও করিবে না—ইহাই শাস্ত্রের বিধান ॥ ১৯ ॥

তথ্য—গীতা ৩।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য এবং (ভাঃ ৬।৯।৫০)—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোহপথ্যং বাঞ্ছতোহপি ভিষক্তমঃ ॥১৯॥

বিবৃতি—জগতে সৃষ্টি দ্বিবিধ—পারমার্থিক বিষ্ণুভক্ত দৈবসৃষ্টির অন্তর্গত এবং আসুর-সৃষ্টিতে ভোগময় বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মফলবাদি-স্মার্ত্তগণ অবস্থিত। অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত স্মার্ত্তকুলের ধর্ম্ম ও নিত্য হরিসেবাপর-

চেষ্টাবিশিষ্ট পারমার্থিকগণের লক্ষ্য বস্তু—পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থিত। দেহারামি-ব্যক্তি-সকল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ঈশ্বরবিমুখ। পারমার্থিকগণ আত্মারাম, অনাত্মবস্তুর ভোগে নিস্পৃহ, কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত ; সুতরাং প্রাপঞ্চিক-বিচারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-লক্ষণে পরস্পরের বিচার বিভিন্নভাবে অবস্থিত। অতএব পরস্পরের নিন্দা করা বিহিত নহে ॥ ১৯ ॥

কর্ম্ম প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তমপ্যৃতং
বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্।
বিরোধি তদ্‌যৌগপদৈককর্ত্তরি
দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম নর্চ্ছতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—উভয়লিঙ্গং (রাগবৈরাগ্যলক্ষণং চিহ্নং) প্রবৃত্তম্ (অগ্নিহোত্রাদিস্বর্গসাধনং) নিবৃত্তং (শম-দমাদি) দ্বয়ং (দ্বিধাপি) কর্ম্ম ঋতং (সত্যম্ এব), (যতঃ) বিবিচ্য (বিভজ্য) বেদে আশ্রিতং (বিহি-তং) যৌগপদৈক-কর্ত্তরি (যৌগপদেন যুগপৎ সমম্ একস্মিন্ কর্ত্তরি, যথা) তৎ (কর্ম্মদ্বয়ং) বিরোধি (ভবতি) তথা ব্রহ্মণি (শিবে) (কিঞ্চিৎ অপি কর্ম্ম) ন ঋচ্ছতি (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—প্রবৃত্ত অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, নিবৃত্ত অর্থাৎ শমদমাদি উভয়বিধ কর্ম্মই সত্য বটে ; কারণ বেদে বিশেষ বিবেচনার পর উভয়বিধ কর্ম্মেরই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে ; আবার ঐ উভয়বিধ কর্ম্ম যুগপৎ এক কর্ত্তাতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ভোগ ও বিরাগ—উভয়ই প্রাকৃত ; সুতরাং বৈষ্ণব-রাজ শিবে ভগবৎসেবা ব্যতীত প্রাকৃত কর্ম্ম সম্ভব নহে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু প্রবৃত্তং কর্ম্ম শিবো মা করোতু নিবৃত্তং কথং ন করোতীত্যত আহ—কর্ম্ম প্রবৃত্তমগ্নি-হোত্রাদি ; নিবৃত্তং শমদমাদি ঋতং সত্যমেব ; যতঃ বেদে আশ্রিতং বিহিতং তচ্চ বিবিচ্য অধিকারব্যবস্থৈব ন ত্ববিশেষেণ ব্যবস্থামেবাহ উভয়ং রাগো বৈরাগ্যঞ্চ চিহ্নং যত্র তৎ। রাগে সত্যগ্নিহোত্রাদি বৈরাগ্যে সতি শমদমাদীনি বিবিচ্যাধিকারিদ্বয়ে ব্যবস্থিতমিত্যর্থঃ। তৎ কর্ম্মদ্বয়ং যৌগপদেন যৌগপদ্যেনৈকস্মিন্ কর্ত্তরি বিরোধি রাগবতি নিবৃত্তং বিরোধি বৈরাগ্যবতি প্রবৃত্তং বিরোধি অবিহিতমিত্যর্থঃ। তথৈব ব্রহ্মণি তৎদ্বয়ং প্রবৃত্তং নিবৃত্তঞ্চেত্যুভয়মপি ন ঋচ্ছতি নাপ্নোতি। যথা প্রবৃত্তনিবৃত্তয়োঃ পরস্পরধর্ম্মাকরণে ন প্রত্যবায়স্ত-থৈবেশ্বরস্য তদুভয়কর্ম্মাকরণেঽপীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্ম শিব না করুন, কিন্তু নিবৃত্তি কর্ম্ম কিজন্য করেন না ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কর্ম্ম প্রবৃত্তম্'—প্রবৃত্ত কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি এবং নিবৃত্ত কর্ম্ম শম, দমাদি—এই উভয়বিধ কর্ম্মই 'ঋতং'—সত্যই, যেহেতু বেদে 'আশ্রিতং'—বিহিত এবং তাহা 'বিবিচ্য' —অধিকারভেদে বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থিত হইয়াছে, কিন্তু অবিশেষভাবে (সর্ব্বসাধারণভাবে সকলের জন্যই) ব্যবস্থা করা হয় নাই, ইহা বলিতেছেন—'উভয়লিঙ্গং'—উভয় রাগ (আসক্তি) এবং বৈরাগ্য—ইহা চিহ্ন যেখানে, তাদৃশ কর্ম্ম। যদি আসক্তি থাকে, তবে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, আর বৈরাগ্য হইলে শম, দমাদি—ইহা অধিকারিদ্বয়ে (পৃথক্ পৃথক্) ব্যবস্থিত হইয়াছে—এই অর্থ। 'তৎ'—সেই উভয়বিধ কর্ম্ম, 'যৌগপদৈক-কর্ত্তরি'—যুগপদের ভাব যৌগপদ্য, তাহার দ্বারা অর্থাৎ এককালাবচ্ছেদে। একই সময়ে একই কর্ত্তাতে, 'বিরোধি'—পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন রাগযুক্ত পুরুষে নিবৃত্ত কর্ম্ম বিরোধি এবং বিরক্তপুরুষে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বিরোধি অর্থাৎ অবি-হিত, এই অর্থ। 'তথা ব্রহ্মণি'—সেইরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপে (শিবে)—ঐ দুই কর্ম্মই প্রবৃত্ত এবং নিবৃত্ত, এই উভয়বিধই, 'ন ঋচ্ছতি'—প্রাপ্ত হয় না। 'যথা প্রবৃত্ত-নিবৃত্তয়োঃ'—যেরূপ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কর্ম্মের মধ্যে পরস্পর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না, তদ্রূপই ঈশ্বরের সেই উভয়-বিধ কর্ম্ম না করিলেও (কোন প্রত্যবায় হয় না)—এই ভাব ॥ ২০ ॥

মধ্ব—আব্রহ্মণি সম্যগ্ জ্ঞানিনি।

আব্রহ্মস্থিতধীর্জীবন্মুক্তশ্চেত্যভিধীয়তে।
যস্তস্য ন নিবৃত্তঞ্চ প্রবৃত্তং কর্ম্ম চেষ্যতে ॥
যৎ তু দেবাঃ প্রকুর্ব্বন্তি স মহানিয়মঃ স্মৃতঃ।
স্বর্গাদ্যর্থং প্রবৃত্তং স্যান্নিবৃত্তং মুক্তয়ে তু যৎ।
স মহানিয়মো নাম কর্ম্ম যত্ত্বাধিকারিকম্ ॥

মহতো নিয়মাদ্বিষ্ণোঃ প্রীত্যামুক্তৌ সুখোন্নতিঃ।
কেচিৎ নিবৃত্তমিত্যাহুর্ম্মহানিয়মমপ্যুত ॥
ইতি ভবিষ্য-পুরাণে ॥ ২০ ॥

বিবৃতি—স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের উন্নতি-কামনায় যে নশ্বর কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাকে 'প্রবৃত্ত-পর কর্ম্ম' কহে। বাহ্য জগতের ফলভোগস্পৃহা-রহিত শমদমাদি ত্যাগপর ব্যাপার 'নিবৃত্তি' নামে অভিহিত। এই উভয় কথাই বিষয়াভিনিবিষ্ট কর্ম্মী ও ত্যাগি-গণের জন্য বেদে বিহিত আছে। হরিজন শম্ভুর সম্বন্ধে এই দুই প্রকার বিধি বিহিত হইতে পারে না। তিনি মহাভাগবত ও মুক্তপুরুষ ঈশ্বর বস্তু। "ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু"—এই-বাক্যের বিচারানুসারে বৈষ্ণব জড়ভোগ ও জড়ত্যাগ—উভয় কর্ম্ম হইতেই স্বতন্ত্র ॥ ২০ ॥

———

মা বঃ পদব্যঃ পিতরস্মদাস্থিতা
যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ।
তদন্নতৃপ্তৈরসুভৃদ্ভিরীড়িতা
অব্যক্তলিঙ্গা অবধূতসেবিতাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পিতঃ, অস্মদাস্থিতাঃ (অস্মা-ভিঃ আশ্রিতাঃ) পদব্যঃ (অণিমাদিসমৃদ্ধয়ঃ) বঃ (যুষ্মাকং) মা (ন সন্তি) যাঃ (অস্মাকং পদব্যঃ) যজ্ঞশালাসু ন (সন্তি)। (তথা ন) তদন্নতৃপ্তৈঃ (তস্য যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনা অন্নেন তৃপ্তৈঃ) অসুভৃদ্ভিঃ (প্রাণপোষকৈঃ এব) ধূমবর্ত্মভিঃ (ধূমমার্গৈঃ) ন ঈড়িতাঃ (ন স্তুতাঃ), (কিন্তু) অব্যক্তলিঙ্গা (ন ব্যক্তং লিঙ্গং হেতুঃ যাসাং তাঃ) অবধূতসেবিতাঃ (অবধূতৈঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সেবিতাঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে পিতঃ, আমাদের আশ্রিত অণিমাদি সমৃদ্ধি আপনাদিগের মধ্যে নাই; আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য যজ্ঞশালাতেই আবদ্ধ থাকে, অগ্নিগণই সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন, তাঁহারা ঐ সকলের প্রশংসা করেন না। কিন্তু অলক্ষ্য-প্রভাব ঐ সকল ঐশ্বর্য্য চতুঃসন নারদাদি অবধূতগণ দ্বারা সেবিত ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত পুত্রিকে মমৈবৈতদভাগ্যং যৎ পর-মাঢ্যতমস্য সদাচারস্য মম কন্যা ত্বং ভিক্ষুক-কদাচার-গৃহে পতিতাসি। তদপি সর্ব্বগুণশীলনিধিস্তং স্বভর্ত্তুর-পকর্ষং যন্ন সহসে, তত্তব পতিব্রতাচূড়ামণেরুচিত-মেবেতি; তত্র সভর্ৎসনমাহ—মেতি। হে পিতঃ, অস্মাভিরাস্থিতা আশ্রিতাঃ পদব্যঃ অণিমাদিসিদ্ধৈশ্বর্য্য-বৈরাগ্যজ্ঞানপ্রেমাদিসুখবত্যঃ বো যুষ্মাকং মা। জন্মকোটিভিরপি ন ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। ননু কুত এবং ব্রূষে, তাঃ সিদ্ধয়োঽপ্যস্মাকং সন্ত্যেব? নেত্যাহ—যাঃ পদব্যো যজ্ঞশালাসু ন সম্ভবন্তি, তদন্নতৃপ্তৈরু-দরম্ভরৈঃ কাকতুল্যৈর্ধূমবর্ত্মভিঃ কর্ম্মিভির্ন স্তুতাঃ, কিন্ত্বব্যক্তলিঙ্গাস্তাদৃশৈরলক্ষ্যপ্রভাবা অবধূতৈঃ সন-কাদি-নারদাদ্যৈঃ সেব্যন্তে। বর্ত্তমানে ক্তঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায় কন্যে! আমারই এই দুর্ভাগ্য যে পরম আঢ্যতম (ঐশ্বর্য্যশালী) সদাচার-পরায়ণ আমার কন্যা তুমি, ভিক্ষুক ও কদাচারপরা-য়ণের গৃহে পতিতা হইয়াছ। তথাপি সর্ব্বগুণ ও শীলনিধি তুমি নিজ পতির অপকর্ষ যে সহ্য কর না, তাহা তোমার ন্যায় পতিব্রতাশ্রেষ্ঠার উচিতই, তাহার উত্তরে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—'মা' ইত্যাদি। হে পিতঃ! 'অস্মদাস্থিতাঃ'—আমাদের দ্বারা আশ্রিত, 'যাঃ পদব্যঃ'—যে সকল অণিমাদি সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও প্রেমাদি সুখস্বরূপ পদবী, তাহা তোমাদের নাই, অর্থাৎ কোটি কোটি জন্মেও তোমরা তাহা লাভ করিতে পারিবে না—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখ, কিজন্য এইপ্রকার বলিতেছ, সেই সমস্ত সিদ্ধিগুলিও আমাদের রহিয়াছে। তাহাতে বলিতেছেন—না, সেই সকল পদবী যজ্ঞশালাতে উৎ-পন্ন হয় না। (তোমাদের সম্পদ্ যজ্ঞশালাতেই কর্ম্ম-কাণ্ডপথাশ্রিত যজ্ঞান্ন পরিপুষ্ট ব্যক্তিরাই সেবা করিয়া থাকে), কিন্তু যজ্ঞশালায় উৎপন্ন অন্নের দ্বারা উদ-রম্ভরী কাকতুল্য ধূমবর্ত্ম, অর্থাৎ কামনাপূর্ণ হৃদয়-বিশিষ্ট কর্ম্মিগণের দ্বারা কখনও স্তুত হয় না, সেই সম্পদ্ 'অব্যক্তলিঙ্গাঃ'—সেইসকল কর্ম্মিগণের অজ্ঞাত প্রভাব। 'অবধূতসেবিতাঃ'—তাহা অবধূত (ব্রহ্ম-বাদী) সনকাদি ও নারদ প্রভৃতির দ্বারাই সেবিত হইয়া থাকে। 'সেবিত'—ইহা বর্ত্তমানে ক্ত-প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহারা নিরন্তর উহার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বিবৃতি—ধূম্রাদি (কর্ম্ম) মার্গের পথিকগণ যে

সম্পত্তিকে বহুমানন করেন, তাহা ব্রহ্মজ্ঞের সেব্য পদবী নহে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ২১ ॥

নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো
দেহোদ্ভবেনালমলং কুজন্মনা ।
ব্রীড়া মমাভূত কুজনপ্রসঙ্গত-
স্তজ্জন্ম ধিগ্ যো মহতামহ্যদ্যকৃৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) হরে (শিবে), কৃতাগসঃ (কৃতাপরাধস্য তব) দেহোদ্ভবেন (দেহাৎ উদ্ভবঃ যস্য তেন) (অতএব) কুজন্মনা (কুৎসিৎজন্মনা) এতেন দেহেন অলম্ অলং (প্রয়োজনং নাস্তি); কুজনপ্রসঙ্গতঃ (কুজনস্য তব প্রসঙ্গাৎ সম্বন্ধাৎ) মম ব্রীড়া (লজ্জা) অভূৎ। (অতঃ) যঃ (ত্বং) মহতাং (শিবাদীনাং) অহৃদ্যকৃৎ (অপ্রিয়কর্ত্তা), তৎ জন্ম ধিক্ (তস্মাৎ যৎ মমজন্মতৎ ধিক্, ত্বৎসম্বন্ধাৎ অশ্লাঘ্যম্ ইতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অধিক কি, আপনি শিববিদ্বেষী; অতএব আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন আমার এই কুৎসিত দেহে কোনও প্রয়োজন নাই; আপনি কুজন, আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিতা রহিয়াছি। মহজ্জনের অপ্রিয়কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয় সেই জন্মে ধিক্ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং দক্ষং বিনিন্দ্য তৎসম্বন্ধাৎ স্বদেহং নিন্দতি—নৈতেনেতি। এতেন মম দেহেন ন অলম্ অপিত্বলমলমেব। কুতঃ? হরে শিবে, কৃতাগসস্তব দেহাদুদ্ভূতেন যো মহতামবদ্যাকৃৎ ভক্তাপরাধী এতৎ জন্ম ধিক ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে দক্ষকে নিন্দা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধ-বশতঃ নিজ দেহেরও নিন্দা করিতেছেন—'ন এতেন', ইত্যাদির দ্বারা। তোমার দেহ হইতে উৎপন্ন আমার এই দেহে কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহার দ্বারা যথেষ্টই হইয়াছে। 'হরে'—শিবের প্রতি, 'কৃতাগসঃ'—অপরাধকারী তোমার দেহ হইতে উৎপন্ন যে জন্ম, তাহা ধিক্, অর্থাৎ যিনি মহদ্‌গণের নিন্দাকারী, ভক্তের প্রতি অপরাধী, তাহা হইতে এই জন্ম ধিক্ অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধ-বশতঃ অশ্লাঘ্য, এই অর্থ ॥ ২২ ॥

গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো
দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা সুদুর্ম্মনাঃ ।
ব্যপেতনর্ম্মস্মিতমাশু তদ্ধ্যহং
ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (কদাচিৎ পরিহাস সময়ে) ভগবান্ বৃষধ্বজঃ (শ্রীশিবঃ, মাং) দাক্ষায়ণী ইতি (সম্বোধয়ন্) ত্বদীয়ং গোত্রং (তৎসম্বন্ধবাচকং নাম) আহ, (তদা) অহং ব্যপেতনর্ম্মস্মিতং (অপগতপরিহাসহাস্যং যথা ভবতি তথা হাস্যাদিকং ত্যক্ত্বা) সুদুর্ম্মনাঃ (অতি-দুঃখিতচিত্তা ভবামি)। তৎ (তস্মাৎ) হি (নিশ্চিতং) ত্বদঙ্গজং (তব দেহাৎ উৎপন্নং) কুণপং (মৃততুল্যম্) এতৎ (শরীরম্) আশু (সত্বরং) ব্যুৎস্রক্ষ্যে (অহম্ ত্যক্ষ্যামি) ॥২৩॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যশালী বৃষকেতু শিব যখন পরিহাসচ্ছলে আমাকে 'দক্ষনন্দিনী' বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আপনার সহিত আমার সম্বন্ধের কথা মনে হইলে, আমি অতিশয় দুঃখিত-চিত্তা হইয়া পড়ি; রহস্যের সময় হইলেও আমি আর তখন হাস্য করিতে পারি না। অতএব আমি আপনার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন মৃতদেহের ন্যায় এই ঘৃণিত দেহকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, পরিহাসাদিষু ত্বদীয়ং ত্বৎসম্বন্ধজ্ঞাপকং গোত্রং নাম ত্বং দাক্ষায়ণী ভবসি; তব মৎসরদ্বেষনিন্দাবজ্ঞাদিকং স্বধর্ম্ম এবেতি যদা বৃষধ্বজ আহ, তদাহং বিগতনর্ম্মস্মিতং যথা স্যাদেবং সুদুর্ম্মনা ভবামি, তত্তস্মাৎ হি নিশ্চিতং এতৎ কুণপপ্রায়ং ব্যুৎস্রক্ষ্যে ত্যক্ষ্যামি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও পরিহাসাদিতে 'ত্বদীয়ং'—তোমার সম্বন্ধজ্ঞাপক যে নাম, 'হে দাক্ষায়ণি!'—এইরূপে শিব যখন আমাকে সম্বোধন করিয়া থাকেন, তখন তোমার মৎসরতা, দেষ, নিন্দা, অবজ্ঞাদি স্বধর্ম মনে উদিত হওয়ায়, আমি পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতই হইয়া থাকি। 'তৎ হি'—অতএব ইহা নিশ্চিতই যে 'এতৎ কুণপং'

—তোমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই ঘৃণিত কলেবর, আমি ত্যাগ করিব ॥ ২৩।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইত্যধ্বরে দক্ষমনূদ্য শত্রুহন
ক্ষিতাবুদীচীং নিষসাদ শান্তবাক্।
স্পৃষ্ট্বাজলং পীতদুকূলসংবৃতা
নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—(হে) শত্রুহন্, (ক্রোধাদিরিপুঘাতিন্ বিদুর,) ইতি (ইত্যেবম্) অধ্বরে (যজ্ঞে) দক্ষম্ অনূদ্য (দক্ষং প্রতি অনুবাদং কৃত্বা) জলং স্পৃষ্ট্বা (শুদ্ধ্যর্থম্ আচমনাদি কৃত্বা) পীতদুকূলসংবৃতা (পীতেন দুকূলেন বস্ত্রেণ সংবৃতা আচ্ছন্না) শান্তবাক্ (গৃহীতমৌনা সতী) উদীচীম্ (উদীচ্যাম্ উত্তরস্যাং দিশি) ক্ষিতৌ (ভূমৌ) নিষসাদ (উপবিবেশ) দৃক্ (দৃশৌ) নিমীল্য যোগ-পথং সমাবিশৎ (প্রবিষ্টবতী) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে অরিন্দম বিদুর, সতী যজ্ঞস্থলে দক্ষকে এইরূপ বাক্য বলিয়া মৌনাবলম্বনপুরঃসর উত্তরমুখী হইয়া ভূমিতে উপ-বেশন করিলেন। তদনন্তর সতী পীতাম্বরদ্বারা দেহকে সমাচ্ছাদিত করিলেন এবং জলস্পর্শপূর্ব্বক আচমন করতঃ চক্ষুর্দ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক যোগপথের পথিক হইলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনূদ্য দক্ষং লক্ষ্যীকৃত্য উক্ত্বা হে শত্রুহন্ স্বদেহত্যাগমিষেণ দক্ষং স্বশত্রুং সা জঘানৈ-বেতি ভাবঃ। উদীচী উদঙ্মুখী। উদীচীমিতি পাঠে উদীচ্যাং দিশি দৃগ্‌দৃশং পীতদুকূলেতি মর্ত্তুকামানাং কুসুম্ভরঞ্জিতবসনধারণৌচিত্যাৎ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনূদ্য' দক্ষকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়া। হে শত্রুহন্! শত্রুদমনকারিন্ বিদুর! —এই সম্বোধন করায়, নিজের দেহত্যাগের ছলে স্বশত্রু দক্ষকেই সেই সতী বিনাশ করিলেন— এই ভাবার্থ। 'উদীচী'—উত্তরমুখী সতী। 'উদী-চীম্'—এইরূপ পাঠে উত্তর দিকে 'দৃক'—দৃষ্টি যাঁহার। 'পীতদুকূল-সংবৃতা'—পীতবসনে শরীর আবৃত করিয়া, ইহা বলায়, মরণকামিগণের 'কুসুম্ভ-রঞ্জিত', অর্থাৎ কুসুম্ভ পুষ্পের রঙে (পীতবর্ণে) রঞ্জিত বসন ধারণ করা ঔচিত্য বলিয়া দেবী পীত-বসনের দ্বারা নিজ দেহ আবৃত করিলেন ॥ ২৪ ॥

কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা
সোদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং
কণ্ঠাদ্‌ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—জিতাসনা (জিতম্ আসনং যয়া সা) অনিন্দিতা (সর্ব্বথা শুদ্ধা) সা (সতী) অনিলৌ (প্রাণাপানৌ) সমানৌ (নিরোধেন একরূপৌ) কৃত্বা নাভিচক্রতঃ (নাভিচক্রাৎ) উদানম্ উত্থাপ্য ধিয়া (সহ) হৃদি স্থাপ্য (সংস্থাপ্য) (ততঃ) উরসি (কণ্ঠাৎ অধোদেশে) স্থিতং (কৃত্বা) শনৈঃ কণ্ঠাৎ (কণ্ঠমার্গেণ) ভ্রুবোর্মধ্যম্ আনয়ৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বিশুদ্ধস্বভাবা সতী প্রথমতঃ আসন জয় করিয়া ঊর্দ্ধ্ব ও অধোবৃত্তিকর প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরোধদ্বারা নাভিচক্রে একরূপ করিলেন; পরে উদানবায়ুকে ধীরে ধীরে উত্তোলনপূর্ব্বক বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন; অবশেষে কণ্ঠমার্গ-দ্বারা ঐ প্রাণাদি বায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যোগমার্গমেবাহ—অনিলৌ প্রাণাপানৌ ঊর্দ্ধ্বাধোবর্ত্তিনৌ নিরোধেন সমানৌ একরূপৌ নাভি-চক্রে কৃত্বা তত উদানং প্রতি উত্থাপ্য ধিয়া সহ হৃদি স্থাপয়িত্বা ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগমার্গ বলিতেছেন— 'অনিলৌ'—প্রাণ ও অপান বায়ুকে অর্থাৎ ঊর্দ্ধ্ব ও অধোবর্ত্তী বায়ুকে নিরোধের দ্বারা, 'সমানৌ'—একরূপ অর্থাৎ নাভিচক্রে মিলিত করিয়া, তথা হইতে উদান বায়ুকে উত্তোলন পূর্ব্বক বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, (পশ্চাৎ ঐ প্রাণাদি বায়ুকে কণ্ঠ দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন।) ॥ ২৫ ॥

এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা
মুহুঃ সমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ।

জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী
দধার গাত্রেষ্বনিলাগ্নিধারণাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং মহতাং (সনকাদীনাং) মহীয়সা (পূজ্যতমেন শিবেন) আদরাৎ মুহুঃ অঙ্কং সমারোপিতম্ (অপি) স্বদেহং দক্ষরুষা (নিমিত্তেন) জিহাসতী (ত্যক্তুমিচ্ছতী) মনস্বিনী (বশীকৃতমনাঃ সা সতী) গাত্রেষু অনিলাগ্নিধারণাং (বায়োঃ অগ্নেশ্চ ধারণাং) দধার (তয়োঃ চিন্তনং কৃতবতী) ॥ ২৬॥

অনুবাদ—মহৎব্যক্তিদিগেরও পূজ্যতম শ্রীরুদ্র যে দেহকে আদর করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, আজ মনস্বিনী রুদ্রাণী দক্ষের প্রতি রোষপরবশা হইয়া সেই দেহকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত অবয়বমধ্যে অগ্নি ও বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহতাং মহীয়সা শ্রীরুদ্রেণ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহতাং মহীয়সা'—মহদ্ব্যক্তিদিগের পূজ্যতম শ্রীরুদ্র কর্ত্তৃক, (সাদরে ক্রোড়ে স্থাপিত নিজ দেহকে দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে, সমস্ত শরীরে অগ্নি ও বায়ুর ধারণা করিলেন ।) ॥ ২৬ ॥

ততঃ স্বভর্ত্তুশ্চরণাম্বুজাসবং
জগদ্গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরম্ ।
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী
সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ জগদ্গুরোঃ স্বভর্ত্তুঃ (শ্রীশিবস্য) চরণাম্বুজাসবং (চরণাম্বুজে যৎ আসবং মকরন্দং তৎ ভজনানন্দং) চিন্তয়তী (চিন্তয়ন্তী সতী) অপরং (ভর্ত্তুঃ অন্যং) নৈব দদর্শ (ততশ্চ তস্যাঃ) দেহঃ হতকল্মষঃ (নিবৃত্তপিতৃনিন্দাদিনিমিত্তসর্ব্বদোষঃ) সমাধিজাগ্নিনা (সমাধিজাতেন অগ্নিনা) সদ্যঃ প্রজজ্বাল (প্রজ্বলিতঃ অভূৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অনর্থনির্ম্মুক্তা সতীদেবী নিজ স্বামী জগদ্গুরু শম্ভুর পাদপদ্মের মকরন্দরূপ মাধুর্য্য চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ব্যতীত ইতরদর্শনরহিত হইলেন ; তাঁহার দেহ সমাধিজাত অগ্নির দ্বারা সদ্য প্রদীপ্ত হইল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—চরণাম্বুজস্যাসবং মকরন্দং মাধুর্য্যমিত্যর্থঃ । চিন্তয়ন্তী সতী ন অপরং কিমপি দদর্শ । ততশ্চ সমাধিজেনাগ্নিনা হতং দক্ষকন্যাত্বাভিমানলক্ষণং কল্মষং যতস্তথাভূতো দেহঃ প্রজজ্বাল দিদীপে । জ্বল্ দীপ্তৌ । সদ্যস্তৎক্ষণ এব ন তদুত্তরক্ষণ ইতি বিদ্যুদিব প্রদীপ্যান্তরধাদিত্যর্থঃ । তস্যা মায়াশক্তিত্বাৎ মায়ায়াশ্চ সাকারায়া অপি নিত্যত্বাৎ মায়িকবস্তূনামেবানিত্যত্বব্যবস্থাপনাত্তদ্দেহনাশো ন ব্যাখ্যেয়ঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চরণাম্বুজাসবং'—চরণকমলের আসব মকরন্দ অর্থাৎ মাধুর্য্য এই অর্থ । চিন্তা করিতে করিতে সতীদেবী অপর কিছুই দেখিতে পাইলেন না । তারপর সমাধি হইতে সমুৎপন্ন অগ্নির দ্বারা, 'হতকল্মষঃ দেহঃ'—দক্ষ-কন্যাত্ব অভিমানরূপ পাপ যাহা হইতে হত হইয়াছে, তাদৃশ দেহ 'প্রজজ্বাল'—দীপ্তি পাইতে লাগিল । জ্বল্ ধাতু দীপ্তি অর্থে । 'সদ্যঃ'—সেইক্ষণেই, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণে নহে, ইহাতে বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিল, এই অর্থ । সেই সতীদেবী মায়া-শক্তি বলিয়া, এবং সাকারা মায়াও নিত্যা —এইজন্য, আর, মায়িক বস্তুসকলেরই অনিত্যত্ব ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, তাঁহার দেহ নাশ হইল—এইরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—ন চাপরং তস্মাদবরং ন চিন্তয়ন্তী, পরন্তু বিষ্ণ্বাদিকং চিন্তয়তী চ-শব্দাৎ ।

রুদ্রং চ ব্রহ্মবায়ূ চ বিষ্ণুং চৈবং শ্রিয়ং গিরম্ ।
উমা চিন্তয়তী দেহং তত্যাজ অন্যাং ন চাস্মরৎ ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ২৭ ॥

তৎ পশ্যতাং খে ভুবি চাদ্ভুতং মহদ্
হাহেতি বাদঃ সুমহানজায়ত ।
হন্ত প্রিয়া দৈবতমস্য দেবী
জহাবসূন্ কেন সতী প্রকোপিতা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (সতীদেহত্যাগরূপং) মহৎ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যং) পশ্যতাং খে (আকাশে) ভুবি চ (পৃথিব্যাং) হা হা ইতি সুমহান্ বাদঃ (ক্রন্দনধ্বনিঃ) অজায়ত । (তমেব আহ)—হন্ত (খেদে)

দৈবতমস্য (পূজ্যতমস্য শিবস্য) প্রিয়া দেবী সতী কেন (দক্ষেণ) প্রকোপিতা (সতী) অসূন্ (প্রাণান্) জহৌ (তত্যাজ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আকাশে ও পৃথিবীতে যাঁহারা এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সুমহান্ 'হা' 'হা' রব সমুত্থিত হইল। সকলেই কহিতে লাগিলেন,—হায়! প্রজাপতি দক্ষ-কর্ত্তৃক উত্তেজিতা বৈষ্ণববিদ্বেষী পিতার প্রতি ক্রোধ-যুক্তা দেবাদিদেবের প্রিয়া সতীদেবী প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবতমস্য পূজ্যতমস্য প্রিয়া কেন দক্ষেণ প্রকোপিতা সতী অসূন্ জহাবিতি লোকপ্রতীতিঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবতমস্য'—পূজ্যতম শিবের প্রিয়া, 'কেন'—অর্থাৎ দক্ষ কর্ত্তৃক প্রকোপিতা হইয়া, 'অসূন্ জহৌ'—প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন—ইহা লৌকিক প্রতীতি ॥ ২৮ ॥

অহো অনাত্ম্যং মহদস্য পশ্যত
প্রজাপতের্যস্য চরাচরং প্রজাঃ।
জহাবসূন্ যদ্বিমতাত্মজা সতী
মনস্বিনী মানমভীক্ষ্ণমর্হতি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহো! (আশ্চর্য্যং!) যস্য চরাচরং (স্থাবর জঙ্গমাত্মকং সর্ব্বম্ অপি) প্রজাঃ (তস্য) অস্য প্রজাপতেঃ (দক্ষস্য) মহৎ অনাত্ম্যং (দৌর্জ্জন্যং যুয়ং) পশ্যত, মনস্বিনী (প্রশস্তচিত্তা) আত্মজা সতী (পুত্রী যা সতী) অভীক্ষ্ণং (ভৃশং) মানং (সৎকারম্) অর্হতি (সাঽপি) যদ্বিমতা (যেন দক্ষেণ অবজ্ঞতা সতী) (দুস্ত্যজান্ অপি) অসূন্ (প্রাণান্) জহৌ (সা তত্যাজ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অহো! দক্ষের দুর্জ্জনতা দর্শন কর; চরাচর জগৎ এই প্রজাপতির প্রজা অর্থাৎ স্নেহভাজন হইলেও উঁহারাই অঙ্গজা ও সম্মানের যোগ্যপাত্রী মনস্বিনী রুদ্রাণী, উঁহারই অবমাননায় প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অনাত্ম্যং জীবন্মৃতত্বং অস্য দক্ষস্য ন বিদ্যতে আত্মা যস্য স মৃতকস্তস্য ভাবঃ অনাত্ম্যং সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধিত্বেনানিত্যত্বান্ন বৃদ্ধ্যভাবঃ। যস্যেতি সর্ব্বত্রৈব স্নেহ উচিতঃ অথচ স্বকন্যায়ামপি স্নেহাভাব ইতি জীবন্মৃতত্বমেবেতি ভাবঃ। আত্মজা তত্রাপি সতী তত্রাপি মনস্বিনীতি ধিক্ দক্ষমিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনাত্ম্যং'—জীবন্মৃতত্ব, এই দক্ষের জীবন্মৃতত্ব দেখ। যাহার আত্মা নাই, সে মৃতক, তাহার ভাব, অনাত্ম্য অর্থাৎ প্রাণহীনতা। এখানে 'তস্য ভাবঃ'—তাহার ভাব—এই অর্থে তদ্ধিতে যৎ প্রত্যয় হইলেও সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু (আদি স্বর) বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। 'যস্য'—যে প্রজাপতি দক্ষের স্থাবর জঙ্গম সমস্তই প্রজা, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যাঁহার স্নেহ করা উচিত, অথচ নিজ কন্যাতেও স্নেহের অভাব—ইহা জীবন্মৃতত্বই, এই ভাব। 'আত্মজা'—নিজের অঙ্গজাতা কন্যা, তাহাতেও 'সতী'—রুদ্রাণী, তাহাতেও 'মনস্বিনী'—মাননীয়া প্রশস্তমনস্কা—অতএব দক্ষকে ধিক্—এই ভাব ॥ ২৯ ॥

সোঽয়ং দুর্ম্মর্ষহৃদয়ো ব্রহ্মধ্রুক্ চ
লোকে চ কীর্ত্তিমসতীমবাপ্স্যতি।
যদঙ্গজাং স্বাং পুরুষদ্বিড়ুদ্যতাং
ন প্রত্যষেধন্মৃতয়েঽপরাধতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মর্ষহৃদয়ঃ (দুর্ম্মর্ষম্ অত্যসহনং হৃদয়ং যস্য সঃ) ব্রহ্মধ্রুক্ (ব্রহ্মজ্ঞানাং দ্রোহকর্ত্তা) পুরুষদ্বিট্ (শিবদ্বেষী) সঃ অয়ং (দক্ষঃ) লোকে (জনমধ্যে) অসতীম্ কীর্ত্তিং (অকীর্ত্তিং) চ (চ-শব্দাৎ নরকঞ্চ) অবাপ্স্যতি (প্রাপ্স্যতি), যৎ (যস্মাৎ) অপরাধতঃ (স্বকৃতাপমানাৎ হেতোঃ) মৃতয়ে (মরণায়) উদ্যতাং (প্রযত্নমানাং) স্বাম্ অঙ্গজাং (পুত্রীং) ন প্রত্যষেধৎ (নিবারিতবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই নিষ্ঠুর হৃদয় ব্রহ্মদ্রোহী দক্ষ জন মধ্যে অপযশ ও পরলোকে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেন; যেহেতু, এই বৈষ্ণববিদ্বেষী দক্ষ, নিজকৃত অবজ্ঞাহেতু আত্মজা কন্যা দেহত্যাগে উদ্যতা হইলেন, ইহা দেখিয়াও তাঁহাকে কোনপ্রকারে নিবারণ করিলেন না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ম্মর্ষহৃদয়ঃ অত্যসহিষ্ণুমনাঃ পুরুষদ্বিট্

শিবদ্বেষী অপরাধতঃ স্বাবজ্ঞয়া মৃতয়ে মরণায় উদ্যতাং ন নিবারিতবান্ ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'দুর্ম্মর্ষ-হৃদয়ঃ'—অত্যন্ত অসহিষ্ণু মন যাঁহার, অর্থাৎ কঠিন-হৃদয়, 'পুরুষদ্বিট্' —শিবদ্বেষী এই দক্ষ, 'অপরাধতঃ'—নিজকৃত অবজ্ঞাহেতু দেহত্যাগে উদ্যতা (নিজ কন্যাকে) দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না ।। ৩০ ।।

———

বদত্যেবং জনে সত্যা দৃষ্ট্বাসুত্যাগমদ্ভুতম্ ।
দক্ষং তৎপার্ষদো হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—সত্যা অদ্ভুতম্ (অদ্ভুতপ্রকারেণ কৃতম্) অসুত্যাগং (প্রাণত্যাগং) দৃষ্ট্বা জনে (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) এবং বদতি (সতি) তৎপার্ষদাঃ (তস্য রুদ্রস্য পার্ষদাঃ সহচরাঃ) উদায়ুধাঃ (উদ্যতানি আয়ুধানি যৈঃ তথাভূতাঃ সন্তঃ) দক্ষং হন্তুম্ উদতিষ্ঠন্ (উদ্যতাঃ বভূবুঃ) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—সতীর এইরূপ অদ্ভুত প্রাণবিসর্জ্জনলীলা দর্শন করিয়া লোকে ঐ প্রকার বাক্যালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে সতীর অনুচরবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইল ।। ৩১ ।।

———

তেষামাপততাং বেগং নিশাম্য ভগবান্ ভৃগুঃ ।
যজ্ঞঘ্নঘ্নেন যজুষা দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব হ ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—আপততাং যেষাং (রুদ্রপার্ষদানাং) বেগং নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) ভগবান্ ভৃগুঃ যজ্ঞঘ্নঘ্নেন (যজ্ঞঘ্নাঃ যজ্ঞবিধ্বংসকাঃ দৈত্যাদয়ঃ তান্ হন্তি ইতি যজ্ঞঘ্নঘ্নং তেন) যজুষা (যজুর্মন্ত্রেণ দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব (আহুতিং দত্তবান্) ।। ৩২ ।।

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যশালী ভৃগু সেই সকল ধাবমান প্রথমগণের প্রবলবেগে আগমন দর্শন করিয়া যজ্ঞনাশক যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা দক্ষাগ্নিতে আহুতি প্রদান করি-লেন।

বিশ্বনাথ—যজ্ঞঘ্নান্ হন্তীতি তেনাপহতং রক্ষ ইত্যাদিনা ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞঘ্নঘ্নেন'—যজ্ঞকে যাহারা বিনাশ করে, সেই যজ্ঞবিনাশকারী অসুরদের বিনাশ করিতে সমর্থ যজুর্বেদোক্ত 'অপহতা অসুরা রক্ষাংসি' —ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা (দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন) ।। ৩২ ।।

———

অধ্বর্য্যুণা হূয়মানে দেবা উৎপেতুরোজসা ।
ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ সহস্রশঃ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—অধ্বর্য্যুণা (ভৃগুণা) হূয়মানে (সতি) (যে পূর্ব্বং) তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ (তে ঋষভঃ নাম দেবাঃ সহস্রশঃ ওজসা (মহতা বেগেন) উৎপেতুঃ (আবির্ভূতাঃ) ।

অনুবাদ—যজ্ঞপুরোহিত ভৃগু আহুতি প্রদান করিলে পর সহস্র সহস্র 'ঋভু' নামক দেবতাগণ যজ্ঞকুণ্ড হইতে বেগে উত্থিত হইলেন ; ঐ দেবতাগণই তপস্যা প্রভাবে সোমত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।। ৩৩ ।।

———

তৈরলাতায়ুধৈঃ সর্ব্বে প্রমথাঃ সহগুহ্যকাঃ ।
হন্যমানা দিশো ভেজুরুশদ্ভির্ব্রহ্মতেজসা ।। ৩৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে সতীদেহোৎসর্গো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—অলাতায়ুধৈঃ (অলাতাঃ জ্বলন্তি কাষ্ঠানি তে আয়ুধানি যেষাং তৈঃ) তৈঃ ব্রহ্মতেজসা (ব্রহ্মণাং প্রভাবেণ) উশদ্ভিঃ (দীপ্যমানৈঃ দেবৈঃ) হন্যমানাঃ সহগুহ্যকাঃ (গুহ্যকসহিতাঃ) সর্ব্বে প্রমথাঃ (প্রেতাদয়ঃ) দিশঃ ভেজুঃ (সর্ব্বতঃ পলায়নপরাঃ অভবন্) ।। ৩৪ ।।

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান জ্বলন্তকাষ্ঠরূপ অস্ত্রধারী সেই দেবতাবৃন্দ প্রমথ ও গুহ্যকদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ; সুতরাং তাড়িত হইয়া উঁহারা সকলেই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ।। ৩৪ ।।

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মতেজসা উশদ্ভির্দীপ্যমানৈঃ ।। ৩৪ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থস্য চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থ-স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মতেজসা উশদ্ভিঃ'—ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান জ্বলন্ত কাষ্ঠরূপ অস্ত্রধারী সেই ঋভু-নামক দেবগণকর্ত্তৃক (তাড়িত হইয়া রুদ্রানুচরগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্দের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৪ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধ তাৎপর্য্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ভবো ভবান্যা নিধনং প্রজাপতে
রসৎকৃতায়া অবগম্য নারদাৎ ।
স্বপার্ষদসৈন্যঞ্চ তদধ্বরর্ভুভি-
র্বিদ্রাবিতং ক্রোধমপারমাদধে ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

পঞ্চম অধ্যায়ে সতীর দেহত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত ধূর্জ্জটির জটা-উৎপাটন, তাহা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি এবং তদ্দ্বারা দক্ষবধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ।

নারদমুখে সতীর দেহত্যাগবার্ত্তা ও দক্ষযজ্ঞোত্থিত ঋভুগণের দ্বারা রুদ্রানুচরগণের বিতাড়ন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ ধূর্জ্জটি মস্তক হইতে একটী জটা উৎপাটনপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে রুদ্রাংশে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল । ঐ বীরভদ্র রুদ্রানুচরগণসহ দক্ষের যজ্ঞস্থলে প্রধাবিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতে লাগিলেন । রুদ্রানুচর মণিমান্ ভৃগুকে, বীরভদ্র দক্ষকে, চণ্ডেশ সূর্য্যকে ও নন্দীশ্বর ভগকে বন্ধন করিলেন । বীরভদ্র বহুবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও দক্ষের শিরশ্ছেদন করিতে না পারায় অবশেষে কণ্ঠ নিপীড়নপূর্ব্বক পশুমারণ-যন্ত্রে পশুবৎ দক্ষকে বিনাশ করিলেন । দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়া বীরভদ্র কৈলাসে গমন করিলেন ।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—ভবঃ (মহাদেবঃ) প্রজাপতেঃ (দক্ষাদ্ধেতোঃ) অসৎকৃতায়াঃ (অনাদৃতায়াঃ) ভবান্যাঃ (সত্যাঃ) নিধনং (দেহত্যাগং তথা) তদধ্বরর্ভুভিঃ (তৎ তস্য দক্ষস্য অধ্বরে যজ্ঞে জাতাঃ সমুৎপন্নাঃ যে ঋভবঃ নাম দেবাঃ তৈঃ) স্বপার্ষদসৈন্যং (স্বীয়ানুচরবর্গং) বিদ্রাবিতং (দূরীকৃতং চ) নারদাৎ (নারদসকাশাৎ) অবগম্য (জ্ঞাত্বা) অপারম্ (অতিভয়ঙ্করং) ক্রোধম্ আদধে (কৃতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, 'ভবানী প্রজাপতি দক্ষের নিকট অবমানিতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ঋভু নামক দেবতাগণ তাঁহার পার্ষদসৈন্যগণকে যজ্ঞভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন'—মহর্ষি নারদের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্র অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চমে শ্রুতবৃত্তান্তঃ কুপ্যন্ দক্ষমঘাতয়ৎ।
উৎকৃত্য স্বজটোত্থেন বীরভদ্রেণ ধূর্জটিঃ ॥ ০ ॥

প্রজাপতের্হেতোর্নিধনম্। কুতঃ তেনাসৎকৃতায়াঃ তস্যাধ্বরে যে ঋভবো দেবাস্তৈঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া ক্রুদ্ধ ধূর্জটি নিজের উৎপাটিত জটা হইতে উত্থিত বীরভদ্রের দ্বারা দক্ষকে বিনাশ করাইয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'প্রজাপতেঃ'—প্রজাপতি দক্ষের নিমিত্তই ভবানীর নিধন। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'অসৎকৃতায়াঃ'—সেই দক্ষের দ্বারা অবমানিতা হইয়াই (তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন)। 'তদধ্বরর্ভুভিঃ'—দক্ষের যজ্ঞে উৎপন্ন যে ঋভু নামক দেবগণ, তাহাদের দ্বারা (নিজপার্ষদগণ বিতাড়িত—ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরুদ্র ক্রুদ্ধ হইলেন) ॥ ১ ॥

———

ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জ্জটি
র্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্
গম্ভীরনাদো বিসসর্জ্জ তাং ভুবি ॥ ২ ॥

অন্বয়—স ধূর্জ্জটিঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ (সুদষ্টঃ ওষ্ঠপুটো যেন সঃ) ক্রুদ্ধঃ (ঘোরঃ সন্) তড়িদ্বহ্নি-সটোগ্ররোচিষং (তড়িতাং বহ্নীনাঞ্চ সটাঃ জ্বালাঃ, তদ্বদুগ্রং রোচির্যস্যাস্তাং) জটাম্ উৎকৃত্য (উৎপাট্য) রুদ্রঃ (প্রলয়কর্ত্তা) হসন্ সহসোত্থিতঃ গম্ভীরনাদঃ (চ সন্) তাং (জটাং) ভুবি (পৃথিব্যাং) বিসসর্জ্জ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—মহাদেব দারুণ ক্রোধে স্বীয় ওষ্ঠপুট দংশন করিতে লাগিলেন। সেই ক্রুদ্ধ ধূর্জ্জটি তড়িৎ ও বহ্নিশিখার ন্যায় উগ্রদীপ্তিশালিনী জটা মস্তক হইতে উৎপাটিত করিয়া গাত্রোত্থান করতঃ গম্ভীরশব্দে অট্টহাস্য করিতে করিতে ঐ জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সটা জ্বালাঃ রুদ্রো ঘোরঃ সন্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সটা'—বিদ্যুৎ ও অগ্নির জ্বালার ন্যায় (স্বমস্তকস্থিত একটি জটা উৎপাটিত করিলেন)। 'রুদ্রঃ'—তৎকালে শ্রীরুদ্রদেব ঘোর (ভয়ঙ্কর) রূপ ধারণ করিলেন ॥ ২ ॥

———

ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্ দিবং
সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্য্যদৃক্।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্দ্ধজঃ
কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ——ততঃ (প্রক্ষিপ্তজটায়াঃ সকাশাৎ) তনুবা (তন্বা দেহেন) দিবং (স্বর্গং) স্পৃশন্ সহস্রবাহুঃ, ঘনরুক্ (কৃষ্ণবর্ণঃ) ত্রিসূর্য্যদৃক্ (ত্রয়ঃ সূর্য্যাঃ ইব দৃশো চক্ষুংষি যস্য সঃ) করালদংষ্ট্রঃ (করালাঃ তুঙ্গাঃ দংষ্ট্রাঃ যস্য সঃ) জ্বলদগ্নিমূর্দ্ধজঃ (জ্বলদগ্নিরিব মূর্দ্ধজাঃ কেশাঃ যস্য সঃ) কপালমালী (কপালানাং মালাঃ অস্য সন্তীতি) বিবিধোদ্যতায়ুধঃ (বিবিধানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্য সঃ এবম্ভূতঃ) অতিকায়ঃ (বীরভদ্রঃ জাতঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তখনই ঐ জটা হইতে বৃহৎকায় কপালমালী বীরভদ্র উদ্ভূত হইয়া মস্তক দ্বারা আকাশ স্পর্শ করিলেন; উঁহার তিনটী চক্ষু তিনটি সূর্য্যের ন্যায় এবং কেশকলাপ বহ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল; তিনি সহস্রবাহুতে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততো জটায়াঃ তন্বা দিবং স্পৃশন্ ত্রয়ঃ সূর্য্যা ইব দৃশো যস্য স অভবৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—সেই জটা হইতে। 'তনুবা'—তন্বা, শরীরের দ্বারা আকাশ স্পর্শ করিলেন। ('তনুবা'—ইহা বৈদিক প্রয়োগ)। 'ত্রিসূর্য্যদৃক্'—তিনটি সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টি যাহার, তাদৃশ বীরভদ্র উৎপন্ন হইলেন ॥ ৩ ॥

———

তং কিং করোমীতি গৃণন্তমাহ
বদ্ধাঞ্জলিং ভগবান্ ভূতনাথঃ।
দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং
ত্বমগ্রণী রুদ্র ভটাংশকো মে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কিং করোমি (তদাজ্ঞাপয়) ইতি গৃণন্তং (বদন্তং) বদ্ধাঞ্জলিং তং (বীরভদ্রং) ভগবান্ ভূতনাথঃ আহ (কথয়ামাস)—(হে) রুদ্র, (ভয়ঙ্কর,) হে ভট, (যুদ্ধকুশল,) ত্বং মদ্ভটানাং (মৎপক্ষীয়-যোদ্ধৃণাম্) অগ্রণীঃ (শ্রেষ্ঠঃ সন্) সযজ্ঞং (যজ্ঞেন সহ বর্ত্তমানং) দক্ষং (দক্ষপ্রজাপতিং) জহি, (নাশয়, যতঃ ত্বং) মে (মম শিবস্য) অংশকঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বীরভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—প্রভো! আজ্ঞা করুন্, কি করিতে হইবে। ঐশ্বর্য্যশালী ভূতপতি রুদ্র বীরভদ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ভয়ঙ্কর, হে যুদ্ধকুশল, তুমি মৎপক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দের অধিনায়ক হইয়া দক্ষকে তাহার যজ্ঞের সহিত বিনাশ কর" তুমি আমার অংশে উৎপন্ন হইয়াছ। ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে রুদ্র, হে ভট, হে যুদ্ধকুশল, ত্বং মে অংশক ইতি ব্রহ্মতেজো দুর্জ্জয়মিতি মা মংস্থা ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে রুদ্র'! হে ভয়ঙ্কররূপ! হে ভট! অর্থাৎ যুদ্ধকুশল! তুমি আমার অংশসম্ভূত, অতএব ব্রহ্মতেজ দুর্জ্জয়—ইহা মনে করিও না, এই ভাব ॥ ৪ ॥

আজ্ঞপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা
স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভুম্।
মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা
মহীয়সাং তাত সহঃ সহিষ্ণুম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (বিদুর,) কুপিতেন মন্যুনা (শ্রীরুদ্রেণ) এবম্ আজ্ঞপ্তঃ (সন্) সঃ (বীরভদ্রঃ) দেবদেবং (মহাদেবং) বিভুম্ (ঈশ্বরং) পরিচক্রমে (প্রদক্ষিণীচকার), তদা (প্রদক্ষিণকালে) অসঙ্গরংহসা (অসঙ্গম্ অপ্রতিহতং রংহঃ বেগঃ তেন শিববলেন) আত্মানং মহীয়সাং (বলীয়সামপি) সহঃ (বলং) সহিষ্ণুং (সোঢ়ুং ক্ষমং) মেনে (জ্ঞাতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে বৎস বিদুর, বীরভদ্র কুপিত শ্রীরুদ্রের এবম্বিধ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন, সেই সময় তাঁহার অপ্রতিহত বেগের প্রাদুর্ভাব হইল; তাহাতে তিনি আপনাকে মহাবলিষ্ঠেরও বল সহ্য করিতে সমর্থ বলিয়া বোধ করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মন্যুনা রুদ্রেণ। পরিচক্রমে প্রদক্ষিণীচকার। অসঙ্গং কেনাপি সহ গন্তুমশক্যং যদ্ রংহো বেগস্তেন; যদ্বা, অসঙ্গস্যাত্মারামস্য রুদ্রস্য রংহসা মহীয়সাং বলীয়সামপি সহঃ সহিষ্ণুং বলং সোঢ়ুং ক্ষমং মেনে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মন্যুনা'—ক্রুদ্ধ রুদ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া। 'পরিচক্রমে'—বীরভদ্র মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিলেন। 'অসঙ্গরংহসা'—কাহারও সহিত গমন করিতে অশক্য যে বেগ, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ অপ্রতিহত বেগের দ্বারা। কিম্বা—অসঙ্গ বলিতে আত্মারাম রুদ্রের বলের দ্বারা বীরভদ্র নিজেকে মহা মহা বীরগণেরও বল সহ্যকরণে সক্ষম বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

অন্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্ষদৈ-
র্ভৃশং নদদ্ভির্ব্যনদৎ সুভৈরবম্।
উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকং
সম্প্রাদ্রবদ্ঘোষণভূষণাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—স (বীরভদ্রঃ) ভৃশং নদদ্ভিঃ (ভীষণং শব্দং কুর্ব্বদ্ভিঃ) রুদ্রপার্ষদৈঃ (সহ) অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) ঘোষণ-ভূষণাঙ্ঘ্রিঃ (ঘোষণানি শব্দায়মানানি ভূষণানি নূপুরাদীনি যয়োঃ তাবঙ্ঘ্রী যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্) সুভৈরবং (অতি ভয়ঙ্করং যথা ভবতি তথা) ব্যনদৎ (নাদং কৃতবান্ ততশ্চ সঃ) জগদন্তকান্তকং (জগদন্তকঃ মৃত্যুঃ তস্যাপি অন্তকং মারকং) শূলং উদ্যম্য (উত্থাপ্য) সম্প্রাদ্রবৎ (অতিবেগেন দক্ষযজ্ঞং প্রতিজগাম) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সেই বীরভদ্র ভীষণ-শব্দকারী রুদ্রের অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ভয়ানক গম্ভীর নিনাদ করিলেন এবং জগদন্তক মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া দক্ষযজ্ঞের প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত হইলেন। তৎকালে বীরভদ্রের চরণসংলগ্ন নূপুরাদি অলঙ্কারসমূহ বাজিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—জগদন্তকস্যাপান্তকতুল্যম্। ঘোষণানি শব্দায়মানানি ভূষণানি যয়োস্তাবঙ্ঘ্রী যস্য সঃ ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জগদন্তকান্তকং'—জগতের অন্তকারী কালেরও বিনাশক শূল উদ্যত করিয়া। 'ঘোষণ-ভূষণাঙ্ঘ্রিঃ'—শব্দায়মান ভূষণ যাহার চরণ-দ্বয়ে, সেই বীরভদ্র, (অর্থাৎ শব্দায়মান ভূষণযুক্ত চরণের ধ্বনি করিতে করিতে বেগে ধাবিত হইলেন) ॥ ৬ ॥

অথর্ত্বিজো যজমানঃ সদস্যাঃ
ককুভ্যুদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্।
তমঃ কিমেতৎ কুত এতদ্রজোঽভূ-
দিতি দ্বিজা দ্বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ঋত্বিজঃ (যজ্ঞপ্রবর্ত্তকাঃ) যজমানঃ (যজ্ঞে দীক্ষিতঃ দক্ষঃ) সদস্যাঃ (সভ্যাঃ) দ্বিজাঃ (অন্যব্রাহ্মণাঃ) দ্বিজপত্ন্যঃ চ উদীচ্যাং (উত্তরস্যাং) ককুভি (দিশি) রেণুং (রুদ্রভটানামাগমনাদুত্থিতং রেণুং) প্রসমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কিমেতৎ তমঃ, কুতঃ (কস্মাৎ স্থানাৎ) এতৎ রজঃ ধূলিঃ অভূৎ? ইতি দধ্যুঃ (চিন্তয়ামাসুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞপ্রবর্ত্তকগণ, যজ্ঞদীক্ষিত যজমান দক্ষ, সদস্যগণ, দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীগণ উত্তর-দিকে সমুত্থিত ধূলিরাশি অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'কি কারণে হঠাৎ এরূপ অন্ধকার হইল? কোথা হইতেই বা এইরূপ ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে?' ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং তম ইতি ততস্তম এতন্ন ভবতি, কিন্তু রজ ইতি জ্ঞাত্বাহঃ—রজ এতৎ কুতোঽভূদিতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে 'তমঃ'—অন্ধকার, এইরূপ, পরে না, অন্ধকার এইরূপ হয় না, কিন্তু 'রজঃ'—ধূলি, এইরূপ জানিয়া বলিলেন—এই ধূলি-রাশিই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ॥ ৭ ॥

তথ্য—"ঋত্বিক্"—(ঋতু—যজ্ (পূজা করা) +ক্বিপ্) যিনি ঋতুতে যজ্ঞ করেন, যজ্ঞপুরোহিত। যজ্ঞকার্য্যে মুখ্য পুরোহিত চারিজন—হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা। ইঁহাদের অধীনে তিন তিনটী করিয়া আরও দ্বাদশটী ঋত্বিক্ থাকেন; যথা, হোতার—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্; গ্রাবস্তুৎ; অধ্বর্য্যুর—প্রতিপ্রস্তাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা; ব্রহ্মার—ব্রাহ্মণবংশী, আগ্নীধ্র ও পোতা; উদগাতার—প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য। "আগ্নেধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্মখান্। যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যাত্বিগিহোচ্যতে" ॥ ৭ ॥

বাতা ন বান্তি ন হি সন্তি দস্যবঃ
প্রাচীনবর্হির্জীবতি হোগ্রদণ্ডঃ।
গাবো ন কাল্যন্ত ইদং কুতো রজো
লোকোঽধুনা কিং প্রলয়ায় কল্পতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—বাতাঃ (রজঃপ্রবর্ত্তকাঃ বায়বঃ) ন বান্তি দস্যবঃ (অপি) ন হি সন্তি, (যতঃ ইহ দেশে) হ (ইতি অবধারিতার্থে) উগ্রদণ্ডঃ (উগ্রঃ দণ্ডঃ যস্য সঃ) প্রাচীনবর্হিঃ (তদানীন্তনো রাজা) জীবতি। গাবঃ (অপি) ন কাল্যন্তে (ন শীঘ্রং নীয়ন্তে অতঃ) ইদং রজঃ কুতঃ (কস্মাৎ স্থানাৎ উত্থিত?) লোকঃ অধুনা প্রলয়ায় কল্পতে কিম্? ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বায়ু ত' প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছে না, উগ্রদণ্ড রাজা প্রাচীনবর্হিও ত' জীবিত আছেন; সুতরাং এখন দস্যু-তস্করাদিরও ত' দৌরাত্ম্য সম্ভব হয় না; অথবা কেহ গো-পালকেও ত' শীঘ্র তাড়না করিয়া লইয়া যাইতেছে না; সুতরাং এই ধূলিরাশি কোথা হইতে সমুত্থিত হইতেছে? লোকের কি এখনই প্রলয়কাল উপস্থিত হইল? ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপি বিবিধং সংশেরতে বাতা ইতি। প্রাচীনবর্হিস্তদানীন্তনো রাজা ইতি স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় নানারূপ সংশয় করিতে লাগিলেন—প্রচণ্ড বায়ু ত' প্রবাহিত হইতেছে না ইত্যাদি। 'প্রাচীনবর্হিঃ'—তৎকালীন রাজা, ইহা স্পষ্ট ॥ ৮ ॥

প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্নচিত্তা
ঊচুর্বিপাকো বৃজিনস্যৈব তস্য।

যৎ পশ্যতীনাং দুহিতৄণাং প্রজেশঃ
সুতাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্বিগ্নচিত্তাঃ (উদ্বিগ্নং চিত্তং যাসাং তাঃ) প্রসূতিমিশ্রাঃ (প্রসূতিঃ দক্ষস্য পত্নী সা মিশ্রা মুখ্যা যাসাং তাঃ এবম্ভূতাঃ) স্ত্রিয়ঃ ঊচুঃ—যৎ প্রজেশঃ (দক্ষঃ) দুহিতৄণাং পশ্যতীনাং (পশ্যন্তীনাং) (সতীনাম্ সমক্ষম্) অনাগাম্ (অনাগসং নিরপরাধাং) সুতাং সতীম্ অবদধ্যৌ (অবজ্ঞাতবান্ অতঃ) তস্যৈব বৃজিনস্য (পাপস্য) বিপাকঃ (কুফলম্ ইতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—প্রসূতি প্রভৃতি দক্ষপত্নীগণ উদ্বিগ্নচিত্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার অন্যান্য কন্যাগণের সমক্ষে স্বীয় তনয়া নিরপরাধা সতীকে যে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, অধুনা বোধ হয় তাঁহার সেই পাপেরই কুফল সমুপস্থিত ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসূতির্দক্ষপত্নী সা মিশ্রা মুখ্যা যাসাং তাতস্য বৃজিনস্যাপরাধস্য এষ বিপাকঃ ফলম্। পশ্যন্তীনামিতি তস্যা দুঃখাধিক্যে হেতুঃ—অবদধ্যৌ অবজ্ঞাতবান্। অনাগাং নিরপরাধাম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রসূতিমিশ্রাঃ'—প্রসূতি দক্ষের পত্নী, তিনিই মুখ্য যাহাদের, সেই স্ত্রীগণ (বলিতে লাগিলেন)। 'তস্য বৃজিনস্য'—সতীর অনাদররূপ অপরাধেরই এই ফল। 'পশ্যন্তীনাং'—অন্যান্য কন্যাগণের সমক্ষে—ইহা তাঁহার দুঃখাধিক্যের কারণ। 'অবদধ্যৌ'—দক্ষ যে সতীকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। 'অনাগাং'—নিরপরাধা সতীকে (অর্থাৎ দক্ষ অন্যান্য কন্যাগণের সমক্ষে বিনা-অপরাধে সতীকে যে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই পাপের এই ফল উপস্থিত হইল) ॥ ৯ ॥

যস্ত্বন্তকালে ব্যুপ্তজটাকলাপঃ
স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্ গজেন্দ্রঃ।
বিতত্য নৃত্যত্যুদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজা-
নুচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নু ভিন্নদিক্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যস্তু (শিবঃ) অন্তকালে (প্রলয়কালে) ব্যুপ্তজটাকলাপঃ (ব্যুপ্তঃ বিকীর্ণঃ জটাকলাপঃ যস্য সঃ) স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্ গজেন্দ্রঃ (স্বস্যঃ শূলঃ স্বশূলঃ তস্য সূচ্যাম্ অগ্রে অর্পিতাঃ প্রোতাঃ দিগ্‌গজেন্দ্রাঃ যেন সঃ) উচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিক্ (উচ্চঃ অট্টহাসঃ কঠোর-হাসঃ স এব স্তনয়িত্নুঃ গর্জ্জিতং তেন ভিন্না বিদীর্ণা দিশো যেন সঃ ঈদৃশঃ সন্) উদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজান্ (উদিতানি উন্নমিতানি অস্ত্রাণি যৈঃ তে দোষঃ বাহবঃ এব ধ্বজাঃ তান্) বিতত্য (বিক্ষিপ্য হর্ষেণ) নৃত্যতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যে রুদ্র প্রলয়কালে জটা-কলাপ বিকীর্ণ করতঃ স্বীয় ত্রিশূলাগ্রভাগে দিগ্‌গজেন্দ্রগণকে প্রোথিত করিয়া, মেঘগর্জ্জনসদৃশ ভীষণ অট্টহাস্যে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া থাকেন এবং বিবিধায়ুধসমন্বিত তাঁহার বাহুরূপ ধ্বজসমূহ বিস্তারপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাস্য প্রজাপতেস্তেজস্বিত্বং শ্রীরুদ্রে প্রভবতীত্যাহু—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। ব্যুপ্তজটাকলাপঃ বিকীর্ণজটাপুঞ্জঃ। উদিতান্যুন্নমিতানি অস্ত্রাণি যেষু তে দোষো বাহব এব ধ্বজাস্তান্ বিতত্য নৃত্যতি। স্তনয়িত্নুর্গর্জ্জিতং তেন ভিন্না বিদীর্ণা দিশো যেন সঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরুদ্রে এই প্রজাপতির কোন প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে না—ইহা বলিতেছেন, 'যস্তু'—যে শিব, ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। প্রলয়কালে যিনি জটাকলাপ বিকীর্ণ করেন। 'উদিতাস্ত্র-দোর্ধ্বজান্'—উদিত হইয়াছে অর্থাৎ উন্নমিত হইয়াছে অস্ত্র-সমূহ যাহাতে, তাদৃশ বাহুসকলই ধ্বজা (পতাকা), তাহা বিস্তার করিয়া যিনি নৃত্য করেন। 'স্তনয়িত্নুঃ'—যাঁহার উচ্চ অট্টহাস্যই গর্জ্জন, তাহার দ্বারা, (অর্থাৎ অতি উচ্চ কঠোর হাস্যরূপ মেঘগর্জ্জনে) যিনি দিক্‌সমূহ বিদীর্ণ করেন ॥ ১০ ॥

অমর্ষয়িত্বা তমসহ্যতেজসং
মন্যুপ্লুতং দুর্নিরীক্ষ্যং ভ্রুকুট্যা।
করালদংষ্ট্রাভিরুদস্তভাগণং
স্যাৎ স্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অসহ্যতেজসং (অসহ্যম্ অসহনীয়ং তেজঃ যস্য তং) মন্যুপ্লুতং (ক্রোধব্যাপ্তং) ভ্রুকুট্যা (কুটিলভ্রুবা) দুর্নিরীক্ষ্যং (অতীব ভয়ঙ্করং) করাল

দংষ্ট্রাভিঃ (ভয়ঙ্করাভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ) উদস্তভাগণং (উদস্তঃ উৎক্ষিপ্তঃ ভাগণো নক্ষত্র সমূহো যেন তং) তং (শিবম্) অমর্ষয়িত্বা (অসহনযুক্তং কৃত্বা) কোপয়তঃ (কোপম্ উৎপাদয়তঃ) বিধাতুঃ (প্রজাপতেঃ ব্রহ্মণোঽপি) কিং স্বস্তি (মঙ্গলং) স্যাৎ ? ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার তেজ অসহনীয়, যিনি স্বভাবতঃই ক্রোধপূর্ণ, যাঁহার ভ্রুকুটীকুটিল নেত্র অতীব ভয়ঙ্কর এবং যাঁহার ভীষণদংষ্ট্রাদ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া নক্ষত্রসকল কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে, সেই উগ্রমূর্তি রুদ্রকে প্রকোপিত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাও কি নিস্তার পাইতে পারেন ? ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অমর্ষয়িত্বা কোপয়িত্বা উদস্ত উৎক্ষিপ্তো ভাগণো বহ্নিসূর্য্যাদীনামপি জ্যোতির্গণো যেন তম্। পুনরপি প্রেয়স্যবমানেন কোপয়তো বিধাতুঃ প্রজাপতেঃ পিতুর্ব্রহ্মণোঽপি কিং স্বস্তি স্যাৎ ?—কান্যস্য কথেতি দক্ষস্য দৌরাত্ম্যেন সর্ব্ব এব মহাবিপদি নিমংক্ষ্যাম ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তম্ অমর্ষয়িত্বা'—তাঁহাকে কোপিত (ক্রোধযুক্ত) করিয়া (কে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে ?) । যাঁহার বিকটাকার দন্তের দ্বারা বহ্নি, সূর্য্যাদির জ্যোতিসমূহ উৎক্ষিপ্ত, অর্থাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তাঁহাকে । তাহাতে আবার প্রিয়তমার অবমাননের দ্বারা ক্রোধ উৎপন্নকারী, 'বিধাতুঃ'—প্রজাপতির পিতা ব্রহ্মারও কি কোন মঙ্গল হইতে পারে ? অপরের কথা আর কি বক্তব্য ? একমাত্র দক্ষের দৌরাত্ম্যের জন্য আমরা সকলেই মহাবিপদে নিমজ্জিত হইলাম—এই ভাব ॥ ১১ ॥

বহ্বেবমুদ্বিগ্নদৃশোচ্যমানে
জনেন দক্ষস্য মুহুর্মহাত্মনঃ ।
উৎপেতুরুৎপাততমাঃ সহস্রশো
ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্য্যক্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—এবং উদ্বিগ্নদৃশা (উদ্বিগ্না দৃক্ দৃষ্টিঃ যস্য তেন) জনেন বহু উচ্যমানে মহাত্মনঃ (অতি-ধীরস্য) দক্ষস্য (অপি) দিবি (স্বর্গে) ভূমৌ (পৃথিব্যাং) চ পর্য্যক্ (সর্ব্বতঃ) মুহুঃ (বারং বারং) সহস্রশঃ ভয়াবহাঃ (ভয়জনকাঃ) উৎপাত-তমাঃ (মহোৎপাতাঃ) উৎপেতুঃ (উত্থিতাঃ) ॥১২॥

অনুবাদ—যজ্ঞসভাস্থ ব্যক্তিসকল উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে বারম্বার এইরূপ নানাকথা কহিতে লাগিলেন। তখন আকাশ ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ হইতে মহান্ উৎপাত-সকল সমুত্থিত হইতে লাগিল ; তাহাতে অতি ধীর দক্ষেরও ভয় জন্মিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—হে মাতরঃ, সত্যমেব ব্রুথেত্যেবং জনেন তত্রত্য লোকসমূহেনাপি বহু উচ্যমানে মহাত্মনোঽপি দক্ষস্য। যদ্বা বিপরীতলক্ষণয়া দুরাত্মন ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মাতৃগণ! আপনারা সত্যই বলিতেছেন—এইরূপ সেখানকার জনগণ নানাকথা বলিতে থাকিলে। 'মহাত্মনঃ'—মহাত্মা (স্থিরচিত্ত) দক্ষেরও। অথবা বিপরীত লক্ষণার দ্বারা দুরাত্মা দক্ষের মনেও ভীতির সঞ্চার হইল—এই অর্থ ॥ ১২ ॥

তাবৎ স রুদ্রানুচরৈর্মহামখো
নানায়ুধৈর্বামনকৈরুদায়ুধৈঃ ।
পিঙ্গৈঃ পিশঙ্গৈর্মকরোদরাননৈঃ
পর্য্যাদ্রবদ্ভির্বিদুরান্বরুধ্যত ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদুর, তাবৎ নানায়ুধৈঃ (নানা আয়ুধানি যেষাং তৈঃ) বামনকৈঃ (হ্রস্বদেহৈঃ) উদায়ুধৈঃ (উদ্যতায়ুধৈঃ) পিঙ্গৈঃ (কপিলৈঃ) পিশঙ্গৈঃ (পীতৈঃ) মকরোদরাননৈঃ (মকরস্য ইব উদরম্ আননঞ্চ যেষাং তৈঃ) পর্য্যাদ্রবদ্ভিঃ (পরি পরিতঃ আ সর্ব্বতঃ ধাবদ্ভিঃ) রুদ্রানুচরৈঃ সঃ মহামখঃ (মহান্ যজ্ঞঃ) অন্বরুধ্যত (অবরুদ্ধো জাতঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, অনতিবিলম্বে রুদ্রের অনুচরবৃন্দ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক প্রবলবেগে আগমন করতঃ সেই মহতী যজ্ঞভূমি বেষ্টন করিয়া ফেলিল ; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ খর্ব্বাকৃতি, কেহ কেহ কপিলবর্ণ, কেহ বা পীতবর্ণ, কাহারও উদর মকরের ন্যায় এবং কাহারও বা মুখমণ্ডল মকরের বদনসদৃশ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বামনকৈর্হ্রস্বদেহৈঃ অন্বরুধ্যত আব্রিয়ত ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বামনকৈঃ'—হ্রস্বদেহ অর্থাৎ খর্ব্বাকৃতি রুদ্রানুচরগণের দ্বারা, 'অন্বরুধ্যত'—বিশাল যজ্ঞস্থল অবরুদ্ধ হইল, (অথবা—'মহামখঃ সঃ', মহাযজ্ঞানুষ্ঠানকারী দক্ষ তাহাদের দ্বারা আবৃত হইল) ॥ ১৩ ॥

কেচিদ্বভঞ্জুঃ প্রাগ্বংশং পত্নীশালাং তথাপরে ।
সদ আগ্নীধ্রশালাঞ্চ তদ্বিহারং মহানসম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ প্রাগ্বংশং (যজ্ঞশালায়াঃ পূর্ব্বপশ্চিমস্তম্ভয়োঃ অর্পিতং পূর্ব্বপশ্চিমায়তং কাষ্ঠং প্রাগ্বংশঃ তং) বভঞ্জুঃ, তথা অপরে পত্নীশালাং (যজ্ঞশালায়াঃ পশ্চিমতঃ শালা যত্র যজমানাদিস্ত্রিয়ঃ উপবিশন্তি, তাং বভঞ্জুঃ) ; (অপরে চ) সদঃ (যজ্ঞশালায়াঃ পুরতঃ স্থিতং সদোমণ্ডপং বভঞ্জুঃ), (অন্যে চ সদসঃ পুরতঃ হবির্দ্ধানং বভঞ্জুঃ), (অন্যে তস্য উত্তরতঃ) আগ্নীধ্রশালাং চ তদ্বিহারং (যজমানগৃহং) মহানসং (পাকভোজনশালাং চ বভঞ্জুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল রুদ্রানুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞশালার পূর্ব্বপশ্চিমস্তম্ভের উপরিস্থিত পূর্ব্বপশ্চিমায়ত কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া ফেলিল ; কেহ কেহ পত্নীশালা, কেহ যজ্ঞশালার পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপ ও তৎসম্মুখস্থ ঘৃত রাখিবার স্থান, কেহ তদুত্তরস্থ আগ্নীধ্রশালা, কেহ যজমানগণের গৃহ এবং কেহ বা পাকশালা ভগ্ন করিয়া দিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞশালায়াঃ পূর্ব্বপশ্চিমস্তম্ভয়োরর্পিতং পূর্ব্বপশ্চিমায়তং কাষ্ঠং প্রাগ্বংশঃ । যজ্ঞশালায়াঃ পশ্চিমতঃ পত্নীশালা । যজ্ঞশালায়াঃ পুরতঃ সদো মণ্ডপঃ । সদসঃ পুরতো হবির্ধানং, তস্যোত্তরত আগ্নীধ্রশালা, তদ্বিহারং যজমানগৃহং, মহানসং পাকভোজনশালাম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞশালার পূর্ব্ব পশ্চিম স্তম্ভের উপরি স্থিত পূর্ব্ব পশ্চিমায়ত কাষ্ঠ প্রাগ্বংশ, তাহা কেহ কেহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল । যজ্ঞশালার পশ্চিম দিকে পত্নীগণের বাসগৃহ । যজ্ঞশালার পুরোভাগে অবস্থিত 'সদঃ', অর্থাৎ মণ্ডপ । সেই মণ্ডপের পুরোভাগে হবির্ধান (ঘৃত রক্ষা করিবার স্থান) । তাহার উত্তরদিকে আগ্নীধ্র-শালা (যজ্ঞীয় অগ্নি রক্ষাকারী ঋত্বিক্‌গণের বাসস্থান), 'তদ্‌বিহারং'—যজমানের বাসগৃহ, 'মহানসং'—পাক-ভোজনশালা—(এইসকল ভগ্ন করিয়া দিল) ॥ ১৪ ॥

তথ্য—"অগ্নীধ্র"—অগ্নিং দধাতি যঃ সঃ, ঋত্বিক্‌বিশেষ, যিনি যজ্ঞীয় অগ্নি রক্ষা করেন ॥ ১৪ ॥

রুরুজুর্যজ্ঞপাত্রাণি তথৈকেঽগ্নীননাশয়ন্ ।
কুণ্ডেষ্বমূত্রয়ন্ কেচিদ্বিভিদুর্বেদিমেখলাঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—তথা একে (কেচিৎ) যজ্ঞপাত্রাণি (চমসাদীনি) রুরুজুঃ (বভঞ্জুঃ) । অগ্নীন্ অনাশয়ন্ (ন বারিতবন্তঃ) কেচিৎ কুণ্ডেষু অমূত্রয়ন্ । বেদিমেখলাঃ (উত্তরবেদ্যাঃ সীমাসূত্রাণি) বিভিদুঃ (বিদারয়ামাসুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অপর কতকগুলি রুদ্রানুচর যজ্ঞপাত্র ভঙ্গ করিয়া ফেলিল, কেহ কেহ যজ্ঞকুণ্ডসমূহে মূত্রত্যাগ করিল, কেহ কেহ যজ্ঞীয় বেদী ও মেঘলা ছিন্ন করিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—রুরুজুর্বভঞ্জুঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রুরুজুঃ'—যজ্ঞপাত্রসকল ভঙ্গ করিল ॥ ১৫ ॥

অবাধন্ত মুনীনন্যে একে পত্নীরতর্জ্জয়ন্ ।
অপরে জগৃহুর্দ্দেবান্ প্রত্যাসন্নান্ পলায়িতান্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে মুনীন্ অবাধন্তঃ (দুর্ব্বাক্যাদিভিঃ পীড়িতবন্তঃ) একে পত্নীঃ অতর্জ্জয়ন্ (অভর্ৎসয়ন্) অপরে প্রত্যাসন্নান্ (সমীপস্থান্) (ভয়াৎ) পলায়িতান্ দেবান্ (অপি) জগৃহুঃ (ধৃতবন্তঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অপর কতকগুলি রুদ্রানুচর দুর্ব্বাক্যাদির দ্বারা মুনিগণের পীড়া উৎপাদন করিল, কতকগুলি বা মুনিপত্নীদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, অপর কতকগুলি নিকটস্থ ও পলায়িত দেবতাদিগকে ধরিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তিষ্ঠত ভবতীঃ সম্প্রতি বিধবাঃ কুর্ম্মহে ইতি অশ্লীলবচনৈর্বা পত্নীরতর্জ্জয়ন্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পত্নীঃ অতর্জ্জয়ন্'—অপেক্ষা কর, সম্প্রতি তোমাদিগকে বিধবা করিতেছি, অথবা অশ্লীল দুর্ব্বাক্যের দ্বারা পত্নীদিগকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

———

ভৃগুং ববন্ধ মণিমান্ বীরভদ্রঃ প্রজাপতিম্ ।
চণ্ডেশঃ পূষণং দেবং ভগং নন্দীশ্বরোঽগ্রহীৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—মণিমান্ (নাম যক্ষঃ) ভৃগুং ববন্ধ, বীরভদ্রঃ প্রজাপতিং (দক্ষং ববন্ধ)। চণ্ডেশঃ পূষণং দেবম্ অগ্রহীৎ। নন্দীশ্বরঃ ভগম্ (অগ্রহীৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মণিমান্ নামক রুদ্রানুচর ভৃগুকে, বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে, চণ্ডেশ্বর সূর্য্যদেবকে এবং নন্দী ভগদেবকে ধরিয়া বন্ধন করিল ॥ ১৭ ॥

———

সর্ব্ব এবর্ত্বিজো দৃষ্ট্বা সদস্যাঃ সদিবৌকসঃ ।
তৈরর্দ্দ্যমানাঃ সুভৃশং গ্রাবভির্নৈকধাঽদ্রবন্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে এব ঋত্বিজঃ সদস্যাঃ সদিবৌকসঃ (দেবৈঃ সহিতাঃ) দৃষ্ট্বা (পূর্ব্বোক্তোপদ্রবাদিকং নিরীক্ষ্য) (স্বয়ং চ) তৈঃ গ্রাবভিঃ (পাষাণৈঃ) সুভৃশম্ (অত্যর্থম্) অর্দ্দ্যমানাঃ (পীড্যমানাঃ সন্তঃ) নৈকধা (অনেকধা) অদ্রবন্ (দুদ্রুবুঃ, পলায়মাসুঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ঋত্বিক্‌গণ ও দেবতাগণের সহিত সদস্যগণ সকলেই পূর্ব্বোক্তপ্রকার উপদ্রব নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ; রুদ্রানুচরগণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে তাঁহারা অতিশয় আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রাবভিরর্দ্দ্যমানাঃ নৈকধা দুদ্রুবুঃ ॥১৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রাবভিঃ'—প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা প্রহৃত হইয়া (সদস্যগণ), 'নৈকধা'—অনেক প্রকারে, অর্থাৎ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

———

জুহ্বতঃ স্রুবহস্তস্য শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ ।
ভৃগোর্লুলুঞ্চে সদসি যোঽহসৎ শ্মশ্রু দর্শয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভৃগুঃ) সদসি (দেবসভায়াং) শ্মশ্রু দর্শয়ন্ অহসৎ, (তস্য) স্রুবহস্তস্য (স্রুবঃ হস্তে যস্য তস্য) জুহ্বতঃ (হোমং কুর্ব্বতঃ) ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ (বীরভদ্রঃ) লুলুঞ্চে (উৎপাটিতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ভৃগু হোমপাত্র-হস্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় ঐশ্বর্য্যশালী বীরভদ্র তাঁহার শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন ; কারণ, ঐ ভৃগু সভাস্থলে মহাদেবকে শ্মশ্রু প্রদর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভবো বীরভদ্রঃ। লুলুঞ্চে উৎপাটয়ামাস ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবঃ'—এখানে মহাদেবের অংশ-সম্ভূত বীরভদ্র। 'লুলুঞ্চে'—উৎপাটিত করিলেন (অর্থাৎ মহর্ষি ভৃগুর শ্মশ্রুসকল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন) ॥ ১৯ ॥

———

ভগস্য নেত্রে ভগবান্ পাতিতস্য রুষা ভুবি ।
উজ্জহার সদস্থোঽক্ষ্ণা যঃ শপন্তমসূসুচৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভগঃ) সদস্থঃ (সদসি সভায়াং স্থিতঃ সন্) শপন্তং (শিবনিন্দাং কুর্ব্বন্তং দক্ষম্) অক্ষ্ণা (অক্ষিনিকোচেন) অসূসুচৎ (প্রেরিতবান্), রুষা (রোষেণ তং) ভুবি পাতিতস্য ভগস্য নেত্রে ভগবান্ (বীরভদ্রঃ) উজ্জহার (নিঃসারিতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দক্ষ যখন সভামধ্যে শিবনিন্দা করিতেছিলেন, ভগদেব তখন অক্ষিসঙ্কোচদ্বারা দক্ষকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই কারণে বীরভদ্র ক্রোধভরে তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—শপন্তং দক্ষম্ অক্ষিনিকোচেন অসূসুচৎ প্রেরিতবান্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শপন্তং'—দক্ষ যখন শিবনিন্দা করিতেছিলেন, ঐ সময়ে ভগদেব, চক্ষুঃকোণ

দ্বারা সঙ্কেত করিয়া, তাঁহাকে ঐ ব্যাপারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

পূষ্ণো হ্যপাতয়দ্দন্তান্ কলিঙ্গস্য যথা বলঃ ।
শপ্যমানে গরিমণি যোঽহসদ্দর্শয়ন্ দতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ— গরিমণি (গুরুতরে রুদ্রে) শপ্যমানে (দক্ষেণ নিন্দ্যমানে সতি) যঃ পূষা দতঃ (দন্তান্) দর্শয়ন্ অহসৎ, তস্য পূষ্ণঃ দন্তান্ হি কলিঙ্গস্য (কলিঙ্গদেশরাজস্য দন্তান্ অনিরুদ্ধোদ্বাহে) বলঃ (বলভদ্রঃ) যথা (অপাতয়ৎ তথা) অপাতয়ৎ (উৎপাটিতবান্)॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বলদেব যেরূপ কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তরাজি উৎপাটিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীরভদ্রও পূষাদেবের দন্তসমূহ উৎপাটন করিলেন ; কারণ, দক্ষ যখন পরমগুরু শ্রীরুদ্রের নিন্দা করিতেছিলেন, তখন ঐ পূষাদেব দন্ত প্রদর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কলিঙ্গদেশরাজস্যানিরুদ্ধোদ্বাহে বলভদ্রো যথা দন্তান্ দ্যূতে উৎপাটিতবান্, গরিমণি গরিমবতি রুদ্রে। দতো দন্তান্। পূষ্ণোরিতি পাঠে দ্বিবচন-মৈন্দ্রাপৌষ্ণশ্চরুর্ভবতীত্যত্রেন্দ্রসহিতস্যান্যস্যাপি পূষ্ণো দন্তপাতন-প্রাপ্ত্যর্থং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কলিঙ্গস্য যথা বলঃ'—অনিরুদ্ধের বিবাহকালে দ্যূতক্রীড়ায় রুক্মির সখা কলিঙ্গদেশের অধিপতি দন্তবক্র শ্রীবলদেবকে দন্তপ্রকাশে পরিহাস করায়, তিনি যেমন কলিঙ্গরাজের দন্ত উৎপাটিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এখানে 'গরিমণি'—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রুদ্রের প্রতি দন্তপ্রকাশে যে পূষা (সূর্য্য) হাস্য করিয়াছিলেন, বীরভদ্র তাহার দন্তসমূহ উৎপাটিত করিলেন। এখানে 'পূষ্ণোঃ'—এইরূপ দ্বিবচনান্ত পাঠে, "ঐন্দ্রাপৌষ্ণশ্চরুর্ভবতি"—অর্থাৎ ইন্দ্রের সহিত পূষার (সূর্য্যদেবের) চরু—এইরূপ শ্রুতিবচনে, ইন্দ্রের সহিত অন্য পূষারও দন্তপাতনের প্রাপ্তির জন্য—ইহা জানিতে হইবে। (শ্রীধর স্বামিপাদের টীকায় ইহার সবিশেষ বিস্তৃতি রহিয়াছে।) ॥ ২১ ॥

তথ্য—ভাঃ ১০।৬১।২৯।৩৭ শ্লোকে বলদেবকর্ত্তৃক (কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তোৎপাটনের বিষয় বর্ণিত আছে ॥ ২১ ॥

আক্রম্যোরসি দক্ষস্য শিতধারেণ হেতিনা ।
ছিন্দন্নপি তদুদ্ধর্ত্তুং নাশক্নোৎ ত্র্যম্বকস্তদা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তদা দক্ষস্য উরসি (বক্ষসি) আক্রম্য (আরুহ্য) শিতধারেণাপি (তীক্ষ্ণধারেণাপি) হেতিনা (খড়্গেন) শিরঃ ছিন্দন্নপি ত্র্যম্বকঃ (বীরভদ্রঃ) তৎ (শিবঃ) উদ্ধর্ত্তুং (কায়াৎ পৃথক্ কর্ত্তুং) নাশক্নোৎ (ন সমর্থঃ অভূৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর রুদ্রাংশ বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু দক্ষের শরীর হইতে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হেতিনা খড়্গেন তন্মস্তকং ত্র্যম্বকো বীরভদ্রঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হেতিনা'—খড়্গের দ্বারা। 'তৎ'—তাঁহার মস্তক, অর্থাৎ দক্ষের শরীর হইতে তাঁহার মস্তক খড়্গাঘাতেও বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না। 'ত্র্যম্বকঃ'—এখানে ত্রিলোচন মহাদেবের অংশ-সম্ভূত বীরভদ্র ॥ ২২ ॥

শস্ত্রৈরস্ত্রান্বিতৈরেনমনির্ভিন্নত্বচং হরঃ ।
বিস্ময়ং পরমাপন্নো দধ্যৌ পশুপতিশ্চিরম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অস্ত্রান্বিতৈঃ (অস্ত্রসহিতৈঃ) শস্ত্রৈঃ (অপি) অনির্ভিন্নত্বচং (ন নির্ভিন্না ত্বক্ যস্য তথাভূতং দৃষ্ট্বা) হরঃ পশুপতিঃ (বীরভদ্রঃ) পরং বিস্ময়ম্ আপন্নঃ (সন্) চিরং দধ্যৌ (চিন্তয়ামাস) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যখন নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রহারে দক্ষের চর্ম্মমাত্রও ছিন্ন হইল না, তখন বীরভদ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—শস্ত্রৈঃ খড়্গাদিভিঃ অস্ত্রান্বিতৈঃ শর-ত্রিশূলাদি-সহিতৈরচ্ছিন্নত্বচং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শস্ত্রৈঃ'—খড়্গাদির দ্বারা, অস্ত্রান্বিতৈঃ—শর, শূলাদির সহিত। (যাহা হস্তে ধারণ করিয়া আঘাত করা যায়, তাহা শস্ত্র, যেমন অসি, খড়্গাদি, আর যাহা নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করা হয়, তাহা অস্ত্র, যেমন—বাণ, শূল প্রভৃতি—এই ভেদ)। 'অভিন্নত্বচং'—দক্ষের চর্ম্মমাত্রও ছিন্ন হইল না দেখিয়া, (বীরভদ্র অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মখে।
যজমানপশোঃ কস্য কায়াৎ তেনাহরচ্ছিরঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—স পশূনাং পতিঃ (বীরভদ্রঃ) মখে (যজ্ঞে) সংজ্ঞপনং যোগং (কণ্ঠপীড়নাদিরূপং মারণোপায়যন্ত্রং দৃষ্ট্বা) তেনৈব (যন্ত্রেণ) যজমান-পশোঃ (যজমানরূপস্য পশোঃ) কস্য (দক্ষস্য) শিরঃ (মস্তকং) কায়াৎ (দেহাৎ) অহরৎ (পৃথক্ কৃতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই পশুপতি বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে সংজ্ঞপন-যোগ অর্থাৎ কণ্ঠনিপীড়নরূপ পশু-মারণোপায় দর্শন করিয়া উহাদ্বারা পশুতুল্য যজমান প্রজাপতি দক্ষের শরীর হইতে মস্তককে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সংজ্ঞপনং যোগং কণ্ঠনিষ্পীড়নেন ত্রোটনং, তেনোপায়েনাহরৎ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংজ্ঞপনং যোগং'—কণ্ঠ-নিষ্পীড়নের দ্বারা পশুমারণের উপায়ভূত যন্ত্র; সেই উপায়ে পশুসম যজমান দক্ষের শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—বীরভদ্রাক্ষরূপেণ স্বেন পূর্ব্বং যযৌ হরঃ।
মূলরূপেণ পশ্চাৎ তু গত্বা দক্ষমথাবধীৎ ॥
তত্রোপেন্দ্রেণ হরিণাজিতো ধর্ম্মাত্মজেন চ।
অন্যান্ জিগায় প্রযযৌ কৈলাসং স্বং নিকেতনম্ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ২৪-২৬ ॥

তথ্য—সংজ্ঞপনযোগ—কণ্ঠ-নিষ্পীড়নাদিদ্বারা মারণোপায় (শ্রীধর); 'সংজ্ঞপন'—সম্—জ্ঞপি (বধ করা)+অনট্ (আলম্ভন, মারণ)। যজমান পশু—'যজমান' অর্থে যজ্ঞকারক, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাপক বা ব্রতী, যিনি দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করান। পশুতুল্য যজ্ঞকারক—দক্ষ ॥ ২৪ ॥

সাধুবাদস্তদা তেষাং কর্ম্ম তৎ তস্য পশ্যতাম্।
ভূতপ্রেতপিশাচানামন্যেষাং তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তদা তস্য (বীরভদ্রস্য) তৎ (দক্ষ-শিরশ্ছেদনরূপং) কর্ম্ম পশ্যতাং তেষাং ভূতপ্রেতপিশাচানাং (রুদ্রানুচরাণাং) সাধুবাদঃ (অভূৎ); অন্যেষাং (দক্ষপক্ষীয়ানাং ব্রাহ্মণাদীনাং তু) তদ্বিপর্য্যয়ঃ (অসাধুবাদঃ অভূৎ ইতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তখন সেই বীরভদ্রের এইরূপ কার্য্য দেখিয়া ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল; কিন্তু অন্যান্য দক্ষপক্ষপাতী দ্বিজগণের মুখ হইতে তদ্বিপরীত অসাধুবাদ উত্থিত হইল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যেষাং বিপ্রাদীনাং তদ্বিপর্য্যয়োঽসাধুবাদঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যেষাং'—অপর দক্ষপক্ষীয় বিপ্রাদির 'তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ'—তদ্বিপরীত অসাধুবাদ উত্থিত হইল ॥ ২৫ ॥

জুহাবৈতচ্ছিরস্তস্মিন্ দক্ষিণাগ্নাবমর্ষিতঃ।
তদ্দেবযজনং দগ্ধ্বা প্রাতিষ্ঠদ্ গুহ্যকালয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অমর্ষিতঃ (দক্ষকৃতং শিবাপমানং অসহমানঃ বীরভদ্রঃ) এতৎ শিরঃ তস্মিন্ দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব। (অথ) তদ্দেবযজনং (তৎ তস্য দক্ষস্য দেবযজনং মণ্ডপাদিকমপি) দগ্ধ্বা গুহ্যকালয়ং (কৈলাসং) প্রাতিষ্ঠৎ (প্রাতিষ্ঠত, জগাম) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ক্রোধপ্রদীপ্ত বীরভদ্র দক্ষের ঐ ছিন্নমুণ্ড দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন এবং

তৎপরে দক্ষের যজ্ঞাগার দগ্ধ করিয়া কৈলাসে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—গুহ্যকালয়ং কৈলাসম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'গুহ্যকালয়ং'—কৈলাস পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৫ ॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ —

অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে রুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ ।
শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশগদাপরিঘমুদ্গরৈঃ ॥ ১ ॥
সঞ্ছিন্নভিন্নসর্ব্বাঙ্গাঃ সর্ত্বিক্‌সভ্যা ভয়াকুলাঃ ।
স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য কার্ৎস্ন্যেনৈতন্ন্যবেদয়ন্ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার—

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মার দেবগণ সহ কৈলাসে মহাদেবের সমীপে গমন এবং দক্ষ ও তৎপক্ষীয়গণের হিতার্থ শম্ভুর কোপশান্তি চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে ।

ব্রহ্মা দেবগণের প্রার্থনায় তাঁহাদের সহিত পরম শোভা সৌন্দর্য্যশালী কৈলাস পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তরুমূলে সমাসীন, ভগবদারাধনারত শম্ভুকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শম্ভুকে যথোচিত অভিবাদনাদি করিলে শিবও ব্রহ্মাকে প্রতিনমস্কার করিলেন। ব্রহ্মা বৈষ্ণবরাজ মহাদেবের এতাদৃশ দীনতায় তাঁহার (শম্ভুর) অপার মহিমাই প্রত্যক্ষ করিলেন। পরে পদ্মযোনি স্তবস্তুতিদ্বারা আশুতোষ শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া বৈষ্ণবাপরাধী দক্ষের অপরাধ মোচন এবং তাঁহার অসম্পূর্ণ যজ্ঞ সমাধান জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিবানুচরগণের দ্বারা যজ্ঞস্থলে যাঁহারা প্রহৃত ও হীনাঙ্গ হইয়া আত্মকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের হিতার্থ ও বিহিত কৃপা ভিক্ষা করিলেন এবং রুদ্রকে যজ্ঞভাগ গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞসম্পাদনার্থ প্রার্থনা জানাইলেন।

অন্বয়ঃ—মৈত্রেয়ঃ উবাচ—অথ শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশ-গদাপরিঘমুদ্গরৈঃ (শূলাদিভিঃ অস্ত্রৈঃ) সঞ্ছিন্ন-ভিন্নসর্ব্বাঙ্গাঃ (সঞ্ছিন্নানি ত্রুটিতানি ভিন্নানি বিদীর্ণানি অঙ্গানি যেষাং তে) সর্ত্বিক্‌সভ্যাঃ (সহ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সভ্যৈশ্চ বর্ত্তমানাঃ) ভয়াকুলাঃ (ভয়েন আকুলাঃ) রুদ্রানীকৈঃ (রুদ্রসৈন্যৈঃ) পরাজিতাঃ সর্ব্বে দেবগণাঃ স্বয়ম্ভুবে (ব্রহ্মণে) নমস্কৃত্য কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) এতৎ (পূর্ব্বোক্ত-দক্ষযজ্ঞাদিনাপাদিকং সর্ব্বং) ন্যবেদয়ন্ (বিজ্ঞাপিতবন্তঃ) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর), অনন্তর রুদ্রসৈন্যগণ দেবতাগণকে পরাভূত করিয়া, শূল, পট্টিশ, নিস্ত্রিংশ, গদা, পরিঘ ও মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিলে তাঁহারা ভয়বিহ্বলচিত্তে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার-পূর্ব্বক সবিস্তার দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

কৈলাসবর্ণনং ষষ্ঠে তত্রত্য বটমূলগম্ ।
শিবং সহ সুরৈর্গত্বা স্তুত্বা প্রাসাদয়দ্বিধিঃ ॥ ০ ॥

স্বয়ম্ভুবে স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে কৈলাসের বর্ণনা এবং সেখানে বটমূলে অবস্থিত শিবকে, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত গমনপূর্ব্বক স্তবের দ্বারা প্রসন্ন করিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'স্বয়ম্ভুবে'—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া নিবেদন করিলেন। এখানে 'নমস্কৃত্য'—এই ক্রিয়ার যোগে কর্ম্মে দ্বিতীয়া-বিভক্তি, 'স্বয়ম্ভুবম্'—হওয়া উচিত ছিল, চতুর্থী বিভক্তি আর্ষ-প্রয়োগ ॥ ১-২ ॥

উপলভ্য পুরৈবৈতদ্ভগবানব্জসম্ভবঃ।
নারায়ণশ্চ বিশ্বাত্মা ন কস্যাধ্বরমীয়তুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুরৈব (দক্ষযজ্ঞনাশাৎ প্রাগেব) ভগবান্ অব্জসম্ভবঃ (পদ্মযোনিঃ ব্রহ্মা) বিশ্বাত্মা নারায়ণশ্চ এতৎ (রুদ্রভাগং বিনা প্রবৃত্তস্য যজ্ঞস্য তৎ কর্ত্তুশ্চ বিনাশং) উপলভ্য (সর্ব্বজ্ঞতয়া জ্ঞাত্বা) কস্য (দক্ষস্য) অধ্বরং (যজ্ঞং) নেয়তুঃ (ন জগ্মতুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যশালী পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং বিশ্বাত্মা শ্রীনারায়ণ পূর্ব্বেই এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে গমন করেন নাই ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—উপলভ্য সর্ব্বজ্ঞতয়া জ্ঞাত্বা। কস্য দক্ষস্য। নেয়তুঃ ন জগ্মতুঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপলভ্য'—সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পূর্ব্বেই জানিয়া ব্রহ্মা ও বিশ্বাত্মা নারায়ণ দক্ষের যজ্ঞে গমন করেন নাই। কস্য—দক্ষের। 'ন ঈয়তুঃ'—গমন করেন নাই ॥ ৩ ॥

মধ্ব—ত্রিমূর্ত্তিগতরূপেণ নারায়ণো নাযযৌ ॥৩॥

তদাকর্ণ্য বিভুঃ প্রাহ তেজীয়সি কৃতাগসি।
ক্ষেমায় তত্র সা ভূয়ান্ন প্রায়েণ বুভূষতাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (দেবাদিভিনিবেদিতং বৃত্তান্তং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) বিভুঃ (ব্রহ্মা) প্রাহ (আহ)—তেজীয়সি (অতিতেজস্বিনি পুরুষে) কৃতাগসি (কৃতাপরাধে সত্যপি) তত্র (অপরাধং কৃত্বা) প্রায়েণ বুভূষতাং (জিজীবিষূণাম্ অপরাধং কর্ত্তুমিচ্ছতাং জনানাং বা) সা (তথা বুভূষা) ক্ষেমায় (তেষাং কল্যাণায়) ন ভূয়াৎ (ন ভবেৎ এব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা দেবতাদিগের নিবেদিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—অতি তেজস্বিপুরুষে অপরাধ করিয়া যাহারা বাঁচিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের ঐরূপ অপরাধময় জীবনধারণের ইচ্ছা প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিভুর্ব্রহ্মা তেজীয়সি মহাত্মনি জনে কৃতাগসি কৃতং আগোঽপরাধো যস্য তথাভূতে সতি। ক্ষেমায় স্বকল্যাণায় বুভূষতাং জিজীবিষতাং তত্র ক্ষেমে বিষয়ে সা বুভূষা জিজীবিষা মা ভূয়াৎ ন ভবতু। শ্রীরুদ্রে মহাতেজীয়স্যপরাধবিষয়ীভূতে সতি অপরাধিনাং দক্ষাদীনাং মৃত-ম্রিয়মাণ-মরিষ্যতাং স্বক্ষেমায় বিষয়ভোগাদ্যর্থং জিজীবিষতাং সা জিজীবিষা মা ভবত্বিত্যর্থঃ। দক্ষাদয়োঽপরাধিনো ম্রিয়ন্তাং নাম মা জীবন্তু, জীবিত্বা পুনরপ্যপরাধং করিষ্যতাং, তেষাং জীবনেনালং, মরণমেব বরমিতি ভাবঃ। ভবতেঃ সত্তার্থত্বাৎ সত্তায়াশ্চ জীবনরূপত্বাৎ বুভূষা-জিজীবিষয়োস্তুল্যার্থতা জ্ঞেয়া। প্রায়গ্রহণং তেষামেব মধ্যে কেষাঞ্চিজ্জীবিত্বা অপরাধমকরিষ্যতাং জিজীবিষা জীবনঞ্চ ভূয়াদিত্যর্থলাভায় ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিভুঃ'—ব্রহ্মা (দেবতাদিগের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন)। 'তেজীয়সি'—অতিতেজস্বী মহাত্মা জনে, 'কৃতাগসি'—কৃত হইয়াছে 'আগঃ' অর্থাৎ অপরাধ যাঁহার, সেইরূপ হইলে (অর্থাৎ মহাত্মাদিগের প্রতি অপরাধ করা হইলে)। 'ক্ষেমায়'—নিজ কল্যাণের নিমিত্ত, 'বভূষতাং'—জীবন ধারণেচ্ছুক জনগণের, 'তত্র'—মঙ্গলবিষয়ে সেই বুভূষা অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা (প্রায়) সফল হয় না। তাহাতে মহাতেজস্বী শ্রীরুদ্রে অপরাধ করা হইলে, অপরাধী মৃত, ম্রিয়মাণ ও মরিষ্যমাণ দক্ষ প্রভৃতির বিষয়-ভোগাদির নিমিত্ত জীবিত থাকিবার অভিলাষিগণের সেই জিজীবিষা (জীবন ধারণের ইচ্ছা) না হউক—এই অর্থ। দক্ষ প্রভৃতি অপরাধী, তাঁহারা মৃত হউন, জীবিত না থাকুন, জীবিত থাকিলে পুনরায় অপরাধ করিবে, অতএব তাঁহাদের বাঁচিবার কোন প্রয়োজন নাই, মৃত্যুই তাঁহাদের বরং মঙ্গল—

এই ভাব। (ভবিতুং ইচ্ছা বুভূষা—বিদ্যমান থাকিবার ইচ্ছা)—এখানে ভূ-ধাতু সত্তার্থক (বিদ্যমানার্থক) বলিয়া, এবং সত্তারও জীবনরূপত্বহেতু বুভূষা এবং জিজীবিষা—উভয়ের তুল্যার্থতা বুঝিতে হইবে। 'প্রায়েণ'—এখানে প্রায় শব্দ গ্রহণ করায়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত থাকিয়া অপরাধ না করিয়া জীবন ধারণেচ্ছা এবং জীবন লাভ করুন—এইরূপ অর্থ লভ্য হইতেছে ॥ ৪ ॥

অথাপি যূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং
যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ।
প্রসাদয়ধ্বং পরিশুদ্ধচেতসা
ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রি পদ্মম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথাপি (অনন্তরং) যে (যূয়ং) বর্হিষঃ (যজ্ঞস্য) ভাগভাজম্ (অংশভাগিনং) ভবং (মহাদেবং) পরাদুঃ (দূরাদেব খণ্ডিতবন্তঃ তে) যূয়ং কৃতকিল্বিষাঃ (কৃতাপরাধাঃ অভবত)। পরিশুদ্ধচেতসা (শুদ্ধান্তঃকরণেন) প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মং (প্রগৃহীতে অঙ্ঘ্রিপদ্মে যত্র কর্ম্মাণি পাদৌ প্রগৃহ্য ইত্যর্থঃ) ক্ষিপ্রপ্রসাদং (আশুতোষং) প্রসাদয়ধ্বং (ক্ষমাপয়ত) ॥৫॥

অনুবাদ—তোমরা রুদ্রের নিকট মহা অপরাধ করিয়াছ। তিনি যজ্ঞাংশভাগী; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে দূরে পরিত্যাগ করিয়াছ। অতএব এখন বিশুদ্ধান্তঃকরণে তাঁহার পাদপদ্মযুগল গ্রহণ করিয়া আশুতোষকে প্রসন্ন করিতে যত্ন কর ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অথাপি যদি বুভূষথেত্যর্থঃ। কৃতকিল্বিষা যূয়ং ভবং প্রসাদয়ধ্বং যে ভবন্তো বর্হিষো যজ্ঞস্য ভাগভাজং ভবং পরাদুঃ দূরাদেব খণ্ডিতবন্তঃ। ন চ তৎপ্রসাদো দুষ্কর ইতি বাচ্যম্। প্রগৃহীতেতি অঙ্ঘ্রিপদ্মগ্রহণমাত্রেণৈব স প্রসীদত্যেবেতি তদন্তঃকরণমহং জানাম্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথাপি'—যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, এই অর্থ। 'কৃতকিল্বিষাঃ যূয়ং' —তোমরা মহাদেবের নিকট অপরাধ করিয়াছ, 'ভবং'—সেই মহাদেবকে প্রসন্ন কর। যে তোমরা যজ্ঞভাগের ভাগী মহাদেবকে দূর হইতেই বঞ্চিত করিয়াছ (ইহা তোমাদের অপরাধ)। তাঁহার প্রসন্নতা বিধান অতি দুষ্কর—এইরূপ বলিতে পার না। 'প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্'—চরণকমল গ্রহণমাত্রেই তিনি প্রসন্ন হইবেনই। তাঁহার অন্তঃকরণ আমি জানিই—এই ভাব ॥ ৫ ॥

আশাসানা জীবিতমধ্বরস্য
লোকঃ সপালঃ কুপিতে ন যস্মিন্।
তমাশু দেবং প্রিয়য়া বিহীনং
ক্ষমাপয়ধ্বং হৃদি বিদ্ধং দুরুক্তৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ কুপিতে (সতি) সপালঃ লোকঃ ন (ন ভবেৎ নশ্যেৎ), অধ্বরস্য (যজ্ঞস্য) জীবিতং (পুনঃ সন্ধানং) আশাসানাঃ (প্রার্থয়মানাঃ সন্তঃ) আশু (শীঘ্রং) প্রিয়য়া বিহীনং (সতীবিরহরুষ্টং) দুরুক্তৈঃ (দক্ষস্য দুর্ব্বচনৈঃ) হৃদি বিদ্ধং তং দেবং (শিবং) ক্ষমাপয়ধ্বং (ক্ষমাপয়ত) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যিনি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপাল-সহিত সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যায়, দুর্ব্বাক্যদ্বারা তাঁহার হৃদয়বিদ্ধ হইয়াছে; এবং তিনি প্রিয়তমার বিয়োগনিবন্ধন অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। অতএব তোমরা যজ্ঞের পুনরুদ্ধারপ্রার্থী হইয়া শীঘ্রই সেই রুদ্রদেবের নিকট গমন করতঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্ কুপিতে সতি সপাল এব লোকো ন ভবেৎ, তং ক্ষমাপয়ধ্বম্। যূয়মধ্বরস্য জীবিতং প্রার্থয়মানাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ কুপিতে'—যিনি কুপিত হইলে, লোকপালসহিত সমস্ত লোক আর থাকে না, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই মহাদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। যজ্ঞের পুনরুদ্ধার কামনা করিয়া, (অর্থাৎ তোমাদের যদি যজ্ঞের পুনরুদ্ধার বাসনা থাকে, তবে শীঘ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা কর) ॥ ৬ ॥

নাহং ন যজ্ঞো ন চ যূয়মন্যে
যে দেহভাজো মুনয়শ্চ তত্ত্বম্।
বিদুঃ প্রমাণং বলবীর্য্যয়োর্বা
যস্যাত্মতন্ত্রস্য ক উপায়ং বিধিৎসেৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞঃ (ইন্দ্রঃ) ন (ন বেত্তি) যূয়ং (ভবন্তঃ) ন (ন বিত্থ) অন্যে যে দেহভাজঃ (দেহধারিণঃ) মুনয়শ্চ যস্য (দেবদেবস্য) তত্ত্বং (যথার্থস্বরূপং) বলবীর্য্যয়োঃ প্রমাণম্ (ইয়ত্তাং) বা ন বিদুঃ (অতঃ তস্য) আত্মতন্ত্রস্য (স্বাধীনস্য শিবস্য) অহং (ব্রহ্মা) কঃ উপায়ং বিধিৎসেৎ (বিধানং কর্ত্তুমিচ্ছেৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আমি, ইন্দ্র, তোমরা, মুনিগণ এবং যাবতীয় দেহধারি জীব আমরা কেহই সেই দেবদেব মহাদেবের যথার্থ স্বরূপ বা তাঁহার বলবীর্য্যের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহি। আমি সেই স্বতন্ত্রপুরুষের প্রসন্নার্থ আর কি উপায় বিধান করিতে ইচ্ছা করিব ? অর্থাৎ শিবচরণে ক্ষমাপ্রার্থনা ব্যতীত আমি এ বিষয়ের কোনও উপায়ান্তর দেখিতেছি না ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বামেব বয়ং প্রপন্না অতস্ত্বমেব কমপ্যুপায়ং বিধৎস্বেতি তত্রাহ—নাহং ব্রহ্মাপি ন যজ্ঞঃ ইদানীন্তন ইন্দ্রোঽপি ন চ যূয়ং যাজ্ঞিকা বেদবিদোঽপি যস্য তত্ত্বং বলবীর্য্যয়োঃ প্রমাণমিয়ত্তাঞ্চ ন বিদুঃ ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমরা আপনার নিকটে প্রপন্ন হইয়াছি, অতএব আপনিই কোন উপায় বিধান করুন। তাহাতে বলিতেছেন—'ন অহং'—আমি ব্রহ্মাও নহে, 'ন যজ্ঞঃ'—তৎকালীন ইন্দ্র যজ্ঞও নহেন, 'ন চ যূয়ম্'—যাজ্ঞিক ও বেদবেত্তা হইয়াও তোমরাও, যাঁহার তত্ত্ব এবং বল-বিক্রমের ইয়ত্তা জান না ॥ ৭ ॥

মধ্ব—যজ্ঞ ইন্দ্রঃ। যজ্ঞো যজ্ঞপতিস্ত্বিন্দ্রঃ পুরুহূতঃ পুরুষ্টুত ইত্যভিধানম্। তস্যাত্মতন্ত্রস্য তস্য বিষ্ণোর্মনোবশস্য।

নাহং ইন্দ্রো ন চৈবান্যো যত্তত্ত্বং ন বিদুঃ পরম্।
তস্য বিষ্ণোর্বশে রুদ্রো মম বায়োরথাপি বা।
নান্যস্য কস্যচিৎ পুংসস্তস্যেত্থং বঃ কুতঃ কৃতম্॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

মুমুক্ষবো ব্রহ্মণশ্চ শিবাদীন্দ্রাদিভিস্তথা।
শ্রুত্বা জ্ঞানং পরং গুহ্যং মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ॥

ইতি কৌর্ম্মে ॥ ৭ ॥

স ইত্থমাদিশ্য সুরানজস্তু তৈঃ
সমন্বিতঃ পিতৃভিঃ সপ্রজেশৈঃ।
যযৌ স্বধিষ্ণ্যান্নিলয়ং পুরদ্বিষঃ
কৈলাসমদ্রিপ্রবরং প্রিয়ং প্রভোঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অজঃ (ব্রহ্মা) সুরান্ (দেবান্) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারম্) আদিশ্য (উপদেশং কৃত্বা) তৈঃ সপ্রজেশৈঃ পিতৃভিঃ চ সমন্বিতঃ স্বধিষ্ণ্যাৎ (স্বস্থানাৎ) পুরদ্বিষঃ (ত্রিপুরারেঃ) প্রভোঃ প্রিয়ং নিলয়ং (স্থানম্) অদ্রিপ্রবরং কৈলাসং যযৌ (গতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কমলযোনি ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই প্রকার আদেশ প্রদান করিয়া প্রজাপতিগণ ও দেবগণের সহিত স্বধাম হইতে ত্রিপুরারির প্রিয়তম আলয় গিরিরাজ কৈলাসে যাত্রা করিলেন ॥ ৮ ॥

জন্মৌষধিতপোমন্ত্র-যোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ।
জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্বৃতং সদা ॥ ৯ ॥
নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানা-ধাতুবিচিত্রিতৈঃ।
নানা-দ্রুমলতাগুল্মৈর্নানা-মৃগগণাবৃতৈঃ ॥ ১০ ॥
নানামলপ্রস্রবণৈর্নানাকন্দর-সানুভিঃ।
রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ সিদ্ধযোষিতাম্ ॥ ১১ ॥
ময়ূরকেকাভিরুতং মদান্ধালি-বিমূর্চ্ছিতম্।
প্লাবিতে রক্তকণ্ঠানাং কূজিতৈশ্চ পতত্রিণাম্ ॥ ১২ ॥
আহ্বয়ন্তমিবোদ্ধস্তৈর্দ্বিজান্ কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
ব্রজন্তমিব মাতঙ্গৈর্গৃণন্তমিব নির্ঝরৈঃ ॥ ১৩ ॥
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ সরলৈশ্চোপশোভিতম্।
তমালৈঃ শালতালৈশ্চ কোবিদারাসনার্জ্জুনৈঃ ॥ ১৪ ॥
চূতৈঃ কদম্বনীপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ।
পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরবকৈরপি ॥ ১৫ ॥
স্বর্ণার্ণশতপত্রৈশ্চ বীররেণুকজাতিভিঃ।
কুব্জকৈর্মল্লিকাভিশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১৬ ॥
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ।
ভূর্জৈরোষধিভিঃ পুগৈ রাজপুগৈশ্চ জম্বুভিঃ ॥ ১৭ ॥
খর্জ্জুরাম্রাতকাম্রাদ্যৈঃ পিয়ালমধুকেঙ্গুদৈঃ।
দ্রুমজাতিভিরন্যৈশ্চ রাজিতং বেণুকীচকৈঃ ॥ ১৮ ॥
কুমুদোৎপলকহলারশতপত্রসমৃদ্ধিভিঃ।
নলিনীষু কলং কূজৎ খগবৃন্দোপশোভিতম্ ॥ ১৯ ॥

মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ ক্রোড়ৈর্মৃগেন্দ্রৈর্ভর্ক্ষশল্লকৈঃ ।
গবয়ৈঃ শরভৈর্ব্যাঘ্রৈ রুরুভির্মহিষাদিভিঃ ॥
কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈর্নির্জ্জুষ্টং বৃকনাভিভিঃ ॥ ২০ ॥
কদলীষণ্ডসংরুদ্ধ-নলিনীপুলিনশ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥
পর্য্যস্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া ।
বিলোক্য ভূতেশগিরিং বিবুধা বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—জন্মৌষধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈঃ (জন্মনা প্রসিদ্ধকুলোৎপত্ত্যা ঔষধিভিঃ তপসা মন্ত্রৈঃ যোগৈশ্চ ইতি পঞ্চধা সিদ্ধাঃ তৈঃ) নরেতরৈঃ (দেবৈঃ) জুষ্টং (সেবিতং) কিন্নরগন্ধর্ব্বৈঃ অপ্সরোভিঃ (চ) সদা বৃতং (আবৃতং) নানামণিময়ৈঃ নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ নানাদ্রুমলতাগুল্মৈঃ (নানা দ্রুমলতা গুল্মাশ্চ যেষু তৈঃ) নানামৃগগণাবৃতৈঃ (নানামৃগগণৈঃ আবৃতৈঃ যুক্তৈঃ) নানামলপ্রস্রবণৈঃ (নানা অমলানি প্রস্রবণানি যেষু শৃঙ্গেষু তৈঃ) নানাকন্দরসানুভিঃ (নানা কন্দরাঃ সানবশ্চ যেষু তৈঃ) শৃঙ্গৈঃ রমণৈঃ (কান্তৈঃ সহ) বিহরন্তীনাং (ক্রীড়ন্তীনাং সিদ্ধযোষিতাং (সিদ্ধ-রমণীনাং) রমণং (রতিপ্রদং) ময়ূরকেকাভিরুতং (ময়ূরাণাং কেকাভিঃ শব্দৈঃ অভিরুতং নাদিতং) মদান্ধালিবিমূর্চ্ছিতং (মদান্ধৈঃ অলিভিঃ ভ্রমরৈঃ বিমূর্চ্ছিতং মূর্চ্ছনা রাগগতিবিশেষঃ তদ্ব্যাপ্তং কৃতং) রক্তকণ্ঠানাং (কোকিলানাং) প্লাবিতৈঃ (প্লুতত্বং নীতৈঃ স্বরৈঃ) পতত্রিণাং (অন্যেষাং পক্ষিণাং) কুজিতৈশ্চ কামদুঘৈঃ (কামান্ মনোবিষয়ান্ প্রপূরয়দ্ভিঃ) উদ্ধস্তৈঃ (উন্নতহস্তৈঃ) দ্রুমৈঃ দ্বিজান্ (পক্ষিণঃ) আহ্বয়ন্তমিব মাতঙ্গৈঃ (হস্তিভিঃ) ব্রজন্তমিব, নির্ঝরৈঃ (প্রস্রবণধ্বনিভিঃ) গৃণন্তমিব (ভাষমাণমিব) মন্দারৈঃ পারিজাতৈঃ সরলৈশ্চ উপশোভিতং, তমালৈঃ শালতালৈঃ কোবিদারাসনা-র্জ্জুনৈঃ (তত্তদ্বৃক্ষৈঃ) চূতৈঃ (আম্রৈঃ) কদম্বনীপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ (কদম্ব-নীপ-পুন্নাগ-চম্পকবৃক্ষৈঃ) পাটলাশোকবকুলৈঃ (পাটলাশ্চ অশোকাশ্চ বকুলাশ্চ তে পাটলাশোকবকুলাঃ তৈঃ তত্তদ্বৃক্ষৈঃ) কুন্দৈঃ কুরবকৈঃ অপি স্বর্ণার্ণশতপত্রৈশ্চ (স্বর্ণার্ণৈঃ সুবর্ণবর্ণৈঃ শতপত্রৈশ্চ বীররেণুকজাতিভিঃ (বীরঃ করবীরঃ রেণুকা এলা জাতিঃ মালতী তাভিঃ) কুব্জকৈঃ মল্লিকাদিভিঃ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতং পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ ভূর্জ্জৈঃ ওষধিভিঃ পূগৈঃ রাজপূগৈশ্চ জম্বুভিঃ খর্জ্জুরাম্রাতকাম্রাদ্যৈঃ পিয়ালমধুকেঙ্গুদৈঃ (এবং) অন্যৈঃ দ্রুমজাতিভিঃ বেণুকীচকৈঃ চ রাজি-তং শোভিতং কুমুদোৎপলকহলারশতপত্রসমৃদ্ধিভিঃ (হেতুভিঃ) নলিনীষু সরঃসু কলং (মধুরং যথা ভবতি তথা) কূজৎখগবৃন্দোপশোভিতং (কূজন্তি যানি পক্ষিবৃন্দানি তৈরুপশোভিতং) মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ (বানরৈঃ) ক্রোড়ৈঃ (শূকরৈঃ) মৃগেন্দ্রৈভর্ক্ষশল্যকৈঃ (মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ ইভঃ হস্তী ঋক্ষঃ ভল্লুকঃ শল্যকঃ কণ্টকবরাহঃ তৈঃ) গবয়ৈঃ শরভৈঃ ব্যাঘ্রৈঃ রুরুভিঃ (মৃগবিশেষৈঃ) মহিষাদিভিঃ কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈঃ বৃকনাভিভিঃ নির্জ্জুষ্টং (নিষেবিতং) কদলীষণ্ডসং-রুদ্ধনলিনীপুলিনশ্রিয়ং (কদলীনাং ষণ্ডৈঃ সমূহৈঃ সংরুদ্ধানি আবৃতানি নলিনীনাং পুলিনানি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্মিন্ তং) সত্যাঃ (ভবান্যাঃ) স্নানপুণ্যতরো-দয়া (স্নানেন পুণ্যতরং অতি সুগন্ধং উদকং যস্যাঃ তয়া) নন্দয়া (গঙ্গয়া) পর্য্যস্তং (পরিবেষ্টিতং) ভূতেশগিরিং (ভূতানাম্ ঈশস্য মহাদেবস্য গিরিং কৈলাসং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) বিবুধাঃ (দেবাঃ) বিস্ময়ং যযুঃ (অবাপুঃ) ॥ ৯-২২ ॥

অনুবাদ—সেই কৈলাস-পর্ব্বতে, জন্ম ঔষধি, তপস্যা, মন্ত্র ও যোগদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত সিদ্ধগণ বাস করিতেছেন। যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ দ্বারা সেই স্থান পরিবৃত ও দেবগণকর্ত্তৃক নিত্য সেবিত। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ বিচিত্র মণিমণ্ডিত, বিচিত্র ধাতুরাগে সুরঞ্জিত, বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত, বিবিধ দ্রুমলতা ও গুল্মে আচ্ছাদিত এবং বহুবিধ পশুগণে পরিবৃত। উহাতে কতশত অমল প্রস্রবণ এবং অসংখ্য কন্দর ও সানুসকল কান্তাগণের সহিত বিহারাসক্ত সিদ্ধকুল-কামিনীকুলের অনুরাগ বর্দ্ধন করিতেছে। ময়ূরদিগের কেকারবে, কোকিলকুলের প্লুতস্বরে এবং বিবিধ বিহঙ্গগণের কূজনে তত্রত্য আকাশমণ্ডল নিনাদিত রহিয়াছে। মধুপানমত্ত মধুকরকুলের গুঞ্জনে চতুর্দ্দিক মুখরিত। বায়ুবলে চালিত হইয়া কামপ্রদ কল্পবৃক্ষের শাখাসকল আন্দোলিত হইতেছে ; বোধ হইতেছে, যেন গিরিরাজ কৈলাস শাখা-প্রশাখারূপ উন্নত হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক বিহঙ্গমদিগকে আহ্বান করিতেছেন। মাতঙ্গ-গণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন গিরিরাজ মন্থর গমনে গমন করিতেছেন। নির্ঝর

হইতে সশব্দে বারি পতন হইতেছে ; তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন কৈলাস কলকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। কৈলাসপর্ব্বত মন্দার, পরিজাত, সরল, তমাল, শাল, তাল, কোবিদার, আসন, অর্জ্জুন, আম্র, কদম্ব, নীপ, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরবক, হেমবর্ণ, শতপত্র, বীর, রেণুকা, জাতি, কুব্জক, মল্লিকা, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষলতা দ্বারা বিমণ্ডিত। আবার পনস, ডুম্বুর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, হিঙ্গুল, ভূর্জ্জ, বিবিধ ঔষধী, পূগ, রাজপূগ, জম্বু, খর্জ্জুর, আম্রাতক, আম্র, পিয়াল, মধুক, ইঙ্গুদ, বেণু, কীচক ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহদ্বারা পরিশোভিত। তত্রত্য সরোবরসমূহে বিবিধ জলচর বিহঙ্গগণ কুমুদ, উৎপল, কহলার, পদ্ম প্রভৃতি বিকশিত জলজ পুষ্পের মকরন্দ ও সৌরভ সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া মধুর কূজন করিতেছে। ঐ ভূধরে, মৃগ, শাখামৃগ, বরাহ, সিংহ, হস্তী, ভল্লুক, শল্যক (শজারু) গবয়, শরভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ, কর্ণ, ঊর্ণ, একপদ অশ্বমুখ, বৃক এবং কস্তূরীমৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশুকুল বাস করিতেছে। সরসী পুলিনে কদলীশ্রেণী অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিয়াছে। সতীর স্নান-নিবন্ধন পুণ্যতোয়া সুরধনী গিরিরাজ কৈলাসের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। ঈদৃশ ভূতপতি গিরিশের আবাসধাম গিরিরাজ কৈলাস দর্শন করিয়া দেববৃন্দ সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ৯-২২ ॥

বিশ্বনাথ—কৈলাসং বর্ণয়তি জন্মৌষধীত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ। নরেতরৈর্দেবৈঃ। রমণৈঃ কান্তৈঃ সহ বিহরন্তীনাং সিদ্ধযোষিতাং রমণং রতিপ্রদম্। ময়ূরাণাং কেকা এব অভিতো রুতানি গৃহস্থানামিবোক্তিপ্রত্যুক্তিকোলাহলা যত্র তং মদান্ধানামলীনাং গায়কানামিব মূচ্ছিতানি রাগস্বরালাপমূর্চ্ছনা যত্র তং রক্তকণ্ঠানাং কোকিলানাং পতত্রিণামন্যেষাঞ্চ পক্ষিণাং প্লাবিতৈঃ প্লুতত্বং নীতৈঃ কূজিতৈঃ তথা উদ্ধস্তৈরুদ্গতৈর্হস্তৈরিব কামদুঘৈদ্রুর্মৈদ্বিজান্ পক্ষিণোঽহতিথীন্ ব্রাহ্মণানিব আহ্বয়ন্তম্। ব্রজদ্ভির্মাতঙ্গৈর্ব্রজন্তমিব গৃণদ্ভির্নির্ঝরৈর্গৃণন্তমিব মধুরং ভাষণমিব মন্দারাদিভির্মণ্ডিতম্। চূতাম্রয়োর্নীপকদম্বয়োরপ্যাবান্তরজাতিভেদঃ বেণুকীচকয়োশ্চ নীরন্ধ্র-সরন্ধ্রত্বেন। রেণুকজাতিভিরিতি রেণুকা এলা জাতির্মালতী। নলিনীষু সরঃসু। নাভিঃ কস্তূরীমৃগঃ। কদলীসমূহৈঃ সংরুদ্ধানি আবৃতানি নলিনীনাং পুলিনানি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যত্র তম্। নন্দয়া গঙ্গয়া পর্য্যন্তং পরিবেষ্টিতম্। সত্যা রুদ্রাণ্যাঃ স্নানেন পুণ্যতরমুদকং যস্যাঃ তয়া ॥ ৯-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৈলাসের বর্ণন করিতেছেন—জন্ম ঔষধি ইত্যাদির দ্বারা চৌদ্দটি শ্লোকে। 'নরেতরৈঃ'—মনুষ্যভিন্ন অর্থাৎ দেবগণের দ্বারা (সেবিত)। রমণৈঃ'—কান্তগণের সঙ্গে বিহারকারিণী সিদ্ধরমণীগণের রতিপ্রদ (এই কৈলাসপর্ব্বত)। 'ময়ূর-কেকাভিরুতং'—ময়ূরগণের কেকারব, গৃহস্থগণের উক্তি প্রত্যুক্তিরূপ কোলাহলের ন্যায় শব্দায়মান যেখানে (সেই কৈলাস)। 'মদান্ধালি-বিমূচ্ছিতম্'—মদান্ধ ভ্রমর-নিকরের, গায়কগণের ন্যায় রাগ ও স্বরালাপের মূর্চ্ছনা যেখানে (সেই পর্ব্বত)। 'রক্তকণ্ঠানাং'—কোকিলকুলের স্বরের সহিত মিলিত অন্যান্য পক্ষিগণের অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে শব্দায়মান (যে কৈলাস)। 'উদ্ধস্তৈঃ'—কামদোহী কল্পবৃক্ষের উচ্চ শাখা-প্রশাখাগণ যেন হস্ত উত্তোলন করিয়া সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণগণের ন্যায় পক্ষিগণকে আমন্ত্রণ করিতেছে। 'ব্রজন্তমিব মাতঙ্গৈঃ'—মত্ত মাতঙ্গগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাতে বোধ হইতেছিল, যেন পর্ব্বতই মন্থর গতিতে গমন করিতেছে এবং নির্ঝর হইতে সশব্দে বারিপতন হওয়াতে বোধ হইতেছিল, কৈলাস পর্ব্বত যেন সম্ভাষণ করিতেছে। ঐ পর্ব্বত মন্দার প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা মণ্ডিত, অর্থাৎ অতিশয় রমণীয় হইয়াছিল। এখানে চূত ও আম্র শব্দের এবং নীপ ও কদম্ব শব্দের অবান্তর জাতিভেদ। বেণু ও কীচক—উভয়ের মধ্যে নিশ্ছিদ্র ও সছিদ্র—এই ভেদ। 'বীর-রেণুক-জাতিভিঃ'—বীর করবীর, রেণুকা এলা এবং জাতি বলিতে মালতী (প্রভৃতি বৃক্ষলতার দ্বারা পরিশোভিত ঐ পর্ব্বত)। 'নলিনীষু'—সরোবর সমূহে। 'নাভিঃ'—কস্তূরীমৃগঃ। কদলীসমূহের দ্বারা আবৃত সরোবর সকলের পুলিনসমূহ, তাহাদের দ্বারা যে পর্ব্বতের শোভা হইয়াছে, (সেই কৈলাসে)। 'নন্দয়া'—গঙ্গার দ্বারা পরিবেষ্টিত, সতী রুদ্রাণীর স্নানের দ্বারা যে গঙ্গার জল পবিত্র হইয়াছে ॥ ৯-২২ ॥

———

দদৃশুস্তত্র তে রম্যামলকাং নাম বৈ পুরীম্ ।
বনং সৌগন্ধিকঞ্চাপি যত্র তন্নাম পঙ্কজম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (কৈলাসে) তে (দেবাদয়ঃ) রম্যাং (মনোহরাত্মিকাম্) অলকাং নাম বৈ পুরীং (কুবেরস্য পুরীং) সৌগন্ধিকং বনঞ্চ দদৃশুঃ—যত্র (যস্মিন্ বনে) তন্নাম (সৌগন্ধিকং নাম) পঙ্কজং (পদ্মং ভবতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণ সেই কৈলাসপর্ব্বতে মনোহারিণী অলকা নাম্নী পুরী ও সৌগন্ধিক-নামক কানন দর্শন করিলেন। সৌগন্ধিক পদ্ম ঐ সৌগন্ধিক বনেই জন্মিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তন্নাম সৌগন্ধিকং নাম পঙ্কজং ভবতি। জাতাবেকবচনম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্নাম'—যে সৌগন্ধিক বনে, সৌগন্ধিক নামে পদ্ম জন্মিয়া থাকে। এখানে জাতি-গতভাবে একবচন হইয়াছে। (অর্থাৎ ঐ বনের নাম অনুসারে ওখানকার পদ্মসমূহের নামই সৌগন্ধিক।) ॥ ২৩ ॥

নন্দা চালকনন্দা চ সরিতৌ বাহ্যতঃ পুরঃ ।
তীর্থপাদপদাম্ভোজ-রজসাতীব পাবনে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) তীর্থপাদপদাম্ভোজ-রজসা (তীর্থপাদস্য হরেঃ পদাম্ভোজ-রজসা চরণপদ্মধূল্যা) অতীব পাবনে (পুণ্যে) নন্দা চ অলকনন্দা চ সরিতৌ (নদ্যৌ) পুরঃ (পুর্য্যাঃ) বাহ্যতঃ (স্তঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরীর বহির্ভাগে তীর্থপাদ শ্রীহরির পাদপদ্মরেণু স্পর্শে পবিত্রা নন্দা ও অলকানন্দা-নাম্নী দুইটী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুরঃ পুরাদ্বাহ্যতঃ সরিতৌ ভবতঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরঃ বাহ্যতঃ'—অলকানাম্নী ঐ পুরীর বহির্ভাগে নন্দা ও অলকা নামক দুইটি নদী আছে ॥ ২৪ ॥

যয়োঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্তরবরুহ্য স্বধিষ্ণ্যতঃ।
ক্রীড়ন্তি পুংসঃ সিঞ্চন্ত্যো বিগাহ্য রতিকর্শিতাঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—যয়োঃ (নন্দালকনন্দয়োঃ) বিগাহ্য (প্রবিশ্য) (হে) ক্ষত্তঃ, (বিদুর) রতিকর্শিতাঃ (সম্ভোগশ্রান্তাঃ) সুরস্ত্রিয় (দেবাঙ্গনাঃ স্বপতিভিঃ সহ) স্বধিষ্ণ্যতঃ (স্বস্থানাৎ দেবলোকাৎ) অবরুহ্য (আগত্য) পুংসঃ (স্বপতীন্) সিঞ্চন্ত্যঃ (জলেন সিক্তান্ কুর্ব্বন্তঃ) ক্রীড়ন্তি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, সম্ভোগশ্রান্তা সুরকামিনীগণ স্ব-স্ব অধিষ্ঠান হইতে অবতরণ করিয়া ঐ তটিনীদ্বয়ের জলে অবগাহন করেন এবং অনুরাগভরে কান্তগণের অঙ্গে বারি নিক্ষেপ করতঃ জলক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যয়োবিগাহ্য ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যয়োঃ বিগাহ্য'—যে নদী-দ্বয়ে অবগাহন করতঃ (সুরকামিনীগণ কান্তগণের গাত্রে জলসেচনপূর্ব্বক নানা প্রকারে ক্রীড়া করিয়া থাকেন) ॥ ২৫ ॥

যয়োস্তৎস্নানবিভ্রষ্টনবকুঙ্কুমপিঞ্জরম্ ।
বিতৃষোঽপি পিবন্ত্যম্ভঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যয়োঃ (নন্দালকনন্দয়োঃ) তৎস্নান-বিভ্রষ্টনবকুঙ্কুমপিঞ্জরং (তৎ তাসাং সুরস্ত্রীণাং স্নানেন বিভ্রষ্টং গলিতং যন্নবং কুঙ্কুমং তেন পিঞ্জরং পীত-বর্ণম্) অম্ভঃ বিতৃষোঽপি (তৃড়্বিরহিতাঃ অপি) গজাঃ গজীঃ (হস্তিনীঃ) পায়য়ন্তঃ (স্বয়ং পিবন্তি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—দিব্যাঙ্গনাগণ যখন স্নান করেন, তখন তাঁহাদিগের গাত্রভ্রষ্ট নবকুঙ্কুমের সংযোগে ঐ তটিনী-দ্বয়ের জল পীতবর্ণ হইয়া উঠে। সুতরাং পিপাসা না থাকিলেও হস্তিসকল করিণীগণকে ঐ জল পান করাইয়া নিজেরাও পান করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যয়োরম্ভো গজা বিগততৃষোঽপি পিবন্তি। তত্র হেতুঃ—তাসাং সুরস্ত্রীণাং স্নানেন বিভ্রষ্টৈর্নবকুঙ্কুমৈঃ পিঞ্জরং পীতবর্ণং সুগন্ধঞ্চ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যয়োঃ অম্ভঃ'—যে নদীদ্বয়ের জল মত্ত মাতঙ্গ-সকল পিপাসা না থাকিলেও পান করিয়া থাকে। তাহার কারণ—দিব্যাঙ্গনাগণ স্নান

করাতে তাঁহাদের গাত্র-ভ্রষ্ট নবকুঙ্কুমে পীতবর্ণ ও সুগন্ধ ঐ জল ॥ ২৬ ॥

তারহেম-মহারত্নবিমানশতসঙ্কুলাম্ ।
জুষ্টাং পুণ্যজনস্ত্রীভির্যথা খং সতড়িদ্‌ঘনম্ ॥ ২৭ ॥
হিত্বা যক্ষেশ্বরপুরীং বনং সৌগন্ধিকঞ্চ তৎ ।
দ্রুমৈঃ কামদুঘৈর্হৃদ্যং চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ ॥ ২৮ ॥
রক্তকণ্ঠখগানীকস্বরমণ্ডিতষট্‌পদম্ ।
কলহংসকুলপ্রেষ্ঠ-খরদণ্ডজলাশয়ম্ ॥ ২৯ ॥
বনকুঞ্জরসংঘৃষ্ট-হরিচন্দনবায়ুনা ।
অধিপুণ্যজনস্ত্রীণাং মুহুরুন্মথয়ন্মনঃ ॥ ৩০ ॥
বৈদূর্য্যকৃতসোপানা বাপ্য উৎপলমালিনীঃ
প্রাপ্তং কিম্পুরুষৈর্দৃষ্ট্বাত আরাদ্দদৃশুর্বটম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—তারহেম-মহারত্ন-বিমান-শতসংকুলাং (তারং রূপ্যং হেম সুবর্ণং মহারত্নানি মাণিক্যাদীনি তন্ময়ানাং বিমানানাং শতৈঃ সঙ্কুলাং ব্যাপ্তাং) পুণ্যজনস্ত্রীভিঃ (পুণ্যজনাঃ যক্ষাঃ তেষাং স্ত্রীভিঃ) জুষ্টাং (নিষেবিতাং) যথা সতড়িদ্‌ঘনং (তড়িদ্ভিঃ ঘনৈশ্চ সহিতং) খম্ (আকাশং শোভতে তথা শোভিতাং) যক্ষেশ্বরপুরীং (যক্ষেশ্বরস্য কুবেরস্য পুরীং) হিত্বা (অতিক্রম্য) চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ (চিত্রাণি মাল্যানি পুষ্পানি ফলানিচ্ছদাঃ পর্ণানি চ যত্র তৈঃ) কামদুঘৈঃ (কামনাপূরকৈঃ) দ্রুমৈঃ হৃদ্যং (মনোরমং) রক্তকণ্ঠখগানীকস্বরমণ্ডিতষট্‌পদং (রক্তকণ্ঠখগানাং কোকিলানাম্ অনীকস্য সমূহস্য স্বরৈঃ মণ্ডিতাঃ ষট্‌পদাঃ ভ্রমরাঃ যস্মিন্ তৎ) কলহংসকুলপ্রেষ্ঠ-খরদণ্ডজলাশয়ং (কলহংসানাং কুলস্য সমূহস্য প্রেষ্ঠানি অতিপ্রিয়ানি খরদণ্ডানি তীক্ষ্ণধারমৃণালানি পদ্মানি তৈঃ যুক্তাঃ জলাশয়াঃ যস্মিন্ তৎ) বনকুঞ্জরসংঘৃষ্টহরিচন্দনবায়ুনা (বনকুঞ্জরৈঃ সংঘৃষ্টাঃ যে হরিচন্দনদ্রুমাঃ তৎসম্বন্ধিনা বায়ুনা) পুণ্যজনস্ত্রীণাং (যক্ষবধূনামপি) মনঃ মুহুঃ (বারংবারং) অধি (অধিকম্) উন্মথয়ৎ (ক্ষোভয়ৎ) (কিম্পুরুষৈঃ প্রাপ্তং) সৌগন্ধিকং তৎ বনম্ (অপি চ) বৈদূর্য্যকৃতসোপানাঃ (বৈদূর্য্যৈঃ বৈদূর্য্যমণিভিঃ কৃতানি রচিতানি সোপানানি অবতরণস্থানানি যাসু তাঃ) উৎপলমালিনীঃ (উৎপলানাং পদ্মানাং মালাঃ যাসু বিদ্যন্তে তাঃ) বাপ্যঃ (দীর্ঘিকাঃ) চ দৃষ্ট্বা তে (দেবাদয়ঃ) আরাৎ (দূরাৎ) কিম্পুরুষৈঃ (কিন্নরৈঃ) প্রাপ্তম্ (অধ্যুষিতং) বটং দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) ॥ ২৭-৩১ ॥

অনুবাদ—সেই যক্ষেশ্বরের অলকা নাম্নী পুরী রজত ও স্বর্ণরচিত এবং মহারত্ন-খচিত শত শত বিমানে পরিব্যাপ্ত ; বিদ্যুদ্ভাসিত মেঘযুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় ঐ স্থান যক্ষরমণীগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত ; সৌগন্ধিক বনও বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, তাহাতে কামপ্রদ কল্পবৃক্ষসকল বিচিত্র পুষ্প, ফল ও পত্রে বিভূষিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। পিকাদি বিহগকুলের মধুর স্বরের সহিত ভ্রমর-কুলের গুঞ্জন মিলিত হইয়া অধিকতর সুশ্রাব্য হইয়াছে। জলাশয়ের কলহংসগণের প্রিয়তম কমলরাজি শোভা বিস্তার করিতেছে। বনকুঞ্জরগণ হরিচন্দন বৃক্ষে গাত্র কণ্ডূয়ন্ করিতেছে। গন্ধবহ সেই ঘষিত অংশের সংযোগে সুবাসিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেই বায়ুর স্পর্শে তত্রস্থ পুণ্যশীলা যক্ষকামিনীগণের চিত্ত অধিকতর উন্মথিত হইয়া উঠিতেছে। কাননমধ্যস্থ বাপীসমূহের সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণি-বিনির্ম্মিত। বাপীমধ্যে প্রস্ফুটিত কমলশ্রেণী শোভা পাইতেছে ; ঐ বনে কিন্নরগণ বিহার করিতেছে। দেবতাগণ অলকাপুরী অতিক্রম করিয়া সৌগন্ধিক বনের এই সকল শোভা দর্শন করিলেন এবং নিকটে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন ॥ ২৭-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তারো মুক্তা তড়িদ্ভিঃ স্ত্রীণাং ঘনৈর্বিমানানাং খেন পুর্য্যাঃ সাদৃশ্যম্। যক্ষেশ্বরপুরীং বনঞ্চ হিত্বা অতিক্রম্য তে দেবা আরাদ্দূরাদ্বটং দদৃশুরিত্যন্বয়ঃ। রক্তকণ্ঠখগানামনীকস্য স্বরৈর্ম্মণ্ডিতাঃ ষট্‌পদাঃ ষট্‌পদস্বরা যস্মিন্, কলহংসকুলপ্রেষ্ঠানি খরদণ্ডানি পদ্মানি যেষু তে জলাশয়া যস্মিংস্তৎ। অধি অধিকং মন উন্মথয়ৎ কামোদ্দীপকত্বাদিতি ভাবঃ। বাপ্যঃ বাপীশ্চ দৃষ্ট্বা কিম্পুরুষৈঃ প্রাপ্তা, প্রাপ্তমিতি পাঠে বনবিশেষণম্ ॥ ২৭-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তারঃ'—মুক্তা। এখানে তড়িদ্‌গণের সহিত স্ত্রীগণের, মেঘের সহিত বিমানসমূহের এবং আকাশের সহিত পুরীর সাদৃশ্য বর্ণনা

করা হইয়াছে। যক্ষেশ্বরপুরী এবং বন অতিক্রম করিয়া সেই দেবগণ—দূরে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, এই অন্বয়। 'রক্তকণ্ঠ'—মধুরকণ্ঠ পক্ষিগণের (কোকিলগণের) মধুর স্বরের সহিত ভ্রমর-কুলের স্বর মিলিত হইয়াছে যেখানে। কলহংসকুলের অতিশয় প্রিয় পদ্মসমূহ যেখানে, তাদৃশ সরোবর যেখানে, সেই বন দর্শন করিলেন। 'অধি'—যক্ষ-কামিনীগণের চিত্ত অধিকতর উন্মথিত হইতেছে, ঐ বায়ুর স্পর্শ কামোদ্দীপক বলিয়া—এই ভাব। 'বাপ্যঃ'—বাপীঃ'—(এখানে বাপীশব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন বাপীঃ হইবে) সরোবরসমূহ দর্শন করিয়া। প্রাপ্তাঃ—কিম্পুরুষগণে পরিবৃত সরোবরসকল। এখানে 'প্রাপ্তং'—এই পাঠে উহা বনের বিশেষণ, কিন্নরগণের অধ্যুষিত বন ॥ ২৭-৩১ ॥

স যোজনশতোৎসেধঃ পাদোনবিটপায়তঃ।
পর্য্যক্ কৃতাচলচ্ছায়ো নির্নীড়স্তাপবর্জ্জিতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বটবৃক্ষঃ) যোজনশতোৎসেধঃ (যোজনশতং উৎসেধঃ উচ্ছ্রায়ঃ যস্য সঃ) পাদোন-বিটপায়তঃ (পদোনৈঃ সর্ব্বতঃ পঞ্চ-সপ্ততি-যোজন-প্রমাণৈঃ বিটপৈঃ শাখাভিঃ আয়তঃ বিস্তৃতঃ) পর্য্যক্-কৃতাচলচ্ছায়ঃ (পর্য্যক্ সর্ব্বতঃ কৃতা অচলা ছায়া যেন) নির্নীড়ঃ (নির্গতানি নীড়ানি পক্ষিস্থানানি যস্মাৎ সঃ) তাপবর্জ্জিতঃ (তাপশূন্যঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই বটবৃক্ষ শত যোজন উচ্চ ; উহার শাখা-প্রশাখা পঞ্চসপ্ততি-যোজন-বিস্তারিত ; উহার অচলা ছায়া সর্ব্বদিক্ ব্যাপ্ত ; উহার উপরে একটীও পক্ষীর নীড় নাই এবং উহার অধোভাগে তাপের লেশ-মাত্রও নাই ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—যোজনশতমুৎসেধ উচ্ছ্রায়ো যস্য সঃ। পাদোনৈঃ সর্ব্বতঃ পঞ্চসপ্ততি-যোজনপ্রমাণৈর্বিটপৈঃ শাখাভিরায়তো বিস্তৃতঃ, পর্য্যক্ সর্ব্বতঃ কৃতা অচলা ছায়া যেন সঃ। নির্নীড়ঃ পক্ষিবাস-রহিতত্বাদনুপদ্রবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোজনশতোৎসেধঃ'—শত-যোজন উচ্চতা যাহার, সেই বটবৃক্ষ। 'পাদোন-বিটপায়তঃ'—পঞ্চসপ্ততি যোজন পরিমিত শাখার দ্বারা বিস্তৃত। 'পর্য্যক্'—চতুর্দ্দিকে নিশ্চল ছায়া বিস্তার করিয়াছে, যে বৃক্ষ। 'নির্নীড়ঃ'—পক্ষীর বাসা না থাকায়, উহা উপদ্রবহীন ॥ ৩২ ॥

তস্মিন্ মহাযোগময়ে মুমুক্ষুশরণে সুরাঃ।
দদৃশুঃ শিবমাসীনং ত্যক্তামর্ষমিবান্তকম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—মহাযোগময়ে (অণিমাদিসিদ্ধিপ্রদে) মুমুক্ষুশরণে (মুমুক্ষুণাং শরণে আশ্রয়ভূতে) তস্মিন্ (বটবৃক্ষসমীপে) ত্যক্তামর্ষং (ত্যক্তক্রোধম্) অন্তক-মিব (যমমিব) আসীনম্ (উপবিষ্টং) শিবং সুরাঃ (দেবগণাঃ) দদৃশুঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—দেবগণ দেখিলেন, মুমুক্ষুদিগের আশ্রয়-স্বরূপ অণিমাদি সিদ্ধিপ্রদ ঐ বটবৃক্ষমূলে মহাদেব ত্যক্তক্রোধ হইয়া সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তকমিবেতি তস্মিন্ কৃতস্যাপরাধস্য স্মৃত্যা, ত্যক্তামর্ষমিবেতি তদপি স্বেষু ক্রোধরহিতমিব ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তকম্ ইব'—তাঁহাতে কৃত অপরাধের স্মৃতিতে যমের ন্যায় যেন। 'ত্যক্তামর্ষম্ ইব'—তাহাও নিজ জনের প্রতি ক্রোধহীনের ন্যায় যেন (অর্থাৎ ক্রোধহীন যমসদৃশ শিবকে দেবগণ দর্শন করিলেন।) ॥ ৩৩ ॥

সনন্দনাদ্যৈর্মহাসিদ্ধৈঃ শান্তৈঃ সংশান্তবিগ্রহম্।
উপাস্যমানং সখ্যা চ ভর্ত্রা গুহ্যকরক্ষসাম্ ॥ ৩৪ ॥
বিদ্যাতপোযোগপথমাস্থিতং তমধীশ্বরম্।
চরন্তং বিশ্বসুহৃদং বাৎসল্যাল্লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩৫ ॥
লিঙ্গঞ্চ তাপসাভীষ্টং ভস্মদণ্ডজটাজিনম্।
অঙ্গেন সন্ধ্যাভ্ররুচা চন্দ্রলেখাঞ্চ বিভ্রতম্ ॥ ৩৬ ॥
উপবিষ্টং দর্ভময্যাং বৃষ্যাং ব্রহ্ম সনাতনম্।
নারদায় প্রবোচন্তং পৃচ্ছতে শৃণ্বতাং সতাম্ ॥ ৩৭ ॥
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মঞ্চ জানুনি।
বাহুং প্রকোষ্ঠেঽক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া ॥ ৩৮ ॥
তং ব্রহ্মনির্বাণসমাধিমাশ্রিতং
ব্যুপাশ্রিতং গিরিশং যোগকক্ষাম্।

সলোকপালা মুনয়ো মনূনা-
মাদ্যং মনুং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সংশান্তবিগ্রহং (প্রশান্তমূর্তিম্ অতএব) শান্তৈঃ (রাগবিরহিতৈঃ) সনন্দনাদ্যৈঃ মহাসিদ্ধৈঃ (মুনিগণৈঃ) (তথা) গুহ্যকরক্ষসাং (গুহ্যানাং যক্ষাণাং রক্ষসাং চ) ভর্ত্রা (পালকেন) সখ্যা (কুবেরেণ) চ উপাস্যমানং (স্তূয়মানং) বিদ্যাতপোযোগপথং (বিদ্যা উপাসনা তপঃ চিত্তৈকাগ্র্যং যোগঃ সমাধিঃ তেষাং পন্থানং মার্গম্) আস্থিতম্ (অনুতিষ্ঠন্তম্) তম্ অধীশ্বরং বিশ্বসুহৃদং (বিশ্বস্য জগতঃ সুহৃদং) লোকমঙ্গলং (লোকস্য মঙ্গলং হিতং) বাৎসল্যাৎ (স্নেহাৎ) চরন্তং (তপঃ আদি অনুতিষ্ঠন্তং) ভস্মদণ্ডজটাজিনং তপসাভীষ্টং (তাপসানাম্ অভীষ্টং) সন্ধ্যাভ্ররুচা (রক্তবর্ণেন) অঙ্গেন লিঙ্গং (চিহ্নং) চন্দ্রলেখাং চ বিভ্রতং (ধারয়ন্তং) দর্ভময্যাং বৃষ্যাং (ব্রতীনাম্ আসনং বৃষী তস্যাম্) উপবিষ্টম্ (আসীনং) সতাম্ (অন্যেষাং সতাং সনন্দাদীনাং) শৃণ্বতাং (মধ্যে) সনাতনং (নিত্যসত্যং) ব্রহ্ম (বেদতত্ত্বং) পৃচ্ছতে (জিজ্ঞাসমানে) নারদায় প্রবোচন্তং দক্ষিণে উরৌ সব্যং পাদপদ্মং কৃত্বা (বিন্যস্য) (তথা সব্যে) জানুনি (সব্যং) বাহুং (কৃত্বা) প্রকোষ্ঠে (দক্ষিণবাহুপ্রকোষ্ঠে মণিবন্ধস্থানে) অক্ষমালাঞ্চ (কৃত্বা) তর্কমুদ্রয়া আসীনং (স্থিতং) ব্রহ্মনির্ব্বাণসমাধিং (ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মানন্দঃ তত্র সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং তম্) আশ্রিতং যোগকক্ষাং (যোগপট্টঞ্চ বামজানুদৃঢ়ীকরণায়) ব্যুপাশ্রিতং (বিশেষেণ উপাশ্রিতবন্তং) মনূনাং (মননশীলানাম্) আদ্যং (মুখ্যং) তং মনুং গিরিশং (গিরৌ শেতে যঃ সঃ তং) সলোকপালাঃ (লোকপালৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ সহিতাঃ) মুনয়ঃ প্রাঞ্জলয়ঃ (রচিতাঞ্জলিপুটাঃ সন্তঃ) প্রণেমুঃ (প্রণামং কৃতবন্তঃ) ॥ ৩৪-৩৯ ॥

অনুবাদ—প্রশান্তবিগ্রহ গিরিশকে শান্তপ্রকৃতি সিদ্ধশ্রেষ্ঠ সনন্দনাদি মুনিগণ, যক্ষ ও রক্ষদিগের পালক ও সখা কুবের স্তব করিতেছেন। শম্ভু বিশ্ববান্ধব, তাই বাৎসল্যনিবন্ধন উপাসনা, চিত্তৈকাগ্র্য এবং সমাধিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি লোকসকলের মঙ্গলবিধানার্থ তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি তাঁহার রক্তিমাভ অঙ্গে তপস্বিজনগণের অভীষ্ট-চিহ্ন ভস্ম, দণ্ড, জটা ও অজিনাদি এবং ললাটে চন্দ্রলেখা ধারণ করিয়া আছেন। দেবর্ষি নারদ পরিপ্রশ্ন করিতেছেন, আর শম্ভু কুশনির্ম্মিত বৃষ্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া সনন্দনাদি অন্যান্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাকে নিত্যসত্য বেদতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন; তিনি বাম পাদপদ্ম দক্ষিণ উরুদেশে ও বামহস্ত বাম উরুদেশে স্থাপন করিয়াছেন এবং দক্ষিণ বাহুর মণিবন্ধস্থানে অক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক তর্কমুদ্রা রচনা করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে তন্ময়। তিনি যোগপট্ট অবলম্বন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। হে বিদুর, মহাদেব মননশীল মুনিগণের অগ্রগণ্য। লোকপালসহ মুনিবর্গ এবম্ভূত বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৩৪-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—সিদ্ধৈরুপাস্যমানং সখ্যা কুবেরেণ চ। বিদ্যাতপোযোগানাং পন্থানম্। প্রবর্ত্তনদ্বারা আস্থিতমাশ্রিতং লোকমঙ্গলং তপশ্চরন্তম্। তাপসানাং শৈবানাং সন্ধ্যাভ্ররুচা রক্তবর্ণেনাঙ্গেন। ব্রতিনামাসনং বৃষী তস্যামুপবিষ্টং ব্রহ্ম বেদং শৃণ্বতাং সনন্দনাদীনাং সনন্দনাদ্যৈরিতি পূর্ব্বোক্তেঃ ষষ্ঠ্যন্তত্বাত্তেষ্বপি নারদস্য শ্রৈষ্ঠ্যং তস্য ভক্তত্বাৎ। তৎপ্রষ্টব্যস্য বেদস্যাপি প্রায়ো ভক্তিপ্রতিপাদকত্বং জ্ঞেয়ম্। সব্যং পাদপদ্মং দক্ষিণে উরৌ কৃত্বা। জানুনি চ সব্যে সব্যং বাহুং কৃত্বা দক্ষিণবাহুপ্রকোষ্ঠে মণিবন্ধস্থানে অক্ষমালাং কৃত্বা দক্ষিণপাণিকৃতয়া তর্কমুদ্রয়া উপলক্ষিতমাসীনমিত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথা বাহুং বীরাসনমিদং স্মৃতম্ ॥" তর্কমুদ্রা চোক্তা—"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরগ্রে মিথঃ সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ। প্রসার্য্য বন্ধনং প্রাহুস্তর্কমুদ্রেতি মান্ত্রিকা।" ইতি। ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মানন্দম্। "অধোক্ষজালম্বমিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্। তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধা" ইতি প্রহলাদোক্তেরধোক্ষজালম্বনং বা তত্র সমাধিং চিত্তৈকাগ্র্যমাশ্রিতম্। যোগকক্ষাং বামজানুদৃঢ়ীকরণার্থং যোগপট্টঞ্চ বিশেষেণাপাশ্রিতম্। মনূনাং মননশীলানামাদ্যং মুখ্যম্ ॥ ৩৪-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সিদ্ধৈঃ'—সনকাদি মহাসিদ্ধ এবং সখা কুবের-দ্বারা সেবিত। 'বিদ্যাতপযোগপথং'—বিদ্যা (জ্ঞানযোগ), তপস্যা (কর্ম্মযোগ), উভয়ের

দ্বারা যুক্ত যে যোগপথ (যোগমার্গ), তাহা যিনি প্রবর্ত্তনের দ্বারা আশ্রয় করিয়াছেন (অর্থাৎ যিনি জ্ঞানকর্ম্মানুগৃহীত ভগবদ্ভক্তিযোগ-নিষ্ঠ, তাঁহাকে)। 'লোকমঙ্গলং'—বাৎসল্যবশতঃ লোকের হিতকর তপস্যা যিনি আচরণ করিতেছেন, তাঁহাকে (মুনিগণ প্রণাম করিলেন)। 'তাপসাভীষ্টং'—শৈব তপস্বিগণের অভীষ্ট। 'সন্ধ্যাভ্ররুচা'—সন্ধ্যাকালীন মেঘপ্রভার ন্যায় রক্তবর্ণ দেহের দ্বারা (ভস্ম, দণ্ড, জটা ও অজিনাদি এবং ললাটে চন্দ্রকলা যিনি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে)। ব্রতধারিগণের উপবেশনার্থ কুশাদি নির্ম্মিত আসন বৃষী, তাহাতে যিনি উপবিষ্ট। 'ব্রহ্ম'—বলিতে বেদ, তাহা শ্রবণকারী সনন্দনাদির মধ্যে দেবর্ষি নারদকে যিনি উপদেশ করিতেছিলেন। 'সনন্দনাদ্যৈঃ' (৩৪ শ্লোক)—সনন্দনাদি মহাসিদ্ধগণের দ্বারা উপাসিত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হওয়ায় এবং এখানে ষষ্ঠ্যন্ত (সতাম্)-প্রয়োগ হওয়ায়, নারদেরই শ্রেষ্ঠত্ব, তিনি ভক্ত এই হেতু। তাঁহার জিজ্ঞাসিত বেদেরও প্রায়শঃই ভক্তি-প্রতিপাদকত্ব বুঝিতে হইবে। 'সব্যং পাদপদ্মং'—তিনি বাম পাদপদ্ম দক্ষিণ উরুতে ও বাম বাহু বাম জানুদেশে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ বাহুর প্রকোষ্ঠে, অর্থাৎ মনিবন্ধ স্থানে অক্ষমালা ধারণ করতঃ, দক্ষিণ হস্তদ্বারা তর্কমুদ্রায় উপলক্ষিত হইয়া (অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগদ্বয় সংযোজন করিয়া, অপর অঙ্গুলীত্রয়ের প্রসারণপূর্ব্বক তর্কমুদ্রা বিশিষ্ট হইয়া বীরাসনে) উপবিষ্ট ছিলেন—এই অর্থ। সেইরূপ যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"এক পদ পাতিত ও অন্য পদ উরুতে বিন্যস্ত, সেইরূপ বাহুও অন্য জানুতে স্থাপন করতঃ সরলভাবে উপবেশনকে বীরাসন বলা হয়।" তর্কমুদ্রাও বলা হইয়াছে—"তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করতঃ অন্যান্য অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে, মন্ত্রবিদ্‌গণ তাহাকে 'তর্কমুদ্রা' বলিয়া থাকেন।" 'ব্রহ্মনির্ব্বাণং'—ব্রহ্মানন্দ। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে—"অধোক্ষজালম্বম্" (৭।৭।৩০) ইত্যাদি, অর্থাৎ অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণই রাগাদি-দূষিত আত্মবান্ পুরুষদিগের সংসার-নাশের উপায় এবং তাহাই পরব্রহ্মে লয়রূপ মোক্ষ ও তাহাই সুখ, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—এই প্রহলাদের উক্তি অনুসারে 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' বলিতে অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণ, অথবা সেই ব্রহ্মানন্দে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাকে। 'যোগকক্ষাং ব্যপাশ্রিতম্'—বাম জানু দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত যোগপট্ট যিনি বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই শিবকে। 'মনূনাং'—মননশীল মুনিদিগের যিনি প্রধান, (সেই শিবকে প্রণাম করিলেন) ॥ ৩৪-৩৯ ॥

তথ্য—এই শ্লোকে যতিবেষী শম্ভুর অধোক্ষজসেবা এবং জিজ্ঞাসু নারদ ও শুশ্রূষু চতুঃসনাদির আচার্য্যত্ব ॥ ৩৪-৩৯ ॥

স ত্বুপলভ্যাগতমাত্মযোনিং
সুরাসুরেশৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ।
উত্থায় চক্রে শিরসাভিবন্দন-
মর্হত্তমঃ কস্য যথৈব বিষ্ণুঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—সুরাসুরেশৈঃ (দেবাসুরশ্রেষ্ঠৈঃ) অভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ (অভিবন্দিতৌ অঙ্ঘ্রী যস্য তাদৃশঃ) সঃ (শিবঃ) আত্মযোনিং (ব্রহ্মাণম্) আগতম্ উপলভ্য (দৃষ্ট্বা) যথৈব অর্হত্তমঃ (পূজ্যতমঃ বামনমূর্ত্তিঃ) বিষ্ণুঃ কস্য (কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ) অভিবন্দনং (করোতি), (তথা) উত্থায় শিরসা (মস্তকেন) (অভিবন্দনং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবামনমূর্ত্তিধারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং পূজ্যব্যক্তিদিগের পূজ্য হইয়াও যেমন প্রজাপতি কশ্যপকে অভিবাদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ দেবাসুরেশ্বর-বন্দিতচরণ শ্রীমন্মহাদেবও পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সমুপস্থিত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অভিবন্দনমর্থাত্তস্যাত্মযোনেশ্চক্রে, অর্হত্তমঃ যদ্যপি স্বতঃ পূজ্যস্তদপি তস্য পিতৃত্বাদিতি ভাবঃ। যথা বিষ্ণুর্বামনঃ কস্য কশ্যপপ্রজাপতেঃ ॥৪০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিবন্দনম্'—অর্থাৎ সেই আত্মযোনি ব্রহ্মার অভিবাদন করিলেন। 'অর্হত্তমঃ' —যদিও নিজে পূজ্য, তথাপি তাঁহার পিতা বলিয়া, যেমন বামনরূপী বিষ্ণু প্রজাপতি কশ্যপের অভিবাদন করিয়াছিলেন, (তদ্রূপ সুরাসুর-বন্দিতচরণ শ্রীশিব আত্মযোনি ব্রহ্মাকে উপস্থিত দেখিয়া, গাত্রোত্থান করতঃ মস্তক দ্বারা ব্রহ্মার অভিবাদন করিলেন) ॥ ৪০ ॥

মধ্ব—মহত্তমন্তেজস্বিতমোঽর্কস্য সকাশাদপি। তেজোঽর্থে উত্তমার্থে চ পূজার্থে চ প্রযুজ্যতে। মহচ্ছব্দো মহঃশব্দো মান্যশব্দস্তথৈব চ॥ ইতি শব্দ-নির্ণয়ে॥ ৪০॥

———

তথাপরে সিদ্ধগণা মহর্ষিভি-
র্যে বৈ সমন্তাদনু নীললোহিতম্।
নমস্কৃতঃ প্রাহ শশাঙ্কশেখরং
কৃতপ্রণামং প্রহসন্নিবাত্মভূঃ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ—তথা অপরে যে মহর্ষিভিঃ (সহিতাঃ) সিদ্ধগণাঃ (সিদ্ধপুরুষাঃ) নীললোহিতং (শিবম্) অনু (অনুবর্ত্তন্তে), (তত্র চ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতো বর্ত্তন্তে যে তেঽপি তস্মৈ ব্রহ্মণে প্রণামং কৃতবন্তঃ ইতি শেষঃ ; এবং তৈঃ) নমস্কৃতঃ (সন্) আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) প্রহসন্নিব কৃতপ্রণামং (দেবৈঃ কৃতঃ প্রণামঃ যস্মৈ তং) শশাঙ্কশেখরং (শিবং) প্রাহ॥ ৪১॥

অনুবাদ—এবং অপরাপর যে সকল সিদ্ধপুরুষ মহর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নীললোহিত ভবের অনুবর্ত্তন ও চতুর্দ্দিকে অবস্থান করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেন। আত্মযোনি ব্রহ্মা এই-রূপে সকলের নিকট নমস্কৃত হইলেন এবং শশাঙ্ক-শেখরকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যসহকারে কহিলেন॥ ৪১॥

বিশ্বনাথ—মহর্ষিভিঃ সহিতাঃ যে নারদাদয়ো নীললোহিতমনুবর্ত্তন্তে স্ম, তেঽপি তস্য বন্দনং চক্রুঃ। এবং নমস্কৃতো ব্রহ্মা কৃতপ্রণামো দেবৈর্যস্মৈ তং শিবম্ ; ইবেত্যনেনান্তর্ভয়াদ্বহিরেব মুখপ্রসাদঃ প্রকাশিত ইত্যুক্তম্॥ ৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহর্ষিভিঃ'—মহর্ষিগণের সহিত যে সকল নারদাদি সিদ্ধগণ নীললোহিত শিবের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেন। এইপ্রকারে ব্রহ্মা নমস্কৃত হইয়া 'কৃত-প্রণামং'—দেবগণ যাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন, সেই শিবকে (সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন)। 'প্রহসন্ ইব'—হাস্য করিতে করিতে যেন, এখানে 'ইব'—শব্দের প্রয়োগে—অন্তরে ভয় থাকায়, বাহিরেই মুখের প্রসন্নতা প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা বলা হইল॥ ৪১॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—
জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যৎ তদ্ব্রহ্ম নিরন্তরম্॥৪২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—ত্বাং (ভবন্তং) বিশ্বস্য (প্রাকৃতাপ্রাকৃতস্য সর্ব্বস্য) ঈশং (সদাশিবরূপং) (তথা) জগতঃ (প্রাকৃতপ্রপঞ্চস্য) যোনিবীজয়োঃ (যা যোনিঃ শক্তিঃ প্রকৃতিঃ বীজঞ্চ তয়োঃ) শিবস্য শক্তেঃ চ পরং (কারণং) জানে, নিরন্তরং (নির্গুণং) যৎ ব্রহ্ম (নির্ব্বিকারং) তদেব (ত্বাম্ অহং) জানে॥ ৪২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা শৈবমতাবলম্বিদিগের মতানুসরণ-পূর্ব্বক কহিলেন,—'আপনি সদাশিবরূপে প্রাকৃতা-প্রাকৃত সর্ব্ব বিশ্বের ঈশ্বর ; আপনি প্রাকৃত প্রপঞ্চের যোনিরূপা প্রকৃতি ও বীজরূপ পুরুষ শিবের অংশী ; নির্গুণ ও নির্ব্বিকার যে ব্রহ্ম, তাহাও আপনি। সুতরাং আপনি আমাকে দৈন্যবশতঃ নমস্কারাদি করিলেও আমি আপনার ঐশ্বর্য্য অবগত আছি॥৪২॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি ত্বং মাং প্রণমসি তদপি পরমেশ্বরেণৈক্যাত্তবৈশ্বর্য্যমধিকমিতি শৈবমতমাশ্রিত্যাহ—জানে ইতি। শৈবাঃ খলু ভগবৎপ্রকৃতিপুরুষান্ সদাশিবরূপত্বেন মন্যন্তে। ততশ্চায়মর্থঃ—ত্বাং বিশ্বস্য প্রাকৃতাপ্রাকৃতলক্ষণস্য সর্ব্বস্যেশং সদাশিবরূপং জানে ; যতো জগতঃ প্রাকৃত-প্রপঞ্চস্য যোনিবীজয়োঃ পরং জানে, যোনিবীজে এব ক্রমেণ ব্যনক্তি—শক্তেঃ শিবস্য চেতি যৎপ্রসিদ্ধং নিরন্তরং নির্ভেদং ব্রহ্ম, তদপি ত্বামেব জানে॥ ৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও আপনি আমাকে নমস্কার করিলেন, তথাপি পরমেশ্বরের সহিত ঐক্যবশতঃ আপনার ঐশ্বর্য্য অধিক—ইহা শৈব মত অনুসরণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—'জানে' ইতি। শৈব মতাবলম্বি-গণ ভগবান্, প্রকৃতি ও পুরুষকে সদাশিব রূপেই মনে করিয়া থাকেন। অতএব এইরূপ অর্থ—আপনাকে প্রাকৃতাপ্রাকৃতরূপ সমস্ত বিশ্বের ঈশ্বর সদাশিব-রূপে জানি। যেহেতু 'জগতঃ'—প্রাকৃত প্রপঞ্চের 'যোনি-বীজয়োঃ পরং'—যোনি ও বীজের পর অর্থাৎ প্রধান কারণ বলিয়া জানি। যোনি ও বীজ যথাক্রমে বিবৃত করিতেছেন—'শক্তেঃ শিবস্য চ', এই জগতের যোনি ও বীজ যে প্রকৃতি এবং পুরুষ—যাহাকে শক্তি ও শিব

বলে, 'যৎ'—এই দুইয়ের কারণ যিনি প্রসিদ্ধ, 'নিরন্তরং' —নির্ভেদ (স্বগত-স্বজাতীয়াদি ভেদশূন্য) ব্রহ্ম, তাহা আপনারই স্বরূপ, ইহা আমি জানি ॥ ৪২ ॥

মধ্ব—অন্তর্য্যাম্যপেক্ষয়া শক্তেঃ শিবস্য চ পরমিতি। ক্রিয়ন্তে স্তুতয়োহন্যত্র তদন্তর্য্যাম্যপেক্ষয়া। ন জীবেষু গুণাঃ পূর্ণা যথাযোগ্যা হি তদ্গতাঃ ॥ ইতি ব্রাহ্মে ॥

তথ্য—এই স্থানে শৈবমতানুসরণ করিয়া ব্রহ্মা শিবকে পরতত্ত্বরূপে স্তব করিতেছেন। শৈবগণ ভগবৎপ্রকৃতিপুরুষকে সদাশিবরূপে ধারণা করেন। ব্রহ্মাও এই স্থানে শিবের বিশেষ প্রশংসা করিবার জন্য সেই শৈবমতানুসরণপূর্ব্বক শিবকেই সদাশিবরূপে স্তব করিতেছেন (শ্রীজীব)। শ্রীরুদ্র তদীয় বস্তু, ভগবান্ হইতে অভিন্ন ও ভগবদাবেশাবতার। এই জন্য ব্রহ্মা শ্রীরুদ্রকে বিষ্ণুর সহিত অনেকটা সমানরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ও রুদ্রের প্রশংসার্থ বিষ্ণুর কতিপয় গুণ শ্রীরুদ্রে আরোপ করিয়া চারিটী শ্লোকে স্তব করিতেছেন; পরন্তু অবতারী স্বয়ং ভগবান্ই মূলতত্ত্ব (বীররাঘব)।

শিব—ভগবদ্ভক্ত, ভগবান্—ভক্তবৎসল, তিনি কখনও ভক্তবিদ্বেষ সহ্য করেন না; আবার ভক্তও হৃদয়াসনস্থিত শ্রীভগবানের পূজা না হইলে অপরের প্রশংসায় পরিতুষ্ট হন না। ভগবদ্ভক্তে ভগবানের সকল গুণই বিরাজিত। তাই ব্রহ্মা—'ভগবান্ তুষ্ট হইলে ভক্ত শিবও তুষ্ট হইবেন'—ইহা অবধারণ করিয়া শিবান্তর্য্যামী শ্রীবিষ্ণুকে স্তব করিতেছেন (বিজয়ধ্বজ)।

শিব—গুণাবতার; ইনি জীবের ঈশ্বর হইলেও বিভিন্নাংশ-গত। কোনও কল্পে পুণ্যকারী জীব সংহারকর্ত্তা শিব হন; আবার কোনও কল্পে তাদৃশ জীবের অভাবে স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূপ ধারণপূর্ব্বক সংহার-কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই গুণাবতার, কিন্তু যিনি বৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নহেন—তিনি নির্গুণ এবং নারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস-মূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ; এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী বা গোপালিনী শক্তি, অতএব ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষয়াশ্রয়ের আলম্বনত্বে একত্বহেতু বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন; যথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—

সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গতা স্বয়ং প্রভোঃ।
বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিতা ॥
—পূর্ব্বখণ্ডে অবতার-প্রঃ ২৩শ সংখ্যা।

শ্রীবলদেব-টীকা—"যত্ত কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রভুঃ, নারায়ণাদয়স্তদ্বিলাস-স্বাংশাঃ, তথা আবেশাশ্চ কেচিৎ, তৎস্বাংশাৎ গর্ভোদশায়াৎ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাঃ, তেষামীশত্বম্, কদাচিৎ ব্রহ্মরুদ্রয়োর্জীবত্বঞ্চ, ইতি বচনলাভাৎ শাস্ত্রকৃতা নির্ণীতং, ন তৎ চতুরস্রং; কিন্তু সদাশিবো মূলং তত্ত্বং স্বয়ংপদাভিমতং, তদেব নারায়ণাদিরূপম্, অতঃ ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়স্তস্যৈব কার্য্যভূতাঃ। "অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। তমাদি মধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দরূপমদ্ভুতম্ ॥ উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ। স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং চরাচরম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥" ইতি কৈবল্যোপনিষদি (৬-৯) শ্রবণাৎ; তস্মাদয়ং পক্ষো বরীয়ান্, শ্রৌতত্বাদিতি চেৎ, তত্রাহ—সদেতি। সা মূর্ত্তিঃ, স্বয়ংপ্রভোঃ কৃষ্ণস্য, অঙ্গভূতা নারায়ণস্তদ্বিলাস ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ স্বরূপয়োঃ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপটো যথা ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, ত্বমেব স্বরূপয়োঃ (স্বাংশভূতয়োঃ) শিবশক্ত্যোঃ (অন্তঃস্থিতঃ সন্) ক্রীড়ন্ ঊর্ণপটঃ (ঊর্ণনাভিঃ কীটঃ) যথা (সহায়ান্তরং বিনৈব ঊর্ণাং সৃজতি তত্র বিহরতি সংহরতি চ তথা) এতৎ বিশ্বং সৃজসি পাসি, অৎসি (নাশয়সি) চ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনিই সদাশিবরূপে স্বীয় অংশভূত পুরুষ ও প্রকৃতির অন্তরে অবস্থান করিয়া

ঊর্ণনাভির ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সাধন করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—শিবশক্ত্যোঃ পুরুষপ্রকৃত্যোঃ স্বরূপয়োঃ স্বাংশয়োরিতি পাঠে শিবস্য স্বাংশত্বাৎ শক্তেস্তচ্ছায়ারূপত্বাৎ তৎসমানরূপয়োঃ তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী তাভ্যাং বিশ্বং সৃজসি ॥ ৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শিব-শক্ত্যোঃ স্বরূপয়োঃ'—অবিভক্তস্বরূপ শিব ও শক্তি, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিতে (ক্রীড়া করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন)। 'স্বাংশয়োঃ'—এইরূপ পাঠে সদাশিবরূপ আপনার স্বীয় অংশভূত পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বারা। শিবের স্বাংশত্ব-হেতু এবং শক্তির তাঁহার ছায়ারূপত্ব-হেতু, স্বাংশ বলিতে তাঁহার সমানরূপ। এখানে তৃতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, অতএব তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বারা বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন। [তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্'—অর্থাৎ তুল্যার্থক (তুল্য, সদৃশ, সম, সমান প্রভৃতি) শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া-বিভক্তি হয়, কিন্তু তুলা ও উপমা শব্দের যোগে কেবল ষষ্ঠী হয়, এই সূত্র অনুসারে তৃতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।] ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—তদ্বশত্বাৎ স্বরূপং তু বিষ্ণোঃ সর্ব্বমুদীর্য্যতে। স্বরূপং স চ সর্ব্বত্র বিম্বত্বাদেব তূচ্যতে।

সাক্ষাৎ স্বরূপং মৎস্যাদ্যা বিষ্ণোর্ণান্যৎ কথঞ্চন।
তস্মাদন্যগতা দোষো ন তস্মিন্ পুরুষোত্তমে ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥

———

ত্বমেব ধর্ম্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে
দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জিথাধ্বরম্।
ত্বয়ৈব লোকেঽবসিতাশ্চ সেতবো
যান্ ব্রাহ্মণাঃ শ্রদ্দধতে ধৃতব্রতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বমেব ধর্ম্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে (ধর্ম্মং অর্থঞ্চ দোগ্ধি যা ত্রয়ী, তস্যাঃ অভিপত্তয়ে রক্ষণায়) অধ্বরং (যজ্ঞং) সূত্রেণ (নিমিত্তীভূতেন) দক্ষেণ সসর্জিথ (সৃষ্টবানসি) সেতবঃ (বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদাঃ) চ ত্বয়ৈব লোকে অবসিতাঃ (নিবদ্ধাঃ) যান্ ধৃতব্রতাঃ ব্রাহ্মণাঃ শ্রদ্দধতে (শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্তি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনিই ধর্ম্মার্থ-প্রসবিনী ত্রয়ীর (ঋক্, যজুঃ ও সামের) রক্ষণের নিমিত্ত দক্ষকে নিমিত্তীভূত করিয়া যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন; হে প্রভো, ব্রাহ্মণগণ ব্রতধারী হইয়া যে বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনিই আবার লোকমধ্যে সেই সকলের হেতু (মর্য্যাদা) নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে ধর্ম্মার্থদুঘ, অভিপত্তয়ে ধর্ম্মরূপার্থস্য প্রবর্ত্তনায় দক্ষেণ দক্ষরূপসূত্রেণ অধ্বররূপং বস্ত্রং তন্তুবায় ইব ত্বং সসর্জ্জিথ, তথা লোকে সেতবো বর্ণাশ্রমধর্ম্মমর্য্যাদাশ্চ ত্বয়ৈবাবসিতা নির্ণীতা, অতো দক্ষবধে সতি সম্প্রতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্যাভাবাৎ ধর্ম্মস্য লোপে লোকস্য দুর্গতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ধর্ম্মার্থদুঘ!—ধর্ম্ম ও অর্থের দোহনকারিন্! 'অভিপত্তয়ে'—ধর্ম্মরূপ অর্থের প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত, 'দক্ষেণ'—দক্ষরূপ সূত্রের দ্বারা যজ্ঞরূপ বস্ত্র তন্তুবায়ের ন্যায় আপনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন (অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অর্থপ্রদ বৈদিক কর্ম্মপদ্ধতির প্রবর্ত্তনের জন্য আপনিই দক্ষকে সূত্র করিয়া যজ্ঞের অবতারণা করিয়াছিলেন)। সেইরূপ 'লোকে সেতবঃ'—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদাও আপনিই ইহলোকে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অতএব দক্ষের বধে সম্প্রতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের অভাবহেতু ধর্ম্মের লোপ হইলে, লোকেরও দুর্গতি হইবে—এই ভাব ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—অভিপত্তয়ে প্রতীকারায়। সূত্রেণ দোষ-সূচকেন ॥ ৪৪ ॥

———

ত্বং কর্ম্মণাং মঙ্গলমঙ্গলানাং
কর্ত্তুঃ স্বলোকং তনুষে স্বঃ পরং বা
অমঙ্গলানাং তমিস্রমুল্বণং
বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মঙ্গল, ত্বং মঙ্গলানাং (শুভানাং) কর্ম্মণাং কর্ত্তুঃ (জনস্য) স্বঃ (স্বর্গং) স্বলোকং পরং (মোক্ষং) বা তনুষে (বিস্তৃতং করোষি)। অমঙ্গলানাম্ (অশুভানাং কর্ম্মণাং) (কর্ত্তুশ্চ) উল্বণং (ভীষণং ঘোরং) তমিস্রং (নরকং) তনুষে;

(কিন্তু) কেন (হেতুনা) কস্যচিৎ তদেব (তস্মিন্নেব কর্ম্মণি) বিপর্য্যয়ঃ (কৃতঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে শিব, আপনি শুভকর্ম্মানুষ্ঠানকারিদিগের জন্য স্বর্গ, নিজলোক অথবা মোক্ষপদ বিস্তার করিয়া থাকেন ; আবার আপনিই অশুভকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের পক্ষে ভীষণ নরক বিধান করেন। হে প্রভো, তথাপি কাহারও কাহারও পক্ষে সেই সেই কর্ম্মে উক্ত নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি ? ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মফলদাতাপি ত্বমেবেত্যাহ—ত্বমিতি। হে মঙ্গল ! মঙ্গলানাং পুণ্যানাং কর্ত্তুঃ স্বঃ স্বর্গলোকং তনুষে পরং মোক্ষং বা। অমঙ্গলানাং পাপানাং কর্ত্তুস্তমিস্রং নরকং, তদেব তত্রৈব কেন হেতুনা কস্যচিদ্বিপর্য্যয়ো ভবেৎ ? পুণ্যকর্ত্তুরপি দক্ষাদেস্তমিস্রং, পাপকর্ত্তুরপ্যজামিলাদেরপবর্গ ইতি ত্বং পৃচ্ছসে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মফলের দাতাও আপনিই—ইহা বলিতেছেন, 'ত্বম্ ইতি'। হে 'মঙ্গল'! হে মঙ্গলময় ! আপনি মঙ্গল অর্থাৎ শুভকর্ম্মকারিদিগের সম্বন্ধে, 'স্বঃ'—স্বর্গলোক, অথবা 'পরং'—মোক্ষ বিস্তার করিয়া থাকেন। আর, 'অমঙ্গলানাং' অশুভ অর্থাৎ পাপকর্ম্মকারিদের পক্ষে, 'উল্বণং তমিস্রং'—তীব্র নরক বিধান করেন। এইরূপ হইলে, কি কারণে কোন ব্যক্তির পক্ষে এই নিয়মের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে ? পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী দক্ষ প্রভৃতির নরক, আর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও অজামিলাদির মোক্ষ—ইহার কারণ আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই ভাব ॥ ৪৫ ॥

ন বৈ সতাং ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং
ভূতেষু সর্ব্বেষ্বভিপশ্যতাং তব।
ভূতানি চাত্মন্যপৃথগ্দিদৃক্ষতাং
প্রায়েণ রোষোঽভিভবেদ্যথা পশুম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং (তব চরণে অর্পিতঃ স্থিরীকৃতঃ আত্মা মনো যৈঃ তেষাং) সর্ব্বেষু ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমেষু) তব (ত্বাম্) অভিপশ্যতাম্ অভিতঃ ব্যাপকতয়া পশ্যতাং) ভূতানি চাত্মনি অপৃথগ্দিদৃক্ষতাং (ভেদ-দর্শন-রহিতানাং) বৈ সতাং রোষঃ পশুম্ (অজ্ঞং) যথা (অভিভবতি) (তথা) ন অভিভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যাঁহারা আপনার পদারবিন্দে চিত্ত স্থিরীকৃত করিয়াছেন, যাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বভূতেই আপনাকে ব্যাপকরূপে দর্শন করেন, যাঁহারা ভেদ-দর্শন-রহিত-দৃষ্টিনিবন্ধন সর্ব্বভূতকেই আত্মতুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহারা পশুতুল্য দক্ষের ন্যায় কখনও আপনার রোষে অভিভূত হইয়া পড়েন না ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—মম রোষপ্রসাদাবেব তত্র হেতুরিতি চেন্নৈবং ; তব প্রসাদ এব স ভবেন্ন তু রোষ ইতি কৈমুত্য-ন্যায়েনাহ—ন বা ইতি। তব ত্বাম্ আত্মনি পরমাত্মনি ত্বয়ি অপৃথক্ অনন্যত্বেন ; যদ্বা, আত্মনি স্বস্মিন্নপৃথক্ অভেদেন স্বস্মিন্ সুখদুঃখে ইব ভূতান্যপি সুখদুঃখবন্তি দিদৃক্ষতাং দ্রষ্টুমিচ্ছতামেব কিমুত পশ্যতাং সতাং সতঃ রোষোঽভিভবেৎ। যথা পশুম্ অভিভবেদিতি পশব এব রোষবন্তো ভবন্তি, ন তু সন্তঃ। প্রায়েণেতি জয়বিজয়-বিষয়ক-রোষবতাং সনকাদীনামিব দক্ষবিষয়স্তব রোষ আত্মারামস্যাপ্যভূদিতি সূচয়তি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমার রোষ এবং প্রসন্নতাই তদ্বিষয়ে কারণ, তাহাতে বলিতেছেন—'নৈবং'—না, এইরূপ কখনই নহে। তাহা আপনার—কৃপাই, কিন্তু রোষ নহে, ইহা কৈমুত্যিক ন্যায় অনুসারে বলিতেছেন—'ন বৈ' ইত্যাদি। আপনার রোষ তাঁহাদিগকে অভিভব করিতে পারে না, যাঁহারা আপনার চরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক, 'তব'—পরমাত্মস্বরূপ আপনাতে সকল প্রাণীকে অভেদরূপে দেখিয়া থাকেন, অথবা—নিজ আত্মাতে 'অপৃথক্ দিদৃক্ষতাং'—অভেদরূপে, অর্থাৎ নিজের সুখ ও দুঃখের ন্যায় প্রাণিগণের সুখ-দুঃখ দেখিতে ইচ্ছা করেন, আর যাঁহারা দর্শন করিতেছেন, তাদৃশ সাধুজনকে কি করিয়া ক্রোধ অভিভূত করিতে পারে ? যেমন ক্রোধ পশুকেই অভিভূত করিতে পারে, কারণ পশুগণই ক্রোধান্বিত হয়, সাধুগণ নহেন। 'প্রায়েণ'—প্রায়ই, ইহা বলায়, জয় ও বিজয়ের প্রতি সনকাদির ক্রোধের

ন্যায়, দক্ষের প্রতি আত্মরাম আপনার রোষ হইয়াছিল, ইহা সূচনা করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—তব ত্বাং—চতুর্ষু ষষ্ঠীতি সূত্রাৎ।

বিষ্ণ্বধীনা জগৎসত্তা-প্রতীতিচেষ্টিতং গতিঃ।
ইতি যন্নিয়তং জ্ঞানমপৃথগ্ দর্শনং স্মৃতম্ ॥
মিথ্যা জ্ঞানং পৃথগ্জ্ঞানমিতি বেদবিদো বিদুঃ।
যথৈবার্থস্তথা জ্ঞানমপৃথগ্ দৃষ্টিরুচ্যতে ॥

ইতি গারুড়ে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

**পৃথগ্ধিয়ঃ কর্ম্মদৃশো দুরাশয়াঃ।
পরোদয়েনার্পিতহৃদ্রুজোঽনিশম্।
পরান্ দুরুক্তৈর্বিতুদন্ত্যরুন্তুদা-
স্তান্ মা বধীদ্দৈববধান্ ভবদ্বিধঃ ॥ ৪৭ ॥**

অন্বয়ঃ—পৃথগ্ধিয়ঃ (ভেদদৃশঃ) কর্ম্মদৃশঃ (কর্ম্মণ্যেব ন তু ভগবতি দৃক্ দৃষ্টিঃ যেষাং) দুরাশয়াঃ (দুষ্টঃ মলিনঃ আশয়ঃ চিত্তং যেষাং তে) অনিশং (নিরন্তরং) পরোদয়েনার্পিতহৃদ্রুজঃ (পরেষাম্ উদয়েন সম্পদা অর্পিতা হৃদি রুগ্ ক্লেশঃ যেষাং তে) অরুন্তুদাঃ (মর্ম্মভেত্তারঃ জনাঃ) পরান্ (অন্যান্) দুরুক্তৈঃ (দুর্ব্বচনৈঃ) বিতুদন্তি (অতিব্যথয়ন্তি (অতএব) ভবদ্বিধঃ (নিরুপমঃ সাধুঃ জনঃ) দৈববধান্ (দৈবেনৈব বধঃ যেষাং তান্) তান্ মা বধীৎ (ন হন্যাৎ) ॥

অনুবাদ—যাহারা ভেদদর্শী, যাহাদের দৃষ্টি জড় কর্ম্মেতেই আবদ্ধ, যাহারা দুষ্টাশয়, পরের সম্পদ্দর্শনে যাহাদের হৃদয়ে সততই বেদনা উপস্থিত হয় এবং কটূক্তিপ্রয়োগদ্বারা যাহারা পরের মর্ম্মস্থলভেদকারী পীড়া উৎপাদন করে, দৈবকর্ত্তৃকই তাহাদের দণ্ডবিধান হইয়া থাকে। অতএব ভবাদৃশ নিরুপম সাধুপুরুষেরা তাহাদিগকে বধ করা উচিত মনে করেন না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বসৎসু রোষহেতুক-সমুচিত-শাস্তিপ্রদানেন বিনা কৃতানামাগসাং ফলাপ্রাপ্ত্যা সর্ব্ব এবাসন্তো ভবেয়ুস্তত্রাহ—পৃথগ্ধিয় ইতি। পরোদয়েন পরসম্পদ্দৃষ্ট্যা অরুন্তুদা মর্ম্মভেত্তার দৈবেনৈব বধো যেষামিতি স্বাপরাধেনৈব তে দক্ষাদয়ো মরিষ্যন্তি, তান্মা বধীরিতি যুষ্মৎ-কোপবিষয়ীভূতত্বে তেষাং কদাপ্যুদ্ধারো ন ভাবীতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, অসজ্জনের প্রতি ক্রোধহেতুক সমুচিত শাস্তি প্রদান না করিলে এবং অপরাধ-কারিগণের পাপের ফল প্রাপ্তি না হইলে, সকলেই অসাধু হইয়া পড়িবে, তাহাতে বলিতেছেন—'পৃথগ্ধিয়ঃ' ইত্যাদি। 'পরোদয়েন'—পরের সম্পদ্ দর্শনে যাহাদের হৃদয়ে দুঃখ জন্মে, 'অরুন্তুদাঃ'—যাহারা সর্ব্বদা দুর্ব্বাক্যদ্বারা পরের মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করে, 'দৈববধান্'—দৈব কর্ত্তৃকই তাহাদের স্বকৃত অপরাধের ফলে বধ হইয়া থাকে। নিজের অপরাধের ফলে সেই দক্ষ প্রভৃতি বিনষ্ট হইবে। 'তান্ মা বধীঃ'—তাহাদিগকে আপনাদের ন্যায় সাধুপুরুষের বধের চেষ্টা করা উচিত হয় না। তাহারা আপনাদের ক্রোধের বিষয়ীভূত হইলে, তাহাদের উদ্ধার কখনই হইবে না—এই ভাব ॥ ৪৭ ॥

**যস্মিন্ যদা পুষ্করনাভমায়য়া
দুরন্তয়া স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্দৃশঃ।
কুর্ব্বন্তি তত্র হ্যনুকম্পয়া কৃপাং
ন সাধবো দৈববলাৎকৃতে ক্রমম্ ॥ ৪৮ ॥**

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (দেশে) যদা (কালে) দুরন্তয়া (প্রবলয়া) পুষ্করনাভ-মায়য়া (পুষ্করনাভস্য ভগবতঃ মায়য়া) স্পৃষ্টধিয়ঃ (মোহিতচিত্তাঃ) পৃথগ্দৃশঃ (ভেদদর্শিনো ভবন্তি) তত্র (অপরাধে) দৈববলাৎ (প্রারব্ধবশাৎ) কৃতে (সতি) সাধবঃ অনুকম্পয়া (দয়য়া) কৃপাং কুর্ব্বন্তি; ন ক্রমং (তন্নাশার্থং পরাক্রমং ন কুর্ব্বন্তি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যদিও কোন দেশে, কোন কালে পুরুষ প্রবলা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত-চিত্ত হইয়া ভেদদর্শন নিবন্ধন কোন অপরাধ করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সাধুরা অপরাধীর ঐ কার্য্যকে প্রারব্ধকৃত জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি কৃপাই করিয়া থাকেন, কদাচ তাহার নাশার্থ পরাক্রম প্রকাশ করেন না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বসহনশীলা অপি সাধবঃ পরদুঃখা-

সহিষ্ণবঃ স্যুরতস্তে স্বাপরাধিনোঽপি দয়ন্ত এবেত্যাহ—যস্মিন্ দেশে যদা বা কালে স্পৃষ্টধিয়ঃ অভিভূত-বুদ্ধয়ঃ কুর্ব্বন্তি, দুষ্কৃতমিতি শেষঃ ; তত্র তেষু অনুকম্পয়া কৃপালুত্ব-স্বভাবেন কৃপামেব কুর্ব্বন্তি, ন তু তেষু দৈবেনৈব বলাৎকৃতে দুঃখদানার্থং বলাৎকারে কৃতে সতি, ক্রমং পরাক্রমম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বসহনশীল হইলেও সাধুগণ পরের দুঃখদর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, অতএব তাঁহারা নিজের প্রতি অপরাধকারীকেও দয়াই করেন, ইহা বলিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যাদি। (ভগবান্ পদ্মনাভের দুরত্যয়া মায়ায় মোহিত হইয়া) যদি কোন দেশে, কোন কালে লোক ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া দুষ্কৃত কার্য্য করে (অর্থাৎ সাধুগণের নিকট অপরাধ করিয়া ফেলে), তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি, 'অনুকম্পয়া'—কৃপালুত্ব-স্বভাববশতঃ সাধুগণ কৃপাই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের প্রতি দৈবকর্ত্তৃক দুঃখদানের জন্য যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর পরাক্রম অবলম্বন করেন না ॥ ৪৮ ॥

মধ্ব—যদা যস্মাৎ।

হৃদয়স্য দ্রবীভাবস্ত্বনুকম্পেতি কথ্যতে।
উপকারং কর্ত্তুমিচ্ছা কৃপেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
ইতি শব্দ-নির্ণয়ে ॥ ৪৮ ॥

ভবাংস্তু পুংসঃ পরমস্য মায়য়া
দুরন্তয়াঽস্পৃষ্টমতিঃ সমস্তদৃক্।
তয়া হতাত্মস্বনুকর্ম্মচেতঃ-
স্বনুগ্রহং কর্ত্তুমিহার্হসি প্রভো ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ পরমস্য পুংসঃ (ভগবতঃ) দুরন্তয়া (অচিন্ত্যপ্রভাবয়া) মায়য়া অস্পৃষ্টমতিঃ (অমোহিতচিত্তঃ) সমস্তদৃক্ (সর্ব্বজ্ঞঃ)। (অতঃ) তয়া (মায়য়া) হতাত্মসু (মোহিতচিত্তেষু) (অতএব) অনুকর্ম্মচেতঃসু (কর্ম্মানুগতং চেতঃ যেষাং তেষু দক্ষাদিষু) ইহ (অপরাধে সমুৎপন্নে অপি) (হে) প্রভো, অনুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—পরন্তু হে প্রভো, আপনি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-প্রভাবশালিনী মায়াদ্বারা বিমোহিত-চিত্ত হ'ন না ; সুতরাং আপনি সর্ব্বজ্ঞ। অতএব ভগবন্মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া যাহার চিত্ত কেবল জড়কর্ম্মেই আসক্ত, হে দেব, তাদৃশ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করা ভবাদৃশ জনের নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তব তু সাধুচূড়ামণেঃ কোপো নৈব সম্ভবেদিত্যাহ—ভবাংস্ত্বিতি। অস্পৃষ্টমতিঃ অতঃ সমস্তদৃক্ তেষামপরাধফলং মহাদুঃখং পশ্যস্যেবেতি ভাবঃ। তেষ্বনুগ্রহপ্রকারমাহ—তয়া হতাত্মস্বিতি অনুকর্ম্মচেতঃস্বিতি তস্মিন্নিতি। এতে খলু মায়য়া হতবুদ্ধয়ঃ। কথং বিবেকং লভন্তাং নানাকর্ম্মগ্রস্তমনসঃ কথং বা সাধূন্ পশ্যন্ত্বিত্যত এতেষু মম দয়ৈবোচিতেতি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুচূড়ামণি (সাধুশ্রেষ্ঠ) আপনার কিন্তু ক্রোধ কখনই সম্ভব নয়, ইহা বলিতেছেন—'ভবান্ তু' ইত্যাদি। 'অস্পৃষ্টমতিঃ'—আপনি পরমপুরুষ বিষ্ণুর দুর্ব্বার মায়ার দ্বারা অদূষিতবুদ্ধি (অর্থাৎ বিমুগ্ধ নন), সুতরাং 'সমস্তদৃক্'—তাহাদের অপরাধের ফল মহাদুঃখ সমস্ত কিছুই আপনি দেখিতেছেনই—এই ভাব। তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের প্রকার বলিতেছেন—'তয়া হতাত্মসু'—ভগবানের মায়ায় নষ্টমতি এবং 'অনুকর্ম্মচেতঃসু'—কর্ম্মানুগত-চিত্ত তাহাদের প্রতি (কৃপা করা আপনার কর্ত্তব্য)। কারণ ইহারা মায়ার দ্বারাই হতবুদ্ধি-সম্পন্ন, কি করিয়া বিবেক লাভ করিবে ? আবার নানা কর্ম্মে আসক্তচিত্ত, কি করিয়াই বা সাধুজনের দর্শন লাভ করিবে ? অতএব ইহাদের প্রতি আপনার দয়া করাই উচিত ॥ ৪৯ ॥

মধ্ব—মায়য়া বিষ্ণ্বধীনয়া বন্ধকশক্ত্যা।

বিষ্ণুমায়া হরেরিচ্ছা বন্ধশক্তিশ্চ তদ্বশা।
সর্ব্বত্রগা হরেরিচ্ছা বন্ধশক্তির্জ্জ-বর্জ্জিতা ॥
ইতি শব্দ-নির্ণয়ে ॥ ৪৯ ॥

কুর্ব্বধ্বরস্যোদ্ধরণং হতস্য ভোঃ
ত্বয়াঽসমাপ্তস্য মনো প্রজাপতেঃ।
ন যত্র ভাগং তব ভাগিনো দদুঃ
কুযাজিনো যেন মখো নিনীয়তে ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ মনো (শিব,) ত্বয়া হতস্য (বীর-

ভদ্রাদিদ্বারা বিনাশিতস্য) (অতএব) অসমাপ্তস্য প্রজাপতেঃ (দক্ষস্য) অধ্বরস্য (যজ্ঞস্য) উদ্ধরণং (সর্ব্বাঙ্গরূপেণ সমাপ্তিং) কুরু (সংসাধয়)। যত্র (অধ্বরে) কুযাজিনাঃ (অসূয়াদিদোষযুক্তাঃ যাজ্ঞিকাঃ) যেন (ত্বয়া) মখঃ নিনীয়তে (ফলং প্রাপ্যতে, তস্য ফলদাতুঃ) ভাগিনঃ (ভাগার্হস্য অপি) তব ভাগম্ (অংশং) ন দদুঃ (দত্তবন্তঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে শিব, আপনি যজ্ঞফলদাতা এবং যজ্ঞাংশভাগী ; দক্ষযজ্ঞে কুযাজ্ঞিকেরা আপনাকে আপনার অংশ প্রদান না করায় আপনি প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াছেন ; সুতরাং উহা অসমাপ্তই রহিয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আপনি সেই যজ্ঞ উদ্ধার করুন্ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি সম্প্রতি কিং কর্ত্তব্যং তদ্‌ব্রূহীত্যত আহ—**কুর্ব্বিতি**। ত্বয়া হতস্য অতএবাসমাপ্তস্য প্রজাপতেরধ্বরস্য। হে মনো, যত্রাধ্বরে ভাগিনোঽপি তব ভাগং ন দদুঃ ; যেন ফলদাত্রা ত্বয়া মখো নিনীয়তে ফলং প্রাপ্যতে ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে, এক্ষণে আমার কি করণীয় ? তাহা বলুন—ইহাতে বলিতেছেন, 'কুরু অধ্বরস্য উদ্ধরণম্'—আপনা কর্ত্তৃক বিনষ্ট, অতএব অসমাপ্ত প্রজাপতি দক্ষের সেই যজ্ঞ উদ্ধার করুন। হে মনো ! (হে শিব !) যে যজ্ঞে আপনি যজ্ঞাংশভাগী হইলেও, কুযাজ্ঞিকগণ আপনাকে যজ্ঞীয় অংশ প্রদান করেন নাই ; 'যেন'—যে ফল-প্রদাতা আপনা কর্ত্তৃক যজ্ঞ ফল-প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

জীবতাদ্‌যজমানোঽয়ং প্রপদ্যেতাক্ষিণী ভগঃ।
ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি রোহন্তু পূষ্ণো দন্তাশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥৫১॥

অন্বয়ঃ—অয়ং যজমানঃ (দক্ষঃ) জীবতাৎ। ভগঃ অক্ষিণী (নেত্রে) প্রপদ্যেত (প্রাপ্নোতু)। ভৃগোঃ (শুক্রাচার্য্যস্য) শ্মশ্রূণি রোহন্তু। পূষ্ণঃ দন্তাশ্চ পূর্ব্ববৎ (ভবন্তু) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনার কৃপায় এই যজমান দক্ষ পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠুন, ভগদেব তাঁহার চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হউন, ভৃগুদেবের শ্মশ্রু এবং পূষাদেবের দন্তরাজি পুনরায় পূর্ব্ববৎ হউক্ ॥ ৫১ ॥

দেবানাং ভগ্নগাত্রাণামৃত্বিজাঞ্চায়ুধাশ্মভিঃ।
ভবতানুগৃহীতানামাশু মন্যোঽস্ত্বনাতুরম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মন্যো, (রুদ্র,) আয়ুধাশ্মভিঃ (আয়ুধৈঃ খড়্গাদিভিঃ অশ্মাভিঃ পাষাণৈঃ) ভগ্নগাত্রাণাং (ভগ্নানি গাত্রাণি যেষাং তেষাং) দেবানাং ঋত্বিজাঞ্চ ভবতা অনুগৃহীতানাম্ (অপি) আশু (শীঘ্রম্ এব) অনাতুরম্ (আরোগ্যম্) অস্তু ॥৫২॥

অনুবাদ—হে দেব, অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রস্তরাদির আঘাতে যে সকল দেবতা ও যজ্ঞপুরোহিতগণের গাত্র ভগ্ন হইয়াছে তাঁহারা ভবদীয় অনুগ্রহে আশু আরোগ্যলাভ করুন্ ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—হে মন্যো অনাতুরমারোগ্যমস্তু ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মন্যো ! (হে দেব-দেব শ্রীরুদ্র !)। 'অনাতুরম্'—(আপনার কৃপায় এই পুরোহিতগণ ও দেবগণ শীঘ্র) আরোগ্য লাভ করুক ॥ ৫২ ॥

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ।
যজ্ঞস্তে রুদ্র ভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে রুদ্রসান্ত্বনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—হে রুদ্র, অধ্বরস্য (কৃতে) যদুচ্ছিষ্টঃ (যাবান্ উচ্ছিষ্টঃ অবশিষ্টঃ অর্থঃ, তাবান্ সর্ব্বোঽপি) এষঃ বৈ তে ভাগঃ অস্তু। (হে) রুদ্র যজ্ঞহন্, তে (তব) ভাগেন অদ্য (শীঘ্রমেব) যজ্ঞঃ কল্পতাং (সম্পদ্যতাম্) ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রুদ্র, এই আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন্। অদ্যাবধি যজ্ঞের যাহা কিছু অবশেষ থাকিবে, তাহা আপনারই অংশমধ্যে পরিগণিত হইবে। হে যজ্ঞধ্বংসকারিন্ রুদ্র, অদ্য আপনি আপনার ভাগ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করুন্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—এষ তে ভাগোঽস্তু যৎ উচ্ছিষ্টঃ

উৎকৃষ্টঃ শিষ্টোঽবশিষ্টোঽর্থঃ তেন তে ভাগেন যজ্ঞঃ কল্পতাং সম্পদ্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠোঽধ্যায়শ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থ-স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই আপনার ভাগ হউক, 'যৎ উচ্ছিষ্টঃ'—যাহা উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ অতঃপর যজ্ঞ করিলে যাহা কিছু দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিবে, তৎসমুদয়ই আপনার ভাগ হইবে। হে যজ্ঞহন্! আজ আপনার ভাগ লইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করুন ॥ ৫৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৬ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত চতুর্থস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ইত্যজেনানুনীতেন ভবেন পরিতুষ্যতা।
অভ্যধায়ি মহাবাহো প্রহস্য শ্রূয়তামিতি ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

সপ্তম অধ্যায়ের দক্ষ ও ভবাদির স্তবে যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব ও তৎকৃপায় দক্ষের পুনর্ব্বার যজ্ঞপ্রবর্ত্তন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শিব ব্রহ্মাদি দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ছাগমুণ্ডদ্বারা দক্ষের পুনর্জীবন-দান এবং বিভিন্ন উপায়ে অপরাপর হীনাঙ্গ ব্যক্তির অঙ্গ-বৈকল্য দূর করিলেন। শিব ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সহিত যজ্ঞ-ভূমিতে আগমন করিলে দক্ষ শিবকৃপায় বিগতমোহ হইয়া শিবসমীপে বৈষ্ণবাপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। দক্ষ পুনরায় যজ্ঞপ্রবর্ত্তন করিলে শ্রীহরি সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে অবশিষ্টাংশে স্ব-স্ব-পূজা প্রাপ্ত হইয়া শিবব্রহ্মাদি অন্যান্য দেবতাগণও পরিতুষ্ট হইলেন। দক্ষযজ্ঞ পূর্ণ হইল। যথাসময়ে সতী হিমালয়ের ক্ষেত্রে মেনকার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আবার শিবকে প্রাপ্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) মহাবাহো (বিদুর,) ইতি (ইত্যেবম্) অজেন (ব্রহ্মণা) অনুনীতেন (প্রার্থিতেন) (অতএব) পরিতুষ্যতা ভবেন (শ্রীশিবেন) প্রহস্য, 'শ্রূয়তাম্' ইতি অভ্যধায়ি (কথিতম্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহাবাহো বিদুর, ব্রহ্মার এইরূপ অনুনয়বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—তোমরা সকলেই শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শম্ভুং স্তুতবতা বিষ্ণুরাবির্ভূতঃ স তুষ্টুবে।
দক্ষেণ ঋত্বিগাদ্যৈশ্চ যজ্ঞপূর্ত্তিশ্চ সপ্তমে ॥ ০ ॥

অজেনানুনীতো যো ভবস্তেন ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে দক্ষ শম্ভুকে স্তব করিলে, শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হন এবং তিনি

দক্ষ ও ঋত্বিক্ প্রভৃতির দ্বারা স্তুত হইলে যজ্ঞ পূর্ণ হয়— ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'অজেন অনুনীতেন'—এইরূপে অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ যে শঙ্কর, তাঁহা কর্ত্তৃক (কথিত হইল) ॥ ১ ॥

———

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নাঘং প্রজেশ বালানাং বর্ণয়ে নানুচিন্তয়ে।
দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র ধৃতো ময়া ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমহাদেব উবাচ—(হে) প্রজেশ, (ব্রহ্মন্,) (অহং) দেবমায়াভিভূতানাং (দেবস্য ভগবতঃ মায়য়া অভিভূতানাং মোহিতানাং দক্ষাদীনাং) বালানাম্ (অজ্ঞানাম্) অঘম্ (অপরাধং) ন বর্ণয়ে, ন (অপি) অনুচিন্তয়ে, তত্র (যজ্ঞে মর্য্যাদারক্ষণার্থম্ এব) ময়া দণ্ডঃ ধৃতঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে প্রজাপতে, আমি ভগবন্মায়াবিমোহিত বালপ্রতিম দক্ষাদির অপরাধের কথা মুখেও আনি না; অধিক কি মনেও চিন্তা করি না ; কেবল মর্য্যাদা রক্ষণার্থ দক্ষযজ্ঞে আমাকে দণ্ডবিধান করিতে হইয়াছে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—হে প্রজেশ, পরশেতি চ পাঠঃ। বালানামজ্ঞানাং দণ্ডস্তেষাং হিতার্থং শিক্ষারূপঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে প্রজেশ (হে প্রজাপতে ব্রহ্মন্) !—এই স্থলে 'পরেশ', এইরূপ পাঠও রহিয়াছে। 'বালানাম্'—বালকদিগের, অর্থাৎ অজ্ঞজনের প্রতি যে দণ্ড, তাহা তাহাদের হিতের নিমিত্ত শিক্ষারূপ ॥ ২ ॥

———

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ।
মিত্রস্য চক্ষুষেক্ষেত ভাগং স্বং বর্হিষো ভগঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—দগ্ধশীর্ষ্ণঃ (দগ্ধং শিরঃ যস্য তস্য) প্রজাপতেঃ (দক্ষস্য) শিরঃ অজমুখং (অজস্য মুখং যস্মিন্ তথাভূতং) ভবতু (অস্তু)। ভগঃ (তু) মিত্রস্য (মিত্রনাম্নঃ (দেবস্য) চক্ষুষা বর্হিষঃ (যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনং তং) স্বং ভাগম্ ঈক্ষেত (পশ্যতুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে, এখন ছাগের মুণ্ড তাহার মুণ্ড হউক্ ; এবং ভগদেব মিত্রদেবের চক্ষুর্দ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুক্ ॥৩॥

বিশ্বনাথ—অজমুখমিতি তস্য তত্তুল্যবাগ্‌বুদ্ধিত্বাদিতি ভাবঃ। মিত্রস্য চক্ষুষেতি স্বনেত্রসূচকত্বলক্ষণদোষদুষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। ভাগং স্বমিতি তদ্বিধজনচক্ষুষঃ স্বভোজ্যবস্তুমাত্রদর্শনতাৎপর্য্যকত্বেন পারমার্থিকত্বাভাবাদ্বৈয়র্থ্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজমুখং'—এখন ছাগের মুণ্ড দক্ষের মুণ্ড হউক, যেহেতু তাঁহার ছাগলের তুল্যই বাক্য ও বুদ্ধি—এই ভাব। 'মিত্রস্য চক্ষুষা'—ভগদেব মিত্র নামক দেবতার চক্ষুর্দ্বারা (স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুক), নিজ নেত্রের দ্বারা সূচনা (অর্থাৎ চক্ষুর ইসারায় দক্ষকে উৎসাহিত) করায় দোষদুষ্ট-হেতু—এই ভাব। 'স্বং ভাগং'—যজ্ঞ-সম্বন্ধি নিজ ভাগ, তাদৃশ জনের চক্ষুর কেবল নিজ ভোজ্য বস্তুমাত্র দর্শনেই তাৎপর্য্য, পারমার্থিক দর্শনের অভাববশতঃ উহা বৈয়র্থ্যই—এই ভাব ॥ ৩ ॥

———

পূষা তু যজমানস্য দদ্ভির্জক্ষতু পিষ্টভুক্।
দেবাঃ প্রকৃতসর্ব্বাঙ্গা যে ম উচ্ছেষণং দদুঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পূষা তু (কেবলং) পিষ্টভুক্ (সন্) যজমানস্য দদ্ভিঃ (দন্তৈঃ) জক্ষতু (জক্ষিতু)। যে দেবাঃ মে (মহ্যম্) উচ্ছেষণং (যজ্ঞাবশিষ্টং) দদুঃ (দত্তবন্তঃ) (তে দেবাঃ) প্রাকৃতসর্ব্বাঙ্গাঃ (প্রকর্ষেণ কৃতানি লগ্নানি সর্ব্বাণি অঙ্গানি যেষাং তে তথাভূতাঃ ভবন্তু) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—পূষাও কেবল পিষ্টকভোজী হইয়া যজমানের দন্তরাজির দ্বারা ভক্ষণ করুক্। যে সকল দেবতা আমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট প্রদান করিলেন, তাঁহাদের ভগ্ন অঙ্গসকল সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হউক্ ॥৪॥

বিশ্বনাথ—পূষা কেবলশ্চেৎ পিষ্টভুগ্ ভবতু। অন্যসহিতশ্চেৎ যজমানস্য দদ্ভিরিতি তস্য দন্তান্ প্রকাশ্য সাধূন্ হসতঃ সর্ব্বথৈব দন্তধারণানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। উচ্ছেষণং উৎকৃষ্টং শেষং শিবভাগং যে ন দদুস্তে দেবাঃ অস্মদ্দ্বেষিণঃ দক্ষস্য যজ্ঞে ভুক্তভাগত্বাৎ ছিন্নাঙ্গা অভূবন্। সম্প্রতি প্রকৃতসর্ব্বাঙ্গা ভবন্তু,

মন্নিন্দনসময়ে দক্ষপক্ষস্যাগ্রহণাদিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূষা একাকী হইলে পিণ্টভুক্ (যজ্ঞীয় পিণ্টকভোজী) হউক। অন্যের সহিত যুক্ত থাকিলে, যজমানের দন্তের দ্বারা ভক্ষণ করুক, দন্তরাজি প্রকাশ করিয়া (দাঁত বাহির করিয়া) সাধুগণকে উপহাস-কারীর সর্ব্বপ্রকারেই দন্ত ধারণের অনৌচিত্য-হেতু—এই ভাব। উচ্ছেষণং'—উৎকৃণ্ট যজ্ঞাবশিণ্ট শিবের যজ্ঞাংশ যাঁহারা প্রদান করেন নাই, সেই দেবগণ আমাদের বিদ্বেষী দক্ষের যজ্ঞে তাঁহাদের যজ্ঞাংশ ভোজন করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহাদের অঙ্গসকল ভগ্ন হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহাদের ভগ্ন অঙ্গসকল সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হউক, যেহেতু তাঁহারা আমার নিন্দার সময়ে দক্ষের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই—এই ভাব ॥ ৪ ॥

বাহুভ্যামশ্বিনোঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতবাহবঃ।
ভবন্ত্বধ্বর্য্যবশ্চান্যে বস্তশমশ্রুর্ভৃগুর্ভবেৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(যেষাং তু অঙ্গানি নণ্টানি, তে তু) অশ্বিনোঃ বাহুভ্যাং কৃতবাহবঃ (কৃতবাহুপ্রয়োজনাঃ) ভবন্তু। (তথা যে কেচন ছিন্নহস্তাঃ তে) পূষ্ণঃ হস্তাভ্যাং (কৃতহস্তাঃ ভবন্তু)। (যে চ) অন্যে অধ্বর্য্যবঃ (ঋত্বিজঃ তে অপি কৃতহস্তাঃ ভবন্তু)। (তথা) ভৃগুঃ বস্তশমশ্রুঃ (বস্তস্য ছাগস্য শমশ্রূণি এব শমশ্রূণি যস্য সঃ তথাভূতঃ) ভবেৎ (ভবতু) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল ঋত্বিক্‌দিগের অঙ্গ একেবারেই বিনণ্ট হইয়া গিয়াছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা তাহারা বাহুবিশিণ্ট এবং সূর্য্যের হস্তদ্বারা তাহারা হস্তবান্ হউক্। আর ছাগের শমশ্রুই ভৃগুর শমশ্রু হউক্ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তন্মধ্যে যে কেচিদধ্বর্য্যবো দক্ষপক্ষপাতিনস্তৎসময়ে বাহুহস্তচালনং চক্রুস্তে ভগ্নবাহুহস্তা অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং কৃতবাহবঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতহস্তা ভবন্তু। কিঞ্চ, ভৃগোঃ শমশ্রূণ্যুল্লুঞ্চিতানি। স চ দক্ষস্য মুখ্য এবামাত্যোঽতো বস্তমুখস্য তস্য শমশ্রূণি প্রাপ্নোত্বিত্যভিপ্রেত্যাহ—বস্তশমশ্রুরিতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের মধ্যে যে সকল ঋত্বিক্‌গণ দক্ষের পক্ষ অবলম্বন করতঃ তৎকালে বাহু ও হস্ত সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাহু ও হস্ত ভগ্ন হইয়াছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা তাঁহারা বাহুবিশিণ্ট এবং পূষার (সূর্য্যের) হস্তদ্বারা হস্তবান্ হউন। আর, ভৃগুর শমশ্রুসমূহ উৎপাটিত হইয়াছে। তিনি দক্ষের প্রধান অমাত্যই, অতএব ছাগমুণ্ড দক্ষের শমশ্রুসকল প্রাপ্ত হউন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'বস্তশমশ্রুঃ'—ভৃগুর ছাগের শমশ্রুর ন্যায় শমশ্রু (দাড়ি) হউক ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
তদা সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢ়ুণ্টমোদিতম্।
পরিতুণ্টাত্মভিস্তাত সাধুসাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—(হে) তাত, (বিদুর,) তদা মীঢ়ুণ্টমা (মীঢ়ুণ্টমঃ শিবঃ তেন) উদিতম্ (উক্তং) শ্রুত্বা অথ (অনন্তরং) পরিতুণ্টাত্মভিঃ (পরিতুষ্টৈঃ চিত্তৈঃ) সর্ব্বাণি ভূতানি (কর্ত্তৃণি) (ভবোক্তং) সাধু সাধু ইতি অব্রুবন্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বৎস বিদুর, চন্দ্রশেখরের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রাণী হৃণ্টচিত্তে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া উঠিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতিশয়েন মীঢ়ান্ কামবর্ষী। মীঢ়ুণ্টমঃ শিবস্তস্যোদিতং বচনম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মীঢ়ুণ্টমোদিতম্'—অতিশয়রূপে মীঢ়ান্ অর্থাৎ কামবর্ষী। (মিহ ধাতু সেচন অর্থ, প্রণতজনের অভীণ্ট যাঁহারা সেচন করেন, অর্থাৎ বর্ষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অতিশয়রূপে যিনি শ্রেষ্ঠ কামনাপূরণকারী, তিনি) মীঢ়ুণ্টম শিব, তাঁহার কথিত বাক্য (শ্রবণ করিয়া হৃণ্টচিত্তে সকলে 'সাধু সাধু' বলিয়া উঠিলেন।) ॥ ৬ ॥

ততো মীঢ্বাংসমামন্ত্র্য সুনাসীরাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূয়স্তদ্দেবযজনং সমীঢ্বদ্বেধসো যযুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ মীঢ্বাংসং (মহাদেবম্) আমন্ত্র্য (সংপ্রার্থ্য) সমীঢ্বদ্বেধসঃ (মীঢুষা শিবেন বেধসা ব্রহ্মণা চ সহ বর্ত্তমানাঃ) সহর্ষিভিঃ (ঋষিভিশ্চ

সহিতাঃ) সুনাসীরাঃ (দেবাঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ) তদ্ দেবযজনং (তস্য দক্ষস্য দেবযজনং যজ্ঞবাটং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণ, চন্দ্রমৌলী মহাদেবকে আমন্ত্রণ করিয়া শিব ও ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বার সেই যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—মীঢ্বাংসং শিবমামন্ত্র্য ত্বয়া তত্রাগত্য যজ্ঞঃ সম্পাদনীয় ইতি সংপ্রার্থ্য সুনাসীরা দেবাঃ মীঢ়ুষা বেধসা চ সহ বর্ত্তমানাঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মীঢ্বাংসম্ আমন্ত্র্য'—শ্রীশিবকে আমন্ত্রণ করিয়া, অর্থাৎ আপনি আগমন-পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করুন—এইরূপ প্রার্থনা করতঃ, 'সুনাসীরাঃ'—দেবগণ, স-মীঢ়ুদ্-বেধসঃ'—শিব এবং ব্রহ্মার সহিত বর্ত্তমান দেবগণ (দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন) ॥ ৭ ॥

———

বিধায় কার্ৎস্ন্যেন চ তদ্ যদাহ ভগবান্ ভবঃ ।
সন্দধুঃ কস্য কায়েন সবনীয়পশোঃ শিরঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ ভগবান্ ভবঃ (শিবঃ)আহ, তৎ (সর্ব্বং) কার্ৎস্ন্যেন (সম্যক্) চ বিধায় (সম্পাদ্য) সবনীয়পশোঃ শিরঃ (যজ্ঞীয়পশুমস্তকং) কস্য (দক্ষস্য) কায়েন (দেহেন) সন্দধুঃ (যোজিতবন্তঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণ, ঐশ্বর্য্যশালী শিব যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে সমুদয় সম্যগ্‌রূপে সম্পাদনপূর্ব্বক দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড যোজনা করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যদাহ, তদ্বিধায়েতি ভগাদিভ্যশ্চক্ষুরাদীনি দত্ত্বেত্যর্থঃ। কস্য দক্ষস্য॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্ আহ'—ভগবান্ শঙ্কর যেরূপ বলিয়াছিলেন, 'তদ্ বিধায়' দেবগণ তদনুসারে ভগ প্রভৃতিকে চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রদান করিয়া, এই অর্থ। 'কস্য'—দক্ষের (দেহে যজ্ঞীয় ছাগ-পশুর মুণ্ডটী সংযোজিত করিয়া দিলেন) ॥ ৮ ॥

———

সন্ধীয়মানে শিরসি দক্ষো রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ ।
সদ্যঃ সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ দদৃশে চাগ্রতো মৃড়ম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—(এবং) শিরসি (মস্তকে) সন্ধীয়মানে (সংযোজিতে সতি) রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ (রুদ্রেণ কৃপাদৃষ্ট্যা অভিবীক্ষিতঃ দৃষ্টঃ) দক্ষঃ সদ্যঃ (শীঘ্রম্ এব) সুপ্ত ইব উত্তস্থৌ (উত্থিতবান্); অগ্রতশ্চ মৃড়ং (শিবং স্থিতং) দদৃশে (দদর্শ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে দক্ষের মস্তক সংলগ্ন হইলে, রুদ্র দক্ষের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; প্রজাপতি দক্ষ তৎক্ষণাৎ যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইয়া সম্মুখে ভূতনাথকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥

———

তদা বৃষধ্বজদ্বেষ-কলিলাত্মা প্রজাপতিঃ ।
শিবাবলোকাদভবৎ শরদ্ধ্রদ ইবামলঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ— বৃষধ্বজদ্বেষকলিলাত্মা (বৃষধ্বজস্য দ্বেষেণ কলিলঃ মলিনঃ আত্মা যস্য সঃ) প্রজাপতিঃ (দক্ষঃ) শিবাবলোকাৎ (শিবস্য কৃপয়া অবলোকাৎ দর্শনাৎ) তদা (তৎক্ষণে এব) শরদ্ধ্রদঃ (শরৎকালীনঃ হ্রদঃ) ইব অমলঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণঃ) অভবৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে বৃষভবাহনের প্রতি দ্বেষ করায় দক্ষের আত্মা কলুষিত হইয়াছিল ; কিন্তু এক্ষণে মহাদেবের কৃপাবলোকনে তাঁহার অন্তঃকরণ তৎক্ষণাৎই শরৎকালীন সরসীর ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল ॥১০॥

বিশ্বনাথ—কলিলাত্মা কলুষীকৃতাত্মাপি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কলিলাত্মা'—রুদ্রে কলুষীকৃত আত্মা অর্থাৎ চিত্ত যাঁহার সেই দক্ষ। (পূর্ব্বে শিবের প্রতি দ্বেষ করাতে দক্ষের আত্মা কলুষিত ছিল, এক্ষণে শিব-সন্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণ শরৎকালীন জলাশয়ের ন্যায় নির্ম্মল হইল) ॥ ১০ ॥

———

ভবস্তবায় কৃতধীর্নাশক্নোদনুরাগতঃ ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া সম্পরেতাং সুতাং স্মরন্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভবস্তবায় (শিবস্তবায়) কৃতধীঃ (কৃতা উদ্‌যুক্তা ধীর্যস্য সঃ) সম্পরেতাং (মৃতাং) সুতাং (কন্যাম্) অনুরাগতঃ স্মরন্ ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্প-

কলয়া (ঔৎকণ্ঠ্যাৎ জাতয়া বাষ্পকলয়া অশ্রুধারয়া) (স্তোতুং) ন অশক্নোৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তখন দক্ষ শিবের স্তব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; কিন্তু তিনি অনুরাগবশতঃ পরলোকগতা দুহিতাকে স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। উৎকণ্ঠাজনিত বাষ্পকলায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি আর স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না।। ১১ ॥

কৃচ্ছ্রাৎ সংস্তভ্য চ মনঃ প্রেমবিহ্বলিতঃ সুধীঃ।
শশংস নির্ব্ব্যলীকেন ভাবেনেশং প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রেমবিহ্বলিতঃ (প্রেম্না বিহ্বলিতঃ ব্যাকুলঃ) প্রজাপতিঃ (দক্ষঃ যতঃ) সুধীঃ (শুদ্ধবুদ্ধিঃ) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টাৎ) মনঃ সংস্তভ্য (স্বস্থং কৃত্বা) নির্ব্ব্যলীকেন ভাবেন (নিষ্কপটেন অভিপ্রায়েণ) ঈশং (মহাদেবং) শশংস (তস্য ক্ষমাং প্রার্থিতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কন্যা স্নেহে বিবশচিত্ত দক্ষ বুদ্ধিমান বলিয়া অতিকষ্টে কোনও প্রকারে চিত্ত সংযম করিয়া অকপটভাবে মহাদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । ১২ ॥

শ্রীদক্ষ উবাচ—
ভূয়াননুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে
দণ্ডস্ত্বয়া ময়ি ভৃতো যদপি প্রলব্ধঃ।
ন ব্রহ্মবন্ধুষু চ বাং ভগবন্নবজ্ঞা
তুভ্যং হরেশ্চ কুত এব ধৃতব্রতেষু ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদক্ষঃ উবাচ—অহো ভগবন্, যদপি (যদ্যপি) (ভবান্ ময়া) প্রলব্ধঃ (তিরস্কৃতঃ), (তথাপি) ময়ি ত্বয়া দণ্ডঃ ভৃতঃ (ধৃতঃ, ন তু উপেক্ষা কৃতা)। (সঃ) মে (মম উপরি) ভবতা ভূয়ান্ (মহান্) অনুগ্রহঃ কৃতঃ। ব্রহ্মবন্ধুষু (ব্রাহ্মণাভাসেষু অপি) তুভ্যং (তব) হরেশ্চ (ইতি) বাং (যুবয়োঃ) অবজ্ঞা (উপেক্ষা) ন (নাস্তি)। ধৃতব্রতেষু (যজ্ঞার্থং দীক্ষিতেষু মাদৃশেষু) কুতঃ এব (উপেক্ষা স্যাৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীদক্ষ কহিলেন—হে ভগবন্, যদিও আমি আপনাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, তথাপি আপনি অপরাধীর প্রতি উপেক্ষা না করিয়া সেই অপরাধের যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করতঃ আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহই প্রকাশ করিয়াছেন ; অথবা আপনার ইহা সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু ব্রাহ্মণাভাসকেও শ্রীহরি ও আপনি উপেক্ষা করেন না। আর যাঁহারা আমার ন্যায় যজ্ঞাদিব্রতে দীক্ষিত, তাঁহাদিগকে আর কি প্রকারে উপেক্ষা করিবেন ? ১৩॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি বিপ্রলব্ধস্তিরস্কৃতঃ, তদপি ময়ি দণ্ডো ভৃতঃ ধৃত আত্মীয়ত্ব-বুদ্ধ্যা শিক্ষা কৃতা ন তূপেক্ষিতোঽস্মি, যুক্তমেবৈতদিত্যাহ—ব্রহ্মবন্ধুষু চ ব্রাহ্মণাভাসেষ্বপি তুভ্যং তব হরেশ্চেতি বাং অবজ্ঞা নাস্তি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদপি'—যদিও আমি আপনাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, তথাপি 'ময়ি দণ্ডঃ ভৃতঃ'—আমাতে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, আত্মীয় বুদ্ধিতে শিক্ষা প্রদানই করিয়াছেন, কিন্তু উপেক্ষা করেন নাই, ইহা যুক্তই হইয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'ব্রহ্মবন্ধুষু'—ব্রাহ্মণাভাসের (অধম ব্রাহ্মণের) প্রতিও আপনার এবং ভগবান্ শ্রীহরির উভয়ের অবজ্ঞা নাই ॥ ১৩ ॥

বিদ্যাতপোব্রতধরান্ মুখতঃ স্ম বিপ্রান্
ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবিতুং প্রথমং ত্বমস্রাক্।
তদ্ব্রাহ্মণান্ পরম সর্ব্ববিপৎসু পাসি
পালঃ পশূনিব প্রভো প্রগৃহীতদণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ— হে পরম, (উৎকৃষ্ট,) প্রভো, ব্রহ্মাত্মতত্ত্বং (ব্রহ্ম বেদম্ আত্মতত্ত্বং স্বজ্ঞানমার্গং চ) অবিতুং (রক্ষিতুং প্রবর্ত্তয়িতুং) বিদ্যাতপোব্রতধরান্ বিপ্রান্ (প্রথমং) মুখতঃ ত্বম্ অস্রাক্ স্ম (অস্রাক্ষীঃ সৃষ্টবান্), তৎ (তস্মাৎ) প্রগৃহীতদণ্ডঃ পালঃ (পশুপালকঃ) পশূন্ ইব সর্ব্ববিপৎসু ব্রাহ্মণান্ পাসি (রক্ষসি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ, আপনি বেদ ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতধারী বিপ্রগণকে প্রথমে মুখ হইতে সৃষ্টি করি-

য়াছেন। সেই জন্যই পশুপালক যেরূপ পশুদিগকে রক্ষা করে, সেইরূপ আপনিও ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্ববিপৎ হইতে রক্ষা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র হেতুঃ—বিদ্যেতি। ত্বমেব ব্রহ্মা ভূত্বা অস্রাক্ অস্রাক্ষীঃ ; যদ্বা, ব্রহ্ম বেদমাত্মতত্ত্বঞ্চ রক্ষিতুং তত্তস্মাৎ হে পরম, পশূনিত্যস্মাকং পশুত্বং, তব পশুপতিত্বম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিষয়ে হেতু—'বিদ্যা' ইত্যাদি, অর্থাৎ বিদ্যা (শাস্ত্রজন্য জ্ঞান), তপস্যা (শম, দমাদি) ও ব্রত (কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি)—ধারণকারী বিপ্রগণকে, আপনিই ব্রহ্মা হইয়া মুখ হইতে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন। অথবা—ব্রহ্ম বলিতে বেদ এবং আত্মতত্ত্ব, রক্ষা করিবার নিমিত্ত (ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন)। অতএব হে পরম (সর্ব্বোত্তম)! 'পশূন্ ইব'—দণ্ডধারণ করতঃ পশুপাল, যেমন পশুদিগকে রক্ষা করে (তদ্রূপ আপনি সকল বিপদ্ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন)। এখানে আমাদের পশুত্ব এবং আপনার পশুপতিত্ব (পশুর পালকত্ব) সূচিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং
ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।
অর্ব্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্
দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ (ভবান্) অবিদিত-তত্ত্বদৃশা (ন বিদিতং ভবতঃ তত্ত্বং যয়া, তাদৃশী দৃক্ জ্ঞানং যস্য তেন অপ্রাপ্ততত্ত্বজ্ঞানেন) ময়া সভায়াং দুরুক্তিবিশিখৈঃ (কুবচোবাণৈঃ) ক্ষিপ্তঃ (তিরস্কৃতঃ অপি) তৎ (ক্ষেপণং) বিগণয্য (বিস্মৃত্য) অর্হত্তমনিন্দয়া (অর্হত্তমস্য পূজ্যতমস্য নিন্দয়া) অর্ব্বাক্ (অধঃ) পতন্তং মাম্ আর্দ্রয়া (কৃপাপূর্ণয়া) দৃষ্ট্যা অপাৎ (রক্ষিতবান্), স ভগবান্ (ভবান্) স্বকৃতেন (অনুগ্রহেণ) তুষ্যেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আমি আপনার তত্ত্ব জানি না বলিয়াই সভাস্থলে আপনার উপর দুর্ব্বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আপনি পূজ্যব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আমি এতাদৃশ আপনাকে সেই প্রকার নিন্দা করিয়া অধঃপতিত হইতেছিলাম ; কিন্তু আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এতাদৃশ মহৎ আপনি, আপনার নিজগুণেই নিজে পরিতুষ্ট হউন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎ প্রত্যুপকর্ত্তুং ন শক্নোমীত্যাহ—যোঽসৌ ভবান্ অবিদিত-তত্ত্বজ্ঞানেন তত্তিরস্করণং বিগণয্য বস্তুবুদ্ধ্যা ন গণয়িত্বা অর্ব্বাগধঃ পতন্তং কৃপামৃতেনার্দ্রয়া দৃষ্ট্যা অপাৎ। অন্যথা মম নরকাদুদ্ধারো নাভবিষ্যদিতি ভাবঃ। স্বকৃতেন পরানুগ্রহেণৈব তুষ্যেৎ, ন তু তত্তোষকারণং কিমপি ময্যস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার প্রত্যুপকার করিতে আমি সক্ষম নহি, ইহা বলিতেছেন—'যোঽসৌ'—যে আপনি, তত্ত্বজ্ঞানহীন আমা কর্ত্তৃক সভাস্থলে সেই তিরস্কার 'বিগণয্য'—বস্তুবুদ্ধিতে (যথার্থরূপে) গণনা না করিয়া, 'অর্ব্বাক্'—(মহতের নিন্দাহেতু) আমার যে অধঃপতন হইতেছিল, তাহা হইতে আমাকে কৃপামৃতপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা রক্ষা করিলেন। তাহা না হইলে নরক হইতে আমার উদ্ধার হইত না—এই ভাব। 'স্বকৃতেন'—আপনার নিজকৃত পরের প্রতি অনুগ্রহের দ্বারাই, আপনি পরিতুষ্ট হউন, আমাতে কিন্তু তুষ্ট করিবার কিছুই (কোন গুণই) নাই—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ক্ষমাপ্যৈবং স মীঢ়ুাংসং ব্রহ্মণা চানুমন্ত্রিতঃ।
কর্ম্ম সন্তানয়ামাস সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচঃ—সঃ (দক্ষ) এবং মীঢ়ুাংসং (শিবং) ক্ষমাপ্য (ক্ষমাম্ আপ্নোতি তাদৃশং কৃত্বা) ব্রহ্মণা চ অনুমন্ত্রিতঃ (অনুজ্ঞাতঃ সন্) (সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ (উপাধ্যায়-সহিতৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ অগ্নিভিশ্চ) কর্ম্ম (যজ্ঞ) সন্তানয়ামাস (অনুবর্ত্তয়ামাস) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—দক্ষ এই প্রকারে মহাদেবকে সান্ত্বনা করিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায়

ও ঋত্বিগ্‌গণের সহিত পুনরায় যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সোপাধ্যায়ৈর্ঋত্বিগাদিভিরনুবর্ত্তয়ামাস ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ'—উপাধ্যায় ও ঋত্বিগাদির দ্বারা, (ব্রহ্মার আজ্ঞায় দক্ষ পুনরায়) যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করাইলেন ॥ ১৬ ॥

বৈষ্ণবং যজ্ঞ্যসন্তত্যৈ ত্রিকপালং দ্বিজোত্তমাঃ ।
পুরোডাশং নিরবপন্ বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞসন্তত্যৈ (নষ্টস্য যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ বিস্তারায়) বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে (বীরাণাং প্রমথাদীনাং সংসর্গকৃত-দোষস্য শুদ্ধয়ে নিবৃত্ত্যর্থং) দ্বিজোত্তমাঃ ত্রিকপালং (ত্রিষু কপালেষু সংস্কৃতং) বৈষ্ণবং (বিষ্ণু-দেবতাকং) পুরোডাশং (তৎসংজ্ঞকং হবির্বিশেষং) নিরবপন্ (জুহবুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞবিস্তারার্থ এবং রুদ্র-পার্ষদ প্রমথগণের সংসর্গকৃত দোষের শুদ্ধির জন্য, বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ত্রিকপালাকার পাত্রস্থিত পক্বান্ন ও 'পুরো-ডাশ' নামক হবিঃ দ্বারা হোম করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৈষ্ণবং বিষ্ণুদেবতাকং নিরবপন্ জুহবুঃ । বীরাণাং প্রমথাদীনাং সংসর্গকৃতদোষশুদ্ধ্যর্থম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈষ্ণবং'— বিষ্ণুদেবতাক (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সমর্পিত ত্রিকপালাকার পাত্র দ্বারা পক্বান্নে) 'নিরবপন্'—হোম করিলেন । 'বীর-সংসর্গ-শুদ্ধয়ে'—বীর অর্থাৎ রুদ্রপার্ষদ প্রমথাদির সংসর্গ-জনিত দোষশুদ্ধির নিমিত্ত (পুরোডাশ নামক হবির দ্বারা হোম করিলেন) ॥ ১৭ ॥

অধ্বর্য্যুণাত্তহবিষা যজমানো বিশাম্পতে ।
ধিয়া বিশুদ্ধয়া দধ্যৌ তথা প্রাদুরভূদ্ধরিঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিশাংপতে, (বিদুর), আত্ত-হবিষা (গৃহীত-ঘৃতেন) অধ্বর্য্যুণা (সহ) যজমানঃ (দক্ষঃ) বিশুদ্ধয়া ধিয়া (যথা ভগবন্তং) দধ্যৌ, তথা (তেনৈব স্বরূপেণ) হরিঃ প্রাদুরভূৎ (প্রাদুর্ভূতঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, যজমান দক্ষ হবির্হস্ত অধ্বর্য্যুর সহিত বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যানস্থ হইবামাত্র নারায়ণ শ্রীহরি প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—আত্তহবিষা অধ্বর্য্যুণা সহ ; হে বিশাং-পতে বিদুর, তথা দধ্যৌ যথা প্রাদুরভূদিতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্তহবিষা'—হবির্গ্রহণকারী অধ্বর্য্যুর (যজুর্বেদজ্ঞ পুরোহিতের) সহিত, যজমান দক্ষ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে সেইরূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন, যাহাতে শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৮ ॥

তদা স্বপ্রভয়া তেষাং দ্যোতয়ন্ত্যা দিশো দশ ।
মুষ্ণংস্তেজ উপানীতস্তার্ক্ষ্যেণ স্তোত্রবাজিনা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদা দশদিশঃ দ্যোতয়ন্ত্যা (দীপ্যন্ত্যা) স্বপ্রভয়া তেষাং (ব্রহ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং) তেজঃ মুষ্ণন্ (তিরস্কুর্ব্বন্) স্তোত্রবাজিনা (স্তোত্রে বৃহদ্রথন্তরে বাজৌ পক্ষৌ যস্য তেন) তার্ক্ষ্যেণ (গরুড়েন) উপা-নীতঃ (সমীপং প্রাপিতঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তখন হরি শরীর-প্রভাদ্বারা দশদিক্ সমুজ্জ্বল এবং ব্রহ্মাদি দেবতার প্রভাব খর্ব করিয়া বৃহদ্রথন্তর পক্ষদ্বয়বিশিষ্ট গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং ব্রহ্মাদীনাং তেজো মুষ্ণন্ হরিঃ উপানীতঃ সমীপং প্রাপিতঃ । স্তোত্রে বৃহদ্রথন্তরে বাজৌ পক্ষৌ তদ্বতা, "বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেষাং'—(নিজ শরীর-প্রভা দ্বারা) সেই ব্রহ্মাদির তেজ হ্রাস করিতে করিতে শ্রীহরি, 'উপানীতঃ'—গরুড় কর্ত্তৃক যজ্ঞস্থলে প্রাপিত হইলেন । 'স্তোত্রবাজিনা তার্ক্ষ্যেণ'—স্তোত্র বলিতে বৃহদ্রথন্তর নামক স্তোত্রদ্বয়, তাহাই বাজ অর্থাৎ পক্ষ-দ্বয় যাঁহার, সেই গরুড়ের দ্বারা । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"বৃহদ্রথন্তর নামক স্তোত্রদ্বয় যাঁহার পক্ষ" ॥ ১৯ ॥

শ্যামো হিরণ্যরসনোঽর্ককিরীটজুষ্টো
নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ ।
শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম্ম-
ব্যগ্রৈর্হিরন্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্যামঃ (শ্যামঃ বর্ণঃ) হিরণ্যরসনঃ (হিরণ্যবৎ রসনা কাঞ্চী যস্য সঃ) অর্ককিরীটজুষ্টঃ (অর্কতুল্যেন কিরীটেন জুষ্টঃ যুক্তঃ) নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ (নীলালকাঃ এব ভ্রমরাঃ ভ্রমরতুল্যকেশাঃ তৈঃ মণ্ডিতং কুণ্ডলযুক্তম্ আস্যং সঃ) (তথা) শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম্মব্যগ্রৈঃ (শঙ্খঃ অব্জং পদ্মং চক্রং শরাঃ বাণাঃ চাপং ধনুঃ গদা অসি চর্ম্ম চ এতৈঃ আয়ুধৈঃ ব্যগ্রৈঃ তদ্‌যুক্তৈঃ) হিরন্ময়ভুজৈঃ (হিরন্ময়ৈঃ ভুজৈঃ) (পুষ্পিতঃ) কর্ণিকারঃ ইব (কর্ণিকার-বৃক্ষ ইব শোভমানঃ হরিঃ তার্ক্ষ্যেণ উপানীতঃ ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই শ্রীহরি শ্যামবর্ণ, তাঁহার কটিদেশে হিরণ্যের ন্যায় কাঞ্চিদাম দোদুল্যমান এবং মস্তকে মরীচিমালীর ন্যায় উজ্জ্বল কিরীট শোভমান ছিল। শ্রীহরির কুণ্ডলমণ্ডিত বদনকমলে কৃষ্ণবর্ণ অলক-কলাপ অলিকুলের ন্যায় বিহার করিতেছিল। বাহুসকল হিরণ্ময় ভূষণাভায় স্বর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, শর, ধনু অসি ও চর্ম ধারণপূর্ব্বক স্বীয় অনুগতজনের রক্ষার্থ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে শ্রীহরি পুষ্পিত কর্ণিকার-বিটপীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তমেবানুবর্ণয়তি—শ্যাম ইতি দ্বাভ্যাম্। হিরণ্যরসনঃ কনককিঙ্কিণীকঃ। পীতাম্বরস্যার্থতঃ প্রাপ্তত্বাদনুক্তিঃ রসনা-শব্দেন বস্ত্রং বা লক্ষয়িতব্যম্। অর্কতুল্যোজ্জ্বলকিরীটযুক্তঃ নীলালকা এব ভ্রমরাস্তৈর্মণ্ডিতং কুণ্ডলযুক্তমাস্যং যস্যেতি ভ্রমরপদেনাস্যস্য পদ্মত্বং ততশ্চ কুণ্ডলয়োস্তৎপ্রফুল্লীকরণার্থমাগতয়োঃ সূর্য্যত্বং কম্বাদিভিরায়ুধৈর্ভৃত্যরক্ষার্থং ব্যগ্রৈর্হিরণ্ময়ৈঃ কনককেয়ূরকঙ্কণ-মুদ্রিকাদিমত্তেন কনকময়ৈর্ভুজৈঃ পুষ্পিতঃ কর্ণিকার ইব শোভমানঃ ; যদ্বা, কম্বাদীনি হস্তাগ্রস্থিতত্বাদ্বিশিষ্টান্যগ্রাণি যেষু তথাভূতা হিরণ্ময়া ভুজা এব প্রথমাতিশয়োক্ত্যা অষ্টৈব দলানি তৈঃ শোভমানঃ কর্ণিকারঃ কমলরাজ ইব মত্বর্থীয়ার্শাদিনা চ বা কর্ণিকাং রাতি দদাতীতি বুৎপত্ত্যা বা কর্ণিকার-শব্দেনাত্র পদ্মাভিধানম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শ্রীহরিরই বর্ণনা করিতেছেন—'শ্যামঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা, ঐ শ্রীহরি শ্যামবর্ণ। 'হিরণ্যরসনঃ'—কটিদেশে হিরণ্যের তুল্য স্বর্ণকিঙ্কিণী বিদ্যমান যাঁহার। অর্থগতভাবে প্রাপ্ত বলিয়া এখানে পীতবসনের পৃথক্ উক্তি হয় নাই, অথবা 'রসনা'—শব্দের দ্বারা বস্ত্র লক্ষিত হইয়াছে। 'অর্ককিরীট-জুষ্টঃ'—মস্তকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কিরীট শোভিত। 'নীলালক'-ইত্যাদি—নীলবর্ণ কেশদামই ভ্রমররূপ, তাহাদের দ্বারা মণ্ডিত কুণ্ডলযুক্ত আস্য (বদনমণ্ডল) যাঁহার। এখানে ভ্রমর-পদের দ্বারা মুখমণ্ডলের পদ্মত্ব, আর কুণ্ডলদ্বয়ের সেই পদ্মকে বিকসিত করিবার জন্য আগত সূর্য্যত্ব। শঙ্খ প্রভৃতি আয়ুধের দ্বারা ভৃত্যরক্ষার্থে (ব্যগ্র ত্বরাযুক্ত,) 'হিরণ্ময়ৈঃ'—কনক, কেয়ূর, কঙ্কণ, মুদ্রিকাদি-যুক্ত স্বর্ণময় ভুজসমূহের দ্বারা পুষ্পিত (প্রস্ফুটিত) কর্ণিকারের (স্থলপদ্মের) ন্যায় পরম সৌন্দর্য্যে যিনি শোভমান। অথবা—'ব্যগ্র' বলিতে, শঙ্খ প্রভৃতি হস্তের অগ্রে অবস্থিত বলিয়া, বিশিষ্ট অগ্রভাগ (বিশিষ্টানি অগ্রানি) যাহাতে, তাদৃশ হিরণ্ময় ভুজসমূহই (প্রথম অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দ্বারা) আটটি দল, তাহাদের দ্বারা শোভমান কর্ণিকার, অর্থাৎ অষ্টদলবিশিষ্ট কমলরাজের ন্যায় শোভমান শ্রীহরি। এখানে 'কর্ণিকার'—শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাকরণ-সম্মত অর্থ বলিতেছেন—'কর্ণিকাং রাতি দদাতি'—কর্ণিকা দান করে যে, এই অর্থে—মত্বর্থীয় অর্শাদি সূত্রে অচ্‌প্রত্যয় করিয়া 'কর্ণিকার'—শব্দ, তাহার অর্থ পদ্ম। ['অর্শ আদিভ্যোঽচ্'—অর্থাৎ অর্শস্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে অচ্ হয়, এই সূত্রে এখানে অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। প্রথম অতিশয়োক্তি—উপমানদ্বারা নিগীর্ণ (শব্দোপাত্ত না হইয়া লুপ্তপ্রায়) উপমেয়ের নিরূপণ হইলে 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার হয়। 'সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তি - র্নিগদ্যতে' — রসামৃতশেষে শ্রীজীবপাদ, অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ-হেতুক যে অপ্রকৃত বিষয়ের সিদ্ধ অধ্যবসায়—তাহাকে 'অতিশয়োক্তি' বলে।] ॥ ২০ ॥

———

বক্ষস্যধিশ্রিতবধূর্বনমাল্যুদার-
হাসাবলোককলয়া রময়ংশ্চ বিশ্বম্ ।
পার্শ্বভ্রম্যদ্ব্যজনচামর-রাজহংসঃ
শ্বেতাতপত্রশশিনোপরি রজ্যমানঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বক্ষসি অধিশ্রিতবধূঃ (বক্ষসি অধিশ্রিতা বধূঃ লক্ষ্মীঃ যস্য সঃ) বনমালী (বনপুষ্পানাং মালা অস্য অস্তি ইতি) উদারহাসাবলোককলয়া (উদারঃ মাধুর্য্যবর্ষী যঃ হাসঃ অবলোকশ্চ তয়োঃ কলয়া-চাতুর্য্যেণ) বিশ্বম্ (এব) রময়ন্ (কিং পুনঃ ভক্তান্) পার্শ্বভ্রমদ্ব্যজনচামর-রাজহংসঃ (পার্শ্বে উভয়তঃ ভ্রমন্তী ব্যজন-চামরে তে এব রাজহংসৌ যস্মিন্ সঃ) শ্বেতাতপত্রশশিনোপরিরজ্যমানঃ (শ্বেতম্ আতপত্রং ছত্রম্ এব শশী চন্দ্রঃ তেন উপরি রজ্যমানঃ শোভাতিশয়ং নীয়মানঃ হরি তার্ক্ষ্যেণ উপানীতঃ ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী সুরক্ষিতা, কণ্ঠে বনফুলমালা বিরাজিতা। তিনি ঔদার্য্যরত্নবর্ষী হাস্যাবলোকন-চাতুর্য্যদ্বারা বিশ্বকে আমোদিত করিতেছিলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে চামর ও অপর পার্শ্বে ব্যজন এক একটী রাজহংসের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছিল, এবং মস্তকোপরি পূর্ণেন্দুর ন্যায় রমণীয় শ্বেতছত্র শোভাতিশয্য বিস্তার করিতেছিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—বধূর্লক্ষ্মীঃ। উদারয়োর্মহামাধুর্য্যরত্নবর্ষিণোর্হাসাবলোকয়োঃ কলয়া বৈদগ্ধ্যা বিশ্বমেব রময়ন্ কিং পুনর্ভক্তান্। পার্শ্বয়োর্ভ্রমন্তী ব্যজনচামরে এব রাজহংসৌ যস্মিন্ সঃ। শ্বেতাতপত্রমেব শশী তেন উপরিস্থিতেনেতি সর্ব্বোপরি শশী তত্তলে কিরীটরূপোঽর্কঃ তত্তলে আস্যরূপং কমলং তৎপার্শ্বদ্বয়ে নৃত্যৎ কুণ্ডলরূপং পুনরর্কদ্বয়ম্। তৎপার্শ্বদ্বয়ে চামররূপে হংসদ্বয়ম্। মুখকমলতলে লক্ষ্মীরূপা বিদ্যুৎ সর্ব্বসমুদিতং পুনরষ্টদলমেকং কমলমেব চন্দ্রার্কবিদ্যুদ্ভ্রমরহংসশঙ্খচক্রগদাপদ্মচাপশরচর্ম্মাসিযুক্তমত্যদ্ভুতম্। স বিষ্ণুরদৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বধূঃ'—শ্রীলক্ষ্মীদেবী (বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা)। 'উদার-হাসাবলোক-কলয়া'—উদার অর্থাৎ মহামাধুর্য্যরত্নবর্ষিণী হাস্য ও অবলোকনের কলা অর্থাৎ বৈদগ্ধী, তাহার দ্বারা সমগ্র বিশ্বজনেরই প্রীতি জন্মাইতেছেন, 'কিং পুনঃ ভক্তান্'? —আর ভক্তজনের যে আনন্দবিধান করিবেন, ইহাতে কি বক্তব্য? 'পার্শ্বভ্রমদ্-ব্যজন-চামর-রাজহংসঃ'—উভয় পার্শ্বে ব্যজন ও চামর বীজিত হইতেছিল, তাহারাই রাজহংস যেখানে, তিনি। মস্তকোপরি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্বেতচ্ছত্র থাকায় যিনি অত্যধিক শোভিত হইতেছিলেন। এখানে সর্ব্বোপরি চন্দ্র, তাহার তলে কিরীটরূপ অর্ক, তাহার তলে মুখমণ্ডলরূপ কমল, তাহার পার্শ্বদ্বয়ে নৃত্যকারী কুণ্ডলরূপ পুনরায় অর্কদ্বয়, তাহার পার্শ্বদ্বয়ে চামররূপ হংসদ্বয়। মুখকমলের তলে লক্ষ্মীরূপা বিদ্যুৎ। সামগ্রিকভাবে পুনরায় অষ্টদল-বিশিষ্ট একটি মাত্র কমলই চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, ভ্রমর, হংস, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চাপ, শর, চর্ম্ম ও অসিযুক্ত অতিশয় অদ্ভুত, অর্থাৎ অপূর্ব্ব চমৎকারী সেই বিষ্ণু দৃষ্ট হইতেছিলেন—এই অর্থ ॥ ২১ ॥

তমুপাগতমালক্ষ্য সর্ব্বে সুরগণাদয়ঃ ।
প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তং (ভগবন্তম্) উপাগতম্ (উপস্থিতম্) আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ (ব্রহ্মা ইন্দ্রঃ ত্র্যক্ষঃ রুদ্রঃ এতে ত্রয়ঃ নায়কাঃ মুখ্যাঃ যেষাং তে) সর্ব্বে সুরগণাদয়ঃ সহসা উত্থায় প্রণেমুঃ (প্রণামং কৃতবন্তঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে সমাগত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও ত্রিলোচনপ্রমুখ দেবতাবৃন্দ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষা নায়কা যেষাং তে ॥২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মেন্দ্র-ত্র্যক্ষ-নায়কাঃ'—ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং ত্রিনেত্র (শিব)—ইঁহারাই মুখ্য যেখানে, সেই সুরগণ ॥ ২২ ॥

তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্বা সসাধ্বসাঃ ।
মূর্ধ্না কৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তত্তেজসা (তস্য প্রাদুর্ভূতস্য ভগবতঃ তেজসা প্রভাবেন) হতরুচঃ (হতা তিরস্কৃতা রুক্

প্রভা যেষাং তে) (অতএব) সসাধ্বসাঃ (তন্মহিম্না ক্ষুভিতচিত্তাঃ) সন্নজিহ্বাঃ (গদ্‌গদ-বাচঃ) মূর্দ্ধা কৃতাঞ্জলিপুটাঃ মূর্দ্ধি ধৃতঃ অঞ্জলি পুটঃ যৈ তে) অধোক্ষজং (ভগবন্তম্) উপতস্থুঃ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির তেজে সকলেরই প্রভাব ম্লান হইয়া পড়িল। তাঁহারা ভগবানের মহিমা-গাম্ভীর্য্যে ভয়বিহ্বল-চিত্ত হইয়া গদগদবাক্যে অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক অবনতমস্তকে অধোক্ষজ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সন্নজিহ্বাঃ সগদ্‌গদবাচঃ, সসাধ্বসাঃ সসংভ্রমং ক্ষুভিতচিত্তাঃ, মূর্দ্ধা মূর্দ্ধ্নি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্নজিহ্বাঃ'—গদ্‌গদ বাক্যে, সসাধ্বসাঃ'—সসম্ভ্রমে ক্ষুভিতচিত্ত দেবগণ মস্তকে (অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ২৩ ॥

অপ্যর্ব্বাগ্‌বৃত্তয়ো যস্য মহি ত্বাত্মভুবাদয়ঃ।
যথামতি গৃণন্তি স্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মভুবাদয়ঃ (আত্মভূঃ ব্রহ্মা আদিঃ মুখ্যঃ যেষাং তে) যস্য মহি (মহিত্বং অথবা মহিমানং প্রতি) তু অর্ব্বাগ্‌বৃত্তয়ঃ (অর্ব্বাগ্ এব বৃত্তিঃ যেষাং তে) অপি (তথাপি) কৃতানুগ্রহ-বিগ্রহং (কৃতঃ প্রকটীকৃতঃ অনুগ্রহার্থং বিগ্রহঃ যেন তং ভগবন্তং) যথামতি (মতিমনতিক্রম্য, যথাশক্তি ইত্যর্থঃ) গৃণন্তি স্ম (অস্তুবন্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যে শ্রীহরির মহিমার নিকট ব্রহ্মাদি-প্রমুখ দেবতাগণও ক্ষুদ্রবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, যিনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করেন, সেই শ্রীহরিকে দেবতাগণ যথাশক্তি স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মহিত্বং মহিমানং প্রতি। তু অর্ব্বাগেব বৃত্তির্যেষাং তেঽপি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহি—শ্রীহরির মহিমার নিকট। 'তু অর্ব্বাগ্‌বৃত্তয়ঃ'—যে ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষুদ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হইলেন, 'তে অপি'—তাঁহারাও (অর্থাৎ যদ্যপি ব্রহ্মাদি সকল দেবতার মতি শ্রীভগবানের মহিমা অবধারণে সক্ষম হয় না, তথাপি তাঁহারা নিজ বুদ্ধি অনুসারে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৪ ॥

দক্ষো গৃহীতার্হণসাদনোত্তমং
যজ্ঞেশ্বরং বিশ্বসৃজাং পরং গুরুম্।
সুনন্দ-নন্দাদ্যনুগৈর্বৃতং মুদা
গৃণন্ প্রপেদে প্রযতঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—দক্ষঃ প্রযতঃ (বশীকৃতচিত্তঃ) কৃতাঞ্জলিশ্চ (সন্) গৃহীতার্হণসাদনোত্তমং (গৃহীতানি স্বীকৃতানি অর্হাণি সাদনোত্তমানি পাত্রশ্রেষ্ঠাণি যেন তং) বিশ্বসৃজাং (ব্রহ্মাদীনাং) পরং গুরুং যজ্ঞেশ্বরং সুনন্দ-নন্দাদ্যনুগৈঃ (পার্ষদৈঃ) বৃতং (পরিবৃতং ভগবন্তং) মুদা (হর্ষেণ) গৃণন্ (স্তুবন্) প্রপেদে (শরণং জগাম) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ প্রজাপতি দক্ষ চিত্ত সংযত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন এবং উত্তমপাত্রে পূজা-সাধনদ্রব্য গ্রহণকরতঃ বিশ্বস্রষ্টৃগণের পরমগুরু ও সুনন্দ-নন্দাদি দেবর্ষিগণপরিবৃত ভগবান্ শ্রীহরিকে আনন্দভরে স্তব করিতে করিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহীতমর্হণসাদনোত্তমং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা, সাদনং পাত্রং, গৃহীত্বেতি চ পাঠঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃহীতার্হণ-সাদনোত্তমং'—গৃহীত হইয়াছে অর্হনসাদনোত্তম যেখানে, তাহা যেরূপে হয়, সেইরূপে। (যাহার দ্বারা পূজা করা হয়, তাহা অর্হণ, অর্থাৎ পূজাসাধন গন্ধপুষ্পাদি, তাহার, সাদন বলিতে পাত্র, তন্মধ্যে যাহা উত্তম, তাহা গ্রহণ করতঃ)। এখানে গৃহীত্বা—এই পাঠে, প্রজাপতি দক্ষ, সমাহিতচিত্তে উত্তম পাত্রে পূজাদ্রব্য গ্রহণ করতঃ (শ্রীহরিকে স্তব করিতে করিতে শরণাপন্ন হইলেন।) ॥ ২৫ ॥

শ্রীদক্ষ উবাচ—

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।

তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা-
মাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদক্ষঃ উবাচ—স্বধাম্নি (স্বরূপ-শক্তিবৈভবে পরমবৈকুণ্ঠে) তিষ্ঠন্ (এব) উপরতাখিল-বুদ্ধ্য-বস্থম্ (উপরতা নিত্য-নিবৃত্তা অখিলা বুদ্ধ্যবস্থা যস্মাৎ তৎ) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) অভয়ং শুদ্ধং চিন্মাত্রং (চিদ্‌ঘনং ব্রহ্ম তদ্রূপঃ ভবান্) মায়াং প্রতিষিধ্য (অভিভূয়) আত্মতন্ত্রঃ (এব সন্) তয়া (মায়য়া) পুরুষত্বং (মায়াদ্রষ্টৃত্বম্) উপেত্য তস্যাং (মায়ায়াং) (তিষ্ঠন্ তদ্‌বিক্রমাদিনা) অপরিশুদ্ধ ইব (ন তু বস্তুতঃ অপরিশুদ্ধঃ, মায়ায়াং স্থিতোঽপি তৎসম্বন্ধজ্ঞানাভাবাৎ) আস্তে (প্রতীয়তে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীদক্ষ কহিলেন,—হে ভগবন্, আপনি স্বীয় স্বরূপশক্তিবৈভব পরম বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া প্রকৃতিসংসর্গ হইতে নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মরুদ্রাদির ন্যায় আপনি কখনও প্রকৃতির সংসর্গে আবিষ্ট হন না। অতএব আপনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, চিদ্‌ঘনস্বরূপ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; আপনাতে দ্বিতীয় বস্তু মায়ার অবস্থান নাই সুতরাং আপনি অভয়স্বরূপ আপনি মায়াধীশ, তাই মায়াকে অভিভূত করিতে সমর্থ এবং স্বতন্ত্র ভগবদ্রূপে অবস্থান করিয়াও মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রকৃতি-ঈক্ষণাদি মায়াসম্বন্ধী ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন; তাহাতে আপনাকে প্রাকৃত-লোক অক্ষজ-দৃষ্টিতে অপরিশুদ্ধের ন্যায় দর্শন করে; পরন্তু আপনি পরিশুদ্ধ, মায়াধীশরূপেই অবস্থান করেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধং চিন্মাত্রমেব ভবান্মায়াং প্রতিষিধ্য স্বধাম্নি স্বরূপে তিষ্ঠন্নেব ভবান্ তয়ৈব মায়য়া পুরুষত্বং মনুষ্যনাট্যমুপেত্য তস্যাং মায়ায়াং রামকৃষ্ণাদ্যবতারেষু অপরিশুদ্ধ ইব রাগাদিমানিবাস্তে। অতস্ত্বমেবেশ্বরো বিদ্যোপাধিরন্যে ত্ববিদ্যোপাধয়ো রুদ্রাদ্যাস্তদ্দৃষ্ট্যা মনুষ্যনাট্যং কুর্ব্বন্তোঽপ্যভিনেতুং ন জানন্তি। শ্বশুরে ময়ি সভায়ামাত্মারামত্বং প্রকাশিতবন্তঃ। ত্বন্তু শ্বশুরং সত্রাজিতং মৃতং শ্রুত্বা 'অহো নঃ পরমং কষ্টমিত্যস্রাক্ষো বিলেপতুরিতি' সত্যভামাসন্নিধৌ সরাম এবারোদীঃ ইতি তেন কিং তবাত্মারামত্বং প্রচ্যুতমিতি ভগবানেবাখিলকলাবিচক্ষণ ইতি পুনরপি শ্রীরুদ্রে কটাক্ষঃ। শ্রীরুদ্রাপরাধশেষেণৈব ভগবদ্বিগ্রহে মায়িকত্ববুদ্ধিরপীতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, স্বধাম্নি বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠন্নেব তয়ৈব মায়য়া সহিতঃ পুরুষত্বং মহৎস্রষ্টৃরূপম্ উপেত্য তস্যাং মায়ায়াং মায়িকেষু সমষ্টিব্যষ্টিষু চ আস্তে অন্তর্য্যামিরূপেণ বসতি। যদুক্তং—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" ইতি। অপরিশুদ্ধঃ ন ত্বপরিশুদ্ধঃ মায়ায়াং স্থিতোঽপি তৎসম্বন্ধাভাবাদিতি ভাবঃ। ইতি তু বাস্তবার্থো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুদ্ধং চিন্মাত্রম্'—আপনি শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপই, 'মায়াং প্রতিষিধ্য'—(বহিরঙ্গা) মায়াকে দূরীভূত করিয়া, 'স্বধাম্নি'—নিজ স্বরূপেই অবস্থিত থাকিয়া, 'তয়ৈব'—সেই মায়ার (যোগমায়ার) যোগেই, 'পুরুষত্বং'—মনুষ্যনাট্য স্বীকার করতঃ, 'তস্যাং'—সেই মায়াতেই রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারে 'অপরিশুদ্ধঃ ইব'—অশুদ্ধের ন্যায় অর্থাৎ রাগাদি-যুক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব আপনিই জ্ঞানস্বরূপ (বিদ্যোপাধি) ঈশ্বর, অন্যে কিন্তু অবিদ্যোপাধিযুক্ত রুদ্র প্রভৃতি পুরুষলীলা করিতে আরম্ভ করিয়া অভিনয় করিতে জানেন না। এইজন্য শ্বশুর আমার সমক্ষে সভাস্থলে নিজের আত্মারামত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনি কিন্তু শ্বশুর সত্রাজিতের মৃত্যু শ্রবণ করিয়া, 'অহো নঃ পরমং কষ্টম্' (১০।৫৭।৯)—অর্থাৎ মনুষ্যস্বভাবের অনুকরণ করতঃ অশ্রুবিসর্জ্জনপূর্ব্বক "হায়! আমাদের পরম দুঃখ উপস্থিত হইল"—এইরূপ বলিয়া সত্যভামার সন্নিধেই শ্রীবলরামের সহিতই রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতে কি আপনার আত্মারামত্ব ব্যাহত হইয়াছিল? অতএব ভগবান্ আপনিই অখিল কলায় বিচক্ষণ, ইহা বলায় দক্ষের পুনরায় শ্রীরুদ্রের প্রতি কটাক্ষ, এবং শ্রীরুদ্রাপরাধ-লেশ-বশতঃই শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে তাঁহার মায়িকত্ব বুদ্ধিও জানা যায়। আরও, 'স্বধাম্নি'—বৈকুণ্ঠে অবস্থিত থাকিয়াই সেই মায়ার সহিত, 'পুরুষত্বং'—মহৎস্রষ্টৃরূপ গ্রহণ করতঃ সেই মায়াতে এবং মায়িক সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে অন্তর্য্যামিরূপে বাস করিতেছেন। যেমন (সাত্বততন্ত্রে) কথিত হইয়াছে—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি" ইত্যাদি, অর্থাৎ বিষ্ণুর

(আদিসঙ্কর্ষণের) পুরুষসংজ্ঞক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতিতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া ঈক্ষণদ্বারা মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, তাঁহার নাম প্রথমপুরুষ। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ও সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী, তাঁহার নাম দ্বিতীয়পুরুষ। আর যিনি সর্ব্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবসকলের অন্তর্য্যামী, তাঁহার নাম তৃতীয়পুরুষ। সেই ত্রিবিধ পুরুষের স্বরূপ অবগত হইয়া জীব মোক্ষ লাভ করে। 'ভবান্ অপরিশুদ্ধঃ ইব'—আপনি অপরিশুদ্ধের ন্যায়, কিন্তু অপরিশুদ্ধ নহেন (অর্থাৎ পরিশুদ্ধ), মায়াতে অবস্থান করিয়াও তাহার সহিত সম্বন্ধের অভাব-হেতুই—এই ভাব। ইহাই কিন্তু বাস্তবার্থ—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—

জড়মায়া ন তস্যাস্তি শরীরত্বেন কুত্রচিৎ।
সৃষ্ট্বা তথা শরীরাণি তৎস্থিতেঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মায়াময়শরীরায়ামপি বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিতঃ।
তস্মাৎ প্রাকৃত ইত্যেব জীববত্তং বদন্তি হি ॥
অদৃষ্টত্বেঽপি তদ্ধর্ম্মস্তদ্‌গত্বাদেব কারণাৎ।
ইতি তত্ত্ববিবেকে ॥ ২৬ ॥

শ্রীঋত্বিজ উচুঃ—

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্রশাপাৎ
কর্ম্মণ্যবগ্রহধিয়ো ভগবন্ বিদামঃ।
ধর্ম্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং
জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদো ব্যবস্থাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋত্বিজঃ উচুঃ—(হে) অনঞ্জন, (উপাধিমলশূন্য,) ভগবন্ রুদ্রশাপাৎ কর্ম্মণ্যবগ্রহ-ধিয়ঃ (কর্ম্মণি এব অবগ্রহঃ আগ্রহঃ যস্যাঃ সা তথা-ভূতা ধীঃ বুদ্ধিঃ যেষাং তে) বয়ম্ (অতঃ) তে (তব) তত্ত্বং ন বিদামঃ (ন বিদ্মঃ), (কিন্তু) ইদং ধর্ম্মো-পলক্ষণং (ধর্ম্মজনকম্) ত্রিবৃৎ (বেদত্রয়ী-প্রতিপাদ্যম্) অধ্বরাখ্যং (তব যজ্ঞরূপম্, অস্মাভিঃ) জ্ঞাতং, যদর্থং (যস্য সিদ্ধয়ে) অধিদৈবং (দেবতাধিকারেণ) অদঃ ব্যবস্থাঃ (অমূর্ত্ত্যবস্থাঃ) (ভবন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন,--হে নিরঞ্জন, নন্দীশ্বরের অভিশাপে আমাদিগের বুদ্ধি কর্ম্মেই আসক্ত হইয়াছে ; আমরা নিতান্ত মূঢ়, সেই জন্যই আপনার তত্ত্ব অবগত নহি। কিন্তু আমরা আপনার ত্রয়ী-প্রতিপাদ্য এবং ধর্ম্মের উপলক্ষণভূত এই 'যজ্ঞ' নামক স্বরূপ অবগত আছি। আপনি এই যজ্ঞসিদ্ধির জন্যই বিভিন্ন দেবতাধিকারে তত্তদধিকারোচিত যজ্ঞ-ভাগাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—হে অনঞ্জন, মায়োপাধিরহিত, নন্দীশ্বর-শাপাৎ কর্ম্মণি দুরাগ্রহধিয়ো বয়মপি ন বিদ্মো দক্ষঃ কথং জ্ঞাস্যতীতি দক্ষে কটাক্ষঃ। তর্হি কিং জানী-থেতি তত্রাহুঃ—ধর্ম্ম উপলক্ষ্যতেঽনেনেতি তৎ ত্রিবৃৎ ত্রয়ী-প্রতিপাদ্যং অধ্বরাখ্যং তব স্বরূপমেব জ্ঞাতম-স্মাভিঃ। যদর্থং যস্য সিদ্ধয়ে। অধিদৈবং দেবাধিকরণে অদো ব্যবস্থা ইয়মত্র দেবতেত্যেবম-মূর্ব্যবস্থা ভবন্তি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে অনঞ্জন, মায়োপাধিরহিত (নির্দ্দোষ)! নন্দীশ্বরের অভিশাপে আমাদের বুদ্ধি কর্ম্মেই আসক্ত হইয়াছে, সেইহেতু আমরাও আপনার তত্ত্ব কিছুই জানি না, আর দক্ষ কিপ্রকারে জানিবে ? ইহা দক্ষের প্রতি কটাক্ষ। যদি বলেন—তাহা হইলে তোমরা কি জান ? তাহাতে বলিতেছেন—'ধর্ম্মোপ-লক্ষণং'—ধর্ম্ম যাহার দ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাপিত হয়, তাহা 'ত্রিবৃৎ'—(সত্ত্বাদি তিনটি গুণের বৃৎ অর্থাৎ বর্ত্তন যাহাতে, ত্রিবৃৎ, বেদ), সেই বেদ-প্রতি-পাদ্য যজ্ঞ নামক আপনার মূর্ত্তি আমরা অবগত আছি। 'যদর্থং'—যাহার সিদ্ধির জন্য, অর্থাৎ যে যজ্ঞের কর্ম্মফল প্রদানের নিমিত্ত, 'অধিদৈবং অদঃ ব্যবস্থা'—ইন্দ্রাদি দেবতারূপ, অর্থাৎ এই যজ্ঞে এই দেবতা—এইরূপ ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন ॥২৭॥

মধ্ব—অধিদৈবম্ উত্তমদৈবম্। যদ্ যজ্ঞভাগা-র্থম্। যজ্ঞভুক দেবতা শরীরমাস্থায়। ভুঙ্‌ক্তে যজ্ঞভুজো দেবানাবিশ্য পুরুষোত্তম ইতি চ ॥ ২৭ ॥

শ্রীসদস্যা উচু—

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্র-
ব্যালান্বিষ্টে বিষয়মৃগতৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খলমৃগভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞসার্থঃ
পাদৌ কস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ॥২৮

অন্বয়ঃ—শ্রীসদস্যাঃ উচুঃ—(হে) শরণদ, (আশ্রয়প্রদ,) অশরণে (বিশ্রামস্থান শূন্যে) উরুক্লেশ-দুর্গে (উরবঃ রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশা এব দুর্গানি দুর্গমস্থানানি যস্মিন্ তস্মিন্) অন্তকোগ্রব্যালান্বিষ্টে (অন্তকঃ কালঃ এব উগ্রব্যালঃ তক্ষকঃ তেন অন্বিষ্টে লক্ষীকৃতে) দ্বন্দ্বশ্বভ্রে (দ্বন্দ্বানি সুখ-দুঃখাদীন্যেব শ্বভ্রাণি গর্ত্তাঃ যস্মিন্ তস্মিন্) খলমৃগ-ভয়ে (খলাঃ বঞ্চকাঃ এব মৃগাঃ ব্যাঘ্রাদয়ঃ তেভ্যঃ ভয়ং যস্মিন্ তস্মিন্) শোকদাবে (শোকঃ এব দাবঃ অগ্নিঃ যস্মিন্ তস্মিন্) বিষয়মৃগতৃষি (বিষয়রূপা মৃগতৃট্ মৃগতৃষ্ণিকা যস্মিন্) উৎপত্ত্যধ্বনি (জন্ম মরণাদিলক্ষণ-সংসারমার্গে) (বর্ত্তমানঃ) আত্মগেহোরুভারঃ (আত্মা অহঙ্কারাস্পদং মমতাস্পদং গেহঞ্চ স এব শরীরং উরুঃ ভারঃ যস্য সঃ) কামোপসৃষ্টঃ (কামেন উপসৃষ্টঃ পীড়িতঃ) অজ্ঞসার্থঃ (অজ্ঞানাং জনানাং সার্থঃ সমূহঃ) তে পাদৌকঃ (ত্বৎপাদরূপং নিবাসং) কদা যাতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সদস্যগণ কহিলেন,—হে আশ্রয়প্রদ, সংসারবর্ত্ম দুঃসহ ক্লেশযোগে নিরতিশয় দুর্গম। অন্তকরূপী ভীষণ কালসর্প নিরন্তর ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে ; এই স্থান সুখদুঃখাদি-গর্ত্তে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার, খলরূপ ব্যাঘ্রাদির ভয় এই স্থানে নিরন্তর বর্ত্তমান, শোকরূপ দাবাগ্নি নিয়তই প্রজ্জ্বলিত বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণিকা সর্ব্বদাই জীবকে প্রলোভিত করিতেছে, ইহাতে কোন বিশ্রামের স্থান নাই। অজ্ঞব্যক্তিগণ এইরূপ জন্ম-মরণাদি-লক্ষণযুক্ত সংসারমার্গেই দেহ ও গেহের ভারে আক্রান্ত ও কামবশে প্রপীড়িত হইয়া বাস করিতেছে। আহা ! তাহারা কতদিনই বা আপনার চরণরূপ আশ্রয়স্থল প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—উৎপত্ত্যধ্বনি সংসারমার্গে। অশরণে বিশ্রামশূন্যে। দ্বন্দ্বানি সুখদুঃখাদীন্যেব শ্বভ্রাণি গর্ত্তা যস্মিন্, খলা এব মৃগা ব্যাঘ্রাদয়স্তেভ্যো ভয়ং যস্মিন্, শোক এব দাবাগ্নিঃ যত্র তস্মিন্। অজ্ঞানাং সমূহঃ তে পাদৌ কদা যাতি যাস্যতি নৈব প্রাপ্স্যতি তে চাজ্ঞাঃ, সম্প্রতি দক্ষস্তদীয়া ঋত্বিগাদয় এবৈতে দৃশ্যন্ত ইতি দক্ষাদিষু কটাক্ষঃ। হে শরণদ, হে আশ্রয়প্রদেতি ত্বাং যদি স নৈবাশ্রয়তে তদা ত্বয়া কিং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশঃ বিষয়রূপা মৃগতৃষ্ণা যস্মিন্, তথাভূত আত্মা দেহোঽহন্তাস্পদং গেহঞ্চ উরুভারো যস্য সঃ। কামেনোপসৃষ্টঃ কামপীড়িতঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উৎপত্ত্যধ্বনি'—সংসার-মার্গে। অশরণে—বিশ্রামশূন্য স্থানে। 'দ্বন্দ্ব-শ্বভ্রে'—দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখ, দুঃখাদিই যেখানে গর্ত্তসদৃশ। 'খল-মৃগ-ভয়ে'—খলগণই ব্যাঘ্রাদিতুল্য, তাহাদের হইতে ভয় যেখানে। 'শোক-দাবে'—শোকই দাবাগ্নি যেখানে (সেই সংসারচক্রে)। 'অজ্ঞ-সার্থঃ'—অজ্ঞ লোক-সমূহ, তোমার পাদপদ্মদ্বয় কবে লাভ করিবে ? সেই অজ্ঞগণ কখনই তোমার চরণকমল প্রাপ্ত হইবে না। সম্প্রতি দক্ষ এবং তদীয় এই ঋত্বিক্গণই (ঐরূপ) দৃষ্ট হইতেছে, ইহা দক্ষাদির প্রতি কটাক্ষ। হে শরণদ ! আশ্রয়প্রদ ! (অর্থাৎ তোমার আশ্রয় লইলে, তুমি আশ্রয় দান করিয়া থাক), তোমাকে যদি সে আশ্রয়ই না করে, তবে তুমি কি করিবে ?—এই ভাব। কিপ্রকার জন ? তাহাতে বলিতেছেন—বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা (জল) যেখানে, তাহার নিমিত্ত আত্মা, অর্থাৎ অহঙ্কারাস্পদ শরীর এবং মমতাস্পদ গৃহ—এই সমস্তই উরুভার যাহার, সেই অজ্ঞলোক-সমূহ, 'কামোপসৃষ্টঃ'—কাম-পীড়িত (হইয়া কতদিনে আপনার পদাশ্রয় লাভ করিতে পারিবে ?) ॥২৮

মধ্ব—

উৎপত্তির্হরিরূপাণাং ব্যক্তিরেব ন সংশয়।
উৎপত্তিরেব জীবানাং দেহোৎপত্তিরিতীর্য্যতে ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ২৮ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ—

তব বরদ বরাঙ্ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে
হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যালোকোঽপবিদ্ধঃ
জপতি ন গণয়ে তৎ ত্বৎপরানুগ্রহেণ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরুদ্রঃ উবাচঃ—(হে) বরদ, ইহ (সংসারে) আশিষা (তত্তৎকামনয়া হেতুনা) অখিলার্থে অসক্তৈঃ (নিষ্কামৈঃ) মুনিভিঃ আদরেণ অর্হণীয়ে (পূজনযোগ্যে) তব বরাঙ্ঘ্রৌ (বরচরণে রচিতধিয়ং (স্থিরীকৃতচিত্তম্ অপি) যদি মা (মাম্)

অবিদ্যালোকঃ (বিদাহীনঃ লোকঃ) অপবিদ্ধং (সদাচারভ্রষ্টং) জপতি (জল্পতি তদা) ত্বৎপরানুগ্রহেণ (তব যঃ পরঃ অনুগ্রহঃ তেন অহং) তৎ (জল্পনং) ন গণয়ে ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে বরদ, ভবদীয় শ্রীচরণ নিখিলবাঞ্ছিতফল-প্রদানে সমর্থ। এইজন্য নিষ্কাম মুনিগণও আদরপূর্ব্বক উহার সেবা করিয়া থাকেন। আমার চিত্ত আপনার সেই সর্বাভীষ্টপ্রদ-চরণে সংলগ্ন রহিয়াছে। মূর্খলোকসমূহ সেই কারণে আমাকে সদাচারভ্রষ্ট বলিয়া জল্পনা করে, তাহাও আমি আপনার কৃপায় কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি না।। ২৯।।

বিশ্বনাথ—আশিষা কামেন হেতুনা। অখিলার্থে অখিলার্থদাতর্য্যপি অসক্তৈর্নিষ্কামৈঃ অর্হণীয়ে সেবিতুমর্হে অঙ্ঘ্রৌ রচিতধিয়মাবেশিত-বুদ্ধিং মা মাম্। ন বিদ্যতে বিদ্যা জ্ঞানং যস্য তথাভূতো লোকো দক্ষাদির্যদি অপবিদ্ধমাচারভ্রষ্টং জপতি জল্পতি, তদপি তজ্জল্পনং তব যঃ পরোঽনুগ্রহস্ত্বৎপরাণাং বানুগ্রহস্তেন ন গণয়ে ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশিষেহাখিলার্থে'—'আশিষা' —সেই সেই কামনার দ্বারা সর্ব্বপদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত (সকাম জনগণের) অখিলার্থপ্রদ এবং নিষ্কাম মুনিগণের পরমাদরে সেবোপযোগী আপনার চরণদ্বয়ে, 'রচিতধিয়ং'—স্থিরীকৃতচিত্ত আমাকে, 'অবিদ্যালোকঃ' —যাহার বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান নাই, এতাদৃশ লোক, যক্ষাদি যদি আমাকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া জল্পনা করে, করুক, তাহাও আমি 'পরানুগ্রহেণ'—আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ, অথবা ত্বৎপর অর্থাৎ ত্বৎপরায়ণ (তদীয় সেবৈকনিষ্ঠ যে জন), তাহার অনুগ্রহে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করি না ।। ২৯ ।।

মধ্ব—আশিষোঽপি তত এব ভবন্তীত্যতশ্চ শব্দঃ ।। ২৯ ।।

———

শ্রীভৃগুরুবাচ—

যন্মায়য়া গহনয়াপহৃতাত্মবোধা
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমসি স্বপন্তঃ ।

নাত্মন্ শ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং
সোঽয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ ।।৩০।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভৃগুঃ উবাচ—গহনয়া (দুস্তরয়া) যৎ মায়য়া অপহৃতাত্মবোধাঃ (অপহৃতঃ আচ্ছাদিতঃ আত্মবোধঃ জ্ঞানং যেষাং তে) তমসি (সংসারান্ধকারে) স্বপন্তঃ ব্রহ্মাদয়ঃ তনুভৃতঃ (জীবাঃ) আত্মন্ (আত্মনি) শ্রিতং (স্থিতম্ অপি) তব তত্ত্বম্ অধুনাঽপি ন বিদন্তি (ন জানন্তি) সঃ অয়ং প্রণতাত্মবন্ধুঃ (প্রণতানাম্ আত্মা বন্ধুঃ হিতকৃৎ) ভবান্ প্রসীদতু (প্রসন্নঃ ভবতু) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—শ্রীভৃগু কহিলেন,—যাঁহার দুস্তরা মায়াদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান আচ্ছাদিত হওয়ায় ব্রহ্মাদি দেহিসকল অজ্ঞান-তিমিরে শয়ন করিয়া আছেন, যাঁহার তত্ত্ব তাঁহাদিগের আত্মায় প্রসুপ্তরূপে অবস্থিত থাকিলেও তাঁহারা অদ্যাপি সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না, সেই শরণাগত-জনপালক আপনি প্রসন্ন হউন্ ।। ৩০ ।।

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মাদয় ইতি শ্রীরুদ্রে কটাক্ষঃ। তমসি স্বপন্ত ইতি তেঽপ্যবিদ্যাগ্রস্তা এব আত্মানুশ্রিতং স্বপ্রকাশং তব তত্ত্বং অধুনাপি ন বিদন্তি, জানীম ইত্যভিমানগ্রস্তা অন্যানেবাজ্ঞানিনো বদন্তীতি ভাবঃ। প্রসীদত্বিতি অহন্ত্বপরাধী যথার্থবাদিত্বাত্তবাম্যেবেতি ভাবঃ। ভবাংস্তু ন ব্রহ্মাদীনাং নাপি মদ্বিধানাং কিন্তু প্রণতানাং নম্রস্বভাবানামকিঞ্চনানাং বন্ধুঃ। তদপি প্রসীদতু মদপরাধমিমং ক্ষমতু ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মাদয়ঃ'—ইহা শ্রীরুদ্রের প্রতি কটাক্ষ। 'তমসি স্বপন্তঃ'—ব্রহ্মাদি অজ্ঞানান্ধকারে নিদ্রিত, তাহারাও অবিদ্যাগ্রস্তই, যেহেতু 'আত্মানুশ্রিতং'—(আত্মাতে, জীবে বিদ্যমান হইলেও) স্বপ্রকাশ আপনার তত্ত্ব এখন পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই। 'জানীমঃ'—জানি—এইরূপ অভিমানগ্রস্ত জনই, অপরকে অজ্ঞানী বলিয়া থাকেন— এই ভাব। 'প্রসীদতু'—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যথার্থবাদী বলিয়া আমি কিন্তু অপরাধী হইতেছি—এই ভাব। আপনি কিন্তু না ব্রহ্মাদির, না আমাদের মত জনের, কিন্তু প্রণতজনের, অর্থাৎ নম্রস্বভাব অকিঞ্চন জনেরই

বন্ধু। তথাপি 'প্রসীদতু'—আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৩০ ॥

———

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

নৈতৎ স্বরূপং ভবতোহসৌ পদার্থ-
ভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো
মায়াময়াদ্‌ব্যতিরিক্তো মতস্ত্বম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—অসৌ পুরুষঃ পদার্থ-ভেদগ্রহৈঃ (পদার্থানাং ভেদান্ গৃহ্ণন্তি যানি তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) যাবৎ (বস্তু জাতম্) ঈক্ষেৎ (ঈক্ষেত প্রত্যক্ষীকুর্য্যাৎ) (তৎ) এতৎ (দৃশ্যজাতং) ভবতঃ স্বরূপং ন। ত্বং জ্ঞানস্য অর্থস্য গুণস্য চ আশ্রয়ঃ (অধিষ্ঠানম্) (অতঃ ত্বং) মায়াময়াৎ (বস্তুনঃ) ব্যতিরিক্ত (ভিন্নঃ ইতি) মতঃ (সাধুভিঃ জ্ঞাতঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—জীব বিষয়গ্রাহক অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা যাহা দর্শন করে, তাহা আপনার স্বরূপ নহে। অসৎ বস্তুমাত্রই মায়াময়, আপনি তাহা হইতে ভিন্ন—ইহাই সাধুগণের অভি-মত। আপনি জ্ঞান, পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—পদার্থভেদগ্রহৈর্বিষয়গ্রাহকৈরিন্দ্রিয়ৈস্তব এতৎস্বরূপং শ্রীমূর্ত্তিং যাবন্ন পশ্যেৎ তাবদেব জ্ঞানস্যা-ধিদৈবস্যার্থস্যাধিভূতস্য গুণস্যাধ্যাত্মস্য চাশ্রয়ঃ স্যাৎ। তৎস্বরূপে সাক্ষাদ্দৃষ্টে সতি ন জ্ঞানাদেরাশ্রয়ঃ, কিন্ত্ব-প্রাকৃত এব স্যাৎ, যতস্ত্বং মায়াময়াদসতোহধিদৈবা-দের্ব্যতিরিক্তশ্চিদ্রূপো ন তৈর্গৃহ্যসে ইত্যেতাবত্তত্ত্বন্ত বয়ং জানীমোহত এতে প্রাকৃতেন্দ্রিয়াঃ পশ্যাম ইত্য-ভিমানবন্তোঽপি তৎস্বরূপং নৈব পশ্যন্তীতি ভৃগ্বাদিষু কটাক্ষঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদার্থভেদগ্রহৈঃ'—পদার্থের ভেদগ্রাহক, অর্থাৎ বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, 'এতৎ স্বরূপং'—আপনার এই (দৃশ্যমান ভক্তোদ্ধারক) শ্রীমূর্ত্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন না করে, ততকালই 'জ্ঞানস্য'—জ্ঞানের, অধিদৈবের (অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের সেই সেই দেবগণের তত্তৎ বৃত্তিসকলের), 'অর্থস্য'—অধিভূতের (অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চ মহা-ভূতের) এবং 'গুণস্য'—অধ্যাত্মের (সত্ত্বাদি গুণ, প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য মহৎ ও অহঙ্কারের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চের), আশ্রয় হইয়া থাকে (অর্থাৎ সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে)। কিন্তু আপনি অপ্রাকৃতই, যেহেতু আপনি মায়াময় অসৎ অধিদেবাদি হইতে ব্যতিরিক্ত, চিদ্রূপ, অতএব ঐ সকল প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হন না—এইসকল তত্ত্ব কিন্তু আমরা জানি। অতএব এইসকল প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জনগণ, 'পশ্যামঃ ইতি'—আমরা দেখিতেছি—এইরূপ অভিমান করিলেও, আপনার স্বরূপ কখনই দর্শন করেন না—ইহা ভৃগু প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—

অব্যক্তাদি-পদার্থানাং বিশেষ-জ্ঞানিনাঽপি তু।
ন দেহো বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ আনন্দঃ প্রাকৃতো ন হি ॥

ইতি তন্ত্রসারে। পদার্থভেদগ্রহঃ পদার্থবিশেষজ্ঞঃ। ভেদোঽন্তরং বিশেষশ্চ সূক্ষ্মেক্ষা চাভিধীয়তে ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ৩১ ॥

———

শ্রীইন্দ্র উবাচ—

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং
বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্।
সুরবিদ্বিট্‌ক্ষপণৈরুদায়ুধৈ-
র্ভুজ দণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীইন্দ্রঃ উবাচ—(হে) অচ্যুত, ইদম্ অপি (তব) বপুঃ (শরীরং) বিশ্বভাবনং (বিশ্বং ভাবয়তি সুখিনং করোতীতি) (অতএব) মনো-দৃশাম্ আনন্দকরং সুরবিদ্বিট্‌ক্ষপণৈঃ (সুরবিদ্বিষাং দৈত্যানাং চ ক্ষপণৈঃ নাশনৈঃ) উদায়ুধৈঃ (উদ্যতাস্ত্রৈঃ) অষ্টভিঃ ভুজদণ্ডৈঃ (দণ্ডবদ্দীর্ঘৈর্ভুজৈঃ) উপপন্নং (যুক্তম্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ— শ্রীইন্দ্র কহিলেন,—হে অচ্যুত, আপনি ধর্ম্মসংস্থাপক ও অধর্ম্মবিনাশক। আপনার এই শরীরপ্রাকট্য বিশ্বের কল্যাণের জন্য; তাই উহা ভক্তগণের মন ও চক্ষুর আনন্দদায়ক। আপনি ভক্তবিদ্বেষী দৈত্যগণের বিনাশার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া আপনার আটটী বাহু আটটী দীর্ঘ

দণ্ডের ন্যায় আপনার শরীরে যুক্ত রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং তব বপুর্বিশ্বমপি কৃপয়া ভাববন্তং করোতীতি তৎ। সুরবিদ্বিট্-ক্ষপণৈর্দুষ্টসংহার-কৈরিত্যষ্টভুজমিদং তে বপুরস্মাভিঃ প্রাকৃতেন্দ্রিয়ৈর-প্যনির্ব্বাচ্যায়া ত্বৎকৃপয়া দৃষ্টমেব আনন্দকরমিত্যস্ম-দাদ্যানন্দান্যথানুপপত্তিরেবাত্র প্রমাণমিতি ব্রহ্মণি কটাক্ষঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ইদম্'—এই আপনার শ্রীমূর্ত্তি 'বিশ্বভাবনং'—বিশ্বকেও কৃপাপূর্ব্বক পালন করিতেছে (ও আনন্দিত করিতেছে)। 'সুরবিদ্বিট্-ক্ষপণৈঃ'— (দেবতাগণের বিদ্বেষকারী যে দৈত্যগণ, তাহাদের বিনাশক, অর্থাৎ) দুষ্ট-সংহারক এই অষ্টভুজ-বিশিষ্ট আপনার এই শ্রীবিগ্রহ, আমাদের কর্ত্তৃক প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও অনির্ব্বচনীয় আপনার কৃপা-তেই দৃষ্ট হইতেছে এবং 'আনন্দকরং'—আনন্দ-দায়ক, তাহা না হইলে আমাদের ন্যায় লোকের মন ও নয়নের আনন্দ হইত না, ইহাই এই বিষয়ে প্রমাণ —ইহা ব্রহ্মার প্রতি কটাক্ষ ॥ ৩২ ॥

শ্রীপত্ন্য উচুঃ—

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো
বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভশান্তমেধং
যজ্ঞাত্মন্ নলিনরুচা দৃশা পুনীহি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপত্ন্যঃ (ঋত্বিজ্‌গৃহিণ্যঃ) উচুঃ— (হে) যজ্ঞাত্মন্, অয়ং যজ্ঞঃ তব যজনায় (পূজনায়) কেন (ব্রহ্মণা পূর্ব্বং) সৃষ্টঃ (প্রবর্ত্তিতঃ) দক্ষকোপাৎ (হেতোঃ) পশুপতিনা (রুদ্রেণ) অদ্য বিধ্বস্তঃ (নষ্টঃ) তং শবশয়নাভশান্তমেধং (শবাঃ শেরতে যস্মিন্ ইতি শবশয়নং শ্মশানং তদ্বৎ আভা প্রতীতির্যস্য স চাসৌ শান্তমেধশ্চ শান্তঃ উপরতঃ মেধঃ পশুহিংসাদুৎসবঃ যত্র তং) নঃ (অস্মাকং যজ্ঞং) নলিনরুচা (পদ্মকান্ত্যা) দৃশা (নেত্রেণ) ত্বং পুনীহি (পবিত্রং কুরু) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ঋত্বিজ্‌গৃহিণীগণ কহিতে লাগিলেন— হে যজ্ঞেশ্বর, তোমার পূজা-বিধান করিবার জন্যই ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু দক্ষের প্রতি ক্রোধবশতঃ মহাদেব অদ্য এই যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে উহার পশুহিংসারূপ উৎসব নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি পদ্ম-পলাশলোচনের কৃপাদৃষ্টিদ্বারা উহাকে পবিত্র করুন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কেন ব্রহ্মণা। শব-শব্দস্যোদকবাচি-ত্বাৎ শবশয়নং কমলং তন্নাভ, শান্তমেধমুপরতপশু-হিংসোৎসবং দৃশা পুনীহীতি ত্বৎসন্নিধানং বিনা বর্ত্ত-মানৈঃ সপ্রযত্নৈরপ্যেতে কিমপি ন সিধ্যতীত্যবগতমিতি সর্ব্বেষ্বেব কটাক্ষঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কেন'—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক (এই যজ্ঞ আপনার অর্চ্চনার্থ পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছিল)। 'শবশয়-নাভ'—শব শব্দ উদকবাচী বলিয়া, শবে (অর্থাৎ জলে) শয়ন করে যাহা, তাহা পদ্ম, তাহার মত নাভি যাঁহার, অর্থাৎ হে পদ্মনাভ! (ইহা সম্বোধনে)। 'শান্তমেধং'—শান্ত অর্থাৎ উপরত (সমাপ্ত) হইয়াছে মেধ বলিতে পশুহিংসাদির উৎসব যেখানে, তাদৃশ যজ্ঞকে, 'পুনীহি'—(নলিন-নয়ন দ্বারা দর্শন করিয়া) পবিত্র করুন, আপনার সন্নিধান ব্যতি-রেকে সমস্ত কিছু বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযত্নের দ্বারাও কিছুই সিদ্ধ হয় না, ইহা আমরা অবগত আছি—ইহা সকলের প্রতিই কটাক্ষ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীঋষয় উচুঃ—

অনন্বিতং তব ভগবন্ বিচেষ্টিতং
যদাত্মনাচরসি হি কর্ম্ম নাজ্যসে।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং
ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ত্ততীং ভবান্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষয়ঃ উচুঃ—(হে) ভগবন্, তব বিচেষ্টিতম্ (আচরণম) অনন্বিতম্ (অঘটমানং) যৎ (যস্মাৎ) আত্মনা (স্বশরীরেণ) কর্ম্ম (নানা-বিধং কর্ম্ম) আচরসি (করোষি) (পরন্তু) ন অজ্যসে (লিপ্যসে), যতঃ (অন্যে) বিভূতয়ে (সম্পদে) ঈশ্বরীং (লক্ষ্মীম্) উপসেদুঃ (ভেজুঃ)। ভবান্ (তু) স্বয়ম্ (এব) অনুবর্ত্ততীম্ (অনুবর্ত্তমানাং) (তাং) ন মন্যতে (ন আদ্রিয়তে) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আপ-

নার আচরিত অভূতপূর্ব্ব ; যেহেতু, আপনি স্বশরীরে কার্য্য করিয়াও কার্য্যের সহিত লিপ্ত নহেন। অন্যান্য জীব বিভূতি-কামনায় যে লক্ষ্মীদেবীর ভজনা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী স্বয়ংই উপস্থিত হইয়া আপনার সেবার জন্য লালায়িতা ; কিন্তু তথাপি আপনি তাহাকে গ্রাহ্য করেন না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনন্বিতমঘটমানং যদ্‌যস্মাদাত্মনা স্বয়ং কর্ম্মাচরসি অনুতিষ্ঠসি, অথচ নাজ্যসে ন লিপ্যসে কর্ম্মকারিণস্ত্বন্যে সর্ব্বে লিপ্যন্ত এবেতি ব্রহ্মাদিষু কটাক্ষঃ ; যতশ্চ অন্যে বিভূতয়ে সম্পদে ঈশ্বরীং লক্ষ্মীম্ উপসেদুঃ ভেজুঃ ; যদ্বা, যত ইতি সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ যামিত্যর্থঃ। ভবাংস্তু স্বয়মেবানুবর্ত্তমানাং তাং ন মন্যতে নাদ্রিয়তে ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্বিতং'—আপনার আচরণ অঘটমান (আপনি ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভাবিত, আপনাতেই সুসঙ্গত, অর্থাৎ অতীব বিস্ময়জনক), যেহেতু আপনি স্বয়ং কর্ম্ম করিতেছেন, অথচ কার্য্যে লিপ্ত হন না। অপর সমস্ত কর্ম্মকারীই লিপ্ত হন—ইহা ব্রহ্মাদির প্রতি কটাক্ষ। 'যতঃ বিভূতয়ে'—যে সম্পদের নিমিত্ত, 'ঈশ্বরীং উপসেদুঃ'—অন্যে ব্রহ্মাদি লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করেন। অথবা—'যতঃ'—সর্ব্ব বিভক্তিতে 'তস্' প্রত্যয় হয়—ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে, এখানে দ্বিতীয়ার অর্থে তস্ হইয়াছে, অতএব 'যাম্'—যে লক্ষ্মীদেবীকে, এইরূপ অর্থ। কিন্তু আপনি স্বয়ং আপনার সেবার নিমিত্ত অনুবর্ত্তমানা সেই লক্ষ্মদেবীকে আদর করেন না ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—ঈশ্বরাংস্তু ॥ ৩৪ ॥

———

শ্রীসিদ্ধা উচুঃ—

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণং ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসিদ্ধাঃ উচুঃ—অয়ং নঃ (অস্মাকং) মনোবারণঃ (মনঃ এব বারণঃ গজঃ) ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ (ক্লেশঃ এব দাবাগ্নিঃ তেন দগ্ধঃ) (অতঃ) তৃষার্ত্তঃ (তৃষ্ণয়া পীড়িতঃ সন্) ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং (তব কথা এব মৃষ্টং শুদ্ধং পীযূষং তন্ময়ী যা নদী তস্যাম্) অবগাঢ়ঃ (প্রবিষ্টঃ) দাবং (দাবাগ্নিতুল্যং সংসারক্লেশং) ন সস্মার (স্মরতি স্ম) ব্রহ্মসম্পন্নবৎ (ব্রহ্মভূতত্বং প্রাপ্তঃ ইব) নিষ্ক্রামতি (নির্গচ্ছতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আমাদের মনোমাতঙ্গ ক্লেশদাবানলে দগ্ধ, সুতরাং তৃষ্ণায় কাতর। কিন্তু তাহারা যখন ভবদীয় বিশুদ্ধ কথামৃত-তটিনীতে অবগাহন করে, তখন দাবাগ্নিতুল্য সংসারক্লেশ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং ভগবৎসেবা-সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহারা আপনার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আর অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট হয় না ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—সিদ্ধা ইতি কেবলয়া ভক্ত্যৈব প্রেমসিদ্ধিং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ত্বৎকথৈব মৃষ্টপীযূষনদী শুদ্ধামৃতনদী তস্যাং অবগাঢ়ঃ নিমগ্নঃ দাবং সংসারজ্বালাং বিস্মৃতবান্। অতস্ততো ন নিষ্ক্রামতি। ব্রহ্মসম্পন্নবৎ ব্রহ্মৈক্যং প্রাপ্ত ইবেতি কিং কর্ম্ম করণাকরণলেপালেপাবিচারেণ ভগবতো লীলাকথামৃতে নিমজ্জামেতি ঋষিষু কটাক্ষঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রীসিদ্ধাঃ উচুঃ'—শ্রীসিদ্ধগণ বলিলেন, এখানে সিদ্ধ বলিতে কেবলা (অহৈতুকী) ভক্তির দ্বারাই প্রেম-সিদ্ধি যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা, এই অর্থ। আপনার কথাই 'মৃষ্ট-পীযূষ-নদী'—শুদ্ধ অমৃতের নদী, তাহাতে 'অবগাঢ়ঃ'—নিমগ্ন হইয়া (আমাদের মনোরূপ মাতঙ্গ) 'দাবং'—সংসার-জ্বালা বিস্মৃত হইয়াছে। অতএব তাহা হইতে আর নিষ্ক্রান্ত হইতেছে না। 'ব্রহ্মসম্পন্নবৎ'—ব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত (একীভূত) যোগীর ন্যায় যেন। ইহাতে কর্ম্ম করা, না করা, লিপ্ত হওয়া, লিপ্ত না হওয়া—ইত্যাদি বিচারের কি প্রয়োজন ? আমরা শ্রীভগবানের লীলা-কথামৃতে নিমজ্জিত হইব, ইহা ঋষিগণের প্রতি কটাক্ষ ॥ ৩৫ ॥

———

শ্রীযজমান্যুবাচ—

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ।
শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ।

ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে
শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পুরুষঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযজমানী (দক্ষপত্নী) উবাচ—(হে) ঈশ, (হে) অধীশ, তে (তব) স্বাগতং (ভদ্রম্ আগমনং জাতং) ; (ত্বং) প্রসীদ (প্রসন্নঃ ভব) ; তুভ্যং নমঃ। (হে) শ্রীনিবাস, কান্তয়া (স্বভার্য্যয়া) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) (সহ) নঃ (অস্মান্) ত্রাহি (ত্রায়স্ব) যথা শীর্ষহীনঃ (শিরসা হীনঃ) কবন্ধঃ (কায়মাত্রঃ) পুরুষঃ অঙ্গৈঃ (করচরণাদ্যবয়বৈঃ শোভনৈঃ অপি ন শোভতে), (তথা) ত্বাম্ ঋতে (বিনা) (কেবলঃ প্রযাজাদ্যঙ্গৈঃ) মখঃ (যজ্ঞঃ) ন শোভতে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—দক্ষপত্নী কহিলেন,—হে ঈশ, আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত'? আপনি প্রসন্ন হউন্; আপনাকে নমস্কার করি। হে শ্রীনিবাস, আপনি স্বীয় ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন্। হে অধীশ, মস্তকবিহীন কবন্ধ (কায়-মাত্রযুক্ত) পুরুষ যেমন কেবল করচরণাদি অবয়ব-দ্বারা শোভিত হয় না, তদ্রূপ আপনি ব্যতীত যজ্ঞ শোভা পাইতেছে না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—যজমানী দক্ষপত্নী প্রসূতিঃ। শ্রিয়া কান্তয়েতি ময়ি ত্বদ্দাস-স্বায়ম্ভুবমনোঃ পুত্র্যাং দেবহূতা-বিব তব মহতী কৃপাস্তীত্যবগতম্ ; যতঃ স্বকান্তাং শ্রিয়ং মদ্গৃহমানৈষীস্তন্নোঽস্মান্ রুদ্রাপরাধবিধ্বস্তান্ ত্রাহি। ত্বামৃত ইতি ব্রহ্মাদি-সর্ব্বদেবেষু কটাক্ষঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজমানী'—যজমান দক্ষের পত্নী প্রসূতি (বলিলেন)। 'শ্রিয়া কান্তয়া'—আপনার দাস (ভক্ত) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আমাতে দেবহূতির ন্যায় আপনার মহতী কৃপা আছে ইহা অবগত হইয়াছি, যেহেতু নিজ কান্তা মহালক্ষ্মীদেবীকে আমাদের গৃহে আনয়ন করিয়াছেন, অতএব 'নঃ ত্রাহি'—রুদ্রের প্রতি অপরাধে বিধ্বস্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন। 'ত্বাম্ ঋতে'—আপনা ব্যতীত যজ্ঞ, অঙ্গ-বিশিষ্ট হইলেও শোভিত হয় না—ইহা ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণের প্রতি কটাক্ষ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীলোকপালা ঊচুঃ—
দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্ভিরসদ্গ্রহৈস্ত্বং
প্রত্যগ্দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্।
মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্
যৎ ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীলোকপালাঃ ঊচুঃ—(হে) ভূমন্, (যঃ) প্রত্যগ্দ্রষ্টা (প্রত্যগ্ অন্তঃকরণে স্থিতঃ দ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী) যেন বিশ্বং দৃশ্যতে, (সঃ) ত্বং নঃ (অস্মাভিঃ) অসদ্গ্রহৈঃ (অসৎপ্রকাশক-রূপাভিঃ) দৃগ্ভিঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) কিং দৃষ্টঃ (ন দৃষ্টঃ) ; যৎ ত্বং ষষ্ঠঃ (অপি) পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ (বিশিষ্টঃ ইব) ভাসি, (সা) হি ভবদীয়া এষা মায়া (এব)। (অতঃ ত্বম্ ইন্দ্রিয়গোচরঃ ন ভবসি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—লোকপালগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আপনি সর্ব্বসাক্ষী, সুতরাং নিখিল বিশ্বসংসার সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতেছেন। আমরা এতাদৃশ আপনাকে বিষয়াভিভূত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা কি করিয়া দেখিতে পাইব? আপনি যে আমাদের নিকট পঞ্চভূতের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ভূতবিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাও আপনারই মায়া-প্রভাব ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অসদ্গ্রহৈবিষয়গ্রাহিণীভিরিন্দ্রিয়ৈস্ত্বং কিং নো দৃষ্টঃ, অপি তু দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অসদ্গ্রহৈ-রিতি পুংস্ত্বমজহল্লিঙ্গত্বাৎ প্রত্যগপি দ্রষ্টাপি ত্বং ত্বৎ-কৃপয়ৈব দৃশ্যঃ স্যাঃ ইত্যর্থঃ। যতস্ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভূতা-তিরিক্তোঽপি পঞ্চভির্ভূতৈর্ভৌতিকশরীরো ভাসীত্যেষা ভবদীয়া মায়ৈবেতি, ত্বদীয়-শ্রীবিগ্রহস্য ভৌতিকত্বং যে মন্যন্তে তৈর্জরাসন্ধাদিভিরিব দৃষ্টোঽপি ত্বং মাধুর্য্যা-নুপলম্ভাৎ নৈব দৃষ্ট ইতি শুষ্কজ্ঞানিষু ঋষিষু দেবেষু চ কটাক্ষঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসদ্গ্রহৈঃ দৃগ্ভিঃ'—আমাদের বিষয়গ্রাহিণী (বিষয়াভিভূত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনি কি দৃষ্ট হইতেছেন না? কিন্তু দৃষ্ট হইতেছেন, এই অর্থ। এখানে 'অসদ্গ্রহৈঃ'—ইহা স্ত্রীলিঙ্গ 'দৃগ্ভিঃ'—ইহার বিশেষণ হইলেও 'অজ-হল্লিঙ্গ' বলিয়া পুংলিঙ্গের প্রয়োগ হইয়াছে। 'প্রত্যগ্ দ্রষ্টা'—প্রত্যক্ (অন্তর্য্যামী) হইয়াও, 'দ্রষ্টা'—সর্ব্বসাক্ষী হইয়াও, আপনি নিজ কৃপাতেই আমাদের দৃশ্য হইয়াছেন—এই অর্থ। যেহেতু আপনি 'ষষ্ঠঃ'

—ষষ্ঠ-স্বরূপ, পঞ্চভূতের অতিরিক্ত হইয়াও, 'পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ'—পঞ্চভূতময় শরীরের ন্যায় 'ভাসি'—প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা আপনার মায়াই। আপনার (চিন্ময়) শ্রীবিগ্রহের ভৌতিকত্ব যাহারা মনে করে, জরাসন্ধাদির ন্যায় তাহাদের দ্বারা আপনি দৃষ্ট হইলেও, মাধুর্য্যের অনুপলব্ধি-হেতু কখনই আপনি দৃষ্ট নহেন—ইহা শুষ্ক জ্ঞানী, ঋষিগণ ও দেবগণের প্রতি কটাক্ষ ॥৩৭॥

মধ্ব—মায়া হ্যেষা ভবদীয়া ভগবৎসামর্থ্যমেব। ভগবন্মহিম্নৈবাসৌ যদ্দৃশ্যো ভগবান্ স্বয়ম্ ইতি চ ॥ ৩৭ ॥

———

শ্রীযোগেশ্বরা ঊচুঃ—

প্রেয়ান্ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো
বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
অথাপি ভক্ত্যেশ তয়োপধাবতা-
মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযোগেশ্বরাঃ ঊচুঃ—(হে) প্রভো, যঃ ত্বয়ি বিশ্বাত্মনি (পরব্রহ্মণি) আত্মনঃ (জীবান্) পৃথক্ (পৃথক্ত্বং, ন ঈক্ষেৎ (ত্বচ্ছক্তিত্বাত্ত্বদনন্যত্বেনৈব জানাতি) অমুতঃ (অমুষ্মাৎ) অন্যঃ তে (তব) প্রেয়ান্ (প্রেষ্ঠঃ) ন অস্তি (নাস্তি), অথাপি (তথাপি) (হে) ঈশ, (হে) বৎসল, (ভক্তপ্রিয়,) তয়া অনন্যা-বৃত্ত্যা (অব্যভিচারিণ্যা) ভক্ত্যা উপধাবতাং (ভজতঃ অস্মান্) অনুগৃহাণ (অনুগ্রহং কুরু)॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যোগেশ্বরগণ কহিলেন,—হে প্রভো, আপনি নিখিল জীবের আলয়স্বরূপ; জীবনিচয় আপনাতেই সেবকরূপে নিত্য অবস্থান করেন। যাঁহারা সেই জীবনিচয়কে আপনার শক্তিস্বরূপ জানিয়া আপনা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ আপনার সহিত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-যুক্তরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আপনার আর অধিক প্রিয় কেহ নাই; তথাপি, হে ঈশ, হে ভক্তবৎসল আমরা সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের অপ্রাকৃত সূক্ষ্মত্ব ধারণা করিতে না পারায় ভেদবাদী হইয়াই আপনাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি করিয়া থাকি। আমাদের মত অনুন্নত অধিকারীর প্রতি আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়ি বিশ্বাত্মনি আত্মনো জীবান্ যঃ পৃথঙ্নেক্ষেতে ত্বচ্ছক্তিত্বাত্তদনন্যত্বেনৈব জানাতি অমুতঃ অমুষ্মাদ্যদ্যপি তে প্রেয়ানন্যো নাস্তি "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়" ইতি ত্বদুক্তেঃ। তথাপি তদপি ভৃত্যেশ তয়া অহং তে ভৃত্যস্ত্বং মে ঈশ ইতি ভেদেন দাসপ্রভুভাবেন উপাধাবতাং সেবমানানাং যা অনন্যবৃত্তিঃ অনন্যভক্ত্যা অনুবৃত্তিস্তয়ৈব তদ্দানেনৈবাস্মাননুগৃহাণ বয়ং নিকৃষ্টাস্তদভেদভাবং প্রাপ্তুং কথং শক্নুম ইতি দ্যোতিতয়া ব্যাজস্তুত্যা দাসা এব তবাতিপ্রিয়া ইতি জ্ঞানিষু কটাক্ষঃ। যদুক্তং ত্বয়ৈব—'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥' ইতি। "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" ইতি। তত্র লিঙ্গং হে বৎসলেতি ত্বং ভক্তবৎসল ইতি সর্ব্বত্র শ্রূয়সে, ন তু জ্ঞানিবৎসল ॥ ৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বয়ি বিশ্বাত্মনি'—বিশ্বাত্মা (পরব্রহ্ম) আপনাতে, 'আত্মনঃ'—জীবগণকে যিনি পৃথক্ দর্শন করেন না, জীব আপনার (তটস্থা) শক্তি বলিয়া অভিন্নরূপেই জানেন, 'অমুতঃ'—সেই জ্ঞানী হইতে যদিও আপনার প্রিয় কেহ নাই, কারণ (শ্রীগীতাতে ৭।১৭) আপনিই বলিয়াছেন—"প্রিয়ো হি", ইত্যাদি, অর্থাৎ আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়। 'তথাপি'—তাহা হইলেও, হে ভৃত্যেশ! আমি আপনার ভৃত্য এবং আপনি আমার ঈশ (নিয়ামক)—এই ভেদে, অর্থাৎ দাস ও প্রভু ভাবে 'উপধাবতাং'—সেবমান ভক্তগণের, 'অনন্যবৃত্ত্যা'—অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা যে অনুবৃত্তি, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ সেই ভক্তি প্রদানের দ্বারাই আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। আমরা অতি নিকৃষ্ট, আপনার অভেদভাব প্রাপ্ত হইতে কি প্রকারে সমর্থ হইব? ইহা দ্যোতনা করতঃ ব্যাজস্তুতির দ্বারা, আপনার দাসগণই আপনার অত্যন্ত প্রিয়—ইহা জ্ঞানিগণের প্রতি কটাক্ষ। যেহেতু আপনা কর্ত্তৃকই (শ্রীভাগবতে ১১।১৪।১৫) উক্ত হইয়াছে—"ন তথা মে প্রিয়তম" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে উদ্ধব! আত্মযোনি ব্রহ্মা আমার পুত্র হইলেও সেইরূপ প্রিয় নহে, তদ্রূপ আমার স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা—সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী এবং আত্মা অর্থাৎ আমার মূর্ত্তিও সেইরূপ প্রিয়

নয়, যেমন আমার ভক্ত—ইহা বলিতে গিয়া অতিহর্ষে বলিলেন—যেরূপ তুমি (আমার ভক্ত উদ্ধব)। এবং "নাহমাত্মানমাশাসে" (৯।৪।৬৪) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—আমার ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজেকেও স্পৃহা করি না। এই বিষয়ে চিহ্ন—'হে বৎসল'—তুমি ভক্ত-বৎসল, এইরূপেই সর্ব্বত্র শ্রুত হইয়া থাক, কিন্তু জ্ঞানিবৎসল বলিয়া নহে ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—

ন পৃথগ্ য আত্মনঃ। অন্যথা যো ন পশ্যতি।
পৃথগ্জ্ঞানং তদিত্যাহুর্যৎ কিঞ্চিদ্বীক্ষতেঽন্যথা।
জ্ঞানজ্ঞেয়াবিরোধেন ন পৃথগ্স্ততো দৃশিঃ ॥
কেচিদ্ভেদং বিনিন্দন্তি হ্যাসুরজ্ঞানবৃত্তয়ঃ।
নিরাকুর্ব্বন্ত্যথো মন্দা ভেদস্য পরমার্থতাম্ ॥
যে তু তত্ত্ববিদো মুখ্যা ভেদং ব্রহ্মাণ্যবস্তুনোঃ।
পরমার্থমিতি জ্ঞাত্বা নিত্যং বিষ্ণুমুপাসতে ॥

ইতি গারুড়ে ॥ হে ভূতেশ, ত্বয়ানন্যবৃত্ত্যোপধাবতামস্মাকমনুগ্রহোঽস্ত্যেব, তথাপি পুনরনুগৃহাণ।

যথার্থ জ্ঞানিনো নান্যঃ প্রিয়ো বিষ্ণোস্তু কশ্চন।
তথাপ্যধিক-সন্তুষ্ট্যৈ প্রসীদেত্যর্থনং পুনরিতি ॥৩৮॥

জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু দৈবতো
বহুভিদ্যমানগুণয়াত্মমায়য়া।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া
বিনিবর্ত্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু (জগতাম্ উদ্ভবাদিষু নিমিত্তেষু) দৈবতঃ (জীবাদৃষ্টাৎ) বহুভিদ্যমানগুণয়া (বহুধা ভিদ্যমানাঃ গুণাঃ যস্যাঃ তয়া) আত্মমায়য়া (স্বমায়য়া) রচিতাত্মভেদমতয়ে (রচিতা আত্মনি স্ব-স্বরূপে সৃষ্ট্যাদ্যর্থং রচিতা ব্রহ্মাদি ভেদমতিঃ যেন তস্মৈ নমঃ) স্বসংস্থয়া (স্বরূপাবস্থানেন) বিনিবর্ত্তিতভ্রমগুণাত্মনে (বিশেষতঃ নিবর্ত্তিতঃ ভ্রমঃ গুণাশ্চ তৎ হেতবঃ আত্মনি যেন তস্মৈ) নমঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত জীবের অদৃষ্টবশতঃ আপনার বহিরঙ্গা-মায়ার গুণসকল বহুপ্রকার নিভিন্ন হইয়া থাকে। আপনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত সেই মায়াদ্বারাই আপনার স্বরূপে জীবের ভেদমতি জন্মাইয়া থাকেন অর্থাৎ জীব আপনার মায়ার প্রভাবে জড়ভেদবাদী হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-রহস্য ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আমরা আপনার শরণাগত হইলাম; কারণ, জীবগণ শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া একমাত্র আপনার কৃপাযোগেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভেদভ্রম হইতে নিবৃত্তি লাভ করে। অতএব এতাদৃশ মহিমান্বিত আপনাকে আমরা কেবল নমস্কার বিধান করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পরব্রহ্মণো মম মায়াশাবল্য এব সাকারত্বং তস্মিংশ্চ সতি ভৃত্যেশ-ভাবস্তত্র চ সতি ভক্তবাৎসল্যমিতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। সত্যং, তে ভ্রান্তা এবেত্যাহুঃ—জগদিতি। দৈবতো জীবাদৃষ্টাৎ বহুধা ভিদ্যমানা গুণা যস্যাস্তয়া স্বমায়য়া রচিতা আত্মনি স্বস্বরূপে সৃষ্ট্যাদ্যর্থং ব্রহ্মাদিভেদমতির্যেন তস্মৈ, স্বসংস্থয়া স্বরূপাবস্থানেন তু বিনিবর্ত্তিতো ভ্রমরূপো গুণাত্মা গুণবুদ্ধির্যত্র তস্মৈ। 'আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধি-রি'ত্যমরঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পরব্রহ্মস্বরূপ আমার মায়াশাবল্যই (মায়োপহিতত্বই) সাকারত্ব, সেইরূপ হইলে প্রভু-ভৃত্য ভাব সম্ভব এবং তাহাতেই ভক্তবাৎসল্য—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহার উত্তরে—সত্য, তাহারা ভ্রান্তই—ইহা বলিতেছেন—'জগৎ' ইত্যাদির দ্বারা। 'দৈবতঃ'—জীবের অদৃষ্টবশতঃ, বহুপ্রকার ভিদ্যমান গুণ যাহার, সেই নিজ মায়ার দ্বারা, 'রচিতাত্মভেদমতয়ে'—রচিত হইয়াছে, আত্মাতে অর্থাৎ নিজ স্বরূপে সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রভৃতি ভেদবুদ্ধি যাঁহা কর্ত্তৃক, তাঁহাকে, আবার 'স্ব-সংস্থয়া'—স্বরূপে অবস্থিতির দ্বারা 'বিনিবর্ত্তিত-ভ্রম-গুণাত্মনে'—বিনিবর্ত্তিত হইয়াছে ভ্রমরূপ গুণাত্মা, অর্থাৎ গুণবুদ্ধি যেখানে, তাঁহাকে (অর্থাৎ সেই আপনাকে নমস্কার করি)। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—আত্মা শব্দে, যত্ন, ধৃতি ও বুদ্ধি অর্থ। (অর্থাৎ আপনি মায়া দ্বারা আপনার প্রতি জীবের ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া থাকেন, আবার আপনি স্বরূপে অবস্থিতির দ্বারা তাহাদের ভেদজ্ঞান ও তাহার কারণসমূহ বিদূরিত করেন) ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—
প্রকৃত্যা জড়য়া মিথ্যাজ্ঞানং জনয়তীশ্বরঃ।
তস্য ভ্রমশ্চ সত্ত্বাদ্যা ন সন্তি পরমেশিতুঃ ইতি চ॥৩৯॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—
নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্ম্মাদীনাঞ্চ সূতয়ে।
নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেঽপি চ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—শ্রিতসত্ত্বায় (শ্রিতং স্বীকৃতং সত্ত্বং সত্ত্বগুণো যেন তস্মৈ) (নমঃ, অতএব) ধর্ম্মাদীনাং চ সূতয়ে (ধর্ম্মার্থাদীনাং সূতয়ে প্রসবিত্রে চ) নমঃ, নির্গুণায় চ (নমঃ) যৎ (যস্য ভগবতঃ) কাষ্ঠাং (তত্ত্বম্) অহং ন বেদ (ন বেদ্মি), অপরে চ (রুদ্রাদয়শ্চ) অপি (ন বিদুঃ)॥ ৪০॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে ভগবন্, আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং আপনাকে নমস্কার; আপনি ধর্ম্মাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি নির্গুণস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। আপনি ভগবান্, সুতরাং আপনার অচিন্ত্য তত্ত্ব আমি অবগত নহি, রুদ্রাদি দেবতাগণও তাহা অবগত নহেন॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মোবাচেতি তত্রত্যোপযোগী কর্ম্মপ্রতিপাদকো বেদঃ, 'বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্মে'ত্যমরঃ। শ্রিতং সত্ত্বং সত্ত্বগুণোঽয়ং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণাং সূতয়ে উৎপত্ত্যৈ কাষ্ঠাং তত্ত্বং অপরেঽপি জ্ঞানপ্রতিপাদকা বেদাশ্চ ন বিদুঃ কিমুতৈতে ইতি কর্ম্মিষু জ্ঞানিষু চ কটাক্ষঃ॥ ৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মোবাচ'—এখানে ব্রহ্ম শব্দে সেখানকার উপযোগী কর্ম-প্রতিপাদক বেদ (অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম)। অমরকোষে ব্রহ্ম-শব্দের 'বেদ, তত্ত্ব, তপস্যা ও ব্রহ্ম'—এই নিরুক্তি রহিয়াছে। 'শ্রিতসত্ত্বায়'—শ্রিত হইয়াছে, আশ্রিত হইয়াছে সত্ত্বগুণ যাঁহা কর্ত্তৃক, এবং 'ধর্ম্মাদীনাং সূতয়ে'—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের উৎপাদক (আপনাকে নমস্কার করি), 'যৎকাষ্ঠাং'—যে আপনার কাষ্ঠা বলিতে তত্ত্ব, আমি (কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদ) জানি না, 'অপরেঽপি'—অন্যান্য জ্ঞানপ্রতিপাদক বেদ-সকলও জানে না, আর এই সকলের কি কথা?—ইহা কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের প্রতি কটাক্ষ॥ ৪০॥

শ্রীঅগ্নিরুবাচ—
যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা
হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ
স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্॥৪১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঅগ্নিঃ উবাচ—যত্তেজসা (যস্য তব তেজসা) সুসমিদ্ধতেজাঃ (সুষ্ঠু সমিদ্ধং দীপ্তং তেজো যস্য সঃ) অহং স্বধ্বরে (প্রশস্তে যজ্ঞে) আজ্যসিক্তং (ঘৃতপ্লুতং) হব্যং (হবিঃ) বহে (বহামি) তং যজ্ঞিয়ং (যজ্ঞায় হিতং) যজ্ঞং (যজ্ঞমূর্ত্তিং বিষ্ণুং) পঞ্চবিধং পঞ্চভিঃ যজুর্ভিঃ (যজুর্ব্বেদগতমন্ত্রৈঃ) স্বিষ্টং (পূজিতং ত্বাং) প্রণতঃ অস্মি॥৪১॥

অনুবাদ—শ্রীঅগ্নি কহিলেন,—যাঁহার তেজোদ্বারা সম্যগ্‌রূপে প্রদীপ্ত হইয়া আমি যজ্ঞে ঘৃত-সিক্ত হব্যসামগ্রী বহন করিয়া থাকি, যিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও পশুসোম—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞের স্বরূপ এবং যিনি ঐ পঞ্চবিধ যজ্ঞমন্ত্রদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, আমি সেই যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি॥ ৪১॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞকুণ্ডস্থোঽগ্নিরাহ—যত্তেজসেতি। স্বধ্বরে প্রশস্তযজ্ঞে হব্যং হবির্বহামি কেবলং ন তু তব তত্ত্বং জানামীতি জ্ঞানাভিমানি-যাজ্ঞিকেষু কটাক্ষঃ। তং যজ্ঞিয়ং যজ্ঞায় হিতং, পঞ্চবিধত্বমৈতরেয়কে উক্তম্। 'স এব যজ্ঞঃ। পঞ্চবিধোঽগ্নিহোত্রং দর্শপৌর্ণমাসশ্চাতুর্ম্মাস্যানি পশুসোম ইতি পঞ্চভির্যজুর্ভির্মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টম্'। তথা চ শ্রুতিঃ—"আশ্রাবয়েতি চতুরক্ষরং অস্তু শ্রৌষড়িতি চতুরক্ষরং যজেতি দ্বাভ্যাং যে যজামহ ইতি পঞ্চাক্ষরং দ্ব্যক্ষরো বষট্‌কার" ইতি, স্মৃতিশ্চ, "চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব চ হূয়তে চ পুনর্দ্বাভ্যাং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদত্বিতি "যজ্ঞং যজ্ঞমূর্ত্তিম্॥ ৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞকুণ্ডস্থিত অগ্নি বলিতেছেন—'যত্তেজসা'—যে আপনার তেজের দ্বারা অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া আমি, 'স্বধ্বরে' (সু-অধ্বরে) প্রশস্ত

যজ্ঞে, 'হব্যং'—ঘৃতাক্ত হবনীয় দ্রব্যই কেবল বহন করিয়া থাকি, কিন্তু আপনার তত্ত্ব জানি না—ইহা জ্ঞানাভিমানী যাজ্ঞিকগণের প্রতি কটাক্ষ। 'তং যজ্ঞিয়ং'—সেই যজ্ঞের হিতকারী, (পঞ্চবিধ যজ্ঞীয় মন্ত্রের দ্বারা পূজিত যজ্ঞপালক যজ্ঞমূর্ত্তি আপনাকে নমস্কার)। ঐতরেয়কে যজ্ঞের পঞ্চবিধত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাই যজ্ঞ। 'অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশু ও সোম—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ আপনারই স্বরূপ, ঐ পঞ্চপ্রকার 'যজুভিঃ'—যজ্ঞীয় মন্ত্রের দ্বারা আপনিই সম্যক্‌রূপে পূজিত হইতেছেন। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'আশ্রাবয়'—এই চারি অক্ষর, 'অস্তু শ্রৌষড়্'—এই চারি অক্ষর, 'যজ'—এই দুই অক্ষর, 'যে যজামহে'—এই পঞ্চ অক্ষর এবং দ্ব্যক্ষর 'বষট্'-কার, ইতি। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"চারিটি, চারিটি, দুইটি এবং পাঁচটি অক্ষরের দ্বারা, পুনরায় দুইটি (বষট্) অক্ষরের দ্বারা যাঁহার হোম করা হয়, সেই শ্রীবিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন," ইতি। 'যজ্ঞং'—যজ্ঞ বলিতে যজ্ঞমূর্ত্তি, (অর্থাৎ সেই যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ৪১ ॥

মধব—যজ্ঞো যজ্ঞপুমাংশ্চৈব যজ্ঞেশো যজ্ঞভাবনঃ।
যজ্ঞভুক্ চেতি পঞ্চাত্মা যজ্ঞেষ্বিজ্যো হরিঃ স্বয়ম্ ॥
আশ্রাবয়াস্তু শ্রৌষড়্‌যজাথো যে যজামহে।
বষট্‌কারান্তিকৈর্নিত্যং যজুভিঃ পঞ্চভির্বিভুঃ ॥
ইতি তন্ত্রসারে ॥ ৪১ ॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ—

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ
স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ ঊচুঃ—যঃ পুরা (পূর্ব্বং) কল্পাপায়ে (কল্পস্য অপায়ে নাশে) স্বকৃতং (স্বেন এব উৎপাদিতং) বিকৃতং (কার্য্যজাতম্) উদরীকৃত্য (সংহৃত্য স্বোদরে নিধায়) সিদ্ধৈঃ (সনকাদিভিঃ) হৃদি (হৃদয়ে) বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ (বিমৃশিতা বিচিন্তিতা অধ্যাত্ম-পদবী জ্ঞানমার্গো যস্য সঃ) ত্বম্ এব আদ্যঃ পুমান্ (শ্রীনারায়ণঃ) তস্মিন্ সলিলে উরগেন্দ্রাধিশয়নে (উরগেন্দ্রঃ শেষঃ এব অধিকঃ উৎকৃষ্টঃ শয়নং শয্যা তস্মিন্) শেষে (শয়নং করোষি) স এব (ত্বম্) অদ্য (ইদানীম্) অক্ষ্ণোঃ পথি চরসি (প্রত্যক্ষঃ অসি) নঃ (অস্মান্) ভৃত্যান্ অবসি (রক্ষসি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণ কহিলেন,—যে আদ্যপুরুষ পুরাকালে কল্পান্ত-সময়ে ভিন্নাকারে পরিণত নিখিল কার্য্যকে স্বীয় উদরাভ্যন্তরে লীন করিয়া কারণার্ণব-সলিলে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, সনকাদি সিদ্ধগণ জ্ঞানমার্গে হৃদয়মধ্যে যাঁহাকে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন—সেই আদ্যপুরুষ অদ্য আমাদিগের নয়নপথের পথিক হইয়া বিচরণ করিতেছেন এবং ভৃত্যবোধে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বকৃতং স্বসৃষ্টং বিকৃতং কার্য্যজাতম্ উদরীকৃত্য উদরস্থীকৃত্য, বিমৃশিতা অধ্যাত্মপদবী জ্ঞানমার্গো যস্য সঃ। ভৃত্যান্ অবসি পালয়সীতি পথি চরসীত্যাভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্বৎপালিতৈর্ভৃত্যৈরেব ত্বং দৃশ্যতে জ্ঞায়সে নান্যৈরিতি যাজ্ঞিক-কর্ম্মিষু জ্ঞানিষু চ কটাক্ষঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বকৃতং'—নিজসৃষ্ট, 'বিকৃতং'—কার্য্য সকল, 'উদরীকৃত্য'—উদরের মধ্যে সংযমন করতঃ (প্রলয়কালে কারণার্ণব-সলিলে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন)। 'বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ'—সিদ্ধগণের দ্বারা 'বিমৃশিতা'—বিচিন্তিত হইয়াছে অধ্যাত্ম-পদবী অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ যাঁহার, সেই আপনি। এখানে 'ভৃত্যান্ অবসি'—ভৃত্যবর্গকে পালন করিতেছেন এবং 'অক্ষ্ণোঃ পথি চরসি'—আমাদের নয়নের পথে পথিক হইয়া বিচরণ করিতেছেন—এই দুইটি কথার দ্বারা, আপনা কর্ত্তৃক পালিত ভৃত্যগণের দ্বারাই আপনি দৃষ্ট ও বিদিত হইয়া থাকেন, অন্যের দ্বারা নহে—ইহা যাজ্ঞিক কর্ম্মিগণের এবং জ্ঞানিগণের প্রতি কটাক্ষ ॥৪২॥

শ্রীগন্ধর্ব্বাপ্সরস ঊচুঃ—

অংশাংশাস্তে দেবমরীচ্যাদয়ঃ এতে
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ।

ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমং-
স্তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগন্ধর্বাপ্সরসঃ উচুঃ—(হে) বিভূমন্, হে দেব, এতে মরীচ্যাদয়ঃ (শ্রদ্ধাপতয়ঃ) রুদ্রপুরোগাঃ (রুদ্রঃ শিবঃ পুরোগঃ অগ্রসরঃ যেষাং তে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ দেবগণাঃ তে (তব) অংশাংশাঃ (অংশানাম্ অপি অংশাঃ) ইদং বিশ্বং যস্য (তব) ক্রীড়াভাণ্ডং (ক্রীড়ায়াঃ ভাণ্ডম্ উপকরণম্)। (হে) নাথ, তে (তুভ্যং) নমঃ করবাম (বয়ং নমনং কুর্ম্মঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—গন্ধর্ব এবং অপ্সরোগণ কহিলেন—হে দেব, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি এবং রুদ্রপ্রমুখ ব্রহ্ম-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ আপনার অংশের অংশ ; এই বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ। হে নাথ, আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তুভ্যমেব নিত্যং নমঃ করবামেতি বয়ং যস্য সভাং প্রবিশামস্তমেব পরমেশ্বরত্বেন স্তবানা অপি তেষাং ত্বদংশাংশত্বাত্ত্বামেব বস্তুতঃ স্তবামেতি তে খল্বীশ্বরাভিমানিন এব ন ত্বীশ্বরা ইতি ব্রহ্মাদিষু কটাক্ষঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিত্যং নমঃ'—আপনাকেই আমরা নিত্য প্রণতি-বিধান করিয়া থাকি। ইহাতে, আমরা যাঁহার সভাতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে পরমেশ্বর-রূপে স্তব করিলেও, তাঁহারা আপনার অংশের অংশত্ব (কলাত্ব) বলিয়া, বস্তুতঃ আপনারই আমরা স্তুতি করিয়া থাকি। তাঁহারা নিশ্চিত ঈশ্বরাভিমানী, কিন্তু ঈশ্বর নহেন—ইহা ব্রহ্মাদির প্রতি কটাক্ষ ॥ ৪৩ ॥

———

শ্রীবিদ্যাধরা উচুঃ—

তন্মায়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্
কৃত্বা মমাহমিতি দুর্ম্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ।
ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্বিষয়লালস আত্মমোহং
যুষ্মৎকথামৃতনিষেবক উদ্ব্যুদস্যেৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদ্যাধরাঃ উচুঃ—অর্থং (পুরুষার্থ-সাধনং শরীরম্) অভিপদ্য (প্রাপ্য) (অপি) দুর্ম্মতিঃ (জনঃ) উৎপথৈঃ (অন্যায়বর্ত্তিভিঃ) স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ পুত্রাদিভিঃ) ক্ষিপ্তঃ (দুঃখিতঃ) অপি তন্মায়য়া (তব মায়য়া) অস্মিন্ কলেবরে মমাহম্ ইতি (অভিমানং) কৃত্বা অসদ্বিষয়লালসঃ (অসৎসু বিষয়েষু লালসা তৃষ্ণা যস্য সঃ তথাবিধঃ ভবতি) যুষ্মৎকথামৃত-নিষেবকঃ (ত্বল্লীলাসুধাপিপাসুঃ ত্বদ্ভক্তস্তু) (এবম্ভূতম্) আত্মমোহম্ (আত্মনঃ মোহম্) উৎ (উচ্চৈঃ দূরতঃ) ব্যুদস্যেৎ (ত্যজেৎ, নান্যঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—বিদ্যাধরগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! দুর্ম্মতি মনুষ্য পুরুষার্থ-সাধনের উপায়স্বরূপ দেহ পাইয়াও উৎপথগামী স্বকীয় পুত্রাদিদ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি উহারা এই দেহে 'আমি' ও 'আমার' অভিমান করিয়া অনিত্য-বিষয়ে লালসা-যুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা আপনার কথামৃত-পিপাসু হন, সেই সকল পুরুষই তাদৃশ দেহাত্মাভিমান-রূপ মোহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থং বিষয়মভিপদ্য প্রাপ্য মমাহমিত্যভিমানঞ্চ কৃত্বা দুর্ম্মতিঃ স্বৈঃ পুত্রাদিভিঃ ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্বিষয়লালস এব ইমমাত্মমোহং যুষ্মৎকথামৃতনিষেবকঃ সন্ উচ্চৈর্ব্যুদস্যেৎ পরিত্যজেন্নান্যঃ ইতি শুষ্কজ্ঞানিষু কটাক্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থং অভিপদ্য'—পুরুষার্থ সাধনোপযোগী দেহ প্রাপ্ত হইয়া এবং এই দেহে আমি, আমার ইত্যাকার অভিমান করতঃ দুর্ম্মতি (নষ্টবুদ্ধি) জন উৎপথগামী নিজ পুত্রাদির দ্বারা 'ক্ষিপ্তঃ অপি'—তিরস্কৃত (উৎপীড়িত) হইয়াও, 'অসদ্বিষয়-লালসঃ'—অসৎ দুঃখপ্রদ বিষয়সকলে লালসা যাহার, তাদৃশ হইয়াও, 'যুষ্মৎকথামৃত-নিষেবকঃ'—আপনার কথা-রূপ অমৃত পান করিয়া, এই আত্মমোহ—'উদ্ ব্যুদস্যেৎ'—দূরে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু অপরে নহে, ইহা শুষ্ক জ্ঞানিগণের প্রতি কটাক্ষ ॥ ৪৪ ॥

———

শ্রীব্রাহ্মণা উচুঃ—

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং
ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা
অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণাঃ উচুঃ—স্বয়ং ত্বম্ (এব)

ক্রতুঃ (যজ্ঞস্বরূপঃ), ত্বং হবিঃ (ঘৃতাদি), ত্বং হুতাশঃ, ত্বং হি মন্ত্রঃ, সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ (সমিৎ কাষ্ঠং দর্ভাঃ পাত্রাণি চ) ত্বং সদস্যাত্বিজঃ (সদস্যাঃ সভ্যা ঋত্বিজশ্চ) দম্পতী (যজমানঃ তৎপত্নী চ) দেবতা (ইন্দ্রাদিঃ) অগ্নিহোত্রম্ (অগ্নৌ হবনং) স্বধা (পিতৃদানং) সোমঃ (সোমলতা) আজ্যং (ঘৃতং) পশুঃ চ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে প্রভো আপনিই স্বয়ং যজ্ঞস্বরূপ, আপনিই হবিঃ, আপনিই অগ্নি, আপনিই মন্ত্র, আপনিই সমিধ্, আপনিই যজ্ঞপাত্র, আপনিই সদস্য, আপনিই ঋত্বিক্, আপনিই সস্ত্রীক যজমান, আপনিই দেবতা, আপনিই অগ্নিহোত্র, আপনিই স্বধা, আপনিই সোমরস, আপনিই হবনীয় ঘৃত, আপনিই যজ্ঞীয় পশু ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—সদস্যাশ্চ ঋত্বিজশ্চ তে ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদস্যাত্বিজঃ'— সদস্যগণ এবং ঋত্বিক্‌গণ, (অর্থাৎ যজ্ঞাদি সমস্ত কিছুই আপনি) ॥ ৪৫ ॥

মধ্ব—সর্ব্বশব্দাভিধেয়ত্বং সর্ব্বান্তর্য্যামিকত্বতঃ।
ন তু সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বভিন্নো যতো হরিঃ॥
ইতি মাৎস্যে ॥ ৪৫ ॥

ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাশূকরো
দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা।
স্তূয়মানো নদল্লীলয়া যোগিভি-
র্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ত্রয়ীগাত্র, (বেদত্রয়মূর্ত্তে,) যজ্ঞক্রতুঃ (যজ্ঞঃ যাগঃ সযূপঃ তদ্বিশেষঃ ক্রতুঃ তদ্রূপী যজ্ঞসঙ্কল্পরূপঃ বা) ত্বম্ (এব) মহাশূকরঃ (সন্) যোগিভিঃ (সনকাদিভিঃ) স্তূয়মানঃ (স্বয়ঞ্চ) নদন্ লীলয়া (অনায়াসেন এব) পুরা (সৃষ্টিপ্রারম্ভ-সময়ে) রসায়াঃ (রসাতলাৎ) গাং (পৃথ্বীং) দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং (কমলিনীং) বারণেন্দ্রঃ (হস্তী) যথা (উদ্ধরতি তথা) ব্যুজ্জহর্থ (বিশেষেণ উদ্ধৃতবান্ অসি)॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে বেদমূর্ত্তে, আপনিই যূপযুক্ত যজ্ঞ, অথবা যজ্ঞসঙ্কল্পস্বরূপ। গজেন্দ্র যেরূপ অবলীলা-ক্রমে পদ্মিনীকে উত্তোলন করিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ লীলাক্রমে মহাশূকররূপ ধারণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে পুরাকালে দংষ্ট্রাগ্রভাগদ্বারা রসাতল-গতা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎকালে যোগিগণ আপনার বন্দনায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়ীগাত্র হে বেদমূর্ত্তে, যজ্ঞঃ সযূপঃ ক্রতুর্নির্যূপঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রয়ীগাত্র'—হে বেদমূর্ত্তে! 'যজ্ঞক্রতুঃ'—যূপযুক্ত যজ্ঞ এবং নির্যূপ (যূপহীন, আরাধনারূপ যজ্ঞ) ক্রতু ॥ ৪৬ ॥

স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং
দর্শনং তে পরিভ্রষ্টসৎকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে
যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যজ্ঞেশ, সঃ ত্বং পরিভ্রষ্টসৎ-কর্ম্মণাং (পরিভ্রষ্টং সৎকর্ম্ম যেষাং তেষাম্ অপি) তে (তব) দর্শনম্ আকাঙ্ক্ষতাম্ অস্মাকং প্রসীদ (প্রসন্নঃ ভব)। তে (তব) নাম্নি নৃভিঃ কীর্ত্ত্য-মানে (সতি) যজ্ঞবিঘ্নাঃ (সৎকর্ম্মবিঘ্নাঃ) ক্ষয়ং যান্তি (নশ্যন্তি)। তস্মৈ (এবং প্রভাবঃ যস্য, তস্মৈ তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে যজ্ঞেশ, এক্ষণে সেই আপনি আমা-দিগের প্রতি প্রসন্ন হউন্। আমাদিগের যজ্ঞকার্য্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। পুরুষগণ যখন আপনার নামকীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাদের যাবতীয় যজ্ঞ-বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ প্রভাবশালী আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—নাম্নি কীর্ত্ত্যমান এব কিং পুনঃ কীর্ত্তিতে কিন্তরাং তৎ সাক্ষাৎ সন্নিধৌ, যজ্ঞবিঘ্না রুদ্রানুচরা ইতি তেষু কটাক্ষঃ। অত্র স্তাবকানামন্যত্র কটাক্ষৈর্ভগবতো ভক্তেশ্চ প্রায় উৎকর্ষপোষান্ন দোষঃ আখ্যেয়ঃ ॥ ৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাম্নি কীর্ত্ত্যমানে'—আপনার নাম উচ্চারণ-মাত্রেই, আর নাম কীর্ত্তিত হইলে কি বক্তব্য? তাহাতে আবার সাক্ষাৎ আপনার সান্নিধ্যে,

'যজ্ঞবিঘ্নাঃ'—যজ্ঞের বিঘ্নকারী রুদ্রানুচরগণ—(দূরীভূত হইয়া যায়)। ইহা রুদ্রানুচরগণের প্রতি কটাক্ষ। এখানে স্তুতিকারিগণের অন্যের প্রতি কটাক্ষের দ্বারা প্রায় ভগবান্ এবং ভক্তের উৎকর্ষ-পোষণ-হেতু উহা দোষাবহ বলা চলে না ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি দক্ষঃ কবির্যজ্ঞং ভদ্র রুদ্রাভিমর্শিতম্।
কীর্ত্ত্যমানে হৃষীকেশে সংনিন্যে যজ্ঞভাবনে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইতি (পূর্ব্বপ্রকারেণ) যজ্ঞভাবনে (যজ্ঞস্য পালকে) হৃষীকেশে কীর্ত্ত্যমানে (সর্ব্বৈঃ স্তূয়মানে সতি) কবিঃ (প্রাজ্ঞঃ) দক্ষঃ ভদ্ররুদ্রাভিমর্শিতং (ভদ্রঃ ভদ্রাখ্যঃ রুদ্রঃ বীরভদ্রঃ তেন অভিমর্শিতং নাশিতং) যজ্ঞং সংনিন্যে (প্রবর্ত্তয়ামাস) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, এই প্রকারে সকলেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হৃষীকেশের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিলে প্রাজ্ঞ দক্ষ বীরভদ্রকর্ত্তৃক বিনষ্ট যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে ভদ্র, যদ্বা, ভদ্ররুদ্রেণ ভদ্রাখ্যরুদ্রেণ বীরভদ্রেণ অভিমর্ষিতং বিদূষিতং, সংনিন্যে প্রবর্ত্তয়ামাস ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে ভদ্র'—হে বিদুর! অথবা ভদ্ররুদ্র, ভদ্রাখ্য রুদ্র অর্থাৎ বীরভদ্রের দ্বারা 'অভিমর্ষিতং'—বিদূষিত (বিনষ্ট) যজ্ঞ, 'সংনিন্যে'—পুনরায় দক্ষ অনুষ্ঠান করাইলেন ॥ ৪৮ ॥

ভগবান্ স্বেন ভাগেন সর্ব্বভাগভুক্।
দক্ষং বভাষ আভাষ্য প্রীয়মাণ ইবানঘ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, (বিদুর,) সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাগভুক্ (সর্ব্বেষাং দেবানাং ভাগভুক্ অপি,) ভগবান্ স্বেন ভাগেন (ত্রিকপাল-পুরোডাশেন) প্রীয়মাণঃ ইব দক্ষম্ আভাষ্য (সংবোধ্য) বভাষে (উক্তবান্) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ বিদুর, ভগবান্ বিষ্ণু সকল দেবতার আত্মা, সুতরাং তিনি সকলেরই ভাগভোজী; তথাপি স্বীয় ভাগ ভোজনপূর্ব্বক পরিতৃপ্তের ন্যায় দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবত্ত্বেনানন্দপূর্ণোঽপি সর্ব্বাত্মত্বেন সর্ব্বভাগভুগপি স্বেন ভাগেন প্রীয়মাণ ইবেতি রুদ্রাপরাধিত্বান্ন বস্তুতঃ প্রীতঃ। হে অনঘেতি নিরপরাধিন্যেব ভগবান্ প্রীণাতীত্যত্র ত্বমেব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাগভুক্'—ভগবত্ত্ব-হেতু আনন্দপূর্ণ হইলেও, সর্ব্বাত্মরূপে সকলের সমস্ত যজ্ঞাংশের ভাগী হইলেও, নিজের ভাগের দ্বারা (ত্রিকপাল পুরোডাশের দ্বারা) 'প্রীয়মাণঃ ইব'—পরিতৃপ্তের ন্যায় যেন; এখানে 'ইব'—যেন, ইহা বলায় দক্ষ রুদ্রের প্রতি অপরাধী বলিয়া বস্তুতঃ তিনি প্রীত নহেন। হে অনঘ (নিষ্পাপ) বিদুর!, ইহা বলায় নিরপরাধীর প্রতিই ভগবান্ প্রীত হন, এই বিষয়ে তুমিই প্রমাণ—এই ভাব ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্ ॥
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(যঃ) অহং জগতঃ পরং কারণম্ আত্মেশ্বরঃ (আত্মা ঈশ্বরঃ চ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) স্বয়ংদৃক্ (স্বয়ংপ্রকাশঃ) অবিশেষণঃ (উপাধিরহিতশ্চ অস্মি) (সঃ এব অহং) ব্রহ্মা শর্ব্বশ্চ (শিবশ্চ) (ভবামি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি জগতের পরমকারণ, আত্মা, ঈশ্বর ও সাক্ষিস্বরূপ; আমি স্বপ্রকাশ ও জড়োপাধি রহিত, অপ্রাকৃত বস্তু; আমিই আবার গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিবরূপে প্রকাশিত থাকি ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—মা পুনরপরাধং কার্ষীরিতি হিতমুপদিশতি অহমিতি। স্বয়ংদৃক্ স্বপ্রকাশঃ অবিশেষণঃ ত্রয়াণামস্মাকং নাস্তি বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় অপরাধ করিও না—এইজন্য হিত উপদেশ দিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। 'স্বয়ংদৃক্'—স্বপ্রকাশ। 'অবিশেষণঃ'—(আমি, ব্রহ্মা

ও রুদ্র) আমাদের তিন জনের মধ্যে কোন বিশেষ (অর্থাৎ পার্থক্য) নাই, এই অর্থ ॥ ৫০ ॥

আত্মমায়াং সমাবিশ্য
সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং
দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—হে দ্বিজ, সঃ (পরমকারণভূতঃ) অহম্ (এব) গুণময়ীং (রজ আদিগুণময়ীম্) আত্মমায়াং সমাবিশ্য (অধিষ্ঠায়) বিশ্বং সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ চ ক্রিয়োচিতাং (সর্গাদিকর্ম্মযোগ্যাং) সংজ্ঞাং (স্রষ্টা বিশ্বম্ভরঃ হরঃ ইতি আখ্যাং) দধ্রে (ধারয়ামি) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে দক্ষ, সেই আমিই সত্ত্বগুণস্বরূপ, মায়াধীশ বিষ্ণুরূপে জগতের রক্ষা এবং আমার বিভিন্নাংশতত্ত্বে সংকল্পরূপ জ্ঞানদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উঁহাদিগকে রজ ও তমোগুণে বিভাবিত করিয়া ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপে বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার-কার্য্য করিয়া থাকি এবং সেই সমস্ত ত্রিবিধকার্য্যের উপযুক্ত ত্রিবিধ সংজ্ঞাও ধারণ করি ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পরমেশ্বরঃ খল্বেক এব। স চ ভবানেব শাস্ত্রেষূচ্যত ইতি তত্রাহ, আত্মেতি সমাবিশ্যাধিষ্ঠায় স প্রসিদ্ধো গুণাতীত এক এবাহং ক্রিয়াঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতয়স্তাসু সমুচিতাং সংজ্ঞাং স্রষ্টেতি পালক ইতি সংহর্ত্তেত্যাখ্যাম্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পরমেশ্বর নিশ্চিত একজনই, এবং সেই পরমেশ্বর আপনিই—ইহা শাস্ত্রসমূহে উক্ত হইয়াছে। তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'আত্মমায়াং' ইত্যাদি। ত্রিগুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রসিদ্ধ গুণাতীত একমাত্র আমিই, 'ক্রিয়োচিতাং'—ক্রিয়া—সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার, তদ্বিষয়ে সমুচিত, 'সংজ্ঞাং'—বিভিন্ন নাম, স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক—(অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত কার্য্যানুসারে এক আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকি) ॥ ৫১ ॥

তথ্য—ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৬, ৫০ ও ৫১ শ্লোক এবং ভাঃ—১।২।২৩, ২।৬।৩২, ১০।৬৮।২৬, ১০।৮৮।২ ও ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৫১ ॥

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ অদ্বিতীয়ে (ভেদরহিতে) কেবলে (নিঃসঙ্গে) পরমাত্মনি ব্রহ্মণি (ময়ি) ব্রহ্মরুদ্রৌ ভূতানি চ অজ্ঞঃ (এব) ভেদেন অনুপশ্যতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—আমি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ অর্থাৎ আমা হইতে কাহারও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা ভগবত্তা নাই; আমিই একমাত্র স্বতন্ত্র ভগবান্। ব্রহ্মরুদ্রাদি সকলেই আমার অধীনতত্ত্বরূপে আমাতেই অবস্থিত। অজ্ঞ-ব্যক্তিগণই ব্রহ্মা, রুদ্র ও যাবতীয় জীবকে আমা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভত্বেন জীবত্বাৎ রুদ্রস্যেশ্বরত্বেঽপি গুণস্পর্শাৎ কথং তয়োস্তদভেদস্তত্র কৈমুত্যন্যায়েনাহ—ব্রহ্মরুদ্রৌ চেতি ভূতানি জীবানপি অজ্ঞ এব ভেদেন পশ্যতি, ন তু বিজ্ঞঃ কিমুত ব্রহ্মরুদ্রৌ ভূতানাং মদীয়তটস্থশক্তিত্বাৎ ব্রহ্মরুদ্রয়োর্গুণাবতারত্বান্মদভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মার হিরণ্যগর্ভত্বরূপে জীবত্ব-হেতু এবং রুদ্রের ঈশ্বরত্ব থাকিলেও (তমঃ) গুণের স্পর্শবশতঃ, কিপ্রকারে তাহাদের সহিত আপনার অভেদ হইতে পারে? তাহাতে কৈমুত্যিক ন্যায় অনুসারে বলিতেছেন—'ব্রহ্ম-রুদ্রৌ চ'—ব্রহ্মা ও রুদ্রকে এবং 'ভূতানি'—জীবগণকেও অজ্ঞজনই (আমা হইতে), 'ভেদেন'—ভেদরূপে দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞজন নহেন (অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাতে অভেদ দর্শন করিয়া থাকেন)। ব্রহ্মা ও রুদ্রের কথা কি বক্তব্য? জীবগণ আমার তটস্থা শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্মা ও রুদ্র আমার গুণাবতার-হেতু আমা হইতে অভেদ, এই অর্থ ॥ ৫২ ॥

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (কশ্চিৎ অপি) পুমান্ শিরঃ-পাণ্যাদিষু স্বাঙ্গেষু কুচিৎ পারক্যবুদ্ধিং (স্বভেদবুদ্ধিং) ন কুরুতে, এবং মৎপরঃ (বিদ্বান্) ভূতেষু (সর্ব্ব-ভূতেষু) (ভেদবুদ্ধিং ন কুরুতে) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—যেরূপ কোনও পুরুষ মস্তক ও হস্তাদি নিজ অঙ্গসকলকে কখনও পরকীয় বলিয়া বুদ্ধি করে না, তদ্রূপ আমার অনুরক্ত ব্যক্তি ও ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা ও জীবনিচয়কে আমা হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ আমাতেই ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সকল দেবতা ও জীবনিচয় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতানি তু মদ্ভক্তোঽপি স্বাভেদেন পশ্যেদিত্যাহ—স্বশিরঃপাণ্যাদিষু। সুখদুঃখে যথা, তথৈব সর্ব্বভূতেষ্বপি সুখদুঃখে পশ্যেদিত্যেব ভক্তা-নামভেদ-দর্শনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার ভক্তগণও জীবদিগকে নিজ হইতে অভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন, ইহা বলি-তেছেন—'স্বশিরঃপাণ্যাদিষু', নিজ মস্তক হস্তাদি অঙ্গে ইত্যাদি। নিজের সুখ ও দুঃখ যেরূপ, তদ্রূপই নিখিল প্রাণীতেও সুখ ও দুঃখ দর্শন করিয়া থাকেন—ইহাই ভক্তগণের অভেদ দর্শন, এই অর্থ ॥ ৫৩ ॥

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, একভাবানাম্ (এক-স্বরূপাণাং) সর্ব্বভূতাত্মনাং (সর্ব্বভূতানি আত্মা যেষাং তেষাং) ত্রয়াণাং (ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং) যঃ বৈ ভিদাং (ভেদং) ন পশতি, সঃ শান্তিং (মোক্ষম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্ (আমরা তিনজনেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধবিশিষ্ট।) এই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ আমাদিগের মধ্যে যিনি স্বতন্ত্রবুদ্ধি না করেন অর্থাৎ আমাদিগকে ভেদাভেদ তত্ত্বস্বরূপে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—অভেদদর্শনস্য ফলমাহ—ত্রয়াণামিতি ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অভেদ দর্শনের ফল বলি-তেছেন—'ত্রয়াণাম্' ইত্যাদি, (অর্থাৎ আমাদের তিন জনের মধ্যে যিনি ভেদ দর্শন করেন না, তিনিই পরা শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হন) ॥ ৫৪ ॥

মধ্ব—

অন্তর্য্যামিস্বরূপেণ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যভিন্নতা।
ন তু জীবস্বরূপেণ জীবা ভিন্না যতো হরেঃ ॥
বিশেষাভেদবচনং সন্নিধান বিশেষতঃ।
সন্নিধানং তু তৎ প্রোক্তং সামর্থ্যব্যঞ্জনং হরেঃ ॥
ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি।
হরের্বশত্বদৃষ্টিস্তু ভূতানামপৃথগ্‌দৃশিঃ।
প্রিয়ত্বদৃষ্টিরথবা ব্রহ্মাদীনাং বিশেষতঃ ॥
ইতি গারুড়ে। সর্ব্বভূতাত্মনা সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিত্বেন ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এবং ভগবতাদিষ্টঃ প্রজাপতিপতির্হরিম্।
অর্চ্চিত্বা ক্রতুনা স্বেন দেবানুভয়তোঽযজৎ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—এবং ভগবতাদিষ্টঃ (ভগবতা উপদিষ্টঃ) প্রজাপতিপতিঃ (প্রজাপতীনাং পতিঃ দক্ষঃ) হরিম্ অর্চ্চিত্বা (অর্চ্চয়িত্বা তেন সংশু-দ্ধেন) স্বেন ক্রতুনা (ত্রিকপালেষ্ট্যা) উভয়তঃ (অঙ্গৈঃ প্রধানেন চ) দেবান্ অযজৎ (অপূজয়ৎ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর,) ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এই প্রকার আজ্ঞা করিলে প্রজাপতি-প্রধান দক্ষ "ত্রিকপাল" নামক যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলেন এবং পরে "অঙ্গ" ও "প্রধান" এই দ্বিবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবতাবৃন্দের পূজা বিধান করিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাপতিপতির্দ্দক্ষঃ উভয়তঃ অঙ্গৈঃ প্রধানেন চ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজাপতি-পতিঃ'—প্রজাপতি-গণের পতি (পালক) দক্ষ। 'উভয়তঃ'—অঙ্গ ও প্রধান উভয়রূপেই (দেবতাদের যজ্ঞ করিলেন) ॥ ৫৫ ॥

মধ্ব—উভয়তঃ সোমতো হবিষশ্চ ॥ ৫৫ ॥

রুদ্রঞ্চ স্বেন ভাগেন হ্যুপাধাবৎ সমাহিতঃ।
কর্ম্মণোদবসানেন সোমপানিতরানপি।
উদবস্য সহর্ত্বিগ্‌ভিঃ সস্নাববভৃথং ততঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ সমাহিতঃ স্বেন ভাগেন (যজ্ঞাবশিষ্টেন) রুদ্রং চ হি উপাধাবৎ (অপূজয়ৎ) উদবসানেন (উদবস্যতে সমাপ্যতে অনেন ইতি উদবসানং তেন) কর্ম্মণা ইতরান্ (পূর্ব্বোক্তদেব-ব্যতিরিক্তান্) সোমপান্ (সোমভোগিনঃ) অপি উদবস্য (কর্ম্ম সমাপ্য) ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ অবভৃথম্ (অবভৃথরূপং যজ্ঞস্নানং ভবতি তথা) সস্নৌ (স্নাতবান্)॥৫৬॥

অনুবাদ—অনন্তর সমাহিতচিত্তে যজ্ঞাবশিষ্টরূপ রুদ্রের ভাগদ্বারা রুদ্রদেবকে পূজা করিলেন এবং যজ্ঞসমাপক কর্ম্মদ্বারা সোমপায়ী ও অন্যান্য দেবতাদিগের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক ঋত্বিক্‌গণের সহিত দক্ষযজ্ঞান্তে স্নান করিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—উদবস্যতে সমাপ্যতেঽনেনেত্যুদবসানং তেন। উদবস্য সমাপ্য অবভৃথস্নানং চকারেত্যর্থঃ ॥৫৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদবসানেন'—উদবস্যতে অর্থাৎ যাহা দ্বারা সমাপ্ত হয় তাহা উদবসান, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ যজ্ঞসমাপক কর্ম্মের দ্বারা। 'উদবস্য'—যজ্ঞ সমাপন করিয়া, 'অবভৃথং'—যজ্ঞান্ত স্নান করিলেন, এই অর্থ ॥ ৫৬ ॥

তস্মা অপ্যনুভাবেন স্বেনৈবাবাপ্তরাধসে।
ধর্ম্ম এব মতিং দত্ত্বা ত্রিদশাস্তে দিবং যযুঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বেনৈব অনুভাবেন (ভগবদারাধনপ্রভাবেণ) অবাপ্তরাধসে অপি (প্রাপ্তসিদ্ধয়ে অপি) তস্মৈ (দক্ষায়) তে ত্রিদশাঃ (দেবাঃ) ধর্ম্মে এব মতিং দত্ত্বা (ধর্ম্মে এব তব মতিঃ ভবতু ইতি বরং দত্ত্বা) দিবং (স্বর্গং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—যদিও স্বীয় মাহাত্ম্যপ্রভাবেই দক্ষের অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি দেববৃন্দ তাঁহাকে "ধর্ম্মে মতি হউক্"—এই বর প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মৈ দক্ষায় অবাপ্তরাধসে প্রাপ্তসিদ্ধায় ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মৈ'—ভগবদারাধনাপ্রভাবে সিদ্ধি-প্রাপ্ত দক্ষকে (বরদানপূর্ব্বক দেবগণ-স্বর্গে গমন করিলেন) ॥ ৫৭ ॥

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্ব্বকলেবরম্।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবং দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) সতী পূর্ব্বকলেবরং হিত্বা (পূর্ব্বদেহং ত্যক্ত্বা) (পুনঃ) হিমবতঃ (হিমালয়স্য) ক্ষেত্রে (ভার্য্যায়াং) মেনায়াং (মেনকায়াং) জজ্ঞে (জাতা) ইতি (বয়ং) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, আমরা শুনিয়াছি, দক্ষদুহিতা সতী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরে হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—মেনায়াং মেনকায়াম্ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মেনায়াং'—হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে ॥ ৫৮ ॥

তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা।
অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পূরুষম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—সুপ্তা শক্তিঃ ইব (প্রলয়কালে সুপ্তা শক্তিঃ যথা) পূরুষম্ (ঈশ্বরং ভজতে তথা) ভূয়ঃ (পুনশ্চ) অম্বিকা (সতী) অনন্যভাবৈকগতিম্ (অনন্যভাবানাং স্বৈকনিষ্ঠানাম্ একা গতিঃ ফলং যঃ তং) তং (শিবম্) এব দয়িতং পতিম্ আবৃঙ্‌ক্তে (ভজতে স্ম) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—যেরূপ প্রলয়কালে সুপ্তা প্রকৃতি পুনরায় কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আশ্রিতা হয়, তদ্রূপ সতীও পুনরায় অনন্যভজনপরায়ণের একমাত্র গতি, প্রিয়তম পতি বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকেই ভজনা করিয়াছিলেন ॥৫৯॥

বিশ্বনাথ—আবৃঙ্‌ক্তে ভজতে স্ম। ন বিদ্যতেঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্যাঃ সা। একং গতিরূপং প্রলয়কালে সুপ্তা শক্তিঃ পুরুষমীশ্বরমসুপ্তমিব ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গনুবাদ—'আবৃঙ্‌ক্তে'—ভজন করিলেন। 'অনন্যভাবা'—যাঁহার (শিব-ভিন্ন) অন্যত্র

কোন ভাব নাই, সেই সতী। 'একগতিং'—একমাত্র প্রাপ্তিরূপ যিনি (শিব), তাঁহাকে। প্রলয়কালে সুপ্তা শক্তি (প্রকৃতি) যেমন 'পুরুষং'—চৈতন্যময় পুরুষকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

মধ্ব—

শক্তিত্বাদ্বিষ্ণুশক্তিস্তু শক্তি-শব্দেন চোচ্যতে।
শক্যত্বাৎ প্রকৃতিশ্চাপি স্বাপঃ সৃষ্টিং বিনা হরৌ।
রতিস্তস্যাস্তু কথিতো ন হ্যন্যঃ স্বাপ উচ্যতে॥
ইতি তন্ত্রসারে ॥ ৫৯ ॥

এতদ্ভগবতঃ শম্ভোঃ কর্ম্ম দক্ষাধ্বরদ্রুহঃ।
শ্রুতং ভাগবতাচ্ছিষ্যাদুদ্ধবাম্মে বৃহস্পতেঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—দক্ষাধ্বরদ্রুহং (দক্ষযজ্ঞনাশকস্য) ভগবতঃ শম্ভোঃ এতৎ কর্ম্ম (চরিতং) মে (ময়া) বৃহস্পতেঃ ভাগবতাৎ (পরমভগবদ্ভক্তাৎ) শিষ্যাৎ (উদ্ধবাৎ) শ্রুতম্ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—দক্ষযজ্ঞ বিনাশক ঐশ্বর্য্যশালী রুদ্রের এই চরিত্র আমি বৃহস্পতির পরমভাগবত শিষ্য উদ্ধবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—বৃহস্পতেঃ শিষ্যাদুদ্ধবাৎ সকাশাৎ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃহস্পতেঃ শিষ্যাৎ'—বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধবের নিকট হইতে (আমি শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৬০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৭ ॥

ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং
যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্।
যো নিত্যদাকর্ণ্য নরোঽনুকীর্ত্তয়েদ্-
ধুনোত্যঘং কৌরব ভক্তিভাবতঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দক্ষযজ্ঞসন্ধানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) কৌরব, (বিদুর,) ইদং পরং পবিত্রং যশস্যম্ আয়ুষ্যম্ অঘৌঘমর্ষণম্ (অঘৌঘস্য পাপসমূহস্য মর্ষণং) ঈশচেষ্টিতম্ (ঈশয়োঃ বিষ্ণু-শিবয়োঃ চেষ্টিতং কর্ম্ম) যঃ নরঃ নিত্যদা আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) অনুকীর্ত্তয়েৎ, (সঃ) ভক্তিভাবতঃ অঘম্ (আত্মনঃ পরস্য চ সংসারদুঃখং) ধুনোতি (নাশয়তি) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর! বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই চরিতকথা পরম পবিত্র, যশস্কর, আয়ুবর্দ্ধক এবং অনর্থরাশিবিনাশন। যে ব্যক্তি এই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবরাজ শিবের চরিত্র নিত্যকাল শ্রবণপূর্ব্বক অনুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি ভক্ত্যুদ্ভাসিত হইয়া নিজের ও অপরের সংসার-ক্লেশ বিনাশ করিতে সমর্থ হন ॥৬১॥

অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

সনকাদ্যা নারদশ্চ ঋভুর্হংসোঽরুণির্যতিঃ ।
নৈতে গৃহান্ ব্রহ্মসুতা হ্যাবসন্নূর্দ্ধরেতসঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিমাতার দুর্ব্বাক্যে রোষবশতঃ পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুবের পুরী হইতে নির্গমন, বনে গমন, তপস্যা ও তদ্দ্বারা হরিতোষণ বর্ণিত হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী শতরূপা হইতে দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মলাভ করেন। উত্তানপাদের দুই পত্নী ছিলেন—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচির পুত্র উত্তম ; সুনীতির পুত্র ধ্রুব। সুরুচিই রাজার অতিশয় প্রেয়সী ছিলেন। সুনীতি ও তৎপুত্র ধ্রুব সুরুচির মৎসরতায় কাহারও প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই। বিমাতা সুরুচির বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বালক ধ্রুব মাতার উপদেশে সর্ব্বদুঃখনিবারণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনায় বনগমন করেন। তথায় দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে হরিসাধনায় শিক্ষা ও দীক্ষা দান করিলেন। এইরূপে পরম ভাগ্যে সাধুসঙ্গপ্রাপ্ত ধ্রুব শ্রেয়ঃপথ জ্ঞাত হইয়া মধুবনে মধু-মুরহর শ্রীহরির আরাধনায় মগ্ন হইলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবতাদি উর্দ্ধলোকস্থিত জনসমূহ মহাবিস্ময়ে স্তব্ধ হইলেন। ধ্রুব প্রগাঢ় ভক্তিযোগে রুদ্ধশ্বাসে সর্ব্বাত্মা শ্রীনাথের পাদপদ্মধ্যানে সমাধিস্থ হইলে, লোকপালসহিত সমস্ত লোকের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। দেবতারা ইহার কারণ অনুধাবন করিতে না পারিয়া পরমেশ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন। শরণ্যবৎসল প্রভু তখন তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"বালক ধ্রুব আমাতে যোগযুক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছে ; তাহারই শ্বাসরোধে তোমাদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত। ভয় নাই, তাহাকে আমি নিবৃত্ত করিতেছি।"

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—সনকাদ্যাঃ (চত্বারঃ) নারদঃ ঋভুঃ হংসঃ অরুণিঃ যতিঃ এতে হি ব্রহ্মসুতাঃ (ব্রহ্মণঃ সুতাঃ) উর্দ্ধরেতসঃ (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ) গৃহান্ নাবসন্ (গার্হস্থ্যং নাঙ্গীচক্রুঃ অতস্তেষাং বংশাঃ ন সন্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! চতুঃসন, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি ও যতি—ব্রহ্মার এই সকল পুত্র উর্দ্ধরেতা ; ইঁহারা গৃহাশ্রম আশ্রয় করেন নাই ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বিমাতুর্বাগ্বিষপ্লুষ্টো মাতুর্বাগমৃতাপ্লুতঃ ।
ধ্রুবোঽষ্টমে মধুবনে তপসাতোষয়দ্ধরিম্ ॥০

তবেদং মনোঃ কন্যাবংশোক্ত্যৈব মরীচ্যাদীনাং ব্রহ্মপুত্রাণামপি বংশা বর্ণিতাঃ। ইদানীং তস্য পুত্রবংশে বক্তব্যেঽপি লাঘবাদবশিষ্টানাং ব্রহ্মপুত্রাণাং বংশজিজ্ঞাসায়ামাহ—সনকাদ্যা ইতি। ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে বিমাতার বাক্যবিষে দগ্ধ ধ্রুব, স্বীয় জননীর বাক্যামৃতে মগ্ন হইয়া মধুবনে তপস্যার দ্বারা শ্রীহরিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

এই প্রকারে মনুর কন্যাবংশের উক্তির দ্বারাই ব্রহ্মপুত্র মরীচি প্রভৃতিরও বংশ বলা হইল। এক্ষণে মনুর পুত্রবংশের কথা বলা উচিত হইলেও, লাঘবহেতু অবশিষ্ট ব্রহ্মপুত্রগণের বংশ-জিজ্ঞাসায় বলিতেছেন—'সনকাদ্যাঃ' ইতি, (অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—চতুঃসন এবং নারদ প্রভৃতি) ॥ ১ ॥

মৃষাঽধর্ম্মস্য ভার্য্যাসীদ্দম্ভং মায়াঞ্চ শত্রুহন্ ।
অসূত মিথুনং তৎ তু নির্ঋতির্জগৃহেঽপ্রজাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শত্রুহন্ (জিতেন্দ্রিয় বিদুর)! অধর্ম্মস্য ভার্য্যা মৃষা (মিথ্যাভাষণরূপা) আসীৎ (অনয়োঃ সোদরয়োরপি দাম্পত্যধর্ম্মাংশতয়া বভূব), (সা) দম্ভং (পরপ্রতারণাত্মকং পুত্রং) মায়াং (পরপ্রতারণোচিতাং চেষ্টাং কন্যাম্) (ইত্যেব) মিথুনং (যুগ্মং) অসূত। তত্তু (মিথুনং) অপ্রজাঃ (সন্ততিরহিতঃ) নির্ঋতিঃ (কোণাধিপঃ) জগৃহে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে জিতেন্দ্রিয় বিদুর! অধর্ম্মের "মিথ্যা"-নাম্নী এক ভার্য্যা ছিল; ঐ মৃষা বা মিথ্যা 'দম্ভ'-নামক পুত্র এবং 'মায়া'-নাম্নী কন্যা প্রসব করিয়াছিল। 'দম্ভ' ও 'মায়া'-উভয়ে স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইল। নির্ঋতি সন্তানরহিত থাকায় তিনি ঐ পুত্র ও কন্যাকে অপত্যস্বরূপে গ্রহণ করিলেন ॥২॥

বিশ্বনাথ—অধর্ম্মোঽপি ব্রহ্মপুত্রস্তস্য বংশমাহ—মৃষেতি। হে শত্রুহন্নিতি অধর্ম্ম এব শত্রুস্তং ভবদ্বিধ এব হন্তীত্যর্থঃ। দম্ভঃ পরপ্রতারণং মায়া তদুচিতা ক্রিয়া, তয়োঃ সোদরয়োরপি দাম্পত্যমধর্ম্মাংশতয়া। নির্ঋতির্নৈর্ঋতকোণাধিপতিঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধর্ম্মও ব্রহ্মার পুত্র, এইজন্য তাহার বংশ বলিতেছেন—'মৃষা' ইত্যাদি। হে শত্রুহন্ (শত্রুবিনাশক বিদুর)!—এইরূপ সম্বোধনে, অধর্ম্মই শত্রু, তাহাকে তোমার ন্যায় ব্যক্তিই বিনাশ করিয়া থাকে, এই অর্থ। দম্ভ পরপ্রতারণাত্মক পুত্র, এবং তদুচিতা অর্থাৎ পরপ্রতারণোচিতা চেষ্টাবিশিষ্টা কন্যা মায়া (ঐ অধর্ম্মপত্নী মৃষা প্রসব করিয়াছিলেন)। অধর্ম্মের অংশ বলিয়া তাহারা সহোদর (ভ্রাতা ও ভগ্নী) হইলেও উভয়ের দাম্পত্য (স্বামী-স্ত্রী ভাব) হইয়াছিল। নির্ঋতি (রাক্ষস) নৈর্ঋত কোণের অধিপতি ॥ ২ ॥

তয়োঃ সমভবল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে।
তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসা চ যদ্দুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহামতে (বিদুর)! তয়োঃ (দম্ভমায়য়োঃ সোদরয়োরপ্যধর্ম্মাংশত্বাদ্দাম্পত্যমাপন্নয়োঃ) লোভঃ (পুত্রঃ) নিকৃতিঃ (শঠতা কন্যা চ) সমভবৎ। তাভ্যাং (লোভনিকৃতিভ্যাং) ক্রোধশ্চ হিংসা চ (অভবতাম্)—যৎ (যাভ্যাং) কলিঃ (কলহং পুত্রঃ, তস্য) স্বসা দুরুক্তিশ্চ (সমভবৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে মহামতে বিদুর! সেই 'দম্ভ' ও 'মায়া' হইতে 'লোভ'-নামক এক পুত্র এবং 'শঠতা'-নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে; তাহারা আবার পরস্পর দাম্পত্যভাবাপন্ন হওয়ায় তাহাদিগের মিলন হইতে 'ক্রোধ' ও 'হিংসা'র উদ্ভব হয়। কলি সেই 'ক্রোধ' ও 'হিংসা'র পুত্র এবং 'দুরুক্তি' সেই কলির সহোদরা ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিকৃতিঃ শঠতা। যৎ যাভ্যাং কলিশ্চ তস্য স্বসা দুরুক্তিশ্চ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিকৃতি বলিতে শঠতা। 'যৎ'—যে ক্রোধ ও হিংসা হইতে কলি এবং তাহার ভগিনী দুরুক্তির জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

দুরুক্তৌ কলিরাধত্ত ভিয়ং মৃত্যুঞ্চ সত্তম।
তয়োশ্চ মিথুনং জজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম (সাধুশ্রেষ্ঠ বিদুর)! দুরুক্তৌ (স্বভার্য্যায়াং) কলিঃ ভিয়ং (কন্যাং) মৃত্যুং চ (পুত্রম্) আধত্ত (উৎপাদিতবান্) তয়োঃ (মৃত্যু-ভিয়োরপি) যাতনা (তীব্রবেদনারূপা কন্যা) নিরয়শ্চ (পুত্রঃ) তথা মিথুনং জজ্ঞে (জাতম্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে সাধুশ্রেষ্ঠ বিদুর! ঐ দুরুক্তির গর্ভে কলি 'ভীতি'-নাম্নী কন্যা এবং 'মৃত্যু'-নামক এক পুত্র উৎপাদন করে। ঐ 'ভীতি' ও 'মৃত্যু' হইতে 'যাতনা'-নাম্নী কন্যা ও 'নরক'-নামে পুত্র উদ্ভূত হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবমত্র শাস্ত্রে ভক্তেরভিধেয়ত্বেন তস্যাশ্চানুকূল-প্রতিকূলবস্তুজিজ্ঞাসায়াং বর্জ্জনীয়ত্বেনাধর্ম্ম-বংশো নরকান্ত উক্তঃ ॥ ৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে এই ভাগবত শাস্ত্রে ভক্তির অভিধেয়ত্বহেতু, তাহার অনুকূল ও প্রতিকূল জিজ্ঞাসাবিষয়ে বর্জ্জনীয়ত্বরূপে অধর্ম্মের বংশ নরক পর্য্যন্ত বলা হইল ॥ ৪ ॥

সংগ্রহেণ ময়াখ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ।
ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনো মলম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ (নির্দ্দোষ বিদুর)! তব (সমীপে) ময়া সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) প্রতিসর্গঃ (অনুসর্গ এব) আখ্যাতঃ (কথিতঃ), (যদ্বা, প্রতি-সর্গঃ প্রলয়ঃ অধর্ম্মস্য প্রলয়হেতুত্বাৎ প্রতিসর্গত্বম্)। এতৎ পুণ্যং (অধর্ম্মবংশাখ্যানং) (বর্জ্জনদ্বারা পুণ্য-হেতুত্বাৎ) পুমান্ (প্রাণী) ত্রিঃ (ত্রিবারম্ এতৎ বংশ-বিবরণং) শ্রুত্বা আত্মনঃ (মনসঃ) মলং

(পাপং মোহং বা) বিধুনোতি (নাশয়তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে নির্দ্দোষ বিদুর, আমি আপনার নিকট সংক্ষেপে প্রলয়ের হেতুভূত এই অধর্ম্মবংশ বর্ণন করিলাম। প্রাণিসমূহ এই অধর্ম্ম-বংশাখ্যান বারত্রয় শ্রবণ করিলে তাঁহাদের আত্মমল বিদূরিত হইবে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ, প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ, প্রলয়হেতুত্বাৎ প্রলয়ঃ। হে অনঘেতি অধর্ম্মবংশোঽয়ং ত্বয়া নানুভূত ইতি ভাবঃ। পুণ্যং বর্জ্জনদ্বারা পুণ্য-করম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংগ্রহেণ'—সংক্ষেপে। 'প্রতিসর্গঃ'—(বিপরীত অধর্ম্ম-সৃষ্টি, অর্থাৎ অধর্ম্মের সৃষ্ট বংশ অথবা), প্রলয়, অধর্ম্ম প্রলয়ের কারণ বলিয়া তাহার সৃষ্ট বংশ প্রলয়রূপ প্রতিসর্গ। 'হে অনঘ' (নিষ্পাপ বিদুর)! এই অধর্ম্মের বংশ তুমি অনুভব কর নাই—এই ভাব। 'পুণ্যং'—বর্জ্জনদ্বারা পুণ্যকর (অর্থাৎ এই অধর্ম্মের বংশ পুণ্যের হেতু, কারণ অধর্ম্ম বর্জ্জন করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়) ॥ ৫ ॥

অথাতঃ কীর্ত্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্ত্তেঃ কুরূদ্বহ।
স্বায়ম্ভুবস্যাপি মনোর্হরেরংশাংশজন্মনঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে কুরূদ্বহ (বিদুর)! অথ অতঃ পুণ্যকীর্ত্তেঃ হরেরংশাংশজন্মনঃ (হরেঃ অংশঃ ব্রহ্মা তস্যাংশাৎ দেহার্দ্ধাৎ জন্ম যস্য তস্য) স্বায়ম্ভুবস্য মনোঃ অপি বংশং কীর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে কুরুকুলাবতংশ বিদুর, অতঃপর আমি পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীহরির অংশাংশ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশবৃত্তান্ত বর্ণন করিব ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—হরেরংশাংশানাং কপিল-দত্ত-যজ্ঞ-পৃথু-ঋষভাদীনাং জন্ম-যতস্তস্য ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরেঃ অংশাংশ-জন্মনঃ'—যাহা হইতে শ্রীহরির অংশের অংশ কপিল, দত্ত, যজ্ঞ, পৃথু ও ঋষভাদির জন্ম হইয়াছে, (সেই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ আমি কীর্ত্তন করিব) ॥ ৬ ॥

মধ্ব—

আবিষ্টা হরিণা জীবা ব্রহ্মা দক্ষো মনুঃ পৃথুঃ।
শক্রাদ্যা ঋষয়শ্চৈব মৎস্যব্যাসাদয়ো হরিঃ ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ৬ ॥

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ শতরূপাপতেঃ সুতৌ।
বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শতরূপাপতেঃ (স্বায়ম্ভুবস্য মনোঃ) প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ বাসুদেবস্য কলয়া (অংশেন অবতীর্ণৌ) জগতঃ রক্ষায়াং (পালনে) স্থিতৌ (আস্তাম্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, শতরূপা-পতি স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় শ্রীভগবান্ বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ হইয়া উভয়েই পৃথিবী-পালনে নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বাসুদেবস্য কলয়া কলারূপেণ বিষ্ণুনা যা জগতো রক্ষা তস্যাং ক্রিয়ায়াং স্থিতৌ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাসুদেবস্য কলয়া'—শ্রীবাসুদেবের কলারূপ বিষ্ণুর জগতের যে রক্ষা, সেই রক্ষা-বিষয়ে অবস্থিত যে দুইজন (প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ) ॥ ৭ ॥

মধ্ব—

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদপ্রমুখেষু হরিঃ স্বয়ম্।
আবিষ্টঃ সর্ব্বভূতেষু ঋষভাদ্যাঃ স্বয়ং হরিঃ ॥
ইতি হরিবংশেষু ॥ ৭ ॥

জায়ে উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ।
সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্যুর্নেতরা যৎসুতো ধ্রুবঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—উত্তানপাদস্য জায়ে সুনীতিঃ সুরুচিঃ (আস্তাং) তয়োঃ (জায়য়োর্ম্মধ্যে) পত্যুঃ (স্বামিনঃ উত্তানপাদস্য) সুরুচিঃ প্রেয়সী (অতীব প্রিয়তমা আসীৎ)। ইতরা (অন্যা স্ত্রী) যৎ সুতঃ (যৎ যস্যাঃ সুনীত্যাঃ সুতঃ পুত্রঃ) ধ্রুবঃ (আসীৎ সা সুনীতিঃ) ন (ন প্রিয়তমা আসীৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—উত্তানপাদের সুরুচি এবং সুনীতি-নাম্নী দুই পত্নী। তন্মধ্যে সুরুচিই স্বামীর অতীব প্রিয়তমা হইয়াছিলেন ; কিন্তু অপরা পত্নী সুনীতি স্বামীর তাদৃশ প্রিয়ভাজন হইতে পারেন নাই। ধ্রুব সেই সুনীতিরই পুত্র ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তয়োর্জায়য়োর্মধ্যে ।। ৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তয়োঃ'—(উত্তানপাদের) উভয় পত্নীর মধ্যে ।। ৮ ।।

একদা সুরুচেঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য লালয়ন্ ।
উত্তমং নারুরুক্ষন্তং ধ্রুবং রাজাভ্যনন্দত ।। ৯ ।।

অন্বয়ঃ—একদা (একস্মিন্‌কালে) সুরুচেঃ পুত্রম্ (উত্তমং) অঙ্কং (ক্রোড়ং) আরোপ্য লালয়ন্ রাজা (উত্তানপাদঃ) ধ্রুবং আরুরুক্ষন্তং (অঙ্গম্ আরোঢুমিচ্ছন্তং) ন অভ্যনন্দত (সুরুচিপ্রেমভঙ্গভিয়া ক্রোড়ে ধ্রুবং ন আরোপিতবান্) ।। ৯ ।।

অনুবাদ—একদা রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময় সুনীতিনন্দন ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাজা (সুরুচির ভয়ে) তাঁহাকে সমাদর করিতে পারিলেন না ।। ৯ ।।

বিশ্বনাথ—সুরুচেঃ পুত্রমুত্তমসংজ্ঞম্ ।। ৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুরুচেঃ পুত্রং'—সুরুচির উত্তম নামক পুত্রকে ।। ৯ ।।

তথা চিকীর্ষ্যমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবম্ ।
সুরুচিঃ শৃণ্বতো রাজ্ঞঃ সের্ষ্যমাহাতিগর্ব্বিতা ।।১০।।

অন্বয়ঃ—সপত্ন্যাঃ (সুনীত্যাঃ) তনয়ং তং ধ্রুবং তথা চিকীর্ষ্যমাণং (অঙ্কারোহণং কর্ত্তুম্ ইচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা) শৃণ্বতোঃ রাজ্ঞঃ (সকাশে) অতিগর্ব্বিতা (সতী) সুরুচিঃ সের্ষ্যং (ঈর্ষ্যাসহিতং যথা স্যাৎ তথা) আহ (কথিতবতী) ।। ১০ ।।

অনুবাদ—তখন সপত্নীতনয় ধ্রুবকে রাজার ক্রোড়ে আরোহণেচ্ছু দেখিয়া অতি গর্ব্বিতা সুরুচি ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া রাজার সমক্ষেই কহিতে লাগিলেন ।। ১০ ।।

ন বৎস নৃপতের্দ্ধিষ্ণ্যং ভবানারোঢুমর্হতি ।
ন গৃহীতো ময়া যৎ ত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজঃ ।।১১।।

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস, ভবান্ নৃপাত্মজঃ (অপি) নৃপতেঃ (রাজ্ঞঃ উত্তানপাদস্য) ধিষ্ণ্যম্ (আসনম্ অঙ্গং বা) আরোঢুং নার্হতি যৎ (যস্মাৎ) ত্বং ময়া কুক্ষৌ (উদরে) ন গৃহীতঃ (ন ধৃতঃ) ।। ১১ ।।

অনুবাদ—বৎস ধ্রুব ! তুমি রাজতনয় সত্য। কিন্তু তুমি যখন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই, তখন তুমি কোনক্রমেই রাজক্রোড়ে (রাজসিংহাসনে) বসিবার যোগ্য হইতে পার না ।। ১১ ।।

বিশ্বনাথ—ধিষ্ণ্যমাসনং যদ্‌যস্মাৎ নৃপাত্মজোঽপি ত্বং ময়া কুক্ষৌ ন গৃহীতঃ ।। ১১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধিষ্ণ্যম্'—রাজসিংহাসন। 'যৎ'—যেহেতু তুমি রাজপুত্র হইলেও, আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই ।। ১১ ।।

বালোঽসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রীগর্ভসম্ভৃতম্ ।
নূনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্ল্লভেঽর্থে মনোরথঃ ।।১২।।

অন্বয়ঃ—বত (খেদে) (ত্বং) বালঃ অসি (অতএব) আত্মানং (নিজং) অন্যস্ত্রীগর্ভসম্ভৃতং (অপরপত্নীগর্ভপালিতং) নূনং (নিশ্চিতং) ভবান্ ন বেদ (ন জানাতি) যস্য (ভবতঃ) দুর্ল্লভে অর্থে (রাজাঙ্করোহণরূপে বিষয়ে) মনোরথঃ (অভূৎ) ।।১২।।

অনুবাদ—হায় ! তুমি বালক ; তুমি যে অন্য স্ত্রীর গর্ভে পুষ্ট হইয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই জান না। জানিতে পারিলে তোমার এইরূপ দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে অভিলাষ হইত না ।। ১২ ।।

বিশ্বনাথ—ত্বং বালোঽস্যতএব নাত্মানমিত্যাদি ।। ১২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বালঃ অসি'—তুমি বালক, অতএব নিজেকে জান না ইত্যাদি ।। ১২ ।।

তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে ।
গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি নৃপাসনম্ ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—যদি ত্বং নৃপাসনমিচ্ছসি (তদা) তপসা পুরুষং (ভগবন্তম্) আরাধ্য তস্য অনুগ্রহেণ (বরদানেন) আত্মনং (স্বদেহং) মে (মম) গর্ভে সাধয় ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—হে বৎস, যদি তুমি রাজসিংহাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তপস্যাদ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ— পুরুষমারাধ্যেতি ভক্তম্মন্যোয়ং রাজ্ঞঃ সন্নিধৌ ন তু বস্তুতো হরিভক্তেয়ং। ত্বমাত্মানং মম গর্ভে সাধয়েতি সংপ্রত্যেব ত্রিচতুরৈঃ পঞ্চষৈর্বা ব্রতৈর্মদ্‌গর্ভপ্রাপ্তিসাধনৈর্হরিং সংতোষ্য ত্বং শীঘ্রং ম্রিয়স্ব। তন্মাতরমহং রুদতীং পশ্যেয়মিত্যেবং তব চ মম চ সুখং ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষম্ আরাধ্য'—পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া—এইরূপ বলিয়া, সুরুচি রাজার সমক্ষে নিজেকে ভক্তিমতী বলিয়া খ্যাপন করিতেছেন, বস্তুতঃ কিন্তু ইনি হরিভক্তা নহেন। 'ত্বং আত্মানং মম গর্ভে সাধয়'—সেই ভগবানের অনুগ্রহে তুমি নিজেকে আমার গর্ভে উৎপত্তি করাও, অর্থাৎ আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর। এখনই তিন চার দিন অথবা পাঁচ ছয় দিন, আমার গর্ভে প্রাপ্তি-সাধনরূপ ব্রতের দ্বারা হরিকে তুষ্ট করিয়া, অর্থাৎ তুমি শীঘ্র মৃত্যুপ্রাপ্ত হও। তোমার মাতাকে আমি রোদন করিতে দেখিব—ইহাতে তোমার ও আমার সুখ হউক—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুদুরুক্তিবিদ্ধঃ
শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ।
হিত্বা মিষন্তং পিতরং সন্নবাচং
জগাম মাতুঃ স রুদন্ সকাশম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ। মাতুঃ সপত্ন্যাঃ (সুরুচ্যাঃ) সুদুরুক্তিবিদ্ধঃ (সুদুরুক্তয়ঃ অত্যন্তাসম্বদ্ধবাক্যানি তাভিঃ হৃদি বিদ্ধঃ) দণ্ডহতঃ (দণ্ডেন হতঃ) যথা অহিঃ (সর্পঃ তদ্বৎ) রুষা শ্বসন্ (ঊর্ধ্বশ্বাসান্ বিমুঞ্চন্) মিষন্তং (সুরুচিচরিতং পশ্যন্তং) সন্নবাচং (কুণ্ঠিতবাচং) পিতরং (উত্তানপাদং) হিত্বা রুদন্ স (ধ্রুবঃ) মাতুঃ (সুনীত্যাঃ) সকাশং জগাম (গতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! বিমাতা সুরুচি অত্যন্ত অসম্বদ্ধবাক্য প্রয়োগদ্বারা ধ্রুবের হৃদয়বিদ্ধ করিলেন; পিতা, বিমাতার তাদৃশ চরিত্র দর্শন করিয়া বাক্য মাত্র উচ্চারণ করিলেন না, ইহা, দেখিয়া বালক ধ্রুব দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে জননী সন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—মিষন্তং পশ্যন্তং সন্নবাচং স্ত্রৈণত্বাৎ কুণ্ঠিতবাচম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিষন্তং'—দর্শনকারী, 'সন্নবাচং'—স্ত্রৈণ বলিয়া কুণ্ঠিতবাক্য, (অর্থাৎ নিঃশব্দ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া) ॥ ১৪ ॥

তং নিশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং
সুনীতিরুৎসঙ্গমুদূহ্য বালম্।
নিশম্য তৎ পৌরমুখান্নিতান্তং
সা বিব্যথে যদ্‌গদিতং সপত্ন্যাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—নিশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং (কম্পিতাধরোষ্ঠং) তং বালং (ধ্রুবং) সা সুনীতিঃ উৎসঙ্গং (ক্রোড়ং) উদূহ্য (আরোপ্য) সপত্ন্যাঃ (সুরুচ্যাঃ) যৎ গদিতং (ভাষিতং) তৎ নিতান্তং (রোদনকারণং) পৌরমুখাৎ (অন্তঃপুরজনমুখাৎ) নিশম্য (শ্রুত্বা) বিব্যথে (ব্যথাং প্রাপ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মাতা সুনীতি বালক ধ্রুবকে অধরোষ্ঠ কম্পিত করতঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দর্শন করিয়া ক্রোড়ে তুলিলেন এবং সপত্নী সুরুচি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, অন্তঃপুর-জনমুখে সেই সমুদয় রোদন-কারণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—উদূহ্য আরোপ্য ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদূহ্য'—ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া ॥ ১৫ ॥

সোৎসৃজ্য ধৈর্য্যং বিললাপ শোক-
দাবাগ্নিনা দাবলতেব বালা।
বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সরোজ-
শ্রিয়া দৃশা বাষ্পকলামুবাহ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শোকদাবাগ্নিনা (শোকঃ এব দাবাগ্নিঃ তেন) দাবলতেব (দাবাগ্নিমধ্যগতা লতা ইব স্থিতা সা) বালা (সুনীতিঃ) ধৈর্য্যম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) বিললাপ (রোদনং চকার) সপত্ন্যাঃ (সুরুচ্যাঃ) বাক্যং স্মরতী সরোজশ্রিয়া দৃশা (কমলবৎ সুন্দরেণ নেত্রেণ) বাষ্পকলাং (অশ্রুধারাম্) উবাহ (ত্যক্তবতী) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব-জননী সুনীতি আর ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দাবাগ্নিমধ্যস্থিতা লতিকার ন্যায় শোকাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সপত্নীর বাক্য যতই তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার সেই কমলনিভ সুন্দর নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—দাবলতা বনলতা ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দাবলতা'—(দাবাগ্নিদগ্ধ) বনলতার ন্যায় (সুনীতি) ॥ ১৬ ॥

দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য পার-
মপশ্যতী বালকমাহ বালা।
মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা
ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য (দুঃখস্য) পারম্ (অন্তম্) অপশ্যতী (অপশ্যন্তী) (সা) বালা বালকং (ধ্রুবম্) আহ—(হে) তাত, (ধ্রুব) অমঙ্গলম্ (অপরাধং) পরেষু মা মংস্থাঃ (ন মনসি কুরু)। যৎ (যতঃ) পরদুঃখদঃ (পরেভ্যঃ যঃ দুঃখং দদাতি সঃ) জনঃ তৎ (স্বদত্তং দুঃখমেব) ভুঙ্‌তে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে, দুঃখের আর অন্ত নাই দেখিয়া বালক ধ্রুবকে কহিলেন—বৎস, অন্যে তোমার অপকার করিল, এরূপ মনে করিও না। কারণ জীব পূর্ব্বজন্মে পরকে যে দুঃখ দান করে, পরজন্মে সে আবার নিজেই সেই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অমঙ্গলং দোষং বিমাত্রে মা দেহি, প্রাচীনস্বকৃত-দুষ্কৃতফলমেব ত্বমন্বভূরিত্যাহ যদ্‌যতঃ পরেভ্যো দুঃখং দদাতি যঃ স স্বদত্তমেব ভুঙ্‌ক্তে ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমঙ্গলং'—তোমার বিমাতার উপর দোষ দিও না, প্রাচীন সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলই তুমি অনুভব করিতেছ, ইহা বলিতেছেন—'যৎ'—যেহেতু যে পরকে দুঃখ প্রদান করে, সে (পরজন্মে) নিজেই সেই দুঃখ ভোগ করে ॥ ১৭ ॥

সত্যং সুরুচ্যাভিহিতং ভবান্ মে
যদ্‌দুর্ভগায়া উদরে গৃহীতঃ।
স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং
ভার্য্যেতি বা বোঢ়ুমিড়স্পতির্মাম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(রাজাসনযোগ্যঃ ন ইতি) সুরুচ্যা সত্যম্ অভিহিতং (উক্তং) যদ্ (যতঃ) ভবান্ দুর্ভগায়াঃ মে (মম) উদরে (কুক্ষৌ) গৃহীতঃ (সম্ভূতঃ) স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ (পালিতঃ চ) ইড়স্পতিঃ (ভূপতিঃ) যাং মাং ভার্য্যা ইতি বা বোঢ়ুং (স্বীকর্ত্তুং) বিলজ্জতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বৎস! তুমি যে এই হতভাগিনীরই উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং এই হতভাগিনীরই স্তনদুগ্ধে পালিত হইয়াছ, ইহা সুরুচি সত্যই বলিয়াছেন। হায়! নতুবা রাজা আমাকে ভার্য্যা বলিয়া, অধিক কি, দাসী বলিয়াও স্বীকার করিতে লজ্জিত হইবেন কেন? ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহীতং ধৃতঃ, দুর্ভগত্বমেবাহ—যাং মামিড়স্পতির্ভূপতির্ভার্য্যেতি বোঢ়ুং ইয়ং মে ভার্য্যা ভবতীতি বুদ্ধ্যা যো মদ্রক্ষণপালনভারস্তং বোঢ়ুং লজ্জতে। স্বস্যাননুরূপতা-মননেনেতি ভাবঃ। বা-শব্দাদ্দাসীতি ভাবমপি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃহীতঃ'—ভাগ্যহীনা আমার (সুনীতির) গর্ভে ধৃত হইয়াছ, দুর্ভাগ্যত্বই বলিতেছেন—'যাং', যে আমাকে 'ইড়স্পতি'—পৃথিবীপতি মহারাজ, পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে, আমার ভার্য্যা হয়, এই বুদ্ধিতে আমার রক্ষণ ও পালনের ভার বহন করিতে লজ্জা বোধ করেন। নিজের অননুরূপতা অর্থাৎ আমি তাঁহার যোগ্যা নহি, এরূপ মনে করিয়া—এই ভাব। 'বা'—শব্দের দ্বারা, দাসী বলিয়া স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জা বোধ হয় ॥ ১৮ ॥

আতিষ্ঠ তৎ তাত বিমৎসরস্ত্-
মুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকম্ ।
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং
যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে তাত ! (ধ্রুব !) যথা উত্তমঃ (রাজাসনযোগ্যঃ তথা) যদি ত্বম্ অধ্যাসনং (রাজ্যম্) ইচ্ছসে (ইচ্ছসি) (তদা) সমাত্রাপি (পিতৃভার্য্যাত্বেন মাতুঃ তুল্যয়া মাত্রা শত্রুভূতয়া অপি) যৎ অব্যলীকং (সত্যং বচঃ) অধোক্ষজপাদপদ্মং (অধোক্ষজস্য হরেঃ পাদপদ্মং) আরাধয় (ইতি) উক্তম্ (অভিহিতং) বিমৎসরঃ (সুরুচ্যাং মাৎসর্য্যরহিতঃ সন্) তৎ আতিষ্ঠ (কুরু) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সুতরাং বৎস ধ্রুব ! যদি তুমি উত্তমের ন্যায় রাজসিংহাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, তোমার বিমাতা হইলেও তিনি তোমাকে যে 'অতীন্দ্রিয় ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা কর'—এই অকপট সত্য-বাক্য বলিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান কর ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মাত্রা সমা সমাতা তয়া বিমাত্রাপি ত্বদ্বধমভিলষন্ত্যাপি যদুক্তং তৎ আতিষ্ঠ কুরু । অব্যলীকং তদপি প্রিয়ং ন ভবতি । ন হি হরিভজনং কস্যাপ্যপ্রিয়মতো বিমৎসরস্তস্যাঃ দ্বেষং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ । মম রোদনমাজন্ম বিধাত্রা ললাটে লিখিতমেব তব তু সুখং ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাত্রা অপি'—মাতার সমান যিনি, তিনি সমাতা, তাঁহার দ্বারা, অর্থাৎ বিমাতার দ্বারাও, তোমার মৃত্যু অভিলাষিণী হইয়াও যাহা উক্ত হইয়াছে—তাহারই অনুষ্ঠান কর। 'অব্যলীকং'—যথার্থ্য সত্য বাক্য, তাহা প্রিয় হয় না। শ্রীহরির ভজন কাহারও অপ্রিয় নহে, অতএব 'বিমৎসরঃ'—তাঁহার প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, এই অর্থ। আমার রোদন বিধাতা আজন্ম ললাটে লিখিয়াছেন, কিন্তু তোমার সুখ হউক—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

———

যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য্য বিশ্ব-
বিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ ।
অজোঽধ্যতিষ্ঠৎ খলু পারমেষ্ঠ্যং
পদং জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (অধোক্ষজস্য) বিশ্ববিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ (বিশ্বস্য বিভাবনায় পালনায় আত্তা স্বীকৃতা গুণাভিপত্তিঃ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্য) জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যং (জিতঃ বশীকৃতঃ আত্মা মনঃ শ্বসনঃ প্রাণশ্চ যৈঃ তৈঃ অভিবন্দ্যং) অঙ্ঘ্রিপদ্মং (চরণকমলং) পরিচর্য্য (নিষেব্য) অজঃ (ব্রহ্মা) খলু (নিশ্চিতং) পারমেষ্ঠ্যং পদং (সর্ব্বোৎকৃষ্টপদং) অধ্যতিষ্ঠৎ (প্রাপ্তবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরি এই বিশ্বের পালন-নিমিত্ত সত্ত্বগুণাধিষ্ঠান্ স্বীকার করিয়াছেন । মনঃপ্রাণ-জয়কারি-যোগিগণাভিবন্দ্য তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিয়া ব্রহ্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিং হরিমারাধ্য তস্যাঃ পাপীয়স্যাঃ গর্ভং প্রবেক্ষ্যামীতি তত্র সা বরাকী খলু কা, তস্যাঃ কিঙ্করস্তৎপিতৈব বরাকো দীনবুদ্ধিস্ত্বং ব্রহ্মপদাদপ্যুৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্তুং পারয়িষ্যসি, তদিতঃ শীঘ্রং ব্রজ । হরিং ভজ মা বিষীদেত্যাহ যস্যেতি চতুর্ভিঃ, বিশ্বস্য বিভাবনায় পালনায় আত্তা স্বীকৃতা গুণাভিপত্তিঃ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্য জিতাত্মশ্বসনৈর্বিজিতমনঃপ্রাণৈর্য্যোগিভিরভিবন্দ্যম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—হরির আরাধনা করিয়া সেই পাপীয়সীর (সুরুচির) গর্ভে কি প্রবেশ করিব ? তাহাতে বলিতেছেন—সেই হরিভজনের ফলে, 'সা বরাকী খলু কা' ?—অতিতুচ্ছা সেই সুরুচি কোথায় ? আর তাহার কিঙ্কর তোমার ক্ষুদ্র হীনচেতা পিতাই বা কোথায় ? তুমি ব্রহ্মপদ হইতেও উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতে পারিবে, অতএব এখান হইতে শীঘ্র যাও, শ্রীহরির আরাধনা কর, বিষণ্ণ হইও না—ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'বিশ্বস্য বিভাবনায়'—বিশ্বের পালনের নিমিত্ত, 'আত্তগুণাভিপত্তেঃ'—গুণাভিপত্তি বলিতে সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রধান মূর্ত্তি যিনি স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীহরির, 'জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যং'—জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের অভিবন্দনীয় পাদপদ্ম (আরা-

ধনা করিয়া ব্রহ্মা পারমেষ্ঠ্য পদ (ব্রহ্মত্ব) লাভ করিয়াছেন)॥ ২০ ॥

তথা মনুর্বো ভগবান্ পিতামহো
যমেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈর্মখৈঃ।
ইষ্ট্বাভিপেদে দুরবাপমন্যতো
ভৌমং সুখং দিব্যমথাপবর্গ্যম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা ব্রহ্মণা ভগবন্তম্ আরাধ্য পারমেষ্ঠ্যং পদং প্রাপ্তং) তথা বঃ (যুষ্মাকং) পিতামহঃ ভগবান্ মনুঃ যং (হরিং) একমত্যা (সর্ব্বান্তর্য্যামিদৃষ্ট্যা অব্যভিচরিতভক্ত্যা বা) পুরুদক্ষিণৈঃ (বহুদক্ষিণৈঃ) মখৈঃ (ক্রতুভিঃ) ইষ্ট্বা (সংপূজ্য) অন্যতঃ (অন্যৈঃ) দুরবাপং (প্রাপ্তুমশক্যং) দিব্যং (দিবিভবং দিব্যং সুখং স্বর্গং) ভৌমং (সুখং) (সার্ব্বভৌমত্বম্ অথ) আপবর্গ্যং (মোক্ষসুখঞ্চ) অভিপেদে (প্রাপ্তবান্)॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা যেরূপ ভগবান্‌কে আরাধনা করিয়া পারমেষ্ঠ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তোমার পিতামহ ঐশ্বর্য্যশালী মনুও সেইরূপ দক্ষিণাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা একাগ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া সেই শ্রীহরির আরাধনা করতঃ অন্যের দুষ্প্রাপ্য ঐহিক, পারত্রিক এবং অপবর্গ-সুখ লাভ করিয়াছিলেন ॥২১॥

বিশ্বনাথ—একমত্যা একাগ্রবুদ্ধ্যা ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একমত্যা'—একাগ্রবুদ্ধির দ্বারা (তোমার পিতামহ ভগবান্ মনুও যাঁহার আরাধনা করিয়াছেন)॥ ২১ ॥

তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং
মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্।
অনন্যভাবে নিজধর্ম্মভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস (ধ্রুব)! ভৃত্যবৎসলং (ভক্তবৎসলং) মুমুক্ষুভিঃ মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিং (মৃগ্যা অন্বেষ্টব্যা পদাব্জয়োঃ পদ্ধতিঃ মার্গঃ যস্য তমেব পুরুষং ভগবন্তম্) আশ্রয়ঃ (শরণং গচ্ছ)। অনন্যভাবে (নাস্তি অন্যস্মিন্ বস্তুমাত্রে ভাব চিন্তনং যস্য তস্মিন্) নিজধর্ম্মভাবিতে (নিজধর্ম্মৈঃ ভক্তিধর্ম্মৈঃ ভাবিতে শোধিতে) মনসি তমেব পুরুষং অবস্থাপ্য ভজস্ব ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অতএব বৎস ধ্রুব! মুক্তিকামী পুরুষগণও যাঁহার পাদপদ্মরূপ মার্গ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তুমি অন্যবস্তুমাত্রে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় ভক্তিধর্ম্মশোধিত চিত্তে সেই ভক্তবৎসল শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই ভজনা কর ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ভৃত্যবৎসলমিতি মদ্বিধমাতৃকোটিতোঽপি ত্বয়ি ভৃত্যে তস্য বাৎসল্যমুদেষ্যত্যতো দুঃখগন্ধমপি ন প্রাপ্স্যসীতি ভাবঃ। যং ত্বমাশ্রয়িষ্যসি তস্য পদাব্জয়োঃ পদ্ধতির্মার্গ এব মুমুক্ষুভির্মৃগ্যতে ন তু সা তৈরপি সুলভা ইতি ভাবঃ। আশ্রিত্য চ ন অন্যস্মিন্ ভাব আসক্তির্যস্য তাদৃশে মনসি, পঞ্চবার্ষিকস্য তে কর্ম্মানধিকারাৎ নিজধর্ম্মৈর্ভক্তিধর্ম্মৈর্ভাবিতে শোধিতে মনসি পুরুষং অবস্থাপ্য ভজস্ব ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলম্'—হে বৎস (ধ্রুব)! সেই ভৃত্যবৎসল শ্রীহরিরই শরণ গ্রহণ কর। ভৃত্যবৎসল—ইহা বলায়, আমার মত কোটি কোটি মাতা হইতেও, ভৃত্য তোমাতে তাঁহার বাৎসল্য উদিত হইবে, অতএব কোন দুঃখলেশও তুমি পাইবে না—এই ভাব। যাঁহাকে তুমি আশ্রয় করিতেছ, তাঁহার 'পদাব্জ-পদ্ধতিং'—পাদপদ্মদ্বয়ের পদ্ধতি, অর্থাৎ মার্গই মুমুক্ষুগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই পথ তাঁহাদেরও সুলভ নহে—এই ভাব। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, 'অনন্যভাবে মনসি'—যাহাতে অন্য কোন বিষয়ে ভাব, অর্থাৎ আসক্তি নাই, তাদৃশ মনে। পঞ্চবর্ষবয়স্ক তোমার কর্ম্মে অনধিকারহেতু, 'নিজধর্ম্মভাবিতে'—নিজধর্ম্ম বলিতে ভক্তিধর্ম্ম, তাহার দ্বারা ভাবিত অর্থাৎ শোধিত মনে (নিজধর্ম্ম দ্বারা শোধিত ভগবদ্ভাবযুক্ত চিত্তে), 'পুরুষং অবস্থাপ্য'—পরমপুরুষ শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া আরাধনা কর ॥ ২২ ॥

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্-
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ (হে বৎস ধ্রুব)! ততঃ (তস্মাৎ) পদ্মপলাশলোচনাৎ (পদ্মপলাশবৎ শোভমানে লোচনে যস্য তস্মাৎ পুণ্ডরীকাক্ষাৎ) অন্যং কঞ্চন অপি তে (তব) দুঃখচ্ছিদং (দুঃখনিবর্ত্তকং) ন মৃগয়ামি (অন্বিষ্যাপি ন পশ্যামি) যঃ (যঃ ভগবান্) ইতরৈঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) বিমৃগ্যমাণয়া (মনঃ প্রণিধানেন চিন্ত্যমানয়া) হস্তগৃহীতপদ্ময়া (হস্তেন গৃহীতং দীপবৎ পদ্মং যয়া তয়া) শ্রিয়া (মহালক্ষ্ম্যা) মৃগ্যতে (অপেক্ষ্যতে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে বৎস! সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি যে তোমার দুঃখনিবারণে সমর্থ হইবেন, এরূপ মনে হয় না। কারণ, ব্রহ্মাদি দেবতা যে মহালক্ষ্মীকে প্রণিহিতচিত্তে ধ্যান করেন, সেই মহালক্ষ্মী পর্য্যন্ত দীপতুল্য পদ্ম হস্তে করিয়া স্বয়ং তাঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সুখারাধ্যস্যাপি দেবতান্তরস্য নশ্বরফলদায়িত্বাত্ত্বদ্দুঃখং নির্ম্মূলয়িতুমসমর্থস্য ভজনং পরিণামদর্শিন্যহং ত্বাং নোপদিশামীত্যাহ-নান্যমিতি। পদ্মপলাশেতি তস্য দৃষ্টিপাতেনৈব তপ্তস্ত্বং শীতলীভবিষ্যতীতি ভাবঃ। হস্তে গৃহীতং দীপবৎ পদ্মং যয়া ইতরৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যান্য দেবতাগণ সুখে আরাধ্য হইলেও, তাঁহারা নশ্বর ফলপ্রদানকারী বলিয়া তোমার দুঃখ নির্ম্মূল করিতে অসমর্থ, অতএব পরিণাম-দর্শিনী আমি তাঁহাদের ভজন করিতে তোমাকে উপদেশ দিতেছি না, ইহা বলিতেছেন—'নান্যং' ইত্যাদি। 'পদ্মপলাশ-লোচনাৎ'—(পদ্মপত্রের ন্যায় ভক্তজনের তাপহারক লোচনদ্বয় যাঁহার, তাঁহা হইতে), এখানে পদ্মপলাশ, ইহা বলায়—তাঁহার দৃষ্টিপাতেই তপ্ত তুমি শীতল হইবে, এই ভাব। 'হস্ত-গৃহীত-পদ্ময়া'—হস্তে দীপতুল্য পদ্ম যিনি লইয়াছেন, সেই লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা। 'ইতরৈঃ'—ব্রহ্মাদি অন্যান্য যাঁহার অনুসন্ধান করেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এবং সঞ্জল্পিতং মাতুরাকর্ণ্যার্থাগমং বচঃ।
সংনিয়ম্যাত্মনাত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—এবম্ (উক্তপ্রকারং) মাতুঃ (সুনীত্যাঃ) সংজল্পিতং (বিলাপপূর্ব্বকং কথিতম্) অর্থাগমং (অর্থস্য স্বাভিলষিতস্য অর্থস্য আগমঃ প্রাপ্তিঃ যস্মাৎ তথাভূতং) বচঃ (বাক্যং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) সংনিয়ম্য (ধৈর্য্যযুক্তং কৃত্বা) (ধ্রুবঃ) পিতুঃ পুরাৎ নিশ্চক্রাম (নির্জ্জগাম) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! ধ্রুব জননীর এতাদৃশ স্বাভীষ্টপ্রাপক বিলাপোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারা মনকে ধৈর্য্যযুক্ত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৪ ॥

নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা চাস্য চিকীর্ষিতম্।
স্পৃষ্ট্বা মূর্দ্ধন্যঘঘ্নেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—নারদঃ তৎ (পুরাৎ নির্গতম্) উপাকর্ণ্য (পুরবাসিভ্যঃ উপ সমীপে এব শ্রুত্বা) অস্য চ (ধ্রুবস্য চ) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টং ভগবদারাধনং) জ্ঞাত্বা বিস্মিতঃ (সন্) মূর্দ্ধনি (মস্তকে) অঘঘ্নেন (পাপনিবর্ত্তকেন) পাণিনা (হস্তেন) স্পৃষ্ট্বা প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এদিকে দেবর্ষি নারদ পুরবাসীর নিকটে ধ্রুবের গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ এবং তাঁহার মনোঽভীষ্ট (ভগবদারাধনার বিষয়) জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইলেন এবং অভদ্রবিনাশক হস্তদ্বারা ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করিয়া (স্বগত) কহিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাহ স্বগতম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাহ'—দেবর্ষি নারদ মনে মনে বলিলেন ॥ ২৫ ॥

অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্।
বালোঽপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎ সমাতুরসদ্বচঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মানভঙ্গম্ অমৃষ্যতাং (অসহমানানাং) ক্ষত্রিয়াণাং অহো তেজঃ (আশ্চর্য্যজনকঃ প্রভাবঃ) যৎ (যস্মাৎ) অয়ং (ধ্রুবঃ) বালঃ অপি সমাতুঃ

(সুরুচ্যাঃ) অসদ্বচঃ (তিরস্কারবচনং) হৃদা ধত্তে (ধারয়তি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অহো ! মানভঙ্গে অসহিষ্ণু ক্ষত্রিয়গণের কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! ধ্রুব বালক হইয়াও বিমাতার সেই তিরস্কার-বচন এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছে ॥ ২৬ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ—

নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানঞ্চাপি পুত্রক ।
লক্ষয়ামঃ কুমারস্য সক্তস্য ক্রীড়নাদিষু ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(হে) পুত্রক (বৎস), অধুনাপি (আয়ুষঃ পঞ্চবর্ষাতীতে অপি) ক্রীড়নাদিষু সক্তস্য (রতস্য) কুমারস্য তে (তব) অবমানং সম্মানং চাপি ন লক্ষয়ামঃ (অবমান-সম্মানানুসন্ধানং ন পশ্যামঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—বৎস ধ্রুব ! তুমি ত' এখনও পঞ্চমবর্ষীয় বালক মাত্র, ক্রীড়াদিতেই আসক্ত। এ সময়ে তোমার সম্মান বা অসম্মান কিছুই ত' দেখিতেছি না।

———

বিকল্পে বিদ্যমানেঽপি ন হ্যসন্তোষহেতবঃ ।
পুংসো মোহমৃতে ভিন্না যল্লোকে নিজকর্ম্মভিঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—বিকল্পে (মানাপমানবিবেকে) বিদ্যমানে অপি পুংসঃ অসন্তোষহেতবঃ (মনঃখেদজনকাঃ অপমানাদয়ঃ) মোহম্ ঋতে (নিশ্চয়েন) ভিন্নাঃ ন (সন্তি যতঃ মোহকল্পিতা এব তে) যৎ (যস্মাৎ) লোকে (সুখদুঃখাদিসর্ব্বং অপমানাদি বা স্বানুষ্ঠিতৈঃ) নিজকর্ম্মভিঃ (ভবতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আর যদি মানাপমান-বিবেকই উপস্থিত হইয়া থাকে—তাহা হইলেও মোহ ব্যতীত লোকের অসন্তোষের ত' অন্য কোন হেতুই দেখিতে পাই না। কারণ ইহ জগতে স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মনিবন্ধনই জীবের সুখদুঃখ ও মানাপমানাদি ঘটিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিকল্পো ভেদস্তস্মিন্ বিদ্যমানেঽপীতি জ্ঞানযোগিনাং তাবদ্বিকল্পো নাস্ত্যেবেতি কো বাঽসন্তোষঃ কে বা তস্য হেতবঃ। ভক্তিযোগিনাং কর্ম্মযোগিনাং বিকল্পো বিদ্যত এবেতি বিদ্যমানেঽপি বিকল্পে পুংসো মোহং বিনা অসন্তোষস্য হেতবোঽবমানাদয়স্তৎকর্ত্তারশ্চ ভিন্না ন সন্তি কিন্তু মোহ এবেত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাল্লোকে সর্ব্বত্র নিজকর্ম্মভিরেবাশুভৈরসন্তোষহেতবোঽবমানাদয়ঃ তৎকর্ত্তারশ্চ ভবন্তীত্যাত্মানং বিনা কস্মৈ দোষো দেয় ইত্যত এব বিবেকিনো ভক্তাঃ কর্ম্মিণশ্চ কেচিন্নির্ম্মৎসরা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকল্পে বিদ্যমানে অপি'—বিকল্প বলিতে ভেদ, (মান ও অপমানের অনুসন্ধান) বিদ্যমান থাকিলেও, (অর্থাৎ তোমার যদি মানাপমানের বিবেচনাই হইয়া থাকে, তথাপি মোহ ব্যতীত অসন্তোষের অন্য কারণ দেখিতে পাই না)। জ্ঞানযোগিদের বিকল্পই (মানাপমান ভেদবুদ্ধিই) নাই, তাহাতে আবার অসন্তোষ কোথা হইতে হইবে, আর তাহার কারণই বা কে হইবে ? ভক্তিযোগী এবং কর্ম্মযোগিগণের বিকল্প আছে, তাহা থাকিলেও লোকের মোহ ব্যতীত অসন্তোষের হেতু অবমানাদি এবং তাহার কর্ত্তাও পৃথক্ নাই, কিন্তু মোহই (তাহার কারণ ও কর্ত্তা)। 'যৎ লোকে'—যেহেতু এই জগতে সর্ব্বত্র নিজকৃত অশুভ কর্ম্মের দ্বারাই অসন্তোষের হেতু অপমানাদি এবং তাহার কর্ত্তা হইয়া থাকে (অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ লোকের নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারাই হইয়া থাকে), অতএব নিজেকে ছাড়া, আর কাহাকে দোষ দেওয়া যায় ? এইজন্যই বিবেকী ভক্তগণ এবং কোন কোন কর্ম্মিগণ নির্ম্মৎসর হন—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—

বিবিধকল্পনে বিদ্যমানেঽপি পরিণততয়া ॥২৮॥

———

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পূরুষঃ ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ) (হে) তাত, (বৎস), ঈশ্বরগতিং বীক্ষ্য (ঈশ্বরানুকূল্যং বিনা নোদ্যমাঃ ফলহেতবঃ ইতি জ্ঞাত্বা) যাবৎ দৈবোপসাদিতং (দৈবেন স্বপ্রারব্ধেন তদনুসারেণ ঈশ্বরেণ বা উপসাদিতং প্রাপিতং) তাবন্মাত্রেণ বুধঃ পুরুষঃ পরি-

তুষ্যেৎ (সন্তোষমেব কুর্য্যাৎ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতএব বৎস ধ্রুব ! ঈশ্বরানুকূল্য ব্যতীত কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হইতে পারে না—ইহা বিবেচনা করিয়া স্বপ্রারব্ধানুসারে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাদ্দৈবেন প্রাচীননিজ-কর্ম্মণা উপসাদিতং প্রাপিতং যাবৎ যৎপ্রমাণকং সুখং দুঃখং বা তাবন্মাত্রেণ পরিতুষ্যেৎ। বিবেকেন সোপার্জ্জিতবুদ্ধ্যেতি ভাবঃ তচ্চ ঈশ্বরগতিং বীক্ষ্য ঈশ্বর-প্রেরিতমেব কর্ম্ম ফলতীতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এইপ্রকার, অতএব 'দৈবোপসাদিতং'—দৈব বলিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের নিজকৃত কর্ম্ম, তাহার দ্বারা প্রাপিত, 'যাবৎ'—যে পরিমাণ (যতটুকু) সুখ বা দুঃখ, তাহার দ্বারা সন্তুষ্ট থাকা উচিত, উপার্জ্জিতবুদ্ধি-সহযোগী বিবেকের দ্বারা—এই ভাব। 'ঈশ্বরগতিং বীক্ষ্য'—তাহাও ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই কর্ম্ম ফল দিতেছে—ইহা জানিয়া, এই অর্থ ॥ ২৯ ॥

———

অথ মাত্রোপদিষ্টেন
যোগেনাবরুরুৎসসি।
যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং
দুরারাধ্যো মতো মম ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (মদুক্তাৎ ভিন্নরূপেণ) মাত্রা (সুনীত্যা) উপদিষ্টেন (কথিতেন) যোগেন (উপায়েন) যৎপ্রসাদং (যস্য ভগবতঃ প্রসাদং) (ত্বং) অবরুরুৎসসি (অবরোদ্ধুংপ্রাপ্তুমিচ্ছসি) সঃ (দেবঃ) বৈ (নিশ্চয়েন) পুংসাং দুরারাধ্যঃ (দুঃখেন আরাধ্যঃ) (ইতি) মম মতঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—উহা ব্যতীত জননীর উপদেশ মত তুমি যে উপায় অবলম্বন করিয়া যাঁহার প্রসাদলাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, আমার মনে হয়, সেই ভগবান্ মনুষ্য-মাত্রেরই দুরারাধ্য ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তব তু প্রারিপ্সিতোঽয়মুদ্যমোঽতি-কঠিন ইত্যাহ অথেতি। অবরোদ্ধুং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু তোমার প্রারিপ্সিত এই উদ্যম (অর্থাৎ যে কাজ করিতে অভিলাষী হইয়া তুমি চেষ্টা করিতেছ, তাহা) অতি কঠিন, ইহা বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। 'অবরুরুৎসসি'—প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ (অর্থাৎ তোমার মাতার উপদেশমত উপায় দ্বারা যাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, সেই ভগবান্ মানবগণের দুরারাধ্য বলিয়াই আমি মনে করি) ॥ ৩০ ॥

———

মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ।
ন বিদুর্ম্মৃগয়ন্তোঽপি তীব্রযোগসমাধিনা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) নিঃসঙ্গেন (সর্ব্বতঃ সঙ্গ-ত্যাগেন) তীব্রযোগসমাধিনা (তীব্রযোগেন নিরন্তর-প্রাণায়ামাদিনা যুক্তেনাপি সমাধিনা) উরুজন্মভিঃ (বহুজন্মভিঃ) যস্য (ভগবতঃ) পদবীং (মার্গং) মৃগয়ন্তঃ (অন্বিচ্ছন্তঃ) অপি মুনয়ঃ (মননশীলাঃ মনস্বিনোঽপি) ন বিদুঃ (জানন্তি) (সঃ বৈ দুরা-রাধ্যঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—কারণ, মুনিগণ সর্ব্বতোভাবে অসৎ-সঙ্গরহিত হইয়া—তীব্রযোগযুক্ত সমাধিদ্বারা বহু বহু জন্ম অন্বেষণ করিয়াও সেই ভগবানের পদবী জানিতে সমর্থ হন না ॥ ৩১ ॥

———

অতো নিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ।
যতিষ্যতি ভবান কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (হেতোঃ) তব এষঃ নিষ্ফলঃ নির্ব্বন্ধঃ (আগ্রহঃ) নিবর্ত্ততাং (নিবার্য্যতাং) শ্রেয়-সাং কালে (ধর্ম্মানুষ্ঠানোপযুক্তে কালে বৃদ্ধত্বে) সমু-পস্থিতে (সতি) ভবান্ যতিষ্যতি (যতিষ্যতে যত্নং করিষ্যতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সুতরাং তুমি তোমার এই নিষ্ফল আগ্রহাতিশয্য হইতে নিবৃত্ত হও। ধর্ম্মানুষ্ঠানোপ-যোগী বার্দ্ধক্য সমুপস্থিত হইলে এ বিষয়ে যত্ন করিও ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রেয়সাং কালে বয়সো বৃদ্ধত্বে ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রেয়সাং কালে'—মঙ্গল-

সাধনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ যখন বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইবে, তখন এই বিষয়ে যত্ন করিও ।। ৩২ ।।

যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ।।৩৩।।

অন্বয়ঃ—সুখদুঃখয়ো (মধ্যে) যস্য (পুরুষস্য) যদ্দৈববিহিতং (যৎ সুখং দুঃখং বা দৈবেনেশ্বরেণ স্বপ্রারব্ধানুরূপং দত্তং) সঃ দেহী তেন (সুখদুঃখান্যতরেণ) আত্মানং তোষয়ন্ (স্বপ্রারব্ধমেব ময়া ভুজ্যতে অত্র অন্যস্য কঃ অপরাধঃ ইতি সুখে সতি পুণ্যং ক্ষীয়তে দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়তে ইত্যেবং প্রকারং মনঃ সন্তোষং কুর্ব্বন্ জনঃ) তমসঃ (সংসারস্য) পারং (মোক্ষং) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ।।৩৩।।

অনুবাদ—সুখ ও দুঃখের মধ্যে যে ব্যক্তি যাহা দৈবকর্তৃক স্বপ্রারব্ধানুরূপে প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিয়াই হরিতে মনোনিবেশপূর্ব্বক আত্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারে (মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে) ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—সুখদুঃখয়োর্মধ্যে তেন সুখেন দুঃখেন বা তোষয়ন্ সুখে সতি পুণ্যং ক্ষীয়তে, দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়তে ইতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ । তমসঃ সংসারাৎ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুখ-দুঃখয়োঃ'—সুখ ও দুঃখের মধ্যে, (প্রারব্ধবশে যখন যাহা আসে) 'তেন' —সেই সুখ বা দুঃখের দ্বারা 'তোষয়ন্'—মনকে সন্তুষ্ট রাখিয়া, অর্থাৎ সুখ আসিলে পুণ্য ক্ষয় হইতেছে এবং দুঃখ আসিলে পাপ ক্ষয় হইতেছে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে—এই অর্থ। 'তমসঃ'—সংসার হইতে (উত্তীর্ণ হইবে) ।। ৩৩ ।।

গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ ।
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে ।। ৩৪ ।।

অন্বয়ঃ—গুণাধিক্যাৎ (স্বাপেক্ষয়া গুণৈঃ অধিকাৎ পুংসঃ পুমাংসং দৃষ্ট্বা) মুদং লিপ্সেৎ (তস্মিন্ প্রীতিং কুর্য্যাৎ নাসূয়াং) গুণাধমাৎ (স্বাপেক্ষয়া গুণাধমং দৃষ্ট্বা) অনুক্রোশং (তস্মিন্ জনে দয়াং কুর্য্যাৎ ন তিরস্কারং) সমানাৎ (তথা স্বসমানগুণং পুরুষং দৃষ্ট্বা) মৈত্রীম্ অন্বিচ্ছেৎ (তত্র মৈত্রীং সৌহার্দ্দং কুর্য্যাৎ ন স্পর্দ্ধাং এবং কুর্ব্বন্ জনঃ) তাপৈঃ (মনঃ খেদকারৈঃ ভাবৈঃ) ন অভিভূয়তে (ন পীড্যতে) ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ—আবার যে ব্যক্তি নিজের অপেক্ষা অধিক গুণবান্ পুরুষ দর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রীতি-সম্পন্ন হয় এবং নিজাপেক্ষা গুণহীনকে দর্শন করিয়া তাহাকে কৃপা প্রকাশ করে ও স্ব-সমান গুণযুক্ত পুরুষে মৈত্রী করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোন সন্তাপেই অভিভূত হয় না ।। ৩৪ ।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ গুণাধিকাৎ গুণাধিকং প্রাপ্যেতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী, মুদং লব্ধুমিচ্ছেৎ নত্বসূয়াম্ । অনুক্রোশং কৃপাং নত্ববজ্ঞাং, মৈত্রীং ন তু স্পর্দ্ধাং লিপ্সেদিতি যদি স্বস্বভাবদোষান্ন লভেত তদপি লব্ধুং কাময়েতাপীত্যভিপ্রায়ঃ ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, 'গুণাধিকাৎ'—নিজ অপেক্ষা অধিক গুণবান্ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, 'মুদং' —আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে। 'গুণাধিকাৎ' —এখানে ল্যব্লোপে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। ['ল্যব্লোপে কর্ম্মণ্যধিকরণে চ'—ল্যপ্ (ও ক্ত্বা) প্রত্যয়ান্ত পদ উহ্য থাকিলে, তাহার কর্ম্মে ও অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এই ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে এখানে 'গুণাধিকং প্রাপ্য'—গুণাধিক পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, ইহা 'প্রাপ্য' এই ল্যপ্ প্রত্যয় উহ্য থাকায় উহার কর্ম্মে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে।] কিন্তু অসূয়া নহে। সেইরূপ গুণাধম অর্থাৎ অল্প গুণযুক্ত পুরুষকে দর্শন করিয়া 'অনুক্রোশং'—কৃপা প্রকাশ করিবে, কিন্তু অবজ্ঞা নহে, 'সমানাৎ'—তুল্য-গুণযুক্ত পুরুষকে দেখিয়া মিত্রতা করিবে, কিন্তু স্পর্দ্ধা নহে। 'লিপ্সেৎ'—লাভ করিতে ইচ্ছা করা উচিত—এইরূপ বলায়, যদি নিজের স্বভাবদোষে তাদৃশ (গুণাধিক) পুরুষ না পাওয়া যায়, তথাপি লাভ করিবার কামনা করিবে—এই অভিপ্রায় ।। ৩৪ ।।

শ্রীধ্রুব উবাচ—

সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখহতাত্মনাম্ ।
দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দ্দর্শোঽস্মদ্বিধৈস্তু যঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীধ্রুবঃ উবাচ—ভগবতা (ভবতা নারদেন) সুখদুঃখহতাত্মনাং (সুখদুঃখাভ্যাং হতঃ তিরস্কৃতবিবেকঃ আত্মা যেষাং তেষাং মাদৃশানাং) পুংসাং (অনুগ্রহায় যঃ) অস্মদ্বিধৈর্য্যঃ দুর্দ্দশঃ (দ্রষ্টুমপি অশক্যঃ) (তে) স অয়ং (আত্ম সন্তোষলক্ষণঃ শমঃ কৃপয়া দর্শিতঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীধ্রুব কহিলেন,—সুখদুঃখে হতবিবেক পুরুষদিগের প্রতি কৃপা করিয়া আপনি যে আত্মসন্তোষলক্ষণস্বরূপ শান্তিমার্গ দর্শন করাইলেন, তাহা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত দুল্লভ ॥ ৩৫ ॥

———

অথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ ।
সুরুচ্যা দুর্ব্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথাপি (সঃ শমঃ) ঘোরম্ (অসহনলক্ষণং) ক্ষাত্রং (ক্ষত্রিয়স্বভাবং) উপেয়ুষঃ (প্রাপ্তবতঃ) অবিনীতস্য মে (মম) সুরুচ্যাঃ দুর্ব্বচোবাণৈঃ (দুর্ব্বচাংসি এব পীড়াকরত্বাৎ বাণাঃ তৈঃ) ভিন্নে হৃদি ন শ্রয়তে (ন তিষ্ঠতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আমি অসহনীয় লক্ষণযুক্ত ক্ষাত্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি স্বভাবতঃই দুর্ব্বিনীত। তাহাতে আবার সুরুচির দুর্ব্বাক্যবাণে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সেই বিদ্ধ-হৃদয়ে আপনার উপদেশ স্থান পাইতেছে না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়া যদ্যপ্যনধিকারিণেঽপি মহ্যং কৃপয়েদমুপশমামৃতং দত্তম্, অথাপি ক্ষাত্রং স্বভাবং প্রাপ্তবতো মম হৃদি ভিন্নে বিদীর্ণমৃদ্ভাজন ইব ন শ্রয়তে ন তিষ্ঠতীতি ব্যাজস্তুত্যা শৌর্য্যাহীনান্ দুর্ব্বলান্ ব্রাহ্মণানেবৈতদুপশমামৃতং পায়য়। মম তু মহাঘোরশৌর্য্যবতঃ ক্ষত্রিয়কুমারস্য নাত্র দৃষ্টিরপি পততীতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যদিও অনধিকারী আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক এই উপশমামৃত (উপশমরূপ অমৃত) প্রদান করিলেন, তথাপি 'ক্ষাত্রং'—ক্ষত্রিয়োচিত ঘোর স্বভাবপ্রাপ্ত আমার, 'হৃদি ভিন্নে'—(বিমাতা সুরুচির বাক্যবাণে) হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায়, বিদীর্ণ (ছিদ্রবিশিষ্ট) মৃৎপাত্রের ন্যায় (ঐ উপদেশ) 'ন শ্রয়তে'—স্থান পাইতেছে না। এখানে ব্যাজস্তুতির দ্বারা, শৌর্য্যহীন দুর্ব্বল ব্রাহ্মণদিগকেই এই উপশমামৃত পান করান। কিন্তু তীব্র শৌর্য্যযুক্ত ক্ষত্রিয়কুমার আমার এই বিষয়ে দৃষ্টিও পতিত হইতেছে না—ইহা ব্যঞ্জিত হইল ॥ ৩৬ ॥

———

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধুবর্ত্ম মে ।
ব্রূহ্যস্মৎপিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, অস্মৎপিতৃভিঃ (মন্বাদিভিঃ) অন্যৈরপি অনধিষ্ঠিতম্ (অপ্রাপ্তং) ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং (ত্রিভুবনেষু উৎকৃষ্টং) পদং (স্থানং) জিগীষোঃ (জেতুমিচ্ছোঃ) মে সাধু (সুকরং) বর্ত্ম (মার্গং) ব্রূহি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্! আমার পিতৃপিতামহগণ এবং কেহই যে ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট পদে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই, আমি সেই পদ লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনি আমাকে তাহারই সহজ পথ বলিয়া দিন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ত্বং কিমিচ্ছসীত্যত আহ—পদমিতি। ত্রিভুবনোৎকৃষ্টত্বেঽপি অস্মৎপিতৃভিরিতি যো মামবমন্যতে স্ম তেন সুরুচেঃ পত্যা উত্তানপাদেন তৎপিত্রা মনুনা তৎপিত্রা ব্রহ্মণাপি অন্যৈরপি ব্রহ্মণঃ পুত্রপৌত্রাদিভিঃ অনধিষ্ঠিতমপ্রাপ্তং পদং জিগীষোঃ স্বীচিকীর্ষোর্বর্ত্ম ব্রূহীতি ত্বং তাবৎ বর্ত্মমাত্রমুদিশন্নচিরণৈব তদ্বিজয়ে কিঞ্চন শৌর্য্যং মে পশ্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে, তুমি কি ইচ্ছা করিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন—'পদং' ইত্যাদি, (অর্থাৎ ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে পদ, তাহাই আমি লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি)। ত্রিভুবনের উৎকৃষ্ট হইলেও, 'অস্মৎপিতৃভিঃ'—আমার পিতৃ-পিতামহগণ কর্ত্তৃক কখন যাহা প্রাপ্ত হয় নাই। আমার পিতা, অর্থাৎ যে আমাকে অবমাননা করিয়াছে, সেই সুরুচির পতি উত্তানপাদের দ্বারা, কিম্বা তাঁহার পিতা মনুর দ্বারা,

তাঁহার পিতা ব্রহ্মা দ্বারাও এবং অন্যান্য ব্রহ্মার পুত্র-পৌত্রাদির দ্বারাও ; 'অনধিষ্ঠিতং'—যে পদ কখন প্রাপ্ত হয় নাই, সেই পদ 'জিগীষোঃ'—লাভ করিতে ইচ্ছুক আমাকে যাহা সৎপথ, তাহা বলুন। আপনি কেবল পথমাত্র উপদেশ করতঃ অচিরকালমধ্যেই তাহার বিজয়ে (তাহার প্রাপ্তিতে) আমার অপূর্ব্ব শৌর্য্য অবলোকন করুন—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
বিনুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—নূনং (নিশ্চিতং) ভবান্ যঃ ভগবতঃ পরমেষ্ঠিনঃ (ব্রহ্মণঃ) অঙ্গজঃ (পুত্রঃ স নারদঃ) জগতঃ হিতায় (মঙ্গলায়) বীণাং বিনুদন্ (বাদয়ন) অর্কবৎ (সূর্য্যঃ ইব) অটতে (ভ্রমতি, অতঃ ভগবৎ-প্রাপ্তিমার্গং ব্রূহি ইতি ধ্রুবস্য প্রশ্নঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—আপনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন পুত্র। আপনি নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গলবিধানার্থ বীণাবাদন করিতে করিতে সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মমায়ন্তু মনোরথঃ সেৎস্যত্যেবেত্যত্র গৃহান্নিষ্ক্রম্য ত এব ভবদ্দর্শনমেব লিঙ্গমিত্যাহ নূনমিতি। অঙ্কাদুৎসঙ্গাদাবির্ভূতো লোকহিতায় ভগবদবতার এব ত্বং ন কস্যাপি পুত্র ইতি ভাবঃ। অঙ্গজ ইতি পাঠে ভবান্ পরমেষ্ঠিনোঽঙ্গজোঽপি যদ্বীণাং বিনুদন্নটতি তজ্জগতো হিতায়ৈব ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার এই মনোরথ কিন্তু সিদ্ধ হইবেই, এই বিষয়ে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই আপনার দর্শনলাভই চিহ্ন, ইহা বলিতেছেন—'নূনং' ইত্যাদি। 'অঙ্কজঃ'—ভগবান্ ব্রহ্মার অঙ্ক অর্থাৎ ক্রোড় হইতে আবির্ভূত, লোকহিতের নিমিত্ত শ্রীভগবানের অবতারই আপনি, আপনি কাহারও পুত্র নহেন, এই ভাব। 'অঙ্গজঃ'—এইরূপ পাঠে, আপনি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেও, বীণা বাজাইয়া যে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহা জগতের হিতের জন্যই ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ইত্যুদাহৃতমাকর্ণ্য ভগবান্ নারদস্তদা ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইতি (এবম্প্রকারং) (ধ্রুবেণ) উদাহৃতং (কথিতং বাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তদা ভগবান্ নারদঃ প্রীতঃ (সন্) অনুকম্পয়া (কৃপয়া) সদ্বাক্যং (তন্মনোরথসাধনপরং বাক্যং) তং বালং (ধ্রুবং) প্রতি আহ (কথিতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তরাজ নারদ বিশেষ প্রীত হইলেন এবং কৃপা করিয়া সেই বালক ধ্রুবকে হিতবাক্য উপদেশ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—
জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে ।
ভগবান্ বাসুদেবস্ত্বং ভজ তং প্রবণাত্মনা ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(যঃ) নিঃশ্রেয়সস্য (অভিপ্রেতার্থস্য চরমকল্যাণস্য) পন্থাঃ (মার্গঃ) তে (তব) জনন্যা (সুনীত্যা) অভিহিতঃ (কথিতঃ) স বৈ (এব) (মার্গঃ) ভগবান্ বাসুদেবঃ (ভগবদারাধনলক্ষণঃ) (অতঃ) ত্বং তং (ভগবন্তং) প্রবণাত্মনা (একাগ্রচিত্তেন) ভজ (আরাধয়) ॥৪০॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে ধ্রুব। তোমার মাতা সুনীতিদেবী তোমাকে যে চরম কল্যাণের বিষয় বলিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সুকর পথ। তাহা ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা-লক্ষণ-ভক্তিযোগ। অতএব তুমি একাগ্রচিত্তে সেই বাসুদেবকে ভজনা কর ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ।
একং হ্যেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (পুরুষঃ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যম্ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (মঙ্গলম্) ইচ্ছেৎ হি (নিশ্চিতং) তত্র (তৎপ্রাপ্তৌ) হরেঃ পাদসেবনম্ একমেব কারণম্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ স্বীয় মঙ্গলকামনা করিবেন, তিনি একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মই সেবা করিবেন। তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই ॥ ৪১ ॥

———

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) (হে) তাত (ধ্রুব) তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলমস্তু) যত্র (যস্মিন্ মধুবনে) নিত্যদা (সর্ব্বদা) হরেঃ সান্নিধ্যং (তাদৃশং) যমুনায়াঃ শুচি (পবিত্রং) তটং পুণ্যং (পুণ্যজনকং) মধুবনং (হরেরারাধনার্থং) গচ্ছ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অতএব হে বৎস, তোমার মঙ্গল হউক্। তুমি যমুনাতটস্থিত পরমপাবন মধুবনে গমন কর। কারণ শ্রীহরি সেই মধুবনেই নিত্য অবস্থান করেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তব জনন্যা যদভিহিতং তদেব মদভিহিতম্। ইমঞ্চ বিশেষমুপদিশামীত্যাহ তত্তাতেতি। মধুবনমিতি সর্ব্বেষু সিদ্ধক্ষেত্রেষু তস্যৈব মুখ্যত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার জননী যাহা বলিয়াছেন (পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ শ্রীহরির ভজনা কর), তাহাই আমার কথা। তন্মধ্যে এই বিশেষ উপদেশ করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'তৎ তাত', ইত্যাদি। 'মধুবন'—সকল সিদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে তাহারই মুখ্যত্ব-হেতু, (যে মধুবনে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্যই অবস্থিতি করেন, সেখানে তুমি গমন কর) ॥ ৪২ ॥

———

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে।
কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ ॥ ৪৩ ॥
প্রাণায়ামেন ত্রিবৃতা প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলম্।
শনৈর্ব্ব্যুদস্যাভিধ্যায়েন্মনসা গুরুণা গুরুম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (মধুবনে) কালিন্দ্যাঃ (তদাখ্যায়াঃ নদ্যাঃ) শিবে (মঙ্গলে) সলিলে অনুসবনং (ত্রিকালং) স্নাত্বা আত্মনঃ উচিতানি (অধ্যয়নাদ্যভাবে অপি আত্মনঃ উচিতানি যোগ্যানি দেবতা-নমস্কারাদীনি) কৃত্বা কল্পিতাসনঃ (কুশাদিভিঃ স্বস্তিকাদিভিশ্চ কল্পিতম্ আসনং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) নিবসন্ (উপাবিশন্ (উপাবিশন্) ত্রিবৃতা (ত্রয়াণাং রেচকপূরককুম্ভকানাং বৃৎবর্ত্তনং যস্মিন্ তেন) প্রাণায়ামেন প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলং (প্রাণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ মলং চাঞ্চল্যং) শনৈঃ ব্যুদস্য (অপোহ্য) গুরুণা (ধীরেণ) মনসা গুরুং (ভগবন্তম্) অভিধ্যায়েৎ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! তুমি সেই মধুবনে গমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ কালিন্দীর মঙ্গল সলিলে ত্রিকাল স্নান করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে আসন রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশনানন্তর রেচক, পূরক, কুম্ভকযুক্ত প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য নিরাশপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে ক্রমে ক্রমে জগদ্গুরু শ্রীবাসুদেবকে ধ্যান করিবে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্যয়নাদ্যভাবেঽপ্যাত্মন উচিতানি যোগ্যানি দেবতা-নমস্কারাদীনি। ত্রিবৃতা রেচক-পূরক-কুম্ভকাত্মকেন গুরুণা বিশুদ্ধত্বাৎ শ্রেষ্ঠেন ॥ ৪৩-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনঃ উচিতানি কৃত্বা'—অধ্যয়নাদির অভাবেও, নিজের যোগ্য দেবতা নমস্কারাদি করিয়া। 'ত্রিবৃতা'—রেচক, পূরক ও কুম্ভকাত্মক প্রাণায়ামের দ্বারা। 'গুরুণা মনসা'—বিশুদ্ধত্ব-হেতু শ্রেষ্ঠ মনের দ্বারা (জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে) ॥ ৪৩-৪৪ ॥

———

প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ প্রসন্নবদনেক্ষণম্।
সুনসং সুভ্রুবং চারু কপোলং সুরসুন্দরম্ ॥ ৪৫ ॥
তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণৌষ্ঠেক্ষণাধরম্।
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্ণং শরণং করুণার্ণবম্ ॥ ৪৬ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তং চতুর্ভুজম্ ॥ ৪৭ ॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্।
কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ৪৮ ॥
কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তং লসৎকাঞ্চননূপুরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥

পদ্ভ্যাঃ নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চ্চতাম্ ।
হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥ ৫০ ॥
স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্ ।
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—প্রসাদাভিমুখং (প্রসাদায় বরদানায় অভিমুখম্ উদ্যুক্তং) শশ্বৎ প্রসন্নবদনেক্ষণং (শশ্বৎ নিত্যং প্রসন্নং বদনম্ ঈক্ষণস্য যস্য তং) সুনসং (শোভনা নাসিকা যস্য তং) সুভ্রুবং (শোভনে ভ্রুবৌ, যস্য তং) চারুকপোলং (চারূ সুন্দরৌ কপোলৌ যস্য তং) সুরসুন্দরং (সুরেষু সুন্দরং) তরুণং (যুবানং) রমণীয়াঙ্গং (রমণীয়ানি অঙ্গানি যস্য তম্) অরুণৌষ্ঠেক্ষণাধরম্ (অরুণম্ ওষ্ঠঞ্চ ঈক্ষণঞ্চ আধারয়তি ইতি তথা তং) প্রণতাশ্রয়ণং (প্রণতৈঃ ভক্তৈঃ আশ্রয়ণম্ আশ্রণীয়ং) নৃম্নং (সুখকরম্ অথবা নৃম্নং ধনং সর্ব্বপুরুষার্থনিধিং) শরণ্যং (শরণযোগ্যং) করুণার্ণবং (করুণায়াঃ কৃপায়াঃ অর্ণবং করুণানিধিং) শ্রীবৎসাঙ্কং (শ্রীবৎসচিহ্নং) ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনং (বনমালা অস্য অস্তীতি তং) শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈঃ অভিব্যক্তং চতুর্ভুজং (অভিব্যক্তাঃ চত্বারঃ ভুজাঃ যস্য তং) কিরীটিনং (কিরীটম্ অস্য অস্তীতি তং) কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতং (কেয়ূরবলয়াভ্যামন্বিতং যুক্তং ভূষিতং) কৌস্তুভাভরণগ্রীবং (কৌস্তুভাখ্যম্ আভরণং গ্রীবায়াং যস্য তং) পীতকৌশেয়বাসসং (পীতকৌশেয়ং বাসঃ যস্য তং) কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তং কাঞ্চীকলাপেন পর্য্যস্তং কাঞ্চীকলাপেন পর্য্যস্তং পরিবেষ্টিতং) লসৎকাঞ্চন-নূপুরং (লসৎ কাঞ্চনে নূপুরে যস্য তং) দর্শনীয়তমম্ (অতিশয়েন দ্রষ্টুং যোগ্যং) শান্তম্ (অনুগ্রং) মনোনয়নবর্দ্ধনং (মনসঃ নয়নয়োশ্চ বর্দ্ধনং হর্ষকরং) নখ-মণিশ্রেণ্যা (নখ্যা এব মণয়ঃ তেষাং শ্রেণ্যা) বিলসদ্ভ্যাং পদ্ভ্যাং সমর্চ্চতাং (ভক্তানাং) হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যং (হৃৎপদ্মকর্ণিকায়াঃ ধিষ্ণ্যং মধ্যস্থানং) আক্রম্য আত্মনি (মনসি) অবস্থিতং স্ময়মানম্ (ঈষদ্ধসন্তং) সানুরাগাবলোকনম্) অনুরাগেণ যুক্তম্ অবলোকনং যস্য তং) নিয়তেন (প্রাগুক্তয়া ধারণয়া সুস্থিরেণ অতএব) একভূতেন (একাগ্রেণ) মনসা বরদর্ষভং (বরপ্রদানাং শ্রেষ্ঠং তং ভগবন্তম্) অভিধ্যায়েৎ ॥ ৪৫-৫১ ॥

অনুবাদ—সেই শ্রীহরি প্রসাদদানে উদ্যত ; তাঁহার বদন ও অবলোকন নিরন্তর প্রসন্ন ; তিনি সুন্দর নাসাবিশিষ্ট ; মনোহারিণী ভ্রূযুক্ত এবং চারু গণ্ডস্থলশোভিত। তিনি সমস্ত দেবগণের মধ্যে পরম সুন্দর পুরুষ ; তরুণ বয়সবিশিষ্ট ; তাঁহার অঙ্গ কমনীয় এবং ওষ্ঠ ও নয়ন অরুণবর্ণ। তিনি প্রণত-জনের পরম আশ্রয় ও সর্ব্বপুরুষার্থের আকরস্বরূপ। তিনিই একমাত্র শরণ্য ও দয়ার সাগর। তিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছন ও নবীন নীরদের ন্যায় ঘনশ্যামবর্ণ। তাঁহার গলদেশে বনমালা বিলম্বিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মদ্বারা তাঁহার চতুর্ভুজ রূপ সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং বাহুতে কেয়ূর ও বলয় ; এবং কণ্ঠ কৌস্তুভরত্নের আভরণে সুশোভিত। তাঁহার পরিধানে পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র, নিতম্বদেশ মেখলাদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চরণে উজ্জ্বল স্বর্ণনূপুর দীপ্তি পাইতেছে। দর্শনীয় যে কিছু সুন্দর দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে শ্রীহরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার রূপ ভক্তগণের শুদ্ধ মন ও সেবোন্মুখ নয়নের আনন্দবর্দ্ধনকারী। তিনি নখমণি-সুশোভিত পদ-যুগলদ্বারা হৃৎপদ্মের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া সেবকের আত্মার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তথায় মৃদুমন্দহাস্য ও অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টিদ্বারা ভক্ত-গণকে কৃপা করিতেছেন। হে বৎস ! সেই বরদ-শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে পূর্ব্বোক্ত ধারণাদ্বারা সুসংযত একাগ্র-চিত্তে বিশেষরূপে ধ্যান করিবে ॥ ৪৫-৫১ ॥

বিশ্বনাথ—সুরেভ্যোঽপি সুন্দরম্। উপর্য্যধঃ স্থিতৌ দন্তচ্ছদাবোষ্ঠাধরাবুচ্যেতে প্রণতানাম্ আশ্রয়ণং নৃম্নং তেষাং ধনরূপম্। কৌস্তুভস্যাভরণং গ্রীবা যস্য। কাঞ্চীকলাপেন ক্ষুদ্রঘণ্টিকা-সমূহেন। পর্য্যস্তং পরিবেষ্টিতম্। সমর্চ্চতাং ভক্তানাং ধিষ্ণ্যং স্থানম্ আত্মনি বুদ্ধৌ জীবে চ। নিয়তেনাসক্তেন একভূতেন একাগ্রেণ ॥ ৪৫-৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সুর-সুন্দরম্'—দেবগণ হইতেও সুন্দর। 'অরুণৌষ্ঠেক্ষণাধরম্'—অরুণবর্ণের ঈক্ষণ ও ওষ্ঠাধর যাঁহার, তাঁহাকে। উপর ও নিম্নে স্থিত দন্তের আচ্ছাদককে ওষ্ঠ ও অধর বলে। 'প্রণতাশ্রয়ণং'—প্রণতজনের আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ শরণাগতপালক শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে)। 'নৃম্নং'

—সুখকর, তাহাদের ধনরূপ (পুরুষার্থনিধি)। 'কৌস্তুভাভরণ-গ্রীবং'—যাঁহার গ্রীবা (কণ্ঠ) কৌস্তুভ-মণির আভরণ (অলঙ্কার-স্বরূপ)। 'কাঞ্চী-কলাপ-পর্য্যস্তং'—কাঞ্চীকলাপ অর্থাৎ ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহের দ্বারা, পর্য্যস্ত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত। 'সমর্চ্চতাং'—অর্চ্চনকারী ভক্তবৃন্দের। 'ধিষ্ণ্যং'—স্থান, (অর্থাৎ ভক্তগণের হৃৎপদ্মের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া বিরাজমান শ্রীহরিকে)। 'আত্মনি অবস্থিতং'—আত্মা বলিতে বুদ্ধিতে এবং জীবে অবস্থিত। 'নিয়-তেন'—আসক্তরূপে, 'একভূতেন'—একাগ্ররূপে (অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে সুসংযতভাবে ভগবান্ শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে) ॥ ৪৫-৫১ ॥

মধ্ব—একস্মিন্নেব ভূতেন ॥ ৫১ ॥

এবং ভগবতো রূপং সুভদ্রং ধ্যায়তো মনঃ।
নির্বৃত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) সুভদ্রং (পরমমঙ্গলং) ভগবতঃ রূপং ধ্যায়তঃ (পুরুষস্য) মনঃ তূর্ণং (শীঘ্রং) পরয়া (উৎকৃষ্টয়া) নির্বৃত্যা (শান্ত্যা) সম্পন্নং (যুক্তং) (সৎ) (ততঃ) ন নিবর্ত্ততে (পৃথঙ্ ন ভবতি, ধ্যেয়ং ন ত্যজতি) ॥৫২॥

অনুবাদ—এইরূপে ভগবানের মঙ্গলপ্রদ রূপ ধ্যান করিতে করিতে শীঘ্রই তোমার মন পরমশান্তাবস্থা লাভ করিবে এবং নিত্যধ্যেয়বস্তুর ধ্যান হইতে কখনও বিচ্যুত হইবে না ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—ন নিবর্ত্ততে যোগিনো মন ইব ধ্যেয়ং ন ত্যজতি ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন নিবর্ত্ততে'—যোগিগণের মনের ন্যায়, তোমার মন ধ্যেয় পদার্থ হইতে নিবৃত্ত হইবে না ॥ ৫২ ॥

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপাত্মজ! (ধ্রুব) পরমঃ (উৎকৃষ্টঃ অতএব) গুহ্যঃ (গোপনীয়ঃ) জপশ্চ (মন্ত্রশ্চ) মে (মম সকাশাৎ) শ্রূয়তাং যং (মন্ত্রং) সপ্তরাত্রং প্রপঠন (প্রজপন্) পুমান্ খেচরান্ (আকাশ-গামিনঃ দ্রষ্টুমশক্যান্ অপি পার্ষদান্) পশ্যতি ॥৫৩॥

অনুবাদ—হে নৃপনন্দন, তোমাকে পরমগুহ্য মন্ত্রও উপদেশ করিতেছি—আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। এই মন্ত্র সপ্তরাত্র প্রকৃষ্টরূপে জপ করিলে পুরুষ গগনবিহারী ভগবৎপার্ষদগণের দর্শন লাভ করিতে পারে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—জপ্যো মন্ত্রঃ শ্রূয়তাং দক্ষিণঃ কর্ণ আধীয়তামুপদিশামীত্যর্থঃ। প্রপঠন্ বাচিকমপি জপন্ কিমুতোপাংশু মানসং বা। খেচরান্ পার্ষ-দান্ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জপশ্চ শ্রূয়তাম্'—জপ্য মন্ত্র শ্রবণ কর, অর্থাৎ তোমার দক্ষিণ কর্ণ (আমার দিকে) স্থাপন কর, আমি মন্ত্র উপদেশ করিতেছি—এই অর্থ। 'প্রপঠন'—বাচিকও জপ করিয়া, আর উপাংশু বা মানস জপের কথা কি? (যাহাতে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ চালিত এবং কেবল নিজেরই কর্ণগ্রাহ্য হয়, এইরূপ ঈষন্মাত্র শব্দো-চ্চারণকেই 'উপাংশু জপ' বলে)। 'খেচরান্'—ভগবৎ পার্ষদগণকে (দর্শন করিতে পারিবে) ॥৫৩॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্য্যাদ্ দ্রব্যময়ীং বুধঃ।
সপর্য্যাং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(মন্ত্রমাহ)—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" অনেন মন্ত্রেণ দেশকালবিভাগবিৎ (যস্মিন্ দেশে যস্মিন্‌কালে যানি সপর্য্যোপযুক্তদ্রব্যাণি লভন্তে তৈঃ পূজা কার্য্যা ইত্যেতয়োঃ বিভাগং বেত্তি যঃ সঃ) বুধঃ দেবস্য (ভগবতঃ বাসুদেবস্য) দ্রব্যময়ীং (দ্রব্য-প্রধানাং) সপর্য্যাং (পূজাং) বিবিধৈঃ দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—ইহাই সেই মন্ত্র। দেশকালবিভাগবিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি এই মন্ত্রদ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক ভগবান্ বাসু-দেবের দ্রব্যময়ী অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—ওমিতি অনেনানুপনীতায় সপ্রণব-মহামন্ত্রোপদেশেন বৈষ্ণবমন্ত্রাণাং দ্বিজত্বাদ্যবস্থাপেক্ষা পরিহৃতা ।। ৫৪ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ওম্' ইতি—এখানে অনুপনীত জনকে প্রণবের সহিত মহামন্ত্র উপদেশ করায়, বৈষ্ণব-মন্ত্রসমূহের দ্বিজত্বাদি অবস্থার অপেক্ষা পরিহৃত হইল ।। ৫৪ ।।

বিবৃতি—মানবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান প্রাকৃত-সংজ্ঞায় অভিহিত। তাদৃশ জ্ঞানদ্বারা ভোগভূমিকায় ভ্রমণ করা যায়। ইহাই ফলভোগ-বাদ বা কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারমতে যে দিব্যজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে মন্ত্রের উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহাতে সুষ্ঠুভাবে ভোগ-প্রথাই উদ্দিষ্ট। ফলভোগবাদবর্জ্জিত ত্যাগাবস্থায় যে উপাসনাভাসে দিব্যজ্ঞানের প্রদানপ্রথা আছে, তাহাতে নাদ-ব্রহ্ম ও প্রণবের মাহাত্ম্য-উদ্গীত। উহাও ফলভোগবাদের চরম ভাব মাত্র। ভোগ ও ত্যাগ-পন্থার অতিরিক্ত ভগবৎসেবন-পন্থার যে ফলপ্রতিম নিত্য প্রাকট্য পরিদৃষ্ট হয়, উহার প্রাপকসূত্রে ভগবান্ই উদ্দিষ্ট, সুতরাং উহা জৈবজ্ঞানের যথেচ্ছাচার-মাত্র নহে। ভগবদুপাসনাকাণ্ডে দিব্যজ্ঞানের উপদেশ ভগবন্মন্ত্র ও ভগবন্নামাদি কথিত। কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে নামমন্ত্রাদির বিধান ভক্তিপথের সহিত সমদর্শনে দৃষ্ট হইলেও পরস্পরের মধ্যে আকাশপাতাল-ভেদ অবস্থিত। ভ্রমক্রমে সমন্বয়বাদী এই বিষয়-বিচারে বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করেন।

দিব্যজ্ঞান-প্রদানকার্য্যে যে মন্ত্রের উপদেশ দেখা যায়, তাহাতে প্রণবের সংযোগে ও বীজ পুটিত করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক দুই প্রকারে এবং পাঞ্চরাত্রিক-মতে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদত্ত হয়। অধিকারলব্ধ-বিচারে বৈদিকমন্ত্রের প্রয়োগ, অনধিকার-বিচারে পাঞ্চরাত্রিক-মন্ত্রের বিধান। এস্থলে অনুপনীত অনধিকারী ধ্রুবকে অধিকারিজ্ঞানে যে মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বেদানুগ পৌরাণিক মন্ত্র—বেদের একায়নশাখা পুষ্ট। বাজসনেয়িগণ লব্ধাধিকারে যে মন্ত্র লাভ করেন, তাহা মনুক্ত ত্রিজাবস্থা।

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ ।।"

বাহ্যদৃষ্টিতে অনধিকারী জনকে অধিকারী জানিয়া প্রণবযুক্ত মন্ত্র-প্রদান-সন্দর্শনে অনেকের মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের ব্যাখ্যায় আমরা জানিতে পারি যে, বিষ্ণুমন্ত্রের উপদেশে অনুপনীত অবস্থায় প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র, যাহা দ্বিজত্ব বা মৌঞ্জিবন্ধনের অপেক্ষা করে, উহাই বিষ্ণু-মন্ত্রলাভোপযোগী ব্যক্তির সম্বন্ধে নিরস্ত হইয়াছে। লব্ধাধিকার দ্বিজ তৃতীয়-জন্মলাভকালের মন্ত্র একজন্মা বৈষ্ণবোচিত স্বাধিকার সহ প্রাপ্ত হইলেন। কলিকালে এইরূপ বিধান সঙ্গত না হওয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর বিচারানুগমনে আচার্য্যপাদ শ্রীসনাতন ও গোপালভট্ট পঞ্চরাত্র হইতে এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ।।"

ব্রাহ্মণকেই উপনয়ন-সংস্কার দিতে হইবে এবং তাহাতেই ত্রিজাধিকার তাহার লভ্য হইবে। কিন্তু কালপ্রভাবে সেই প্রথা স্ব স্ব-শৌক্রবংশেই আবদ্ধ হইয়া পড়ায় অনেকস্থলে প্রকৃত ব্রাহ্মণকে উপনয়ন-সংস্কার দেওয়া হয় না। প্রস্তাবিত উপনয়ন-সংস্কার অষ্টমবর্ষে দিবার বিধানে আমরা জানিতে পারি যে, শৌক্র পারম্পর্য্যরক্ষার জন্য এই নীতি প্রবল হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণকেই উপনয়ন দিতে হইবে, ব্রাহ্মণেতরকে নহে ।। ৫৪ ।।

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ।
শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চ্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভুম্ ।।৫৫।।

অন্বয়ঃ—শুচিভিঃ সলিলৈঃ মাল্যৈঃ বন্যৈঃ (বনজাতৈঃ) মূলফলাদিভিঃ শস্তাঙ্কুরাংশুকৈঃ (শস্তৈঃ দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ বন্যৈরেব অংশুকৈঃ ভূর্জত্বপাদিভিঃ) প্রিয়য়া (ভগবদ্দয়িতয়া) তুলস্যা চ প্রভুম্ অর্চ্চেৎ (অর্চ্চয়েৎ) ।। ৫৫ ।।

অনুবাদ—পবিত্র জল, মাল্য, বনজাত ফলমূলাদি প্রশস্ত দূর্ব্বাঙ্কুর, ভূর্জত্বগ্রূপ পট্টবস্ত্র এবং ভগবৎ-প্রিয় তুলসী প্রভৃতি পূজোপকরণদ্বারা বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে ।। ৫৫ ।।

বিশ্বনাথ—বন্যৈরেবাংশুকৈর্ভূর্জত্বগাদিভিঃ ।।৫৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বন্যৈঃ'—অরণ্যজাত ফল-

মূলাদির দ্বারা। 'অংশুকৈঃ'—ভূর্জ্জ-ত্বগাদি (পট্টবস্ত্রের) দ্বারা ॥ ৫৫ ॥

লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চ্চাং ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু বার্চ্চয়েৎ।
আভৃতাত্মা মুনিঃ শান্তো যতবাঙ্মিতবন্যভুক্ ॥৫৬॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যময়ীং (শিলাদিভির্নির্ম্মিতাম্) অর্চ্চাং (প্রতিমাং) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) আভৃতাত্মা (আভৃতঃ বশীকৃতঃ আত্মা চিত্তং যেন স তথা অতএব) শান্তঃ (বিক্ষেপরহিতঃ) মুনিঃ (মননপরঃ) যতবাক্ (গৃহীতমৌনঃ) মিতবন্যভুক্ (মিতং পরিমিতং বন্যং ফলমূলাদিকং ভুঙ্ক্তে যঃ সঃ তাদৃশঃ সন্) ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু (ক্ষিত্যাদিষু ক্ষিতিজলাদিষু বা (ভগবন্তং নারায়ণম্) অর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—দ্রব্যময়ী শ্রীঅর্চ্চা প্রাপ্ত হইলে সংযতচিত্ত, শান্ত, মননশীল, সংযতবাক্ এবং পরিমিতি সাত্ত্বিক আহারবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাতেই পূজাবিধান করিবে। তদভাবে মৃত্তিকা-জলাদিতে ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যময়ীং শিলাদিনির্ম্মিতামর্চ্চাং প্রতিমাং প্রাপ্য তামর্চ্চয়েৎ। পুনঃ ক্ষিত্যম্ব্বাদিষ্বপি। আভৃতাত্মা সম্যগ্‌ধৃতচিত্তঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যময়ীম্ অর্চ্চাং'—শিলাদিনির্ম্মিত প্রতিমা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকেই অর্চ্চনা করিবে। পুনরায় (তদভাবে) মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিতে পূজা করিবে। 'আভৃতাত্মা'—আভৃত অর্থাৎ ইতরবিষয় হইতে নিবারিত হইয়াছে আত্মা (চিত্ত) যাহা কর্ত্তৃক, সম্যক্ ধৃতচিত্ত (অর্থাৎ সংযতচিত্ত হইয়া অর্চ্চনা করিবে) ॥ ৫৬ ॥

স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিন্ত্যনিজমায়য়া।
করিষ্যত্যুত্তমঃশ্লোকস্তদ্ধ্যায়েদ্ধৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বেচ্ছাবতারচরিতৈঃ (স্বেচ্ছয়া এব উপাত্তাঃ গৃহীতাঃ ন তু কর্ম্মণা যে অবতারাঃ বরাহাদয়ঃ তেষাং চরিতৈঃ ব্যাপারৈঃ) অচিন্ত্যনিজমায়য়া (অচিন্ত্যয়া নিজমায়য়া শক্ত্যা) উত্তমঃশ্লোকঃ (ভগবান্) যৎ করিষ্যতি (তৎ) হৃদয়ঙ্গমং (হৃদ্যং মনোহরং চরিতং) ধ্যায়েৎ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—অচিন্ত্যস্বরূপ শক্তি আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশে যে যে অবতার ও লীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া থাকেন, উত্তমশ্লোক ভগবানের সেই সেই অবতার ও হৃদ্যচরিত্রসমূহ ধ্যান করিবে ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ করিষ্যতীতি তদানীমবতার-প্রাচুর্য্যাভাবাৎ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ করিষ্যতি'—(অর্থাৎ পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরি, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতার স্বীকার করতঃ) যাহা করিবেন—ইহা তৎকালে ভগবানের অবতারের প্রাচুর্য্যের অভাববশতঃ উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥

পরিচর্য্যা ভগবতো যাবত্যঃ পূর্ব্বসেবিতাঃ।
তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুঞ্জ্যান্মন্ত্রমূর্ত্তয়ে ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ যাবত্যঃ পূর্ব্বসেবিতাঃ (পূর্ব্বৈঃ সেবিতাঃ সেবনং কারিতাঃ কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতাঃ) তাঃ পরিচর্য্যাঃ মন্ত্রহৃদয়েনৈব (পূর্ব্বোক্ত "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইতিদ্বাদশাক্ষরেণ) মন্ত্রমূর্ত্তয়ে (মন্ত্র এব মূর্ত্তিঃ বিগ্রহঃ যস্য তস্মৈ ভগবতে) প্রযুঞ্জ্যাৎ (যুক্তাঃ কুর্য্যাৎ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—ভগবানের যতপ্রকার পরিচর্য্যার বিষয় প্রাচীনগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা তৎসমুদয়ই সেই মন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বসেবিতাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বভক্তৈরনুষ্ঠিতাস্তা পরিচর্য্যাঃ গন্ধচন্দন-তাম্বূল-ছত্র-চামরাদিবিবিধদ্রব্যবতীর্মন্ত্রহৃদয়েনৈব মূলমন্ত্রোচ্চারণেনৈব মনসা প্রকল্প্যানীতৈরেবোপচারৈরিত্যর্থঃ। বিরক্তস্য প্রস্তুততত্তদ্বস্ত্বভাবাদিতি ভাবঃ। মন্ত্রমূর্ত্তয়ে মন্ত্রেণৈব ধ্যাতা মূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ তং প্রসাদয়িতুং প্রযুঞ্জ্যাৎ বিদধীত ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পূর্ব্বসেবিতাঃ পরিচর্য্যাঃ'—পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে সকল পরিচর্য্যা (পূজার প্রকার, সেবা) তাহা, অর্থাৎ গন্ধচন্দন, তাম্বূল, ছত্র, চামরাদি বিবিধ দ্রব্যযুক্তা সেবা, 'মন্ত্র-

হৃদয়েনৈব'—মূলমন্ত্র উচ্চারণের দ্বারাই করিবে, মনের দ্বারা চিন্তাপূর্ব্বক আনীত উপচারের দ্বারা—এই অর্থ। বিরক্তজনের প্রকৃতপক্ষে সেই সেই বস্তুর অভাববশতঃই, এই ভাব। 'মন্ত্রমূর্ত্তয়ে'—মন্ত্রের দ্বারাই ধ্যাত হইয়াছে মূর্ত্তি যাঁহার, তাঁহাকে, অর্থাৎ তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত (মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি) 'প্রযুঞ্জ্যাৎ'—প্রয়োগ করিবে (অর্থাৎ সমর্পণ করিবে) ॥ ৫৮ ॥

মধ্ব—মন্ত্রহৃদয়েন—মন্ত্রেণ চ নমঃ শব্দেন চ ॥ ৫৮ ॥

এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্।
পরিচর্য্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎপরিচর্য্যয়া। ৫৯ ॥
পুংসামমায়িনাং সম্যগ্ভজতাং ভাববর্দ্ধনঃ।
শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ধর্ম্মাদিষু দেহিনাম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (উক্তরীত্যা) কায়েন (সলিলাদিভিঃ) মনসা (ধ্যানাদিভিঃ) বচসা (জপাদিভিঃ) ভক্তিমৎপরিচর্য্যয়া (ভক্তিমৎকর্ত্তৃকা বা পরিচর্য্যা তয়া) পরিচর্য্যমাণঃ (সেব্যমানঃ) ভগবান্ অমায়িনাং (দম্ভরহিতানাং) পুংসাং ধর্ম্মাদিষু (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু) যৎ অভিমতং (বাঞ্ছিতং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) (তৎ এব) দিশতি (প্রযচ্ছতি) (তত্রাপি) সম্যগ্ভজতাং (শুদ্ধ-ভাগবতপাদাশ্রয়েণ আরাধয়তাং) দেহিনাং মনোগতং (কথনীয়ং মুক্তেরপি গরিষ্ঠং পুত্রত্বাদিরূপে স্বস্মিন ভাবমিত্যর্থঃ) ভাববর্দ্ধনঃ (প্রেমভক্তিং বর্দ্ধয়তি ইতি তথাভূতঃ সন্ অতঃ দিশতি) ॥ ৫৯-৬০ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে কায়, মন ও বাক্যদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিলে ভগবান্ দম্ভরহিত পুরুষগণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গমধ্যে আরাধকের যেটী বাঞ্ছিত—শ্রেয়ঃ সেইটীই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সম্যগ্রূপে অর্থাৎ শুদ্ধ ভাগবত গুরুর পদাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবদর্চ্চনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রেমভক্তি প্রদান করেন। যেহেতু ভগবান্ দেহধারী ভক্তের ভাব-ভক্তি-বর্দ্ধনকারী ॥ ৫৯-৬০ ॥

বিশ্বনাথ—এবমুক্তরীত্যা মনোগতং যথা স্যাত্তথা কায়াদির্ভক্তিমত্যা শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিযুক্তয়া পরিচর্য্যয়া। ধর্ম্মাদিষু মধ্যে যদভিমতং তৎ দিশতি দদাতি ॥ ৫৯-৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্'—এইপ্রকার পূর্ব্বোক্ত রীতিতে মনোগত যেভাবে হয়, তদ্রূপে শরীর, মন প্রভৃতির দ্বারা, 'ভক্তিমৎপরিচর্য্যয়া'—ভক্তিমতী অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্তিযুক্তা পরিচর্য্যার দ্বারা। 'ধর্ম্মাদিষু'—ধর্ম্মাদির মধ্যে (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ইহার মধ্যে) দেহিগণের যাহা অভিলষিত, তাহা প্রদান করেন ॥ ৫৯-৬০ ॥

বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা।
তং নিরন্তরভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্তু) ইন্দ্রিয়রতৌ (বিষয়ভোগে) বিরক্তঃ চ (চকারান্মোক্ষেঽপি (স) নিরন্তরভাবেন (জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যো ভাবো দাস্যাদি যত্র তেন) ভূয়সা ভক্তিযোগেন অদ্ধা (সাক্ষাৎ) বিমুক্তয়ে (প্রেমবৎপার্ষদত্বায়) তং (হরিং) ভজেত ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—যিনি ধর্ম্মার্থকামরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ এমন কি মোক্ষেও বিরক্ত, তিনি জ্ঞানকর্ম্মাদি ব্যবধানশূন্য বিপুল ভক্তিযোগে ঐকান্তিকভাবে সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি-লাভের জন্য শ্রীহরির ভজনা করিবেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—যস্তু ইন্দ্রিয়রমণে ত্রিবর্গে বিরক্তঃ চকারান্মোক্ষেঽপি স চ নিরন্তরো জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যো ভাবো দাস্যাদির্যত্র তেন। বিশিষ্টমুক্তয়ে প্রেমবৎ-পার্ষদত্বায় ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রিয়রতৌ'—ইন্দ্রিয়রমণে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সাধ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ ক্রিয়াতে, যিনি বিরক্ত, চ-কার প্রয়োগহেতু মোক্ষবিষয়েও যিনি বিরক্ত, তিনি 'নিরন্তর-ভাবেন'—নিরন্তর অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মাদির ব্যবধানশূন্য যে ভাব, অর্থাৎ ভগবৎদাস্যাদি, তাহার দ্বারা। 'বিশিষ্টমুক্তয়ে'—প্রেমযুক্ত ভগবৎপার্ষদত্ব লাভের নিমিত্ত (শ্রীহরির ভজনা করিবেন।) ॥ ৬১ ॥

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ ।
যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চ্চিতম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্যুক্তঃ (নারদেন এবম্ উক্তঃ) নৃপার্ভকঃ (সঃ ধ্রুবঃ) তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুণ্যং (পুণ্যজনকং) হরেঃ (ভগবতঃ) চরণচর্চ্চিতং (চরণাভ্যাং চর্চ্চিতং মণ্ডিতং) মধুবনং যযৌ (গতবান্) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ এই প্রকার উপদেশ করিলে নৃপতিনন্দন ধ্রুব প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীহরিচরণাঙ্কিত পবিত্র মধুবনে গমন করিলেন ॥৬২॥

বিশ্বনাথ—হরেঃ প্রতিকল্পমাবির্ভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাভ্যাং চর্চ্চিতম্ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরেঃ চরণ-চর্চ্চিতম্'—প্রতিকল্পে শ্রীহরির আবির্ভাব-হেতু শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের দ্বারা স্পৃষ্ট মধুবন ॥ ৬২ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা ।
কিংবা ন রিষ্যতে কামো ধর্ম্মো বার্থেন সংযুতঃ ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদ উবাচ। হে রাজন্ (ত্বং) পরিশুষ্যতা মুখেন (উপলক্ষিতঃ) দীর্ঘং কিং ধ্যায়সে ? (চিন্তয়সি ?) অর্থেন সংযুক্তঃ (সহিতঃ) কামঃ ধর্ম্মঃ কিংবা ন রিষ্যতে (ন নশ্যতি ইতি সবিতর্কঃ প্রশ্নঃ) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন্, আপনি ম্লানমুখে দীর্ঘকাল যাবৎ কি চিন্তা করিতেছেন ? আপনার ধর্ম্ম, অর্থ কিম্বা কাম নষ্ট হইয়াছে কি ? ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন রিষ্যতে ন নশ্যতি কিং বেতি সবিতর্কঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন রিষ্যতে বা'—নষ্ট হইয়াছে কি ?—ইহা সবিতর্ক প্রশ্ন ॥ ৬৪ ॥

তপোবনং গতে তস্মিন্ প্রবিষ্টোঽন্তঃপুরং মুনিঃ ।
অর্হিতার্হণকো রাজ্ঞা সুখাসীন উবাচ হ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—(এবম্প্রকারেণ) তস্মিন্ (ধ্রুবে) তপোবনং (মধুবনং) গতে (সতি) মুনিঃ (নারদঃ) অন্তঃপুরং (রাজ্ঞঃ উত্তানপাদস্য পুরম্) প্রবিষ্টঃ রাজ্ঞা (উত্তানপাদেন) অর্হিতার্হণকঃ (অর্হিতং সৎকৃত্য সমর্পিতম্ অর্হণম্ অর্ঘ্যাদিঃ তৎ যস্মৈ) সুখাসীনঃ (সুখেন আসীনঃ তং রাজানম্) উবাচ ॥৬৩॥

অনুবাদ—ধ্রুব তপোবনে গমন করিলে দেবর্ষি নারদও অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাজদত্ত অর্ঘ্যাদি গ্রহণ করিয়া সুখাসনে উপবেশনপূর্ব্বক রাজা উত্তানপাদকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—অর্হিতং সৎকৃত্য সমর্পিতমর্হণমর্ঘ্যাদি যস্মৈ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অর্হিতার্হণকঃ'—অর্হিত অর্থাৎ সৎকারপূর্ব্বক সমর্পিত হইয়াছে 'অর্হণ'—পাদ্য, অর্ঘ্যাদি যাঁহাকে, সেই মুনি (দেবর্ষি নারদ) ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ স্ত্রৈণেনাকরুণাত্মনা ।
নির্ব্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্ কবিঃ ॥৬৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজোবাচ। (হে) ব্রহ্মন্ ! (নারদ) স্ত্রৈণেন (স্ত্রীবশ্যেন) অকরুণাত্মনা (নির্দ্দয়েন) মে (ময়া) পঞ্চবর্ষঃ (গুণৈঃ) মহান্ কবিঃ (ধীমাংশ্চ) বালকঃ সুতঃ মাত্রা (সুনীত্যা) সহ (সহিত অনাদৃতত্বাৎ) নির্ব্বাসিতঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমি স্ত্রীবশীভূত হইয়া নিষ্ঠুরহৃদয়ে আমার পঞ্চমবর্ষীয় সুবোধ বালকপুত্রকে তাহার জননীর সহিত নির্ব্বাসিত করিয়াছি ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—সহ মাত্রেতি তস্যা অপ্যনাদৃতত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহ মাত্রা'—মাতার সহিত (যে বালক নির্ব্বাসিত হইয়াছে)—ইহা তাঁহাকেও (ধ্রুব-জননী সুনীতিকেও) অনাদর করায় উক্ত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্ মাস্মাদন্ত্যর্ভকং বৃকাঃ।
শ্রান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিম্লানমুখাম্বুজম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! অপি (কিংস্বিৎ) বনে অনাথম্ (অসহায়ং) শ্রান্তং ক্ষুধিতং পরিম্লান-মুখাম্বুজং (পরিম্লানং শুষ্কং মুখাম্বুজং যস্য তম্) অর্ভকং (ধ্রুবং) বৃকাঃ মাস্ম অদন্তি ন খাদন্তি? ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, সেই অনাথ, সুশীল, ক্ষুধার্ত্ত ম্লানবদন বালকটীকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু এতদিনে কি ভক্ষণ করে নাই? ॥ ৬৬ ॥

অহো মে বত দৌরাত্ম্যং স্ত্রীজিতস্যোপধারয়।
যোঽঙ্কং প্রেম্ণারুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দমসত্তমঃ ॥৬৭॥

অন্বয়ঃ—অহো! স্ত্রীজিতস্য (স্ত্রিয়া জিতস্য স্ত্রৈণস্য) মে (মম) দৌরাত্ম্যম্ উপধারয় (পশ্য)। যঃ অসত্তমঃ (অহং) প্রেম্ণা (অত্যাদরেণ) অঙ্কং (ক্রোড়ম্) আরুরুক্ষন্তম্ (আরোঢ়ুমিচ্ছন্তং ধ্রুবং) ন অভ্যনন্দম্ (ন অভিনন্দিতবানস্মি) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—অহো, আমি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কি দৌরাত্ম্যই প্রকাশ করিয়াছি! অমার দুর্বৃত্ততা দেখুন। বালক প্রেমবশতঃ আমার ক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু আমি এমন নরাধম যে, তাহাকে একটীবার আদর পর্য্যন্ত করি নাই ॥ ৬৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

মা মা শুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে।
তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্‌ক্তে যদ্‌যশো জগৎ ॥৬৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(হে) বিশাম্পতে, (রাজন্,) দেবগুপ্তং (দেবেন শ্রীহরিণা গুপ্তম্ আত্মসাৎ কৃত্বা রক্ষিতং) স্বতনয়ং (নিজতনয়ং) তৎ-প্রভাবং (তৎ তস্য স্বতনয়স্য ধ্রুবস্য প্রভাবং মহিমানম্) অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) যদ্‌যশঃ (যস্য কীর্ত্তিঃ) জগৎ প্রাবৃঙ্‌ক্তে (ব্যাপ্নোতি) (তং বালং প্রতি) মা মা শুচঃ (তস্য শোকং মা কার্ষীঃ) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে প্রজানাথ, আপনার পুত্রকে দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। আপনার পুত্রের যশঃ জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে। আপনি তাহার মহিমা অবগত নহেন। অতএব তাহার জন্য বৃথা শোক করিবেন না ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বনাথ—মা মা সর্ব্বথৈব শোকং মা কুরু। তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। প্রাবৃঙ্‌ক্তে ব্যাপস্যতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানত্বম্ ॥ ৬৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মা মা শুচঃ'—সর্ব্বথাই শোক করিবেন না। 'তৎপ্রভাবম অবিজ্ঞায়'—আপনি তাহার (ধ্রুবের) প্রভাব না জানিয়া অবস্থান করিতেছেন—এই অর্থ। 'প্রাবৃঙ্‌ক্তে'—আপনার পুত্রের যশ জগৎ আবৃত করিবে (অর্থাৎ পুত্রের যশে জগৎ ব্যাপ্ত হইবে)। 'প্রাবৃঙ্‌ক্তে'—ইহা বর্ত্তমান-সামীপ্যে বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়াছে। ['বর্ত্তমান-সামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্ বা'—অর্থাৎ বর্ত্তমানকালের সন্নিহিত ভবিষ্যৎকালে বিকল্পে লট্ ও লৃট্ হয়। এই সূত্র অনুসারে ভবিষ্যৎকালের বিষয় বর্ত্তমান-সামীপ্য বলিয়া এখানে প্রাবৃঙ্‌ক্তে লটের প্রয়োগ হইয়াছে।] ॥ ৬৮ ॥

সুদুষ্করং কর্ম্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ।
এষ্যত্যচিরতো রাজন্ যশো বিপুলয়ংস্তব ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, লোকপালৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) অপি সুদুষ্করম্ (অসাধ্যং) কর্ম্ম (ভগবদারাধনং) কৃত্বা প্রভুঃ (মহাত্মা ধ্রুবঃ) তব যশঃ (খ্যাতিং) বিপুলয়ন্ (বিস্তারয়ন্) অচিরতঃ (আশু) এষ্যতি (আগমিষ্যতি) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, লোকপালগণেরও যাহা সুদুষ্করা কর্ম্ম, সেই ভগবদারাধনারূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ধ্রুব আপনার যশোবিস্তারপূর্ব্বক অচিরেই প্রত্যাগমন করিবেন ॥ ৬৯ ॥

মধ্ব—

তস্যৈব যোগ্যত্বাল্লোকপালানাং দুষ্করম্।
নাশক্যং দেবতানাং তু যদন্যৈঃ শক্তিতুং কৃচিৎ।
শক্তা অপি ন কুর্ব্বন্তি যদন্যবিহিতং বুধাঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৬৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুত্য জগতীপতিঃ।
রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—জগতীপতিঃ (রাজা উত্তানপাদঃ) দেবর্ষিণা (নারদেন) প্রোক্তম্ ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) বিশ্রুত্য রাজলক্ষ্মীম্ অনাদৃত্য পুত্রম্ এব (ধ্রুবমেব) অন্বচিন্তয়ৎ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, ভূপতি উত্তানপাদ দেবর্ষি নারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রাজলক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত অনাদর করতঃ নিরন্তর পুত্রচিন্তায় বিভোর হইলেন ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্রুত্য বিস্রভ্যেতি চ পাঠঃ ॥ ৭০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্রুত্য'—দেবর্ষি নারদের কথা শুনিয়া। এই স্থলে 'বিস্রভ্য'—এইরূপ পাঠও রহিয়াছে, অর্থ—বিশ্বাস করিয়া ॥ ৭০ ॥

তত্রাভিষিক্তঃ প্রযতস্তামুপোষ্য বিভাবরীম্।
সমাহিতঃ পর্য্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষম্ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্যাং যমুনায়াম্) অভিষিক্তঃ (স্নাতঃ সঃ ধ্রুবঃ) প্রযতঃ (পূতঃ) সমাহিতঃ (সন্) (যস্যাং তত্র প্রাপ্তঃ) তাং (যস্যাং প্রাপ্তঃ তাং (বিভাবরীং (রাত্রিম্) উপোষ্য (অনাহারেণ নীত্যা) ঋষ্যাদেশেন (নারদোক্তপ্রকারেণ) পূরুষং (পুরুষোত্তমং ভগবন্তং) পর্য্যচরৎ (সেবিতবান্) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—এদিকে ধ্রুব কালিন্দীতে অবগাহন করিয়া পবিত্র ও সংযতভাবে একাগ্রচিত্তে সেই রাত্রিতে উপবাসী রহিলেন এবং দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে পুরুষোত্তম শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭১ ॥

বিশ্বনাথ—মধুবনে ধ্রুবঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রেতি। অভিষিক্তঃ স্নাতঃ। প্রযতঃ পূতঃ ॥ ৭১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মধুবনে গিয়া ধ্রুব কি করিলেন—ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। 'অভিষিক্তঃ'—স্নান করিয়া। 'প্রযতঃ'—পবিত্র হইয়া ॥ ৭১ ॥

মধ্ব—দৃষ্ট্যা নিরূপণয়া। আদেশেন উপদেশেন ॥ ৭১ ॥

ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিত্থবদরাশনঃ।
আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ মাসং নিন্যেঽর্চ্চয়ন্ হরিম্ ॥৭২॥

অন্বয়ঃ—ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিত্থবদরাশনঃ (কপিত্থানি বদরাণি চ অশনং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ, (আত্মনঃ শরীরস্য বৃত্তির্বর্ত্তনং স্থিতিঃ তদনুসারেণ, যাবতা অশিতেন শরীরনির্ব্বাহঃ স্যাৎ তাবৎ অশন্) হরিম্ অর্চ্চয়ন্ মাসং (প্রথমমাসং) নিন্যে (যাপয়ামাস) ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—প্রতি তিন দিবস অন্তর ধ্রুব কপিত্থ ও বদরীফল মাত্র ভোজন করিয়া কোন প্রকারে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনায় প্রথম মাস অতিবাহিত করিলেন ॥ ৭২ ॥

বিশ্বনাথ—কপিত্থবদরমাত্রভোজী আত্মনো বৃত্তে-র্জীবিকায়া অনুসারঃ স্বীকারস্তেন ॥ ৭২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কপিথ-বদরাশনঃ'—কপিত্থ (কয়েতবেল) ও বদরী (কুল) ফলমাত্র ভোজন করিয়া। 'আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ'—আত্মা বলিতে শরীর, তাহার বৃত্তি জীবিকা, তাহার অনুসার স্বীকার, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ যতটুকু ভোজন করিলে শরীর-নির্ব্বাহ হয়, ততটুকু মাত্র ভোজন করিয়া ॥ ৭২ ॥

দ্বিতীয়ঞ্চ তথা মাসং ষষ্ঠে ষষ্ঠেঽর্ভকো দিনে।
তৃণপর্ণাদিভিঃ শীর্ণৈঃ কৃতান্নোঽভ্যর্চ্চয়ন্ বিভুম ॥৭৩॥

অন্বয়ঃ—তথা দ্বিতীয়ঞ্চ মাসং ষষ্ঠে ষষ্ঠে দিনে অর্ভকঃ (সঃ ধ্রুবঃ) শীর্ণৈঃ (স্বয়ং পতিতৈঃ শুষ্কৈঃ) তৃণপর্ণাদিভিঃ কৃতান্নঃ (কৃতাহারঃ) বিভুং (ভগবন্তম) অভ্যর্চ্চয়ন্ (নিন্যে ইত্যন্বয়ঃ) ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় মাস আরম্ভ হইলে বালক ধ্রুব প্রত্যেক ষষ্ঠ দিবসে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত শুষ্ক তৃণপত্রাদি আহার করিয়া ভগবানের সেবা করিতে লাগিলেন, এইরূপে দ্বিতীয় মাস অতিবাহিত করিলেন ॥ ৭৩ ॥

তৃতীয়ঞ্চানয়ন্ মাসং নবমে নবমেহহনি ।
অব্‌ভক্ষ উত্তমঃশ্লোকমুপাধাবৎ সমাধিনা ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৃতীয়ঞ্চ মাসং নবমে নবমে অহনি (দিবসে) অব্‌ভক্ষঃ (জলাহারঃ সন্) আনয়ন্ (ঈষৎ ইব অনায়াসেন নয়ন্ চ) উত্তমঃশ্লোকং (ভগবন্তং) সমাধিনা (একাগ্রচিত্তেন) উপাধাবৎ (অচিন্তয়ৎ) ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তৃতীয় মাসে প্রতি নয় দিবস অন্তর জলমাত্র পান করিয়া একাগ্রচিত্তে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের আরাধনা-তৎপর হইলেন ॥ ৭৪ ॥

চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেহহনি ।
বায়ুভক্ষো জিতশ্বাসো ধ্যায়ন্ দেবমধারয়ৎ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ঃ—চতুর্থম্ অপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশে অহনি (দিবসে) জিতশ্বাসঃ (জিতপ্রাণঃ) বায়ুভক্ষঃ (বায়ুমেব ভক্ষয়ন্) দেবং (নারায়ণং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্ দেহম্) অধারয়ৎ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্থ মাস পতিত হইলে প্রত্যেক দ্বাদশ দিবসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া শ্বাস জয় করতঃ শ্রীনারায়ণকে ধ্যানদ্বারা আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

পঞ্চমে মাস্যনুপ্রাপ্তে জিতশ্বাসো নৃপাত্মজঃ ।
ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পদৈকেন তস্থৌ স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ঃ—পঞ্চমে মাসি অনুপ্রাপ্তে (উপস্থিতে সতি) জিতশ্বাসঃ (জিতপ্রাণঃ) নৃপাত্মজঃ (ধ্রুবঃ) একেন পদা (স্থিত্বা) ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) অচলঃ স্থাণু (পর্ব্বতঃ) ইব তস্থৌ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—পঞ্চম মাসে জিতপ্রাণ রাজনন্দন ধ্রুব একপদে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥

মধ্ব—

যত্র দেবৈঃ কৃতে বিঘ্নে খণ্ডিতো ন পুমান্ ভবেৎ ।
তত্র তদ্‌যশসে বিঘ্নং কুর্য্যুর্ন তু বিঘাতনে ॥
যত্র খণ্ডিততা তত্র খণ্ডনায়ৈব কেবলম্ ।
সত্যকামা যতো দেবাস্তে চিত্তাদ্যভিমানিনঃ ॥
অতো বিমোহনায়ৈব প্রাপ্নুয়ুস্তে পরাজয়ম্ ।
তেষামশক্তিতোক্তিশ্চ বিমোহায় সুরদ্বিষাম্ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৭৬ ॥

সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্ ।
ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরম্ ॥৭৭॥

অন্বয়ঃ—ভূতেন্দ্রিয়াশয়ং (ভূতানি শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়াণি চ আশেরতে যস্মিন্ তৎ) মনঃ সর্ব্বতঃ আকৃষ্য হৃদি ভগবতঃ (নারায়ণস্য) রূপং ধ্যায়ন্ অপরং কিঞ্চন ন আদ্রাক্ষীৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—শব্দাদি ভূতের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিশ্রামস্থান মনকে বিষয় হইতে হৃদয়মধ্যে আকর্ষণ করিয়া কেবল ভগবদ্‌রূপ-ধ্যান-তৎপর হওয়ায়, ধ্রুব ভগবানের রূপ ব্যতীত অপর বাহ্যবিষয় আর কিছুই দেখিলেন না ॥ ৭৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতানাং প্রাণিনামিন্দ্রিয়েষু ন শেরতে ন বিষয়ীভবতীতি তথাভূতং ভগবদ্রূপম্ ; যদ্বা,—আ সম্যক্ শেতে, ন তু জাগর্ত্তীতি তেষামগম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্'—প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সমূহে যাহা শয়ন করে না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় না, তাদৃশ ভগবানের রূপ (ধ্যান করিতে থাকায়, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না)। অথবা—'আ-শয়ম' প্রাণিদিগের ইন্দ্রিয়সকলে সম্যক্‌রূপে শয়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু জাগ্রত হন না, অর্থাৎ তাহাদের অগম্য (ইন্দ্রিয়াতীত) যে ভগবদ্রূপ —এই অর্থ ॥ ৭৭ ॥

মধ্ব—ভূতেন্দ্রিয়াশ্রয়ং ভগবদ্রূপম্ ॥ ৭৭ ॥

আধারং মহদাদীনাং প্রধানপুরুষেশ্বরম্ ।
ব্রহ্ম ধারয়মাণস্য ত্রয়ো লোকাশ্চকম্পিরে ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রধানপুরুষেশ্বরং (প্রধানপুরুষয়োঃ অপি ঈশ্বরং কারণম্ অতএব) মহদাদীনাম্ (অপি) আধারম্ (অক্ষরং) ব্রহ্ম ধারয়মাণস্য (ধ্যায়তঃ সতঃ ধ্রুবস্য) ত্রয়ঃ লোকাঃ (তস্য বালস্য তেজঃ সোঢ়ুমশক্ত্রুবন্তঃ) চকম্পিরে (কম্পিতাঃ জাতাঃ) ॥৭৮॥

অনুবাদ—এইরূপে ধ্রুব প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর, সুতরাং মহদাদিরও আধার পরম ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে ত্রিভুবন তাঁহার তেজঃ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পমান হইয়া উঠিল ॥ ৭৮ ॥

বিশ্বনাথ—ধারয়তঃ ধ্যায়তঃ ধ্যায়তি সতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধারয়মাণস্য'—ধারয়তঃ, পরমপুরুষ ভগবানের ধারণ করিতে থাকিলে, অর্থাৎ তাঁহাকে ধ্যান করিতে থাকিলে, (ধারণাকারী ধ্রুবের তেজে ত্রিভুবন কম্পিত হইল)—এই অর্থ ॥ ৭৮ ॥

যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজ-
স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী।
ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা
তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ পার্থিবাত্মজঃ (রাজপুত্রঃ ধ্রুবঃ) যদা একপাদেন তস্থৌ, তত্র (তদা) তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা (তৎ তস্য ধ্রুবস্য অঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়িতা আক্রান্তা সতী) মহী (পৃথিবী) ইভেন্দ্রধিষ্ঠিতা (ইভেন্দ্রেণ গজরাজেন অধিষ্ঠিতা আক্রান্তা) তরীব (নৌঃ যথা) পদে পদে সব্যেতরতঃ (সব্যতঃ বামতঃ তদন্যতঃ দক্ষিণতশ্চ নমতি, তদ্বৎ) অর্দ্ধম্ (অর্দ্ধদেশং) ননাম ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—সেই রাজপুত্র ধ্রুব যখন একপাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠপীড়নে নিপীড়িতা হইয়া ধরিত্রী অর্দ্ধাংশে অবনতা হইয়া পড়িলেন ; বোধ হইল, যেন গজরাজ একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণ ও বামপদ পরিবর্ত্তন করিতেছে এবং সেই সময় তরণীখানি মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইতেছে ॥ ৭৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদা তস্যাঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়িতা মহী। অর্দ্ধমর্দ্ধপ্রদেশং ব্যাপ্য ননাম। কালভাবেত্যাদিনা কর্ম্মত্বং, ইভেন্দ্রেণাধিষ্ঠিতা তরী নৌর্যথা পদে পদে সব্যাতো দক্ষিণতশ্চ নমতি তদ্বৎ ॥ ৭৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠের ভারে পৃথিবী নিপীড়িতা হইল। 'অর্দ্ধম্'—অর্দ্ধপ্রদেশ ব্যাপিয়া পৃথিবী নতা হইয়া পড়িল। 'অর্দ্ধম্'—ইহা 'কাল-ভাব' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ['কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে'—অত্যন্ত-সংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বুঝাইলে কাল-পরিমাণবাচক (মাসাদি) এবং অধ্ব-পরিমাণবাচক (ক্রোশাদি) শব্দের উত্তর কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়—এই সূত্র অনুসারে এখানে অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া, এই অর্থে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।]

'ইভেন্দ্রাধিষ্ঠিতা,—ইভেন্দ্র অর্থাৎ গজরাজ নৌকায় আরোহণ করিলে, তাহার বাম ও দক্ষিণ প্রত্যেক পদের ভরে (অর্থাৎ পদ পরিবর্ত্তন কালে), সেই নৌকা যেমন অবনত হইয়া পড়ে, সেইরূপ (এখানে ধ্রুবের একপদে অবস্থানকালে পৃথিবী অর্দ্ধাংশে নত হইয়াছিল) ॥ ৭৯ ॥

তস্মিন্নভিধ্যায়তি বিশ্বমাত্মনো
দ্বারং নিরুধ্যাসুমনন্যয়া ধিয়া।
লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ভৃশং
সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিম্ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (ধ্রুবে) অসুং (প্রাণং) দ্বারং (চ) নিরুধ্য অনন্যয়া ধিয়া (একনিষ্ঠয়া দৃষ্ট্যা)আত্মনঃ (সকাশাৎ) বিশ্বং (বিশ্বাত্মকং বিষ্ণুং) অভিধ্যায়তি (সতি) ভৃশম্ (অত্যন্তং) নিরুচ্ছ্বাস-নিপীড়িতাঃ (শ্বাসনিরোধেন পীড়িতাঃ সন্তঃ) সলোক-পালাঃ (লোকপালৈঃ সহিতাঃ) লোকাঃ (ত্রিলোকস্থাঃ জনাঃ) হরিং শরণং যযু (জগ্মুঃ) ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব যখন প্রাণ ও প্রাণদ্বার নিরোধ-পূর্ব্বক বিশ্বাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে অভিধ্যান করিতে লাগি-লেন, তখন লোকপালসহিত নিখিল লোকের শ্বাসরুদ্ধ হইল ; তাহাতে তাঁহারা নিরতিশয় পীড়িত হইয়া শ্রী-হরির শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৮০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ ধ্রুবে আত্মনো দেহস্য বিশ্বং সর্ব্বমেব দ্বারম্ অসুং প্রাণঞ্চ নিরুধ্য হরিং ধ্যায়তি সতি, লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ইতি ব্যষ্টের্ধ্রুবসং-জ্ঞক-শরীরস্য প্রাণেষু নিরোধনীয়েষু বালত্বাৎ সম-ষ্টেরেব প্রাণান্ ন্যরুন্ধ। অতএব অনন্যয়া ধিয়েতি

ব্যষ্টিসমষ্ট্যোরৈক্যবুদ্ধিরেব তত্র কারণমিত্যর্থঃ ॥৮০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্'—ধ্রুব দেহের সমস্ত দ্বার ও প্রাণ নিরোধপূর্ব্বক ভগবান্ হরির ধ্যান করিতে থাকিলে, 'লোকাঃ নিরুচ্ছ্বাস-নিপীড়িতাঃ'—লোকপাল-সহিত যাবতীয় লোক নিশ্বাসরোধে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া (শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন)। এখানে ব্যষ্টি ধ্রুব-সংজ্ঞক শরীরের প্রাণের নিরোধ হইলে বালক বলিয়া সমষ্টিরই প্রাণ নিরুদ্ধ হইল। অতএব 'অনন্যয়া ধিয়া'—অভেদভাবে ধ্যান করিলে, ইহা বলায়, এখানে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির ঐক্য-বুদ্ধিই কারণ, এই অর্থ ॥ ৮০ ॥

মধ্ব—বিশ্বং ভগবন্তম্। আত্মনো দ্বারং সর্ব্বং জীবোৎপত্ত্যাদিদ্বারম্। লোকানামেব নিরুচ্ছ্বাসঃ লোকপালাস্তদর্থমেব শরণং যযুঃ।

ধ্যাতুর্ধ্রুবস্য কীর্ত্ত্যর্থং হরিণা সহ দেবতাঃ।
লোকোচ্ছ্বাসং নিরুধ্যাথ স্ব-স্বার্থং চ হরিং যযুঃ॥
অন্যপ্রবৃত্তয়স্তেভ্যো ন তেষামমন্যতঃ ক্বচিৎ।
স্বোত্তমেভ্যস্তু দেবেভ্যাস্তেষাং স্যুঃ স্বপ্রবৃত্তয়ঃ॥

ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ৮০ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ—

নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং
চরাচরস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ।
বিধেহি তন্নো বৃজিনাদ্বিমোক্ষং
প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যম্ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচুঃ—(হে) ভগবন্, চরাচরস্য (স্থাবরজঙ্গমরূপস্য) অখিলসত্ত্বধাম্নঃ (অখিল-সত্ত্বানাং নিখিলপ্রাণিনাং ধাম্নঃ শরীরস্য) এবং (কদাচিদপি) প্রাণরোধং ন বিদামঃ (ন বিদ্মঃ, অতঃ) বয়ং শরণ্যং (শরণাগতরক্ষকং) ত্বাং শরণং প্রাপ্তাঃ। তৎ (তস্মাৎ) বৃজিনাৎ (প্রাণনিরোধজনিতাৎ ক্লেশাৎ) নঃ (অস্মাকং) বিমোক্ষং বিধেহি (কুরু) ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আমরা চরাচর নিখিল প্রাণীর ঈদৃশ প্রাণরোধ পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। আপনি শরণাগতপালক—আমরা আপনার শরণাপন্ন। আপনি আমাদিগকে এই প্রাণনিরোধ-জনিত ক্লেশ হইতে মুক্ত করুন ॥ ৮১ ॥

বিশ্বনাথ—এবং প্রাণনিরোধং কদাপি ন বিদ্মঃ। অখিলসত্ত্বধাম্নঃ সর্ব্বপ্রাণিশরীরস্য ॥ ৮১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন এবং'—এই প্রকার প্রাণ-রোধ কখনও অনুভব করি নাই। 'অখিলসত্ত্বধাম্নঃ' —সমস্ত প্রাণীর শরীরের, (অর্থাৎ চরাচর সকল প্রাণীর এই প্রকার প্রাণরোধ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই) ॥ ৮১ ॥

মধ্ব—অখিলসত্ত্বসমূহস্য। তেজঃ শক্তিঃ সমূহশ্চ গৃহং ধামেতি কথ্যতে। ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥৮১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

মা ভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়া-
ন্নিবর্ত্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম।
যতো হি বঃ প্রাণনিরোধ আসী-
দৌত্তানপাদির্ময়ি সঙ্গতাত্মা ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—যতঃ হি (ধ্রুবাৎ) বঃ (যুষ্মাকং) প্রাণনিরোধঃ আসীৎ (জাতঃ, সঃ) ঔত্তানপাদিঃ (উত্তানপাদস্য পুত্রঃ ধ্রুবঃ) ময়ি (বিশ্বরূপে) সঙ্গতাত্মা (সঙ্গতঃ ঐকান্তিকত্বং প্রাপ্তঃ আত্মা যস্য তথাবিধঃ সন্ তপস্যতি), (তস্মাৎ) দুরত্যয়াৎ (যৎপ্রসাদং বিনা প্রসাধয়িতুমশক্যাৎ) তপসঃ (সকাশাৎ) বালং (ধ্রুবম্ অহং) নিবর্ত্তয়িষ্যে। মা ভৈষ্ট (যূয়ং ভয়ং মা কুরুত)। স্বধাম (স্বকীয়ং ধাম) প্রতিযাত (গচ্ছত) ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে দেবগণ, যে বালক হইতে তোমাদের এই প্রাণনিরোধ হইয়াছে, আমি তাহাকে এখনই তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতেছি। আমি বিশ্বাত্মা। উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব এখন ধ্যান যোগে একান্তভাবে মদ্গতচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে; সুতরাং তাহা হইতে তোমাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই। তোমরা নিজ নিজ ধামে গমন কর ॥ ৮২ ॥

বিশ্বনাথ—বালমিতি বালত্বাদেব স্বপ্রাণেষু নিরুধ্যমানেষু যুষ্মাকমপি প্রাণান্ ন্যরুন্ধ। অতোঽস্মান্ হনিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা তস্মান্ন ভেতব্যমিত্যাহ—যতো ধ্রুবাৎ স ময়ি সঙ্গতচিত্তঃ কমপি নৈব জিঘাংসতীত্যর্থঃ ॥ ৮২॥

ইতি সারার্থদর্শিনাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্থস্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বালম্'—বালকহেতুই নিজ প্রাণ নিরুদ্ধ হওয়ায়, তোমাদেরও প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়াছে। অতএব এই বালক আমাদের হত্যা করিবে-এইরূপ বুদ্ধিতে তাহা হইতে ভয় পাইও না—ইহা বলিতেছেন—'যতঃ'—যে ধ্রুব হইতে (তোমাদের প্রাণনিরোধ হইয়াছে), সে আমাতে মিলিতচিত্ত। অতএব কাহাকেও বিনাশ করিবে না—এই অর্থ ॥ ৮২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের চতুর্থস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ত এবমুৎসন্নভয়া উরুক্রমে
কৃতাবনামাঃ প্রযযুস্ত্রিপিষ্টপম্ ।
সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা
মধোর্বনং ভৃত্যদিদৃক্ষয়া গতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

নবম অধ্যায়ে ধ্রুবকর্ত্তৃক ভগবানের স্তব, তাঁহার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগমন ও পিতৃদত্ত রাজ্যগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে।

ধ্রুব সমাধিযোগে শ্রীহরির রূপদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীহরি স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন। তাহাতে বালক ধ্রুবের সদ্য পরাবিদ্যার উদয় হইল। তিনি শ্রীনারায়ণের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভগবান্ শ্রীনারায়ণ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদাতা, তাঁহার নিকট নরকপ্রাপ্য বিষয়-ভোগ কামনা মূঢ়ের কার্য্য। ভক্তসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণে যে আনন্দলাভ হয়, ব্রহ্মানন্দ তাহার অকিঞ্চিৎকর—স্বর্গসুখ ত' অতিতুচ্ছ কথা। ভক্তসঙ্গে হরিকথামৃত-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু। হরিসেবক ও তৎসঙ্গিগণ দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্রাদির জন্য কখনও চিন্তাযুক্ত নহেন। ভগবান্ই—মায়াধীশ, জীব—মায়াবশ-যোগ্য—তদধীন তত্ত্ব, ভগবৎসেবাই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য"—এইরূপ স্তব করিয়া ধ্রুব ভগবানের শরণাপন্ন হইলে শ্রীহরি ধ্রুবকে একটী অপূর্ব্ব ধাম প্রাপ্তি, সুদীর্ঘ জীবন ও অপ্রতিদন্দ্বী সাম্রাজ্যসম্ভোগের বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ধ্রুব সকাম উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পিতৃরাজধানীতে প্রত্যাবৃত হইয়া সকলের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন। উত্তানপাদ পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—তে (ইন্দ্রাদয়ঃ লোকপালাঃ) এবম্ উৎসন্নভয়াঃ (উৎসন্নং গতং ভয়ং যেষাং তে) উরুক্রমে (ভগবতি) কৃতাবনামাঃ (সন্তঃ প্রণতাঃ) ত্রিপিষ্টপং (স্বর্গং) প্রযযুঃ (গতবন্তঃ); ততঃ (তদনন্তরং) সহস্রশীর্ষা (ভগবান্) অপি ভৃত্যদিদৃক্ষয়া (ভৃত্যস্য স্বসেবকস্য ধ্রুবস্য দিদৃ-

ক্ষয়া দর্শনেচ্ছয়া) গরুত্মতা (গরুড়েন) মধোঃ বনং (ধ্রুবস্য তপস্যাস্থানং) গতঃ (আগতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বিদুর, এইরূপে সেই ইন্দ্রাদি লোকপালগণ শ্রীহরির বাক্যে ভয়হীন হইয়া তাঁহাক প্রণাম করতঃ স্বর্গধামে গমন করিলেন। তদনন্তর সহস্রশীর্ষা শ্রীনারায়ণ নিজসেবক ধ্রুবকে দর্শন করিবার বাসনায় গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক মধুবনে উপস্থিত হইলেন ॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

হরিস্তুতির্বরপ্রাপ্তিঃ স্বানুতাপো গৃহাগমঃ।
বন্ধুভির্মিলনং রাজ্যং ধ্রুবস্য নবমেঽভবৎ ॥০॥

গর্ভোদশায়িনা অভেদাৎ সহস্রশীর্ষা তদানীন্তনোঽবতারঃ পৃশ্নিগর্ভো ভাগবতামৃতাদবগন্তব্যঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে ধ্রুবের শ্রীহরির স্তুতি, বরপ্রাপ্তি, পশ্চাৎ অনুতপ্তহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলন ও রাজ্যলাভ—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'সহস্রশীর্ষা'—সহস্রশীর্ষা নারায়ণ, গর্ভোদকশায়ীর সহিত অভিন্ন বলিয়া সহস্রশীর্ষা বলা হইল। ইনি তৎকালীন অবতার পৃশ্নিগর্ভ, ইহা শ্রীভাগবতামৃত হইতে জানিতে হইবে। (শ্রীল রূপগোস্বামিবিরচিত শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—'শ্রীধ্রুবপ্রিয়' অবতারবর্ণন-প্রসঙ্গে—"স্বায়ম্ভুবেঽবতারোক্তেঃ" ইত্যাদি ৭৩ অঙ্ক ধৃত কারিকায় সযুক্তিক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—ইনি পৃশ্নিগর্ভ অবতার।) ॥ ১ ॥

স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া
হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্।
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য
বহিঃ স্থিতং তদবস্থং দদর্শ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ ধ্রুবঃ যোগবিপাকতীব্রয়া (যোগস্য বিপাকেন প্রাণায়ামাদি-দার্ঢ্যেন তীব্রয়া নিশ্চলয়া) ধিয়া হৃৎপদ্মকোষে (হৃদয়ে) তড়িৎপ্রভং স্ফুরিতম্ (অপি রূপং) সহসা তিরোহিতম্ (ভগবতা আকৃষ্টম্ অতঃ হৃদয়াৎ অন্তর্হিতম্) উপলক্ষ্য তদবস্থং বহিঃস্থিতং (ভগবন্তং) দদর্শ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব সুপক্ব যোগদ্বারা স্থিরীকৃত বুদ্ধিযোগে তাঁহার হৃৎপদ্মমধ্যে শ্রীহরির বিদ্যুৎপ্রভ রূপবিলাস দর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা ভগবান্‌কে অন্তর্হিত দেখিয়া তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং অন্তরে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, ঠিক তদ্রূপই বহির্ভাগে প্রকটিত দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—স চ গত্বা যোগনিমীলিতাক্ষস্য ধ্রুবস্যান্তঃকরণং প্রবিশ্য দর্শনং দত্বা তত্রৈব পুনরন্তর্দ্ধায় বহিস্তদগ্রে তস্থাবিত্যাহ—স বা ইতি। ধ্যানযোগস্য পরিপাকেন তীব্রয়া ধিয়া হৃদি সহসৈব স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভং যথা স্যাত্তথা তিরোহিতঞ্চ উপলক্ষ্য স্বসমীপ এব দৃষ্ট্বা লব্ধনষ্টধন ইব ব্যাকুলো ভগ্নসমাধিরুদ্‌ঘাটিতনেত্রস্তদবস্থং স্থিতং তং বহির্দদর্শ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ সেই মধুবনে গমনপূর্ব্বক যোগনিমীলিতাক্ষ ধ্রুবের অন্তঃকরণে প্রবেশ করতঃ তাঁহাকে দর্শন দিয়া, সেইখানেই পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া বাহিরে তাঁহার সামনে অবস্থিত হইলেন—ইহা বলিতেছেন, 'স বা' ইত্যাদি। 'যোগবিপাক-তীব্রয়া'—ধ্যানযোগের পরিপক্বতা-হেতু তীব্র অর্থাৎ সুদৃঢ় বুদ্ধির দ্বারা, হৃদয়ে অকস্মাৎ স্ফুরিত তড়িৎপ্রভা যেরূপ হয় তদ্রূপ বিলসিত হইয়াই, ভগবান্ তিরোহিত হইলেন। 'উপলক্ষ্য'—তিরোহিত দেখিয়া অর্থাৎ অন্তরে ভগবদ্রূপ দেখিতে না পাইয়া, 'লব্ধ-নষ্টধনঃ ইব'—প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, সেরূপে ব্যাকুল হইয়া, সমাধি ভগ্ন হওয়ায় নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক বাহিরে ভগবান্‌কে সেইরূপেই (অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, ঠিক্ তদ্রূপেই) ধ্রুব দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥

তদ্দর্শনেনাগতসাধ্বসঃ ক্ষিতা-
ববন্দতাঙ্গং বিনময্য দণ্ডবৎ।
দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভক-
শ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দর্শনেন (তৎ তস্য ভগবতঃ দর্শনেন) আগতসাধ্বসঃ (আগতং প্রাপ্তং সাধ্বসং সম্ভ্রমঃ যস্য সঃ বালঃ ধ্রুবঃ) অঙ্গং (শরীরং) ক্ষিতৌ দণ্ডবৎ বিনময্য (আনতং কৃত্বা) অবন্দত (প্রণামং কৃতবান্) ততঃ দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্

(পানরতঃ) ইব (লক্ষিতঃ) আস্যেন (মুখেন) চুম্বন্নিব (লক্ষিতঃ) ভুজৈঃ (ভুজাভ্যাম্) আশ্লিষন্ ইব (লক্ষিতঃ সন্) অর্ভকঃ (বালকঃ অবন্দত) ॥৩॥

অনুবাদ—ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া বালক ধ্রুব বড়ই সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া পড়িলেন। ধ্রুব অঙ্গ অবনত করিয়া শ্রীহরিকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তখন সেই বালক যেন দৃষ্টিদ্বারা আলিঙ্গন করিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—আগত-সাধ্বসো জাতানন্দসম্ভ্রমঃ দৃগ্‌ভ্যাং মুখারবিন্দমাধুর্য্যং প্রপিবন্নিব প্রপশ্যন্ আস্যেন চরণারবিন্দমাধুর্য্যং চুম্বন্নিব অবন্দত ভুজাভ্যামাশ্লিষ্যন্নিব চরণাঙ্গুলিশিখরান্ পস্পর্শ। বহুবচনেন ভুজয়োর্ব্ব্যাপার-বাহুল্যং লক্ষয়িত্বা আনন্দকম্পো ধ্বনিতঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আগত-সাধ্বসঃ'—আনন্দজনিত সম্ভ্রমান্বিত ধ্রুব, 'দৃগ্‌ভ্যাং'—নেত্রদ্বয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের মুখকমলের মাধুর্য্য যেন নিঃশেষে পান করিতেছিলেন, অর্থাৎ নির্নিমেষে দর্শন করিতেছিলেন, মুখদ্বারা চরণারবিন্দের মাধুর্য্য চুম্বন করিতে করিতেই যেন প্রণাম করিলেন। আর বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিতে করিতে যেন শ্রীচরণের অঙ্গুলিশিখর স্পর্শ করিলেন। 'ভুজৈঃ'—এই বহুবচন, ভুজদ্বয়ের ব্যাপার-বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে আনন্দজনিত কম্প ধ্বনিত হইল ॥ ৩ ॥

স তং বিবক্ষন্তমতদ্বিদং হরি
র্জ্ঞাত্বাস্য সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ।
কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা
পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (ধ্রুবস্য) সর্ব্বস্য চ (জগতঃ) হৃদি অবস্থিতঃ সঃ হরিঃ কৃতাঞ্জলিং বিবক্ষন্তং (তদ্‌গুণান্ বক্তুমিচ্ছন্তম্) অতদ্বিদং (স্তুত্যাদিকম্ অজানন্তং) তং (বালংধ্রুবং হৃদ্যবস্থিতত্বাৎ) জ্ঞাত্বা কৃপয়া ব্রহ্মময়েন (বেদাত্মকেন) কম্বুনা (শঙ্খেন) কপোলে (গণ্ডে) পস্পর্শ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরি সর্ব্বভূতের হৃদয়শায়ী অন্তর্য্যামী পুরুষ, সুতরাং ধ্রুবের হৃদয়েও তাঁহার অবস্থান। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরি বুঝিতে পারিলেন যে, বালক ধ্রুব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে অভিলাষ করিতেছেন; কিন্তু কিরূপে স্তব করিতে হয়, বালকের তাহা অপরিজ্ঞাত; তাই দয়াময় হরি কৃপাপরবশ হইয়া বেদাত্মক শঙ্খের দ্বারা ধ্রুবের গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিবক্ষন্তং তদগুণান্ বক্তুমিচ্ছন্তম্, অথচ অতদ্বিদং ব্যাকরণাদ্যজ্ঞানাৎ সংস্কৃতং প্রয়োক্তুমশক্নুবন্তং জ্ঞাত্বেত্যত্র হেতুঃ—অস্যেত্যাদি, ব্রহ্মময়েন বেদাত্মকেন শঙ্খেন ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিবক্ষন্তং'—শ্রীভগবানের গুণসমূহ বলিতে ইচ্ছুক ধ্রুবকে, অথচ 'অতদ্বিদং'—ব্যাকরণাদির অজ্ঞানবশতঃ সংস্কৃত প্রয়োগ করিতে অসমর্থ জানিয়া। জানিবার কারণ, 'অস্য ইত্যাদি'—(অর্থাৎ এই ধ্রুবের এবং সকলের হৃদয়ে যিনি অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত)। 'ব্রহ্মময়েন'—বেদাত্মক শঙ্খের দ্বারা (ধ্রুবের কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন) ॥ ৪ ॥

স বৈ তদৈব প্রতিপাদিতাং গিরং
দৈবীং পরিজ্ঞাতপরাত্মনির্ণয়ঃ।
তং ভক্তিভাবোহভ্যগৃণাদসত্বরং
পরিশ্রুতোরুশ্রবসং ধ্রুবক্ষিতিঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তদৈব (শঙ্খস্পর্শ-ক্ষণে এব) দৈবীং (ভগবদ্বিষয়াং) গিরং প্রতিপাদিতাং (প্রতিপদ্য ইত্যর্থঃ) পরিজ্ঞাতপরাত্মনির্ণয়ঃ (পরিজ্ঞাতঃ পরাত্মনোঃ ঈশ্বরজীবয়োঃ নির্ণয়ঃ যেন সঃ) ভক্তিভাবঃ (ভক্ত্যাঃ ভাবঃ প্রেমা যস্য সঃ) ধ্রুবক্ষিতিঃ (ধ্রুবা ক্ষিতিঃ স্থানং যস্য সঃ) সঃ বৈ অসত্বরং (ধৈর্য্যেণ) পরিশ্রুতোরুশ্রবসং (পরিতঃ শ্রুতং বিখ্যাতম্ উরুশ্রবঃ কীর্ত্তিঃ যস্য তং ভগবন্তম্) অভ্যগৃণাৎ (তুষ্টাব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবৎ-শঙ্খ দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়া মাত্রেই ধ্রুবের ভগবদ্বিষয়িণী বাক্‌শক্তি সমুৎপন্না হইল এবং ধ্রুবের হৃদয়ে পরমাত্ম ও জীবাত্মবিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞান স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। ধ্রুব ভক্তিজনিত প্রেমে

পরিপ্লুত হইয়া ধীরভাবে সর্ব্ববিখ্যাত বিপুলকীর্ত্তি শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিপদ্য প্রাপ্য, প্রতিপাদিতামিতি পাঠে প্রাপ্যেতি শেষঃ। পরিজ্ঞাতঃ পরাত্মনোরীশ্বরজীবয়োর্নির্ণয়ো যেন সঃ। ভক্তাবেব ন তু সাংখ্যযোগাদিষু ভাবোঽভিপ্রায়ঃ স্বভাবো বা যস্য সঃ। অসত্বরং স্থৈর্য্যমালম্ব্য পরিশ্রুতোরুশ্রবসং বিখ্যাতবহুযশসম্। ধ্রুবা প্রলয়েঽপ্যনশ্বরা ক্ষিতিঃ স্থানং যস্যেতি ভাবিসূচনম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিপদ্য'—সেই বাণী প্রাপ্ত হইয়া। 'প্রতিপাদিতাম্'—এইরূপ পাঠে ঈশ্বরদত্ত দৈবী বাণী লাভ করিয়া—এই অর্থ। 'পরিজ্ঞাত-পরাত্ম-নির্ণয়ঃ'—পরিজ্ঞাত হইয়াছে পরাত্মার অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবের নির্ণয় যাঁহা কর্ত্তৃক, সেই ধ্রুব। 'ভক্তিভাবঃ'—ভক্তিতেই, কিন্তু সাংখ্য, যোগাদিতে নহে, ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় অথবা স্বভাব যাঁহার, (সেই ধ্রুব)। 'অসত্বরং'—স্থিরতা অবলম্বন করিয়া। 'পরিশ্রুতোরুশ্রবসং'—বিখ্যাত বহু যশ যাঁহার, সেই ভগবান্‌কে। 'ধ্রুবক্ষিতিঃ'—ধ্রুব অর্থাৎ প্রলয়েও অনশ্বর, ক্ষিতি বলিতে স্থান যাঁহার, (সেই ধ্রুব), ইহা 'ভাবিসূচনম্'—অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা প্রাপ্ত হইবেন, তাহার সূচনা ॥ ৫ ॥

— ——

শ্রীধ্রুব উবাচ—

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীধ্রুবঃ উবাচ—যঃ অখিলশক্তিধরঃ (অখিলঃ চক্ষুরাদিজ্ঞানক্রিয়াসক্তীঃ ধারয়তি যঃ সঃ) স্বধাম্না (চিচ্ছক্ত্যা) অন্তঃ প্রবিশ্য মম প্রসুপ্তাং (নিদ্রিতাং লীলাম্) ইমাং বাচং (সংজ্ঞাম্) অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্ প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) সঞ্জীবয়তি (পূর্ব্বসংস্কারোদ্ধরণেন স্বস্য ব্যাপারে প্রবর্ত্তয়তি) তুভ্যং (তস্মৈ) ভগবতে পুরুষায় (অন্তর্য্যামিণে) নমঃ ॥৬॥

অনুবাদ—শ্রীধ্রুব কহিলেন,—যে পুরুষ চক্ষুরাদি-নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, সুতরাং যিনি আমার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তি এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই ভগবান্ অন্তর্য্যামী পুরুষ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—"ভগবদ্দত্তবেদার্থজ্ঞানস্তুষ্টাব যৎ ধ্রুবঃ। বেদার্থো হি স এবেতি নাত্র সংশেরতে বুধাঃ।" অকস্মাদেব স্বীয়বাগাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ভগবদুন্মুখীভাবমালক্ষ্য এষামীদৃশমপ্রাকৃতত্বং শ্রীভগবৎকৃতমিতি জানন্ স্বস্মিন্ ভগবতো নিরুপমাং নিরুপাধিকাং তাং কৃপামেব সাক্ষাদনুভবন্নিতি বিস্ময়েন নমস্যতি—য ইতি। স্বেন ধাম্না চিচ্ছক্ত্যা ইমাং মম ত্বদ্দাসস্য বাচং ত্বৎস্বরূপগুণলীলাদিকমেব বর্ণয়িত্রীং প্রসুপ্তাং এতাবৎকালপর্য্যন্তং শয়িতেব স্থিতাং মৃতামিব সংজীবয়তি, যা তু স্বীয়ান্নপানাদিপ্রকৃতভোগবার্ত্তাং বিষয়ীকুর্ব্বতী জাগ্রত্যেব বাগাসীৎ, তামত আরভ্য শায়য়তি স্ম নাশয়তি স্মৈবেতি ভাবঃ। ন কেবলং বাগিন্দ্রিয়মেব অপি ত্বন্যান্ হস্তপাদাদীনপি ত্বৎপরিচর্য্যাদিকং বিষয়ীকরিষ্ণূন্ প্রাণাংশ্চ ত্বদুন্মুখানিতি, ধ্রুবস্যেন্দ্রিয়াদীনাং চিন্ময়ত্বেনাপ্রাকৃতত্বং সদ্যো জাতমিতি সূচিতম্। অত্র মমেতি ইমামিতি বিশেষাভ্যাং বাগাদীন্দ্রিয়াণি বিশিষ্টান্যেব লভ্যন্তে ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ স্বকৃত শ্লোকে বলিতেছেন)—'ভগবদ্দত্ত' ইত্যাদি, ধ্রুব ভগবানের প্রদত্ত বেদার্থজ্ঞান লাভ করিয়া যাহা স্তুতি করিয়াছেন, তাহাই নিশ্চিত বেদার্থ, এই বিষয়ে বিবেকিগণ কোন সংশয় করেন না। সহসা স্বীয় বাগাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভগবানের প্রতি উন্মুখীভাব লক্ষ্য করিয়া, এই ইন্দ্রিয়সকলের অপ্রাকৃতত্ব শ্রীভগবৎকৃত—ইহা জ্ঞাত হইয়া এবং নিজের প্রতি ভগবানের তুলনাহীন নিরুপাধিক সেই কৃপাই সাক্ষাৎ অনুভব করিতে করিতে সবিস্ময়ে নমস্কার করিতেছেন—'যঃ ইতি'। 'স্বধাম্না'—স্বীয় চিচ্ছক্তির দ্বারা, ত্বদীয় দাস আমার এই বাগিন্দ্রিয়কে, আপনার স্বরূপ, গুণ ও লীলাদির বর্ণনযোগ্য করিতেছেন। 'প্রসুপ্তাং' এতকাল পর্য্যন্ত মৃতের ন্যায় শায়িত ছিল যে বাগিন্দ্রিয়, তাঁহাকে যিনি সঞ্জীবিত (প্রাণযুক্ত) করিতেছেন, আর যে বাগিন্দ্রিয় নিজ অন্নপানাদি প্রাকৃত

ভোগবার্ত্তার বিষয়ীভূত হইয়া এতদিন জাগ্রত ছিল, তাহাকে এখন হইতে শায়িত অর্থাৎ বিনষ্ট করিলেন—এই ভাব। কেবল বাগিন্দ্রিয়কেই নহে, কিন্তু অন্যান্য হস্ত-পাদাদিকেও তাঁহার পরিচর্য্যাদির বিষয়ীভূত করিতে সমস্ত প্রাণকেও তাঁহার উন্মুখ করিতেছেন, অর্থাৎ ধ্রুবের ইন্দ্রিয়াদির চিন্ময়ত্বরূপে অপ্রাকৃতত্ব তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইল—ইহা সূচিত হইতেছে। এখানে 'মম ইতি, ইমাম্ ইতি'—আমার এই সকল ইন্দ্রিয়গুলি, এইরূপ বিশেষভাবে বলায়, বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল (পূর্ব্ব হইতে) বিশিষ্টই হইয়াছিল—ইহা বোধগম্য হইতেছে ॥ ৬ ॥

———

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্ ।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, ত্বম্ একঃ এব পুরুষঃ মায়াখ্যয়া উরুগুণয়া (সত্ত্বাদিত্রিগুণাত্মিকয়া) আত্মশক্ত্যা (নিজশক্ত্যা) ইদং মহদাদ্যশেষং (জগৎ) সৃষ্ট্বা (তত্র) অনুবিশ্য (অনুপ্রবিশ্য) তদসদ্গুণেষু (তৎ তস্যাঃ মায়য়া অসৎগুণেষু ইন্দ্রিয়াদিষু স্থিতঃ সন্) বিভাবসুবৎ (যথা বিভাবসুঃ অগ্নিঃ একঃ এব) দারুষু নানা (এব নানাকারত্বাৎ নানা এব ভাতি, ন তু বস্তুতঃ নানা তথা) বিভাসি (তত্তদ্দেবতারূপেণ নানা এব ভাসি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, একমাত্র আপনিই আপনার বিচিত্রগুণশালিনী মায়ার দ্বারা এই মহদাদি অশেষ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যেরূপ একই অগ্নি বহুবিধ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আপনিও উন্মুখ ও বিমুখ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন ॥ ৭॥

বিশ্বনাথ—সাধারণানি তানি জড়ানি তু সর্ব্বসাধারণজগতাং ত্বং মায়াশক্ত্যা সহ প্রবিশ্যান্তর্য্যামী সন্নুদাসীন এব চেতয়সীতি জানাম্যেবেত্যাহ—এক ইতি। অনুপ্রবিশ্য পুরুষোঽন্তর্য্যামী, তস্যা মায়ায়া অসৎসু গুণেষু ইন্দ্রিয়াদিষু চেতয়িতুং স্থিতঃ সন্ নানেব ভাসি, তেন ত্বদ্ভক্তানামিন্দ্রিয়াণি ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বামেব বিষয়ীকুর্ব্বন্তি ত্বন্ময়ান্যপ্রাকৃতান্যেব ভবন্তি, অন্যেষান্তু তানি মায়ামেব বিষয়ীকুর্ব্বন্তি মায়াময়ান্যেবেতি স্বধাম্নেতি মায়াখ্যয়েতি পদাভ্যাং সিদ্ধান্তো ধ্বনিতঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু সমস্ত সাধারণ জগতের সেই সকল সাধারণ জড় ইন্দ্রিয়গুলি, আপনি মায়াশক্তির সহিত অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া উদাসীনের ন্যায় চেতন-সম্পন্ন করেন—ইহা আমি জানিই, ইহা বলিতেছেন—'একঃ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ একমাত্র আপনিই নিজ মায়া নামক শক্তির দ্বারা সমষ্টি ব্যষ্ট্যাত্মক মহত্তত্ত্বাদি সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করতঃ) 'অনুবিশ্য'—তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, 'পুরুষঃ'—অন্তর্য্যামী, 'তদসদ্-গুণেষু'—সেই মায়ার অসদ্গুণ যে ইন্দ্রিয়াদি, চেতনাসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিবিধরূপে প্রকাশ পান। সেইজন্য আপনার ভক্তবৃন্দের ইন্দ্রিয়সকল আপনার প্রসাদেই আপনাকে বিষয়ীভূত করতঃ ত্বন্ময় অপ্রাকৃতই হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যসকলের সেই ইন্দ্রিয়গুলি মায়াকেই বিষয়ীভূত করিয়া মায়াময় হইয়া থাকে—'স্বধাম্না' এবং 'মায়াখ্যয়া', অর্থাৎ নিজ চিচ্ছক্তির দ্বারা এবং মায়ানামক আত্মশক্তির দ্বারা—এই দুইটি পদের দ্বারা, এই সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইল ॥ ৭ ॥

———

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্য্যতে কৃতবিদা কথমার্ত্তবন্ধো ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আর্ত্তবন্ধো ভবৎপ্রপন্নঃ (ভবন্তং শরণং প্রপন্নঃ গতঃ ব্রহ্মা) সুপ্তপ্রবুদ্ধঃ ইব (আদৌ সুপ্তঃ পুরুষঃ পশ্চাৎ প্রবুদ্ধঃ সন্ যথা পশ্যতি, তদ্বৎ) ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়া (জ্ঞানেন) ইদং বিশ্বম্ অচষ্ট (অপশ্যৎ) । (হে) নাথ, আপবর্গ্যশরণম্ (আপবর্গ্যাঃ মুক্তাঃ তেষামপি শরণম্ আশ্রয়ং) তস্য তব পাদমূলং কৃতবিদা (সর্ব্বেন্দ্রিয়জীবনেন ত্বৎকৃতম্ উপকারং

জানতা জনেন) কথং বিস্মর্য্যতে (ন কথমপি ইতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে আর্ত্তবন্ধো, ব্রহ্মা আপনার শরণাগত হইলে আপনি তাঁহাকে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যেন তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এই বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন। হে নাথ, আপনার পাদপদ্ম মুক্তকুলেরও আশ্রয়, সুতরাং যাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উপকৃত, সেই সকল মুক্তপুরুষ কি প্রকারেই বা আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইবেন? ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বমেব সর্ব্বশক্তিধর-ত্বদ্দত্তজ্ঞানাদিমতাং ভক্তানামেব কৃতজ্ঞানাং ত্বং ভজনীয়ো ভবসীত্যাহ—ত্বদ্দত্তয়েতি। ভবৎপ্রপন্নো ব্রহ্মাদিঃ সনকাদির্বা জ্ঞানিভক্তঃ ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়া জ্ঞানেন ইদং বিশ্বমচষ্ট অপশ্যৎ; কথং?—সুপ্তঃ পুরুষঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ যথা পশ্যতি, তদ্বৎ। অতঃ কৃতবিদা ত্বৎকৃতমেবমুপকারং জানতা তস্য তব পাদমূলং কথং বিস্মর্য্যতে, কীদৃশং আপবর্গস্য অপবর্গো মুক্তিস্তদর্হস্য জিজ্ঞাসুভক্তস্য শরণমেবম্ভূতং ত্বাং ত্বত্ত এব লব্ধজ্ঞানা অপি ত্বামভজন্তঃ কৃতঘ্না এবেত্যর্থঃ। হে আর্ত্তভক্তস্য বন্ধো, এবঞ্চ জ্ঞানিভক্তো জিজ্ঞাসুভক্ত আর্ত্তভক্তশ্চেতি শ্রীগীতোপনিষদুক্তাস্ত্রয়ো ভক্তা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনিই সমস্ত শক্তির ধারক, আপনার প্রদত্ত জ্ঞানাদিযুক্ত কৃতজ্ঞ ভক্তজনেরই আপনি ভজনীয়, ইহা বলিতেছেন—'ত্বদ্দত্তয়া' ইত্যাদি। 'ভবৎপ্রপন্নঃ'—আপনার শরণাগত ব্রহ্মাদি অথবা সনকাদি জ্ঞানিভক্ত আপনার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা এই বিশ্ব অবলোকন করিয়াছিলেন; কিরূপে? তাহাতে বলিতেছেন—'সুপ্ত-প্রবুদ্ধঃ ইব', নিদ্রিত পুরুষ জাগ্রত হইয়া যেরূপ দর্শন করে, সেইরূপ। অতএব 'কৃতবিদা'—আপনার কৃত এইরূপ উপকার যে জানে, সে কি প্রকারে আপনার পাদমূল বিস্মৃত হইতে পারে? কিরূপ পাদমূল? তাহাতে বলিতেছেন—'আপবর্গ্য-শরণম্'—অপবর্গ বলিতে মুক্তি, তাহা প্রাপ্তির যোগ্য যিনি, সেই জিজ্ঞাসুভক্তের (অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তির) শরণ অর্থাৎ আশ্রয় (যে পাদমূল)। এইপ্রকার আপনার নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা আপনাকে ভজন করে না, তাহারা কৃতঘ্নই—এই অর্থ। 'আর্ত্তবন্ধো'—হে আর্ত্তভক্তের বন্ধু এইপ্রকারে জ্ঞানিভক্ত, জিজ্ঞাসুভক্ত ও আর্ত্তভক্ত—শ্রীগীতোপনিষদুক্ত তিন জন ভক্তের কথা বলা হইল। (শ্রীগীতায় ৭।১৬ শ্লোকে 'আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ'—ঐ স্থলে চারি জন ভজনকারীর কথা উক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বলিতেছেন) ॥ ৮ ॥

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভবাপ্যয়বিমোক্ষণং (ভবাপ্যয়ৌ জন্মমরণে ততঃ বিমোক্ষণং যস্মাৎ এবম্ভূতং) কল্পতরুং (বাঞ্ছাপ্রদং) ত্বাং যে (জনাঃ) অন্যহেতোঃ (কামাদ্যর্থং) অর্চ্চন্তি কুণপোপভোগ্যং (কুণপেন মৃত তুল্যেন শরীরেণ উপভোগ্যং) নৃণাং (প্রাণিনাং) নরকে অপি যৎ স্পর্শজং (তত্তদ্বিষয়সম্বন্ধ জন্যং সুখম্ ইচ্ছন্তি নূনং (নিশ্চিতং) তে (জনাঃ) মায়য়া বিমুষ্টমতয়ঃ (বঞ্চিতচিত্তাঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আপনি জীবকুলকে জন্মমরণমালা হইতে মুক্ত করিয়া আপনার নিত্যসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, যাহারা এতাদৃশ আপনাকে আপনার নিত্যসেবা লাভ ব্যতীত অন্য কিছু কামনার উদ্দেশ্যে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহারা নিশ্চয়ই মায়াবঞ্চিতচিত্ত; কারণ, তাহারা শবতুল্য শরীর ভোগ্য বিষয়ের উপভোগার্থ লালায়িত। ঐরূপ বিষয়ভোগজনিত সুখ প্রাণিগণের নরকেও লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যশ্চতুর্থোঽর্থার্থিভক্তো মদ্বিধঃ, স ত্বতি-নিকৃষ্টো মূঢ়ো ইত্যাহ—নূনং নিশ্চিতমেব বিমুষ্টমতয়ো বঞ্চিতবুদ্ধয়স্তে ভবন্তি। কে?—যে ভবাপ্যয়ৌ জন্মমরণে তয়োর্বিমোক্ষকং ত্বাং অন্যহেতোস্তুচ্ছফলার্থং অর্চ্চন্তি, অতস্তে ত্বাং কল্পতরুমর্চ্চন্তি। অথ চ কুণপেণ মৃত্যুতুল্যদেহেন উপভোগ্যং সুখমিচ্ছন্তি, ন চেচ্ছাযোগ্যং তদিত্যাহ—যৎ স্পর্শজং বিষয়সম্বন্ধজন্যং সুখং তন্নরকেঽপি শূকরাদি-যোনাবপি ভবতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যিনি চতুর্থ, আমার ন্যায় অর্থার্থী ভক্ত, সে অতিশয় নিকৃষ্ট মূঢ় ব্যক্তি—ইহা বলিতেছেন—'নূনং' ইত্যাদি। নিশ্চিতই 'বিমুষ্ট-মতয়ঃ'—তাহারা আপনার মায়ার দ্বারা বঞ্চিতবুদ্ধি (বিমুগ্ধচিত্ত) হইয়া থাকে। তাহারা কে ? তাহাতে বলিতেছেন—'যে ভবাপ্যয়-মোক্ষণং'—যাহারা জন্ম ও মরণের বিমোক্ষক (নিবর্ত্তক, অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ) আপনাকে 'অন্যহেতোঃ'—তুচ্ছ ফললাভের নিমিত্ত অর্চ্চনা করিয়া থাকে। অতএব তাহারা কল্পতরু-সদৃশ (সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ) আপনাকে অর্চ্চনা করে, অথচ 'কুণপোপভোগ্যং'—কুণপ, অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য দেহের দ্বারা উপভোগ্য সুখ ইচ্ছা করে। তাহা অভিলাষের যোগ্যই নহে, ইহা বলিতেছেন—'যৎ স্পর্শজং'—যাহা স্পর্শজ, অর্থাৎ বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন সুখ, তাহা নরকে শূকরাদি যোনিতেও লভ্য হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

———

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি-লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, (সর্ব্ব-স্বামিন্,) তনুভৃতাং (দেহিনাং) তব পাদপদ্মধ্যানাৎ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা (ভবজ্জনৈঃ ভবদ্ভক্তজনৈঃ সহ ভবৎকথা শ্রবণেন বা) যা নির্ব্বৃতিঃ (যঃ আনন্দঃ) স্যাৎ (ভবতি), সা স্বমহিমনি (নিজানন্দরূপে) অপি ব্রহ্মণি মাভূৎ (যদি এবং তর্হি) অন্তকাসি লুলিতাৎ (অন্তকস্য অসিনা কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাৎ) বিমানাৎ পততাং (জনানাং) (সা নির্ব্বৃতিঃ নাস্তীতি) কিমু (বক্তব্যম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, ভবদীয় শ্রীচরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেই-রূপ সুখ অনুভূত হয় না। অতএব দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ ! কারণ, কালরূপ খড়্গদ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি ভবাপ্যয়-বিমোক্ষণমিত্যুক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যমেবার্চ্চনস্য ফলং ব্রূষে, তস্যৈব কুণপোপ-ভোগ্যত্বাভাবাৎ ? তদিচ্ছন্তএব ভবন্মতেঽভিজ্ঞাস্তত্র ন হি নহীত্যাহ—যেতি। ধ্যানাদিত্যুপলক্ষণং শ্রবণা-দেরপি, শ্রবণেনেত্যুপলক্ষণং ধ্যানাদেরপি সা নির্বৃতিঃ স্বস্য মহিমরূপে ব্রহ্মণি ব্রহ্মানন্দেঽপি মাভূৎ ন ভবতি, মহতো ভাবো মহিমা ত্বং মহাংস্তত্তু তব মহত্ত্বং সর্ব্ব-ব্যাপকত্বলক্ষণো ধর্ম্ম এবেতি ত্বন্নিষ্ঠা যাবতী নির্বৃ-তিস্তাবতী তত্র কথং বর্ত্ততামিতি ভাবঃ। "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতমিতি" মৎস্যদেবোক্ত্যাপি ব্রহ্মণো ভগবন্মহিমত্বমবগতম্। ততশ্চ অন্তকাসিনা কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাৎ বিমানাৎ স্বর্গীয়াৎ পততাং নাস্তীতি কিমু বক্তব্যং, ততশ্চ স্বর্গাপবর্গাভ্যামধিক-স্যান্যস্য কস্যাপি ফলশ্রবণাৎ, ত্বদ্ভক্তের্বাস্তবং ফলং ত্বদ্ভক্তিরেবেতি ভক্তেঃ স্বতঃ ফলত্বং ভক্তানাঞ্চ নিষ্কাম-ত্বমুপপাদিতম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখ—তাহা হইলে জন্ম-মরণ-নিবর্ত্তক—এই উক্তির দ্বারা ব্রহ্ম-সাযুজ্যই আমার অর্চ্চনের ফল, ইহা বলিতেছ ? তাহাতেই (সেই মোক্ষেই) শরীরের উপভোগ্যত্বের অভাব রহিয়াছে। তোমার মতে সেই মোক্ষকামিগণই কি অভিজ্ঞ ? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—না, না, তাহা নহে। 'যা নির্বৃতিঃ'—যে আনন্দ। 'ধ্যানাৎ'—আপনার চরণ-কমলের ধ্যানের দ্বারা, ধ্যান—ইহা উপলক্ষণ, শ্রবণা-দির দ্বারাও 'ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা'—আপনার নিজজনের সহিত আপনার কথা, অথবা আপনার ভক্তজনের চরিত্রকথা শ্রবণের দ্বারা। এখানে শ্রবণ—ইহাও উপলক্ষণ, ধ্যানাদির দ্বারাও (যে আনন্দ লাভ হয়), সেই আনন্দ 'স্ব-মহিমনি অপি'—আপ-নার নিজ মহিমরূপ অর্থাৎ প্রভাবরূপ, 'ব্রহ্মণি'—ব্রহ্মানন্দেও 'মা ভূৎ'—কখনই হয় না, (অর্থাৎ আত্মানন্দস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও তাদৃশ সুখ লাভ হয় না)। মহতের ভাব (প্রভাব, অনুভাব) মহিমা, আপনি মহান্, আপনার মহত্ত্ব সর্ব্বব্যাপকত্ব-রূপ ধর্ম্মই, ইহাতে 'ত্বন্নিষ্ঠ', অর্থাৎ আপনাতে অবস্থিত যে

সুখ, তাহা সেই ব্রহ্মস্বরূপে কি করিয়া থাকিতে পারে ? —এই ভাব। 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ'—(৮।২৪।৩৮) ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার মহিমা (প্রভাবই) পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, শ্রীমৎস্যদেবের এই উক্তির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের শ্রীভগবানের মহিমত্ব অবগত হওয়া যায়। তাহাতে আবার 'অন্তকাসিলুলিতাৎ'—কালরূপ অসির দ্বারা, অর্থাৎ কালের দ্বারা খণ্ডিত বিমান হইতে, অর্থাৎ স্বর্গ হইতে পতিত দেবগণের যে সে সুখ নাই, ইহা আর কি বক্তব্য ? অতএব স্বর্গ এবং অপবর্গ (মোক্ষ) হইতে অধিক অন্য কোনও ফল শ্রবণহেতু, আপনাতে ভক্তির প্রকৃতপক্ষে ফল আপনার ভক্তিই—ইহার দ্বারা ভক্তির স্বতঃ (অন্য-নিরপেক্ষ্য) ফলত্ব এবং ভক্তগণেরও নিষ্কামত্ব উপপাদিত হইল ॥ ১০ ॥

মধ্ব—পরব্রহ্মণি স্থিতস্য ধ্যানাদিকং বিনা ন ভবতি, সুপ্তৌ দৃষ্টত্বাৎ ॥ ১০ ॥

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাম্ ।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনন্ত, ত্বয়ি (ভগবতি বাসুদেবে) মুহুঃ (নিরন্তরং) ভক্তিং (প্রেমলক্ষণাং) প্রবহতাং (সাতত্যেন কুর্ব্বতাম্) অমলাশয়ানাং (শুদ্ধাত্মনাং) মহতাং মে (মম) প্রসঙ্গঃ (প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ) ভূয়াৎ। যেন (এবম্ভূত-মহৎসঙ্গেন) ভবদ্‌কথামৃতপানমত্তঃ (ভবদ্‌গুণকথা এব অমৃতং, তস্য পানেন মত্তঃ পরমানন্দে নিমগ্নঃ সন্) উরুব্যসনম্ (উরূণি ব্যসনানি দুঃখানি যস্মিন্ তম্ অতএব) উল্বণং (ভয়ঙ্করং) ভবাব্ধিং (সংসারসমুদ্রম্) অঞ্জসা (অনায়াসেন এব) নেষ্যে (তরিষ্যামি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে অনন্ত, যে সকল শুদ্ধাত্মপুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হউক্। এবম্ভূত মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সা চ শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তিঃ সৎসঙ্গং বিনা ন সুরসী ভবতীতি সৎসঙ্গং প্রার্থয়তে। ভক্তিং ত্বয়ি প্রবহতাং প্রবাহরূপেণাবিচ্ছিন্নামেব দধতাম্। ননু তর্হি সংসারদুঃখাব্ধের্ভয়ং তে স্থাস্যত্যেবেতি তত্র সাটোপং সভুজাস্ফোটমাহ—যেন মহৎসঙ্গবলেন উল্বণমপি বহুব্যসনযুক্তমপি ভবাব্ধিং নেষ্যে গ্রহীষ্যামি, যদি স মদভিমুখমভ্যেতি, তদা আয়াতু, দ্রক্ষ্যামি কিং মে কর্ত্তুং শক্নুয়াদিতি ভাবঃ। কীদৃশঃ সন্ ভবদ্‌গুণকথৈব অমৃতং তৎপানেন মত্ত ইতি, নহি স্পর্দ্ধাবজ্ঞাদ্বেষাদয়ঃ সাংসারিকা ধর্ম্মা মত্তং দুঃখয়িতুং শক্নুবন্তি, নাপি মৃত্যুরমৃতং পিবন্তং স্প্রষ্টুমপি শক্নুয়াদিতি ভাবঃ। অত্র সৎসঙ্গোত্থয়ৈব ভক্ত্যা ভগবন্তং সাক্ষাৎকৃত্যাপি পুনঃ সৎসঙ্গস্য প্রার্থনাদ্ভক্তিকারণমপি ভক্তিফলমপি স্বয়ং ভক্তিরপি সৎসঙ্গ ইতি ভক্তানাং মতং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এবং সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তি সৎসঙ্গ ব্যতিরেকে কখনই সুরসী (সুস্বাদু, আস্বাদনময়ী) হয় না, এই নিমিত্ত সৎসঙ্গ (ভক্তজন-সঙ্গ) প্রার্থনা করিতেছেন—'ভক্তিং ত্বয়ি প্রবহতাং'—আপনাতে যাঁহারা প্রবাহরূপে, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপে ভক্তি করিতেছেন, (সেই সকল মহাত্মাদিগের সহিত যেন আমার সঙ্গ হয়)। যদি বলেন—দেখ, তাহা হইলে তোমার সংসাররূপ (জন্ম-মরণরূপ) দুঃখসমুদ্রের ভয় থাকিবেই, তাহাতে সগর্ব্বে বাহু আস্ফালনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'যেন'—যে মহৎসঙ্গ-বলে 'উল্বণমপি'—বহু বিপত্তিযুক্তও ভব-সমুদ্র 'নেষ্যে'—আমি গ্রহণ করিব, যদি সে আমার অভিমুখে আসে, আসুক, দেখিব আমার কি করিতে পারে ?—এই ভাব। কিপ্রকার হইয়া ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভবদ্‌গুণ-কথামৃত-পানমত্তঃ'—আপনার গুণকথাই অমৃত, তাহার পানের দ্বারা মত্ত হইয়া। এই জগতে স্পর্দ্ধা, অবজ্ঞা, দ্বেষ প্রভৃতি সাংসারিক ধর্ম্মসমূহ কখনই মত্ত জনকে দুঃখ দিতে পারে না, আর মৃত্যুও অমৃত পানকারীকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না—এই ভাব। এখানে সৎসঙ্গ হইতে উত্থিত ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করিয়াও পুনরায় সেই সৎসঙ্গের প্রার্থনা করায়—ভক্তির কারণও, ভক্তির ফলও, স্বয়ং

ভক্তিও সৎসঙ্গই—এই ভক্তজনের অভিমত ব্যক্ত হইল ॥ ১১ ॥

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (হে) অব্জনাভ, (হে পদ্মনাভ,) যে তু ভবদীয়পদারবিন্দসৌগন্ধ্যলুব্ধ-হৃদয়েষু (ভবদীয়পদারবিন্দয়োঃ যৎ সৌগন্ধ্যং তেন লুব্ধং হৃদয়ং যেষাং তেষু) কৃতপ্রসঙ্গাঃ (কৃতঃ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ যৈঃ তে) যে চ (সুতাদয়ঃ) অনু অদঃ (মর্ত্ত্যং দেহম্ অনুসম্বন্ধাঃ) সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ (তান্) অতিতরাং প্রিয়ং মর্ত্ত্যং (দেহম্ অপি) তে ন স্মরন্তি (অনুসন্দধতে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা ভবদীয় পাদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় মহাত্মাগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা, নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র, ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তদপ্যহন্তাস্পদ-মমতাস্পদয়োর্বিদ্যমানত্বে খলূদ্বেগো দুর্ব্বার ইত্যত আহ—তে অতিতরাং প্রিয়মপি মর্ত্ত্যং দেহং ন স্মরন্তি নানুসন্দধতে, যে চ অদো মর্ত্ত্যং অনু লক্ষীকৃত্য বর্ত্তমানাঃ সুতাদয়স্তানপি। কে তে ? যে ভবদীয়েত্যাদি। তু-শব্দেনান্যেষাং কেবল-যোগাদিনিষ্ঠানাং দেহাভিমানানিবৃত্তিং দর্শয়তীতি স্বামিচরণাঃ। ভক্তানাং নিষ্কামত্বদ্যোতকঃ স্বভাব এবায়ম্। বস্তুতস্তু "কথমনুবর্ত্ততাং ভবভয়ং তব যদ্‌ভ্রুকুটিঃ সৃজতি মুহুস্ত্রিণেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়" মিতি, "জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা" ইত্যাদেরননুসংহিতং ভক্তেঃ ফলং সংসারনিবৃত্তিরস্ত্যেব ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, তাহা হইলেও (সেই সৎসঙ্গ হইলেও) অহন্তাস্পদ (দেহাদি) এবং মমতাস্পদ (স্ত্রী-পুত্রাদি) বিদ্যমান থাকিতে নিশ্চিত উদ্বেগ দুর্ব্বারণীয়, ইহাতে বলিতেছেন—'তে'—সেই ভক্তগণ, অত্যন্ত প্রেমাস্পদ হইলেও 'মর্ত্ত্যং'—মরণধর্ম্মশীল দেহকে, 'ন স্মরন্তি'—চিন্তা করেন না, অর্থাৎ দেহের কোন অনুসন্ধানই করেন না ; 'যে চ'—আর এই দেহকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যে পুত্রাদি, তাহাদেরও কোন চিন্তা করেন না। যদি বলেন—কে তাঁহারা ? তাহাতে বলিতেছেন—'যে তু ভবদীয়'—ইত্যাদি, (অর্থাৎ যাঁহারা আপনার চরণকমলের সুগন্ধে লুব্ধহৃদয়, তাঁহাদের সহিত যে-সকল ব্যক্তি সঙ্গ করেন, তাঁহারা)। এখানে শ্রীল শ্রীধর স্বামিচরণ বলিয়াছেন—'তু'-শব্দের দ্বারা অন্যান্য কেবল যোগাদি-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দেহাদি অভিমানের অনিবৃত্তি দেখান হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু—"কথমনুবর্ত্ততাং" (১০।৮৭।৩২) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রুতিগণ বলিলেন—হে ভগবন্! যাঁহারা আপনার শরণাপন্ন হন, তাঁহাদের সংসারভয় কিরূপে হইবে ? যেহেতু আপনার ভ্রূকুটি-রূপ 'ত্রিণেমি' (শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষারূপ সংবৎসরকাল) আপনার শরণাগতি-বিহীন জনগণেরই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি ভয় সৃষ্টি করে। এবং "জরয়ত্যাশু" (৩।২৫।৩৩) ইত্যাদি, অর্থাৎ জঠরস্থ অনল, যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ যে ভক্তি শীঘ্র লিঙ্গশরীরকে দগ্ধ করিয়া দেয়, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল সংসার-নিবৃত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মধ্ব—

যে স্বাঃ সম্পদঃ স্মরন্তি তে ত্বাং ন স্মরন্তি।
যে ভগবদ্ভক্তসঙ্গাঃ তে স্বাঃ সম্পদো ন স্মরন্তি ॥১২॥

তির্য্যঙ্‌নগ-দ্বিজ-সরীসৃপ-দেব-দৈত্য-
মর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজ, (হে) পরম, তির্য্যঙ্‌নগ-দ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্যমর্ত্ত্যাদিভিঃ (তির্য্যঞ্চঃ গোমৃগাদয়ঃ, নগাঃ বৃক্ষপর্ব্বতাদয়ঃ, দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ, সরীসৃপাঃ সর্পাদয়ঃ, দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ, দৈত্যাঃ প্রহলাদাদয়ঃ, মর্ত্ত্যাঃ মনুষ্যাঃ তৈ আদিভিঃ) পরিচিতং (ব্যাপ্তং) সদসদ্বিশেষং (সন্তঃ স্থূলাঃ পঞ্চমহাভূতাঃ অসন্তঃ ভূতসূক্ষ্মাঃ শব্দাদয়ঃ বিশেষাঃ যস্য তৎ)

মহদাদ্যনেকং (মহদাদীনি অনেকানি কারণানি যস্য তৎ এবম্ভূতং) তে (তব) স্থবিষ্ঠং (বিরাড়্রূপং) কেবলম্ অহং বেদ্মি, (অতঃ) পরম্ (ঈশ্বরস্বরূপম্) যত্র বাদঃ ন (শব্দব্যাপারঃ নাস্তি তৎব্রহ্মস্বরূপং চ ন বেদ্মি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে অজ, হে পরমেশ, আপনার এই বিরাট্ রূপ—পশু, পক্ষী, নগ, সরীসৃপ, দেবতা, দৈত্য ও মনুষ্যাদিদ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহাতে স্থূল-সূক্ষ্মাদি, সৎ এবং অসৎ পদার্থ, পরস্পর পৃথগ্রূপে প্রকাশমান। ইহার মহদাদি অনেক কারণও বর্ত্তমান। আমি আপনার এবম্ভূত রূপই অবগত আছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আপনার যে ঈশ্বর-স্বরূপ ও শব্দাদিব্যাপার-শূন্য ব্রহ্মস্বরূপ আছে, তাহা আমি অবগত নই ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং চেজ্জানাসি, তর্হি মৎপিত্রাদি-প্রাপ্তেভ্যোঽপ্যুৎকৃষ্টং পদং সাধয়ানীতি সংকল্প্য কিমিতি তদ্ভজনমাকার্ষীঃ? তত্রাহ—তির্য্যগাদিভিঃ পরিচিতং ব্যাপ্তং সন্তোঽসন্তশ্চ বিশেষা যস্য তৎ। মহদাদীন্যনেকানি কারণানি যস্য তৎ স্থবিষ্ঠং বিরাড়্-রূপমেব তবাহং বেদ্মি, বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমান-বদ্বেতি। এতাবন্তং কালমবেদিষমিত্যর্থঃ। অতঃ স্থবিষ্ঠাৎ পরমেতদপ্রাকৃতং চিদানন্দঘনং তব স্বরূপং হে পরম নাবেদিষং যত্র বাদঃ শব্দব্যাপারো নাস্তি, তদ্ব্রহ্ম-স্বরূপঞ্চ নাবেদিষম্ অতএব বালত্বেনাজ্ঞত্বাত্তথা দুর্ভাবনামকরবম্। সাম্প্রতন্তু তদীয়-কম্বুস্পর্শং প্রাপ্য সর্ব্বমেব বেদার্থমজ্ঞাসিষমত এবং শ্রীমচ্চরণেষু নিবেদয়ামীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, এইরূপই যদি জান, তাহা হইলে, 'আমার পিত্রাদির প্রাপ্ত হইতেও উৎকৃষ্ট পদ আমি অর্জ্জন করিব', ইত্যাদি সংকল্প করিয়া কিজন্য তাঁহার (ভগবানের) ভজনা করিলে? তাহাতে বলিতেছেন—'তির্য্যগ্' ইত্যাদি, তির্য্যগ্, নগ প্রভৃতির দ্বারা 'পরিচিতং'—ব্যাপ্ত এবং 'সদসদ্বিশেষং'—সৎ (স্থূল) ও অসৎ (সূক্ষ্ম), ইহাদের বিশেষ বলিতে বিভাগ যাহার আছে, সেই 'মহদাদ্যনেকং'—মহত্তত্ত্বাদি অনেকের কারণ, আপনার বিরাট্ মূর্ত্তিকেই আমি জানি। 'বেদ্মি'—ইহা বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানে লট্ প্রত্যয় হইয়াছে, এতকাল ইহাই জানিতাম, এই অর্থ। অতএব সেই বিরাট্মূর্ত্তি হইতে 'পরম্'—পৃথক্, এই যে অপ্রাকৃত চিদানন্দঘন আপনার স্বরূপ, হে পরম (পরমেশ্বর)! তাহা আমি জানিতাম না, 'যত্র বাদঃ ন'—যে পরমেশ্বর স্বরূপে শব্দাদি ব্যাপার নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমি জানিতাম না, অতএব বালক অজ্ঞ বলিয়া ঐরূপ দুর্ভাবনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আপনার শঙ্খস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া, সমস্ত বেদার্থই জানিয়াছি, এইজন্য এইপ্রকার আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—পশ্যমানোঽপি তু হরিং ন তু বেত্তি কথঞ্চন।
বেত্তি কিঞ্চিৎ প্রসাদেন হরেরথ গুরোস্তথা ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১৩ ॥

কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্ম-
গর্ভে দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—কল্পান্তে (কল্পস্য সৃষ্টিসময়স্য অন্তে প্রলয়সময়ে) এতৎ অখিলং (ত্রৈলোক্যং সর্ব্বং) জঠরেণ (উদরেণ) গৃহ্ন্ (সংনিবেশ্য) অনন্তসখঃ (শেষসহায়ঃ) তদঙ্কে (শেষোৎসঙ্গে) (যঃ) পুমান্ (শ্রীমন্নারায়ণঃ) শেতে। স্বদৃক্ (স্বস্মিন্ এব দৃক্ ন বহিঃ যস্য সঃ যোগনিদ্রারূঢ়ত্বাৎ) যন্নাভিসিন্ধুরুহ-কাঞ্চন-লোকপদ্মগর্ভে (যৎ যস্য নাভিঃ এব সিন্ধুঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ রোহতীতি তথা তস্য কাঞ্চনলোক-পদ্মস্য গর্ভে কর্ণিকায়াং) দ্যুমান্ (অতিতেজস্বী ব্রহ্মা ভবতি), তস্মৈ ভগবতে (প্রদ্যুম্নায়) প্রণতঃ অস্মি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কালে যে পুরুষ স্বীয় উদরমধ্যে নিখিলব্রহ্মাণ্ড সন্নিবিষ্ট করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন-পূর্ব্বক শেষশায়ী হইয়াছিলেন এবং তৎকালে যাঁহার নাভিসমুদ্রোৎপন্ন কাঞ্চনময় লোকপদ্মের কর্ণিকামধ্যে অতি তেজস্বী ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মাং জানাসি চেৎ, ত্বামহং পরীক্ষিষ্যে, কথয়, কোঽহমিতি তত্রাহ—কল্পান্ত ইতি ত্রিভিঃ। স্বস্মিন্নেব দৃক্ ন তু বহির্যস্য যোগনিদ্রা-

রূঢ়ত্বাৎ, তস্যানন্তস্য শেষস্যাঙ্কে উৎসঙ্গে শেতে। যস্য নাভিসিন্ধুরুহে নাভিকমলে আগন্তুকং কাঞ্চনবর্ণং লোকাত্মকং যৎ পদ্মং তস্য গর্ভে কর্ণিকায়াং দ্যুমাংস্তেজস্বী ব্রহ্মা ভবতি, তস্মৈ তং ত্বাং প্রসাদয়িতুং নতোঽস্মি কেবলং, ন তু পরিচরিতুং কিমপি শক্নোমীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, আমাকে যদি জানিয়াই থাক, তোমাকে আমি পরীক্ষা করিব, বল—কে আমি? তাহাতে বলিতেছেন—'কল্পান্ত' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'স্বদৃক্'—নিজের অভ্যন্তরেই যাঁহার দৃষ্টি, কিন্তু বাহিরে নহে, কারণ তৎকালে আপনি যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া অবস্থিত ছিলেন। 'অনন্তসখঃ তদঙ্কে'—অনন্ত নাগকে সহায়ক করিয়া, সেই শেষ নাগের ক্রোড়ে, অর্থাৎ শেষশয্যায় আপনি শয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহার নাভিরূপ সমুদ্রে, অর্থাৎ নাভিকমলে উৎপন্ন স্বর্ণবর্ণ লোকাত্মক যে পদ্ম, তাহার গর্ভে অর্থাৎ কর্ণিকায় তেজস্বী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, 'তস্মৈ প্রণতোঽস্মি'—সেই আপনাকে প্রসন্ন করিতে কেবল নত হইতেছি, কিন্তু কোন পরিচর্য্যা করিতে আমি সক্ষম নই—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

———

ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধঃ, (ত্বং নিত্যমুক্তঃ, জীবস্তু ত্বৎপ্রসাদাৎ মুচ্যতে; ত্বং পরিশুদ্ধঃ, সঃ তু মলিনঃ; ত্বং বিবুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, জীবঃ অল্পজ্ঞঃ), (ত্বম্) আত্মা, (সঃ তু দেহাধ্যাসি-জড়বদ্ধঃ); (ত্বং) কূটস্থঃ, (নির্ব্বিকারঃ, স তু বিকারী); (ত্বম্) আদিপুরুষঃ, (স তু আদিমান্); (ত্বং) ভগবান্, (সঃ তু ভগহীনঃ); (ত্বং) ত্র্যধীশঃ (ত্রয়াণাং গুণানাম্ অধীশঃ, স তু পরতন্ত্রঃ); যদ্ বুদ্ধ্যবস্থিতিং (যদ্‌যতঃ বুদ্ধেঃ তাং তাম্ অবস্থাম্) অখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা (চিচ্ছক্ত্যা) দ্রষ্টা (পশ্যসি, তথাভূতঃ এব ত্বং) স্থিতৌ (পালনে) অধিমখঃ (যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুঃ) ব্যতিরিক্তঃ (জীববিলক্ষণঃ এব) আস্সে (তিষ্ঠসি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনি নিত্যমুক্ত; জীব আপনার প্রসাদেই জড়বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। আপনি পরিশুদ্ধ, জীব মলিন; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পরন্তু জীব অল্পজ্ঞ; আপনি মায়াধীশ, জীব মায়াবশযোগ্য; আপনি নির্ব্বিকার, জীব মায়াসংস্পর্শে বিস্মৃতস্বরূপ; আপনি (জন্মরহিত) আদি পুরুষ, জীব আদিমান (জন্মযুক্ত); আপনি পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী, জীব স্বরূপাবস্থিতিতেও স্বল্পৈশ্বর্য্যযুক্ত; আপনি ত্রিগুণের অধীশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষ, জীব গুণদ্বারা অভিভাব্য। আপনি স্বীয় অখণ্ডিত চিন্ময় দৃষ্টিদ্বারা বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাকেই দর্শন করিয়া থাকেন। আপনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুরূপে বর্ত্তমান আছেন,—সুতরাং আপনি জীব হইতে সম্পূর্ণই বিলক্ষণ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মমাপি শয়নাদ্যবস্থাবত্ত্বে কো জীবাদ্বিশেষস্তত্রাহ যদ্—যতস্ত্বং নিত্যমুক্তঃ, জীবস্তু ত্বৎপ্রসাদান্মুচ্যতে, ত্বং পরিশুদ্ধঃ, স চ মলিনঃ; ত্বং বিবুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, স ত্বল্পজ্ঞঃ; ত্বমাত্মা, স তু দেহাধ্যাসী জড়ঃ; ত্বং কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ, স তু বিকারী; যদ্বা, ত্বং কূটস্থ একরূপতয়া কালব্যাপী, স তু নানারূপতয়ৈব; ত্বমাদিঃ কারণং পুরুষঃ পুরুষাকারশ্চ, স তু ন কারণং স্ত্রী-পুং-নপুংসকাকারশ্চ; ত্বং ভগবান্, স তু ভগহীনঃ; ত্বং ত্র্যধীশঃ, স তু ত্রিগুণাধীনঃ, ত্বং বুদ্ধ্যবস্থিতিং জীবস্য বুদ্ধেরবস্থাং স্বাপাদিকাম্ অখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা চিচ্ছক্ত্যা সাক্ষিত্বেন দ্রষ্টা, স তু বুদ্ধ্যবস্থাভিঃ খণ্ডিতদৃষ্টিঃ; ত্বং স্থিতৌ সর্ব্বজগৎপালনে কর্ম্মণ্যাস্সে, স তু স্বপালনেঽপ্যসমর্থঃ; ত্বমধিমখঃ মখাদিকর্ম্মাধিষ্ঠাতা, স তু মখাদিকর্ম্মাধীনঃ। অতস্ত্বং তস্মাদ্ব্যতিরিক্ত এবাস্সে—তব যোগনিদ্রাদিকন্তু চিচ্ছক্তিবিলাস ইতি জানাম্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, আমারও শয়নাদি অবস্থাযুক্তত্ব থাকিলে, জীব হইতে কি পার্থক্য? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যৎ'—যেহেতু, আপনি নিত্যমুক্ত, কিন্তু জীব আপনার কৃপাতেই মুক্ত হইয়া থাকে। আপনি পরিশুদ্ধ (সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ), আর জীব অতিশয় মলিন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ,—জীব অল্পজ্ঞ। আপনি আত্মা (স্বরূপ

হইতে অভিন্নহেতু সর্ব্বব্যাপী),—জীব দেহাধ্যাসী জড়। আপনি কূটস্থ, অর্থাৎ নির্ব্বিকার,—জীব কিন্তু বিকারী। অথবা—আপনি কূটস্থ বলিতে একরূপভাবে কালব্যাপী, জীব কিন্তু নানারূপভাবে (অবস্থান্তর প্রাপ্ত)। আপনি আদি-পুরুষ, অর্থাৎ কারণ এবং পুরুষাকৃতি-বিশিষ্ট,—জীব কিন্তু কারণও নয়, আবার স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক আকার-যুক্ত। আপনি ভগবান্, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী,—জীব ঐশ্বর্য্যহীন। আপনি ত্র্যধীশ (গুণত্রয়ের অধীশ্বর), —জীব কিন্তু সত্ত্বাদি তিনগুণের অধীন। আপনি 'বুদ্ধ্যবস্থিতিং'—জীবের বুদ্ধির নিদ্রাদি সকল অবস্থাই, 'অখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা'—অখণ্ডিত (নির্ম্মল) দৃষ্টি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির দ্বারা সাক্ষীরূপে দ্রষ্টা (দেখিতে-ছেন),—জীব কিন্তু বুদ্ধির অবস্থার দ্বারা খণ্ডিত-দৃষ্টি। 'ত্বং স্থিতৌ'—আপনি সমস্ত জগতের পালন কর্ম্মে অবস্থান করিতেছেন,—জীব কিন্তু নিজের পালনেও অসমর্থ। আপনি 'অধিমখঃ'—যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা (অর্থাৎ যজ্ঞারাধ্য ও যজ্ঞফলপ্রদ), আর জীব—যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধীন। অতএব আপনি সেই জীব হইতে সর্ব্বপ্রকারেই বিভিন্ন—আপনার যোগনিদ্রাদি কার্য্য কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস—ইহা আমি অবগতই আছি—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—বধিম্ অবধিম্। অল্লোপেন সংসারস্যা-বধিভূতং ত্বামাস্থিতাঃ। সহৈবাস্তে ॥ ১৫ ॥

———

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিরুদ্ধগতয়ঃ (পরস্পরবিরুদ্ধা গতিঃ স্বভাবঃ যেষাং তে) বিদ্যাদয়ঃ (বিদ্যাবিদ্যাসর্গসংহারাদয়ঃ ভিন্নাশয়াঃ) বিবিধশক্তয়ঃ অনিশং (নিরন্তরং) যস্মিন্ (ভগবতি) আনুপূর্ব্ব্যা (নিরন্তরেণ) পতন্তি (অকস্মাৎ উদ্ভবন্তি) তৎ বিশ্বভবং (বিশ্বস্য ভবং জন্ম যস্মাৎ তম্) একম্ (অখণ্ডম্) অনন্তম্ আদ্যম্ (অনাদি) আনন্দমাত্রম্ অবিকারং ব্রহ্ম (ভগবন্তম্) অহং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবশালিনী বিদ্যা এবং অবিদ্যাদি বিবিধ শক্তিসমূহ যাঁহা হইতে নিরন্তর উদ্ভূত হইতেছে, সেই বিশ্বের কারণভূত অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, আনন্দমাত্র, অবিকার পরব্রহ্ম শ্রীভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সবিশেষং ভগবৎস্বরূপমুক্ত্বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-স্বরূপমাহ—যস্মিন্নিতি। নির্ব্বিকারং কেবল-মানন্দমাত্রমেব। নিত্যচিদাত্মক-নানাবিশেষ-গ্রহণা-সমর্থানাং দূরস্থানাং কেবলশান্তানাং ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানদৃষ্ট্যা ভাতং তদ্ব্রহ্ম ত্বন্মহিমস্বরূপং প্রপদ্যে—যস্মিন্ নিঃশক্তিকত্বেন প্রতীতেঽপি বিদ্যাদয়ো বিবিধ-শক্তয়োঽনিশং স্থিতা আনুপূর্ব্ব্যাৎ পতন্তি প্রভীতা ভবন্তি। অতএব ত্বং ভক্তিতারতম্যেন সামীপ্য-তারতম্যবতাং বিশেষতারতম্যগ্রহণসমর্থানাং ভক্তি-মিশ্রজ্ঞানিভ্যঃ কিঞ্চিদধিকভক্তিমতাং প্রথমং বিদ্যা-শক্তিমানাত্মেতি ভাসি, তাতোঽপ্যধিকভক্তিমতাং মায়া-শক্তিমান্ পুরুষো জগৎকারণমিতি অতএব বিশ্বভব-মিতি বিশেষণং, ততঃ সম্পূর্ণভক্তিদৃষ্ট্যা ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদ্যনন্তশক্তিমান্ ভগবানিতি, তত্রাপ্যতিপ্রবিষ্ট-ধিয়াং লীলালাবণ্যকলাকুতূহলবৈদগ্ধী-মহোদধিরিতি ত্বমনুভবগোচরী ভবসি। যথা নগরস্যাতিদূরস্থজনা বিশেষমনুপলভমানা ইদমগ্রে স্থিতং বস্তুমাত্রমিতি তদেব পশ্যন্তি অনতিদূরস্থা বৃক্ষষণ্ডমিতি ; সমীপস্থাস্তু বিবিধনিষ্কুটাট্ট-পুর-গোপুর-গৃহ-ধ্বজ-পতাকাদিযুক্তং নগরমিতি তত্র প্রবিষ্টাস্তু বিচিত্রতড়াগরথ্যাবিপণিশৃঙ্গা-টকাজির-নৃত্যগীতবাদিত্রাদি-সকল-সুখাস্পদমিত্যনু-ভবন্তি। যথাহুঃ প্রাঞ্চোঽপি "চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্। বিভুর্বিভক্তা-বয়বঃ পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি স" ইতি। শক্তয়ঃ কীদৃশ্যঃ বিরুদ্ধগতয়ঃ ইতি বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সর্গসংহারয়োর্জন্মবত্ত্বাজত্বয়োরনীহত্ব-সলীলত্বয়োরাত্মা-রামত্বভক্তবাৎসল্যয়োর্বিরোধেঽপি তত্তচ্ছক্তীনাম-তর্কৈব ত্বয়ি নিত্যা স্থিতিরেব ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সবিশেষ ভগবৎস্বরূপ বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যাদি। 'অবিকারং'—বিকারশূন্য, অর্থাৎ নির্ব্বিকার, কেবল আনন্দমাত্রই। নিত্য চিদাত্মক (চিন্ময়) স্বরূপে নানাবিধ বিশেষ গ্রহণে অসমর্থ দূরস্থিত কেবল শান্ত

ভক্তগণের ভক্তিমিশ্র জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রতিভাত, যাহা আপনার মহিম-স্বরূপ, সেই ব্রহ্মকে শরণ গ্রহণ করিতেছি (অর্থাৎ অবিকারী আনন্দমাত্র সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ আপনার শরণাপন্ন হইলাম)। 'যস্মিন'—নিঃশক্তিক বলিয়া প্রতীত হইলেও যাঁহাতে, 'বিদ্যা-দয়ঃ'—বিদ্যাদি বিবিধ শক্তিসমূহ নিরন্তর থাকিলেও, আনুপূর্ব্বাৎ-পর্য্যায়ক্রমে, 'পতন্তি'—প্রতীত (উদ্ভূত) হইতেছে (অর্থাৎ যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহাদের শক্তি উত্তম, মধ্যম, অধমভেদে নানা-বিধ—সেই সকল বিদ্যা ও অবিদ্যাদি নিরন্তর যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে)।

[এখানে ভক্তির তারতম্য অনুসারে শ্রীভগবানের নিকটে এবং দূরে অবস্থিতি-হেতু দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকে চারি প্রকার ভেদ দেখান হইতেছে।] অতএব আপনি ভক্তির তারতম্যবশতঃ সামীপ্য-তারতম্যযুক্ত বিশেষ তারতম্য গ্রহণে সমর্থ ভক্তগণের মধ্যে, ভক্তি-মিশ্র জ্ঞানিগণ হইতে, (১) কিঞ্চিৎ অধিক ভক্তিমান্‌-দিগের নিকট প্রথমতঃ বিদ্যাশক্তি-বিশিষ্ট আত্মা বলিয়া প্রতিভাত হন। তাহা হইতে (২) অধিক ভক্তিমান্‌দের নিকট মায়া-শক্তিযুক্ত পুরুষ, জগতের কারণ—এইরূপে প্রতিভাত হত, সুতরাং 'বিশ্বভবং'—বিশ্বের উৎপত্তিকারণ (উৎপাদক)—এই বিশে-ষণ। তাহা হইতে (৩) সম্পূর্ণ ভক্তির দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ভগবান্—এইরূপ প্রতিভাত হন, তাহাতেও আবার (৪) সেই ভগবৎ-স্বরূপে অতিশয় প্রবিষ্ট-বুদ্ধি যাঁহাদের, তাঁহাদের নিকট লীলা ও লাবণ্যকলা-কুতূহলের বৈদগ্ধী-সমুদ্র—এই-রূপে আপনি তাঁহাদের অনুভবের গোচরীভূত হইতে-ছেন। (এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত)—যেমন, কোন নগরের অতি দূরে অবস্থিত জনগণ (১) বিশেষ উপলব্ধি না করিতে পারায়, সামনে একটি বস্তুমাত্র রহিয়াছে—এইরূপ দেখে, তাহাই অনতিদূরস্থিত (অর্থাৎ কিঞ্চিৎ নিকটস্থ) জনগণ (২) বৃক্ষসমূহ বলিয়া দেখে। আর যাহারা নিকটে অবস্থান করে (৩) তাহারা নানাবিধ গৃহ, অট্টালিকা, পুর, গোপুর, ধ্বজা, পতা-কাদিযুক্ত একটি নগর বলিয়া দেখে। আবার সেই নগরে যাহারা প্রবিষ্ট রহিয়াছে (৪), তাহারা বিচিত্র জলাশয়, রথ্যা (রাজপথ), হাট, চতুষ্পথ, মল্লভূমি, নৃত্য, গীত, বাদিত্রাদি সমস্ত সুখাস্পদ বস্তুই অনুভব করিয়া থাকে। [প্রমাণ যথা]—প্রাচীনগণও এই-রূপ বলিয়াছেন—"চয়স্ত্বিষাম্" ইত্যাদি, (মহাকবি মাঘ-প্রণীত শিশুপালবধ কাব্যে), অর্থাৎ শ্রীদ্বারকায় পাত্রমিত্র-সমেত রাজসিংহাসনে সমুপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (বিভুঃ), আকাশপথে আগমনকারী দেবর্ষি নারদকে দূর হইতে অবলোকন করতঃ, (১) প্রথমে একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ মাত্র, তারপর (২) একটা আকার-বিশিষ্ট দেহধারী, তারপর (৩) হস্তপাদাদি অবয়ব-বিশিষ্ট পুরুষাকৃতি, (৪) ক্রমে (যখন নারদ সমীপে উপনীত হইলেন)—অহো! দেবর্ষি নারদ —এইরূপ বুঝিলেন।

শক্তিসমূহ কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'বিরুদ্ধগতয়ঃ'—যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ, অর্থাৎ বিভিন্নভাবাপন্ন। যেমন—বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে, সৃষ্টি ও সংহারের মধ্যে, জন্মবত্ত্ব ও অজত্ব-উভয়ের মধ্যে, অনীহ (নিশ্চেষ্ট) এবং লীলাযুক্তত্বের মধ্যে, আত্মারাম ও ভক্ত-বাৎসল্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকিলেও, সেই সেই (বিরুদ্ধ) শক্তিসমূহের আপনাতে নিত্য স্থিতি অতর্কনীয়া, (অর্থাৎ বিরুদ্ধ শক্তির সমাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীভগবান্।) ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—আনুপূর্ব্বীশ্রুতিশ্চৈব ত্রয়ী চাম্নায়ঃ উচ্যতে ইত্যভিধানম্ ॥ ১৬ ॥

———

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপ্যেবমর্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, তথানুভজতঃ (তথা তেন প্রকারেণ ত্বম্ এব পুরুষার্থঃ ইত্যেবম্ অনুভজতঃ পুংসঃ) পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ (পুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ সঃ এব মূর্ত্তিঃ যস্য তস্য) তব পাদপদ্মম্ (এব) হি (নিশ্চিতম্) আশিষঃ (রাজ্যাদেঃ সকাশাৎ) সত্যা (নিশিতা) আশীঃ (পরমার্থফলম্ অস্তি)। অপি (যদ্যপি) এবং অর্য্য (হে স্বামিন্,) অনুগ্রহ কাতরঃ (অনুগ্রহে হিতাচরণে কাতরঃ পরবশঃ) ভগবান্ (ভবান্) বাশ্রেব বৎসকং (যথা বাশ্রা নবপ্রসূতা

ধেনুঃ বৎসকং ক্ষীরং পায়য়তি, বৃকাদিভ্যঃ রক্ষতি চ, তদ্বৎ) দীনান্ (সকামান অপি) অস্মান্ পরিপাতি (সংসারভয়াৎ রক্ষত্যেব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, যাঁহারা আপনাকে একমাত্র পুরুষার্থ-জ্ঞানে পরমানন্দস্বরূপ আপনার ভজনা করেন, তাঁহাদের নিকট আপনার পাদপদ্মই রাজ্যাদি অপেক্ষা পরমার্থ-ফলস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু হে স্বামিন্, ধেনু যেরূপ স্নেহবিহ্বলা হইয়া নবপ্রসূত বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং (বৃকাদির ভয় হইতে) রক্ষণাবেক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যশালী আপনিও অনুগ্রহপরবশ হইয়া মাদৃশ সকাম ব্যক্তিদিগকেও (সংসার-ভয় হইতে) রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভো বালক, সত্যমেব ত্বং মৎ-স্বরূপং জানাস্যেব, কিন্তু তব সাম্প্রতিক-নিষ্কামত্বেঽপি যথা পূর্ব্বসঙ্কল্পমেব ফলমহং দাস্যামি গৃহাণেতি, তত্র স্বস্যাজ্ঞত্বং বিবৃণ্বন্ প্রেমমাধুর্য্যমাশাসান আহ—সত্যেতি। হে ভগবংস্তব পাদপদ্মমেব আশিষো রাজ্যাদেঃ সকাশাৎ সত্যা আশীঃ পরমার্থফলম্। কস্য তথা তেন প্রকারেণ ত্বমেব পুরুষার্থমূর্ত্তিরিত্যেবং নিষ্কামতয়া অন্বনুভজতঃ এবমপি দীনানস্মান্ কৃত-সকামভজনানপি পরিপাতি নিষ্কামপ্রাপ্য-পাদপদ্ম-কিঞ্চিন্মাধুর্য্যদানেনেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—অনুগ্রহ-কাতরঃ বালত্বাদ্ যদ্যপ্যয়ং মচ্ছুদ্ধভক্তিং ন জানাতি, তদপি তৎফলং স্বমাধুর্য্যমিমমাস্বাদয়ামীতি বুদ্ধ্যে-ত্যর্থঃ। বাশ্রা ধেনুর্যথা বৎসকমজ্ঞং স্বমভজন্তমপি দুগ্ধং পায়য়তি বৃকাদিভ্যো রক্ষতি চ, ত্বদ্বন্মাং স্বচরণ-ভক্তিমাধুর্য্যমাস্বাদয়তু, সকামত্বাদিভ্যো ভক্তি-বিঘ্নেভ্যো রক্ষতু চেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে বালক! সত্যই তুমি আমার স্বরূপ অবগত হইয়াছ, কিন্তু এক্ষণে তোমার নিষ্কামত্ব হইলেও, তোমার পূর্ব্ব সঙ্কল্পের ফল আমি দিতেছি, গ্রহণ কর। ইহাতে নিজের অজ্ঞত্ব প্রকাশ করতঃ প্রেমমাধুর্য্যের অভি-লাষী হইয়া বলিতেছেন—'সত্যাশিষো' ইত্যাদি। হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মই, 'আশিষঃ'—রাজ্যাদি হইতে, 'সত্যা আশীঃ'—পরমার্থ-ফলস্বরূপ। কাহার নিকট? তাহাতে বলিতেছেন—'তথা অনুভজতঃ', সেই প্রকারে, অর্থাৎ আপনিই 'পুরুষার্থ-মূর্ত্তি' (পুরুষের প্রার্থনার বিষয় যে পরমানন্দ, তদ্রূপই মূর্ত্তি যাঁহার, অর্থাৎ অনন্দানুভবরূপ)—এইরূপ নিষ্কাম-ভাবে নিরন্তর যিনি ভজন করিতেছেন, তাঁহার নিকট আপনার পাদপদ্মই পুরুষার্থ (পরম অর্থ)। এইরূপ হইলেও সকাম ভজনকারী আমাদিগকে নিষ্কামগণের প্রাপ্য আপনার পাদপদ্মের কিঞ্চিৎ মাধুর্য্য-প্রদানে প্রতিপালন করুন। তাহাতে কারণ—'অনুগ্রহ-কাতরঃ', অনুগ্রহে (হিতাচরণে) কাতর (অর্থাৎ আপনি কৃপৈকবিবশ); বালক বলিয়া যদিও এই-জন আমার শুদ্ধ ভক্তি জানে না, তথাপি তাহার ফল আমার এই মাধুর্য্য আস্বাদন করাইব—এই বুদ্ধিতে, এই অর্থ। 'বাশ্রা'—সদ্যঃপ্রসূতা ধেনু যেমন অজ্ঞ বৎসকে নিজের সেবা না করিলেও দুগ্ধ পান করায় এবং ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ আপনি আমাকে স্বচরণের ভক্তি-মাধুর্য্য আস্বাদন করান এবং সকামত্ব প্রভৃতি ভক্তির বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন—এই ভাব ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—তব পাদমূলং ভজত আচার্য্যস্যাশিষ্টয়ঃ শিক্ষাঃ সত্যাশীঃপ্রদা এব তথাপি অস্মান্ শিষ্যান্ বিশিষ্টফলপ্রাপ্তয়ে পুনঃ পরিপাতি ভবান্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

অথাভিষ্টুত এবং বৈ সৎসঙ্কল্পেন ধীমতা।
ভৃত্যানুরক্তো ভগবান্ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—অথ বৈ এবম্ (এবম্প্রকারেণ) সৎসঙ্কল্পেন (দৃঢ়সঙ্কল্পেন) ধীমতা (ধ্রুবেণ) অভিষ্টুতঃ (স্তুতঃ) ভৃত্যানুরক্তঃ (ভৃত্যেষু অনুরক্তঃ ভক্তবৎসলঃ) ভগবান্ (প্রার্থনাং) প্রতিনন্দ্য ইদং (বক্ষ্যমাণং বচনম্) অব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, অনন্তর দৃঢ়সংকল্প ধীমান্ ধ্রুবকর্ত্তৃক এবম্প্রকারে স্তুত হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ধ্রুবের প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক।
তৎ প্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত ॥ ১৯ ॥

নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি।
যত্র গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্।
মেধ্যাং গোচক্রবৎ স্থাস্নু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্॥২০॥
ধর্ম্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ।
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) রাজন্যবালক, (হে) সুব্রত, (হে) ভদ্র, তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলম্ অস্তু)। তে (তব) হৃদি ব্যবসিতং (সঙ্কল্পিতং যৎ তৎ) অহং (সর্ব্বজ্ঞঃ) বেদ (জানামি); (যৎস্থানং নান্যৈঃ অধিষ্ঠিতং (ত্বদন্যৈঃ মন্বাদিভিঃ মহদ্ভিঃ অপি অনধিষ্ঠিতম্ অপ্রাপ্তং), ভ্রাজিষ্ণু (প্রকাশমানং), ধ্রুবক্ষিতি (ধ্রুবা ক্ষিতিঃ নিবাসঃ যত্র) যত্র, গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রম্ আহিতম্ (অর্পিতং), (যত্র চ) মেধ্যাং (ধান্যাক্রমণায় ভ্রাম্যমাণানাং পশূনাং বন্ধনস্তম্ভঃ মেধী তস্যাং) গোচক্রবৎ (বলীবর্দ্দসমূহবৎ) কল্পবাসিনাম্ (অবান্তরকল্পবাসিনাং) পরস্তাদপি স্থাস্নু (লোকত্রয়নাশে অপি অনশ্বরং), ধর্ম্মঃ অগ্নিঃ কশ্যপঃ (প্রজাপতিঃ) শক্রঃ (ইন্দ্রঃ ইত্যাদয়ঃ নক্ষত্ররূপাঃ) বনৌকসঃ (বানপ্রস্থাঃ) মুনয়ঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) যৎ (স্থানং) সতারকাঃ (তারকাভিঃ সহ) দক্ষিণীকৃত্য (ভ্রমন্তঃ) চরন্তি তৎ দুরাপং (দুষ্প্রাপ্যং) তে তুভ্যং প্রযচ্ছামি॥ ১৯-২১॥

অনুবাদ—হে নৃপতিনন্দন, হে সুব্রত, তোমার মঙ্গল হউক্। আমি তোমার মনোঽভীষ্ট জানিতে পারিয়াছি। আমি তোমাকে যে সমুজ্জ্বলপদ প্রদান করিলাম, তাহা কখনই ভ্রষ্ট হইবে না। এ পর্য্যন্ত অন্য কেহই সেস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিশ্চক্র সর্ব্বদা তাহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা মেধীবদ্ধ বলীবর্দ্দসমূহের ন্যায় কল্পের অন্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন, তাঁহারা বিনষ্ট হইলেও তোমার ঐ বাসস্থান বিনষ্ট হইবে না। ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, বানপ্রস্থ মুনিবৃন্দ এবং সপ্তর্ষিগণ তারকাগণের সহিত নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। আমি সেই দুষ্প্রাপ্যস্থানই তোমাকে প্রদান করিলাম॥ ১৯-২১॥

বিশ্বনাথ—রাজন্যবালকেতি তবৈশ্বর্য্যস্পৃহা স্বাভাবিক্যেবেতি তদহং প্রযচ্ছামীত্যুক্তে তর্হি, স্বপ্রেমাণং ন দাস্যসীতি কাতরমুখং তমাশ্বসয়তি ভদ্রন্তে ইতি মা চিন্তয়, প্রেমাণমপি প্রযচ্ছামীত্যপি-কারার্থঃ। ত্বয়া পূর্ব্বং যথা প্রার্থিতং 'পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে ব্রূহ্যস্মৎপিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতমিতি' তদিদং স্থানং গৃহাণেত্যাহ—নান্যৈরিতি ধ্রুবা নিত্যা ক্ষিতির্নিবাসো যত্র তৎ, আহিতমর্পিতং, ধান্যাক্রমণায় ভ্রাম্যমাণানাং পশূনাং বন্ধনস্তম্ভো মেধী, তস্যাং বলীবর্দ্দসমূহবৎ অবান্তরকল্পবাসিনাং পরস্তান্মহাকল্পপর্য্যন্তং স্থাস্নু; ততো মহাপ্রলয়ে সতি ধ্রুবস্য মহাবৈকুণ্ঠারোহণমিতি কেচিৎ। ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্ত্তিত্বেঽপি শ্বেতদ্বীপ-মথুরা-দ্বারকাদীনামিব ধ্রুবলোকস্যাপি 'সুদুর্ল্লভং যৎ পরমং পদং হরে'রিতি, 'ততো গন্তাসি মৎস্থানমিতি' 'আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি' ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণমিত্যাদিপ্রমাণেভ্যো, ভগবল্লোকত্বেন নিত্যত্বান্মহাকল্পবাসিনামপি পরস্তাদিত্যপরে। ধর্ম্মাগ্ন্যাদয়ো নক্ষত্ররূপাঃ। বনৌকসঃ সপ্তর্ষয়ঃ॥ ১৯-২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজন্য-বালক'! —হে ক্ষত্রিয় বালক! ইহা বলায়, তোমার ঐশ্বর্য্যস্পৃহা স্বাভাবিকী, ইহা বুঝান হইল। তাহা আমি দিতেছি, এইরূপ বলিলে, তাহা হইলে আপনি নিজ প্রেম কি দিবেন না—এই চিন্তায় বিষণ্ণবদন ধ্রুবকে শ্রীভগবান্ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—'ভদ্রং তে'—তোমার মঙ্গল হউক, চিন্তা করিও না, প্রেমও প্রদান করিতেছি—এখানে 'দুরাপম্ অপি'—অন্যের দুর্ল্লভ হইলেও তোমার বাঞ্ছিত বস্তু (প্রেম) আমি দিতেছি, ইহা 'অপি'—শব্দ প্রয়োগের অর্থ। তুমি পূর্ব্বে যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলে—"পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং" (৪।৮।৩৭) ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার পিতৃ-পিতামহগণ, যে পদে কখনও অধিষ্ঠান করিতে পারেন নাই ও ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে পদ, তাহা আমি লাভ করিতে অভিলাষ করিতেছি, সেই সৎপথ আপনি বলুন। সেই এই স্থান গ্রহণ কর—ইহা বলিতেছেন, 'ন অন্যৈঃ' ইত্যাদি। 'ধ্রুবক্ষিতি'—ধ্রুব বলিতে নিত্য, ক্ষিতি অর্থাৎ নিবাস যেখানে, (অর্থাৎ যাহা নিত্যস্থায়ী, মহাপ্রলয়েও যাহার বিনাশ হয় না)। 'আহিতম্'—অর্পিত (নিবদ্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ যে

স্থানে গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারকাসমন্বিত শিশুমার নামক জ্যোতিশ্চক্র সংযুক্ত রহিয়াছে)। 'মেধ্যাং গো-চক্রবৎ'—ধান্য মাড়িবার জন্য গো-মহিষ-বন্ধনার্থ স্তম্ভ-বিশেষ মেধী, সেই মেধস্তম্ভে নিবদ্ধ বলীবর্দ্দ-সমূহের ন্যায়, 'পরস্তাৎ কল্পবাসিনাং'—মহাকল্প পর্য্যন্ত অর্থাৎ কল্পের শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা বাস করিবেন, তাঁহাদের বিনাশ হইলেও, 'স্থাস্নু'—ঐ স্থান কখনও বিনষ্ট হইবে না। তারপর মহাপ্রলয় হইলে ধ্রুবের মহাবৈকুণ্ঠে আরোহণ—ইহা কেহ কেহ বলেন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী হইলেও শ্বেতদ্বীপ, মথুরা, দ্বারকাদির ন্যায় ধ্রুবলোকেরও (ভগবানের ধাম বলিয়া নিত্যত্ব)। "সুদুর্লভং যৎ পরমং পদং হরেঃ" (২৮ শ্লোক)—অর্থাৎ যাহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ শ্রীহরির সেই পরম পদ, "ততো গন্তাসি মৎস্থানং" (২৫ শ্লোক)—অর্থাৎ সর্ব্বলোক-নমস্কৃত আমার ধামে গমন করিতে পারিবে, "আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (৪।১২।২৬), অর্থাৎ সর্ব্বলোকপূজ্য শ্রীবিষ্ণুর সেই পরম পদে আপনি অধিষ্ঠান করুন—ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ধ্রুবের বৈকুণ্ঠ ধামে অধিরোহণ অবগত হওয়া যায়। অপরে বলিয়া থাকেন—শ্রীভগবানের ধাম বলিয়া নিত্যত্ব-হেতু 'কল্পবাসিগণের বিনাশ হইলেও ঐ ধ্রুবলোক স্থিতিশীল', ইহা বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম, অগ্নি প্রভৃতি নক্ষত্ররূপ। 'বনৌকসঃ'—এখানে বানপ্রস্থ মুনিগণ বলিতে সপ্তর্ষিগণ ॥ ১৯-২১ ॥

———

প্রস্থিতে তু বনং পিত্রা দত্ত্বা গাং ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ।
ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং রক্ষিতাহব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—গাং (পৃথিবীং তুভ্যং) দত্ত্বা পিত্রা বনং প্রস্থিতে তু (বনং প্রতি দীর্ঘগমনে কৃতে সতি) অব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ (ন ব্যাহতানি ভ্রান্তানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য তথাভূতঃ) ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ (ধর্ম্মঃ সংশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্য সঃ তথা ধর্ম্মানুসারেণ) ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং (পর্য্যন্তং) রক্ষিতা (রক্ষিষ্যসি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, তোমার পিতা সম্প্রতি তোমাকে পৃথিবী-শাসনের ভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিবেন। তুমি ধর্ম্ম সমাশ্রয়পূর্ব্বক অব্যাকুলিতচিত্তে ষট্‌ত্রিংশৎবর্ষসহস্র সেই রাজ্য রক্ষা করিবে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এতচ্চ রাজ্যভোগানন্তরং ভবিষ্যতীত্যাহ—প্রস্থিতে ইতি। তুভ্যং গাং পৃথ্বীং দত্ত্বা বনং প্রস্থিতে ইতি 'ভাবে ক্তঃ'। রক্ষিতা গাং রক্ষিষ্যতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাও তোমার রাজ্য ভোগের পর হইবে—ইহা বলিতেছেন, 'প্রস্থিতে' ইত্যাদি। তোমার পিতা, তোমাকে পৃথিবী শাসনের ভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিলে। 'প্রস্থিতঃ'—(প্র–স্থা+ক্ত), ইহা ভাববাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় হইয়াছে। 'রক্ষিতা'—পৃথিবী রক্ষা করিবে (পালন করিবে) ॥ ২২ ॥

———

ত্বদ্‌ভ্রাতর্য্যুত্তমে নষ্টে মৃগয়ায়াস্তু তন্মনাঃ।
অন্বেষন্তী বনং মাতা দাবাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—ত্বদ্‌ভ্রাতরি উত্তমে মৃগয়ায়াং নষ্টে (সতি) তন্মনাঃ (তস্মিন্ এব মনঃ যস্যাঃ সা) বনম্ অন্বেষতী (বনে উত্তমান্বেষণং কুর্ব্বতী) মাতা (সুরুচিঃ) দাবাগ্নিং প্রবেক্ষ্যতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গমন করিয়া নিরুদ্দেশ হইবে। সুতরাং তদ্গতচিত্তা তদীয়া মাতা সুরুচি তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে দাবানলে প্রবেশ করিবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্ভক্তে ত্বয়ি সমাতৃকে অপরাধিন্যাঃ সুরুচের্যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণ্বিত্যাহ—ত্বদ্ভ্রাতেতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার ভক্ত তোমাতে মাতার সহিত অপরাধিনী সুরুচির যাহা হইবে, তাহা শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'ত্বদ্ ভ্রাতরি', ইত্যাদি (অর্থাৎ তোমার ভ্রাতা উত্তম, মৃগয়ায় বনে গমন করিয়া বিনষ্ট হইলে, তোমার বিমাতা সুরুচি, পুত্রের অন্বেষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবে।) ॥ ২৩ ॥

———

ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ।
ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যসি ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—পুষ্কলদক্ষিণৈঃ (পূর্ণদক্ষিণৈঃ) যজ্ঞৈঃ

যজ্ঞহৃদয়ং (যজ্ঞঃ হৃদয়ং প্রিয়া মূর্ত্তিঃ যস্য তং যজ্ঞারাধ্যং) মাম্ ইষ্ট্বা সত্যাঃ (নিশ্চিতাঃ) ইহ (ভূলোকে) আশিষঃ (উত্তমান্ ভোগান্) ভুক্ত্বা অন্তে (ভোগাবসানে) মাং সংস্মরিষ্যসি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞই আমার প্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ; অতএব তুমি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করিয়া ইহলোকে উত্তম ভোগলাভ করিবে এবং অন্তে আমাকে স্মৃতিপথে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে ॥২৪॥

বিশ্বনাথ—লোকে যশশ্চ তব ভবিষ্যতীত্যাহ—ইষ্ট্বেতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জগতে তোমার যশও হইবে, ইহা বলিতেছেন—'ইষ্ট্বা' ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরমেব) ঋষিভ্যঃ উপরিষ্টাৎ (উপরি বর্ত্তমানং) সর্ব্বলোকনমস্কৃতং মৎস্থানং ত্বং গন্তাসি (গমিষ্যসি)—যতঃ (স্থানাৎ, যৎ গত্বা) যতিঃ ন আবর্ত্ততে (প্রচ্যুতঃ ন ভবতি) ॥ ২৫॥

অনুবাদ—তদনন্তর আমার ধামে গমন করিতে পারিবে—আমার ধাম সর্ব্বলোকনমস্কৃত এবং ঋষিগণের স্থানেরও উপরিস্থিত। যতিগণ ঐ স্থানে একবার গমন করিলে সেই স্থান হইতে আর বিচ্যুত হন না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যতো নাবর্ত্তত ইতি নিত্যত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতো নাবর্ত্ততে'—অর্থাৎ যতিগণ যেখানে গমন করিয়া আর ফিরিয়া আসেন না—ইহার দ্বারা ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব ব্যঞ্জিত হইল ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—

আধিপত্যম্ নিত্যং তু ধ্রুবলোকস্য যদ্ ধ্রুবে।
তৎ তু তৎস্থানগন্তৄণাং যতীনাং গতিরুত্তমা ॥২৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইত্যর্চ্চিতঃ স ভগবানতিদিশ্যাত্মনঃ পদম্।
বালস্য পশ্যতো ধাম স্বমগাদ্গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইতি (ইত্যেবংপ্রকারেণ) অর্চ্চিতঃ সঃ ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ (তস্মৈ ধ্রুবায়) আত্মনঃ পদং (স্থানম্) অতিদিশ্য (দত্ত্বা তস্য) পশ্যতঃ বালস্য (সকাশাৎ) স্বং (স্বকীয়ং) ধাম অগাৎ (গতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর, গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বালক ধ্রুবদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় পরমপদ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয়ধামে গমন করিলেন ॥ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতিদিশ্য দত্ত্বা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিদিশ্য'—(নিজের পরম পদ) প্রদান করিয়া ॥ ২৬ ॥

সোঽপি সঙ্কল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্।
প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্ব্বাণং নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—সঃ অপি (ধ্রুবঃ) বিষ্ণোঃ পাদসেবোপ-সাদিতং (পাদসেবয়া উপসাদিতং প্রাপিতং) সঙ্কল্পজং (মনোরথং) সঙ্কল্পনির্ব্বাণং (সংকল্পস্য নির্ব্বাণং সমাপ্তিঃ যস্মাৎ তং) প্রাপ্য (অপি) নাতিপ্রীতঃ (অনতিপ্রসন্নঃ সন্) পুরম্ অভ্যগাৎ (আগতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব শ্রীহরির পাদপদ্ম-সেবা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পাদসেবা-লাভ হইলে জীবের যাবতীয় বহির্ম্মুখ সঙ্কল্পের সমাপ্তি হইয়া যায়। ধ্রুব স্বীয় মনোঽভীষ্ট লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল না। তিনি অনতিপ্রীতচিত্তে পিতৃভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সঙ্কল্পস্য নির্ব্বাণং সমাপ্তির্যস্মাৎ তৎপদমিতি পূর্ব্বেণৈবানুষঙ্গঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঙ্কল্প-নির্ব্বাণং'—সঙ্কল্পের নির্ব্বাণ অর্থাৎ সমাপ্তি হয় যাহা হইতে, সেই পদ—ইহা পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। (যে স্থান পাইলে আর কোন মনোরথ থাকে না, তাদৃশ নিজের মনোরথ) ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

সুদুর্ল্লভং যৎ পরমং পদং হরে-
র্মায়াবিনস্তচ্চরণার্চ্চনার্জ্জিতম্ ।
লব্ধ্বাপ্যসিদ্ধার্থমিবৈকজন্মনা
কথং স্বমাত্মানমমন্যতার্থবিৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—মায়াবিনঃ (কপটবতঃ সকামস্য) সুদুর্ল্লভং যৎ পরমং হরেঃ পদং তচ্চরণার্চ্চনার্জ্জিতং (তৎ তস্য হরেঃ চরণার্চ্চনেন অর্জ্জিতং প্রাপিতম্) একজন্মানা (একেনৈব জন্মনা) লব্ধ্বা অপি অর্থবিৎ (অর্থতত্ত্বজ্ঞঃ ধ্রুবঃ) স্বম্ (আত্মানম্) অসিদ্ধার্থম্ (অপ্রাপ্তমনোরথম্ ইব) কথং (কিমর্থম) অমন্যত ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মৈত্রেয় পরমপদ শ্রীহরিধাম সকামব্যক্তিগণের সুদুর্ল্লভ; কিন্তু পুরুষার্থতত্ত্ববিৎ ধ্রুব সেই উৎকৃষ্ট পদ একজন্মে লাভ করিয়াও আপনাকে কি জন্যই বা অপরিপূর্ণাভীষ্ট মনে করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নাতিপ্রীত ইতি শ্রুত্বা পৃচ্ছতি—সুদুর্ল্লভমিতি। মায়াবিনঃ কৃপালোঃ অর্থবিদ্বিজ্ঞোঽপি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাতিপ্রীতঃ'— অত্যন্ত প্রীত না হইয়া, অর্থাৎ অনতিপ্রীতচিত্তে ধ্রুব পিতার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—পূর্ব্বোক্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া (শ্রীবিদুর) জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'সুদুর্ল্লভম্' ইত্যাদি। 'মায়াবিনঃ'—কৃপালু শ্রীহরির (যাহা পরম পদ)। 'অর্থবিৎ'—বিজ্ঞ (তত্ত্বজ্ঞ) হইয়াও ॥ ২৮ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্ ।
নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং পশ্চাত্তাপমুপেয়িবান্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—মাতুঃ সপত্ন্যাঃ (সুরুচ্যাঃ) বাগ্বাণৈঃ (বাচঃ এব পীড়াকারত্বাৎ বাণাঃ তৈঃ) বিদ্ধঃ (ধ্রুবঃ) তান্ (বাগ্বাণান্) স্মরন্ মুক্তিপতেঃ (ভগবতঃ সকাশাৎ) মুক্তিং নৈচ্ছৎ ইতি পশ্চাৎ তাপম্ উপেয়িবান্ (প্রাপ্তবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বিমাতার বাক্য বাণে ধ্রুবের হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং তিনি সেই সকল দুর্ব্বাক্য স্মরণ করিয়া মুক্তিপতি ভগবান্ শ্রীহরির নিকট স্বরূপাবস্থিতি প্রার্থনা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই তাঁহাকে পশ্চাতে মনস্তাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তিং ভক্তিমৎপার্ষদত্বং "বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিণ" ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ সাযুজ্যন্তু ন বাখ্যেয়ম্। 'যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাম্' ইতি বাক্যেন তত্র তদরোচকত্বজ্ঞাপনাৎ। ননু নৈচ্ছদিতি ন সঙ্গচ্ছতে 'ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতামিতি' তদ্বাক্যেন ভক্তেরেব তদিচ্ছা-বিষয়ত্বাবগতেঃ? সত্যং; অত্র স্মরন্নিতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ মাতৃসপত্নীবাগ্বাণব্যথা-স্মরণদশায়ামেব নৈচ্ছৎ, অতস্তদৈব মধুবনে আগত্য মৎপিত্রাদিদুর্ল্লভপরমোচ্চপদপ্রাপ্তিকামো ভগবন্তং ভজিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য তপশ্চকার। ভগবৎসাক্ষাদ্দর্শন-সময়ে তু 'যোঽন্তঃপ্রবিশ্যেতি' তদুক্তেস্তদীয়সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ভগবদাকারত্বাৎ কুতঃ সুরুচের্বাগ্বাণস্মরণং, কিন্তু বেদাহং তে ব্যবসিতমিতি ভগবদ্বাক্যেন স্মৃত-পূর্ব্ব-স্বীয়সঙ্কল্পো মৎসকামত্বলক্ষণং ব্যভিচারং প্রভুর্ম্মে জানাতীতি জাতাপত্রপোঽন্বতপ্যৎ। হন্ত, হন্ত, দুর্বুদ্ধিরহং কথমেব সঙ্কল্পমকরবং 'ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতামিতি' সাম্প্রতিকীং ভক্তিপ্রার্থনাং মে মৎপ্রভুর্ম্মৎ-কপটমেব জানাতি স্ম, অতস্তদনুরূপং কিমপি স্পষ্টং নাবোচৎ; কিন্তু পূর্ব্বসঙ্কল্পানুরূপমেব বরং দদৌ। ত্বদ্‌ভ্রাতর্য্যুত্তমে নষ্টে ইত্যাদিনা পুরাতনং মন্মাৎসর্য্যমপি মাং স্মারয়ামাসেত্যেবং তস্য লজ্জানুতাপদৈন্য-নির্ব্বেদাস্তদুক্তশ্লোকষট্‌কে দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুক্তিং'—এখানে মুক্তি বলিতে ভক্তির সহিত ভগবানের পার্ষদত্ব, যেহেতু পাদ্মোত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—"মনীষিগণ শ্রীবিষ্ণুর অনুচরত্বই (সেবকত্বই) মোক্ষ বলিয়া থাকেন।"—এইজন্য মুক্তি বলিতে সাযুজ্য (ভগবানের সহিত ঐক্যভাব)—এইরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। আর, 'যা নির্বৃতি-স্তনুভৃতাম্' (১০ম শ্লোক)—অর্থাৎ আপনার পাদপদ্ম ধ্যানে এবং আপনার ভক্তজনের কথাশ্রবণে দেহধারীদিগের যে সুখ হয়, আত্মানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও তাদৃশ সুখ লাভ হয় না—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই সাযুজ্য মুক্তিতে

শ্রীধ্রুবের অরোচকত্বই জ্ঞাপিত হইয়াছে। যদি বলেন —দেখুন, ইচ্ছা করেন নাই—এইরূপ বলা সঙ্গত হয় না, কারণ 'ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাম্' (১১ শ্লোক), অর্থাৎ যে সকল নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি আপনার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের সহিত যেন আমার সঙ্গ হয়—ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি-তেই তাঁহার বিষয়ত্ব জানা যায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, এখানে 'স্মরন্'—স্মরণ করিয়া, এই বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশহেতু, মাতার সপত্নীর (অর্থাৎ বিমাতা সুরুচির) বাক্যরূপ বাণের স্মরণ-কালেই (ভক্তির) ইচ্ছা করেন নাই, অতএব তৎক্ষণাৎ মধুবনে আসিয়া, 'আমার পিতা-পিতামহা-দিরও দুর্ল্লভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ পদের প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনসময়ে, 'যোহন্তঃ প্রবিশ্য' (৬ শ্লোক)— অর্থাৎ যিনি আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার বাক্‌শক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্জীবিত করিতে-ছেন—ইত্যাদি ধ্রুবের উক্তিবশতঃ তদীয় সকল ইন্দ্রিয়েরই ভগবদাকারত্ব-হেতু, (তৎকালে) কি করিয়া সুরুচির বাক্যরূপ বাণের স্মরণ হইবে? কিন্তু 'বেদাহং তে ব্যবসিতম্',—(১৯ শ্লোক)— অর্থাৎ তোমার চিত্তের যে অভিলাষ, তাহা আমি জানি—এইরূপ শ্রীভগবানের বাক্যে স্বীয় পূর্ব্ব সঙ্কল্প স্মরণ হওয়ায়, আমার সকামত্বরূপ ব্যভিচার (ব্যতি-ক্রম, ভ্রষ্টাচার) আমার প্রভু জানেন, ইহা বিবেচনা-পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন। হায়! হায়! দুর্বুদ্ধি আমি, কিজন্য ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়া-ছিলাম, 'ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাম্'—আপনাতে নিরন্তর ভজনাকারী ভক্তগণের যেন আমার সঙ্গ হয়—এই সাম্প্রতিকী (এখনকার) ভক্তিপ্রার্থনা, আমার প্রভু কপটতা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তদনু-রূপ স্পষ্টতঃ কিছু বলিলেন না, কিন্তু আমার পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুযায়ীই বর প্রদান করিলেন। আবার 'তোমার ভ্রাতা উত্তম বিনষ্ট হইলে'—এই বাক্যে পুরাতন আমার মাৎসর্য্যও আমাকে স্মরণ করাই-লেন—এইরূপ ধ্রুবের লজ্জা, অনুতাপ, দৈন্য ও নির্ব্বেদ—তদুক্ত পরবর্ত্তী ছয়টি শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥২৯॥

———

শ্রীধ্রুব উবাচ—

সমাধিনা নৈকভবেন যৎপদং
বিদুঃ সনন্দাদয় ঊর্দ্ধরেতসঃ।
মাসৈরহং ষড়্‌ভিরমুষ্য পাদয়ো-
শ্ছায়ামুপেত্যাপগতঃ পৃথঙ্মতিঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীধ্রুবঃ উবাচ—নৈকভবেন (নৈকে অনেকে ভবাঃ যস্মিন্ তেন বহুজন্মাভ্যস্তেন) সমা-ধিনা যৎ পদং (যস্য ভগবতঃ পদং স্বরূপং) সনন্দা-দয়ঃ ঊর্দ্ধরেতসঃ (জিতেন্দ্রিয়াঃ) বিদুঃ (তস্য) অমুষ্য (ভগবতঃ) পাদয়োঃ ছায়াং ষড়্‌ভিঃ মাসৈঃ উপেত্য (অপি) পৃথঙ্মতিঃ (ভেদদর্শী) অহম্ অপ-গতঃ (ততঃ নিবৃত্তঃ সন্ পুনঃ দুঃখার্ণবে সংসারে নিমগ্নঃ—হা কষ্টম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন,—অহো কি কষ্ট! সনন্দনাদি ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ বহুজন্মের অভ্যস্ত সুপক্বসমাধি দ্বারা যে পদ জানিতে পারিয়া-ছেন, আমি মাত্র ছয়মাসের মধ্যে সেই পাদপদ্মছায়া প্রাপ্ত হইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ সেই পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় সংসারে নিমগ্ন হইলাম ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—নৈকভবেন বহুজন্মাভ্যস্তেন গরুড়া-রূঢ়স্য হরেঃ পাদচ্ছায়ায়াং স্থিতমাত্মানং স্মরন্নাহ। ছায়ামুপেত্য অপগতোঽধঃপতিতঃ যতস্তস্মাৎ পৃথক্-বিষয়ে মতির্যস্য সঃ। অতএব মাং স্বসঙ্গেন প্রভুঃ স্বধাম নানৈষীদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৈকভবেন'—বহু জন্মের অভ্যস্ত (সুপক্ব সমাধির দ্বারা সনন্দ প্রভৃতি ঊর্দ্ধ-রেতা মুনিগণ যে ভগবানের শ্রীচরণ সাক্ষাৎ করিয়া-ছেন, আমি মাত্র ছয় মাসের মধ্যে) গরুড়ারূঢ় শ্রীহরির পাদপদ্মের ছায়া প্রাপ্ত হইয়াছি,—ইহা তাঁহার পাদচ্ছায়ায় স্থিত নিজেকে স্মরণ করতঃ ধ্রুব বলিতেছেন। 'ছায়াম্ উপেত্য'—পাদপদ্মচ্ছায়া প্রাপ্ত হইয়াও, 'অপগতঃ'—অধঃ পতিত হইয়াছি, যেহেতু 'পৃথঙ্মতিঃ'—তাঁহা হইতে পৃথক্ বিষয়ে মতি যাহার, সেই আমি। অতএব আমাকে আমার প্রভু নিজ-সঙ্গে স্বধামে নিতে চাহিলেন না—এই ভাব ॥ ৩০ ॥

———

অহো বত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যতঃ।
ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বা যাচে যদন্তবৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ! (আশ্চর্য্যং,) বত (কষ্টং জাতং), মন্দভাগ্যস্য মম অনাত্ম্যম্ (আত্মশূন্যত্বম্ অজ্ঞত্বং) পশ্যত । ভবচ্ছিদঃ (সংসারোচ্ছেদকস্য হরেঃ) পাদমূলং গত্বা (অপি) যৎ অন্তবৎ (রাজ্যং ধ্রুবলোকাদিচিরকালস্থায়ি অপি অন্তবৎ বিনাশি এব) (তৎ) যাচে (যাচিতবানস্মি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অহো, আমি বড়ই মন্দভাগ্য ! আমার মূঢ়তা দর্শন কর ! আমি সংসারবিনাশক শ্রীহরির পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও বিনশ্বর বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অনাত্মামাত্মশূন্যত্বমজ্ঞত্বম্ । ভবচ্ছিদঃ অপ্রার্থিতোঽপি যো ভক্তস্য ভবং ছিনত্তি, তস্য পাদমূলং গত্বা বৈষ্ণব্যা দীক্ষয়ৈব প্রাপ্য যদন্তবৎ, তৎ অহং যাচে প্রাপ্তুং সঙ্কল্পমকরবমিতি মমৈব দোষঃ । প্রভুস্তু তদপি কৃপয়া অনশ্বরমেব পদং দদৌ । ততো গন্তাসি মৎস্থানমিতি তদুক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অনাত্ম্যম্'— আত্মশূন্যত্ব, অর্থাৎ অজ্ঞত্ব । 'ভবচ্ছিদঃ'—প্রার্থনা না করিলেও যিনি ভক্তের 'ভব'—সংসার (অর্থাৎ জন্ম-মরণ প্রবাহ) ছিন্ন করেন, তাঁহার চরণমূলে উপনীত হইয়া, বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিয়াও 'যৎ অন্তবৎ'—যাহা বিনাশশালী (ক্ষণভঙ্গুর), তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সংকল্প করিয়াছিলাম—ইহা আমারই দোষ । কিন্তু আমার প্রভু তথাপি কৃপাপূর্ব্বক অনশ্বর স্থানই প্রদান করিয়াছেন । 'ততো গন্তাসি মৎস্থানম্' (২৫ শ্লোক) —অনন্তর আমার আলয়ে গমন করিবে—এই তাঁহার উক্তি-হেতু, এই ভাব ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—

তস্যাপি মুক্তির্নিয়তা নিয়তং চাপি তৎ-পদম্ ।
তথাপি কামনা-নিন্দা ধ্রুবেণ সুকৃত-বতা ॥

ইতি ভবিষৎপর্ব্বণি ॥ ৩১ ॥

———

মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ ।
যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রহীষমসত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—পতদ্ভিঃ (মদপেক্ষয়া অধঃস্থানং প্রাপ্তবদ্ভিঃ) অসহিষ্ণুভিঃ দেবৈঃ (ইন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতৃভিঃ) (মম) মতিঃ বিদূষিতা । যঃ (অহম্) অসত্তমঃ (সন্) তথ্যং (সত্যম্ অপি) নারদস্য বচঃ ন অগ্রহীষং (ন গৃহীতবান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বোধ হয়, দেবতাগণ আমা অপেক্ষা নিম্নলোক প্রাপ্ত হইতেছিলেন ; তাই তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়াই আমার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন ; তাহা না হইলে আমার ন্যায় অসত্তম-ব্যক্তি দেবর্ষি নারদের হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিবে কেন ? ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্যাজ্ঞতায়াং কারণং সম্ভাবয়তি—মতিরিতি । পতদ্ভির্ম্মদপেক্ষয়া অধঃপতদ্ভিঃ অতএবাসহনশীলৈ-র্নারদবচঃ নাধুনাপ্যবমানন্ত ইত্যাদি ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজের অজ্ঞতাবিষয়ে কারণ সম্ভাবনা করিতেছেন—'মতিঃ বিদূষিতা', ইত্যাদি । 'পতদ্ভিঃ'—আমা অপেক্ষা নিম্নস্থান প্রাপ্ত হইতেছিলেন যাঁহারা, অতএব 'অসহিষ্ণুভিঃ'—অসহনশীল (সেই দেবগণ আমার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন) । 'নারদ-বচঃ'—দেবর্ষি নারদের সেই বাক্য—'নাধুনাপ্যবমানং তে' (৪।৮।২৭ শ্লোক), অর্থাৎ অদ্যাপি তুমি বালক, এই অবস্থায় তোমার সম্মান বা অবমান কিছুই দেখিতেছি না, ইত্যাদি গ্রহণ করি নাই । ॥ ৩২ ॥

———

দৈবীং মায়ামুপাশ্রিত্য প্রসুপ্ত ইব ভিন্নদৃক্
তপ্যে দ্বিতীয়েঽপ্যসতি ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যহৃদ্রুজা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবীং (দেবানাং শক্তিরূপাং) মায়াং (জগন্মোহিনীম্) উপাশ্রিত্য দ্বিতীয়ে অসতি (ভগবদ্ব্যতিরিক্তে রাজ্যাদিপ্রপঞ্চে) প্রসুপ্তঃ (স্বপ্নান্ পশ্যন্) ইব ভিন্নদৃক্ (ভেদদর্শি ভবতি, তদ্বৎ অহং) ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যহৃদ্রুজা (ভ্রাতা এব দুঃখদত্বাৎ ভ্রাতৃব্যঃ শত্রুরিতি দৃষ্ট্যা হৃদ্রুজা হৃদয়শোকেন) তপ্যে (তাপম্ অনুভবামি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ ভেদদৃষ্টিনিবন্ধন ব্যাঘ্রাদি দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও বৃথা-ভয়জনিত দুঃখ অনুভব করে, তদ্রূপ আমিও দৈবী-মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কল্পনাপূর্ব্বক ভ্রাতাকে শত্রুবোধ করিয়াছি এবং তজ্জন্য মনস্তাপে তাপিত হইতেছি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসুপ্তঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্ যথা দ্বিতীয়ে অসত্যপি ব্যাঘ্রসর্পাদিভ্যঃ খিদ্যতি, তদ্বৎ। ভ্রাতৈব ভ্রাতৃব্যঃ শত্রুস্তস্মাৎ যা হৃদ্রুক্, পীড়া তয়াহং তপ্যে বৃথৈব। যত আত্মদৃষ্ট্যা অহং স চ মদ্ভ্রাতেত্যুভাবপি ভগবতো জীবাখ্যতটস্থশক্তিবৃত্তিরূপৌ। দেহদৃষ্ট্যাপ্যুভয়োরপি পাঞ্চভৌতিকত্বান্মায়াশক্তি বৃত্তিরূপত্বমতো ভগবন্মায়য়ৈব তস্মিন্ ভ্রাতৃব্যত্বদৃষ্ট্যা মুহ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রসুপ্তঃ ইব'—নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতে থাকিলে, যেমন দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও সর্প, ব্যাঘ্রাদি হইতে ভয়জনিত দুঃখ অনুভব করে, তদ্রূপ। 'ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃব্য-হৃদ্রুজা'—ভ্রাতাই ভ্রাতৃব্য, অর্থাৎ শত্রু, তাহা হইতে যে হৃদয়ের পীড়া, তাহাতে আমি বৃথাই তাপিত হইতেছি। যেহেতু আত্ম-দৃষ্টিতে আমি এবং আমার সেই ভ্রাতা—উভয়েই ভগবানের জীবাখ্য তটস্থা শক্তির বৃত্তিরূপ (পরিণাম-বিশেষ)। দেহ-দৃষ্টিতেও উভয়ের পাঞ্চভৌতিকত্ব-হেতু মায়াশক্তির বৃত্তিরূপত্ব, অতএব শ্রীভগবানের মায়ার দ্বারাই সেই ভ্রাতাতে শত্রু বুদ্ধিতে বিমুগ্ধ হইয়াছি—এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—

দ্বিতীয়স্য স্বতন্ত্রস্য ত্বভাবো দ্বয়বর্জ্জিতঃ।
ঈশ্বরেশেচশিতবাস্য ভাবাৎ স পরমেশ্বরঃ ॥
ইতি হরিবংশেষু ॥ ৩৩ ॥

ময়ৈতঃ প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি।
প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুষ্প্রসাদনম্।
ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—গতায়ুষি (আসন্নমরণে পুংসি) চিকিৎসা ইব (যথা ব্যর্থা ভবতি তথা) তপসা দুষ্প্রসাদনং (অন্যৈঃ প্রসাদয়িতুম্ অশক্যম্ অপি) জগদাত্মানং (জগতঃ আত্মানং) ভবচ্ছিদং (জন্ম-মরণ-নিবর্ত্তকং ভগবন্তং) প্রসাদ্য ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ অহং ভবম্ (উৎপত্তিবিনাশশীলং রাজ্যম্) অযাচে (যাচিতবান্, ময়া যৎ প্রার্থিতং তৎ ব্যর্থম্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—জগতের আত্মস্বরূপ সংসারনিবর্ত্তক ভগবান্‌কে তপস্যাদ্বারা প্রসন্ন করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও তাঁহার নিকট আবার সেই অসৎসংসারই প্রার্থনা করিয়াছি। গতায়ুব্যক্তির চিকিৎসা যেমন নিষ্ফলা হয়, তদ্রূপ আমার প্রার্থিত বিষয়ও নিরর্থক হইল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভোগ্যবস্তুনো ভবকারণত্বাৎ ভবম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবম্'—ভোগ্য বস্তুসকল সংসারের কারণ বলিয়া ভব শব্দে এখানে সংসার, (অর্থাৎ যিনি সংসারবিনাশক, তাঁহার নিকট সংসারই অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ যেখানে, তাহা প্রার্থনা করিয়াছি) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—

হরৌ নিয়তচিত্তত্বাদ্গুহবত্তৎ প্রবেশনাৎ।
মোক্ষং তাদাত্ম্যমিত্যাহুর্ন তদ্রূপত্বঃ কৃচিৎ ॥
ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি ॥ ৩৪ ॥

স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা) অধনঃ ঈশ্বরাৎ (চক্রবর্তিনঃ সকাশাৎ) ফলীকারান্ (সতুষতণ্ডুলকণান্ যাচতে তৎ) ইব স্বারাজ্যং (নিজানন্দং) যচ্ছতঃ (ভগবতঃ সকাশাৎ) ক্ষীণপুণ্যেন মে (ময়া) মৌঢ্যাৎ মানঃ (অভিমানহেতুঃ রাজ্যাদিঃ) ভিক্ষিতঃ (যাচিতঃ) বত (অহো! এতৎ মহৎ কষ্টম্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হায়! যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির নিকট সতুষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুষ্কৃতিশালী যে, শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্বস্তু প্রার্থনা করিলাম! শ্রীহরি আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু আমি মূঢ়তা-বশতঃ তাঁহার নিকট অভিমান প্রার্থনা করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্মিন্ ভক্ত্যা রাজতে ইতি কিংবা স্বমেব রাট্ রাজা যেষাং তে স্বরাজো দাসাস্তেষাং ভাবঃ স্বারাজ্যং দাস্যং যচ্ছতো দদতঃ সকাশাদভিমানঃ ক্ষীণপুণ্যেন ক্ষীণচারুত্বেন যথা অধনঃ মহারাজচক্রবর্তিনঃ সকাশাৎ ফলীকারান্ সতুষতণ্ডুলকণান্ ভিক্ষতে, তদ্বৎ। স তু বিদগ্ধঃ পরমোদারো রাজা

যথা তস্মৈ তন্মনোরথাতীতাং সম্পত্তিং দদাতি, তথৈব ভগবান্ মহ্যং স্বধামবাসিত্বমিত্যহো মম নির্বুদ্ধিত্ব-পরমকাষ্ঠা ভগবতশ্চ কারুণ্যৌদার্য্যসীমেতি ক্ষণং সবিস্ময়স্তিমিতোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বারাজ্যং'—স্বরাজ বলিতে নিজেতে ভক্তির দ্বারা যিনি শোভিত (ভক্ত), কিংবা —'স্ব' শব্দে ভগবান্, তিনিই যাঁহাদের রাজা, অর্থাৎ দাসগণ, তাঁহাদের ভাব স্বারাজ্য, অর্থাৎ দাস্য, 'যচ্ছতঃ'—প্রদানকারীর নিকট হইতে অভিমান (অভিমানের হেতু রাজ্যাদি) প্রার্থনা করিয়াছি, যেমন মন্দভাগ্য দরিদ্র ব্যক্তি মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে 'ফলীকারান্'—তুষের সহিত তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করে, সেইরূপ। (অর্থাৎ আমি এমন মন্দভাগ্য যে ভবহারী শ্রীহরির নিকট ভবভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করিলাম, তিনি আমাকে নিজানন্দ প্রদান করিতেছিলেন, আমি মোহবশতঃ অভিমান প্রার্থনা করিলাম)। কিন্তু সেই বিদগ্ধ পরম উদার রাজা যেমন সেই দরিদ্রকে তাহার মনোরথের অতীত সম্পত্তি দান করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ আমাকে 'স্বধাম-বাসিত্বম্'—নিজ ধামে বাসের অধিকার প্রদান করিলেন, অহো! আমার নির্বুদ্ধির পরম কাষ্ঠা, আর শ্রীভগবানেরও কারুণ্য ও ঔদার্য্যের সীমা—ইহা বিবেচনা করতঃ ধ্রুব ক্ষণকাল সবিস্ময়ে নিস্তব্ধ রহিলেন—এই ভাব ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—তচ্চিত্তৈব তাদাত্ম্যম্—"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি" ইত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো-
রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো
যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—তাত, (হে বিদুর,) বৈ (নিশ্চিতং) যদৃচ্ছয়া (এব) লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ (লব্ধেন মনসঃ সমৃদ্ধিঃ যেষাং তে) মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়োঃ রজোজুষঃ (চরণারবিন্দসেবাতৎপরাঃ) ভবাদৃশাঃ জনাঃ (ত্বত্তুল্যাঃ নিষ্কাম-ভক্তাঃ) তস্য (ভগবতঃ) দাস্যম্ ঋতে (সেবাং বিনা) আত্মনঃ (অন্যম্) অর্থং নৈব বাঞ্ছন্তি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর, তোমাদিগের ন্যায় যে সকল ব্যক্তি শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্মপরাগরেণু ভজনা করেন, তাঁহারা সেই ভগবানের নিত্যদাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না; কারণ, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাকেই তাঁহারা শ্রীহরির প্রসাদ জ্ঞান করিয়া পূর্ণ চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নিস্পৃহত্বং তস্য যুক্তমিত্যাহ—নেতি। রজোজুষঃ পরাগরসাস্বাদিনঃ দাস্যং ঋতে আত্মনোঽর্থমন্যং ন বাঞ্ছন্তি যদৃচ্ছয়া লব্ধেন মনসঃ সমৃদ্ধির্যেষাম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার তাঁহার নিস্পৃহত্ব যুক্তিযুক্ত—ইহা বলিতেছেন, 'ন বৈ' ইত্যাদি। 'রজোজুষঃ'—(মুকুন্দ-পদারবিন্দের) পরাগের রস আস্বাদনকারী (ভক্তজন), ভগবানের দাস্য ব্যতীত নিজের আর অন্য কিছুই প্রয়োজন বাঞ্ছা করেন না। 'যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ'—যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুর দ্বারা মনের সমৃদ্ধি (পূর্ণতা) যাঁহাদের, (তাদৃশ ভক্তজন) ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—

হরীচ্ছিতেচ্ছুতৈকাত্ম্যং তনতেনৈকস্বরূপতা ইতি চ ? "কামেন মে কাম আগাৎ" ইতি চ শ্রুতিঃ ॥ ৩৬ ॥

আকর্ণ্যাত্মজমায়ান্তং সম্পরেত্য যথাগতম্।
রাজা ন শ্রদ্দধে ভদ্রমভদ্রস্য কুতো মম ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—সম্পরেত্য (মৃত্বা) যথা আগতম্ আকর্ণ্য (জনো ন শ্রদ্ধতে, তদ্বৎ) আত্মজং (পুত্রম্) আয়ান্তম্ আকর্ণ্য (শ্রুত্বাপি) অভদ্রস্য (ভদ্রহীনস্য) মম কুতঃ ভদ্রং (পুত্রাগমনকল্যাণম্ ইতি মত্বা রাজা উত্তানপাদঃ) ন শ্রদ্দধে (বিশ্বাসং ন চকার) ॥৩৭॥

অনুবাদ—এদিকে নৃপতি উত্তানপাদ শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র প্রত্যাগমন করিতেছেন। যেরূপ মৃতব্যক্তি ফিরিয়া আসিতেছে শ্রবণ করিলে কেহ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ রাজাও সে কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন,—

'আমি নিতান্ত অভদ্র, আমার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কোথায় ?' ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—ততো মধুবনাৎ ধ্রুবস্য স্বদেশগমনবন্ধু-মিলনাদিকং বর্ণয়তি—আকর্ণ্যেতি ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর মধুবন হইতে ধ্রুবের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলনাদি বর্ণনা করিতেছেন—'আকর্ণ্য' ইত্যাদি ।। ৩৭ ।।

শ্রদ্ধায় বাক্যং দেবর্ষের্হর্ষবেগেন ধর্ষিতঃ ।
বার্ত্তাহর্ত্তুরতিপ্রীতো হারং প্রাদান্মহাধনম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—(এষ্যতি অচিরতঃ ইতি) দেবর্ষেঃ (নারদস্য) বাক্যং শ্রদ্ধায় হর্ষবেগেন ধর্ষিতঃ (প্রথমং তিরস্কৃতঃ ততঃ) অতিপ্রীতঃ (সন্) বার্ত্তাহর্ত্তুঃ (সংবাদদাতুঃ, তস্মৈ) মহাধনং (বহুমূল্যং) হারং প্রাদাৎ (অর্পয়ামাস) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—কিন্তু দেবর্ষি নারদ বলিয়া গিয়াছিলেন "তোমার পুত্র শীঘ্রই আগমন করিবে"। রাজা উত্তানপাদ সেই কথার উপরই শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া হর্ষাতিশয্যবশতঃ প্রথমে নিজকে ধিক্কার করিলেন এবং পরে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বার্ত্তাবাহক দূতকে মহামূল্য হার পুরস্কার দিলেন ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—এষ্যত্যচিরত ইতি দেবর্ষের্বাক্যং শ্রদ্ধায় ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষ্যত্যচিরতঃ' (৪।৮।৬৯) —অর্থাৎ অচিরেই প্রত্যাগমন করিবে—দেবর্ষি নারদের এই বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া ।। ৩৮ ।।

সদশ্বং রথমারুহ্য কার্ত্তস্বরপরিষ্কৃতম্ ।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ পর্য্যস্তোঽমাত্যবন্ধুভিঃ ।।৩৯।।
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ বেণুভিঃ ।
নিশ্চক্রাম পুরাৎ তূর্ণমাত্মজাবেক্ষণোৎসুকঃ ।।৪০।।

অন্বয়ঃ—কার্ত্তস্বরপরিষ্কৃতং (স্বর্ণভূষিতং) সদশ্বং রথম্ আরুহ্য কুলবৃদ্ধৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ অমাত্য-বন্ধুভিঃ (চ) পর্য্যস্তং (বৃতঃ সন্) শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ (বেদপাঠেন) বেণুভিঃ (চ সহ সঃ রাজা উত্তানপাদঃ) আত্মজাবেক্ষণোৎসুকঃ (আত্মজস্য পুত্রস্য অবেক্ষণে দর্শনে উৎসুকঃ উৎসাহবান্ সন্) পুরাৎ তূর্ণং (শীঘ্রং) নিশ্চক্রাম ।। ৩৯-৪০ ।।

অনুবাদ—অনন্তর স্বর্ণভূষিত উত্তম বেগবান্ সুদৃশ্য-অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সেই নৃপতি, ব্রাহ্মণ, কুলবৃদ্ধ, অমাত্য ও বন্ধুগণ-সমভিব্যাহারে শঙ্খ, দুন্দুভি ও বেণু নিনাদ ও উচ্চবেদ ধ্বনি করিতে করিতে পুত্রদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া পুর হইতে দ্রুতগতি বহির্গত হইলেন ।। ৩৯-৪০ ।।

বিশ্বনাথ—পর্য্যস্তঃ পরিবৃতঃ ।। ৩৯-৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পর্য্যস্তঃ'—পরিবৃত (অর্থাৎ অমাত্য ও বন্ধুগণে পরিবৃত রাজা উত্তানপাদ পুর হইতে শীঘ্র বহির্গত হইলেন ।) ।। ৩৯ ।।

সুনীতিঃ সুরুচিশ্চাস্য মহিষ্যৌ রুক্মভূষিতে ।
আরুহ্য শিবিকাং সার্দ্ধমুত্তমেনাভিজগ্মতুঃ ।। ৪১ ।।

অন্বয়ঃ—অস্য (রাজ্ঞঃ উত্তানপাদস্য) রুক্ম-ভূষিতে (রুক্মৈঃ স্বর্ণৈঃ ভূষিতে) সুনীতিঃ সুরুচিঃ চ মহিষৌ উত্তমেন সার্দ্ধং (সহ) শিবিকাম্ (একং নরবিমানম্) আরুহ্য অভিজগ্মতুঃ (ধ্রুবাভিমুখং জগ্মতুঃ) ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—নৃপতির দুই মহিষী—সুনীতি ও সুরুচি—স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একটী শিবিকায় আরোহণ করিলেন এবং উত্তমকে সঙ্গে লইয়া ধ্রুবকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন ।। ৪১ ।।

বিশ্বনাথ—উত্তমেন বালকেন সহ একাং শিবিকা-মারুহ্যেতি ধ্রুবস্য নিষ্ক্রামণাদিনে রাজ্ঞা তত্র বহুতর-মনুতপ্তেন নারদাশ্বাসিতেন ধ্রুবমাত্রে এব সৌভাগ্যং দত্তং উত্তমমাত্রে তু দৌর্ভাগ্যম্। তদপি ধ্রুবমাতা সুনীতিবিনয়রাশিস্তাং সপুত্রাং স্বশিবিকায়ামেবারোহয়া-মাসেতি তত্ত্বম্ ।। ৪১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আরুহ্য শিবিকাং সার্দ্ধম্ উত্তমেন'—বালক উত্তমের সহিত একটি শিবিকায় আরোহণ করিয়া—ইহাতে ধ্রুবের (পুরী হইতে)

নিষ্ক্রামণ দিনে রাজা তদ্বিষয়ে অত্যধিক শোকতপ্ত এবং নারদ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া, একমাত্র ধ্রুব-জননীকেই সৌভাগ্য আর উত্তমের মাতা সুরুচিকে দুর্ভাগ্য দিয়াছিলেন। তথাপি ধ্রুবমাতা সুনীতি, যিনি বিনয়ের মূর্ত্তি, তিনি সপুত্র সুরুচিকে নিজ শিবিকাতেই আরোহণ করাইয়াছিলেন—এই তত্ত্ব ॥ ৪১ ॥

তং দৃষ্ট্বোপবনাভ্যাস আয়ান্তং তরসা রথাৎ।
অবরুহ্যনৃপস্তূর্ণমাসাদ্য প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৪২ ॥
পরিরেভেহঙ্গজং দোর্ভ্যাং দীর্ঘোৎকণ্ঠমনাঃ শ্বসন্।
বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শ-হতাশেষাঘবন্ধনম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শহতাশেষাঘ-বন্ধনং (বিষ্বক্সেনস্য হরেঃ অঙ্ঘ্রেঃ পাদস্য স্পর্শেন হতম্ অশেষম্ অঘং বন্ধনং রাগদ্বেষাদি চ যস্য তম্) অঙ্গজং (পুত্রং ধ্রুবম্) আয়ান্তম্ উপবনাভ্যাসে (উপবন-সমীপে) দৃষ্ট্বা প্রেমবিহ্বলঃ দীর্ঘোৎকণ্ঠ-মনাঃ (দীর্ঘং বহুকালম্ উৎকণ্ঠাযুক্তং মনঃ যস্য সঃ) নৃপঃ শ্বসন্ (দীর্ঘশ্বাসান্ মুঞ্চন্) তূর্ণং (শীঘ্রমেব) রথাৎ অবরুহ্য তরসা (বেগেন) আসাদ্য (প্রাপ্য) দোর্ভ্যাং (ভুজাভ্যাং) পরিরেভে (আলিঙ্গিতবান্) ॥ ৪২-৪৩ ॥

অনুবাদ—ক্রমে উত্তানপাদ দেখিতে পাইলেন যে, ধ্রুব উপবনের সন্নিকটে আগমন করিয়াছেন; তখন তিনি স্নেহবিহ্বল হইয়া অতিশীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং সুদীর্ঘকাল-সম্ভৃত দর্শনোৎসুক্যবশতঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বেগের সহিত বাহুদ্বয় দ্বারা পুত্রকে অলিঙ্গন করিলেন। ধ্রুবের তখন কোনও রাগদ্বেষ ছিল না—শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মস্পর্শে তাঁহার যাবতীয় বন্ধন বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ৪২-৪৩ ॥

অথাজিঘ্রন্ মুহুর্মূর্ধ্নি শান্তৈর্নয়নবারিভিঃ।
স্নাপয়ামাস তনয়ং জাতোদ্দাম-মনোরথম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ জাতোদ্দাম-মনোরথং (জাতঃ সংসিদ্ধঃ উদ্দামঃ মহান্ পুত্রপ্রাপ্তিলক্ষণঃ মনোরথঃ যস্য তং) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) তনয়ং মূর্ধ্নি আজিঘ্রন্ (পুত্রস্য শিরোঘ্রাণং গৃহ্নন্) শান্তৈঃ (প্রেমোদ্ভবৈঃ) নয়নবারিভিঃ স্নাপয়ামাস ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উত্তানপাদ পূর্ণ-মনোরথ পুত্রের মস্তক বারংবার আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং আনন্দাশ্রুদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন ॥৪৪॥

অভিবন্দ্য পিতুঃ পাদাবাশীর্ভিশ্চাভিমন্ত্রিতঃ।
ননাম মাতরৌ শীর্ষ্ণা সৎকৃতঃ সজ্জনাগ্রণীঃ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—সজ্জনাগ্রণীঃ (সজ্জনানাম্ অগ্রণীঃ মুখ্যাঃ) (ধ্রুবঃ) পিতুঃ পাদৌ অভিবন্দ্য (তেন) আশীর্ভিশ্চ অভিমন্ত্রিতঃ (কুশলপ্রশ্নাদিনা কৃতসম্ভাষণঃ) সৎকৃতঃ (চ) শীর্ষ্ণা (শিরসা) মাতরৌ ননাম ॥৪৫॥

অনুবাদ—সজ্জনাগ্রগণ্য ধ্রুবও প্রথমে পিতার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। উত্তানপাদ আশীর্ব্বাদ এবং কুশলপ্রশ্নাদির দ্বারা পুত্রের সম্ভাষণ করিলেন। তৎপরে ধ্রুব মাতৃদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সুরুচিং দুঃখদায়িনীং কথং শীর্ষ্ণা ননাম ? তত্রাহ—সজ্জনাগ্রণীরিতি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, দুঃখ-দায়িনী সুরুচিকে কিজন্য ধ্রুব মস্তকের দ্বারা নমস্কার করিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'সজ্জনাগ্রণীঃ'—সজ্জনগণের অগ্রণী, মুখ্য (অর্থাৎ সাধুজন-শ্রেষ্ঠ ধ্রুব) ॥ ৪৫ ॥

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পদাবনতমর্ভকম্।
পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—সুরুচিঃ তং পাদাবনতং (পাদয়োঃ অবনতম্) অর্ভকং (ধ্রুবং) সমুত্থাপ্য (সম্যক্ প্রীতিপূর্ব্বকম্ উত্থাপ্য) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) বাষ্প-গদ্গদয়া বাষ্পৈঃ গদ্গদয়া স্খলিতাক্ষরয়া) গিরা জীব ইতি (আশীর্ব্বাদবচনম্) আহ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—সুরুচি পদানত বালককে প্রীতিপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বাষ্পগদ্গদ-

স্বরে অর্দ্ধস্ফুরিত-বাক্যে "চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (কস্যাপি জনস্য) মৈত্র্যাদিভিঃ (মৈত্রীপ্রীতিসন্তোষ-দয়াদিভিঃ) গুণৈঃ ভগবান্ হরিঃ প্রসন্নঃ ভবতি, তস্মৈ (তং প্রতি) আপঃ (যথা স্বয়ম্ এব) নিম্নং (দেশং নমন্তি অবতরন্তি তৎ) ইব সর্ব্বাণি ভূতানি নমন্তি (অনুসরন্তি) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরি যাঁহার মৈত্র্যাদি-গুণে প্রসন্ন হন, নিখিলজীব নিম্নদেশগামিনী সলিল-ধারার স্বভাব-গতির ন্যায় তাঁহার নিকট অবনত হইয়া থাকে ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ ধ্রুবে সুরুচ্যাঃ প্রীতির্নাসম্ভাবিতেত্যাহ—যস্যেতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ধ্রুবে সুরুচির প্রীতি অসম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, সকল প্রাণী স্বয়ং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকে) ॥ ৪৭ ॥

উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চোভাবন্যোঽন্যং প্রেমবিহ্বলৌ ।
অঙ্গসঙ্গাদুৎপুলকাবস্রৌঘং মুহুরূহতুঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যোঽন্যং (পরস্পরম্) অঙ্গসঙ্গাৎ (আলিঙ্গনাৎ) উৎপুলকৌ (রোমাঞ্চিতৌ) প্রেম-বিহ্বলৌ (প্রেম্না বিহ্বলৌ) উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চ এতৌ (ইত্যুভৌ) অস্রৌঘং (বাষ্পপ্রবাহং) মুহুঃ উহতুঃ (দধতুঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনবাদ—অনন্তর উত্তম ও ধ্রুব উভয়েই প্রেম-বিহবল হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের অঙ্গস্পর্শে উভয়েরই গাত্র পুলকভরে কণ্টকিত হইল। উভয়েই মুহুর্মুহুঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

সুনীতিরস্য জননী প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতম্ ।
উপগুহ্য জহাবাধিং তদঙ্গস্পর্শনির্বৃতা ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (ধ্রুবস্য) জননী সুনীতিঃ প্রাণেভ্যঃ অপি প্রিয়ং সুতং (ধ্রুবম্) উপগুহ্য (আশ্লিষ্য) তদঙ্গস্পর্শনির্বৃতা (তস্য ধ্রুবস্য অঙ্গস্পর্শেন নির্বৃতা আনন্দিতা সতী) আধিং (তদ্বিয়োগজাং মনঃপীড়াং) জহৌ (ত্যক্তবতী) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—ধ্রুবের জননী সুনীতি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন এবং পুত্রের সুকোমল অঙ্গ-স্পর্শজনিত সুখানুভবে মনঃপীড়া পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—সুনীতেঃ পশ্চান্মিলনমানন্দমূর্চ্ছাভঙ্গে সতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধ্রুবের সহিত সুনীতির পশ্চাৎ মিলনের কারণ—তাঁহার আনন্দজনিত মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, (তারপর তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্র ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইলেন), ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৪৯ ॥

পয়ঃস্তনাভ্যাং সুস্রাব নেত্রজৈঃ সলিলৈঃ শিবৈঃ ।
তদাভিষিচ্যমানাভ্যা বীর বীরসুবো মুহুঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, (বিদুর,) তদা বীরসুবঃ (ধ্রুবমাতুঃ) শিবৈঃ (আনন্দোদ্ভবৈঃ) নেত্রজৈঃ সলিলৈঃ (অশ্রুভিঃ) অভিষিচ্যমানাভ্যাং স্তনাভ্যাং পয়ঃ (স্তন্যং) মুহুঃ (ভৃশং) সুস্রাব (ক্ষরিতম্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে বীর, বিদুর, তৎকালে বীরপ্রসবিনী সুনীতির স্তনযুগল স্নেহোদ্ভবা অশ্রুধারায় ধৌত হইল ; তাহা হইতে অবিরাম দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে থাকিল ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—হে বীর, ত্বামিব, ভগবদ্ধর্ম্মবীরং ধ্রুবং সূতে ইতি তস্যাঃ সুনীতেঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে বীর (বিদুর)! তোমার মত, ভগবদ্ধর্ম্ম-বীর ধ্রুবকে যিনি প্রসব করিয়াছেন, সেই সুনীতির (বাৎসল্যবশতঃ স্তন্যধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল) ॥ ৫০ ॥

তাং শশংসুর্জনা রাজ্ঞীং দিষ্ট্যা তে পুত্র আর্তিহা ।
প্রতিলব্ধশ্চিরং নষ্টো রক্ষিতা মণ্ডলং ভুবঃ ॥৫১॥

অন্বয়ঃ—চিরং (বহুকালং ব্যাপ্য) নষ্টঃ (অদর্শনং গতঃ) তে (তব) পুত্রঃ (ইদানীং সর্ব্বেষাং তব অস্মাকম্ অপি) আর্ত্তিহা (দুঃখনাশকঃ সন্) প্রতিলব্ধঃ (দর্শনং গতঃ) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) (মহৎ ভদ্রং জাতম্)। (এষঃ চ ধ্রুবঃ) ভূবঃ (পৃথিব্যাঃ) মণ্ডলং রক্ষিতা (রক্ষিষ্যতি) ইতি তাং রাজ্ঞীং (সুনীতিং) জনাঃ (পুরবাসিনঃ) শশংসুঃ (উচুঃ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—পুরবাসিগণ রাজমহিষী সুনীতিকে কহিতে লাগিলেন,—রাজ্ঞি, বহু সুকৃতি-ফলে বহু দিনের অদর্শনের পর, আজ আপনার এবং আমাদের, সকলেরই সন্তাপহারী এই পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন। আপনার এই পুত্রই পৃথিবী পালন করিবেন ॥ ৫১ ॥

অভ্যর্চ্চিতস্ত্বয়া নূনং ভগবান্ প্রণতার্ত্তিহা।
যদনুধ্যায়িনো ধীরা মৃত্যুং জিগ্যুঃ সুদুর্জ্জয়ম্ ॥৫২॥

অন্বয়ঃ—নূনং (নিশ্চিতং) যদনুধ্যায়িনঃ (যস্য হরেঃ অনুধ্যায়িনঃ ধ্যানপরায়ণাঃ) ধীরাঃ (যোগিজনাঃ) সুদুর্জ্জয়ম্ (অপি) মৃত্যুং জিগ্যুঃ (জিতবন্তঃ,) (সঃ) প্রণতার্ত্তিহা (প্রণতানাম্ আর্ত্তিহা ভক্তদুঃখনাশকঃ) ভগবান্ ত্বয়া অভ্যর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—যে ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যানপরায়ণ হইয়া যোগিগণ সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিয়া থাকেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই প্রণতজন-ক্লেশাপহারী শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অভ্যর্চ্চিত ইত্যত এব স্বপুত্রস্য মৃত্যুং ত্বমজৈষীরিতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভ্যর্চ্চিতঃ ত্বয়া'—(জনগণ বলিতে লাগিলেন—হে রাজ্ঞি! নিশ্চয়ই আপনি প্রণতজন-প্রতিপালক ভগবান্ শ্রীহরিকে) আরাধনা করিয়াছিলেন—এইজন্যই স্বপুত্রের মৃত্যু আপনি জয় করিয়াছেন—এই ভাব ॥ ৫২ ॥

লাল্যমানং জনৈরেবং ধ্রুবং সভ্রাতরং নৃপঃ।
আরোপ্য করিণীং হৃষ্টঃ স্তূয়মানোঽবিশৎ
পুরম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) জনৈঃ (সর্ব্বৈরেব) লাল্যমানং (সমাদৃতং) ধ্রুবং সভ্রাতরং করিণীং (হস্তিনীম্) আরোপ্য স্তূয়মানঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ দিষ্ট্যা ইত্যাদিবাক্যৈঃ স্তূয়মানঃ সঃ) নৃপঃ হৃষ্টঃ (সন্) পুরম্ অবিশৎ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বজন-সমাদৃত ধ্রুবকে ভ্রাতা উত্তমের সহিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজা উত্তানপাদ সানন্দচিত্তে পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন তত্রত্য সকলেই স্তুতি গান করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নৃপোঽপি দিষ্ট্যেতি পাদোন-শ্লোকদ্বয়েন জনৈঃ স্তূয়মানঃ পুরমবিশৎ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং নৃপঃ'—এই প্রকার নরপতিও, 'দিষ্ট্যা তে পুত্রঃ আর্ত্তিহা' (৫১ শ্লোক)—অর্থাৎ সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বসন্তাপ-নিবারক চিরকালের অনুদ্দিষ্ট এই পুত্রকে আপনি লাভ করিলেন—ইত্যাদি পাদোন (এক চরণ কম) দুইটি শ্লোকের দ্বারা জনগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বীয় পুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

মধ্ব—কলভশ্চৈব কন্যানাং করিণী বালমঙ্গলঃ ইতি রাজনীতৌ ॥ ৫৩ ॥

তত্র তত্রোপসংক্লিপ্তৈর্লসন্মকরতোরণৈঃ।
সবৃন্তৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈশ্চ তদ্বিধৈঃ ॥ ৫৪ ॥
চূতপল্লব-বাসঃস্রঙ্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ।
উপস্কৃতং প্রতিদ্বারমপাং কুম্ভৈঃ সদীপকৈঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র তত্র উপসংক্লিপ্তৈঃ (রচিতৈঃ) লসন্মকরতোরণৈঃ (লসন্তঃ মকরাঃ ধাত্বাদিরচিতাঃ যেষু তৈঃ তোরণৈঃ ধ্বজৈঃ) সবৃন্তৈঃ (ফলমঞ্জরী-সহিতৈঃ) (কদলীস্তম্ভৈঃ তথা) তদ্বিধৈঃ পূগপোতৈশ্চ (পূগানাং পোতৈঃ বালবৃক্ষৈঃ চ) (তথা) চূতপল্লব-বাসঃস্রঙ্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ (চূতাঃ আম্রাঃ তেষাং পল্লবাশ্চ বাসাংসি চ স্রজশ্চ মুক্তাদামানি চ তেষাং বিশেষেণ লম্বঃ লম্বনম্ অস্তি যেষু তৈঃ) সদীপকৈঃ (দীপসহিতৈঃ) অপাং কুম্ভৈঃ প্রতিদ্বারম্ উপস্কৃতং (বভূব) ॥ ৫৪-৫৫ ॥

অনুবাদ—এদিকে পুরমধ্যস্থ প্রত্যেক প্রাসাদদ্বারে মকর তোরণ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে ফল মঞ্জরী সহিত কদলীস্তম্ভ, নবীন গুবাকবৃক্ষ, আম্রপল্লব, বস্ত্র, মাল্য ও মুক্তাদাম-সুসজ্জিত এবং বহির্দ্দেশে সারি সারি জলপূর্ণ কলস ও তৎসম্মুখে দীপাবলি শোভা পাইতেছে ॥ ৫৪-৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুরং বর্ণয়তি—তত্র তত্রেতি চতুর্ভিঃ। উৎসংক্লিপ্তৈস্তদানীমেবোদ্যানাদিভ্য আনীয়ারোপিতৈঃ। লসন্মকরাণি তোরণানি যত্র তৈঃ। সবৃন্তৈঃ ফল-মঞ্জরীযুক্তৈঃ। কদলীস্তম্ভৈরুপস্কৃতপ্রতিদ্বার-মিত্যন্বয়ঃ। চূতেতি অপাং কুম্ভৈরিত্যস্য বিশেষণম্ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নগরীর বর্ণনা করিতেছেন—'তত্র তত্র' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকের দ্বারা। 'উপ-সংক্লিপ্তৈঃ'—তৎকালেই উদ্যান প্রভৃতি হইতে আনিয়া সংস্থাপিত (কদলীস্তম্ভ ও নবীন গুবাক বৃক্ষ)। 'লসন্মকর-তোরণৈঃ'—উজ্জ্বল মকরাকার তোরণ-সমূহ যেখানে, তাহাদের দ্বারা। 'সবৃন্তৈঃ'—ফল-মঞ্জরীর সহিত (কদলীস্তম্ভ)। কদলীস্তম্ভের দ্বারা প্রত্যেক পুরদ্বার শোভিত হইয়াছিল—এই অন্বয়। চূত, পল্লব ইত্যাদি 'অপাং কুম্ভৈঃ'—জলপূর্ণ কুম্ভের দ্বারা ইহা বিশেষণ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

প্রাকারৈর্গোপুরাগারৈঃ শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং শ্রীমদ্বিমানশিখরদ্যুভিঃ ॥ ৫৬ ॥
মৃষ্টচত্বর-রথ্যাট্টমার্গং চন্দনচর্চ্চিতম্।
লাজাক্ষতৈঃ পুষ্পফলৈস্তণ্ডুলৈর্বলিভির্যুতম্ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ (শাতকুম্ভাঃ স্বর্ণ-ময়াঃ পরিচ্ছদাঃ পরিকরাঃ যেষু তৈঃ) শ্রীমদ্বিমান-শিখরদ্যুভিঃ (শ্রীমতাং বিমানানাম্ ইব শিখরৈঃ দৌঃ দ্যুতিঃ যেষাং তৈঃ) প্রাকারৈঃ গোপুরৈঃ (পুরদ্বারৈঃ) আগারৈঃ (গৃহৈঃ) চ সর্ব্বতঃ অলঙ্কৃতম্। মৃষ্ট-চত্বর-রথ্যাট্টমার্গং (চত্বরম্ অঙ্গনং রথ্যা রথযোগ্য-মহারাজমার্গঃ অট্টঃ উচ্চগৃহস্য উপরিনির্ম্মিতা ভূমিকা মার্গঃ অবান্তরং মৃষ্টাঃ সম্মার্জিতাঃ চত্বারাদয়ঃ যস্মিন্ তৎ) চন্দনচর্চ্চিতং (চন্দনমিশ্রিতজলৈঃ সিক্তং তথা) লাজাক্ষতৈঃ (লাজৈঃ ভৃষ্টব্রীহিভিঃ অক্ষতৈঃ যবৈঃ) পুষ্পফলৈঃ তণ্ডুলৈঃ বলিভিঃ (মিষ্টান্নৈঃ বস্ত্রভূষণা-দিভিশ্চ) যুতম্ (অভূৎ) ॥ ৫৬-৫৭ ॥

অনুবাদ—সেই পুরীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর, গোপুর (ফটক) এবং আগার (পুরদ্বার সকল) স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিতা হইয়া সুন্দর বিমান-শিখরতুল্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। অঙ্গন, রাজপথ, উচ্চ-হর্ম্ম্যোপরি নির্ম্মিতা ভূমিকা (ভ্রমণস্থান) এবং ক্ষুদ্র মার্গসমূহ চন্দন-জলে সিক্ত হইয়াছিল। তাহাতে লাজ (খই) অক্ষত (যব), পুষ্প, ফল, তণ্ডুল এবং মিষ্টান্ন ও বস্ত্রভূষণাদি পূজোপহার সুসজ্জিত ছিল ॥ ৫৬-৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—গোপুরাণি পুরদ্বারাণি গোপুরৈরাগারৈশ্চ বিমানশিখরাণামিব দ্যৌর্দ্যুতির্যেষাং তৈঃ, চত্বরমঙ্গনং, রথ্যা মহামার্গঃ ॥ ৫৬-৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপুরাগারৈঃ'—প্রাচীর, গোপুর (ফটক) ও পুরদ্বার, গৃহদ্বার দ্বারা (সেই পুরীর চারিদিক্ শোভিত)। উজ্জ্বল বিমানের শিখরের ন্যায় শোভা যাহাদের, তাদৃশ শোভাবিশিষ্ট দ্বারসকলের দ্বারা। চত্বর বলিতে অঙ্গন, রথ্যা—প্রশস্ত রাজপথ ॥ ৫৬-৫৭ ॥

ধ্রুবায় পথি দৃষ্টায় তত্র তত্র পুরস্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধার্থাক্ষতদধ্যম্বু-দূর্ব্বাপুষ্পফলানি চ।
উপজহ্রুঃ প্রযুঞ্জানা বাৎসল্যাদাশিষঃ সতীঃ ॥ ৫৮ ॥
শৃণ্বংস্তদ্গুণগীতানি প্রাবিশদ্ভবনং পিতুঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র তত্র পথি (মার্গে) দৃষ্টায় ধ্রুবায় পুরস্ত্রিয়ঃ বাৎসল্যাৎ (স্নেহাৎ) আশিষঃ প্রযুঞ্জানাঃ সতীঃ (সত্যঃ) সিদ্ধার্থাক্ষতদধ্যম্বুদূর্ব্বাপুষ্পফলানি চ (সিদ্ধার্থঃ শ্বেতসর্ষপঃ সিদ্ধার্থাক্ষতাদীনি) উপজহ্রুঃ (ব্যকিরন্) তদ্গুণগীতানি (তৎ তাসাং মনোহর-গীতানি শৃণ্বন্ (ধ্রুবঃ) পিতুর্ভবনং প্রাবিশৎ ॥ ৫৮-৫৯ ॥

অনুবাদ—পুরললনাগণ ধ্রুবকে সেই সেই পথে আগমন করিতে দেখিয়া বাৎসল্যভরে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে শ্বেতসর্ষপ, যব, দধি, জল, দূর্ব্বা, পুষ্প ও ফলসকল উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। ধ্রুব তাহাদের মনোহর গীতিশ্রবণ

করিতে করিতে পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন ॥৫৮-৫৯॥

বিশ্বনাথ—সিদ্ধার্থাঃ শ্বেতসর্ষপাঃ। অক্ষতা যবাঃ। উপজহ্রু র্ব্যাকিরন্ সতীঃ সত্যঃ ॥৫৮-৫৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সিদ্ধার্থ-শ্বেত সর্ষপ। অক্ষত বলিতে যবসকল। 'উপজহ্রুঃ'—দূর্ব্বাদি বিকিরণ-পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। সতীঃ-সত্যঃ (অর্থাৎ সাধ্বী পুরস্ত্রীগণ সেই সেই পথে ধ্রুবকে আসিতে দেখিয়া বাৎসল্যবশতঃ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শ্বেতসর্ষপ, যব, দধি, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন।) [এখানে সতী শব্দ প্রথমার বহুবচনে 'সত্যঃ' হইলে উহা পুরস্ত্রীগণের বিশেষণ, আর 'সতীঃ'—দ্বিতীয়ার বহুবচন হইলে 'আশিষঃ'—এর বিশেষণ হইয়া শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদসকল—এইরূপ অর্থ হইবে।]॥ ৫৮ ॥

মহামণিব্রাতময়ে স তস্মিন্ ভবনোত্তমে।
লালিতো নিতরাং পিত্রা ন্যবসদ্দিবি দেববৎ ॥ ৬০॥
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ।
আসনানি মহার্হাণি যত্র রৌক্মা উপস্করাঃ ॥ ৬১ ॥
যত্র স্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ।
মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥ ৬২ ॥
উদ্যানানি চ রম্যাণি বিচিত্রৈরমরদ্রুমৈঃ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ ॥ ৬৩ ॥
বাপ্যো বৈদূর্য্যসোপানাঃ পদ্মোৎপলকুমুদ্বতীঃ।
হংসকারণ্ডবকুলৈর্জুষ্টাশ্চক্রাহ্বসারসৈঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ধ্রুবঃ) তস্মিন্ মহামণিব্রাতময়ে (মহামণীনাং ব্রাতঃ সমূহঃ তন্ময়ে তদ্রচিতে) ভবনোত্তমে পিত্রা (উত্তানপাদেন) নিতরাং লালিতঃ (সন্) দিবি দেববৎ (স্বর্গে যথা দেবাঃ সুখং নিবসন্তি তথা) ন্যবসৎ (উবাস), যত্র (যস্মিন্ ভবনোত্তমে) পয়ঃফেননিভাঃ (অতিশুভ্রাঃ) দান্তাঃ (হস্তিদন্তনির্ম্মিতাঃ) রুক্মপরিচ্ছদাঃ (রুক্মনির্ম্মিতাঃ পরিচ্ছদাঃ পরিকরাঃ পাত্রাদয়ঃ যাসু তাঃ) শয্যাঃ (যত্র) মহার্হাণি আসনানি চ। রৌক্মাঃ উপস্করাঃ (পাত্রাদয়শ্চ) যত্র চ (ভবনোত্তমে) মহামারকতেষু (ইন্দ্রনীলমণিখচিতেষু) স্ফটিককুড্যেষু (স্ফটিকময়েষু কুড্যেষু প্রাচীরেষু) ললনারত্নসংযুতাঃ (প্রতিফলিতাঃ স্ত্রিয়ঃ এব রত্নানি তৈঃ সংযুতাঃ ধৃতাঃ) মণিপ্রদীপাঃ (মণিময়াঃ এব প্রদীপাঃ) আভান্তি। কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈঃ (কূজন্তি বিহঙ্গমিথুনানি যেষু তৈঃ) বিচিত্রৈঃ (নানাবর্ণৈঃ) অমরদ্রুমৈঃ (দেববৃক্ষৈঃ) রম্যাণি (মনোহরাণি চ) উদ্যানানি (সন্তি) (যত্র) বৈদূর্য্যসোপানাঃ (বৈদূর্য্যমণিরচিতানি সোপানানি যাসাং তাঃ) পদ্মোৎপলকুমুদ্বতীঃ (পদ্মম্ উৎপলং কুমুদানি তদ্বতীঃ তদ্বত্যঃ তদ্যুক্তাঃ) হংসকারণ্ডবকুলৈঃ (হংসকারণ্ডবানাং কুলৈঃ সঙ্ঘৈঃ) চক্রাহ্বসারসৈঃ (চক্রবাকৈঃ সারসৈশ্চ) জুষ্টাঃ (সেবিতাঃ) বাপ্যঃ (সরস্যঃ) চ (সন্তি) ॥ ৬০-৬৪ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব সেই মহামণি-খচিত অত্যুত্তম ভবনে পিতা উত্তানপাদকর্ত্তৃক সাদরে লালিত হইয়া ত্রিদিববাসী দেবতাদিগের ন্যায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই ভবনোত্তমে দুগ্ধফেননিভ অতিশুভ্র হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত, স্বর্ণময় পরিচ্ছদবিশিষ্ট শয্যা, মহামূল্য আসন এবং স্বর্ণপাত্রাদি বিদ্যমান ছিল। ইন্দ্রনীলমণিখচিত স্ফটিকময় প্রাচীর-গাত্রে প্রতিফলিত স্ত্রীরত্নসমূহ কর্ত্তৃক ধৃত মণিময় প্রদীপসমূহ দীপ্তি পাইতেছিল। ভবন-সন্নিকটস্থ মনোহর উদ্যানসমূহে দেবপাদপ বিরাজিত ছিল। তদুপরি বিহঙ্গমিথুন সুস্বরে কূজন এবং মধুপানোন্মত্ত মধুপবৃন্দ গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছিল। উদ্যানস্থ বাপীতটে বৈদূর্য্য-মণি-খচিত সোপানাবলী শোভিত এবং জলমধ্যে পদ্ম, উৎপল ও কুমুদরাজি প্রস্ফুটিত ছিল, তাহাতে হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক এবং সারসাদি জলচর পক্ষিকুল বিহার করিয়া সরোবরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৬০-৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র ভবনোত্তমে শয্যাদয়ো বাপ্যন্তাঃ ভোগোপস্করাঃ সন্তি ॥ ৬০-৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে অত্যুত্তম ভবনে শয্যা হইতে ব্যাপী (দীঘিকা) পর্য্যন্ত ভোগের উপকরণ-সমূহ রহিয়াছে ॥ ৬০-৬৪ ॥

উত্তানপাদো রাজর্ষিঃ প্রভাবং তনয়স্য তম্।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাদ্ভুত-তমং প্রপেদে বিস্ময়ং পরম্ ॥৬৫॥

অন্বয়ঃ—রাজর্ষিঃ উত্তানপাদঃ তনয়স্য (ধ্রুবস্য) অদ্ভুত-তমং প্রভাবং (মন্বাদ্যনধিষ্ঠিতপদপ্রাপ্তিলক্ষণং) শ্রুত্বা (প্রজানুরাগাদিকম্ অপি) দৃষ্ট্বা (চ) পরং বিস্ময়ং প্রপেদে (প্রাপ) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি উত্তানপাদ স্বীয় পুত্রের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৫ ॥

———

বীক্ষ্যোঢ়বয়সং পুত্রং প্রকৃতীনাঞ্চ সম্মতম্ ।
অনুরক্তপ্রজং রাজা ধ্রুবং চক্রে ভুবঃ পতিম্ ॥৬৬॥

অন্বয়ঃ—উঢ়বয়সং (প্রাপ্তযৌবনং রাজ্যনির্ব্বাহযোগ্যং) প্রকৃতীনাম্ (অমাত্যাদীনাং) সম্মতম্ অনুরক্তপ্রজং (প্রজাপালন-ক্ষমত্বেন সম্মতম্ অনুরক্তাঃ প্রজাঃ যস্মিন্ তম্ এবম্ভূতং) পুত্রং ধ্রুবং বীক্ষ্য রাজা (উত্তানপাদঃ) ভুবঃ পতিং চক্রে (তং রাজ্যে অভিষিক্তবান্) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধ্রুব রাজ্যনির্ব্বাহযোগ্য যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, অমাত্যগণ সম্মত আছেন এবং প্রজাবর্গও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত—ইহা দর্শন করিয়া রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৬৬॥

বিশ্বনাথ—উঢ়বয়সং প্রাপ্তযৌবনম্ ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উঢ়বয়সং’—যৌবন প্রাপ্ত ধ্রুবকে (পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া দিলেন) ॥ ৬৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৯ ॥

———

আত্মানঞ্চ প্রবয়সমাকলয্যবিশাংপতিঃ ।
বনং বিরক্তঃ প্রাতিষ্ঠদ্ বিমৃশন্নাত্মনো গতিম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—আত্মানং চ প্রবয়সং (বৃদ্ধম্) আকলয্য (দৃষ্ট্বা) বিশাংপতিঃ (রাজা উত্তানপাদঃ) আত্মনঃ গতিং (তত্ত্বং) বিমৃশন্ (বিচারয়ন্ অতএব) বিরক্তঃ (চ সন্) বনং প্রাতিষ্ঠৎ (যযৌ) ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—পরে নিজেরও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া রাজা উত্তানপাদ আত্মতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক বিষয়-বিরক্ত-চিত্তে প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে নবমাধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে নবমোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের
তথ্যসমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের
বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে নবমাধ্যায়ের
গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

প্রজাপতের্দুহিতরং শিশুমারস্য বৈ ধ্রুবঃ।
উপযেমে ভ্রমিং নাম তৎসুতৌ কল্পবৎসরৌ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার—

যক্ষহস্তে নিহত ভ্রাতা উত্তমের জন্য শোককাতর ধ্রুবের যক্ষগণসহ অলকাপুরীতে ভীষণ যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাবল ধ্রুব রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া দুইটী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন এবং রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। একদা সুরুচি-নন্দন উত্তম একাকী বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিয়া তিনটী বলবান যক্ষদ্বারা নিহত হন। সুরুচি লোকমুখে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া, আপনিও বনমধ্যে গমন করিয়া পুত্রের গতি প্রাপ্ত হন। ধ্রুব যুদ্ধে যাত্রা করিয়া যক্ষদেশ অলকাপুরীতে উপস্থিত হইয়া যক্ষগণের সহিত ঘোর সংগ্রামে বহু যক্ষসৈন্য সংহার করেন। যক্ষগণও উত্তেজিত হইয়া ভীষণ আসুরী মায়া উৎপাদন করেন ; ইহা জানিতে পারিয়া মুনিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ধ্রুবের মঙ্গলের জন্য শ্রীহরির সমীপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—প্রজাপতেঃ শিশুমারস্য বৈ ভ্রমিং নাম দুহিতরং (কন্যাং) ধ্রুবঃ উপযেমে (পত্নীং চকার)। তৎসুতৌ (তস্যাঃ ভ্রমেঃ সুতৌ) কল্পবৎসরাখ্যৌ (বভুবতুঃ) ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, ধ্রুব প্রজাপতি-শিশুমার-তনয়া ভ্রমির প্রাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ভ্রমির কল্প ও বৎসর নামক দুইটী পুত্র হইয়াছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ধ্রুবো ভ্রাতুর্ব্বধং যক্ষৈঃ শ্রুত্বা গত্বালকাং পুরীম্।
যক্ষান্ যুদ্ধে জঘানেতি দশমে কথ্যতে কথা ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে যক্ষগণ কর্ত্তৃক ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ ধ্রুব অলকাপুরী গমনপূর্ব্বক যুদ্ধে যক্ষদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইলায়ামপি ভার্য্যায়াং বায়োঃ পুত্র্যাং মহাবলঃ।
পুত্রমুৎকলনামানং যোষিদ্রত্নমজীজনৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবলঃ (ধ্রুবঃ) বায়োঃ পুত্র্যাং (স্বে) ভার্য্যায়াম্ ইলায়াম্ অপি (চ) উৎকল নামানং পুত্রং যোষিদ্রত্নং (যোষিতাং রত্নমিব অতিমনোহরং কন্যারত্নম্) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস চ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—মহাবল ধ্রুব তাঁহার অন্যতমা মহিষী বায়ুপুত্রী ইলার গর্ভে উৎকল-নামক একপুত্র এবং কামিনীকুলের রত্নস্বরূপা এক কন্যা উৎপাদন করেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যোষিদ্রত্নং কন্যারত্নং চ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোষিদ্রত্নং'—স্ত্রীগণের ললামভূতা এক কন্যা (উৎপাদন করেন)। এই স্থলে 'কন্যারত্নং'—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে ॥ ২ ॥

উত্তমস্ত্বকৃতোদ্বাহো মৃগয়ায়াং বলীয়সা।
হতঃ পুণ্যজনেনাদ্রৌ তন্মাতাস্য গতিং গতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—উত্তমঃ তু অকৃতোদ্বাহঃ (এবং) মৃগয়ায়াং বলীয়সা পুণ্যজনেন (যক্ষেণ) অদ্রৌ (হিমবতি) হতঃ। তন্মাতা (তস্য উত্তমস্য মাতা সুরুচিঃ) অস্য (উত্তমস্য) গতিং গতা (মৃতা) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—উত্তম দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি মৃগয়ার্থ হিমাচলে গমন করেন এবং এক বলবান্ যক্ষকর্ত্তৃক তথায় নিধনপ্রাপ্ত হন। তাঁহার মাতা সুরুচিও (তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ঐ পর্ব্বতে) তাঁহারই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অদ্রৌ হিমবতি। আজাবিতি পাঠে তৈঃ সহ যুদ্ধে। অস্য গতিং পুত্রমন্বিষ্যন্তী দাবানলান্মৃত্যুম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদ্রৌ'—হিমালয় পর্ব্বতে। 'আজৌ'—এইরূপে পাঠে সেই যক্ষগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। 'অস্য গতিং গতা'—উত্তমের জননী সুরুচি পুত্রের অন্বেষণ করিতে ঐ পর্ব্বতে গিয়া দাবানলে মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন ॥ ৩ ॥

ধ্রুবো ভ্রাতৃবধং শ্রুত্বা কোপামর্ষশুচার্পিতঃ ।
জৈত্রং স্যন্দনমাস্থায় গতঃ পুণ্যজনালয়ম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ধ্রুবঃ ভ্রাতৃবধং (উত্তমস্য বধং মরণং) শ্রুত্বা কোপামর্ষশুচা (কোপামর্ষশুচাং দ্বন্দ্বৈক্যং তেন, যদ্বা, কোপামর্ষাভ্যাং যুক্তয়া শুচা শোকেন) অর্পিতঃ (ব্যাপ্তঃ সন্) জৈত্রং (জয়হেতুং) স্যন্দনম্ আস্থায় পুণ্যজনালয়ং (পুণ্যজনানাং যক্ষাণাম্ আলয়ং স্থানম্ অলকাপুরীং) গতঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে ক্রোধ এবং অমর্ষ-জনিত শোকে অধীর হইয়া জয়শীল রথে আরোহণপূর্ব্বক যক্ষালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥৪॥

বিশ্বনাথ—অর্পিতো ব্যাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্পিতঃ'—ব্যাপ্ত, (অর্থাৎ ভ্রাতৃবধ শ্রবণে ধ্রুব ক্রোধে ও শোকে অভিভূত হইলেন) ॥ ৪ ॥

গত্বোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্ ।
দদর্শ হিমবদ্ দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসঙ্কুলাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা (ধ্রুবঃ) রুদ্রানুচরসেবিতাং (রুদ্রানুচরৈঃ ভূতাদিভিঃ সেবিতাম্) উদীচীং (উত্তরাং) দিশং গত্বা হিমবদ্ দ্রোণ্যাং (হিমবতঃ হিমালয়স্য দ্রোণ্যাং নিম্নতটে) গুহ্যকসংকুলাং (গুহ্যকৈঃ যক্ষৈঃ সংকুলাং ব্যাপ্তাং) পুরীম্ (অলকাপুরীং) দদর্শ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—রাজা ধ্রুব উত্তরাভিমুখে গমনপূর্ব্বক রুদ্রানুচর-সেবিত হিমালয়-পর্ব্বতের সানুদেশে যক্ষগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত অলকা-নাম্নী পুরী দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

দধ্মৌ শঙ্খং বৃহদ্বাহুঃ খং দিশশ্চানুনাদয়ন্ ।
যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্ ভৃশম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে ক্ষত্তঃ, (হে বিদুর,) বৃহদ্বাহুঃ (ধ্রুবঃ তত্র পুরীং গত্বা) খং দিশশ্চ অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনয়ন্) শঙ্খং দধ্মৌ (নাদিতবান্) যেন (শঙ্খনিনাদেন) উদ্বিগ্নদৃশঃ (উদ্বিগ্নাঃ চলিতাঃ দৃক্ যাসাং তাঃ) উপদেব্যঃ (যক্ষস্ত্রিয়ঃ) ভৃশম্ অত্রসন্ (ভীতবত্যঃ অভবন্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, বৃহদ্বাহু ধ্রুব ঐ পুরীর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। উহাতে যক্ষরমণীগণ অত্যন্ত শঙ্কিতা হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—উপদেব্যো যক্ষস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপদেব্যঃ'—যক্ষ-স্ত্রীগণ ॥৬॥

ততো নিষ্ক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ ।
অসহন্তস্তন্নিনাদমভিপেতুরুদায়ুধাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বলিনঃ উপদেব-মহাভটাঃ (উপদেবস্য কুবেরস্য মহাভটাঃ যোদ্ধারঃ) তন্নিনাদং (তস্য শঙ্খস্য নিনাদং শব্দম) অসহন্তঃ উদায়ুধাঃ (গৃহীতাস্ত্রাঃ সন্তঃ) ততঃ (অলকাপুরীতঃ) নিষ্ক্রম্য অভিপেতুঃ (তস্য ধ্রুবস্য সম্মুখম্ আযযুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—মহাবলী কুবের-সৈন্যগণ সেই শঙ্খধ্বনি সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধ্রুবের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৭ ॥

স তানাপততো বীরানুগ্রধন্বা মহারথঃ ।
একৈকং যুগপৎ সর্ব্বানহন্ বাণৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ—উগ্রধন্বা মহারথঃ স (ধ্রুবঃ) একৈকং ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ বাণৈঃ (ইত্যেবম্) আপততঃ (আগচ্ছতঃ) তান্ সর্ব্বান্ (ত্রয়োদশাযুতানি) যক্ষান্ যুগপৎ (একদৈব) অহন্ (জঘান) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ ধ্রুব সেই যক্ষসৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া এক এক জনকে তিন তিন বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাদের সকলকেই এককালে আহত করিলেন ॥ ৮ ॥

তে বৈ ললাটলগ্নৈস্তৈরিষুভিঃ সর্ব্ব এব হি ।
মত্বা নিরস্তমাত্মানমাশংসন্ কর্ম্ম তস্য তৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তে সর্ব্বে এব (যক্ষাঃ) ললাটলগ্নৈঃ (ললাটে স্পৃষ্টৈঃ) তৈঃ ইষুভিঃ (বাণৈঃ) আত্মানং (স্ব-পক্ষীয়ং প্রত্যেকং) নিরস্তং (তিরস্কৃতং) মত্বা তস্য (ধ্রুবস্য) তৎ (পূর্ব্বোক্তম্ একদা এব সর্ব্বেষাং হননং কর্ম্ম) আশংসন্ (তুষ্টুবুঃ) হি (নিশ্চিতম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যক্ষসৈন্যগণ সকলেই সেই ললাট-সংলগ্ন-বাণদ্বারা আপনাদিগকে পরাজিত মনে করিয়া ধ্রুবের সেই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—আশংসন্ মনসা সম্যক্ তুষ্টুবুঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশংসন্'—মনে মনে (ধ্রুবের যুদ্ধনৈপুণ্যের) সম্যক্ প্রশংসা করিলেন ॥৯॥

তেঽপি চামুমমৃষ্যন্তঃ পাদস্পর্শমিবোরগাঃ।
শরৈরবিধ্যন্ যুগপদ্ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তে অপি চ (যক্ষাঃ) পাদস্পর্শম্ উরগাঃ (সর্পাঃ যথা পাদেন স্পর্শবন্তং জনং ন সহতে তৎ) ইব অমৃষ্যন্তঃ (তস্য ধ্রুবস্য তৎকর্ম্মাসহমানাঃ) প্রচিকীর্ষবঃ (প্রতিকর্ত্তুমিচ্ছবঃ) দ্বিগুণং (যথা ভবতি তথা ষড়্ ভিঃ ষড়্ ভিঃ) শরৈঃ যুগপৎ অমুং (ধ্রুবম্) অবিধ্যন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পাদস্পর্শ-সহনে অসমর্থ সর্পের ন্যায় তাঁহারাও ধ্রুবের সেই বাণপ্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতীকারাভিপ্রায়ে প্রত্যেকেই তাঁহার প্রতি এককালে ছয়টী বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিগুণং যথাস্যাত্তথা ষড়্ ভিঃ ষড়্ ভিঃ প্রতিকর্ত্তুমিচ্ছবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিগুণং'—ধ্রুব অপেক্ষা দ্বিগুণ যেরূপে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকে ছয়টি ছয়টি করিয়া বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। 'প্রচি-কীর্ষবঃ'—প্রতীকার করিবার ইচ্ছুক যক্ষগণ ॥ ১০ ॥

ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ।
শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি ॥ ১১ ॥
অভ্যবর্ষন্ প্রকুপিতাঃ সরথং সহসারথিম্।
ইচ্ছন্তস্তৎ প্রতীকর্ত্তুমযুতানাং ত্রয়োদশ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্য ধ্রুবস্য কর্ম্ম) প্রতীকর্ত্তুম্ ইচ্ছন্তঃ প্রকুপিতাঃ (সন্তঃ) অযুতানাং ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশাযুতানি) পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ শক্ত্যৃষ্টিভিঃ ভুশুণ্ডীভিঃ (তথা) চিত্রবাজৈঃ (চিত্রাঃ বাজাঃ পক্ষাঃ যেষাং তৈঃ চিত্রপক্ষৈঃ) শরৈঃ অপি সরথং (রথেন সহ বর্ত্তমানং) সহ-সারথিং (সারথিনা সহ বর্ত্তমানং ধ্রুবম্) অভ্যবর্ষন্ (আচ্ছাদয়ামাসুঃ) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর প্রতীকার-কামনায় প্রকুপিত সেই ত্রয়োদশ অযুত যক্ষসৈন্য, রথ, সারথী এবং রথী ধ্রুবের উপর এককালে পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাস, শূল, পরশ্বধ, শক্তি, ঋষ্টি, ভুশুণ্ডী ও বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্রবাজৈর্বিচিত্রপক্ষৈঃ ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিত্র-বাজৈঃ'—বিচিত্র পক্ষ-বিশিষ্ট (বাণের দ্বারা) ॥ ১১-১২ ॥

ঔত্তানপাদিঃ স তদা শস্ত্রবর্ষেণ ভূরিণা।
নো এবাদৃশ্যতাচ্ছন্ন আসারেণ যথা গিরিঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ঔত্তানপাদিঃ (ধ্রুবঃ) তদা ভূরিণা শস্ত্রবর্ষেণ আচ্ছন্ন (সন্) আসারেণ (ধারা-সম্পাতেন) যথা গিরিঃ (ছন্নঃ অদৃশ্যঃ ভবতি তথা) নো (ন) অদৃশ্যত এব ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পর্ব্বত যেরূপ বারিধারা সম্পাতে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, উত্তানপাদ-নন্দন সেই ধ্রুবও সেইরূপ অসংখ্য শস্ত্রসম্পাতে আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—আসারেণ ধারাসম্পাতেন ছন্নো গিরি-রিব নৈবাদৃশ্যত ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসারেণ যথা গিরিঃ'—বৃষ্টিপাতে আচ্ছন্ন পর্ব্বত যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না ॥ ১৩ ॥

হাহাকারস্তদৈবাসীৎ সিদ্ধানাং দিবি পশ্যতাম্।
হতোঽয়ং মানবঃ সূর্য্যো মগ্নঃ পুণ্যজনার্ণবে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (যুদ্ধকালে) এব দিবি (স্থিত্বা)

পশ্যতাং সিদ্ধানাং মানবঃ (মনুপৌত্রঃ) অয়ং সূর্য্যঃ (সূর্য্যতুল্যঃ ধ্রুবঃ) পুণ্যজনার্ণবে (পুণ্যজনাঃ যক্ষাঃ এব দুস্তরত্বাৎ অর্ণবঃ তস্মিন্) মগ্নঃ (প্রবিষ্টঃ সন্) হতঃ (ইতি) হাহাকারঃ আসীৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই সময় স্বর্গে থাকিয়া যে সকল সিদ্ধপুরুষ যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা সহসা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,— 'অহো, এই মনুপৌত্র ধ্রুব সূর্য্যবৎ যক্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন' ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্যঃ সূর্য্যতুল্যঃ পুণ্যজনার্ণব ইতি তেষাং সরস্বত্যা ধ্রুবস্য কোঽপি নাপকারোঽভূদিতি ব্যজ্যতে, ন হ্যর্ণবে মগ্নস্য সূর্য্যস্য কিমপি কষ্টং ভবেদিতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূর্য্যঃ পুণ্যজনার্ণবে'— 'অহো সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী ধ্রুব, যক্ষসৈন্যসাগরে নিমগ্ন হইলেন'—সিদ্ধগণের এই বাক্যের সরস্বতী-পক্ষে অর্থে—ধ্রুবের কোনও অপকার হয় নাই, ইহা ব্যক্ত হইল, যেহেতু সমুদ্রে মগ্ন সূর্য্যের কোনও কষ্ট হয় না ॥ ১৪ ॥

———

নদৎসু যাতুধানেষু জয়কাশিষ্বথো মৃধে ।
উদতিষ্ঠদ্রথস্তস্য নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ মৃধে (রণভূমৌ) যাতুধানেষু (রাক্ষসেষু) নদৎসু (নাদং কুর্ব্বৎসু) জয়কাশিষু (অস্মাভিঃ জিতং জিতম্ ইতি জয়প্রকাশকেষু সৎসু) নীহারাৎ ভাস্করঃ (সূর্য্যঃ যথা উত্তিষ্ঠতি তৎ) ইব তস্য (ধ্রুবস্য) রথঃ (শস্ত্র কূটাৎ) উদতিষ্ঠৎ (উত্থিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই রণভূমিতে রাক্ষসেরা 'জয় করিয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, এমন সময় নীহার মধ্য হইতে সমুত্থিত ভাস্করের ন্যায় রণস্থলী হইতে ধ্রুবেব রথ প্রকাশমান হইল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—জয়কাশিষু জিতং জিতমিতি স্বজয়-প্রকাশকেষু সৎসু ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জয়কাশিষু'—'জয় করিলাম, জয় করিলাম'—এইরূপ চীৎকারপূর্ব্বক যক্ষগণ নিজেদের জয় প্রকাশ করিতে থাকিলে ॥ ১৫ ॥

———

ধনুর্বিস্ফূর্জয়ন্নুগ্রং দ্বিষতাং খেদমুদ্বহন্ ।
অস্ত্রৌঘং ব্যধমদ্বাণৈর্ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—উগ্রং (শত্রূণাং ভয়দং) ধনুঃ বিস্ফূর্জয়ন্ (টঙ্কারঘোষযুক্তং কুর্ব্বন্) দ্বিষতাং (শত্রূণাং) খেদং (কষ্টম্) উদ্বহন্ (প্রাপয়ন্ তেষাম্) অস্ত্রৌঘং (অস্ত্রসমূহম্) অনিলঃ ঘনানীকম্ ইব (অগ্নিঃ যথা মেঘসমূহং বিধমতি তথা) বাণৈঃ ব্যধমৎ (সঃ ধ্রুবঃ সংচূর্ণয়ামাস) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব তাঁহার উগ্র শরাসনে টঙ্কার দিয়া শত্রুকুলের ত্রাস উৎপাদন করিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ স্বীয় শরাঘাতে শত্রু-পক্ষের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ—ব্যধমৎ সংচূর্ণয়ামাস ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যধমৎ'—চূর্ণ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ ধ্রুব বিপক্ষপক্ষের অস্ত্রসমূহ নিজ বাণদ্বারা চূর্ণ করিয়া দিলেন) ॥ ১৬ ॥

———

তস্য তে চাপনির্ম্মুক্তা ভিত্ত্বা বর্ম্মাণি রক্ষসাম্ ।
কায়ানাবিবিশুস্তিগ্মা গিরীনশনয়ো যথা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ধ্রুবস্য) চাপনির্ম্মুক্তাঃ (চাপাৎ-বিনির্ম্মুক্তাঃ) তে তিগ্মাঃ (তীক্ষ্ণাঃ বাণাঃ) রক্ষসাং বর্ম্মাণি (কবচানি) ভিত্ত্বা যথা (ইন্দ্রপ্রযুক্তাঃ) অশনয়ঃ (বজ্রাণি) গিরীন্ (প্রবিশন্তি তদ্বৎ) কায়ান্ (শরীরাণি) আবিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহার শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত সেই সুতীক্ষ্ণ শররাজি পর্ব্বতগাত্র-বিদারণকারী বজ্রের ন্যায় রাক্ষস-দিগের বর্ম্মভেদ করিয়া তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গিরীনশনয়ো যথেতি আসারেণ যথা গিরিরিতি দৃষ্টান্তাভ্যাং যক্ষাণাং শরাঃ ধ্রুবস্যাকিঞ্চিৎ-করাঃ প্রত্যুতোৎসাহবর্দ্ধকা এব যথা ধারাসম্পাতেন গিরয়ঃ ক্ষালিতমলা উদ্দীপ্তা এব ভবন্তি। ধ্রুবস্য শরাস্তু যক্ষাণাং প্রাণাপহারিণ এব যথা অশনিভির্গিরয়ো বিদীর্য্যন্তে এবেতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গিরীন্ অশনয়ঃ যথা'— বজ্র যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, এবং 'আসারেণ যথা গিরিঃ' (১৩ শ্লোক)— বারিধারা পতনে আচ্ছন্ন

পর্ব্বতের ন্যায়, এই দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা যক্ষগণের শরসমূহ ধ্রুবের নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া, প্রত্যুত উৎসাহবর্দ্ধকই হইয়াছিল, যেমন বৃষ্টির প্রবল বারি-বর্ষণে পর্ব্বতসমূহ মালিন্য অপসারিত হওয়ায় উদ্দীপ্তই হইয়া থাকে। কিন্তু ধ্রুবের বাণগুলি যক্ষ-দিগের প্রাণাপহারকই, যেমন বজ্রসমূহের দ্বারা পর্ব্বত-সকল বিদীর্ণই হইয়া থাকে—ইহা ব্যক্ত হইল ॥১৭॥

ভল্লৈঃ সংছিদ্যমানানাং শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ ॥
ঊরুভির্হেমতালাভৈর্দোর্ভির্বলয়বল্গুভিঃ ॥ ১৮ ॥
হারকেয়ূরমুকুটৈরুষ্ণীষৈশ্চ মহাধনৈঃ ।
আস্তৃতাস্তা রণভুবো রেজুর্বীর মনোহরাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, (জিতেন্দ্রিয় বিদুর,) ভল্লৈঃ (অর্দ্ধচন্দ্রাকারবাণবিশেষৈঃ (সংছিদ্যমানানাং (যক্ষাণাং) চারুকুণ্ডলৈঃ (চারূণি সুন্দরাণি কুণ্ডলানি যেষু তৈঃ) শিরোভিঃ হেমতালাভৈঃ (সুবর্ণতাল-সদৃশৈঃ) ঊরুভিঃ বলয়বল্গুভিঃ (বলয়ৈঃ বল্গুভিঃ মনোহরৈঃ) দোর্ভিঃ (ভুজৈঃ) মহাধনৈঃ (মহান্তি ধনানি যেষু তৈঃ) হারকেয়ূরমুকুটৈঃ উষ্ণীষৈশ্চ আস্তৃতাঃ (প্রকীর্ণাঃ) তাঃ রণভুবঃ (রণভূময়ঃ) মনোহরাঃ (সত্যঃ) রেজুঃ (শোভিতবত্যঃ)।।১৮-১৯॥

অনুবাদ—হে জিতেন্দ্রিয় বিদুর, ভল্লাস্ত্রচ্ছিন্ন যক্ষ-গণের সুন্দর কুণ্ডল-শোভিত মুণ্ড, স্বর্ণময় তাম্রবৃক্ষ-সদৃশ উরুদেশ, বলয়-ভূষিত মনোহর বাহু এবং মহামূল্য হার, কেয়ূর, মুকুট ও উষ্ণীষাকীর্ণ হওয়াতে সেই রণভূমি মনোহর শোভাই ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—আস্তৃতা আচ্ছন্নাঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আস্তৃতাঃ'—আচ্ছন্ন হইয়া (অর্থাৎ হার, কেয়ূর, মুকুট, উষ্ণীষ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন রণভূমি শোভা পাইতে লাগিল) ॥ ১৮-১৯ ॥

হতাবশিষ্টা ইতরে রণাজিরা-
দ্রক্ষোগণাঃ ক্ষত্রিয়বর্য্যসায়কৈঃ ।
প্রায়োবিবৃক্ণাবয়বা বিদুদ্রুবু-
র্মৃগেন্দ্রবিদ্রাবিতযূথপা ইব ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—হতাবশিষ্টাঃ (হতেভ্যঃ অবশিষ্টাঃ) ক্ষত্রিয়বর্য্যসায়কৈঃ (ক্ষত্রিয়বর্য্যস্য ধ্রুবস্য সায়কৈঃ বাণৈঃ) প্রায়ঃ (বাহুল্যেন) বিবৃক্ণাবয়বাঃ (বিবৃক্ণাঃ সঞ্ছিন্নাঃ অবয়বাঃ হস্তপদাদয়ঃ যেষাং তে) ইতরে (অন্যে) রক্ষোগণাঃ (রাক্ষসাঃ) মৃগেন্দ্রবিদ্রাবিত-যূথপাঃ (মৃগেন্দ্রেণ সিংহেন বিদ্রাবিতাঃ বিক্রীড়িতাঃ গজাঃ) ইব রণাজিরাৎ (যুদ্ধাঙ্গনতঃ) বিদুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হতাবশিষ্ট যক্ষগণ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ধ্রুবের বাণদ্বারা অনেকাংশেই বিকলাঙ্গ হইয়া সিংহতাড়িত গজের ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২০ ॥

অপশ্যমানঃ স তদাততায়িনং
মহামৃধে কঞ্চন মানবোত্তমঃ ।
পুরীং দিদৃক্ষন্নপি নাবিশদ্দ্বিষাং
ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—মানবোত্তমঃ (মানবেষু মনুবংশ্যেষু উত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ) সঃ (ধ্রুবঃ) তদা (তস্মিন্) মহামৃধে (যুদ্ধভূমৌ) কঞ্চন অপি আততায়িনং শস্ত্রপাণিম্ অপশ্যমানঃ (ন দৃষ্ট্বা) পুরীম্ (অলকাং দিদৃক্ষন্ অপি (দ্রষ্টুমিচ্ছন্নপি) ন আবিশৎ। (যতঃ) জনঃ মায়িনাং (মায়াবিনাং) দ্বিষাং (শত্রূণাং) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুম্ ঈপ্সিতং) ন বেদ (জানাতি)।

অনুবাদ—মনুবংশাবতংস ধ্রুব সেই রণক্ষেত্রে আর জনমাত্রও শস্ত্র-পাণি দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, সম্মুখেই যক্ষপুরী বিরাজমানা। উহা দর্শন করিবার অভিলাষ থাকিলেও ধ্রুব তখন তাহাতে প্রবেশ করিলেন না। কারণ তাঁহার মনে হইল, যক্ষগণ মায়াবী ; মনুষ্যেরা উহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—আততায়িনং শস্ত্রপানিম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আততায়িনং'—বধোদ্যত শস্ত্রপাণি কাহাকেও (দেখিতে পাইলেন না) ॥ ২১ ॥

ইতি ধ্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং
যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ ।

শুশ্রাব শব্দং জলধেরিবেরিতং
নভস্বতো দিক্ষু রজোঽন্বদৃশ্যত ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্ররথঃ (চিত্রঃ রথঃ যস্য সঃ) পরেষাং (শত্রূণাং) প্রতিযোগশঙ্কিতঃ (প্রতিযোগঃ পুনরুদ্যোগঃ তস্মাৎ শঙ্কিতঃ) যতঃ (প্রযত্নবান্) (সঃ ধ্রুবঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তং "ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ" ইত্যাদি বাক্যং) স্বসারথিং (প্রতি) ব্রুবন্ (কথয়ন্ সন্) জলধেঃ (সমুদ্রাৎ) ইব ঈরিতম্ (উৎপন্নং) শব্দং শুশ্রাব। অনু (পশ্চাৎ) দিক্ষু (চ) (সর্ব্বদিক্ষু চ) নভস্বতঃ (বায়োঃ হেতোঃ রজঃ অদৃশ্যত (দৃষ্টম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—চিত্ররথ ধ্রুব স্বীয় সারথির সহিত "মায়াবিদিগের কার্য্য মনুষ্যের বোধগম্য নহে" এই প্রকার কথোপকথন করতঃ শত্রুদিগের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করিয়া সাবধানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় মেঘগর্জ্জনসদৃশ এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, প্রচণ্ডবায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইল।

বিশ্বনাথ—ইতি ন মায়িনামিতি বাক্যং ব্রুবন্ চিত্ররথো ধ্রুবঃ। অনু অনন্তরং নভস্বতো হেতোর্দিক্ষু রজঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি ব্রুবন্'—'মায়াবী শত্রুগণের আচরিত কার্য্য মানুষ বুঝিতে পারে না'—এই কথা বলিয়া, 'চিত্ররথঃ'—বিচিত্র রথ যাঁহার, ধ্রুব (শত্রুগণের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করতঃ যত্নবান্ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন)। তারপর 'নভস্বতঃ'—প্রচণ্ড বায়ুর হেতু, 'রজঃ'—ধূলিরাশি (উত্থিত হইতেছে দেখিতে পাইলেন) ॥ ২২ ॥

ক্ষণেনাচ্ছাদিতঃ ব্যোম ঘনানীকেন সর্ব্বতঃ।
বিস্ফুরত্তড়িতা দিক্ষু ত্রাসয়ৎ স্তনয়িত্নুনা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিস্ফুরত্তড়িতা (বিস্ফুরন্ত্যঃ প্রকাশমানাঃ তড়িতঃ যস্মিন্ তেন) ত্রাসয়ৎ স্তনয়িত্নুনা (ত্রাসয়ন্তঃ স্তনয়িত্নবঃ অশনয়ঃ যস্মিন্ তেন) ঘনানীকেন (মেঘমণ্ডলেন) সর্ব্বতঃ দিক্ষু ক্ষণেন ব্যোম (আকাশমার্গং) আচ্ছাদিতং (জাতম্) ॥২৩॥

অনুবাদ—ক্ষণমধ্যেই আকাশমার্গ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ; ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল এবং ভীষণ অশনিগর্জ্জনে প্রাণীকুলের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হইল ॥ ২৩ ॥

ববৃষু রুধিরৌঘাসৃক্-পূয়বিণ্মূত্রমেদসঃ।
নিপেতুর্গগনাদস্য কবন্ধান্যগ্রতোঽনঘ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, (হে নিষ্পাপ বিদুর,) অস্য (ধ্রুবস্য) অগ্রতঃ গগনাৎ (আকাশাৎ) রুধিরৌঘাসৃক্পূয়বিণ্মূত্রমেদসঃ (শোণিতশ্লেষ্মাদীনি) ববৃষুঃ (নিপেতুঃ) তথা কবন্ধানি (শিরোরহিতানি শরীরাণি) নিপেতুঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ বিদুর, তখনই ঐ সকল মেঘ হইতে রক্ত শ্লেষ্মা, পূয়, বিষ্ঠা, মূত্র ও মেদ বর্ষণ হইতে লাগিল, এবং গগনমণ্ডল হইতে ধ্রুবের সম্মুখে বহু বহু শিরোরহিত দেহ পতিত হইতে লাগিল ॥২৪॥

বিশ্বনাথ—ন সৃজতি শরীরমিত্যসৃক্ শ্লেষ্মাদি, মেদসঃ পুংস্ত্বমার্ষং মেদাংসি ববৃষুর্মেঘা ইতি শেষঃ। অস্য ধ্রুবস্যাগ্রতঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসৃক্—যাহা শরীরকে সৃষ্টি করে না, রক্ত (অ-সৃজ্+ক্বিপ্, সংজ্ঞার্থে, অথবা—অস্ ক্ষেপণ করা+ঋজ্, নাড়ীর ইতস্ততঃ যাহা বিক্ষিপ্ত)। মেঘসমূহ রক্ত, শ্লেষ্মাদি বর্ষণ করিতে লাগিল। 'মেদসঃ'—এখানে পুংলিঙ্গের প্রয়োগ আর্ষ, 'মেদস্' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, 'মেদাংসি'—হওয়া উচিত ছিল। 'অস্য—ধ্রুবের সম্মুখে ॥ ২৪ ॥

ততঃ খেঽদৃশ্যত গিরির্নিপেতুঃ সর্ব্বতো দিশম্।
গদাপরিঘনিস্ত্রিংশ-মুষলাঃ সাশ্মবর্ষিণঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ খে (আকাশে) গিরিঃ অদৃশ্যত (দৃষ্টঃ)। সাশ্মবর্ষিণঃ (অশ্মসহিতং পাষাণসহিতং যদ্বর্ষং তদ্বন্তঃ) গদাপরিঘনিস্ত্রিংশমুষলাঃ সর্ব্বতঃ দিশং (সর্ব্বদিক্ষু) নিপেতুঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর আকাশে এক পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। উহা হইতে চতুর্দ্দিকেই প্রস্তর বৃষ্টি এবং তৎসহিত গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষলাদি পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সাশ্মবর্ষিণঃ অশ্মবর্ষিভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাশ্মবর্ষিণঃ'—পাষাণ বর্ষণের সহিত (গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষল বৃষ্টি হইতে লাগিল) ॥ ২৫ ॥

অহয়োঽশনিনিশ্বাসা বমন্তোঽগ্নিং রুষাক্ষিভিঃ ।
অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—অশনিনিঃশ্বাসাঃ (অশনিঃ মেঘবহ্নিজ্বালা তদ্বৎ নিঃশ্বাসঃ যেষাং তে) রুষা (ক্রোধেন) অক্ষিভিঃ অগ্নিং বমন্তঃ অহয়ঃ (সর্পাঃ) মত্তাঃ (প্রমত্তাঃ) গজাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ (দলে দলে) অভ্যধাবন্ (বেগেন ধ্রুবস্য সম্মুখম্ আজগ্মুঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ভয়ঙ্কর সর্পসকল ক্রোধে চক্ষু হইতে অগ্ন্যুদ্গীরণপূর্ব্বক বজ্রনির্ঘোষতুল্য নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ধাবিত হইল এবং মদোন্মত্ত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু দলে দলে ধ্রুবের অভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

সমুদ্র ঊর্ম্মিভির্ভীমঃ প্লাবয়ন্ সর্ব্বতো ভুবম্ ।
আসসাদ মহাহ্রাদঃ কল্পান্ত ইব ভীষণঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ঊর্ম্মিভিঃ সর্ব্বতঃ ভুবং প্লাবয়ন্ মহাহ্রাদঃ (প্রচণ্ডশব্দবান্) ভীমঃ (ভয়ঙ্করঃ) সমুদ্রঃ কল্পান্তে (প্রলয়ে) ইব (যথা তথা) ভীষণঃ (মহাভয়ঙ্করঃ) আসসাদ (প্রাপ্তঃ বভূব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ভীমমূর্ত্তি জলধি যেন প্রলয়কালীন মহাভয়ঙ্করতা প্রাপ্ত হইয়াই প্রবল তরঙ্গমালা-সংযোগে নিখিল ভুবন প্লাবিত করিতে করিতে ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

এবংবিধান্যনেকানি ত্রাসনান্যমনস্বিনাম্ ।
সসৃজুস্তিগ্মগতয় আসুর্য্যা মায়য়াসুরাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তিগ্মগতয়ঃ (তিগ্মা ক্রূরা গতিঃ প্রবৃত্তিঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) অসুরাঃ (যক্ষাঃ) আসুর্য্যা (অসুরসম্বন্ধিন্যা) মায়য়া এবংবিধানি অনেকানি অমনস্বিনাম্ (অধীরাণাম্ এব) ত্রাসনানি (ভয়ঙ্করাণি বস্তূনি) সসৃজুঃ (তেষাং সৃষ্টিং চক্রুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, ক্রূরপ্রবৃত্তি যক্ষগণ তাহাদের আসুরী-মায়া দ্বারা শৌর্য্যশূন্য ব্যক্তিদিগের ভীতিপ্রদ এবম্বিধ অনেক ভয়ঙ্কর ব্যাপ্যার সৃষ্টি করিল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অমনস্বিনাং শৌর্য্যশূন্যানাং, অসুরাঃ অসুরতুল্যাঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমনস্বিনাং'—শৌর্য্যশূন্য ব্যক্তিদিগের। 'অসুরাঃ'—অসুরতুল্য যক্ষগণ ॥২৮॥

ধ্রুবে প্রযুক্তামসুরৈস্তাং মায়ামতিদুস্তরাম্ ।
নিশম্য তস্য মুনয়ঃ শমাশংসন্ সমাগতাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অসুরৈঃ ধ্রুবে প্রযুক্তাম্ অতিদুস্তরাং (নিবর্ত্তয়িতুম্ অশক্যাং) তাং মায়াং নিশম্য (জ্ঞাত্বা) তত্র সমাগতাঃ মুনয়ঃ তস্য (ধ্রুবস্য) শং (কল্যাণম্) আশংসন্ (প্রার্থিতবন্তঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—এদিকে মুনিগণ অসুরকর্ত্তৃক ধ্রুবের প্রতি প্রযুক্ত অতিদুস্তরা মায়ার বিষয় অবগত হইয়া সেইস্থানে সমুপস্থিত হইলেন এবং ধ্রুবের কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীমুনয় ঊচুঃ—

ঔত্তানপাদ ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা
দেবঃ ক্ষিণোত্ববনতার্ত্তিহরো বিপক্ষান্ ।
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য বাদ্ধা
লোকোঽঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গ মৃত্যুম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে যক্ষমায়াধানং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—শ্রীমুনয়ঃ ঊচুঃ, (হে) অঙ্গ (হে) ঔত্তানপাদ, (ধ্রুব,) অবনতার্ত্তিহরঃ (অবনতানাম্ আর্ত্তিহরঃ দুঃখহরঃ) দেবঃ ভগবান্ শার্ঙ্গধন্বা তব

বিপক্ষান্ (শত্রূন্) ক্ষিণোতু (নাশয়তু) যন্নামধেয়ম্ অভিধায় (উচ্চার্য্য) নিশম্য (শ্রুত্বা) বা লোকঃ (প্রাণিমাত্রম্) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) অঞ্জসা (সুখেনৈব) দুস্তরম্ (দুর্নিবারম্) (অপি) মৃত্যুং তরতি ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মুনিগণ কহিলেন,—হে উত্তানপাদ-নন্দন, ধ্রুব, যাঁহার নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ মাত্রেই জীব দুর্নিবার মৃত্যুর হস্ত হইতে অনায়াসেই পরিত্রাণ পায়, সেই প্রণতজনার্ত্তিহারী ভগবান্ চক্রপাণি শ্রীহরি তোমার শত্রুকুলের নিধন সাধন করুন্ ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—মৃত্যুং তরতি কিং যক্ষমায়াং ত্বং ন তরিষ্যসীতি নারায়ণাস্ত্রং স্মারয়ামাসুঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্থে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃত্যুং তরতি'—যাঁহার নাম শ্রবণ বা উচ্চারণ-মাত্রেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, আর তুমি যক্ষের মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবে না?—ইহার দ্বারা মুনিগণ ধ্রুবকে নারায়ণাস্ত্র স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১০ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধ তাৎপর্য্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দশমাধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
নিশম্য গদতামেবমৃষীণাং ধনুষি ধ্রুবঃ।
সন্দধেঽস্ত্রমুপস্পৃশ্য যন্নারায়ণনির্ম্মিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য—

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ের যক্ষগণের বিনাশ দর্শন করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুর আগমন এবং পৌত্র ধ্রুবকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাদৃশ কার্য্য হইতে নিবারণ বর্ণিত হইয়াছে।

মনু ধ্রুবকে কহিলেন,—দেহাত্মাভিমানী জীবগণই পরস্পর হিংসা করিয়া থাকে; ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বভূতে আত্মভাব দর্শন করেন এবং সর্ব্বপ্রাণীর আশ্রয় একমাত্র ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়া, শত্রুর প্রতি ক্ষমা, সর্ব্বজীবে সমদর্শন প্রভৃতি শিষ্ট আচরণ দ্বারা ভগবৎপ্রসন্নতা-ক্রমে দেহ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হ'ন। আত্মতত্ত্ব বিচারে ভ্রাতৃত্বাদি-সম্বন্ধ পঞ্চভূতাত্মক দৈহিক সম্বন্ধ মাত্র। ভগবানের অচিন্ত্যকালশক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যাদি হইয়া থাকে। তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। কর্ম্মফলানুযায়ী জীবের বিভিন্ন গতি হয়। ভগবান্‌কে কেহ স্বভাব, কেহ বা কাল, কেহ বা দেব, কেহ বা পুরুষের কাম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বস্তুতঃ তিনি বাগাদি-ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। ভগবান্‌ই সকলের মূল কারণ। তাঁহার অন্বেষণ করিলে "আমি" ও "আমার" বুদ্ধি ও তজ্জন্য শত্রু-মিত্রাদি ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। পরে স্বায়ম্ভুব মনু ধ্রুবকে কুবেরের সন্তোষবিধানজন্য উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ,—ধ্রুবঃ এবং

(পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) গদতাং (কথয়তাম্) ঋষীণাম্ (বচনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) উপস্পৃশ্য (আচম্য) যৎ নরোত্তমণনিম্মিতং (নারায়ণাস্ত্রং) (তৎ) ধনুষি সন্দধে (তৎ মন্ত্রং পঠিত্বা শরং ধনুষি যোজিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ধ্রুব ঋষিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আচমনান্তে শরাসনে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

যক্ষাণাং ক্ষয়মালক্ষ্য মনুরেকাদশে ধ্রুবম্ ।
তদ্বধাদ্বারয়ামাস শাস্ত্রতত্ত্বোপদেশতঃ ॥ ০ ॥

ঋষীণাং বচঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে যক্ষগণের বিনাশ অবলোকন করতঃ মনু শাস্ত্রতত্ত্বের উপদেশের দ্বারা তাহাদের বধ হইতে ধ্রুবকে নিবারণ করিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ঋষীণাং'—ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ॥১॥

সন্ধীয়মান এতস্মিন্ মায়া গুহ্যকনির্ম্মিতাঃ ।
ক্ষিপ্রং বিনেশুর্বিদুর ক্লেশা জ্ঞানোদয়ে যথা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদুর, এতস্মিন্ (মন্ত্রে) সন্ধীয়মানে (সতি) গুহ্যকনির্ম্মিতাঃ মায়াঃ জ্ঞানোদয়ে (জ্ঞানস্য উদয়ে সতি) যথা ক্লেশাঃ (রাগাদয়ঃ নশ্যন্তি) (তদ্‌বৎ) ক্ষিপ্রম্ (এব) বিনেশুঃ (নষ্টাঃ অভবন্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, জ্ঞানোদয়ে যেরূপ রাগাদি নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধ্রুবের ধনুকে শরসন্ধান করা মাত্রই গুহ্যক-নির্ম্মিত মায়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—এতস্মিন্নারায়ণাস্ত্রে ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতস্মিন্'—এই নারায়ণ-নির্ম্মিত নারায়ণ নামক অস্ত্র (ধনুকে সন্ধান করিলে) ॥ ২ ॥

তস্যার্ষাস্ত্রং ধনুষি প্রযুঞ্জতঃ
সুবর্ণপুঙ্খাঃ কলহংসবাসসঃ ।
বিনিঃসৃতা আবিবিশুর্দ্বিষদ্বলং
যথা বনং ভীমরবাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—আর্ষাস্ত্রম্ (ঋষের্নারায়ণাৎ উদ্ভূতম্ আর্ষম্ অস্ত্রং) তস্য (ধ্রুবস্য) ধনুষি প্রযুঞ্জতঃ (সন্দধতঃ সতঃ) (ততঃ) সুবর্ণপুঙ্খাঃ (সুবর্ণময়াঃ পুঙ্খাঃ মূলপ্রান্তাঃ যেষাং তে) (তথা) কলহংসবাসসঃ (কলহংসানাম্ ইব বাসাংসি পক্ষাঃ যেষাং তে) (শরাঃ) বিনিঃসৃতাঃ (সন্তঃ) ভীমরবাঃ (ভীমঃ ভয়ঙ্করঃ রবঃ শব্দঃ যেষাং তে) শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরাঃ) (যথা) বনম্ (প্রবিশন্তি) (তদ্‌বৎ) দ্বিষদ্বলং (দ্বিষতাং শত্রূণাং বলং সৈন্যং) আবিবিশুঃ (প্রবিষ্টবন্তঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ঐ অস্ত্র হইতে শত শত সুবর্ণময় মূল-প্রদেশযুক্ত এবং কলহংসের ন্যায় মনোহরপক্ষবিশিষ্ট শরসকল নিঃসৃত হইল। ময়ূরযূথ যেরূপ ভীমরব করিতে করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করে, সেই শরসমূহও তদ্রূপ শত্রুসেনার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—আর্ষাস্ত্রং ঋষে র্নারায়ণস্যাস্ত্রং পুংখাঃ মূলপ্রান্তা বাসাংসি পক্ষাঃ বিনিঃসৃতাঃ শরা ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আর্ষাস্ত্রং'—ঋষি নারায়ণের অস্ত্র। 'সুবর্ণপুঙ্খাঃ'—যাহাদের মূলপ্রান্ত সুবর্ণময়, এবং 'কলহংস-বাসসঃ'—কলহংসের ন্যায় মনোহর পক্ষসমূহ যাহাদের, তাদৃশ শরসকল (ধনুক হইতে বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।) ॥ ৩ ॥

তৈস্তিগ্মধারৈঃ প্রধনে শিলীমুখৈ-
রিতস্ততঃ পুণ্যজনা উপদ্রুতাঃ ।
তমভ্যধাবন্ কুপিতা উদায়ুধাঃ
সুপর্ণমুন্নদ্ধফণা ইবাহয়ঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ তিগ্মধারৈঃ (তীক্ষ্ণাগ্রভাগৈঃ) শিলীমুখৈঃ (বাণৈঃ) প্রধনে (যুদ্ধে) ইতস্ততঃ (সর্ব্বতঃ) পুণ্যজনাঃ (যক্ষাঃ) উপদ্রুতাঃ (অতএব) কুপিতাঃ উদায়ুধাঃ (উদ্যতানি আয়ুধানি যৈঃ তে) উন্নদ্ধফণাঃ (যথা উন্নদ্ধাঃ উচ্ছ্রিতাঃ ফণাঃ যেষাং তে) অহয়ঃ (সর্পাঃ) সুপর্ণম্ ইব (গরুড়ং হন্তুম্ আয়ান্তি তদ্‌বৎ) (তে) তং (ধ্রুবম্) অভ্যধাবন্

(তং মারয়িতুং সম্মুখম্ আগতাঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—গুহ্যকবৃন্দ সেই সকল তীক্ষ্ণধার বাণদ্বারা যুদ্ধস্থলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যেরূপ ফণাধর সর্প ফণা উন্নত করিয়া গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ঐ গুহ্যকগণও ক্রোধভরে অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক ধ্রুবের প্রতি ধাবিত হইল ॥৪॥

স তান পৃষৎকৈরভিধাবতো মৃধে
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরোদরান্।
নিনায় লোকং পরমর্কমণ্ডলং
ব্রজন্তি নির্ভিদ্য যমূর্দ্ধ্বরেতসঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ধ্রুবঃ) তান্ (যক্ষান্) মৃধে (যুদ্ধে) অভিধাবতঃ পৃষৎকৈঃ (বাণৈঃ) নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরোদরান্ (নিকৃত্তানি ছিন্নানি বাহবঃ উরবঃ শিরোধরাঃ গ্রীবাঃ উদরাণি চ যেষাং তান্) পরং লোকং (সত্যলোকং) নিনায় (প্রাপিতবান্), অর্কমণ্ডলং (সূর্য্যলোকং) নির্ভিদ্য যং (সত্যলোকম্) উর্ধ্বরেতসঃ (ব্রহ্মচারিণঃ সন্ন্যাসিনঃ) ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব সেই যক্ষগণকে যুদ্ধস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া বাণদ্বারা কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও গ্রীবা, কাহারও বা উদর ছেদন করিয়া দিলেন। এইরূপে অনেককেই পরলোকে (সত্যলোকে) প্রেরণ করিলেন। উর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসিগণ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঐ লোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—পৃষৎকৈর্বাণৈর্নিকৃত্তবাহ্বাদীন্ তান্ পরং সত্যলোকং নিনায় যং লোকং উর্দ্ধ্বরেতসঃ সন্ন্যাসিনোঽর্কমণ্ডলং নির্ভিদ্য ব্রজন্তীতি ভগবদ্ভক্তহস্তমৃত্যুতো বিশিষ্টস্বর্গিণস্তে বভূবুঃ। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" ইতি শ্রীগীতোক্তেরাবর্ত্তিষ্যন্ত এব তে। ন তু সন্ন্যাসি সাহচর্য্যেণ তেষাং মুক্তির্ব্যাখ্যেয়া। স্বয়ং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং বিনা সংগ্রামমৃতানাং কালনেম্যাদীনামবতারান্তরেভ্যোঽপি মোক্ষাদর্শনাৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৃষৎকৈঃ'—বাণের দ্বারা ধ্রুব যক্ষগণের বাহু, উরু, কন্ধর ছেদন করতঃ, তাহাদিগকে 'পরং'—সত্যলোকে পাঠাইয়া দিলেন, যে সত্যলোকে উর্দ্ধ্বরেতা সন্ন্যাসিগণ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করিয়া থাকেন। এখানে ভগবদ্ভক্তের হস্ত হইতে মৃত্যু-হেতু তাহার বিশিষ্ট স্বর্গলোকে গমন করিলেন—এই অর্থ। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ" (শ্রীগীতা – ৮।১৬), অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোকই পুনরাবর্ত্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না—শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে, সেই যক্ষগণ পুনরাবর্ত্তন (অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ) অবশ্যই করিবেন। কিন্তু সন্ন্যাসিগণের সাহচর্য্যে তাহাদেরও মুক্তি হইল—এইরূপ ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ—(হতারিগতিদায়ক) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে, অন্যান্য অবতারগণের হস্তেও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয় না ॥ ৫ ॥

তান্ হন্যমানানভিবীক্ষ্য গুহ্যকা-
ননাগসশ্চিত্ররথেন ভূরিশঃ।
ঔত্তানপাদিং কৃপয়া পিতামহো
মনুর্জগাদোপগতঃ সহর্ষিভিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্ররথেন (ধ্রুবেণ) ভূরিশঃ তান্ (যক্ষান্) অনাগসঃ (নিরপরাধান্ অপি) হন্যমানান্ অভিবীক্ষ্য কৃপয়া (পরিপ্লুতঃ) পিতামহঃ মনুঃ সহর্ষিভিঃ (ঋষিভিঃ সহ) (তত্র) উপগতঃ (আগতঃ সন্) ঔত্তানপাদিং (ধ্রুবং) জগাদ (উক্তবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব এই প্রকারে অসংখ্য নিরপরাধ গুহ্যকদিগকে বিনাশ করিতেছে দেখিয়া, পিতামহ মনু কৃপাপরবশ হইয়া মহর্ষিগণ-সমভিব্যাহারে সেই-স্থানে আগমনপূর্ব্বক উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুবকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীমনুরুবাচ—

অলং বৎসাতিরোষেণ তমোদ্বারেণ পাপ্মনা।
যেন পুণ্যজনানেতানবধীস্ত্বমনাগসঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমনুঃ উবাচ—(হে) বৎস, যেন ত্বম্ অনাগসঃ (নিরপরাধান্) এতান্ পুণ্যজনান্ (যক্ষান্) অবধীঃ (হতবান্) (তেন) পাপ্মনা (পাপজনকেন) তমোদ্বারেণ (তমসঃ নরকস্য দ্বারেণ) অতিরোষেণ অলং (ত্বয়া রোষঃ ন কর্ত্তব্যঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমনু কহিলেন—হে বৎস, তুমি যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল নিরপরাধ গুহ্যককে বিনাশ করিলে, ইহা বড়ই পাপজনক কার্য্য। সুতরাং নরকের দ্বারস্বরূপ তোমার এই প্রকার ক্রোধাতিশয্য পরিত্যাগ কর।

———

নাস্মৎকুলোচিতং তাত কর্ম্মৈতৎ সদ্বিগর্হিতম্।
বধো যদুপদেবানামারব্ধস্তেঽকৃতৈনসাম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, যৎ তে (ত্বয়া) অকৃতৈনসাং (ন কৃতম্ এনঃ পাপং যৈঃ তেষাম্) উপদেবানাং (যক্ষাণাম্) বধঃ আরব্ধঃ (তৎ) এতৎ সদ্বিগর্হিতং (সদ্ভিঃ নিন্দিতং কর্ম্ম), অস্মৎ কুলোচিতম্ (অস্মাকং কুলযোগ্যং) ন (ভবতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, তুমি এই যে নিরপরাধ গুহ্যকগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা সাধুজনবিগর্হিত কার্য্য, সুতরাং আমাদের কুলোচিত নহে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উপদেবানাং যক্ষাণাম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপদেবানাম্'—যক্ষগণের ॥ ৮ ॥

———

নন্বেকস্যাপরাধেন তৎসঙ্গাদ্বহবো হতাঃ।
ভ্রাতুর্বধাভিতপ্তেন ত্বয়াঙ্গ ভ্রাতৃবৎসল ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে) ভ্রাতৃবৎসল, (ধ্রুব,) ননু ভ্রাতুর্বধাভিতপ্তেন (ভ্রাতুর্বধেন অভিতপ্তেন) ত্বয়া একস্য (তদ্ভ্রাতৃহন্তুঃ) অপরাধেন তৎসঙ্গাৎ (তৎপ্রসঙ্গাৎ) বহবঃ হতাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ভ্রাতৃবৎসল ধ্রুব, তোমার ভ্রাতাকে একজন বিনাশ করিয়াছে। কিন্তু তুমি ভ্রাতৃবধজনিত ক্রোধে অভিতপ্ত হইয়া একজনের অপরাধে বহু বহু গুহ্যককে বিনাশ করিয়াছ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নিশ্চিতমেকস্য ত্বদ্ভ্রাতৃহন্তুর্যক্ষস্যাপরাধেন তৎসঙ্গাৎ তৎসঙ্গহেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ননু'—নিশ্চিত যে তোমার ভ্রাতৃহন্তা একজন যক্ষের অপরাধে, 'তৎসঙ্গাৎ'—সেই অপরাধীর সহিত সম্পর্কহেতু (বহু বহু যক্ষগণকে বধ করিতেছ) ॥ ৯ ॥

———

নায়ং মার্গো হি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্ত্তিনাম্।
যদাত্মানং পরাগ্‌গৃহ্য পশুবদ্ভূতবৈশসম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ পরাক্ (বহির্ভূতম্) আত্মানং (দেহং) গৃহ্য (গৃহীত্বা মত্বা), পশুবৎ (পশুবঃ যথা দেহাভিমানাৎ অন্যোহন্যং ঘ্নন্তি তদ্বৎ) ভূতবৈশসম্ (ভূতানাং প্রাণিনাম্ বৈশসং হিংসনং) (সঃ) অয়ং হৃষীকেশানুবর্ত্তিনাং (ভগবদ্ভক্তানাং) সাধূনাং মার্গঃ (পন্থাঃ) ন (ভবতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে ধ্রুব, এই প্রত্যক্ষ, পরিদৃশ্যমান্ দেহকে 'আত্মা' মনে করিয়া প্রাণীহিংসা করা,—পশুরই স্বভাব। কিন্তু তাদৃশ হিংসাবৃত্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের অনুবর্ত্তী ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের পন্থা নহে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যাবহারিকস্নেহপারবশ্যং ভক্তানামনুচিতং কিং পুনস্তেন পরহিংসেত্যাহ—নায়মিতি। যদাত্মানং দেহং পরাগ্‌গৃহ্য পরাগ্‌ভূতমপি আত্মত্বাভিমানেন গৃহীত্বা পশবো যথা দেহসম্বন্ধেনান্যোঽন্যং ঘ্নন্তি, তথা ভূতানাং বৈশসং হিংসেতি যৎ, ছন্দসি ক্ত্বো ল্যপ্। পরাগৃহ্যেতি পাঠে পরেতি নিষেধার্থকম্। জীবাত্মানমগৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তগণের ব্যবহারিক স্নেহের বশীভূত হওয়া অনুচিত, আর সেই স্নেহবশতঃ পরের প্রতি হিংসা করা যে অনুচিত, তাহাতে বক্তব্য কি? ইহা বলিতেছেন—'নায়ং' ইত্যাদি, (অর্থাৎ ভগবান্ হৃষীকেশের অনুবর্ত্তী সাধুপুরুষের ইহা পথ নহে।) 'যদ্ আত্মানং পরাগ্ গৃহ্য'—এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান

দেহকে, আত্মত্বের (অর্থাৎ আমার এই দেহ, এই-রূপ) অভিমানে গ্রহণ করতঃ, 'পশুবৎ'—পশুগণ যেমন দেহসম্বন্ধ-বশতঃ একে অপরকে হত্যা করে, তদ্রূপ 'ভূত-বৈশসম্'—প্রাণিগণের প্রতি যে হিংসা করা, তাহা (সাধুপুরুষের কার্য্য নহে)। 'গৃহ্য'—এখানে ক্ত্বাচ (গৃহীত্বা) স্থানে ল্যপ্ প্রত্যয় বৈদিক প্রয়োগ। 'পরাগৃহ্য'—এই পাঠে, পরা শব্দ এখানে নিষেধার্থক ; জীবাত্মাকে গ্রহণ না করিয়া—এইরূপ অর্থ ॥ ১০ ॥

—— ——

সর্ব্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্।
আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ ভূতাবাসং (ভূতানাম্ আবাসম্ আধারভূতং) দুরারাধ্যম্ (অপি) হরিং সর্ব্বভূতাত্ম-ভাবেন (সর্ব্বভূতেষু আত্মভাবেন) আরাধ্য (ধ্যাত্বা) (যৎ) বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ (উৎকৃষ্টস্থানং তৎ) আপ (প্রাপ্তবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তুমি সর্ব্বপ্রাণীতে ভগবদধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী দুরারাধ্য শ্রীহরিকে আরাধনা-পূর্ব্বক পরমোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তব তু ভক্তেষ্বপ্যতিশ্রেষ্ঠস্যৈতদত্যন্ত-মনুচিতমিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মনঃ স্বস্যৈব ভাবো ভাবনা তেন ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তগণের মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ তোমার কিন্তু এই কার্য্য (পরহিংসা) অত্যন্ত অনু-চিত, ইহা বলিতেছেন দুইটি শ্লোকে। 'সর্ব্বভূতাত্ম-ভাবেন'—সমস্ত প্রাণীতে আত্মভাব, অর্থাৎ নিজেরই যে ভাব (ভাবনা), তাহার দ্বারা (অর্থাৎ সকল প্রাণীকে নিজের মত দেখিয়া) ॥ ১১ ॥

তথ্য—গীতা ৬।২৮-২৯, ১৩।২৭ এবং ঈশোপনি-ষদ্ ৬ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ॥ ১১-১৪ ॥

—— ——

স ত্বং হরেরনুধ্যাতস্তৎপুংসামপি সম্মতঃ।
কথন্ত্ববদ্যং কৃতবাননুশিক্ষন্ সতাং ব্রতম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (বাল্যে) হরেঃ অনুধ্যাতঃ (হৃদিস্থিতঃ বিজ্ঞাতঃ বা) তৎ পুংসাং (ভাগবতা-নাম্ অপি) (সাধুত্বেন) সম্মতঃ। (নারদাৎ) সতাং ব্রতম্ অনুশিক্ষন্ (অনুশিক্ষমানঃ) কথং তু অবদ্যং (নিন্দ্যং কর্ম্ম) কৃতবান্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তুমি নিরন্তর শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া থাক ; হরিজনগণও তোমাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন ; তুমি সাধুগণের আচরণও শিক্ষা করিয়াছ। তথাপি কি জন্য এইরূপ নিন্দ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ? ১২॥

বিশ্বনাথ—হরেরনুধ্যাতঃ অনু নিরন্তরং ধ্যাতং ধ্যানং যস্মিন্ সঃ। বাৎসল্যাদ্ধরিণাপি স্মর্য্যমাণ ইত্যর্থঃ। তৎ-পুংসাং নারদাদীনামপি কৃপাপাত্রী-ভূতঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরেঃ অনুধ্যাতঃ'—শ্রীহরির অনু অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যাত বলিতে ধ্যান যাহাতে, সেই তুমি (অর্থাৎ যে তুমি নিরন্তর শ্রীহরির ধ্যান করিতে)। আর বাৎসল্যহেতু শ্রীহরির দ্বারাও তুমি স্মর্য্যমাণ হইতে (অর্থাৎ শ্রীহরিও তোমাকে স্মরণ করিতেন)—এই অর্থ। 'তৎ-পুংসাম্ অপি'—তাঁহার ভক্তগণ শ্রীনারদ প্রভৃতিরও তুমি কৃপা-পাত্র হইয়াছিলে ॥ ১২ ॥

——

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু।
সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(মহৎসু) তিতিক্ষয়া (নীচেষু) করুণয়া (সমেষু) মৈত্র্যা অখিলজন্তুষু (অখিলেষু সর্ব্বেষু জন্তুষু প্রাণিষু) সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি (সম্যক্ প্রসন্নঃ ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যিনি মহদ্ব্যক্তিগণের প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন, নীচজনের প্রতি কৃপা, সমান ব্যক্তির সহিত মিত্রতা এবং সর্ব্বপ্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সতাং ব্রতমেবাহ—মহৎসু তিতিক্ষয়া নীচেষু করুণয়া সমেষু মৈত্র্যা এবং অখিলজন্তুষু সম-ত্বেন স্বতুল্যহর্ষশোকক্ষুৎপিপাসাদিমত্ত্ব-ভাবনয়া। যদুক্তম্—"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ" ইতি। সর্ব্বাত্মেতি সর্ব্বভূতেষু তুষ্যৎসু

ভগবত্তোষোহনুমেয় ইত্যর্থঃ ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুগণের ব্রত বলিতেছেন —'তিতিক্ষয়া'—মহদ্‌গণের প্রতি তিতিক্ষার দ্বারা, অর্থাৎ তাঁহারা তিরস্কারাদি করিলেও সহ্য করা, নীচজনের প্রতি করুণা, সমান ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি সমানভাবে দেখা, অর্থাৎ নিজের ন্যায় তাহাদেরও হর্ষ, শোক, ক্ষুধা, পিপাসাদি রহিয়াছে, এইরূপ ভাবনার দ্বারা (শ্রীহরি তুষ্ট হন।) যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র" (৬।৩২), অর্থাৎ হে অর্জ্জুন ! যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। 'সর্ব্বাত্মা'—সকল জীবের যিনি আত্মা, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, ইহার দ্বারা সকল প্রাণীর তুষ্টিতে শ্রীভগবানের সন্তোষ অনুমান করা যায়—এই অর্থ ।।১৩।।

সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
বিমুক্তো জীবনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ।। ১৪ ।।

অন্বয়ঃ—ভগবতি সম্প্রসন্নে (সতি) পুরুষঃ (প্রাণিমাত্রং) প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ (রজঃসত্ত্বতমোভিঃ গুণৈঃ) বিমুক্তঃ (অতএব তৎকার্য্যেণ) জীবনির্ম্মুক্তঃ (জীবেন লিঙ্গশরীরেণ নির্ম্মুক্তঃ সন্) নির্ব্বাণং (সুখাত্মকং) ব্রহ্ম ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ।। ১৪ ।।

অনুবাদ—ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইলেই পুরুষ প্রাকৃত-গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত হন। সুতরাং গুণের কার্য্য-স্বরূপ লিঙ্গশরীর হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সুখাত্মক ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—জীবেন লিঙ্গশরীরেণ নির্ম্মুক্তঃ। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং জ্ঞানী চেৎ সাযুজ্যং, ভক্তশ্চেৎ অধোক্ষজা-লম্বনকং দাস্যং, "অধোক্ষজালম্বনমিহেত্যত্র তদ্‌ব্রহ্ম নির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধা" ইতি প্রহলাদোক্তেস্তদা প্রাকৃতৈর্গুণৈর্বিমুক্তঃ, অপ্রাকৃতৈস্তু বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জীব-নির্ম্মুক্তঃ'—জীব বলিতে লিঙ্গ শরীর, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া। 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং'—(নিরতিশয় আনন্দাত্মক ব্রহ্ম-পদ।) জ্ঞানী হইলে সাযুজ্য মুক্তি, ভক্ত হইলে অধোক্ষজ (অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব) শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়রূপ দাস্য, যেমন শ্রীপ্রহলাদের উক্তিতে বলা হইয়াছে—"অধোক্ষজা-লম্বনমিহ" (৭।৭।৩১), অর্থাৎ অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণই—পরব্রহ্মে লয়রূপ মোক্ষ এবং তাহাই সুখ, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইত্যাদি। 'প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ'—তৎকালে পুরুষ (প্রাণিমাত্র) প্রকৃতির গুণ-সমূহ হইতে বিমুক্ত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা বিশিষ্ট রূপ লাভ করে—এই অর্থ ।। ১৪ ।।

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈর্যোষিৎ পুরুষ এব হি ।
তয়োর্ব্যবায়াৎ সম্ভূতির্যোষিৎ-পুরুষয়োরিহ ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ আরব্ধৈঃ (দেহাদ্যাকারেণৈব পরিণতৈঃ) যোষিৎ পুরুষশ্চ (ইতি প্রসিদ্ধিঃ) তয়োঃ (স্ত্রীপুংসোঃ) ব্যবায়াৎ (মৈথুনাৎ) যোগিৎপুরুষয়োঃ (অন্যয়োঃ স্ত্রীপুংসোঃ) ইহ (সংসারে) সম্ভূতিঃ (জন্ম) (ভবতি) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে উৎপন্ন হয়। আবার ঐ স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রীপুরুষ উদ্ভূত হইয়া থাকে ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—বস্তুনি বিচার্য্যমাণে তু কঃ কস্য হন্তা বধ্যো বেত্যাহ দশভিঃ। ভূতৈঃ পৃথিব্যাদিভি-রারব্ধৈর্দেহৈর্যোষিৎ পুরুষশ্চ তয়োর্ব্যবায়াদন্যয়োর্যো-ষিৎপুরুষয়োঃ সংভূতিরুৎপত্তির্ভবতি ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বস্তুনি বিচার্য্যমাণে'—বস্তু অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার করিলে কিন্তু কে কাহার হত্যাকারী, অথবা কে কাহার দ্বারা হত হইতেছে—ইহা বলিতেছেন দশটি শ্লোকে। 'ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ' —পৃথিব্যাদি (অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই) পঞ্চভূতের দ্বারা দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ উৎপন্ন হয়, আবার ঐ স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গে অন্যান্য বহু স্ত্রী ও পুরুষের, 'সম্ভূতি'—অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়া থাকে ।। ১৫ ।।

তথ্য—গীতা ১৩।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।। ১৫ ।।

এবং প্রবর্ত্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ।
গুণব্যতিকরাদ্রাজন্ মায়য়া পরমাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ এবং সর্গঃ স্থিতিঃ সংযমঃ (সংহারঃ) চ এব (এতৎ ত্রয়ম্ অপি) পরমাত্মনঃ মায়য়া গুণব্যতিকরাৎ (গুণানাং যঃ ব্যতিকরঃ বৈষম্যং তস্মাৎ) প্রবর্ত্ততে (ভবতি) (ন তু স্বতঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, এইরূপে ভগবানের মায়া-দ্বারাই গুণসমূহের বৈষম্যবশতঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ভূতৈর্যথা সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তথা তৈরেব পিতৃমাত্রাদ্যাকারৈঃ স্থিতিঃ পালনং তৈরেব দস্যুব্যাঘ্রসর্পাদ্যাকারৈঃ সংযমো নাশশ্চ। তত্র কিঞ্চ পরমাত্মনো মায়য়া গুণব্যতিকরাদেব ন তু স্বতঃ। রজসা সর্গঃ সত্ত্বেন স্থিতিঃ তমসাহঙ্কার ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং'—এবম্ভূত অর্থাৎ যে প্রকারে সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ মাতা পিতা প্রভৃতি আকারের দ্বারা পালন এবং সেইরূপ দস্যু, ব্যাঘ্র, সর্পাদি আকারের দ্বারা 'সংযমঃ', অর্থাৎ বিনাশও হইতেছে। আরও, তদ্বিষয়ে পরমাত্মার মায়ার গুণ-ব্যতিকর-হেতুই অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ-সমূহের ব্যতিকর বলিতে বৈষম্যবশতঃই (সৃষ্ট্যাদি) হইয়া থাকে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নহে। রজো-গুণের দ্বারা (অর্থাৎ রজোগুণের ঔৎকট্যে) সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের দ্বারা স্থিতি, এবং তামস অহঙ্কারের দ্বারা বিনাশ হইতেছে—এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লৌহবৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (সর্গাদৌ) নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ (ঈশ্বরঃ) নিমিত্তমাত্রম্ আসীৎ যত্র (যস্মিন্ নিমিত্তে সতি) ব্যক্তাব্যক্তং (স্থূলসূক্ষ্মাত্মকম্) ইদং বিশ্বং লৌহবৎ ভ্রমতি (যথা অয়স্কান্তে নিমিত্তে সতি লৌহং পরিবর্ত্ততে তদ্বৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বর গুণাধীশতত্ত্ব। তিনি সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে জড়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, নিমিত্তকারণ মাত্র। যেরূপ লৌহ নিশ্চেষ্ট হইলেও নিমিত্তস্বরূপ অয়স্কান্ত মণিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ এই বিশ্বও ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে দেবমনুষ্যাদিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জড়ানাং যোষিৎপুরুষাদিদেহানাং গুণানাং বা চৈতন্যাধিষ্ঠানং বিনা কথং সর্গাদিহেতুত্বং তত্রাহ—নিমিত্তমাত্রং পুরুষর্ষভ ঈশ্বরোঽধিষ্ঠাতা যত্র যস্মিন্নিমিত্তে সতি কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং ভ্রমতি জড়মপি চেতনীভবৎ দেবমনুষ্যাদিরূপেণ তথা তথা পরিবর্ত্ততে। যথা অয়স্কান্তে নিমিত্তে সতি লৌহং নিশ্চেষ্টমপি সচেষ্টং ভবতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, জড় স্ত্রী-পুরুষাদি দেহসমূহের অথবা সত্ত্বাদি গুণসকলের চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কি প্রকারে সৃষ্ট্যাদির হেতুত্ব হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'নিমিত্ত-মাত্রং নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ'—নির্গুণ (সত্ত্বাদি গুণরহিত) ঈশ্বর, 'যত্র'—যেখানে, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্যে নিমিত্ত হইলে, কার্য্য-কারণাত্মক 'বিশ্বং ভ্রমতি' —বিশ্ব পরিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ জড় হইলেও চেতনা-ত্মক হইয়া দেব, মনুষ্যাদি-রূপে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইতেছে, যেমন অয়স্কান্ত মণি নিমিত্ত হইলে নিশ্চেষ্ট লৌহও সচেষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—হরিরক্লিষ্টকর্ম্মত্বাদয়স্কান্তবদুচ্যতে।
　কামকর্ম্মস্বভাবেষু কালে চাবস্থিতো হরিঃ ॥
　সর্ব্বকারণভূতঃ সন্ তত্তন্নামাভিধীয়তে ॥
ইতি সত্যসংহিতায়াম্ ॥ ১৭ ॥

তথ্য—গীতা ৯।১০ শ্লোক, ব্রঃ সূঃ ২।২।৭ দ্রষ্টব্য।

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
করোত্যকর্ত্তৈব নিহন্ত্যহন্তা
চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্ব্বিভাব্যা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—কালশক্ত্যা (কালাখ্যয়া স্বশক্ত্যা) গুণ-প্রবাহেণ (গুণানাম্ প্রবাহঃ ক্ষোভঃ তেন) বিভক্ত-বীর্য্যঃ (বিভক্তং বীর্য্যং রজঃ আদিশক্তির্যস্য সঃ) সঃ খলু ভগবান্ ইদম্ (বিশ্বং) অকর্ত্তা এব করোতি, অহন্তা (এব) নিহন্তি (অপালক এব পাতি) বিভূম্নঃ

(মহত্তমস্য ভগবতঃ) চেষ্টা (কালশক্তিঃ) দুর্ব্বিভাব্যা (অচিন্ত্যা) খলু ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কালশক্তিপ্রভাবে গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, ঈশ্বর স্বীয় শক্তি বিভাগ করিয়া 'অকর্ত্তা' হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকেন, 'হন্তা' না হইয়াও বিনাশ করেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের চেষ্টা নিশ্চয়ই অচিন্ত্য ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স চেন্নিমিত্তং তর্হি তস্যাবিশেষাৎ যুগপদেব সর্গাদিত্রয়ং ভবতু। মৈবং রজঃসত্ত্বতমসাং কালশক্ত্যা ক্রমেণৈব ক্ষোভো ভবতি ন তু যুগপদতঃ ক্রমেণৈব সর্গাদিত্রয়ং ভবতীত্যাহ স—খল্বিতি কালশক্ত্যা ক্রমেণ গুণানাং প্রবাহঃ ক্ষোভস্তেন বিভক্তম্ আত্মনঃ সকাশাৎ বিভক্তীকৃতং বীর্য্যং চিদাভাসং জীবশক্ত্যাত্মকং মায়াশক্তিপ্রবিষ্টং যস্য সঃ। করোতীতি গুণকালজীবানাং শক্তিত্বেন তদ্ভেদাভাবাৎ স এবোপাদানকারণং স এব নিমিত্তকারণঞ্চেত্যর্থঃ। অকর্ত্তেতি তেষাং গুণাদীনাং স্বরূপভূতত্বাভাবাৎ। এবং নিহন্ত্যহন্তেত্যপি, ননু বিশ্বং কিমর্থং করোতি সদৈব বা কিং ন করোতি বিষমং বা কিং করোতীতি। সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ—চেষ্টা দুর্ব্বিভাব্যা অতর্ক্যা বিভূম্নো বিভুত্বাদিতি। এতদেব তস্য বিভুত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সেই ঈশ্বরই যদি নিমিত্ত হন, তাহা হইলে তিনি অবিশেষ বলিয়া সমকালেই সৃষ্ট্যাদি তিনটি কার্য্য হউক। তাহাতে বলিতেছেন—'মৈবং', না, এইরূপ হয় না। রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের কালশক্তির দ্বারা ক্রম অনুসারেই ক্ষোভ হইয়া থাকে, কিন্তু একসঙ্গে নহে, অতএব ক্রমপূর্ব্বকই সৃষ্টি প্রভৃতি তিনটি কার্য্য হয়, ইহা বলিতেছেন—'স খলু' ইত্যাদি। 'কালশক্ত্যা' কালশক্তির দ্বারা (অর্থাৎ গুণক্ষোভের হেতুভূত কালাত্মক নিজ হইতে অভিন্ন শক্তির দ্বারা) ক্রমশঃ 'গুণ-প্রবাহেণ'—সত্ত্বাদি গুণসমূহের প্রবাহ, অর্থাৎ ক্ষোভ, তাহার দ্বারা, 'বিভক্ত-বীর্য্যঃ'—বিভক্ত, অর্থাৎ নিজের নিকট হইতে বিভক্ত করা হইয়াছে, বীর্য্য বলিতে মায়াশক্তিতে প্রবিষ্ট জীবশক্ত্যাত্মক চিদাভাস যাঁহার, তিনি। 'করোতি'—কর্ম্ম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ গুণ, কাল ও জীবসমূহের শক্তিত্বরূপে তাঁহা হইতে ভেদের অভাববশতঃ সেই ঈশ্বরই উপাদান কারণ এবং তিনিই নিমিত্ত কারণ—এই অর্থ। 'অকর্ত্তা'—সত্ত্বাদি গুণসকল তাঁহার স্বরূপভূত নহে, এইজন্য তিনি অকর্ত্তা (হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকেন)। এই প্রকার হন্তা না হইয়াও, তিনি হনন করিয়া থাকেন। যদি বলেন—দেখুন, কিজন্য বিশ্বের সৃষ্টি করেন? আর সর্ব্বদাই বা করেন না কেন? কিম্বা বিষমই সৃষ্টি করেন কেন? তাহাতে সমস্ত আক্ষেপের পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন—'চেষ্টা দুর্ব্বিভাব্যা' — শ্রীভগবানের চেষ্টা (কালশক্তি) অচিন্তনীয়া, যেহেতু তিনি বিভু, ইহাই তাঁহার বিভুত্ব —এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

তথ্য—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।৮ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ভগবান্) কালঃ (অপি) (অতএব স্বয়ং) অনাদিঃ (জন্মরহিতঃ) অনন্তঃ (অবিনাশী) অব্যয়ঃ (ক্ষয়রহিতঃ) জনেন (পিত্রাদিনা) জনং (পুত্রাদিকং) জনয়ন্ আদিকৃৎ (সৃষ্টিকর্ত্তা ভবতি) মৃত্যুনা অন্তকং (চৌরাদিকম্ অপি) মারয়ন্ অন্তকরঃ (সংহারকর্ত্তা ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়। তিনি প্রাণিদ্বারাই প্রাণী সৃষ্টি করিতেছেন। মৃত্যুদ্বারা চৌরাদিকে সংহার করিয়া 'সংহারকর্ত্তা' নাম ধারণ করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যচ্চ তস্য বিভুত্বং পশ্যেত্যাহ স স্বয়মনন্তঃ নাশরহিতঃ। অথ চান্যেষাং অন্তকরো নাশকরঃ কেন রূপেণেত্যত আহ কালঃ। স্বয়মনাদিঃ জন্মশূন্যঃ অথ চান্যেষাং আদিকৃৎ। অব্যয়ঃ চিন্তামণিরিব সর্ব্বপ্রসবিতাপি ব্যয়শূন্যঃ। স্বয়মেবাদিকৃদপি জনেন পিত্রাদিনা জনং পুত্রাদিং জনয়ন্। স্বয়মেবান্তকৃদপি মৃত্যুনা মৃত্যুহেতুনা কালাগ্নিরুদ্রেণ অন্তকং যমমপি মারয়ন্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও তাঁহার বিভুত্ব দর্শন কর, ইহা বলিতেছেন—'সঃ অনন্তঃ', তিনি নিজে

অনন্তঃ, অর্থাৎ নাশরহিত হইয়াও, অপরের 'অন্ত-করঃ'—নাশকারক। কোন্ রূপে ? তাহাতে বলিতে-ছেন—'কালঃ', অর্থাৎ কালস্বরূপে। নিজে অনাদি, অর্থাৎ জন্মশূন্য, অথচ অপরের আদিকৃৎ (জন্ম-দাতা)। 'অব্যয়ঃ'—চিন্তামণির ন্যায় সকল কিছুর উৎপাদক হইয়াও ব্যয়শূন্য। নিজেই জন্মদাতা হইয়াও, পিত্রাদির দ্বারা পুত্রাদিকে জন্ম দেন। স্বয়ং বিনাশকারী হইয়াও, 'মৃত্যুনা'—মৃত্যুর দ্বারা, অর্থাৎ মৃত্যুর হেতুভূত কাল, অগ্নি, রুদ্রাদির দ্বারা, 'অন্তকং' —যমেরও সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা
পরস্য মৃত্যোর্বিশতঃ সমং প্রজাঃ।
তং ধাবমানমনুধাবন্ত্যনীশা
যথা রজাংস্যনিলং ভূতসঙ্ঘাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সমং (যথা স্যাৎ তথা) প্রজাঃ (কর্ম্মভূতাঃ) বিশতঃ পরস্য (তত্র অনাসক্তস্য অস্য) মৃত্যোঃ (মরণহেতোঃ কালস্বরূপস্য ঈশ্বরস্য) স্বপক্ষঃ (স্বীয়পক্ষঃ) বিপক্ষঃ (শত্রুঃ বা) ন বৈ (নাস্তি)। যথা অনিলং (ধাবন্তং) রজাংসি তম্ অনু (পশ্চাৎ) ধাবন্তি, (তথা) অনীশাঃ (কর্ম্মাধীনাঃ) ভূতসঙ্ঘাঃ ধাবমানং (তম্ ঈশ্বরম্ অনুধাবন্তি, জন্মাদিষু প্রবর্ত্তন্তে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—মৃত্যুরূপী কালের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কেহই নাই। তিনি সমভাবেই সর্ব্বপ্রাণীতে প্রবেশ করিতেছেন এবং সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতেছেন। ধূলি-পটল যেমন বায়ুর পশ্চাৎ-পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন প্রাণীসকলও স্ব-স্ব কর্ম্মের অধীন হইয়া কালের পশ্চাৎ-পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নচৈবং কুর্ব্বতোঽপি বৈষম্যপ্রসক্তিঃ পক্ষপাতাভাবাদিত্যাহ—ন বা ইতি দ্বাভ্যাম্। মৃত্যোর্মৃত্যুরূপস্য সমং যথাস্যাত্তথা প্রজা বিশতঃ। তস্য সাম্যেঽপি ভূতেষু ফলবৈষম্যং তত্তৎ কর্ম্মণস্তথা-ভাবাদিতি সদৃষ্টান্তমাহ তং ধাবন্তমনু অনীশাঃ কর্ম্মা-ধীনা ভূতসংঘা ধাবন্তি, অনিলং ধাবন্তমনুধাবন্তি রজাংসীব, তত্র রজসাং তমঃপ্রকাশ-জলাগ্ন্যাদি-প্রবেশেঽপি নানিলস্য বৈষম্যম্ এবমীশ্বরস্যাপীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ করিলেও ভগবানের বৈষম্য সম্ভব নহে, যেহেতু তাঁহার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, ইহা বলিতেছেন—'ন বৈ', ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'মৃত্যোঃ'—যিনি মৃত্যুরূপে সমানভাবে সর্ব্বপ্রাণীতে প্রবেশ করিতেছেন, (সেই ভগবানের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কেহই নাই)। তাঁহার সাম্য হইলেও প্রাণিগণের ফলবৈষম্য হয় তাহাদের কর্ম্ম-বশতঃই, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'তং ধাবন্তং' ইত্যাদি। 'অনীশাঃ ভূতসঙ্ঘাঃ'—কর্ম্মাধীন প্রাণিসকল স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন হইয়া মৃত্যুরূপী ভগ-বানের অনুগামী হইয়া থাকে, যেমন বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধূলিসমূহ ধাবিত হয়। সেখানে ধূলিসকল অন্ধকার, আলোক, জল, অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবেশ করিলেও যেমন বায়ুর কোন বৈষম্য হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরেরও (কোন বৈষম্য হয় না।)—এই ভাব ॥২০॥

তথ্য—বৃঃ আঃ ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ২২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ॥ ২০-২১ ॥

আয়ুষোঽপচয়ং জন্তোস্তথৈবোপচয়ং বিভুঃ।
উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্থো দুঃস্থস্য বিদধাত্যসৌ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (সমর্থঃ) উভাভ্যাম্ (আয়ুষঃ অপচয়োপচয়াভ্যাং) রহিতঃ অসৌ (পরমেশ্বরঃ এব) (স্বয়ং) স্বস্থঃ (সন্) দুঃস্থস্য (কর্ম্মাধীনস্য) জন্তোঃ (জীবস্য) আয়ুষঃ অপচয়ম্ (অকালমৃত্যুং) তথা উপচয়ং (কালমৃত্যোঃ অপি রক্ষাং চ) বিদধাতি (করোতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বশক্তিমান্ কাল আপনিই আপনাতে অবস্থান করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহার কাল বা অকাল নাই। তিনি কর্ম্মাধীন জীবগণের মধ্যে কাহারও অকালমৃত্যু বিধান করিতেছেন, কাহাকেও বা কালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতেছেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাপ্যায়ুষোঽপচয়ং মশকাদাবুপচয়ং দেবাদৌ, দুঃস্থস্য কর্ম্মাধীনস্য ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাপি'—সেই কর্ম্মাধীন জীবগণের মধ্যেও কাহারও প্রাণের অপচয় (হ্রাস),

অর্থাৎ অকাল মৃত্যু, যেমন মশকাদিতে, অপর দেবতাদিতে 'উপচয়' (বৃদ্ধি), অর্থাৎ অকালমৃত্যু হইতেও রক্ষা করিতেছেন। 'দুঃস্থস্য'—কর্ম্মাধীন জীবের ॥ ২১ ॥

কেচিৎ কর্ম্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (ধ্রুব,) কেচিৎ (মীমাংসকাঃ) এনম্ (এব) কর্ম্ম (ইতি) বদন্তি, অপরে (চার্ব্বাকাঃ) (এনম্ এব) স্বভাবং (বদন্তি), একে (ব্যবহারিকাঃ) (এনম্ এব) কালং (বদন্তি); পরে (জ্যোতির্ব্বিদঃ) (এনম্ এব) দৈবং (গ্রহাদিরূপং বদন্তি) উত (তথা) অপরে (বাৎস্যায়নাদয়ঃ) (এনম্ এব) পুংসঃ কামং (বদন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, মীমাংসকগণ এই কালকে 'কর্ম্ম', চার্ব্বাকগণ 'স্বভাব', ব্যবহারিকগগ ইহাকে 'কাল', জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ইহাকে গ্রহাদিরূপ 'দৈব', এবং বাৎস্যায়নাদি ঋষিগণ ইহাকে পুরুষের 'কাম' বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কর্ম্মৈব সুখদুঃখজন্মমরণাদিকারণমস্তু সত্যমন্ত্রৈবং বাদিনো বিবদন্ত ইত্যাহ—কেচিদিতি। কেচিন্মীমাংসকাঃ এনং সুখদুঃখপ্রদং কর্ম্ম অপরে লোকায়তিকাঃ স্বভাবম্। একে ব্যবহারিকাঃ কালং পরে জ্যোতিষিকা দৈবং গ্রহাদিরূপাং দেবতাম্ অপরে বাৎস্যায়নাদয়ঃ কামম্। শ্রুতিশ্চ—"কামোঽকার্ষীৎ কামঃ করোতি কামঃ কর্ত্তা কামঃ কাময়িতেত্যাদি" ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কর্ম্মই জীবের সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণাদির কারণ হউক। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, এই বিষয়ে বাদিগণ পরস্পর বিভিন্ন কথা বলিয়া থাকেন। 'কেচিৎ'—কেহ কেহ, অর্থাৎ মীমাংসকগণ এই সুখ-দুঃখের প্রদাতা কর্ম্ম, ইহা বলেন। অপরে, অর্থাৎ চার্ব্বাকগণ—স্বভাব (অর্থাৎ পদার্থের নিজস্ব শক্তিকে কারণ বলিয়া থাকেন)। অন্যে ব্যবহারিকগণ (পৌরাণিকগণ) —ইহাকে কাল, অপর জ্যোতিষিগণ দৈব, অর্থাৎ গ্রহাদিরূপ দেবতাকে, এবং বাৎস্যায়নাদি মুনিগণ—পুরুষের কাম, অর্থাৎ বাসনাকেই কারণ বলিয়া থাকেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'কামই (ভগবানেরই ইচ্ছাই) সমস্ত কিছু করিয়াছিল, কামই করিতেছে, কামই কর্ত্তা, কামই কাময়িতা' ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (ধ্রুব,) অব্যক্তস্য (অতএব) অপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ (নানাশক্তীনাং মহদাদীনাম্ উদয়ঃ যস্মাৎ তস্য পরমেশ্বরস্য) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টম্ এব) (তাবৎ) কঃ (অপি) ন বেদ। অথ স্বসম্ভবং (স্বস্য সম্ভবঃ যস্মাৎ তং সাক্ষাৎ ভগবন্তং) তু কঃ বেদ (ন কোঽপি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, ঈশ্বর অব্যক্ত, সুতরাং অপ্রমেয়। মহদাদি নানাবিধ শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহার যে কি বাসনা, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং স্বসম্ভব ভগবানের বিষয় কেহ বলিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেষাং বিবদমানানাং মধ্যে কো ব্যবস্থাপকস্তত্র তত্ত্বম্ লতত্ত্ববস্তুনোঽজ্ঞানান্ন কোঽপীত্যাহ—অব্যক্তস্য কৈরপি বলবুদ্ধ্যাদিভির্ব্যক্তীকর্ত্তুমশক্তস্য তত্র হেতুরপ্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ প্রমাতুমশক্যস্য নানাশক্তীনাং কালকর্ম্মস্বভাবকামাদীনাং উদয়ো যস্মাদিতি তস্যৈকৈকাং শক্তিমাশ্রিত্যৈব বিবদমানানাং তেষাং শক্তিমতি তস্মিন্ বস্তুতো নাস্ত্যেব বিবাদ ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবতশ্চিকীর্ষিতমেব কোঽপি নো বেদ স্বস্য সম্ভবো যস্মাত্তং কো বেদ। যদুক্তং ভীষ্মেণ—"ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্। যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তে কবয়োঽপি হি" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব" ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই সকল পরস্পর বিবদমানদিগের মধ্যে কে ব্যবস্থাপক?

তাহার উত্তরে, মূলতত্ত্ববস্তুর অজ্ঞানতাহেতু কেহই নহে, ইহা বলিতেছেন—'অব্যক্তস্য', অব্যক্ত অর্থাৎ বল, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা কেহই যাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ, সেই ঈশ্বরের (বিষয় কে জানে ?) অব্যক্তের কারণ—'অপ্রমেয়স্য', প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাঁহাকে প্রমাণিত করা যায় না, তাঁহার। 'নানাশক্ত্যুদয়স্য'—কাল, কর্ম্ম, স্বভাব ও কামাদির উদয় যাঁহা হইতে, সেই ভগবানের এক একটি শক্তি আশ্রয় করিয়াই পরস্পর বিভিন্ন মতবাদিগণের সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীভগবানে বস্তুতঃ কোন বিবাদ নাই—এই ভাব। সেই ভগবানের চিকীর্ষিতই (কি করিবার ইচ্ছা, তাহাই) কেহ জানিতে পারে না, আর "স্বসম্ভবম্'—নিজের উৎপত্তি যাঁহা হইতে, তাঁহাকে, অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের উৎপত্তি কোন্ ব্যক্তি জানিতে সক্ষম ? শ্রীভীষ্মদেবও বলিয়াছেন—"ন হ্যস্য কর্হিচিৎ রাজন্" (১।৯।১৬), অর্থাৎ হে রাজন্ ! এই শ্রীকৃষ্ণ যে কি করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্যক্তির তাহা জানিবার শক্তি নাই, পণ্ডিতেরাও তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া মুগ্ধ হন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"কোহদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ" ইত্যাদি, অর্থাৎ কে ইঁহাকে সাক্ষাৎ জানিতে পারে ? কে বলিতে পারে এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল ? যাঁহা হইতে দেবগণ সৃষ্ট, তাঁহাকে কিপ্রকারে জানিতে পারে ? ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

———

ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হন্তারো ধনদানুগাঃ।
বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) পুত্রক, (বৎস ধ্রুব,) এতে ধনদানুগাঃ (কুবেরানুচরাঃ) (তব) ভ্রাতুঃ (উত্তমস্য) হন্তারঃ ন চ (ভবন্তি) (চকারাৎ ত্বম্ অপি তেষাং হন্তা ন ভবসি)। (হে) তাত, পুংসঃ (পুরুষস্য) বিসর্গাদানয়োঃ (মৃত্যুজন্মনোঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ বা) দৈবং হি (ঈশ্বরঃ এব) কারণং (ভবতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ধ্রুব, তুমি কুবেরের এই অনুচরগণকে তোমার ভ্রাতা উত্তমের বধকর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক ইহারা বধকর্ত্তা নহে। পুরুষের যে জন্ম এবং মৃত্যু হইয়া থাকে, ঈশ্বরই তাহার কারণ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ফলিতমাহ—ন চৈতে ইতি। বিসর্গাদানয়োঃ সৃষ্টিসংহারয়োর্দৈবমীশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাস্তবার্থ বলিতেছেন—'ন চৈতে' ইত্যাদি (অর্থাৎ এই কুবেরের ভৃত্যগণ তোমার ভ্রাতৃহন্তা নহে)। 'বিসর্গাদানয়োঃ'—প্রাণিগণের মৃত্যু ও জন্ম—এই দুই বিষয়ে, 'দৈবম্'—দৈব, অর্থাৎ ঈশ্বরই কারণ ॥ ২৪ ॥

———

স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ এব (ভগবান্) বিশ্বং সৃজতি, সঃ এব অবতি (রক্ষতি), (সঃ এব) হন্তি চ (নাশয়তি চ) তথাপি হি অনহঙ্কারঃ (অহঙ্কারশূন্যঃ) গুণ-কর্ম্মভিঃ (গুণৈঃ রজঃপ্রভৃতিভিঃ কর্ম্মভিঃ তদ্‌জনিতৈঃ অদৃষ্টৈঃ পুণ্যপাপাদিভিশ্চ) ন অজ্যতে (ন সংবদ্ধঃ ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরই বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, এবং তিনি আবার বিশ্বের ধ্বংস সাধন করিতেছেন। কিন্তু তথাপি তিনি নিরহঙ্কার, কোনও প্রকারে গুণ ও কর্ম্মের সহিত লিপ্ত নহেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তথাপি তস্য নির্লেপতাং পশ্যেত্যাহ—স এবেতি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি সেই ঈশ্বরের নির্লিপ্ততা দেখ, ইহা বলিতেছেন—'স এব' ইত্যাদি (যদিও ঈশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন, তথাপি তাঁহার ঐ সকল বিষয়ে অহঙ্কারমাত্র না থাকায়, তিনি গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না।) ॥ ২৫ ॥

তথ্য—গীতা ৯।৯ ও ১৩।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥২৫॥

———

এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (ভগবান্) ভূতেশঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) ভূতভাবনঃ (সর্ব্বপালকঃ) ভূতাত্মা (ভূতস্য আত্মা কারণং) স্বশক্ত্যা (স্বশক্তিরূপয়া) মায়য়া যুক্তঃ ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি) সৃজতি অত্তি (সংহরতি) পাতি চ (রক্ষতি চ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এই ভগবান্ সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বভূতপালক ও সর্ব্বপ্রাণীর কারণ। তিনি স্বীয় শক্তিদ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অনহঙ্কারত্বে হেতুমাহ—এষ ইতি। স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্ত ইতি মায়য়া বহিরঙ্গত্বেন স্বরূপ-শক্তিত্বাভাবাৎ তৎকার্য্যেষু তস্য নাহঙ্কারো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার অহঙ্কার না থাকার প্রতি হেতু বলিতেছেন---'এষঃ' ইত্যাদি। 'স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ'—নিজ শক্তি মায়ার সহিত মিলিত হইয়া (প্রাণিগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন)। এখানে এই মায়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া, স্বরূপ-শক্তিত্বের অভাববশতঃ তাহার (সেই বহিরঙ্গা মায়ার) কার্য্যসমূহে ভগবানের অহঙ্কার হইতে পারে না—এই ভাব ॥ ২৬ ॥

তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং
সর্ব্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্ ।
যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি
গাবো যথোতা নসি দামযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, মৃত্যুম্ (অভক্তানাং মৃত্যুরূপম্) অমৃতং (ভক্তানাং তু জন্মমরণাদিনিবর্ত্তকং) দৈবং (বিশ্বস্য পরমেশ্বরং) জগৎপরায়ণং (জগতঃ পরায়ণম্ উৎকৃষ্টম্ আশ্রয়ং) তম্ এব (ভগবন্তম্ এব) সর্ব্বাত্মনা (তদেকাগ্রচিত্তয়া) উপেহি (শরণং গচ্ছ)। নসি (নাসিকায়াং) উতা দামযন্ত্রিতাঃ (দামভির্বদ্ধাঃ) গাবঃ যথা (বলীবর্দ্দাঃ যথা স্বামিকার্য্যং **কুর্ব্বন্তি** তথা) বিশ্বসৃজঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) (নামভির্বদ্ধাঃ সন্তঃ) যস্মৈ (ভগবতে) বলিং হরন্তি (তৎকারিতং কর্ম্ম **কুর্ব্বন্তি**) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, তিনি অভক্ত-পুরুষগণের পক্ষে মৃত্যু এবং ভক্তগণের অমৃতস্বরূপ। তিনিই বিশ্বের পরমেশ্বর ও জগদ্বাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দসমূহ যেরূপ প্রভুর কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণও পরমেশ্বরের নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং ত্বয়া প্রবোধিতোঽপ্যহঙ্কারং ত্যক্তুং ন প্রভবামীত্যত আহ—তমেবেতি চতুর্ভিঃ। উপেহি প্রপদ্যস্ব তৎপ্রপত্তিং বিনা জ্ঞানেনাহঙ্কারাপগমো দুঃশক্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— দেখুন— আপনা কর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও আমি অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তাহাতে বলিতেছেন—'তমেব' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'উপেহি'—তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাঁহার শরণাগতি ব্যতিরেকে জ্ঞানের দ্বারা অহঙ্কারের অপগম দুঃসাধ্য—এই ভাব ॥ ২৭ ॥

তথ্য—গীতা ১৮।৬১-৬২ শ্লোক ও শ্বেতাশ্বতর ৬।৭ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ॥ ২৭ ॥

যঃ পঞ্চবর্ষো জননীং ত্বং বিহায়
মাতুঃ সপত্ন্যা বচসা ভিন্নমর্ম্মা ।
বনং গতস্তপসা প্রত্যগক্ষ-
মারাধ্য লেভে মূর্ধ্নি পদং ত্রিলোক্যাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ পঞ্চবর্ষঃ (অপি) ত্বং মাতুঃ সপত্ন্যাঃ (সুরুচ্যাঃ) বচসা (বাক্যেন) ভিন্নমর্ম্মা (ভিন্নং মর্ম্ম হৃদয়ং যস্য সঃ তথাভূতঃ) জননীং (স্বমাতরং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) বনং গতঃ (স এব ভবান্) প্রত্যগক্ষং (প্রত্যঞ্চি অক্ষাণি যোগিনাং যস্মিন্ তৎ) তপসা আরাধ্য ত্রিলোক্যাঃ মূর্ধ্নি পদং (স্থানং) লেভে (লব্ধবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ধ্রুব, তুমি বিমাতার দুর্ব্বাক্যবাণে মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া পঞ্চবর্ষ বয়সেই স্বীয় জননীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলে, এবং যোগিগণধ্যাত শ্রীভগবান্‌কে তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া ত্রিলোকের মস্তকোপরি স্থান লাভ করিয়াছ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বন্তু তং প্রপন্নো মৎকুলপদ্মমেবাসী-

ত্যাহ—য ইতি। প্রত্যঞ্চি অক্ষাণি যোগিনাং যস্মিংস্তম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি কিন্তু তাঁহাতে প্রপন্ন হওয়ায় আমার বংশের পদ্ম-সদৃশই, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইতি। 'প্রত্যক্ষগং'—যাঁহাতে যোগিগণের ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্মুখী হইয়া থাকে, সেই ভগবান্‌কে (আরাধনা করিয়া তুমি ত্রিলোকের মস্তকোপরি স্থান লাভ করিয়াছ।) ॥ ২৮ ॥

———

তমেনমঙ্গাত্মনি মুক্তবিগ্রহে
ব্যপাশ্রিতং নির্গুণমেকমক্ষরম্।
আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃক্
যস্মিন্নিদং ভেদমসৎ প্রতীয়তে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (ধ্রুব,) (সঃ ত্বম্) আত্মদৃক্ (প্রত্যগ্‌দৃষ্টিঃ সন্) মুক্তবিগ্রহে (মুক্তবিরোধে) আত্মনি (স্বান্তঃকরণে) ব্যপাশ্রিতম্ (অবস্থিতং) তং নির্গুণম্ একম্ অক্ষরং বিমুক্তম্ এনম্ আত্মানম্ অন্বিচ্ছ (অবলোকয়)। যস্মিন্ (অন্বিষ্টে সতি) ইদং ভেদম্ ইমে শত্রুমিত্রাদয়ো ভেদো যত্র তদিদং ভেদং জগৎ) অসৎ (অভদ্রম্ অরোচকম্) (এব) প্রতীয়তে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ধ্রুব, এক্ষণেও তুমি আত্মদর্শী হইয়া সেই নির্গুণ, অদ্বয়তত্ত্ব, অচ্যুত, নিত্যমুক্ত পরমাত্মার অন্বেষণ কর। তিনি নির্ব্বিরোধ অন্তঃকরণে নিরন্তর অবস্থান করেন। সেই পরমাত্মার অন্বেষণ-তৎপর হইলে এই শত্রু-মিত্রাদি-ভেদজ্ঞান অরুচিপ্রদ বলিয়াই প্রতিভাত হয় ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তমেব সংপ্রত্যপি অন্বিচ্ছ। অলং তব ব্যাবহারিক-ভদ্রাভদ্র-ভাবনয়েতি ভাবঃ। ন চ তত্রান্যেষামিব তব প্রয়াস ইত্যাহ। আত্মনি তন্মনসি মুক্তবিগ্রহে নির্ব্বিরোধে বিশেষেণ ব্যাৎসল্যাৎ কৃতনিবাসম্। আত্মদৃক্ প্রত্যগ্‌দৃষ্টিঃ সন্ যস্মিন্ অন্বিষ্টে সতি ইমে শত্রুমিত্রাদয়ো ভেদা যত্র তদিদং ভেদং জগৎ অসৎ অভদ্রমরোচকমেব প্রতীয়তে ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ——সম্প্রতি তাঁহাকেই তুমি অন্বেষণ কর। তোমার ব্যাবহারিক মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই—এই ভাব। তদ্বিষয়ে (তাঁহার অন্বেষণ-বিষয়ে) অপরের ন্যায় তোমার কোন প্রয়াসও নাই—ইহা বলিতেছেন—'তম্ এনম্' ইত্যাদি। 'আত্মনি মুক্তবিগ্রহে ব্যপাশ্রিতম্'—যিনি নির্ব্বিরোধ অন্তঃকরণে অবস্থিত, তাঁহাকে, বিশেষতঃ বাৎসল্যবশতঃ তোমার মনে যিনি বাস করিতেছেন। 'আত্মদৃক্'—প্রত্যগ্‌দৃষ্টি, অর্থাৎ আত্মদর্শী হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ কর। যাঁহার অন্বেষণ করিলে শত্রু-মিত্রাদি ভেদ যেখানে, সেই জগৎ, 'অসৎ'—অভদ্র, অরুচিপ্রদ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে ॥ ২৯ ॥

———

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (অন্বেষণকালে এব) প্রত্যগাত্মনি (স্বরূপভূতে) অনন্তে (ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিতে) আনন্দমাত্রে (আনন্দৈকরসে) উপপন্নসমস্তশক্তৌ (উপপন্নাঃ সম্যক্ সিদ্ধাঃ সমস্তাঃ শক্তয়ঃ যস্য তস্মিন্) ভগবতি পরমাম্ (অহৈতুক্যব্যবহিতেত্যুক্তবিধাং) ভক্তিং বিধায় প্ররূঢ়ম্ (অতিদৃঢ়ং) মম অহম্ ইতি অবিদ্যাগ্রন্থিম্ (অজ্ঞানকৃতবন্ধনং) ত্বং শনকৈঃ বিভেৎস্যসি (ছেৎস্যসি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সেই সময় (পরমাত্মান্বেষণ-কালেই) তুমি স্বরূপভূত, ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত, আনন্দৈকরস এবং যাহাতে নিখিলশক্তি সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ রহিয়াছে, সেই ভগবৎস্বরূপে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা পরা ভক্তির অনুশীলন করিয়া অতি সহজেই "আমি ও আমার"—এই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তদা পঞ্চবর্ষবয়সি কিমিদং স্মরসীত্যর্থঃ। অবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি। অভিজ্ঞা-বচনে লৃড়িতি ভূতকাল এব লৃট ব্যভিন ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদা'—সেই পাঁচ বৎসর বয়সে, ইহা কি তোমার স্মরণ আছে? এই অর্থ। 'অবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি'—অবিদ্যাগ্রন্থি (অর্থাৎ আমি, আমার ইত্যাদি অজ্ঞানগ্রন্থি) নির্ম্মূলভাবে ছেদন করিতে সক্ষম হইবে। 'বিভেৎস্যসি'—ইহা অভিজ্ঞা-

বচনে অতীতকালে লৃট্ প্রত্যয় হইয়াছে। ('অভিজ্ঞা-বচনে লৃট্'—অর্থাৎ স্মরণার্থক ধাতু পূর্ব্বে থাকিলে, ধাতুর উত্তর অনদ্যতন অতীত কালে লঙ্স্থানে লৃট্ হয়। তুমি কি স্মরণ করিতে পার, সেই পঞ্চবর্ষ বয়সে অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিয়াছিলে?—এইরূপ অর্থ)॥ ৩০॥

সংযচ্ছ রোষং ভদ্রং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্।
শ্রুতেন ভূয়সা রাজন্নগদেন যথাময়ম্॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, শ্রেয়সাং (ধর্ম্মাদীনাং) পরম্ (অত্যন্তং) প্রতীপং (প্রতিকূলং) রোষং (ক্রোধম্) অগদেন (ঔষধেন) যথা আময়ং (রোগম্ যথা লোকঃ রোগং নিযচ্ছতি) (তথা) ভূয়সা (বহুধা) শ্রুতেন (শাস্ত্রবলেন) সংযচ্ছ (উপসংহার), (ততশ্চ) তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং) ভবিষ্যতি॥ ৩১॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ক্রোধ শ্রেয়ঃসাধনের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। সুতরাং ঔষধপ্রয়োগে যেরূপ রোগ নিরাময় হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা তুমি উহাকে উপসংহার কর; উহাতে তোমার মঙ্গল হইবে॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ—তদপি ব্যাবহারিক-লোকমনুকুর্ব্বংস্ত্বং তাদৃশেঽপি ভ্রাতরি প্রণয়ং লোকে প্রথয়ন্ বহিরেবং রোষং ধৎসে মমাজ্ঞয়া তমপি সংযচ্ছ। শ্রুতেন মদুপদেশবাক্যেন অগদেন ঔষধেন আময়মিবেতি, ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং লোকে প্রতিষ্ঠা-প্রখ্যাপনমপ্যেকো রোগ এবেতি ভাবঃ॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি ব্যাবহারিক লোকের অনুসরণ করিয়া তুমি তাদৃশ (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতার প্রতিও প্রীতি লোকে প্রখ্যাপন করতঃ বাহিরে এই প্রকার যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছ, তাহাও আমার আজ্ঞায় সম্বরণ কর। 'শ্রুতেন'—আমার উপদেশ বাক্যের দ্বারা। 'অগধেন'—লোকে যেমন ঔষধ দ্বারা রোগের শান্তি করে, (তদ্রূপ আমার উপদেশরূপ ঔষধের দ্বারা তোমার রোগের শান্তি কর)। তোমাদের ন্যায় ভক্তগণের জগতে প্রতিষ্ঠা প্রখ্যাপনও একপ্রকার রোগই—এই ভাব॥ ৩১॥

যেনোপসৃষ্টাৎ পুরুষাল্লোক উদ্বিজতে ভৃশম্।
ন বুধস্তদ্বশং গচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মাত্মনঃ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—যেন (রোষেণ) উপসৃষ্টাৎ (ব্যাপ্তাৎ) পুরুষাৎ লোকঃ (প্রাণী) ভৃশম্ উদ্বিজতে (উদ্বেগম্ প্রাপ্নোতি) (অতঃ) আত্মনঃ অভয়ম্ ইচ্ছন্ বুধঃ তদ্বশং (তস্য রোষস্য বশং) ন গচ্ছেৎ॥ ৩২॥

অনুবাদ—লোকে ক্রোধাভিভূত পুরুষ হইতে অত্যন্ত উদ্বেগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বীয় মঙ্গল-সাধনেচ্ছু পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও ক্রোধের বশীভূত হইবেন না॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ—নীতিমাহ—যেন রোষেণ উপসৃষ্টাৎ ব্যাপ্তাৎ॥ ৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নীতি বলিতেছেন—'যেন উপসৃষ্টাৎ'—ক্রোধের দ্বারা অভিভূত যে পুরুষ হইতে (লোকসকল নিতান্ত ব্যথিত হয়)॥৩২॥

হেলনং গিরিশভ্রাতুর্দ্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্।
যজ্জঘ্নিবান্ পুণ্যজনান্ ভ্রাতৃঘ্নানিত্যমর্ষিতঃ॥ ৩৩॥

অন্বয়ঃ—গিরিশভ্রাতুঃ ধনদস্য (কুবেরস্য) হেলনম্ (অজ্ঞানং) ত্বয়া কৃতং যৎ (যস্মাৎ) ভ্রাতৃঘ্নান্ ইতি (ইত্যেবং মত্বা) অমর্ষিতঃ (অসহমানঃ ত্বং) পুণ্যজনান্ (তদনুচরান্ যক্ষান্) জঘ্নিবান্ (হতবান্)॥ ৩৩॥

অনুবাদ—বৎস ধ্রুব, তুমি যক্ষানুচরগণকে তোমার ভ্রাতৃহন্তাজ্ঞানে ক্রোধবশতঃ বিনাশ করিয়া গিরিশভ্রাতা কুবেরের অবজ্ঞাই করিয়াছ॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ—বৈষ্ণবস্য তবানৌচিত্যং শৃণ্বিত্যাহ—হেলনমিতি। জঘ্নিবানিতি যৎ তদেব হেলনমিত্যন্বয়ঃ। ইতি—শব্দঃ সমাপ্ত্যর্থকঃ, সর্ব্বান্তে বা দেয়ঃ॥ ৩৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈষ্ণব তুমি, তোমার অনৌচিত্য কার্য্য শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'হেলনং' ইত্যাদি (অর্থাৎ ভগবান্ গিরিশের ভ্রাতৃতুল্য কুবেরের তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ)। 'যৎ জঘ্নিবান্'—অসংখ্য নিরপরাধ যক্ষকে যে বধ করিয়াছ, ইহাই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা (হেলনম্)। 'ইতি'—শব্দ, এখানে

সমাপ্তি-বোধক, অথবা সকলের শেষে প্রদান করিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১১ ॥

তং প্রসাদয় বৎসাশু সন্নত্যা প্রণয়োক্তিভিঃ ।
ন যাবন্মহতাং তেজঃ কুলং নোঽভিভবিষ্যতি ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস, যাবৎ মহতাং (লোকপালাদীনাং) তেজঃ (অপরাধজন্যঃ ক্রোধঃ) নঃ (অস্মাকং) কুলং ন অভিভবিষ্যতি (ন অভিভবেৎ) (তাবৎ) সন্নত্যা (নমস্কারেণ) প্রণয়োক্তিভিঃ (নম্রীভাবপূর্ব্বকস্তুতিভিশ্চ) তং (ধনদম্) আশু (শীঘ্রম্) (এব) প্রসাদয় (প্রসন্নং কুরু) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, লোকপালগণের তেজোদ্বারা আমাদের বংশ অভিভূত হইতে না হইতে তুমি শীঘ্রই ধনপতি কুবেরকে নমস্কার ও স্তুতি বচনাদিদ্বারা প্রসন্ন কর ॥ ৩৪ ॥

এবং স্বায়ম্ভুবঃ পৌত্রমনুশাস্য মনুর্ধ্রুবম্ ॥
তেনাভিবন্দিতঃ সাকমৃষিভিঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে মনুবাক্যং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ পৌত্রং ধ্রুবম্ এবম্ অনুশাস্য (শিক্ষয়িত্বা) তেন অভিবন্দিতঃ (সন্) ঋষিভিঃ সাকং (সহ) স্বপুরং যযৌ (গতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় পৌত্র ধ্রুবকে এইরূপ শিক্ষা প্রদানান্তর তৎকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ঋষিবৃন্দ সমভিব্যাহারে নিজালয়ে গমন করিলেন ॥৩৫॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ধ্রুবং নিবৃত্তং প্রতিবুধ্য বৈশসা-
দপেতমন্যুং ভগবান্ ধনেশ্বরঃ ।
তত্রাগতশ্চারণযক্ষকিন্নরৈঃ
সংস্তূয়মানো ন্যবদৎ কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার—

এই অধ্যায়ে কুবেরকে সন্তুষ্ট করিয়া ধ্রুবের নিজপুরে গমন, প্রচুর দক্ষিণাদিযুক্ত বহু যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনা এবং সপ্তর্ষিগণেরও দুর্লভ সর্ব্বলোকপূজ্য বিষ্ণুর পরমপদে অধিরোহণ সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে ।

সেই বিষ্ণুর পরমপদ স্বতঃপ্রকাশ-জ্যোতির্দ্বারা সতত দীপ্তিমান । তথায় কেহ গমন করিতে পারেন না । যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের প্রিয় আচরণ করেন, তাঁহারাই অনায়াসে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন । পরে দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের মহিমা-বর্ণন এবং তাদৃশ ভক্তের মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা অনায়াসেই ভক্তিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলেন ।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ,—ধ্রুবম্ অপেতমন্যুং (শান্তকোপম্) (অতএব) বৈশসাৎ (বধাৎ) নিবৃত্তং প্রতিবুধ্য (জ্ঞাত্বা) চারণযক্ষকিন্নরৈঃ সংস্তূয়মানঃ ভগবান্ ধনেশ্বরঃ (কুবেরঃ) (যত্র ধ্রুবঃ

অস্তি) তত্রাগতঃ (সন্) কৃতাঞ্জলিং (ধ্রুবং) ন্যবদৎ (উবাচ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, ধ্রুব পিতামহের বাক্যে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া হিংসাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া ধনপতি কুবের তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কারণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ স্তব করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল। কুবের ধ্রুবকে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাদশে ধনদাল্লব্ধবরো গত্বা পুরীং হরিম্।
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিরজ্যাগাৎ সশরীরো হরেঃ পদম্ ॥০॥

বৈশসাৎ বধাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে কুবের হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বহুবিধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করতঃ বৈরাগ্যবশতঃ সশরীরে শ্রীহরির ধামে গমন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'বৈশসাৎ'—যক্ষ-বধরূপ ক্রূরকর্ম্ম হইতে ॥ ১ ॥

শ্রীধনদ উবাচ—

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ।
যৎ ত্বং পিতামহাদেশাদ্বৈরং দুস্ত্যজমত্যজঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীধনদঃ (কুবেরঃ) উবাচ,—ভোঃ ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ, (হে ক্ষত্রিয়পুত্র,) (হে) অনঘ, (অহং) তে পরিতুষ্টঃ অস্মি, যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) পিতামহাদেশাৎ (পিতামহস্য মনোঃ উপদেশাৎ) দুস্ত্যজম্ (অপি) বৈরং ত্বম্ অত্যজঃ (ত্যক্তবানসি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ধনপতি কহিলেন,—হে ক্ষত্রিয়নন্দন, হে নিষ্পাপ ধ্রুব, আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কেননা তুমি পিতামহ মনুর উপদেশানুসারে সুদুস্ত্যজা শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়াছ ॥ ২ ॥

ন ভবানবধীদ্‌যক্ষান্ ন যক্ষা ভ্রাতরং তব।
কাল এব হি ভূতানাং প্রভুরপ্যয়ভাবয়োঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যক্ষান্ ভবান্ ন অবধীৎ (ন হতবান্) ন (চ) তব ভ্রাতরম্ (উত্তমং) যক্ষাঃ (হতবন্তঃ), হি (যতঃ) ভূতানাম্ অপ্যয়ভাবয়োঃ (মৃত্যুজন্মনোঃ) কালঃ এব প্রভুঃ (সমর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তুমি যক্ষগণকে বিনষ্ট কর নাই। যক্ষগণও তোমার ভ্রাতাকে বিনষ্ট করে নাই। কালই প্রাণীগণের জন্মমৃত্যুর একমাত্র কারণ ॥ ৩ ॥

অহং ত্বমিত্যপার্থা ধীরজ্ঞানাৎ পুরুষস্য হি।
স্বাপ্নীবাভাত্যতদ্ধ্যানাদ্ যয়া বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞানাৎ অতদ্ধ্যানাৎ (অতদ্‌বস্তোঃ দেহস্য অনুসন্ধানাৎ) স্বাপ্নীব (স্বপ্নদর্শনকালীনা ইব) (স্বদেহে) অহম্ (পরদেহে) ত্বম্ ইতি ধীঃ (বুদ্ধিঃ) পুরুষস্য (অজ্ঞস্য) অপার্থা (মিথ্যৈব) আভাতি (প্রকাশতে, জায়তে) যয়া (ধিয়া) বন্ধবিপর্য্যয়ৌ (কর্ম্মাত্মকঃ বন্ধঃ বিপর্য্যয়ঃ দুঃখাদিশ্চ ভবতঃ) ॥৪॥

অনুবাদ—পুরুষের অজ্ঞানতাবশতঃ স্বপ্নকালীন জ্ঞানের ন্যায় "আমি" "তুমি" এইরূপ মিথ্যা বুদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধির দ্বারা দেহে অভিমান হওয়াতে বন্ধ ও দুঃখ উপস্থিত হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অতদ্ধ্যানাদ্দেহানুসন্ধানাৎ বন্ধঃ সংসারশ্চ ততো জ্ঞানানন্দময়স্য জীবাত্মনো বিপর্য্যয়োঽজ্ঞানদুঃখাদিকশ্চ তৌ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতদ্ধ্যানাৎ'—আত্মব্যতিরিক্ত দেহে আত্মত্বরূপে যে অনুসন্ধান (অবধারণ), তাহার নিমিত্তই (জীবের) বন্ধ, অর্থাৎ সংসার (পুনঃ পুনঃ শরীর গ্রহণ) এবং সেইজন্য জ্ঞানানন্দময় জীবের বিপর্য্যয়, অর্থাৎ অজ্ঞান ও দুঃখাদি উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মধ্ব—পরমেশ্বরং বিনাহং ত্বং কর্ত্তেতি ভ্রান্তিঃ।
নাহং কর্ত্তা ন কর্ত্তা ত্বং কর্ত্তা যস্তু সদা প্রভুঃ ॥
ইতি মোক্ষধর্ম্মে। বিপর্য্যয়ো দুঃখাদি সুখাদিরূপস্য ॥

তদ্‌গচ্ছ ধ্রুব ভদ্রং তে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন সর্ব্বভূতাত্মবিগ্রহম্ ॥ ৫ ॥
ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদম্।
যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ধ্রুব, তৎ (তস্মাৎ) (গৃহং) গচ্ছ (গত্বা চ) অধোক্ষজম্ (ইন্দ্রিয়াগোচরং) সর্ব্বভূতাত্মবিগ্রহং (সর্ব্বভূতাত্মকঃ বিগ্রহঃ যস্য তম্) ভজনীয়াঙ্ঘ্রিম্ (ভজনীয়ৌ অঙ্ঘ্রী পাদৌ যস্য তম্) ভবচ্ছিদং (সংসারনিবর্ত্তকং) শক্ত্যা (স্বরূপভূতয়া মুখ্যশক্ত্যা) যুক্তং গুণময্যা (ত্রিগুণময্যা) আত্মমায়য়া (অধীনমায়য়া) বিরহিতং (স্বাশ্রয়য়াপি তয়া ন স্পৃষ্টং) ভগবন্তম্ অভবায় (নাস্তি ভবো যস্মাত্তং বিষ্ণুং প্রাপ্তং) সর্ব্বভূতাত্মভাবেন (সর্ব্বভূতেষু আত্মভাবেন) ভজস্ব (তেন) তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং ভবিষ্যতি) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ধ্রুব, এই স্থান হইতে প্রস্থান এবং সর্ব্বভূতে পরামাত্মভাব দর্শন করিয়া অতীন্দ্রিয় সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী সংসারহর শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিবার জন্য তাঁহার ভজনা কর। তাঁহার পাদপদ্মই জীবের একমাত্র ভজনীয় বস্তু ও সংসারনিবর্ত্তক। তিনি স্বরূপভূত অন্তরঙ্গা শক্তিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাতে ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়ার অধিষ্ঠান নাই, তিনি মায়াধীশ। এইরূপ শ্রীভগবানের আরাধনা করিলেই তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মনঃ স্বস্যেব ভাবো ভাবনা তেন, সর্ব্বভূতানি আত্মবিগ্রহে যস্য তম্। অভবায় নাস্তি ভবো যস্মাত্তং বিষ্ণুং প্রাপ্তুং মায়ায়াঃ স্বশক্তিত্বাদ্‌যুক্তং স্বরূপভূতত্বাভাবাদ্বিরহিতম্ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বভূতাত্মভাবেন'—সকল প্রাণীতে নিজের মত ভাবনা করিয়া। 'সর্ব্বভূতাত্মবিগ্রহং' সমস্ত প্রাণীই আত্মবিগ্রহে (নিজ শরীরে) যাঁহার, তাঁহাকে (অর্থাৎ পৃথিব্যাদি সমস্ত ভূত এবং আত্মা (জীব) শরীরে যাঁহার, সেই নিখিল জীব-স্বরূপ ভগবান্‌কে, ভজনা কর)। 'অভবায়'—অভব বলিতে যাঁহাকে লাভ করিলে আর জন্ম হয় না, সেই বিষ্ণুকে প্রাপ্তির নিমিত্ত (ভজনা কর)। 'আত্মমায়য়া'—যিনি নিজ স্বরূপভূত অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা যুক্ত, অথচ স্বরূপভূতত্বের অভাবহেতু নিজের অধীনা বহিরঙ্গা মায়া শক্তি হইতে বিরহিত (সেই ভগবান্‌কে ভজনা কর।) ॥ ৫-৬ ॥

মধ্ব—আত্মসামর্থ্যাখ্যয়া শক্ত্যাযুক্তম্। গুণময্যা বিরহিতম্ ॥ ৬ ॥

———

বৃণীহি কামং নৃপ যন্মনোগতং
মত্তস্ত্বমৌত্তানপদেঽবিশঙ্কিতঃ।
বরং বরার্হোঽম্বুজনাভপাদয়ো-
রনন্তরং ত্বাং বয়মঙ্গ শুশ্রুমঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঔত্তানপদে, (হে ঔত্তানপাদে ধ্রুব,) (হে) নৃপ, মত্তঃ (মৎ সকাশাৎ) অবিশঙ্কিতঃ (নির্ভয়ঃ সন্) যৎ মনোগতং (স্বাভিলষিতং) বরং কামম্ (অসঙ্কোচেন) বৃণীহি (যতঃ হেতোঃ) (হে) অঙ্গ, হে ধ্রুব,) বয়ং ত্বাম্ অম্বুজনাভপাদয়োঃ (অম্বুজনাভস্য হরেঃ পাদয়োঃ) অনন্তরম্ (অতিনিকটং) শুশ্রুমঃ (শ্রুতবন্তঃ) (অতোঃ) ত্বং বরার্হঃ (বরযোগ্যঃ ভবসি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে উত্তানপাদ-নন্দন, হে রাজন্, যদি আমার নিকট হইতে কোনও বর প্রার্থনা করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে নির্ভয়ে তাহা যাচঞা কর। হে বৎস, আমরা শুনিতে পাইয়াছি, তুমি পদ্মনাভ শ্রীহরির পদযুগলের অতি নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অতএব তুমি বর পাইবার উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনন্তরমব্যবধানমতিনিকটমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনন্তরং'—ব্যবধান-রহিত, অর্থাৎ শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের অতি নিকটে (তুমি থাক) ॥ ৭ ॥

মধ্ব—নিরন্তরং ভগবৎপাদমনসা ॥ ৭ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

স রাজরাজেন বরায় চোদিতো
ধ্রুবো মহাভাগবতো মহামতিঃ।
হরৌ স বব্রেঽচলিতাং স্মৃতিং যয়া
তরত্যযত্নেন দুরত্যয়ং তমঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ,—(এবং) মহাভাগবতঃ মহামতিঃ সঃ ধ্রুবঃ রাজরাজেন (কুবেরেণ) বরায় (বরং যাচিতুং) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ অভূৎ)। (অতঃ) সঃ হরৌ অচলিতাং (স্থিরাং) স্মৃতিং বব্রে (প্রার্থয়ামাস) যয়া (স্মৃত্যা) (জনঃ) দুরত্যয়ম্ (উপায়ান্তরেণাত্যেতুং নিবর্ত্তয়িতুম্ অশক্যং) তমঃ

(অজ্ঞানং) অযত্নেন (অনায়াসেনৈব) তরতি (নিবর্ত্তয়তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে ধনপতি কুবের বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলে, মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাহাতে অচলা স্মৃতিলাভ করিয়া অনায়াসেই দুস্তর অজ্ঞান অবিদ্যারাশির পারে গমন করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞা সহ বর্ত্তমানেষু সর্ব্বেষু লোকেষু রাজত ইতি সরাজরাজঃ কুবেরস্তেন ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সরাজরাজেন'—রাজার সহিত বর্ত্তমান সমস্ত লোকে যিনি বিরাজমান, অর্থাৎ কুবের, তাঁহা কর্ত্তৃক (বরগ্রহণার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া) ॥ ৮ ॥

তস্য প্রীতেন মনসা তাং দত্ত্বৈলবিলস্ততঃ ।
পশ্যতোঽন্তর্দ্দধে সোঽপি স্বপুরং প্রত্যপদ্যত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ঐলবিলঃ (ইড়্বিলায়াঃ পুত্রঃ ধনদঃ) প্রীতেন (প্রীতিযুক্তেন) মনসা তস্য (ধ্রুবস্য) তাম্ (অচলাং ভগবৎস্মৃতিং দত্ত্বা ততঃ (তদনন্তরং) পশ্যতঃ (তস্য এব) অন্তর্দ্দধে (অন্তর্হিতবান্) সঃ অপি (ধ্রুবঃ) স্বপুরং প্রত্যপদ্যত (আজগাম) ॥৯॥

অনুবাদ—ইলবিলার পুত্র কুবের প্রীতিযুক্তহৃদয়ে সেই ধ্রুবের অচলা ভগবৎ-স্মৃতি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখেই অন্তর্হিত হইলেন। ধ্রুবও স্বীয় পুরীতে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ঐড়বিড়ঃ কুবেরঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঐড়বিড়ঃ'—ইলবিল-সুত কুবের। (এখানে 'ডলয়ো-রলয়শ্চ'—এই নিয়ম অনুসারে 'ঐড়বিড়' এবং 'ঐলবিল'—দুই রকম পাঠই শুদ্ধ।) ॥ ৯ ॥

অথাযজত যজ্ঞেশং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং কর্ম্ম কর্ম্মফলপ্রদম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (গৃহমাগত্য) দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং (যজ্ঞাঙ্গভূতানাং সম্বন্ধি) কর্ম্ম (কর্ম্মসাধ্যং ফলরূপং) কর্ম্মফলপ্রদং (চ) যজ্ঞেশং (ভগবন্তং) ভূরিদক্ষিণৈঃ ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) অযজত (ইষ্টবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধ্রুব গৃহে আগমনপূর্ব্বক প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা দ্রব্য, ক্রিয়া ও দেবতার কর্ম্মসাধ্য ফলস্বরূপ ও কর্ম্মফলপ্রদ (পাঠান্তরে অকর্ম্মফলপ্রদ বিষ্ণুপদ লাভরূপ মোক্ষপ্রদ) যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির যজ্ঞ করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যক্রিয়াদেবতাসম্বন্ধিকর্ম্মপ্রদং কর্ম্মফলপ্রদঞ্চেতি স এব কর্ম্ম কারয়তি, স এব কর্ম্মফলং ভোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্য-ক্রিয়া-দেবতানাং'—দ্রব্য (পুরোডাশাদি), ক্রিয়া (ঋত্বিক্‌গণের ব্যাপার) এবং দেবতা (ইন্দ্রাদি), তাহাদের কর্ম্মপ্রদ (অর্থাৎ কর্ম্মসাধ্য ফলস্বরূপ), এবং কর্ম্মফলের প্রদাতা ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর, অর্থাৎ তিনিই কর্ম্ম করাইতেছেন এবং তিনিই কর্ম্মের ফল ভোগ করাইতেছেন—এই অর্থ ॥ ১০ ॥

মধ্ব—দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং বিষয়ম্। অকর্ম্মফলপ্রদং মোক্ষপ্রদাম্ ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাত্মন্যচ্যুতেঽসর্ব্বে তীব্রৌঘাং ভক্তিমুদ্বহন্ ।
দদর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং বিভুম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাত্মনি (সর্ব্বেষাম্ আত্মনি) অসর্ব্বে (সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতে) অচ্যুতে তীব্রৌঘাম্ (অখণ্ডিত-প্রবাহান্) ভক্তিং (চিত্তবৃত্তিম্) উদ্বহন্ আত্মনি ভূতেষু (সর্ব্বভূতেষু চ) তম্ এব বিভুং (ভগবন্তম্) অবস্থিতং দদর্শ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ সর্ব্বজড়োপাধিবর্জ্জিত শ্রীঅচ্যুতে ঐকান্তিক ভক্তি করিয়া তাঁহাকে আপনাতে এবং সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত বলিয়া দর্শন করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—রাজানো হি দেবব্রাহ্মণাদিসন্তর্পকান্ ক্রতূন্ কুর্ব্বন্তি। তান্ বিনা ন রাজ্ঞঃ ব্যবহারসিদ্ধিরিতি তদনুরোধেনৈব তস্য যজ্ঞাদিকর্ম্মকরণং স্বপ্রতিমূর্ত্তিদ্বারৈব। বস্তুতস্তু স স্বয়মবকাশমেব কর্ম্মণি নৈব লভত ইত্যাহ। সর্ব্বাত্মনি অথচাসর্ব্বে সর্ব্বব্যতি-

রিক্তস্বরূপে আত্মন্যন্তঃকরণে সর্ব্বভূতেষু বহিরপি তদ্ধ্যানপরিপাকাৎ স্ফূর্ত্ত্যা দদর্শ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৃপতিগণ দেবতা এবং ব্রাহ্মণাদির প্রীতিজনক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সকল যজ্ঞাদি ব্যতীত রাজগণের ব্যবহারসিদ্ধিই হয় না, অতএব তদনুরোধে স্বপ্রতিমূর্ত্তি, অর্থাৎ নিজ প্রতিনিধি দ্বারাই মহারাজ ধ্রুবের যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাদৃশ কর্ম্মে নিজে কোন অবকাশই লাভ করেন নাই, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বাত্মনি', সকলের আত্মস্বরূপে, অথচ 'অসর্ব্বে'—সর্ব্বব্যতিরিক্তস্বরূপে অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত ভগবান্ অচ্যুতে (একান্ত ভক্তি করিয়া)। 'আত্মনি'—নিজের অন্তঃকরণে এবং বাহিরেও সর্ব্ব-প্রাণীর হৃদয়ে, ভগবদ্ধ্যানের পরিপক্বতাবশতঃ স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়া, (সেই সর্ব্বময় ভগবান্‌কে) দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

মধ্ব—বিশ্বঃ পূর্ণস্তথা সর্ব্বঃ সমস্তশ্চাভিধীয়ত ইত্যভিধানম্ ॥ ১১ ॥

———

তমেবং শীলসম্পন্নং ব্রহ্মণ্যং দীনবৎসলম্।
গোপ্তারং ধর্ম্মসেতূনাং মেনিরে পিতরং প্রজাঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—তম্ এবং (পূর্ব্বোক্তং) শীলসম্পন্নং (শীলং ভগবদ্‌ভক্তিলক্ষণং তেন সম্পন্নং) ব্রহ্মণ্যং (সদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যঃ হিতং) দীনবৎসলং (দীনেষু বৎসলং দয়াযুক্তং) ধর্ম্মসেতূনাং (বর্ণাশ্রমধর্ম্মমর্য্যাদানাং) গোপ্তারং (রক্ষকং) (সর্ব্বাঃ) প্রজাঃ পিতরং মেনিরে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ধ্রুবকে পূর্ব্বোক্তরূপ ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণযুক্ত, সদ্‌ব্রাহ্মণগণের হিতকামী, দীনদয়ার্দ্র ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক দেখিয়া সমস্ত প্রজাই তাঁহাকে পিতা বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন ॥১২॥

———

ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্।
ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্ব্বন্নভোগৈরশুভক্ষয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভোগৈঃ (ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ) পুণ্যক্ষয়ং কুর্ব্বন্ (তথা) অভোগৈঃ (যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানৈঃ) অশুভ-ক্ষয়ম্ (প্রারব্ধস্য অশুভস্য পাপস্য ক্ষয়ং কুর্ব্বন্) ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং (তাবৎকালপর্য্যন্তং) ক্ষিতিমণ্ডলং শশাস ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে ধ্রুব ভোগের দ্বারা পুণ্য-ক্ষয় এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রারব্ধ অশুভ ক্ষয় করিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রবৎসর পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অভোগৈর্ব্রতনিয়মাদিভিরশুভক্ষয়ং কুর্ব্বন্ কর্ত্তুমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ। অত্র তুমর্থে শতৃপ্রত্যয়ঃ। তুমুনি চ সর্ব্বত্র ইচ্ছতেরাক্ষেপলব্ধ এব ভবতি যথা দেবদত্তো ভোক্তুং ব্রজতীত্যত্র ভোক্তুমিচ্ছন্ ব্রজতী-ত্যর্থো লভ্যতে ইতি তস্য পুণ্যপাপক্ষয়চিকীর্ষা দৈন্যে-নৈব বস্তুতস্তূৎপন্নপ্রেমত্বাত্তস্য পুণ্যপাপে নৈব স্তঃ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভোগৈঃ'—ভোগরহিত কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত নিয়মাদির দ্বারা, 'অশুভক্ষয়ং কুর্ব্বন্' —পাপক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিয়া, এই অর্থ। 'কুর্ব্বন্' —এখানে তুম্ প্রত্যয়ের অর্থে শতৃ প্রত্যয় হইয়াছে। তুমন্ প্রত্যয়ে সর্ব্বত্র ইচ্ছ্-ধাতুর (ইচ্ছা করার) আক্ষেপ-লব্ধ অর্থ থাকে, যেমন—'দেবদত্তো ভোক্তুং-ব্রজতি', দেবদত্ত ভোজন করিতে যাইতেছে, এইরূপ স্থলে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়া যাইতেছে—এই অর্থই লভ্য হয়। এখানে ধ্রুবের পুণ্য বা পাপ ক্ষয়ের ইচ্ছা দৈন্যবশতঃই, বস্তুতঃ জাতরতি ভক্ত বলিয়া তাঁহার পুণ্য বা পাপ কিছুই নাই ॥ ১৩ ॥

———

এবং বহুসবং কালং মহাত্মাবিচলেন্দ্রিয়ঃ।
ত্রিবর্গৌপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদান্নৃপাসনম্ ॥ ১৪ ॥
মন্যমান ইদং বিশ্বং মায়ারচিতমাত্মনি।
অবিদ্যারচিতস্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরোপমম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ অবিচলেন্দ্রিয়ঃ (অবিচলানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) মহাত্মা (শুদ্ধচিত্তঃ) (সঃ ধ্রুবঃ) ইদং (দেহাদি) বিশ্বং মায়ারচিতং (মায়ারচিতত্বাৎ সত্যমপি) আত্মনি (জীবস্থানে অবিদ্যয়া স্বরূপজ্ঞানাভাবেন রচিতং) অবিদ্যারচিত-স্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরোপমম্ (অলীকং) মন্যমানঃ বহুসবং

(বহবঃ সবাঃ যাগাঃ সংবৎসরাঃ বা যস্মিন্ তৎ) ত্রিবর্গৌপয়িকং (ত্রিবর্গস্য ধর্ম্মাদেঃ ঔপয়িকম্ উপভোগস্য সাধনং) কালং নীত্বা (ভোগাদ্ বিরক্তঃ সন্) নৃপাসনং পুত্রায় অদাৎ ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সংযতেন্দ্রিয়, শুদ্ধচিত্ত ধ্রুব এই দেহাদি বিশ্বকে ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তিজাত বলিয়া সত্য হইলেও জীবস্থানে অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবদ্বারাই রচিত স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্বনগরের ন্যায় অসত্য বলিয়া মনে করিলেন, এবং বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ত্রিবর্গসাধনে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া অবশেষে পুত্রকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বহবঃ সম্বৎসরা যত্র তং ত্রিবর্গোপযোগিনং কালং নীত্বা গময়িত্বা। ইদং মায়ারচিতং মায়ারচিতত্বাৎ সত্যমপি আত্মনি যা অবিদ্যা তয়া রচিতৈঃ স্বপ্নগন্ধর্ব-নগরৈঃ সহোপমা যস্য তৎ অসত্যমিবানুভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহুসবং'—বহু বৎসর ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম) সাধনে কাল অতিবাহিত করিয়া। 'ইদং মায়ারচিতং'—এই বিশ্ব মায়ার দ্বারা রচিত বলিয়া সত্য হইলেও, 'আত্মনি'—আত্মাতে (নিজেতে) যে অবিদ্যা (অজ্ঞান), তাহার দ্বারা রচিত গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় অসত্যের মত মনে করিলেন—এই অর্থ ॥ ১৪-১৫ ॥

মধ্ব—অন্যথাত্বাৎ ক্ষিপ্রনাশাজ্জগৎ স্বপ্নাদিবৎ স্মৃতম্।
বর্ত্তমানং নিয়ত্যৈব সদৈব পরমাত্মনি ॥
ইতি বারাহে।
মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তির্ম্মোহিনীতি চ।
প্রকৃতির্বাসনেত্যেবং তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ১৫ ॥

আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদো বলমৃদ্ধকোষ-
মন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ।
ভূমণ্ডলং জলধিমেখলমাকলয্য
কালোপসৃষ্টমিতি স প্রযযৌ বিশালাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদঃ (আত্মা দেহঃ স্ত্রিয়ঃ অপত্যানি চ সুহৃদঃ মিত্রাণি) বলং (সেনা) ঋদ্ধকোষং (সমৃদ্ধকোষম্) অন্তঃপুরং রম্যাঃ (মনোরমাঃ) পরিবিহারভুবশ্চ (পরিতঃ বিহারভুবঃ উদ্যানানি) জলধিমেখলং (জলধিঃ সমুদ্রঃ মেখলা পরিখা যস্য তৎ) ভূমণ্ডলম্ (আত্মাদি মায়িকং অপি সর্ব্বং) কালোপসৃষ্টং (কালেন উপসৃষ্টম্ অনিত্যম্) ইতি আকলয্য (বিচিন্ত্য) (তৎ হিত্বা ভগবন্তম্ আরাধয়িতুং) বিশালাং (বদরিকাশ্রমং) প্রযযৌ (গতবান) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, মিত্র, সৈন্যসামন্ত, সমৃদ্ধ কোষাগার, অন্তঃপুর, রমণীয় বিহারভূমি, আসমুদ্র ভূমণ্ডল ইত্যাদি কালক্ষোভ্য অনিত্য বিবেচনা করিয়া শ্রীভগবদারাধনার নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা দেহস্তদাদিকং সর্ব্বং কালেনোপসৃষ্টং গ্রস্তমিত্যাকলয্য বিশালাং বদরিকাশ্রমং যযৌ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মা বলিতে দেহ, তৎসম্বন্ধি স্ত্রী, পুত্রাদি সমস্তই কালের দ্বারা উপসৃষ্ট (উপদ্রুত, অস্থির)—ইহা বিচার করিয়া, 'বিশালাং'—বদরিকাশ্রমে (তপস্যার্থে) গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য
বদ্ধাসনং জিতমরুন্মনসাহৃতাক্ষঃ।
স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপ এতদ্
ধ্যায়ংস্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং (বিশালায়াং) শিববাঃ (শিবং বাঃ শুদ্ধম্ উদকং) বিগাহ্য (প্রবিশ্য) বিশুদ্ধকরণঃ (বিশুদ্ধানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) আসনং (স্বস্তিকাদ্যাসনং) বদ্ধা জিতমরুৎ (জিতঃ প্রাণবায়ুর্যেন সঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ) মনসা আহৃতাক্ষঃ (আহৃতানি অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি যেন) ভগবৎপ্রতিরূপে (ভগবতঃ প্রতিনিধিভূতে) স্থূলে (বিরাড়্রূপে) এতৎ (মনঃ) দধার। ধ্যায়ন্ অব্যবহিতঃ (তন্নিষ্ঠঃ সন্) সমাধৌ (স্থিতঃ) (তৎস্থূলম্) ব্যসৃজৎ (বিস্মৃতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই বদরিকাশ্রমে ধ্রুব পবিত্র বারিতে

অবগাহন করিলেন এবং বিশুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া (স্বস্তি-কাদি) আসন রচনা করিলেন। পরে জিতপ্রাণ হইয়া মনোদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় হইতে সমাহৃত করিলেন, এবং শ্রীভগবানের প্রতিনিধিভূত বিরাড়্রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধারণা করিতে করিতে তদেকনিষ্ঠ হইয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং সেই স্থূলরূপ বিস্মৃত হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিশুদ্ধকরণ ইত্যাদীনি যমাদ্যষ্টাঙ্গানি ভগবৎপ্রতিরূপে প্রতিনিধিভূতে বিরাড়্রূপে দধার ধারণামকরোৎ। এতদ্ধ্যায়ন্নব্যবহিতঃ ভগবৎস্বরূপে ব্যবধানশূন্যঃ সন্ সমাধৌ স্থিতঃ তৎস্থূলং ব্যসৃজৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশুদ্ধকরণঃ' ইত্যাদি, যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গকে নি-গৃহীত করতঃ শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপ বিরাট্রূপে মন ধারণা করিলেন। এইপ্রকার ধ্যান করিতে করিতে ব্যবধানশূন্য হইয়া শ্রীভগবৎস্বরূপে সমাধিস্থ হইলেন এবং ঐ স্থূল বিরাড়্রূপও বিস্মৃত হইলেন (অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে ধাতৃ-ধ্যেয়-ভেদশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, তখন তাঁহার সেই স্থূল-রূপের ধ্যান পরিত্যাগ হইল।) ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—স্থূলে পাতালাদিকে। শিলাবৎ প্রতিমৈষা হি বিষ্ণুর্লোক চতুর্দ্দশীতি চ ॥ ১৭ ॥

তথ্য—গীতা ৮।১২-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৭ ॥

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্র-
মানন্দবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো
নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতি হরৌ অজস্রং (সদা) ভক্তিং প্রবহন্ (প্রকর্ষেণ বহন্) আনন্দবাষ্পকলয়া (আনন্দেন জাতয়া বাষ্পকলয়া অশ্রুবিন্দুপ্রবাহেণ) মুহুঃ অর্দ্দ্য-মানঃ (অভিভূয়মানঃ) বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ (বিক্লিদ্য-মানং দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য সঃ) পুলকাচিতাঙ্গঃ (পুলকৈঃ ব্যাপ্তাঙ্গঃ) (অতএব) মুক্তলিঙ্গঃ (ত্যক্তশরীরাভিমানঃ) অসৌ (সঃ ধ্রুবঃ) (অহম্) ইতি আত্মানং ন অস্মরৎ (স্মৃতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ধ্রুবের শ্রীভগবান্ হরিতে নিত্য ভক্তিপ্রবাহ বর্দ্ধিত হইতে থাকায়, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং অঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল; সুতরাং তাঁহার শরীরাভিমান ত্যক্ত হইল, তাহাতে তাঁহার দেহবিস্মৃতি ঘটিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—এতচ্চ সর্ব্বং তত্রত্যানাং যোগিনাং সদাচারসম্মানার্থং দ্বিত্রদিনমেবানুরোধেন চকার বস্তু-তস্তু যোগে তস্যাবকাশ এব নাস্তীত্যাহ—ভক্তিমিতি। ইতি হেতোরেব মুক্তলিঙ্গস্ত্যক্তদেহাভিমানঃ ন তু যোগাদ্ধেতোরিতি। গার্হস্থ্যে কর্ম্মযোগো বৈরাগ্যেঽষ্টাঙ্গ-যোগশ্চ তস্য লোকপ্রদর্শনার্থক এব বভূবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সকল তত্রত্য (বদরিকা-শ্রমস্থ) যোগিগণের সদাচারের সম্মানার্থ দুই তিন দিন তদনুরোধে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহার যোগসাধনে কোন অবকাশই ছিল না, ইহা বলিতেছেন—'ভক্তিম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ এইপ্রকারে ধ্রুব ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তিভাব বহন করিতে করিতে)। এইহেতুই 'মুক্তলিঙ্গঃ'—তাঁহার দেহাভিমান পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু যোগের হেতুতে নহে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কর্ম্মযোগ এবং বৈরাগ্যে অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুষ্ঠান তাঁহার লোক-প্রদর্শনের নিমিত্তই হইয়াছিল, এই ভাব ॥ ১৮ ॥

স দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোঽবতরদ্ধ্রুবঃ।
বিভ্রাজয়দ্দশ দিশো রাকাপতিমিবোদিতম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ধ্রুবঃ উদিতং রাকাপতিং (চন্দ্রম্) ইব দশ দিশঃ বিভ্রাজয়ৎ (প্রকাশয়ৎ) নভসঃ (আকাশাৎ) অবতরৎ বিমানাগ্র্যং (শ্রেষ্ঠং বিমানং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব ইতোমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একটী উৎকৃষ্ট বিমান নবোদিত-চন্দ্রের ন্যায় দশদিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পতিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

তত্রানু দেবপ্রবরৌ চতুর্ভুজৌ
শ্যামৌ কিশোরাবরুণাম্বুজেক্ষণৌ ।
স্থিতাববষ্টভ্য গদাং সুবাসসৌ
কিরীটহারাঙ্গদচারুকুণ্ডলৌ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অনু (বিমানদর্শনানন্তরং) তত্র (বিমানে) চতুর্ভুজৌ শ্যামৌ কিশোরৌ অরুণাম্বুজেক্ষণৌ (অরুণে অম্বুজে ইব ঈক্ষণে নেত্রে যয়োঃ তৌ) গদাম্ অবষ্টভ্য স্থিতৌ সুবাসসৌ কিরীটহারাঙ্গদচারুকুণ্ডলৌ (কিরীটাদিভিঃ সহিতে চারুণী কুণ্ডলে যয়োঃ তৌ) দেবপ্রবরৌ (সুনন্দনন্দৌ দদর্শ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ধ্রুব দেখিতে পাইলেন, যে, সেই বিমানে চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ, তরুণ-বয়স্ক, অরুণবর্ণ কমলের ন্যায় নয়নযুক্ত দুইটী দেবশ্রেষ্ঠ গদা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরিধানে সুন্দর বসন এবং দেহ মনোজ্ঞ-কিরীট-হার ও কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র বিমানে অনু অনন্তরং দেবপ্রবরৌ দদর্শ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সেই বিমানে। 'অনু'—অনন্তর শ্রেষ্ঠ দেবদ্বয়কে (অবলোকন করিলেন) ॥ ২০ ॥

———

বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করা-
বভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ ।
ননাম নামানি গৃণন্ মধুদ্বিষঃ
পার্ষৎপ্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ উত্তমগায়কিঙ্করৌ (উত্তমগায়ঃ পুণ্যশ্লোকঃ ভগবান্ তস্য কিঙ্করৌ নিদেশকারিণৌ) মধুদ্বিষঃ (হরেঃ) পার্ষৎপ্রধানৌ ইতি বিজ্ঞায় অভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ (সাধ্বসেন সম্ভ্রমেণ বিস্মৃতঃ পূজাক্রমঃ যেন তথাভূতঃ) সংহতাঞ্জলিঃ (সংযোজিত হস্তঃ চ সন্ সঃ ধ্রুব) (হরেঃ) নামানি গৃণন্ (কীর্ত্তয়ন্) ননাম ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব তাঁহাদিগকে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের কিঙ্কর এবং মধুরিপু শ্রীহরির প্রধান পার্ষদ বিবেচনা করিয়া ব্যস্ততাহেতু যথাবিধি পূজাক্রম বিস্মৃত হইলেন এবং আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীহরির নামমাত্র উচ্চারণ করিয়াই নমস্কার করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সাধ্বসেন সংভ্রমেণ বিস্মৃতঃ পূজাক্রমঃ কেবলং তস্য নামানি জয় নারায়ণ, জয় গোপাল, জয় গোবিন্দেত্যাদ্যুচ্চারয়ন্ননাম ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সাধ্বস-বিস্মৃতক্রমঃ'—সাধ্বস বলিতে সম্ভ্রম, অর্থাৎ ত্বরাবশতঃ পূজার ক্রম বিস্মৃত হইয়াছেন যিনি, সেই ধ্রুব, কেবল তাঁহার নামসকল—জয় নারায়ণ !, জয় গোপাল !, জয় গোবিন্দ ! (অর্থাৎ হে নারায়ণ, গোপাল, গোবিন্দ তোমার জয় হউক) ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিয়াই নমস্কার করিলেন ॥ ২১ ॥

———

তং কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং
বদ্ধাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরম্ ।
সুনন্দনন্দাবুপসৃত্য সস্মিতং
প্রীত্যোচতুঃ পুষ্করনাভসম্মতৌ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং (কৃষ্ণপাদয়োঃ অভিনিবিষ্টং চেতঃ চিত্তং যস্য সঃ তং) বদ্ধাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরং (প্রশ্রয়েণ বিনয়েন নম্রা আনতা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং) তং (ধ্রুবম্) উপসৃত্য (তৎসমীপমাগত্য) পুষ্করনাভসম্মতৌ (পুষ্করনাভস্য ভগবতঃ সম্মতৌ আদৃতৌ) সুনন্দনন্দৌ সস্মিতং (সহাস্যং যথা ভবতি তথা) প্রীত্যা উচতুঃ (উক্তবন্তৌ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণের প্রিয়ভাজন সুনন্দ ও নন্দ শ্রীকৃষ্ণচরণে অভিনিবিষ্টচিত্ত, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, বিনয়াবনত সহাস্যবদন ধ্রুবের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রীতির সহিত তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ॥ ২২ ॥

———

শ্রীসুনন্দনন্দাবূচতুঃ—

ভো ভো রাজন্ সুভদ্রং তে বাচং নোঽবহিতঃ শৃণু ।
যং পঞ্চবর্ষস্তপসা ভবান্ দেবমতীতৃপৎ ॥ ২৩ ॥
তস্যাখিলজগদ্ধাতুরাবাং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ।
পার্ষদাবিহ সম্প্রাপ্তৌ নেতুং ত্বাং ভগবৎপদম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসুনন্দনন্দৌ উচতুঃ,—ভোঃ ভোঃ রাজন্, (ধ্রুব,) তে (তব) সুভদ্রম্ (ভবতু)। অবহিতঃ (সাবধানঃ) নঃ (অস্মাকং) বাচং (ত্বং) শৃণু। পঞ্চবর্ষঃ ভবান্ তপসা যং দেবম্ অতীতৃপৎ (তর্পিতবান্,), তস্য অখিল-জগদ্ধাতুঃ (সর্ব্বপালকস্য) দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ (বিষ্ণোঃ পার্ষদৌ আবাং ভগবৎপদং (প্রতি) ত্বাং নেতুম্ ইহ (অস্মিন্ স্থানে) সম্প্রাপ্তৌ (উপস্থিতৌ) (ইতি জানীহি) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীসুনন্দ ও নন্দ কহিলেন,—হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক্। আপনি একাগ্রচিত্তে আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন্। আপনি পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তপস্যা করিয়া যে নিখিলজগৎকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর শার্ঙ্গপাণিকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারই অনুচর। আমরা আপনাকে সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লইয়া যাইবার জন্য এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সুভদ্রং ত ইতি সশরীরস্যৈব বিষ্ণোঃ পদারোহণাভিপ্রায়ম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুভদ্রং তে'—আপনার মঙ্গল হউক, ইহা সশরীরেই ধ্রুবের বিষ্ণুলোকে গমনের অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে ॥ ২৩-২৪ ॥

সুদুর্জ্জয়ং বিষ্ণুপদং জিতং ত্বয়া
যৎ সূরয়োঽপ্রাপ্য বিচক্ষতে পরম্।
আতিষ্ঠ তচ্চন্দ্রদিবাকরাদয়ো
গ্রহর্ক্ষতারাঃ পরিযন্তি দক্ষিণম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সূরয়ঃ (সপ্তর্ষয়ঃ অপি) যৎ অপ্রাপ্য বিচক্ষতে (কেবলম্ অধঃস্থিতাঃ পশ্যন্তি) (যচ্চ) চন্দ্রদিবাকরাদয়ঃ গ্রহর্ক্ষতারাঃ (গ্রহাঃ ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি তারকাশ্চ) দক্ষিণং (প্রদক্ষিণং যথা ভবতি তথা) পরিযন্তি (পরিক্রামন্তি) তৎ সুদুর্জ্জয়ং (দুরাপং) পরং বিষ্ণুপদং ত্বয়া জিতম্ (অধিকৃতং) (ত্বৎ) আতিষ্ঠ (অধিতিষ্ঠ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আপনি পরমদুর্ল্লভ বিষ্ণুপদ জয় করিকরিয়াছেন। সপ্তর্ষিগণও ঐ শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল উহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ এবং তারকামণ্ডল ঐ স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছে। আপনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হউন্ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সূরয়ঃ সপ্তর্ষয়োঽপি যদপ্রাপ্য কেবলমধঃস্থিতাঃ পশ্যন্তি। চন্দ্রাদয়ঃ দক্ষিণং পরিযন্তি প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্তি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূরয়ঃ'—সপ্তর্ষিগণও যে পদ লাভ করিতে না পারিয়া কেবল নিম্নস্থান হইতে দর্শন করিয়া থাকেন। চন্দ্র প্রভৃতি (ঐ স্থানকে) প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—শৈশুমারো ধ্রুবশ্চৈব সংস্থিতৌ যৎপুরে সদা। তৎ পশ্যন্তি ন যান্ত্যন্যো লোকং যান্তি সুরান্ বিনা ॥ ২৫ ॥

তথ্য—গীতা ১৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২৫-২৬ ॥

অনাস্থিতং তে পিতৃভিরন্যৈরপ্যঙ্গ কর্হিচিৎ।
আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (ধ্রুব,) (যৎ) তে পিতৃভিঃ অন্যৈঃ (চ) (তপস্বিভিঃ) কর্হিচিৎ (অপি) অনাস্থিতম্ (অনধিষ্ঠিতং) জগতাং বন্দ্যং তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং (স্থানম্) আতিষ্ঠ (অধিতিষ্ঠ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে ধ্রুব, আপনার পিতৃ-পিতামহগণ অথবা অপর কোন তপস্বিব্যক্তি কখনও উহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। আপনি জগদ্বন্দ্য সেই বিষ্ণুর পরমপদে আরোহণ করুন্ ॥ ২৬ ॥

এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমঃশ্লোকমৌলিনা।
উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আয়ুষ্মন্ উত্তমঃশ্লোকমৌলিনা (উত্তমশ্লোকানাং মহাযশস্কানাং মৌলিনা মুখ্যেন হরিণা) উপস্থাপিতং (তৎসমীপে প্রেষিতম্) এতৎ বিমানপ্রবরং (শ্রেষ্ঠং বিমানং) ত্বম্ অধিরোঢ়ুম্ অর্হসি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে আয়ুষ্মন্, মহাযশস্বী পুরুষগণের মুকুটমণি শ্রীহরি আপনার নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট বিমান পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাতে

অধিরূঢ় হউন্ ।। ২৭ ।।

বিশ্বনাথ—আয়ুষ্মন্নিত্যপি সশরীরগমনাভিপ্রায়ম্ ।। ২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আয়ুষ্মন্'—হে দীর্ঘজীবিন্ ! ইহাও ধ্রুবের সশরীরে গমনের অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে ।। ২৭ ।।

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

নিশম্য বৈকুণ্ঠনিযোজ্যমুখ্যয়ো-
র্মধুচ্যুতং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ ।
কৃতাভিষেকঃ কৃতনিত্যমঙ্গলো
মুনীন্ প্রণম্যাশিষমভ্যবাদয়ৎ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ,—বৈকুণ্ঠনিযোজ্য-মুখ্যয়োঃ (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ নিযোজ্যানাং পার্ষদানাং মুখ্যয়োঃ তয়োঃ) মধুচ্যুতং (মধু চ্যবতে স্রবতি ইতি মধুচ্যুৎ তাং মধুরাং) বাচং নিশম্য (শ্রুত্বা) উরুক্রমপ্রিয়ঃ (উরুক্রমস্য হরেঃ প্রিয়ঃ ধ্রুবঃ) কৃতাভিষেকঃ (কৃতম্ অভিষেকঃ স্নানং যেন সঃ) কৃতনিত্যমঙ্গলঃ (কৃতং নিত্যং কর্ম্ম মঙ্গলঞ্চালঙ্করণং যেন সঃ) মুনীন্ প্রণম্য (তেভ্যঃ) আশিষম্ অভ্য-বাদয়ৎ (বাচয়ামাস) ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয়পাত্র ধ্রুব ভগবৎ-পার্ষদ-দ্বয়ের অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিয়া স্নান ও নিত্য কর্ত্তব্য মাঙ্গলিক কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক মুনিগণকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—নিযোজ্যাঃ কিঙ্করাঃ, মধু চ্যবতে স্রবতীতি মধুচ্যুৎ তাং, মধুচ্যুতামিতি পাঠে মধুচ্যুতং যস্যাং তাং অভ্যবাদয়ৎ বাচয়ামাস ।। ২৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিযোজ্য'—কিঙ্কর, অর্থাৎ ভগবানের পার্ষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পার্ষদদ্বয়ের, 'মধু-চ্যুতং বাচং'—মধু ক্ষরিত হইতেছে যাহা হইতে, তাদৃশ অমৃতস্রাবিণী বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক । 'মধুচ্যুতাং' —এই পাঠান্তরে, যাহাতে ক্ষরিত মধু রহিয়াছে, সেই বাণী (শ্রবণ করিয়া) । 'অভ্যবাদয়ৎ'—মুনিগণকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন (অর্থাৎ তাঁহাদের আশিষ প্রার্থনা করিলেন) ।। ২৮ ।।

———

পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্ ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ—ধিষ্ণ্যাগ্র্যং (বিমানশ্রেষ্ঠম্) অভ্যর্চ্চ্য (ভগবৎবিমানায় নমঃ ইতি গন্ধাদিভিঃ সম্পূজ্য) পরীত্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) পার্ষদৌ চ অভিবন্দ্য হিরণ্ময়ম্ (প্রকাশবহুলং তদেব) রূপং বিভ্রৎ (সন্) তৎ বিমানম্) অধিষ্ঠাতুম্ (আরোঢ়ুম্) ইয়েষ (ঐচ্ছৎ) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—'অনন্তর তিনি ঐ বিমানশ্রেষ্ঠকে প্রদ-ক্ষিণ ও বন্দনা করিয়া উক্ত পার্ষদদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন এবং তেজোময়রূপ-ধারণপূর্ব্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—পরীত্য বিমানং প্রদক্ষিণীকৃত্য অভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাদিভির্ভগবদ্বিমানায় নম ইতি সংপূজ্য তদেব স্বীয়ং রূপং হিরণ্ময়ং তেজোবহুলং বিভ্রৎ সন্ আরোঢ়ুমৈচ্ছৎ ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরীত্য'—ঐ শ্রেষ্ঠ বিমানকে প্রদক্ষিণ করিয়া, এবং 'অভ্যর্চ্চ্য'—গন্ধ পুষ্পাদির দ্বারা 'ভগবদ্বিমানায় নমঃ', অর্থাৎ ভগবানের বিমানকে নমস্কার—এই মন্ত্রে পূজা করিয়া। 'হিরণ্ময়ং'—নিজের সেই পূর্ব্ব শরীরই তেজোময়-রূপে ধারণপূর্ব্বক, সেই বিমানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ।। ২৯ ।।

———

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্ ।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্ ।। ৩০।।

অন্বয়ঃ—তদা উত্তানপদঃ পুত্রঃ (ধ্রুবঃ) আগতম্ অন্তকং (মৃত্যুং) দদর্শ । মৃত্যোঃ মূর্দ্ধ্নি (শিরসি) পদং (চ) দত্ত্বা অদ্ভুতং গৃহং (বিমানম্) আরুরোহ ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—যখন উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুব বিমানে আরোহণ করিতে যাইবেন, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ-

পূর্ব্বক অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়া অদ্ভুত বিমানে আরোহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবাদয়ঃ ।
গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (দেবৈঃ বন্দিতা) দুন্দুভয়ঃ মৃদঙ্গপণবাদয়ঃ (চ) নেদুঃ, গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ (অগায়ন্) কুসুমবৃষ্টয়শ্চ পেতুঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ঐ সময়ে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাদ্যসমূহ বাজিতে লাগিল। প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

স চ স্বর্লোকমারোক্ষ্যন্ সুনীতিং জননীং ধ্রুবঃ ।
অন্বস্মরদগং হিত্বা দীনাং যাস্যে ত্রিপিষ্টপম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—স্বর্লোকম্ আরোক্ষ্যন্ সঃ (ধ্রুবঃ) দীনাং (দুঃখিতাং) জননীং সুনীতিং হিত্বা অগং (দুর্গমং) ত্রিপিষ্টপং (স্বর্গং) যাস্যে (যাস্যামি ইতি) অন্বস্মরৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব যখন বিষ্ণুপদে আরোহণোদ্যত হইলেন, তখন দুঃখিতা জননী সুনীতিকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম স্বর্গধামে কিরূপে গমন করিব—এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অগং সর্ব্বাগম্যং ত্রিপিষ্টপং বিষ্ণুপদম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগং'—সকলের অগম্য, 'ত্রিপিষ্টপম্'—ত্রিপিষ্টপ বলিতে এখানে বিষ্ণুলোক ॥ ৩২ ॥

ইতি ব্যবসিতং তস্য ব্যবসায় সুরোত্তমৌ ।
দর্শয়ামাসতুর্দেবীং পুরো যানেন গচ্ছতীম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং) তস্য (ধ্রুবস্য) ব্যবসিতম্ (অভিপ্রায়ং) ব্যবসায় (জ্ঞাত্বা) সুরোত্তমৌ (ভগবৎ-পার্ষদৌ) দেবীং (সুনীতিং) যানেন পুরঃ (পুরতঃ) গচ্ছতীং দর্শয়ামাসতুঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে ভগবৎপার্ষদদ্বয় ধ্রুবকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধ্রুবের ঐরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধ্রুবের অগ্রেই বিমানারোহণে গমনকারিণী সুনীতি দেবীকে দেখাইয়া দিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যবসিতমভিপ্রায়ং ব্যবসায় জ্ঞাত্বা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যবসিতং'—ধ্রুবের অভিপ্রায়, 'ব্যবসায়'—বুঝিতে পারিয়া ॥ ৩৩ ॥

তত্র তত্র প্রশংসদ্ভিঃ পথি বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ ।
অবকীর্য্যমাণো দদৃশে কুসুমৈঃ ক্রমশো গ্রহান্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—পথি (মার্গে) তত্র তত্র প্রশংসদ্ভিঃ বৈমানিকৈঃ (বিমানস্থৈঃ) সুরৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) কুসুমৈঃ অবকীর্য্যমাণঃ (আচ্ছাদ্যমানঃ) (ধ্রুবঃ) ক্রমশঃ গ্রহান্ (আদিত্যাদীন্) দদৃশে (দদর্শ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব স্বর্গমার্গে যাইতে যাইতে তাঁহার প্রশংসাকারী বিমানবিহারী দেবগণকর্ত্তৃক পুষ্পবর্ষণদ্বারা বিভূষিত হইতে থাকিলেন এবং ক্রমশঃ গ্রহগণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৪ ॥

ত্রিলোকীং দেবযানেন সোঽতিব্রজ্য মুনীনপি ।
পরস্তাদ্ যদ্ ধ্রুবগতির্বিষ্ণোঃ পদমথাভ্যগাৎ ॥ ৩৫ ॥
যদ্ভ্রাজমানং স্বরুচৈব সর্ব্বতো
লোকাস্ত্রয়ো হ্যনু বিভ্রাজন্ত এতে ।
যন্নাব্রজন্ জন্তুষু যেঽননুগ্রহা
ব্রজন্তি ভদ্রাণি চরন্তি যেঽনিশম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ধ্রুবগতিঃ (ধ্রুবা নিশ্চলা গতির্যস্য সঃ ধ্রুবঃ) দেবযানেন (দেবমার্গেণ বিমানেন বা) ত্রিলোকীং মুনীন্ (সপ্তর্ষীন্ অপি) অতিব্রজ্য (উল্লঙ্ঘ্য) অথ (ততঃ) পরস্তাৎ যৎ বিষ্ণোঃ পদং যৎ স্বরুচৈব (স্বপ্রকাশেনৈব) সর্ব্বতঃ ভ্রাজমানম্ এতে ত্রয়ঃ লোকাঃ হি (নিশ্চিতম্) অনু (তদ্রুচৈব) বিভ্রাজন্তে যে জন্তুষু (প্রাণিষু) অননুগ্রহাঃ (নিষ্কৃপাঃ) (তে) যৎ (বিষ্ণোঃ পদং) ন অব্রজন্ (কদাপি ন গতবন্তঃ) যে (দয়ালবঃ) (জন্তুষু) অনিশং (নিরন্তরম্) ভদ্রাণি (হিতানি) চরন্তি (তে যৎ) ব্রজন্তি

(গচ্ছন্তি) (তৎ) অভ্যগাৎ (প্রাপ্তবান্) ॥৩৫-৩৬॥

অনুবাদ—ধ্রুবগতি ধ্রুব এইরূপে বিমানযোগে ত্রিলোক এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগেরও উর্দ্ধবর্ত্তী বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পদ স্বীয় তেজোদ্বারাই সর্ব্বদা প্রদীপ্ত। উহার নিম্নবর্ত্তী অপরাপর লোকসমূহ উহার দীপ্তিদ্বারাই নিরন্তর প্রকাশিত রহিয়াছে। যাঁহারা প্রাণীগণের প্রতি নিরন্তর হিত আচরণ করেন, তাঁহারাই ঐ উত্তম-পদ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মুনীনাং সপ্তর্ষীনপি ততঃ পরস্তাৎ যদ্বিষ্ণোঃ পদং তদভ্যগাৎ। ধ্রুবা গতির্যস্য সঃ। যদ্ভ্রাজমানমনু যৎ পশ্চাৎ যস্য রুচা লোকা বিভ্রাজন্তে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুনীনপি'—মুনিগণের মধ্যে সপ্তর্ষিগণকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার পর যে বিষ্ণুর পদ (স্থান), সেখানে উপস্থিত হইলেন। 'ধ্রুবগতিঃ'—ধ্রুবা বলিতে নিশ্চলা (পুনরাবর্ত্তিরহিতা) গতি যাঁহার, সেই ধ্রুব (অর্থাৎ ধ্রুবলোক প্রাপ্তির অধিকারী ধ্রুব)। 'যদ্ ভ্রাজমানম্ অনু'—(ঐ বিষ্ণুপদ নিজ জ্যোতি দ্বারা সততই দীপ্তিমান্ এবং) তাহার কিরণে নিম্নস্থিত লোকসমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

———

শান্তা সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানু-রঞ্জনাঃ (সর্ব্বভূতানাম্ অনুরঞ্জনাঃ) অচ্যুতপ্রিয়-বান্ধবাঃ (অচ্যুতঃ প্রিয়ঃ বান্ধবঃ যেষাং তে) অঞ্জসা (ঝটিতি) অচ্যুতপদম্ (অচ্যুতস্য পদং স্থানং) যান্তি (গচ্ছন্তি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা শান্ত, সমদর্শী, শুদ্ধ সর্ব্ব-প্রাণীকে হরিসেবোন্মুখ করিয়া তাঁহাদিগের আত্মার রঞ্জন করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের এক-মাত্র পরমপ্রিয় বান্ধব, তাঁহারাও অনায়াসে সেই অচ্যুতপদে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

———

ইত্যুত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ।
অভূৎ ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ ॥৩৮॥
গম্ভীরবেগোঽনিমিষং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্।
যস্মিন্ ভ্রমতি কৌরব্য মেধ্যামিব গবাং গণঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৌরব্য, (বিদুর,) অনিমিষম্ (অনলসং যথা ভবতি তথা) জ্যোতিষাম্ (আদিত্যা-দীনাং) চক্রং যস্মিন্ (ধ্রুবে) আহিতং (অর্পিতং সৎ) (ভ্রমতি) মেধ্যাম্ (বলীবর্দ্দবন্ধনস্তম্ভে আহিতঃ) গম্ভীরবেগঃ (অব্যবচ্ছিন্নঃ-বেগঃ) গবাং গণঃ ইব ভ্রমতি ইতি (ইত্যেবং সঃ) কৃষ্ণপরায়ণঃ অমলঃ (চ) উত্তানপদঃ পুত্রঃ ধ্রুবঃ ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়া-মণিঃ ইব অভূৎ (ত্রিলোক্যাঃ মূর্দ্ধি স্থানং প্রাপ) ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, ধ্রুব যে স্থান লাভ করিলেন, সেই স্থানে, জ্যোতিশ্চক্র যোজিত হইয়া যেরূপ বলী-বর্দ্দসমূহ মেধীতে বদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ নিরন্তর উহাকে বেষ্টন করিয়া অব্যবচ্ছিন্নবেগে ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে উত্তানপাদনন্দন কৃষ্ণপরায়ণ নির্ম্মলচিত্ত ধ্রুব লোকত্রয়ের চূড়ামণিস্বরূপ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—অনিমিষং জাগ্রদেব কালরূপং গম্ভীর-বেগো গবাং গণ ইব ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনিমিষং'—সদা জাগ্রত কালরূপ (জ্যোতিশ্চক্র)। 'গম্ভীরবেগঃ'—অতি বেগশালী গো-সমূহের ন্যায় ॥ ৩৮-৩৯ ॥

———

মহিমানং বিলোক্যাস্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
আতোদ্যং বিনুদন্ শ্লোকান্ সত্রেঽ-
গায়ৎ প্রচেতসাম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (ধ্রুবস্য) মহিমানং বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) ভগবান্ নারদঃ প্রচেতসাং (প্রজাপতীনাং) সত্রে (যজ্ঞসভায়াং (বক্ষ্যমাণান্ ত্রীন্) শ্লোকান্ আতোদ্যং (বীণাং) বিনুদন্ (বাদয়ন্) অগায়ৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যবান্ দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের এতা-দৃশ মহিমা দর্শন করিয়া প্রজাপতিগণের যজ্ঞ-সভায় বীণাবাদন করিতে করিতে নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোক

গান করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—আতোদ্যং বীণাং বিনুদন্ বাদয়ন্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আতোদ্যং'—বীণারূপ বাদ্য। 'বিনুদন্'—বাজাইতে বাজাইতে ॥ ৪০ ॥

নূনং সুনীতেঃ পতিদেবতায়া-
স্তপঃপ্রভাবস্য সুতস্য তাং গতিম্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ানপি বেদবাদিনো
নৈবাধিগন্তুং প্রভবন্তি কিং নৃপাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—নূনং (নিশ্চিতং) পতিদেবতায়া (পতিরেব দেবতা যস্যাস্তস্যাঃ) সুনীতেঃ সুতস্য (ধ্রুবস্য) তপঃপ্রভাবস্য তাং গতিম্ (ফলম্) অভ্যুপায়ান্ (ভগবদ্ধর্ম্মান্) অপি (চ) দৃষ্ট্বা অধিগন্তুং (প্রাপ্তুং) বেদবাদিনঃ (বেদবাদশীলাঃ ব্রহ্মর্ষয়ঃ অপি) নৈব প্রভবন্তি (অন্যে) নৃপাঃ (ন প্রভবন্তি ইতি) কিং (পুনর্বক্তব্যম্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শ্লোক তিনটী এই—পতিপরায়ণা সুনীতির পুত্র ধ্রুব তপঃপ্রভাবে যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পার্থিবরাজগণ দূরে থাকুন, ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষিগণও কখনও সেই ফললাভ করিতে সমর্থ হন্ না; আর অপরাপর নৃপবৃন্দের কথা কি বলিব? ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তপঃপ্রভাবরূপস্য সুতস্য তাং প্রসিদ্ধাং গতিং ফলং দৃষ্ট্বাপি তস্যা অভ্যুপায়ান্ অন্তরঙ্গসাধনান্যপ্যধিগন্তুং ন প্রভবন্তি, কিমুত তাম্। যদ্যেবং তেঽপি ন, তর্হি কিমুততরাং নৃপা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তপঃ প্রভাবস্য সুতস্য'—সুনীতির তপঃপ্রভাবশালী পুত্রের, 'তাং গতিং'—সেই প্রসিদ্ধ ফল দেখিয়াও, (ব্রহ্মবাদিগণ) 'অভ্যুপায়ান্'—তাহার অন্তরঙ্গ সাধনও (ভগবদারাধনারূপ) লাভ করিতে সমর্থ হন না, আর সেই গতি কি করিয়া প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারাই যদি লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে রাজাদের কথা আর কি বলিব? ॥ ৪১ ॥

যঃ পঞ্চবর্ষো গুরুদারবাক্‌শরৈ-
র্ভিন্নেন যাতো হৃদয়েন দূয়তা।
বনং মদাদেশকরোঽজিতং প্রভুং
জিগায় তদ্ভক্তগুণৈঃ পরাজিতম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ধ্রুবঃ) পঞ্চবর্ষঃ (অতিবালঃ অপি) গুরুদার-বাক্‌শরৈঃ (গুরুদারাঃ পিতৃপত্নী সুরুচিঃ, তস্যাঃ বাচঃ এব শরাঃ তৈ) ভিন্নেন (অতএব) দূয়তা (তপ্যমানেন) হৃদয়েন (যুক্তঃ) বনং যাতঃ (গতঃ সন্) মহাদেশকরঃ (ময়া নারদেন উপদিষ্টঃ সন্ তপশ্চর্য্যাদি কুর্ব্বন্) তদ্ভক্তগুণৈঃ (তস্যৈব যে ভক্তাঃ তেষাং যে গুণাঃ তৈঃ এব) পরাজিতং (বশীকৃতম্ অন্যথা) অজিতং (দুরারাধ্যম্ অপি) প্রভুং (ভগবন্তং) জিগায় (বশীকৃতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই বিমাতার বাক্যবাণে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বনগমনপূর্ব্বক আমার আদেশানুসারে অজিত শ্রীহরিকে ভক্তিদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। কারণ শ্রীহরি অজিত হইলেও স্বীয়ভক্তের গুণের দ্বারাই সর্ব্বদা পরাজিত হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—দূয়তা দূয়মানেন ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দূয়তা'—ব্যথিত হৃদয়ের দ্বারা ॥ ৪২ ॥

যঃ ক্ষত্রবন্ধুর্ভুবি তস্যাধিরূঢ়-
মন্বারুরুক্ষেদপি বর্ষপূগৈঃ।
ষট্‌পঞ্চবর্ষো যদহোভিরল্পৈঃ
প্রসাদ্য বৈকুণ্ঠমবাপ তৎপদম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (কঃ অপি) ভুবি ক্ষত্রবন্ধুঃ (ক্ষত্রিয়ঃ ভবেৎ) (সঃ) তস্য (ধ্রুবস্য) অধিরূঢ়ং (তেন প্রাপ্তং) (পদম্) অনু (তৎপশ্চাৎ) বর্ষপূগৈঃ অপি (বর্ষসমূহৈঃ অপি) আরুরুক্ষেৎ (আরোঢুমিচ্ছেৎ, দূরম্ আরোহণং) (ধ্রুবস্তু) ষট্‌পঞ্চবর্ষঃ (ষড়্ বা পঞ্চ বা বর্ষাণি যস্য সঃ) অল্পৈঃ (এব) অহোভিঃ দিবসৈঃ) বৈকুণ্ঠম্ (দুরারাধ্যম্ অপি ভগবন্তং) প্রসাদ্য (প্রসন্নং কৃত্বা) যৎ তৎপদম্ (তস্য ভগবতঃ পদং স্থানম্) অবাপ (প্রাপ্তবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ধ্রুব পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে—অতি অল্পদিনের মধ্যেই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহার যে উত্তমপদ লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীস্থ অন্য কোন ক্ষত্রিয় বহু বৎসর চেষ্টা করিয়াও কি সেই পদারোহণের দুরাশা করিতে পারেন? ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষত্রবন্ধুঃ ক্ষত্রিয়োত্তমোঽপি তমপেক্ষ্য ক্ষত্রিয়াধমো যঃ তস্য রূঢ়ং পদম্ অনু পশ্চাদারোঢ়ুম্ ইচ্ছেৎ স কিং বর্ষসমূহৈরপি আরোহেদিতি শেষঃ। যদ্যস্মাৎ ষড়্ বা পঞ্চ বা বর্ষাণি বয়াংসি যস্যেতি বয়ঃশব্দস্য বৃত্তাবন্তর্ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষত্রবন্ধুঃ'—ক্ষত্রিয়োত্তম হইলেও ধ্রুব অপেক্ষা ক্ষত্রিয়াধম, এমন কে আছেন, যিনি ধ্রুব যে পদ লাভ করিয়াছেন, তাহা আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন? সে ব্যক্তি কি বহু বর্ষেও আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে? 'যৎ'—যেহেতু, 'ষট্‌পঞ্চবর্ষঃ'—ছয় বা পাঁচ বৎসর বয়স যাঁহার, সেই ধ্রুব (অতি অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন)। এখানে বয়ঃ শব্দ বৃত্তিতে অন্তর্ভাব। (বৃত্তি বলিতে সমাসে 'পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ'—অর্থাৎ প্রত্যয়ান্তর্ভাব কিম্বা অপর পদার্থের অন্তর্ভাবের দ্বারা যে বিশিষ্ট অর্থ, তাহা পরার্থ। তাহা যাহার দ্বারা বলা হয়, তাহা পরার্থাভিধান, তাহাই বৃত্তি। এখানে পাঁচ বা ছয় বর্ষ বলিতে পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়স্ক বুঝিতে হইবে।) ॥ ৪৩ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এতৎ তেঽভিহিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
ধ্রুবস্যোদ্দামযশসশ্চরিতং সম্মতং সতাম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ,—যৎ সতাং সম্মতম্ উদ্দামযশসঃ (উদ্দামম্ উৎকৃষ্টং যশঃ যস্য তস্য) ধ্রুবস্য চরিতং ত্বয়া অহং পৃষ্টঃ (তস্মাৎ) এতৎ (ধ্রুবস্য চরিতং) তে তুভ্যং সর্ব্বম্ ইহ অভিহিতং (কথিতম্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, তুমি আমাকে যে সাধু-সম্মত বিপুলকীর্ত্তি ধ্রুবের চরিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমার নিকট সকলই বর্ণন করিলাম ॥ ৪৪ ॥

———

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥
শ্রুত্বৈতচ্ছ্রদ্ধয়াভীক্ষ্ণমচ্যুতপ্রিয়চেষ্টিতম্।
ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি যয়া স্যাৎ ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ধন্যং যশস্যম্ আয়ুষ্যং (ধনযশঃ আয়ুষাং সাধনং) পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ স্বর্গ্যং (স্বর্গসাধনং) ধ্রৌব্যং (ধ্রুবস্থানপ্রাপকং) সৌমনস্যং (মনঃশুদ্ধিকরং) প্রশস্যং (প্রশংসাযোগ্যম্) অঘমর্ষণং (পাপনাশনম্) অচ্যুতপ্রিয়চেষ্টিতম্ (অচ্যুতপ্রিয়স্য ধ্রুবস্য চরিতং) শ্রদ্ধয়া অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) শ্রুত্বা (বর্ত্তমানস্য জনস্য) ভগবতি ভক্তিঃ ভবেৎ যয়া (ভক্ত্যা) ক্লেশসংক্ষয়ঃ (ক্লেশানাম্ অবিদ্যাদীনাং সংক্ষয়ঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অনুবাদ—ধ্রুবচরিত্র ধন্য, যশোবর্দ্ধক, আয়ুর্বর্দ্ধক, পবিত্র, পরমমঙ্গলস্বরূপ, মহৎ, স্বর্গপ্রাপক, ধ্রুবস্থানপ্রদ, মনঃশুদ্ধিকারক, প্রশংসনীয় এবং পাপবিনাশক। অচ্যুতের প্রিয়পাত্র ধ্রুবের এই চরিত্র শ্রদ্ধাসহকারে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলে ভগবানে ভক্তি জন্মে, এবং তাহাতে অবিদ্যাদি ক্লেশ সম্যগ্‌রূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ধনাদি-কামনাবতাং ধন্যমিত্যাদি, ধ্রৌব্যং ধ্রুবস্থানপ্রাপকং সুমনসো দেবাস্তদর্হং তেঽপ্যেতৎ শ্রোতুং বক্তুঞ্চার্হন্তীত্যর্থঃ শ্রুত্বা স্থিতস্যেতি শেষঃ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ধ্রুব চরিত্র শ্রবণ ধনাদি কামনাকারী ব্যক্তিগণের 'ধন্যং' অর্থাৎ ধনপ্রাপক ইত্যাদি। 'ধ্রৌব্যং'—ধ্রুবলোক প্রাপ্তির কারণ। 'সৌমনস্যং'—সুমনসঃ বলিতে শোভনচিত্ত দেবগণ, তাঁহাদেরও যোগ্য, অর্থাৎ তাঁহারাও এই ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করিতে এবং বলিতে যোগ্য হইবেন। 'শ্রুত্বা'—এই ধ্রুবচরিত্র শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি হইবে। 'শ্রুত্বা স্থিতস্য ইতি শেষঃ'—[এখানে ব্যাকরণগত সমাধান বলিতেছেন। 'শ্রুত্বা'—শ্রবণ করিয়া, এই ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের কর্ত্তা

শ্রদ্ধাশীল জন, আর 'ভক্তিঃ ভবেৎ'—ভক্তি হইবে, এখানে ভূ-ধাতুর কর্তা ভক্তি। ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের নিয়মে সমান কর্তা হইলে পূর্ব্ব কার্য্যে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়। ইহার সমাধানে বলিতেছেন—'স্থিতস্য' এই পদ অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া অবস্থিত ব্যক্তির ভক্তি হইবে—এই অর্থ।] ।। ৪৫-৪৬ ।।

মহত্ত্বমিচ্ছতস্তীর্থং শ্রোতুঃ শীলাদয়ো গুণাঃ।
যত্র তেজস্তদিচ্ছূনাং মনো যত্র মনস্বিনাম্ ।। ৪৭ ।।

অন্বয়ঃ—(এতৎ ধ্রুবচরিতং) মহত্ত্বম্ ইচ্ছতঃ তীর্থং (মহত্ত্বাবাপ্তি-স্থানং), যত্র (ধ্রুবচরিতে) শ্রোতুঃ শীলাদয়ঃ গুণাঃ (ভবন্তি) তৎ (তেজঃ) ইচ্ছূনাম্ (আকাঙ্ক্ষতাং) তেজঃ (ভবতি) যত্র মনস্বিনাং মনঃ (আদরঃ ভবতি) ।। ৪৭ ।।

অনুবাদ—যদি কাহারও মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করুন্। ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার শীলাদিগুণ, তেজঃপ্রার্থীর তেজঃ এবং মনস্বিব্যক্তির আরও উন্নতহৃদয় লাভ হইয়া থাকে ।। ৪৭ ।।

বিশ্বনাথ—তীর্থমিদং কারণং যত্র শ্রুতে সতি ।। ৪৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তীর্থম্'—তীর্থ বলিতে ইহাই মহত্ত্বপ্রাপক উপায়। যে ধ্রুবচরিত্র শ্রুত হইলে, (অর্থাৎ শ্রোতার যদি মহত্ত্ব (সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ) লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করুন) ।। ৪৭ ।।

প্রযতঃ কীর্ত্তয়েৎ প্রাতঃ সমবায়ে দ্বিজন্মনাম্।
সায়ঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ ।। ৪৮ ।।

অন্বয়ঃ—প্রযতঃ (একাগ্রমনাঃ সন্) (ইদং) পুণ্যশ্লোকস্য ধ্রুবস্য মহৎ চরিতম্ দ্বিজন্মনাং (উপনয়নসংস্কৃতানাং) সমবায়ে (সভায়াং) প্রাতঃ সায়ঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ ।। ৪৮ ।।

অনুবাদ—পুণ্যশ্লোক ধ্রুবের এই মহৎচরিত্র সংস্কৃতদ্বিজাতিগণের সভায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে কীর্ত্তন করিবে ।। ৪৮ ।।

পৌর্ণমাস্যাং সিনীবাল্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণেঽথবা।
দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে সংক্রমেঽর্কদিনেঽপি বা ।।৪৯।।

অন্বয়ঃ—পৌর্ণমাস্যাং সিনীবাল্যাম্ (অমাবস্যায়াং) দ্বাদশ্যাং শ্রবণে (শ্রবণাযুক্তে দিনে) অথবা দিনক্ষয়ে (তিথিক্ষয়দিনে) ব্যতীপাতে সংক্রমে (সংক্রান্তি-দিনে) অর্কদিনে (আদিত্যবারে অপি) (প্রযতঃ কীর্ত্তয়েৎ) ।। ৪৯ ।।

অনুবাদ—পূর্ণিমায়, অমাবস্যায়, দ্বাদশীতে, শ্রবণানক্ষত্রে, তিথিত্রয়স্পর্শে, ব্যতীপাতে, সংক্রান্তিতে অথবা রবিবাসরে এই ধ্রুবত্ররিত্র কীর্ত্তন করা উচিত ।। ৪৯ ।।

শ্রাবয়েৎ শ্রদ্দধানানাং তীর্থপাদপ্রিয়াশ্রয়ঃ।
নেচ্ছংস্তত্রাত্মনাত্মানং সন্তুষ্ট ইতি সিধ্যতি ।। ৫০ ।।

অন্বয়ঃ—তীর্থপাদপ্রিয়াশ্রয়ঃ (ভগবদেকশরণঃ সন্) শ্রদ্দধানানাং (শ্রদ্ধাবতাং সমীপে) শ্রাবয়েৎ (শ্রবণং কারয়েৎ) ন ইচ্ছন্ নিষ্কামঃ সন্ তত্র (চরিতে কীর্ত্তিতে শ্রুতে বা) আত্মনা (ধৈর্য্যযুক্তয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ প্রতি) সন্তুষ্টঃ (ভবতি) ইতি (হেতোঃ) সিধ্যতি (সিদ্ধিংপ্রাপ্নোতি) ।। ৫০ ।।

অনুবাদ—তীর্থপাদ শ্রীহরির প্রিয়ব্যক্তিগণের পদাশ্রয়পূর্ব্বক যাঁহারা হরিকথাশ্রবণে শ্রদ্ধাবান্ তাঁহাদিগকে এই ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করাইবে। নিষ্কাম হইয়া ধ্রুবচরিত্র কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে আপনিই আপনার মন প্রসন্ন হয়; সুতরাং অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ।। ৫০ ।।

বিশ্বনাথ—শ্রদ্দধানানামিতি দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী নেচ্ছন্ তদ্বেতনং কিমপি দ্রব্যং ন প্রতিগৃহ্নন্ তত্র হেতুঃ আত্মানং প্রতি আত্মনৈব সন্তুষ্টঃ তত্র শ্রাবণে মৎকথ্যমানাং কৃষ্ণকথাং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া শৃণোতীত্যেতদেব মম বেতনমিতি মন্যমানঃ ইত্যতএব সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি ।। ৫০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রদ্দধানানাম্'—ইহা দ্বিতী-

য়ার্থে (সম্বন্ধ-বিবক্ষায়) ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, শ্রদ্ধাশীল জনদিগকে শ্রবণ করাইবে, এই অর্থ। 'নেচ্ছন্'—কিছু ইচ্ছা না করিয়া, অর্থাৎ তাহার বেতন (পারিশ্রমিক-স্বরূপ) কোনও দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া, তদ্বিষয়ে কারণ—'আত্মনা আত্মানং সন্তুষ্টঃ' —নিজের দ্বারা নিজেই সন্তুষ্ট হইয়া, 'তত্র'—সেই কথা-শ্রাবণে, অর্থাৎ আমার দ্বারা কথ্যমান শ্রীকৃষ্ণের কথা ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন—ইহাই আমার বেতন, এইরূপ মনে করিয়া, 'ইতি'—ইহার জন্য অর্থাৎ এই নিষ্কামভাবে ভগবৎকথা শ্রবণ করাইবার জন্যই সিদ্ধিলাভ হইবে ॥ ৫০ ॥

মধ্ব—মনসা পরমাত্মানং প্রতি সন্তুষ্টঃ ॥ ৫০ ॥

জ্ঞানমজ্ঞাততত্ত্বায় যো দদ্যাৎ সৎপথেঽমৃতম্ ।
কৃপালোর্দীননাথস্য দেবাস্তস্যানুগৃহ্ণতে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সৎপথে (ভগবন্মার্গে) অজ্ঞাততত্ত্বায় (দীনায়) যঃ জ্ঞানং (জ্ঞানরূপম্) অমৃতং দদ্যাৎ তস্য দীননাথস্য (দীনোদ্ধারকস্য) কৃপালোঃ দেবাঃ অনুগৃহ্ণতে (বিঘ্নং ন কুর্ব্বন্তি) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ বালিশজনকে ভগবানের সন্মার্গ-বিষয়ক জ্ঞানামৃত প্রদান করেন, দেবতাগণ সেই কৃপালু দীনোদ্ধারকের কোন বিঘ্ন করিতে পারেন না ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—জীবনিস্তারকং কিমপি জ্ঞানং শ্রাবয়ত এব মহাফলং কিমুত ধ্রুবচরিতমিত্যাহ জ্ঞানেতি ॥৫১

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থ-স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীব-নিস্তারক, অর্থাৎ জীবগণকে নিস্তার করিতে সমর্থ কোনও জ্ঞান শ্রবণ করাইবারই মহাফল, তাহাতে আবার ধ্রুব-চরিতের কি বক্তব্য থাকিতে পারে?—ইহা বলিতেছেন, 'জ্ঞানম্' ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥

ইতি ভক্তহৃদয়ে আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১২ ॥

ইদং ময়া তেঽভিহিতং কুরূদ্বহ
ধ্রুবস্য বিখ্যাতবিশুদ্ধকর্ম্মণঃ ।
হিত্বার্ভকক্রীড়নকানি মাতু
গৃহঞ্চ বিষ্ণুং শরণং জগাম ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (বিদুর) বিখ্যাতবিশুদ্ধকর্ম্মণঃ (বিখ্যাতং বিশুদ্ধং কর্ম্ম যস্য তস্য) ধ্রুবস্য ইদং (চরিতং) ময়া তে (তুভ্যম্) অভিহিতং (যঃ) অর্ভকঃ (বালঃ এব) ক্রীড়নকানি (ক্রীড়াসাধনানি) মাতুঃ গৃহং চ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) বিষ্ণুং শরণং জগাম (গতবান্) ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে কুরুবংশাবতংস বিদুর, তোমার নিকট বিশ্রুত বিশুদ্ধকর্ম্মা ধ্রুবের এই চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম। এই ধ্রুব বাল্যকালেই বাল্যোচিত ক্রীড়নকাদি এবং মাতৃসদন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে-দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ—

নিশম্য কৌশারবিণোপবর্ণিতং
ধ্রুবস্যবৈকুণ্ঠপদাধিরোহণম্ ।
প্ররূঢ়ভাবো ভগবত্যধোক্ষজে
প্রষ্টুং পুনস্তং বিদুরঃ প্রচক্রমে ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য—

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ে ধ্রুবের বংশে পৃথুরাজের জন্ম এবং পুত্রের নিষ্ঠুরাচরণে বিরক্ত হইয়া বেণপিতা অঙ্গরাজের পুরী হইতে প্রস্থানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ধ্রুবের পুত্র উৎকল। কুলবৃদ্ধগণ এবং মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কার্য্যে অসমর্থ ও উন্মত্ত জানিয়া উৎকল পৌত্র বৎসরকে রাজা করেন। বৎসরের সুবীথী নাম্নী পত্নীর গর্ভে পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ঈষ, ঊর্জ্জ, বসু ও জয় নামক ছয় পুত্র জন্মে। পুষ্পার্ণের প্রথমা পত্নী প্রভার গর্ভে প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ং এই তিনটী পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী দোষার গর্ভে প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট নামক তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্যুষ্টপুত্র সর্ব্বতেজা নামান্তর চক্ষু এবং চক্ষুপুত্র মনুর পুরু, কুৎস্ন, ঋতাদি দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম উল্মুক, পুষ্করিণী নামক স্বীয় পত্নীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং গয় নামক ছয়টী পুত্রোৎপাদন করেন। অঙ্গরাজ হইতে অত্যুগ্রস্বভাব বেণের উৎপত্তি। বেণ হইতে নারায়ণাংশে পৃথুর আবির্ভাব। বিদুর-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীমৈত্রেয় মুনি—অঙ্গরাজের পুত্রার্থে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে পায়স ভক্ষণ করিয়া অঙ্গপত্নী সুনীথার গর্ভে বেণনামক পুত্রের জন্ম, সেই পুত্রের নিষ্ঠুরাচরণে বিরক্ত হইয়া অঙ্গরাজের পুরী পরিত্যাগ এবং তাঁহার নিমিত্ত প্রজাবৃন্দের শোকাদির বিষয় বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—কৌশারবিণা (মৈত্রেয়েণ) উপবর্ণিতং ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণং (ভগবৎস্থানপ্রাপ্তিং) নিশম্য (জ্ঞাত্বা) ভগবতি অধোক্ষজে (নারায়ণে) প্ররূঢ়ভাবঃ (প্ররূঢ়ঃ দৃঢ়তাং গতঃ ভাবঃ ভক্তিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ) বিদুরঃ পুনঃ তং (মৈত্রেয়ং) প্রষ্টুং (জিজ্ঞাসিতুং) প্রচক্রমে (প্রারব্ধবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—মৈত্রেয়ের নিকট ধ্রুবের ভগবৎস্থানপ্রাপ্তির বিষয় জ্ঞাত হইয়া, অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবান্ নারায়ণের প্রতি বিদুরের ভক্তি আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইল। তিনি পুনরায় শ্রীমৈত্রেয়-মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োদশেঽঙ্গরাজস্য পুত্রেষ্ট্যা যঃ সুতোঽজনি।
বেণস্তস্যাতিদৌরাত্ম্যান্নৃপো নির্ব্বিদ্য নির্গতঃ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অঙ্গরাজের পুত্রেষ্টি যজ্ঞহেতু বেণ নামক যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার দৌরাত্ম্যে রাজা (অঙ্গ) নির্ব্বিণ্ণ হইয়া পুরী হইতে নির্গত হইয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

কে তে প্রচেতসো নাম কস্যাপত্যানি সুব্রত।
কস্যান্ববায়ে প্রখ্যাতাঃ কুত্র বা সত্রমাসত ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ,—(হে) সুব্রত, (মৈত্রেয় নারদঃ ধ্রুবমহত্ত্বং যেষাং প্রচেতসাং সত্রে অগায়ত) কে তে প্রচেতসঃ (প্রজাপতয়ঃ) ? কস্য অন্ববায়ে (বংশে) প্রখ্যাতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) ? কস্য (চ)অপত্যানি ? কুত্র বা সত্রং (যজ্ঞম্) আসত (অকুর্ব্বত) ? ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে সুব্রত, (দেবর্ষি নারদ যে প্রচেতাদিগের যজ্ঞস্থলে ধ্রুব-মহত্ত্ব গান করিয়াছিলেন) সেই প্রচেতারা কে ? তাঁহারা কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কাহার পুত্র ? কোথায়ই বা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সত্রেঽগায়ৎ প্রচেতসামিত্যাকর্ণ্য পৃচ্ছতি। কে তে ইতি। অন্ববায়ে বংশে ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'প্রচেতাগণের যজ্ঞে দেবর্ষি নারদ এই ধ্রুবচরিত সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন'—ইহা শ্রবণ করিয়া

মহামতি বিদুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কে তে প্রচেতসঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই প্রচেতাগণ কে ? 'অন্ববায়ে'—বংশে (অর্থাৎ কাহার বংশে প্রচেতাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ?) ॥ ২ ॥

মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনম্ ।
যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্য্যাবিধির্হরেঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেবদর্শনং (দেবস্য হরেঃ দর্শনং যস্য তং) নারদং মহাভাগবতং মন্যে । যেন (নারদেন) হরেঃ (ভগবতঃ) পরিচর্য্যাবিধিঃ (সেবারাধনারূপঃ) ক্রিয়াযোগঃ (পঞ্চরাত্রাদৌ) প্রোক্তঃ (কথিতঃ) ॥৩॥

অনুবাদ—হে দেব, আমি দেবর্ষি নারদকে একজন মহাভাগবত, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াই জানি। তিনি শ্রীভগবানের পরিচর্য্যাবিধিরূপ ক্রিয়াযোগ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্য্যাপ্রকারঃ পঞ্চরাত্রো যেন প্রোক্তঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রিয়াযোগঃ'—শ্রীহরির পরিচর্য্যার প্রকাররূপ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র যিনি বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

স্বধর্ম্মশীলৈঃ পুরুষৈর্ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ ।
ইজ্যমানো ভগবতা নারদেনেড়িতঃ কিল ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র সত্রে) স্বধর্ম্মশীলৈঃ (স্বধর্ম্মানুরাগৈঃ) পুরুষৈঃ (প্রচেতোভিঃ) ইজ্যমানঃ (পূজ্যমানঃ) যজ্ঞপুরুষঃ ভগবান্ (নারায়ণঃ) কিল নিশ্চিতমেব) ভগবতা (ভক্তিমতা) নারদেন ঈড়িতঃ (স্তুতঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ প্রচেতাগণ যজ্ঞপুরুষ শ্রীভগবান্ নারায়ণের পূজা করিতেছিলেন। তৎকালে ভক্তিমান্ নারদ সেই ভগবানের স্তুতিগান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বধর্ম্মশীলৈঃ প্রচেতোভিঃ । ইজ্যমান ঈড়িত ইতি ইজ্যেবেড়িতেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বধর্ম্মশীলৈঃ'—স্বধর্ম্মশীল (অর্থাৎ স্ববর্ণাশ্রমোচিত ভগবদারাধনারূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-পরায়ণ) প্রচেতাগণ কর্ত্তৃক, 'ইজ্যমানঃ'—আরাধ্যমান ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরি, 'ঈড়িতঃ'—নারদ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়াছিলেন। এখানে যজ্ঞের দ্বারাই স্তুত—এই ভাব ॥ ৪ ॥

যাস্তা দেবর্ষিণা তত্র বর্ণিতা ভগবৎকথাঃ ।
মহ্যং শুশ্রূষবে ব্রহ্মন্ কার্ৎস্ন্যেনাচষ্টুমর্হসি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন, তত্র (প্রচেতসাং সত্রে) দেবর্ষিণা (নারদেন) যাঃ ভগবৎকথাঃ বর্ণিতাঃ তাঃ মহ্যং শুশ্রূষবে কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) আচষ্টুং (কথয়িতুম্) অর্হসি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, প্রচেতাগণের সেই যজ্ঞস্থলে দেবর্ষি যে ভগবৎ-কথা বর্ণন করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট তৎসমুদয় সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন্। উহা শ্রবণ করিতে আমার বড়ই ঔৎসুক্য হইতেছে ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ধ্রুবস্য চোৎকলঃ পুত্রঃ পিতরি প্রস্থিতে বনম্ ।
সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছদধিরাজাসনং পিতুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ,—ধ্রুবস্য পুত্রঃ উৎকলস্তু পিতরি (ধ্রুবে) বনং প্রস্থিতে (প্রস্থাতুম্ উদ্যতে সতি) সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং (পিতৃপালিতভূসম্বন্ধিনীং সম্পদং) পিতুঃ অধিরাজাসনং (জ্যেষ্ঠত্বাৎ পিত্রা দীয়মানমপি চ) নৈচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, পিতা বনগমনে উদ্যত হইলে ধ্রুবতনয় উৎকল পিতৃপালিত ভূসম্পৎ ও রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ধ্রুবস্য বংশ এব তে জাতা ইতি তদ্বংশকথায়ামেব প্রচেতসাং কথা আয়াস্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধ্রুবের বংশেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার বংশাবলি বর্ণনে প্রচেতাগণের কথা আসিবে, এই অভিপ্রায়ে ধ্রুবের বংশ বলিতেছেন—'ধ্রুবস্য' ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

স জন্মনোপশান্তাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ।
দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (উৎকলঃ) জন্মনা (জন্মতঃ এব) উপশান্তাত্মা (উপশান্তঃ আত্মা যস্য সঃ) নিঃসঙ্গঃ (রাগাদিসঙ্গরহিতঃ অতএব) সমদর্শনঃ (সন্) আত্মানং লোকে বিততং (ব্যাপ্তং) দদর্শ। আত্মনি (চ) লোকং (দদর্শ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কারণ তিনি জন্মাবধিই জ্ঞানী, রাগাদি-সঙ্গরহিত, সমদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মার ব্যাপ্তি এবং পরমাত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করিতেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—জন্মনা উৎপত্ত্যৈব উপশান্তাত্মা জ্ঞানী ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জন্মনা'—জন্ম হইতেই ধ্রুব-পুত্র উৎকল প্রশান্তচিত্ত জ্ঞানী ছিলেন ॥ ৭ ॥

আত্মানং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহম্।
অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ৮ ॥
অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মমলাশয়ঃ।
স্বরূপমবরুন্ধানো নাত্মনোহন্যৎ তদৈক্ষত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ— অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মমলাশয়ঃ (অব্যবচ্ছিন্নঃ নিরন্তরম্ অভ্যস্তমানঃ যঃ যোগঃ স এব অগ্নিঃ তেন দগ্ধঃ কর্ম্মমলঃ কর্ম্মবাসনাত্মকঃ দোষঃ আশয়ঃ বাসনা চ যস্য সঃ উৎকলঃ) নির্ব্বাণং (শান্তং) প্রত্যস্তমিতবিগ্রহং (প্রত্যস্তমিতঃ শান্তঃ বিগ্রহঃ ভেদঃ যস্মাত্তৎ) অববোধরসৈকাত্ম্যম্ (অববোধঃ জ্ঞানং তদেকরসেন ঐকাত্ম্যং যস্য তত্তথা জ্ঞানৈকরসম্) আনন্দম্ অনুসন্ততং (সর্ব্বব্যাপকম্) আত্মানং স্বরূপং (স্বরূপভূতং) ব্রহ্ম অবরুন্ধানঃ (জানন্) আত্মনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) অন্যৎ তদা (জ্ঞানদশায়াং) নৈক্ষত (নাপশ্যৎ) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—নিরন্তর অভ্যস্ত যোগানলে তাঁহার কর্ম্মবাসনাত্মক মলসমূহ দগ্ধীভূত হওয়াতে তিনি শান্ত, নিরুপাধিক (নিরস্ত বিবাদ), জ্ঞানৈকরস, আনন্দময়, সর্ব্বত্র অনুস্যূত জীবাত্মাকে পরমকারণ-রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিতে পারিলেন। সেই আত্মোপলব্ধিকালে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে অপর দ্বিতীয় বস্তুর স্বতন্ত্রাধিষ্ঠান তাঁহার দর্শনের বিষয়ীভূত ছিল না ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং জীবং স্বরূপং স্বরূপভূতং ব্রহ্ম অবরুন্ধানো জানন্ নির্ব্বাণং শান্তং প্রত্যস্তমিত-বিগ্রহং নিরস্তবিবাদম্। আত্মানং কীদৃশম্। অববোধরসেনৈকাত্ম্যং যস্য তং, অব্যবচ্ছিন্নেন নিরন্তরেণ যোগাগ্নিনা দগ্ধং কর্ম্মমলং যস্য তথাভূত আশয়ো যস্য সঃ। আত্মনঃ শুদ্ধজীবাদন্যৎ নৈক্ষত ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং'—নিজেকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে, 'স্বরূপং ব্রহ্ম অবরুন্ধানঃ'—স্বরূপভূত ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া। কি প্রকার ব্রহ্ম? তাহাতে বলিতেছেন—নির্ব্বাণং—শান্ত, 'প্রত্যস্তমিত-বিগ্রহং' —প্রত্যস্তমিত অর্থাৎ নিবৃত্ত হইয়াছে বিগ্রহ বলিতে ভেদ যাহা হইতে, অর্থাৎ নির্ব্বিবাদ ব্রহ্ম। কি প্রকার আত্মা? তাহাতে বলিতেছেন—'অববোধ-রসৈকাত্ম্যম্' —অববোধই (জ্ঞানই) রস, তাহার সহিত ঐকাত্ম্য বলিতে একস্বভাবত্ব যাহার, তাদৃশ, অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপ। 'অব্যবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি—নিরন্তর (অবিচ্ছিন্ন) যোগরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে কর্ম্মমল যাহার, সেইরূপ আশয় (অন্তঃকরণ) যাঁহার, সেই উৎকল নিজেকে শুদ্ধ জীব হইতে অন্য মনে করিতেন না। (অর্থাৎ সেই সময় অখণ্ড (অবিচ্ছিন্ন) যোগরূপ অগ্নির দ্বারা বাসনাসমূহ দগ্ধ করিয়া উৎকল, আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিবাদ আত্মাকে পরব্রহ্ম জানিয়া, আত্মাতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু দর্শন করি-তেন না।) ॥ ৮-৯ ॥

মধ্ব—স্বরূপং জীবস্য বিম্বরূপং পরমাত্মানম্।
ভিন্নস্বরূপমভিদং স্বরূপং তু দ্বিধা হরেঃ ॥
ভিন্নস্বরূপং ব্রহ্মাদ্যা মৎস্যাদ্যভিমুচ্যতে।
ইতি গারুড়ে ॥ ৯ ॥

বিবৃতি—জীবের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনঃ জীবাত্মা নহে। যে কালে জীবাত্মা অনাত্ম্য দেহ ও মনকে আত্মীয় জ্ঞান করে, সেইকালেই দেহ ও দেহাতিরিক্ত বস্তুতে স্বপরভেদজনিত পক্ষদ্বয় সৃষ্টি করে। সূক্ষ্ম মনঃ অপর সূক্ষ্ম মনসমূহের সহিত পার্থক্য স্থাপন করে। এই দেহ ও মনের মধ্যে প্রেমের অভাব স্বাভাবিক। জীবাত্মার স্বরূপে তাদৃশ বৈষম্য অবস্থিত না থাকায় অপর জীবাত্মাকে বিবাদের বিষয় মনে

করেন না। সকল জীবাত্মাই বিভুচিৎএর শান্তিময় ক্রোড়ে অবস্থিত জানিয়া জীবাত্মার চিন্ময় রসবৈচিত্র্য-বিভুচৈতন্যের রসসেবা হইতে বঞ্চিত হন না। চিন্ময় রাজ্যের সকল বিচিত্রতাই সে কালে আত্মীয়তাসূত্রে গৃহীত হওয়ায় তাহাতে নিরানন্দ প্রবেশ করিতে পারে না। কর্ম্মফলভোগাদি জীবের অনাত্মপ্রতীতিগত উপাধিতেই সার্থকতা লাভ করে। জীবাত্মার উপর নশ্বর-প্রতীতিময় জগতের কোনও আধিপত্য নাই। সেই কালে আত্মবৃত্তির উন্মেষণক্রমে উপাধিভোগ্য বিবদমান ফলভোগবাসনা আত্মবৃত্তিকে কলুষিত করিতে অসমর্থ হয়। আত্মবৃত্তি ভক্তিযোগাগ্নি-অবিচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিভাবসমূহকে বিতাড়িত করে। সেই কালে বিভুচিদ্‌বস্তুকে এবং তাঁহার পরিকর-বৈশিষ্ট্যকে জীবাত্মা পরমাত্মীয় জ্ঞান করেন। উপাধিগত ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি সেবাবিমুখ-ভাবসমূহের অনধিষ্ঠানহেতু প্রেমময় জগতে অপর বস্তুর দ্বিতীয়াভি-নিবেশজন্য অধিষ্ঠান লক্ষিত হয় না। জীবাত্মা নিজজনজ্ঞানে সচ্চিদানন্দ বস্তুরই সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জড়ান্ধবধিরোন্মত্ত-মূকাকৃতিরতন্মতিঃ।
লক্ষিতঃ পথি বালানাং প্রশান্তার্চ্চিরিবানলঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—পথি (মার্গে) বালানাম্ (অজ্ঞানাং সকাশে) জড়ান্ধবধিরোন্মত্ত-মূকাকৃতিঃ (জড়াদীনাম্ ইব আকৃতিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) লক্ষিতঃ (অপি সঃ উৎকলঃ) অতন্মতিঃ (ন তেষাং জড়াদী-নাম্ ইব মতিঃ যস্য সঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ অতঃ) প্রশান্তার্চ্চিঃ (প্রশান্তানি অর্চ্চীংষি জ্বালাঃ যস্য তাদৃশঃ) অনলঃ ইব (স্থিতঃ আসীৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—পথিমধ্যে বিচরণকালে বালকগণ তাঁহাকে জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত ও মূকের ন্যায় আকারবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত ; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার বুদ্ধি জড়ব্যক্তির ন্যায় ছিল না। তিনি প্রশান্তশিখ অনলের ন্যায় অবস্থান করিতেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—পথি বালৈর্জড়াদ্যাকৃতির্লক্ষিতঃ। অতন্মতিঃ ন জড়াদীনামিব মতির্যস্য সঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পথি'—পথে বিচরণকালে অবিবেকী জনগণের নিকট নিজেকে জড়, অন্ধ, বধির প্রভৃতির ন্যায় দেখাইতেন। 'অতন্মতিঃ'—জড়াদির ন্যায় তাঁহার মতি নহে (বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বজ্ঞ) ॥ ১০ ॥

মত্বা তং জড়মুন্মত্তং কুলবৃদ্ধাঃ সমন্ত্রিণঃ।
বৎসরং ভূপতিং চক্রুর্যবীয়াংসং ভ্রমেঃ সুতম্॥১১॥

অন্বয়ঃ—সমন্ত্রিণঃ (মন্ত্রিসহিতাঃ) কুলবৃদ্ধাঃ তম্ (উৎকলং) জড়ম্ উন্মত্তং মত্বা ভ্রমেঃ সুতং যবীয়াং-সম্ (উৎকলাৎ কনিষ্ঠম্ অপি) বৎসরং ভূপতিং চক্রুঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অমাত্য এবং কুলবৃদ্ধগণ উৎকলকে অকর্ম্মণ্য এবং উন্মত্ত স্থির করিয়াই তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রমিনন্দন বৎসরকে রাজপদে অভিষিক্ত করি-লেন ॥ ১১ ॥

মধ্ব—

কল্পঃ কল্পাভিমানী সন্ শিশুমারানুগস্থিতঃ।
বৎসরো রাজ্যমকরোৎ পিত্রা দত্তং মহাবলঃ ॥

ইতি ব্রাহ্মে।

চক্রে নারায়ণঃ সাক্ষাৎ কিন্তুয়ঃ কল্পমাত্মজম্।

ইতি পাদ্মে ॥ ১১ ॥

সুবীথীর্বৎসরস্যেষ্টা ভার্য্যাসূত ষড়াত্মজান্।
পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুঞ্চ ইষমূর্জ্জং বসুং জয়ম্ ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—বৎসরস্য ইষ্টা (প্রিয়া) ভার্য্যা সুবীথী পুষ্পার্ণং, তিগ্মকেতুং চ ইষম্ উর্জ্জং, বসুং, জয়ম্ (ইতি) ষট্ আত্মজান্ (পুত্রান্) অসূত (প্রসূতবতী) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সুবীথী বৎসরের প্রিয়তমা ভার্য্যা; তিনি পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ্জ, বসু ও জয় নামক ছয়টী পুত্র প্রসব করেন ॥ ১২ ॥

পুষ্পার্ণস্য প্রভা ভার্য্যা দোষা চ দ্বে বভূবতুঃ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়মিতি হ্যাসন্ প্রভাসুতাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুষ্পার্ণস্য ভার্য্যা প্রভা দোষা চ (ইতি)

দ্বে বভুবতুঃ। (তয়োর্ম্মধ্যে) প্রাতঃ, মধ্যন্দিনং, সায়ম্ ইতি (ত্রয়ঃ) প্রভাসুতাঃ (প্রভায়াঃ সুতাঃ) আসন্ ॥ ১৩।

অনুবাদ—পুষ্পার্ণের প্রভা এবং দোষা নাম্নী দুই ভার্য্যা; তন্মধ্যে প্রভার প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন নামক তিন পুত্র ॥ ১৩ ॥

———

প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ।
ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্ব্বতেজসমাদধে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রদোষঃ (রজনীমুখং) নিশিথঃ (নিশীথঃ মধ্যরাত্রিঃ হ্রস্বত্বম্ আর্ষং) ব্যুষ্টঃ (রাত্রিশেষঃ) ইতি ত্রয়ঃ দোষাসুতাঃ (দোষায়াঃ সুতাঃ আসন্) ব্যুষ্টঃ পুষ্করিণ্যাঃ (ভার্য্যায়াং) সর্ব্বতেজসং সুতম্ আদধে (উৎপাদিতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—দোষারও প্রদোষ, নিশীথ এবং ব্যুষ্ট নামক তিন পুত্র জন্মে। ব্যুষ্ট,—পুষ্করিণী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে সর্ব্বতেজা-নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ১৪ ॥

———

স চক্ষুঃ সুতমাকূত্যাং পত্ন্যাং মনুমবাপ হ।
মনোরসূত মহিষী বিরজান্ নড্বলা সুতান্ ॥ ১৫ ॥
পুরুং কুৎস্নমৃতং দ্যুম্নং সত্যবন্তং ধৃতং ব্রতম্।
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবিমুল্মুকম্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সর্ব্বতেজাঃ) এব চক্ষুঃ (তৎসংজ্ঞঃ) আকূত্যাং পত্ন্যাং মনুং (চাক্ষুষং) সুতং মনুম্ অবাপ। মনোঃ মহিষী নড্বলা বিরজান্ (রাগাদিদোষরহিতান্) পুরুং কুৎস্নম্। ঋতং, দ্যুম্নং, সত্যবন্তং, ধৃতং, ব্রতম্, অগ্নিষ্টোমম্, অতিরাত্রং, প্রদ্যুম্নং, শিবিম্, উল্মুকম্ (ইত্যেতৎ সংজ্ঞকান্) সুতান্ অসূত ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—সেই সর্ব্বতেজা পরে চক্ষুসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং আকূতি নাম্নী পত্নীর গর্ভে চাক্ষুষ মনু নামক এক পুত্র লাভ করেন। ঐ মনুর মহিষী নড্বলা পুরু, কুৎস্ন, ঋত, দ্যুমান্, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি এবং উল্মুক নামক দ্বাদশটী শুদ্ধচিত্ত পুত্র প্রসব করেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—স সর্ব্বতেজা এব চক্ষুঃ চাক্ষুষং সুতং মনুমবাপেতি ব্যাখ্যেয়ম্। 'ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনু'রিত্যষ্টমাৎ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই সর্ব্বতেজাই চক্ষু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া, পরে চাক্ষুষ মনু নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ অষ্টম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রঃ" (৮।৫।৭), অর্থাৎ চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু ॥ ১৫-১৬ ॥

———

উল্মুকোঽজনয়ৎ পুত্রান্ পুষ্করিণ্যাং ষড়ুত্তমান্।
অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—উল্মুকঃ পুষ্করিণ্যাং (স্বভার্য্যায়াম্) অঙ্গং, সুমনসং, স্বাতিং, ক্রতুম্, অঙ্গিরসং, গয়ম্ ষট্ উত্তমান্ (দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণসম্পন্নান্) পুত্রান্ (অজনয়ৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—উল্মুক স্বীয় ভার্য্যা পুষ্করিণীর গর্ভে অঙ্গ, সুষমা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং গয় নামে ছয়টী উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ১৭ ॥

———

সুনীথাঙ্গস্য যা পত্নী সুষুবে বেণমুল্বণম্।
যদ্দৌঃশীল্যাৎ স রাজর্ষির্নির্ব্বিণ্ণো
নিরগাৎ পুরাৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গস্য যা পত্নী সুনীথা (সা) উল্বণং (সর্ব্বেষাং ভয়ঙ্করং) বেণং (বেণসংজ্ঞং পুত্রং) সুষুবে। যদ্দৌঃশীল্যাৎ (যস্য বেণস্য দৌঃশীল্যাৎ দুষ্টস্বভাবাৎ হেতোঃ) সঃ রাজর্ষিঃ (ধর্ম্মাত্মা অঙ্গঃ) নির্ব্বিণ্ণঃ (বিরক্তঃ সন্) পুরাৎ নিরগাৎ (নির্জগাম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণনামক এক ভয়ঙ্কর পুত্র প্রসব করেন। ঐ বেণের দুষ্টস্বভাব নিবন্ধন ধর্ম্মাত্মা অঙ্গ বিরক্ত হইয়া পুর হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

———

যমঙ্গ শেপুঃ কুপিতা বাগ্বজ্রা মুনয়ঃ কিল ।
গতাসোস্তস্য ভূয়স্তে মমন্থুর্দক্ষিণং করম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে বিদুর,) যম্ (অতিক্রূরস্বভাবং বেণং) বাগ্বজ্রাঃ (বাক্ এব বজ্রং যেষাং তে অতিপ্রভাবাঃ) মুনয়ঃ কুপিতাঃ (সন্তঃ) শেপুঃ (অভিশপ্তং চক্রুঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ) তস্য গতাসোঃ (নির্গতপ্রাণস্য মৃতস্য বেণস্য) দক্ষিণং করং (চ) তে মমন্থুঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ— হে বিদুর, বজ্রসদৃশ বাক্সম্পন্ন (অতি প্রভাবশালী) মুনিগণ কুপিত হইয়া ঐ বেণকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে সে গতাসু হয়। তখন তাঁহারা বেণের দক্ষিণ কর মন্থন করেন ॥১৯॥

অরাজকে তদা লোকে দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ ।
জাতো নারায়ণাংশেন পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তদা লোকে অরাজকে (সতি) দস্যুভিঃ প্রজাঃ পীড়িতাঃ (জাতাঃ অতঃ তৎরক্ষার্থং বেণস্য দক্ষিণকরমন্থনকালে) নারায়ণাংশেন আদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ (পুরগ্রামাদীনাং তেন রচিতত্বাৎ প্রথমঃ রাজা) পৃথুঃ জাতঃ (সমুৎপন্নঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—(বেণের দৌরাত্মানিবন্ধন) পৃথিবীতে অরাজক হওয়াতে প্রজাকুল দস্যুগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছিল। (তৎরক্ষার্থ বেণের করমন্থনকালে) শ্রীভগবাননারায়ণের অংশে আদিরাজ পৃথু সমুৎপন্ন হইলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—মথনে হেতুঃ অরাজকে ইতি। জাতো মথ্যমানাৎ করাৎ। আদ্যঃ ক্ষিতীশ্বর ইতি পুরগ্রামাদিবিধায়কত্বাংশেন ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থনের কারণ বলিতেছেন—'অরাজকে' ইত্যাদি (অর্থাৎ লোকসকল রক্ষকহীন হওয়ায় প্রজাগণ দস্যুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন)। 'জাতঃ'—মথ্যমান হস্ত হইতে নারায়ণের অংশে পৃথু উৎপন্ন হইলেন। 'আদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ'—প্রথম পৃথিবীর ঈশ্বর, অর্থাৎ 'আদিরাজ' বলিবার কারণ, পৃথুই প্রথম নগর, গ্রাম প্রভৃতির পত্তন করেন ॥ ২০ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—
তস্য শীলনিধেঃ সাধোর্ব্রহ্মণ্যস্য মহাত্মনঃ ।
রাজ্ঞঃ কথমভূদ্ দুষ্টা প্রজা যদ্বিমনা যযৌ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ, শীলনিধেঃ (সর্ব্বদা সুখভাবস্য) সাধোঃ ব্রহ্মণ্যস্য (ব্রাহ্মণভক্তস্য) মহাত্মনঃ (তস্য অঙ্গস্য) রাজ্ঞঃ দুষ্টা প্রজা (দুষ্টঃ পুত্রঃ) কথম্ অভূৎ ? যৎ (যস্য বেণস্য হেতোঃ) বিমনাঃ (সন্ রাজা অঙ্গঃ পুরাৎ বনং) যযৌ (গতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—সর্ব্বসদ্গুণের আকরস্থল, সাধু ব্রহ্মণ্যস্বভাব মহাত্মা অঙ্গরাজের ঐ প্রকার কুসন্তান হইবার কারণ কি, যে কুলাঙ্গার পুত্র বেণের জন্য অঙ্গরাজ বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিতে পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়াছিলেন ? ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যতো বিমনাঃ সন্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যাহা হইতে (অর্থাৎ যে পুত্র বেণের ব্যবহারে), 'বিমনাঃ'—বিমনস্ক (দুঃখিতান্তঃকরণ) হইয়া (মহাত্মা অঙ্গরাজ পুর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন) ॥ ২১ ॥

কিং বাংহো বেণ উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযুযুজন্ ।
দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্ম্মকোবিদাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মকোবিদাঃ (ধর্ম্মস্য কোবিদাঃ অভিজ্ঞাঃ অপি) মুনয়ঃ দণ্ডব্রতধরে (দণ্ডঃ শাসনম্ এব ব্রতং যস্য তস্য ধরে ধারকে) রাজ্ঞি বেণে (চ) কিম্ অংহঃ (অপরাধম্) উদ্দিশ্য (আলক্ষ্য) ব্রহ্মদণ্ডং (শাপম্) অযুযুজন্ (যোজিতবন্তঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আর, বেণও ত' রাজা হইয়া শাসনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঋষিগণই বা ধর্ম্মকোবিদ্ হইয়া বেণের প্রতি ব্রহ্মশাপ প্রদান করিলেন কেন ? ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ। অংহোঽপরাধম্। রাজ্ঞীতি রাজ্ঞ এব দণ্ডেঽধিকারো ন তু রাজ্ঞোঽপি দণ্ডে মুনীনামধিকার ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিং'—কিঞ্চ, আরও। 'অংহঃ'—অপরাধ (অর্থাৎ বেণের কি অপরাধ দেখিয়া মুনিগণ তাঁহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ড নিক্ষেপ করিলেন ?) 'রাজ্ঞি'—দণ্ডধর রাজার প্রতি, অর্থাৎ

রাজারই দণ্ডপ্রদানের অধিকার, কিন্তু রাজাকেও দণ্ড-দানে মুনিগণের অধিকার নাই—এই অর্থ ॥ ২২ ॥

নাবধ্যেয়ঃ প্রজাপালঃ প্রজাভিরঘবানপি ।
যদসৌ লোকপালানাং বিভর্ত্ত্যোজঃ স্বতেজসা ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—অঘবান্ (ক্রৌর্য্যাদিমান্ অপি) প্রজাপালঃ (রাজা) প্রজাভিঃ ন অবধ্যেয়ঃ (অবজ্ঞেয়ঃ ন ভবতি) যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (রাজা) স্বতেজসা (স্বপ্রভাবেণ) লোকপালানাম্ (ইন্দ্রাদীনাং) ওজঃ (সামর্থ্যং) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—প্রজাপালক রাজা পাপযুক্ত হইলেও তিনি প্রজাদিগের অবজ্ঞাস্পদ হইতে পারেন না; কারণ রাজা স্বীয় তেজোপ্রভাবে ইন্দ্রাদি লোক-পালগণের সামর্থ্য ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ সুনীথাত্মজচেষ্টিতম্ ।
শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, পরাবরবিত্তমঃ (পরাবর-বিদাং ভূতভবিষ্যজ্জ্ঞানাং মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠঃ ত্বম্) এতৎ (মুনিকোপকারণং) সুনীথাত্মজচেষ্টিতং (সুনীথাত্ম-জস্য বেণস্য চেষ্টিতম্ আচরণং) শ্রদ্দধানায় ভক্তায় (ত্বাং প্রপন্নায়) মে (মহ্যম্) আখ্যাহি (কথয়) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আপনি ভূত-ভবিষ্যজ্জ্ঞ-গণের মধ্যে অতিপ্রধান। এই সুনীথাত্মজের আচরণ ও তাঁহার প্রতি মুনিগণের কোপের কারণ বর্ণন করুন্। আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে উহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
অঙ্গোঽশ্বমেধং রাজর্ষিরাজহার মহাক্রতুম্ ।
নাজগ্মুর্দেবতাস্তস্মিন্নাহূতা ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ,—(যদা) রাজর্ষিঃ অঙ্গঃ মহাক্রতুং (ক্রতুশ্রেষ্ঠম্) অশ্বমেধম্ আজহার (প্রবর্ত্তয়ামাস) তস্মিন্ (অশ্বমেধে) ব্রহ্মবাদিভিঃ (মন্ত্রজ্ঞৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ অপি) আহূতা দেবতাঃ নাজগ্মুঃ (ন আগতবন্তঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর,) যখন রাজর্ষি অঙ্গ অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন, তখন মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াও দেবতাগণ সেই যজ্ঞে আগমন করেন নাই ॥ ২৫ ॥

ত ঊচুর্বিস্মিতাস্তাত যজমানমথর্ত্বিজঃ ।
হবীংষি হূয়মানানি ন তে গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (তদা) (হে) তাত, ঋত্বিজঃ বিস্মিতাঃ (দেবতানাম্ অনাগমনেন আশ্চর্য্যং গতাঃ সন্তঃ) তং যজমানম্ ঊচুঃ,—(হে রাজন্,) হূয়-মানানি তে (তব) হবীংষি দেবতাঃ ন গৃহ্ণন্তি ॥ ২৬॥

অনুবাদ—হে বৎস, ঋত্বিক্‌গণ ইহাতে বিস্মিত হইয়া যজমান অঙ্গরাজকে কহিলেন,—"রাজন্, আমরা যে সকল হবিঃদ্বারা হোম করিতেছি, দেবতা-গণ তাহা গ্রহণ করিতেছেন না" ॥ ২৬ ॥

রাজন্ হবীংষ্যদুষ্টানি শ্রদ্ধয়াসাদিতানি তে ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি যোজিতানি ধৃতব্রতৈঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, শ্রদ্ধয়া আসাদিতানি (প্রাপিতানি) তে (তব) অদুষ্টানি (তথা) ধৃতব্রতৈঃ (অস্মাভিঃ) যোজিতানি (প্রযুক্তানি) ছন্দাংসি (বেদ-মন্ত্রাঃ অপি) অযাতযামানি (বর্ণস্খলনাদিদোষরা-হিত্যেন অগতবীর্য্যাণি চ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনি এই সকল হব্যবস্তু শ্রদ্ধাসহকারেই সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা নির্দ্দোষ; পরন্তু ধৃতব্রত হইয়া আমরাও যে সকল বেদমন্ত্র প্রয়োগ করিতেছি, তাহাও বীর্য্যহীন নহে ॥ ২৭ ॥

ন বিদামেহ দেবানাং হেলনং বয়মণ্বপি ।
যন্ন গৃহ্ণন্তি ভাগান্ স্বান্ যে দেবাঃ কর্ম্মসাক্ষিণঃ॥২৮

অন্বয়ঃ—যে দেবাঃ কর্ম্মসাক্ষিণঃ (কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ) যৎ (যেন অপরাধেন) স্বান্ ভাগান্ ন গৃহ্ণন্তি (তৎ) দেবানাং হেলনং (তান্ প্রতি অপরাধং) বয়ম্ অণু

অপি (স্বল্পমপি) ইহ (অস্মিন্ যজ্ঞে) ন বিদাম (ন বিদ্মঃ)।। ২৮ ।।

অনুবাদ—এই যজ্ঞে দেবতাদিগকে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না ; তথাপি তাঁহারা স্ব-স্ব-যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন না কেন ? দেবতারাই যজ্ঞকর্ম্মের সাক্ষী, তাঁহাদের অধিষ্ঠান ব্যতীত সকলই পণ্ড হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যে অপরাধে স্ব-স্ব-যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন না, আমরা ত' তাঁহাদের প্রতি তেমন কোন অপরাধ বিন্দুমাত্রও করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না !।। ২৮ ।।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

অঙ্গো দ্বিজবচঃ শ্রুত্বা যজমানঃ সুদুর্ম্মনাঃ ।
তং প্রষ্টুং ব্যসৃজদ্বাচং সদস্যাংস্তদনুজ্ঞয়া ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ,—যজমানঃ অঙ্গঃ দ্বিজবচঃ (দ্বিজানাম্ ঋত্বিজাং বচঃ) শ্রুত্বা সুদুর্ম্মনাঃ (দুঃখিতঃ জাতঃ) সদস্যান্ (প্রতি) তং প্রষ্টুং (দেবানাগমনকারণং স্বদোষং চ জিজ্ঞাসিতুং) তদনুজ্ঞয়া (তৎ তেষাম্ ঋত্বিগাদীনাম্ আজ্ঞয়া) বাচং ব্যসৃজৎ (প্রযুক্তবান্)।। ২৯ ।।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—যজমান অঙ্গ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অনন্তর সদস্যগণকে তৎকারণ (দেবতাদিগের অনাগমন এবং স্বীয় দোষের বিষয়) জিজ্ঞাসা করিবার জন্য যজ্ঞ-পুরোহিতগণের আদেশক্রমে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—যজ্ঞে গৃহীত-মৌনোঽপি বাচং ব্যসৃজৎ প্রাযুঙ্ক্ত ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাচং ব্যসৃজৎ'—যজ্ঞকালে যজমান রাজা অঙ্গ মৌনব্রত গ্রহণ করিলেও সদস্যগণের অনুমতিক্রমে বাক্য প্রয়োগ করিলেন (অর্থাৎ দেবতাগণের যজ্ঞে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন)।। ২৯ ।।

নাগচ্ছন্ত্যাহুতা দেবা ন গৃহ্ণন্তি গ্রহানিহ ।
সদসস্পতয়ো ব্রূত কিমবদ্যং ময়া কৃতম্ ।। ৩০ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) সদসস্পতয়ঃ, (হে সদস্যাঃ, ব্রাহ্মণাঃ,) ইহ (অস্মিন্ মম যজ্ঞে) আহুতাঃ (দীর্ঘাভাবঃ আর্ষঃ) (অপি) দেবাঃ ন আগচ্ছন্তি, গ্রহান্ (সোমপাত্রাণি চ) ন গৃহ্ণন্তি। কিম্ অবদ্যং (গর্হিতং) ময়া কৃতং, (তদ্ যূয়ং) ব্রূত ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—হে সদস্যগণ, দেবতারা এই যজ্ঞে আহূত হইয়াও আগমন করিলেন না, বা তাঁহাদের সোমপাত্রও গ্রহণ করিলেন না—ইহার কারণ কি ? আমি এমন কি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি ? তাহা আপনারা আমাকে বলুন ।। ৩০ ।।

বিশ্বনাথ—গ্রহান্ সোমপাত্রানি ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রহান্'—গ্রহ বলিতে এখানে সোমপাত্রসকল ।। ৩০ ।।

শ্রীসদসস্পতয় উচুঃ—

নরদেবেহ ভবতো নাঘং তাবন্মনাক্ স্থিতম্ ।
অস্ত্যেকং প্রাক্তনমঘং যদিহেদৃক্ ত্বমপ্রজঃ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীসদস্পতয়ঃ উচুঃ,—(হে) নরদেব, (হে রাজন্,) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) তাবৎ ভবতঃ অঘং (পাপং) মনাক্ (ঈষদপি) ন স্থিতং (নাস্তি)। প্রাক্তনং (পূর্ব্বজন্মভবং) একম্ অঘম্ অস্তি, যৎ (যস্মাৎ অঘাৎ) ত্বম ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) ঈদৃক্ (ধার্ম্মিকঃ অপি) অপ্রজঃ (অপুত্রঃ অসি)।। ৩১ ।।

অনুবাদ—শ্রীসদস্যগণ কহিলেন,—হে নরপতে, ইহজন্মে আপনার ঈষন্মাত্রও পাপ নাই। কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত একটী পাপ আছে, তন্নিমিত্ত এজন্মে ধার্ম্মিক হইয়াও আপনি অপুত্রক আছেন ।। ৩১ ।।

মধ্ব—

অনপত্য ত্বকর্ম্মাসৌ বালহত্যা কৃতা পুরা ।।
অতো দুষ্টোঽভবৎ পুত্রো ইষ্টো বিষ্ণুরতঃ পৃথুঃ ।।৩১।।

তথা সাধয় ভদ্রং তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ ।
ইষ্টস্তে পুত্রকামস্য পুত্রং দাস্যতি যজ্ঞভুক্ ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তথা (তস্মাৎ কারণাৎ) আত্মানং সুপ্রজং (সুপ্রজসং) সাধয় (কুরু)। তে ভদ্রং (ভবিষ্যতি)। তে (তব) পুত্রকামস্য (পুত্রকা-

মনাবতঃ) ইষ্টঃ (যজ্ঞেন পূজিতঃ) যজ্ঞভুক্ (ভগবান্) পুত্রং দাস্যতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অতএব হে নৃপ, আপনি সুপুত্র লাভ করুন্, তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি পুত্রকামনারত হইয়া যজ্ঞভুক্ ভগবানের অর্চ্চনা করিলে তিনি আপনাকে পুত্র দান করিবেন ॥ ৩২ ॥

তথা স্বভাগধেয়ানি গ্রহীষ্যন্তি দিবৌকসঃ।
যদ্‌যজ্ঞপুরুষঃ সাক্ষাদপত্যায় হরির্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তথা (সতি) দিবৌকসঃ (দেবাঃ অপি) স্বভাগধেয়ানি (স্বভাগান্) গ্রহীষ্যন্তি, যৎ (যস্মাৎ) যজ্ঞপুরুষঃ হরিঃ (এব) সাক্ষাৎ (স্বয়ং) অপত্যায় বৃতঃ (স্যাৎ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আপনি অপত্যলাভার্থ সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরিকে বরণ করিলে তাঁহার সহিত দেবতারা সকলেই আসিয়া স্ব-স্ব-যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—ভাগধেয়ানি ভাগরূপাণি ধেয়ানি পাত্রেষু ধার্য্যাণি হবীংষি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বভাগ-ধেয়ানি'—স্ব স্ব ভাগরূপ পাত্রে প্রদত্ত হবিঃসমূহ (যজ্ঞে অর্পিত হবনীয় বস্তুসকল) ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—

অনপত্যোঽপি সদ্ধর্ম্মা লোকজিন্নাত্র সংশয়ঃ।
দেবৈস্তু পৃথুজন্মার্থে হরিরঙ্গস্য নো হৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

তাংস্তান্ কামান হরির্দদ্যাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—জনঃ যান্ যান্ কামান্ (অভিলষিতবিষয়ান্) কাময়তে (ইচ্ছতি), তান্ তান্ কামান্ (অভিলষিতবিষয়ান্ তস্মৈ) হরিঃ দদ্যাৎ। যথা (যস্য কামনয়া) এব এষঃ (হরিঃ) আরাধিতঃ (ভবতি), পুংসাং তথা এব ফলোদয়ঃ (প্রাপ্তিঃ ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—লোক যাহা যাহা কামনা করিয়া থাকে, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাকে তাহাই দান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি যে ভাবে ভগবানের আরাধনা করে, তাহার ফলোদয়ও তদ্রূপ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—গীতা ৪।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—জীবাত্মা স্বরূপের অনভিব্যক্তিতে ভগবদিতর বস্তুতে উপাধিমুখে রতি প্রদর্শন করেন। ভগবান্ সেবা-বিমুখ জীবগণকে তাহাদের বিমুখোচিত প্রার্থনানুসারে ফল প্রদান করেন। ভগবৎপ্রেমার সেবকগণ ঔপাধিক ইন্দ্রিয়তর্পণ কামনা করেন না; পরন্তু সেবোন্মুখ হইয়া ভগবৎপ্রীতি-ফল উদয় করাইয়া ভগবানের মহাবদান্যতা বৃত্তির সাফল্য বিধান করেন ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্যবসিতা বিপ্রাস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাতয়ে।
পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি ব্যবসিতাঃ (ইত্যেবং কৃতনিশ্চয়াঃ সন্তঃ) বিপ্রাঃ (ঋত্বিজঃ) তস্য (অঙ্গস্য) রাজ্ঞঃ প্রজাতয়ে (পুত্রোৎপত্তয়ে) শিপিবিষ্টায় (শিপিষু পশুষু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়) বিষ্ণবে পুরোডাশং (হবিবিশেষং) নিরবপন্ (বিষ্ণুদ্দেশেন হবিঃ সম্পাদ্য হোমং কৃতবন্ত) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণেরা সভাপতিগণের বাক্যে এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া অঙ্গ-রাজার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত পশুমধ্যে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে পুরোডাশ নামক হবিঃ আহুতি প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুরোডাশং যজ্ঞীয়দ্রব্যং নিরবপন্নদদুঃ। শিপিষু পশুষু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়। তথাচ শ্রুতিঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপির্যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিতিষ্ঠতী" ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরোডাশং'—যজ্ঞীয় দ্রব্য (পুরোডাশ নামক হবিবিশেষ বিষ্ণুর উদ্দেশে) প্রদান করিলেন। 'শিপিবিষ্টায়'—শিপি বলিতে পশু, পশুদিগের অভ্যন্তরে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট শ্রীহরির উদ্দেশে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণুই, পশুগণ শিপি, যজ্ঞরূপে বিষ্ণু পশুগণের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ পুরুষ উত্তস্থৌ হেমমাল্যমলাম্বরঃ।
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সিদ্ধমাদায় পায়সম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা চ) হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সিদ্ধং (পক্বং) পায়সম্ আদায় হেমমালী অমলাম্বরঃ (অমলে শুদ্ধে অম্বরে যস্য সঃ তথাভূতঃ) পুরুষঃ তস্মাৎ (যোগ্যতয়া অগ্নেঃ সকাশাৎ) উত্তস্থৌ (নিঃসৃতঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অমনি সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে হিরণ্ময়-পাত্রে সুপক্ব পায়সহস্তে এক স্বর্ণমাল্যধারী শুভ্র-বসন-পরিহিত পুরুষ নির্গত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

স বিপ্রানুমতো রাজা গৃহীত্বাঞ্জলিনৌদনম্ ।
অবঘ্রায় মুদা যুক্তঃ প্রাদাৎ পত্ন্যা উদারধীঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—উদারধীঃ সঃ রাজা বিপ্রানুমতঃ (বিপ্রৈঃ অনুজ্ঞাতঃ) অঞ্জলিনা ওদনং (পায়সং) গৃহীত্বা মুদা (হর্ষেণ) যুক্তঃ অবঘ্রায় পত্ন্যৈঃ (তৎপত্ন্যৈ সুনীথায়ৈ) প্রাদাৎ (অর্পয়ামাস) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—উদারবুদ্ধি রাজা ব্রাহ্মণবর্গের অনুজ্ঞা-ক্রমে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া ঐ পায়স গ্রহণ করিলেন এবং সহর্ষচিত্তে স্বয়ং আঘ্রাণ লইয়া পত্নী সুনীথাকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

সা তৎ পুংসবনং রাজ্ঞী প্রাশ্য বৈ পত্যুরাদধে।
গর্ভং কাল উপাবৃত্তে কুমারং সুষুবেঽপ্রজাঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—সা অপ্রজাঃ (পুত্ররহিতা) রাজ্ঞী (সুনীথা) তৎ পুংসবনং (পুমাংসং পুত্রং সূতে অনেন ইতি তথা তৎ পায়সং) প্রাশ্য (অতিহর্ষেণ ভুক্ত্বা) পত্যুঃ (সকাশাৎ) গর্ভম্ আদধে (ধৃতবতী)। কালে উপাবৃত্তে (প্রসূতিকালে সমুপস্থিতে সতি) কুমারং সুষুবে (জনয়ামাস) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—পুত্রহীনা রাজ্ঞী সুনীথা সেই পুত্রোৎ-পাদক পায়স সানন্দে ভক্ষণ করিয়া স্বামিসকাশাৎ গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথাকালে একটী নবকুমার প্রসব করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—মহাভারত শাঃ পঃ ৬০ অঃ, ৯৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮-৪০ ॥

স বাল এব পুরুষো মাতামহমনুব্রতঃ।
অধর্ম্মাংশোদ্ভবং মৃত্যুং তেনাভবদধার্ম্মিকঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সমুৎপন্নঃ) পুরুষঃ বালঃ এব অধর্ম্মাংশোদ্ভবং মাতামহং (সুনীথাপিতরং) মৃত্যুম্ এবং অনুব্রতঃ (অনুসৃতঃ অভূৎ) তেন (হেতুনা) অধার্ম্মিকঃ অভবৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—সেই রাজপুত্র বেণ বাল্যকাল হইতেই অধর্ম্মাংশোদ্ভূত মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী হইল; তজ্জন্য সে অধার্ম্মিক হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেনেতি মাতৃদোষাদধার্মিকোঽপি বিষ্ণুযজ্ঞোদ্ভূতত্বাৎ পিতুর্বৈরাগ্যকারণীভূতত্বেন পিতু-রুপকারকঃ পৃথুজনকত্বেন তদযশোবর্দ্ধনশ্চ বভূবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন'— (অধর্ম্মাংশসম্ভূত মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী বেণ) মাতৃদোষে অধার্ম্মিক হইলেও, বিষ্ণুর যজ্ঞে উদ্ভূত বলিয়া পিতার বৈরাগ্যের কারণ হওয়ায় পিতার উপকারকই হইয়াছিল, এবং পৃথুর জনক-রূপে তাঁহার যশও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—

মৃত্যুর্দেবো যমভ্রাতা বেণমাতামহো সুরঃ।
পীড়াং বেণেতি চ প্রাহুর্বেণোঽসৌ পীড়নাদভূৎ ॥
ইতি চ ॥ ৩৯ ॥

স শরাসনমুদ্যম্য মৃগয়ুর্বনগোচরঃ।
হন্ত্যসাধুর্মৃগান্ দীনান্ বেণোঽসাবিত্যরৌজ্জনঃ ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—অসাধুঃ (দুষ্টঃ) সঃ (বালঃ) বেণঃ বনগোচরঃ (বনং গতঃ) মৃগয়ুঃ (লুব্ধকঃ সন্) শরাসনং (ধনুঃ) উদ্যম্য দীনান্ মৃগান্ হন্তি (স্ম)। (অতএব তং দৃষ্ট্বা অস্মৎ প্রাণঘাতী) অসৌ (বেণঃ আয়াতীতি সর্ব্বোঽপি) জনঃ অরৌৎ (চুক্রোশ) ॥ ৪০

অনুবাদ—সেই দুষ্ট বালক বেণ মৃগয়ালুব্ধ হইয়া বনগমন করিত এবং শরাসন উদ্যত করিয়া হতভাগ্য মৃগকুল বিনাশ করিত। পুরজনেরা তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই "ঐ বেণ আসিতেছে" বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিত ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তং দূরাদেব দৃষ্ট্বা বেণোঽসাবস্মৎ-প্রাণঘাতী সমেতীত্যরৌৎ চুক্রোশ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অরৌৎ'—দূর হইতেই বেণকে আসিতে দেখিয়া লোকসকল, 'ঐ আমাদের প্রাণঘাতী বেণ আসিতেছে'—এই বলিয়া চীৎকার করিত ॥ ৪০ ॥

আক্রীড়ে ক্রীড়তো বালান্ বয়স্যানতিদারুণঃ ।
প্রসহ্য নিরনুক্রোশঃ পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—অতিদারুণঃ (কঠিনচিত্তঃ) নিরনুক্রোশঃ (নির্দ্দয়ঃ) (সঃ বেণঃ) আক্রীড়ে (ক্রীড়াস্থানে) ক্রীড়তঃ বয়স্যান্ (সমানবয়স্কান্) বালান্ পশুমারং (শোনিকাঃ যথা পশূন্ মারয়ন্তি তথা) প্রসহ্য (বলাৎকারেণ) অমারয়ৎ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অতি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় বেণ ক্রীড়াভূমিতে সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—পশুমারং পশূনিবামারয়ৎ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পশুমারং'—পশুর ন্যায় (খেলার সাথী বালকদিগকে) মারিয়া ফেলিত ॥ ৪১

তং বিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈর্বিবিধৈর্নৃপঃ ।
যদা ন শাসিতুং কল্পো ভৃশমাসীৎ সুদুর্ম্মনাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপঃ (অঙ্গঃ) তং (বেণং) পুত্রং খলং (প্রাণিপীড়ানিরতং) বিচক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিবিধৈঃ (তাড়নতর্জ্জনাদিভিঃ) শাসনৈঃ (শিক্ষণৈঃ) যদা শাসিতুং (শিক্ষিতুং শিক্ষয়া সন্মার্গে নেতুং) ন কল্পঃ (ন সমর্থঃ জাতঃ তদা) ভৃশম্ (অত্যন্তং) সুদুর্ম্মনাঃ (দুঃখিতচিত্তঃ) আসীৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—রাজা অঙ্গ সেই পুত্র বেণকে প্রাণিপীড়ানিরত দর্শন করিয়া তাড়ন, তর্জ্জনাদি নানাবিধ উপায়ে শাসন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যখন শাসনে একেবারেই অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪২ ॥

প্রায়েণাভ্যর্চ্চিতো দেবো যেঽপ্রজা গৃহমেধিনঃ ।
কদপত্যভৃতং দুঃখং যে ন বিন্দন্তি দুর্ভরম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহমেধিনঃ (গৃহস্থাঃ) যে অপ্রজাঃ (পুত্রাদি রহিতাঃ তৈঃ) দেবঃ (ভক্তদুঃখনিবর্ত্তকঃ ভগবান্) প্রায়েণ অভ্যর্চ্চিতঃ ; (অতঃ) কদপত্যাভৃতং (কুৎসিতৈঃ অপত্যৈঃ সংভৃতং) দুর্ভরং (ধারয়িতুম্ অশক্যং) দুঃখং যে (তু) ন বিন্দন্তি (লভ্যন্তে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—যে সমস্ত গৃহমেধিব্যক্তি অপুত্রক তাঁহারা প্রায়ই পুত্রকামনাপরবশ হইয়া ভক্তদুঃখনিবর্ত্তক শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়! কুপুত্র হইতে যে কি অসহ্য দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা তাঁহারা বোধ হয় ধারণা করিতে পারেন না ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—যে অপ্রজা অনপত্যাস্তৈঃ অভ্যর্চ্চিতঃ। তত্র হেতুঃ—কদপত্যেন ভৃতং পূর্ণীকৃতং দুর্ভরং ধারয়িতুমশক্যং দুঃখং যে ন বিন্দন্তি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে অপ্রজাঃ'—যে সকল গৃহস্থ পুত্রহীন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছেন, তাহার কারণ—'কদপত্যাভৃতং'—কুসন্তানের দ্বারা সম্পাদিত দুর্ভর অর্থাৎ ধরণার অশক্য দুঃখ (ক্লেশ) তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৪৩ ॥

বিবৃতি—ইন্দ্রিয়তর্পণরত গৃহাবস্থিত সেবাবিমুখ গৃহস্থগণ পুত্রের অভাবে নানাদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। হরিসেবাবিমুখ পুত্রে পিতাকে যে প্রকার দুঃখ প্রদান করে, অপুত্রকগণ তাদৃশ পুত্রের অভাবে আপনাদিগকে মুক্ত মনে করেন ॥ ৪৩ ॥

যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তিরধর্ম্মশ্চ মহান্ নৃণাম্ ।
যতো বিরোধঃ সর্ব্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (কদপত্যাৎ) নৃণাং (পিত্রাদীনাং) পাপীয়সী কীর্ত্তিঃ (দুর্যশঃ) অধর্ম্মশ্চ মহান্ (ভবতি), যতঃ (কদপত্যাৎ হেতুভূতাৎ) সর্ব্বেষাং বিরোধঃ (সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ সহ বিরোধঃ ভবতি), যতশ্চ (কদপত্যাৎ) অনন্তকঃ (অশেষঃ) আধিঃ (মনঃপীড়া ভবতি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—কুসন্তান হইতে মনুষ্যদিগের যাবতীয়

অখ্যাতি এবং মহান্ অধর্ম্ম হয়, সর্ব্বপ্রাণীর সহিত বিরোধ ঘটে এবং অশেষপ্রকার মনঃপীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ ।
পণ্ডিতো বহু মন্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদর্থাঃ (যন্নিমিত্তাঃ) গৃহাঃ ক্লেশদাঃ (ভবন্তি) তং প্রজাপদেশং (পুত্রনামমাত্রম্) আত্মনঃ (স্বস্য) মোহবন্ধনম্ (এব অতঃ) কঃ পণ্ডিতঃ বহু মন্যেত (আদ্রিয়েত) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—যাহার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে, সেই নামে-মাত্র পুত্রই কুপুত্র, সে স্বীয় মোহ-বন্ধনেরই কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি তাদৃশ পুত্রের বহুমানন করিবেন ? ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ—প্রজাপদেশং নাম্নৈব প্রজাং বস্তুতস্ত্বাত্মনো দুঃখসমুদ্রমিত্যর্থঃ। তস্মাল্লোকলজ্জা-মনস্তাপাদিবহুলেভ্যো গৃহেভ্যো নিঃসৃত্য কুচিদলক্ষিতে প্রদেশে শাকমূলফলাদিবৃত্তিরষ্টাবেব যামান্ ভগবন্তং ভজন্নবশিষ্টমায়ুরব্যর্থীকুর্ব্বন্ কৃতার্থীভবিষ্যামীতি নিশ্চিকায় ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজাপদেশং'—নামমাত্র পুত্রকে, বস্তুতঃ কিন্তু (সেই পুত্র) আত্মার দুঃখসমুদ্র, এই অর্থ। অতএব লোকলজ্জা, মনস্তাপাদি-বহুল গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কোনও অলক্ষিত (নির্জ্জন) প্রদেশে, শাক, মূল, ফলাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ অষ্ট প্রহরেই শ্রীভগবান্কে ভজন করতঃ অবশিষ্ট পরমায়ু অব্যর্থ করিয়া কৃতার্থ হইব—এইরূপ (মহারাজ অঙ্গ) স্থির করিলেন ॥ ৪৫ ॥

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ ।
নির্ব্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্ত্যো যৎক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—শুচাং পদাৎ (শোকানাং স্থানাৎ) সদপত্যাৎ (শ্রেষ্ঠাপত্যাৎ) কদপত্যম্ (এব) বরং মন্যে, যৎ (যতঃ কদপত্যাদ্ধেতোঃ) মর্ত্ত্যঃ গৃহাৎ নির্ব্বিদ্যেত (বিরক্তো ভবতি), গৃহাঃ (গৃহসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে পদার্থাঃ) ক্লেশনিবহাঃ (দুঃখপ্রদাঃ প্রতিভান্তি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অথবা শোকের কারণীভূত সুসন্তান অপেক্ষা কুসন্তান বরং শুভদায়ক, কারণ ঐরূপ কুসন্তান হইতে গৃহ দুঃখপ্রদ অনুভূত হওয়ায় মানব-গণের গৃহব্রতধর্ম্মের প্রতি বিরক্ত ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৬॥

বিশ্বনাথ—নিশ্চিত্য চ স্বনির্ব্বেদামৃতপ্রাপ্তিকারণং পুত্রমেব স্মৃত্বা ভগবতৈব পরমকৃপয়া বিষয়ভোগান্ধং মাং স্বচরণান্তিকং বলান্নিনীষুণা পুত্রোহয়ং মহ্যং দত্ত ইত্যাহ—কদপত্যমিতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিজের নির্ব্বেদরূপ অমৃত প্রাপ্তির কারণ পুত্রই—ইহা স্মরণ করতঃ, শ্রীভগবান্ই পরম কৃপাবশতঃ বিষয়-ভোগে অন্ধ আমাকে নিজ পাদপ্রান্তে বলপূর্ব্বক নিবার ইচ্ছা করিয়া, আমাকে এই কুপুত্র প্রদান করিয়াছেন—ইহা বলিতেছেন—'কদপত্যং', কু-সন্তান বরং প্রার্থনীয় ইত্যাদি ॥ ৪৬ ॥

বিবৃতি—জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে পিতার পুত্রগণ পিতাকে হরিবিমুখ করাইয়া নিজসেবায় নিযুক্ত করে। যাহাতে জীবের নিজ-চরম কল্যাণরূপ হরিসেবার বিঘ্ন হয়, তাদৃশ পুত্র কামনা করা কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভাল বলিয়া মনে করেন না। যদি পুত্র ভক্তিবিমুখ হইয়া কেবলমাত্র কর্ম্ম-কাণ্ডীয় নীতিপরায়ণ হয়, তবে তাদৃশ পুত্র অপেক্ষা যে সকল তনয় দুঃস্বভাবক্রমে পিতার বিরক্তিভাজন হয়, সেই পুত্রের অভিনিবেশ হইতে পিতা পরিত্রাণ পাইয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং সৎপুত্র অপেক্ষা অসৎ পুত্রই হরিভজনের বিশেষ উপ-যোগী। যিনি গৌণভাবে পুত্রসৌখ্যে পিতাকে বঞ্চিত করেন, তিনিই পিতার উপকারী পুত্র। তাই বলিয়া অসৎপুত্রের প্রতি হরিবিমুখ পিতার যে অভিনিবেশ তাহাও নীতিবিগর্হিত ॥ ৪৬ ॥

এবং স নির্ব্বিণ্ণমনা নৃপো গৃহা-
ন্নিশীথ উত্থায় মহোদয়োদয়াৎ ।
অলব্ধনিদ্রোঽনুপলক্ষিতো নৃভি-
র্হিত্বা গতো বেণসুবং প্রসুপ্তাম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (প্রকারেণ) নির্ব্বিণ্ণমনাঃ (নির্ব্বিণ্ণং সর্ব্বতঃ বিরক্তং মনঃ যস্য সঃ) অলব্ধ-

নিদ্রঃ (ন লব্ধা নিদ্রা যস্য সঃ) সঃ নৃপঃ (অঙ্গঃ) নিশীথে (অর্দ্ধরাত্রে) উত্থায় নৃভিঃ অনুপলক্ষিতঃ (অজ্ঞাতঃ এব) প্রসুপ্তাং বেণসুবং (বেণং সূতে বেণসূঃ সুনীথা তাং) হিত্বা মহোদয়োদয়াৎ (মহতাম্ উদয়ানাং বিভূতীনাম্ উদয়ঃ যস্মিন্ তস্মাৎ) গৃহাৎ গতঃ ।। ৪৭ ।।

অনুবাদ—এই প্রকারেই রাজা অঙ্গের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না ; তিনি অর্দ্ধরাত্রে শয্যা হইতে উত্থান করিলেন এবং লোকের অজ্ঞাতসারে বেণ-জননী সুনীথাকে পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান-সমৃদ্ধিশালী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ।। ৪৭ ।।

বিশ্বনাথ—মহোদয়স্য মহাসম্পত্তেরুদয়ো যত্র তস্মাৎ। বেণং সূতে বেণসূস্তাং সুনীথাং প্রসুপ্তামিতি যদৈব সা প্রকর্ষেণ স্বপিতিস্ম তদৈব স্বস্য বেশান্তরং কৃত্বেত্যর্থঃ ।। ৪৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহোদয়োদয়াৎ'—মহাসম্পত্তির উদয় যেখানে, তাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্বগৃহ হইতে (বহির্গত হইলেন)। 'বেণসুবং'—বেণকে যিনি প্রসব করিয়াছেন, সেই সুনীথাকে, 'প্রসুপ্তাং'—যখনই তিনি প্রকৃষ্টরূপে নিদ্রিতা (অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রাভিভূতা) হইলেন, তখনই রাজা অঙ্গ নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া (বহির্গত হইলেন)—এই অর্থ ।। ৪৭ ।।

বিজ্ঞায় নির্ব্বিদ্য গতং পতিং প্রজাঃ
পুরোহিতামাত্যসুহৃদ্‌গণাদয়ঃ ।
বিচিক্যুরুর্ব্ব্যামতিশোককাতরা
যথা নিগূঢ়ং পুরুষং কুযোগিনঃ ।। ৪৮ ।।

অন্বয়ঃ—পতিং (রাজানং) নির্ব্বিদ্য (বৈরাগ্যং কৃত্বা) গতং বিজ্ঞায় অতিশোককাতরাঃ (অতিশোকেন কাতরাঃ বিহ্বলাঃ) প্রজাঃ পুরোহিতামাত্যসুহৃদ্‌গণাদয়ঃ (চ), যথা নিগূঢ়ং পুরুষম্ (অন্তর্য্যামিণং) কুযোগিনঃ (বিচিন্বন্তঃ অপি ন পশ্যন্তি) (তথা) উর্ব্ব্যাং (পৃথিব্যাং) বিচিক্যুঃ (অন্বেষিতবন্তঃ) ।। ৪৮ ।।

অনুবাদ—অনন্তর রাজা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া প্রজা, পুরোহিত, অমাত্য এবং সুহৃদ্বর্গ সকলেই অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং কুযোগিগণ যেরূপ অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়াও দর্শন পায় না, সেইরূপ তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ।। ৪৮ ।।

বিশ্বনাথ—পুরুষং পরমাত্মানং নিগূঢ়মিতি দৃষ্টান্তেন তস্মিন্ দিনে তত্রৈব স্বপুর্য্যাং রাজা নিগূঢ় এবাসীদিতি লভ্যতে ।। ৪৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষং'—পরমাত্মাকে (অর্থাৎ আত্মস্থ নিগূঢ় সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষকে কুযোগিগণ যেমন বাহিরে অন্বেষণ করে)। এখানে 'নিগূঢ়'—এই দৃষ্টান্তে, সেই দিন সেখানেই নিজপুরীতে রাজা নিগূঢ়ই ছিলেন—ইহা বুঝা যাইতেছে ।। ৪৮ ।।

অলক্ষয়ন্তঃ পদবীং প্রজাপতে-
র্হতোদ্যমাঃ প্রত্যুপসৃত্য তে পুরীম্ ।
ঋষীন্ সমেতানভিবন্দ্য সাশ্রবো
ন্যবেদয়ন্ পৌরব ভর্ত্তৃবিপ্লবম্ ।। ৪৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে অঙ্গপ্রব্রজ্যা নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) পৌরব, (বিদুর,) তে (প্রজাঃ পুরোহিতাদয়ঃ) প্রজাপতেঃ (অঙ্গস্য) পদবীং (মার্গং, স্থানম্) অলক্ষয়ন্তঃ (অপশ্যন্তঃ (হতোদ্যমাঃ) হতঃ নিষ্ফলতাং গতঃ উদ্যমঃ অন্বেষণলক্ষণঃ যেষাং তে) পুরীং প্রত্যুপসৃত্য (আগত্য) (তত্র) সমেতান্ (একত্র মিলিত্বা স্থিতান্) ঋষীন্ অভিবন্দ্য সাশ্রবঃ (রুদন্তঃ সন্তঃ) ভর্ত্তৃবিপ্লবং (রাজ্ঞঃ দর্শনাভাবং) ন্যবেদয়ন্ (বিজ্ঞাপিতবন্তঃ) ।। ৪৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে বিদুর, প্রজা পুরোহিতাদি সকলে প্রজাপতি অঙ্গকে কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া রাজপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন

এবং সমবেত ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে রাজার অদর্শনবার্ত্তা জানাইলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—হে পৌরব, বিদুর ভর্ত্তুর্বিপ্লবং নাশমদর্শনমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৌরব'—হে বিদুর! 'ভর্ত্তৃ-বিপ্লবম্'—'ভর্ত্তুঃ'—স্বামীর অর্থাৎ রাজার বিপ্লব বলিতে অদর্শন বার্ত্তা (অর্থাৎ রাজার নিখোঁজ হওয়ার বার্ত্তা প্রদান করিলেন)—এই অর্থ ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১৩ ॥

ইতি চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ
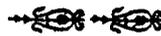
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ভৃগ্বাদয়স্তে মুনয়ো লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ।
গোপ্তর্য্যসতি বৈ নৃণাং পশ্যন্তঃ পশুসাম্যতাম্ ॥ ১ ॥
বীরমাতরমাহূয় সুনীথাং ব্রহ্মবাদিনঃ।
প্রকৃত্যসম্মতং বেণমভ্যষিঞ্চন্ পতিং ভুবঃ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কুপুত্রের ভয়ে অঙ্গ-রাজার প্রস্থান, দ্বিজগণকর্ত্তৃক বেণের রাজ্যাভিষেক, তদনন্তর রোষবশতঃ তাঁহার বিনাশবার্ত্তা বর্ণিত হইয়াছে।

মুনিগণ সদুপদেশদ্বারা বেণরাজকে অসদাচারণ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং আরও বলিলেন যে লোকপালগণের সহিত সর্ব্বলোক যাঁহারা আরাধনা করেন, সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলেই জীবের আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। যাঁহারা যজ্ঞ-বিস্তারপূর্ব্বক ভগবানের পূজা করেন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা অনুচিত। এইরূপ বাক্যে বেণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তিনিই একমাত্র সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বভোক্তা, তাঁহার দেহেই বিষ্ণু হইতে সকল দেবের অধিষ্ঠান। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞপুরুষের আরাধনা কুলটা কামিনীর ন্যায় ব্যভিচার। মুনিগণ এইরূপ বিষ্ণুনিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভয়ঙ্কর হুঙ্কারশব্দে তাহাকে বিনাশ করিলেন। পরে মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকটে, বেণকে সংহার করিয়া মুনিগণের স্বস্থানে প্রস্থান, বেণ-জননীর মন্ত্রবলে মৃতপুত্র বেণের দেহরক্ষা, রাজার অভাবে রাজ্যে নানা উপদ্রব, ঋষিগণকর্ত্তৃক মৃত বেণের উরুদেশ-মন্থনে খর্ব্বাকৃতি এক পুরুষের উৎপত্তি, ঋষিগণের নিষীদ অর্থাৎ "উপবেশন কর" এই বাক্য হইতে উহার 'নিষাদ'-নামপ্রাপ্তি ও বেণরাজের কল্মষগ্রহণহেতু নৈষাদগণের নীচত্ব প্রভৃতি বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ,—তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ (কল্যাণচিন্তকাঃ) ব্রহ্মবাদিনঃ ভৃগ্বাদয়ঃ মুনয়ঃ গোপ্তরি (রক্ষকে) অসতি (ন বিদ্যমানে) নৃণাং পশুসাম্যতাং (পশুসমানরূপতাং পরস্ত্রী-পরবিত্তভোগোন্মুখতাং) পশ্যন্তঃ বীরমাতরং (বীরস্য বেণস্য মাতরং) সুনীথাম্ আহূয় (তাং পৃষ্ট্বা চ)

প্রাকৃত্যসম্মতং (প্রকৃতীনাং প্রজামাত্যাদীনাম্ অসম্মতম্) অপি বেণং ভুবঃ পতিম্ অভ্যষিঞ্চন্ ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,— হে বিদুর লোকের কল্যাণ-চিন্তায় রত ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিমুনিগণ রক্ষকবিরহিত প্রজাসকলকে পশুতুল্য ভোগোন্মুখ হইতে দেখিয়া বেণ-জননী সুনীথাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অনুমতি লইলেন এবং প্রজাবর্গের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও সেই বেণকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন ? ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্দ্দশেঽভিষিক্তস্য বেণস্যাধর্ম্মবর্ত্তিনঃ ।
প্রবোধিতহতস্যোরুমথনং মুনিভিঃ পুনঃ ॥০॥

সাম্যতামিতি স্বার্থে ষ্যঞ্ পশ্যন্ মেষাদীন্ যথা শৃগালবৃকাদয়ো নাশয়ন্তি তথৈব নূনং দস্যব ইত্যর্থঃ। প্রকৃত্যসম্মতং প্রকৃত্যাসম্মতমিতি পাঠদ্বয়ম্। প্রকৃতিরমাত্যাদিঃ স্বভাবশ্চ তাসাং তয়া চ অসম্মতঃ ॥১-২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে মুনিগণ কর্ত্তৃক অধর্ম্মপরায়ণ বেণের রাজপদে অভিষেক, তাঁহাকে প্রবোধ-দান, বিনাশ এবং পুনরায় তাঁহার উরুমন্থন বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'পশু-সাম্যতাং'—পশুগণের তুল্যতা, অর্থাৎ পশুর ন্যায় রক্ষকহীনতা। 'সাম্যতাম্'—এই স্থলে স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে, (সাম্য শব্দের নিজের অর্থেই সাম্যতা, অর্থাৎ তুল্যতা-এই অর্থ)। যেমন শৃগাল, বৃক প্রভৃতি মেষাদিকে বিনাশ করে, সেইরূপ দস্যুগণ মনুষ্যদিগকে বিনাশ করিবে—ইহা দেখিয়া। 'প্রকৃত্যসম্মতং' এবং 'প্রকৃত্যাসম্মতং'—এই পাঠদ্বয় রহিয়াছে। প্রকৃতি শব্দে অমাত্য প্রভৃতি এবং স্বভাব—দুই অর্থ, তাহাতে প্রজাবর্গের অসম্মত বেণকে, অর্থাৎ তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ; অপর পক্ষে—স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব বলিয়া অসম্মত বেণকেই (রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।) ॥ ১-২ ॥

শ্রুত্বা নৃপাসনগতং বেণমত্যুগ্রশাসনম্ ।
নিলিল্যুর্দস্যবঃ সদ্যঃ সর্পত্রস্তা ইবাখবঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অত্যুগ্রশাসনম্ (অত্যুগ্রং শাসনং যস্য তং বেণং নৃপাসনগতং শ্রুত্বা দস্যবঃ (চৌরাঃ) সর্পত্রস্তাঃ (সর্পেণ ত্রস্তাঃ ভয়যুক্তাঃ) আখবঃ (মূষিকাঃ) ইব সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব শ্রবণকালে এব) নিলিল্যুঃ (লীনাঃ অদৃশ্যাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অত্যুগ্রপ্রতাপ বেণ রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিবামাত্র দস্যুগণ সর্পত্রস্ত মূষিকের ন্যায় লুক্কায়িত হইল ॥ ৩ ॥

স আরূঢ়নৃপস্থান উন্নদ্ধোঽষ্টবিভূতিভিঃ ।
অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—আরূঢ়নৃপস্থানঃ (আরূঢ়ম্ অধিষ্ঠিতং নৃপস্থানং রাজ্যাসনং যেন সঃ) অষ্টবিভূতিভিঃ (অষ্টলোকপালৈশ্বর্য্যৈঃ অণিমাদিভিঃ বা) উন্নদ্ধঃ (বর্দ্ধিতঃ) স্তব্ধঃ (অনম্রঃ) স্বতঃ (স্বেনৈব) সম্ভাবিতঃ (শূরঃ অহম্ ইত্যাদিকৃতাত্মশ্লাঘঃ) সঃ (বেণঃ) মহাভাগান্ (ধার্ম্মিকান্) অবমেনে (তিরস্কৃতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বেণ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অষ্টলোকপালের ঐশ্বর্য্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং নিজকে বীরশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে শ্লাঘান্বিত বোধ করিয়া মহাভাগবতগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ — অষ্টবিভূতিভিরষ্টদিগ্বর্ত্তিনীভিঃ সম্পত্তিভিরিতি সপ্তদ্বীপাধিপত্যং ধ্বনিতম্। স্তব্ধো গর্ব্ববান্। স্বতঃ স্বেনৈব সম্ভাবিতঃ শূরোঽহং পণ্ডিতোঽহমিতি কৃতাত্মকথনঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অষ্টবিভূতিভিঃ'—অষ্টদিগ্‌বর্ত্তী লোকপালসকলের বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা, ইহাতে সপ্তদ্বীপের আধিপত্য ধ্বনিত হইল। 'স্তব্ধ' বলিতে গর্ব্বযুক্ত, অর্থাৎ গর্ব্বিত। 'স্বতঃ সম্ভাবিতঃ'—নিজে নিজেই 'আমি শূর, আমি পণ্ডিত'—এইরূপ আত্মশ্লাঘাকারী বেণ ॥ ৪ ॥

এবং মদান্ধ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ ।
পর্য্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ৫ ॥
ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ ।
ইতি ন্যবারয়দ্ধর্ম্মং ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (এবম্প্রকারেণ রাজ্যাসনং লব্ধ্বা)

মদান্ধঃ (মদঃ গর্ব্বঃ তেন অন্ধঃ অতএব) উৎসিক্তঃ (ত্যক্তলোকবেদাচারঃ) নিরঙ্কুশঃ (অঙ্কুশতাড়নরহিতঃ) দ্বিপঃ (হস্তী যথা তৎ) ইব রথম্ আস্থায় রোদসী (দ্যাবাভূমী) কম্পয়ন্ ইব পর্য্যটন্ (সঃ বেণঃ) (ভো) দ্বিজাঃ, 'কৃচিৎ (কদাচিৎ অপি) ন যষ্টব্যং (যজ্ঞাদিঃ ন কর্ত্তব্যঃ) ন (কস্মৈ কিমপি) দাতব্যং ন হোতব্যং (হোমাদি ক্রিয়া ন কর্ত্তব্যা), ইতি (ইত্যেবং প্রকারেণ), ভেরীঘোষেণ (ভেরীনিনাদেন) সর্ব্বতঃ ধর্ম্মং ন্যবারয়ৎ (নিষেধয়ামাস) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে রাজাসন লাভ করিয়া বেণ মদান্ধ এবং লোকবেদাচারশূন্য হইলেন। অঙ্কুশতাড়নরহিত হস্তীর ন্যায় দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পমান করিয়া তিনি রথযোগে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং "কেহ কোন স্থানে কোন যজ্ঞ, দান বা হোমাদি ক্রিয়া করিতে পারিবেন না"—ভেরী-নিনাদে ইহা ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে বাধা প্রদান করিলেন ॥ ৫-৬ ॥

বেণস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো দুর্ব্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতম্ ।
বিমৃশ্য লোকব্যসনং কৃপয়োচুঃ স্ম সত্রিণঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মুনয়ঃ দুর্ব্বৃত্তস্য দুরাচারস্য বেণস্য বিচেষ্টিতং (সদাচার-প্রতিবন্ধম্) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) লোকব্যসনং (নরলোকস্য সজ্জনস্য ব্যসনং ধর্ম্মকর্ম্মাদিনাশেন মহৎকষ্টং) বিমৃশ্য (বিচার্য্য চ) কৃপয়া সত্রিণঃ (পরস্পরং মিলিতাঃ সন্তঃ) উচুঃ (বিচারবাক্যানি উক্তবন্তঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, মুনিগণ দুরাচার বেণের এতাদৃশ সদাচার-প্রতিবন্ধ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ধর্ম্মকর্ম্মাদিনাশহেতু নরলোকের মহৎ কষ্ট উপস্থিত ; তজ্জন্য কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

অহো উভয়তঃ প্রাপ্তং লোকস্য ব্যসনং মহৎ ।
দারুণ্যুভয়তো দীপ্ত ইব তস্করপালয়োঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ! (আশ্চর্য্যং), দারুণি (কাষ্ঠে) উভয়তঃ (মূলতঃ অগ্রতশ্চ) দীপ্তে (প্রজ্জ্বলিতে সতি যথা তন্মধ্যবর্ত্তিনাং পিপীলিকাদীনাং জন্তূনাম্ উভয়তঃ দুঃখং ভবতি তৎ) ইব লোকস্য (ধর্ম্মনিষ্ঠস্য জনস্য) তস্করপালয়োঃ (একতঃ তস্করেভ্যঃ চৌরেভ্যঃ অন্যতঃ পালকাৎ রাজ্ঞঃসকাশাচ্চ ইতি উভয়তঃ) মহৎ ব্যসনং (কষ্টং) প্রাপ্তম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অহো কি আশ্চর্য্য ! কাষ্ঠের মূল এবং অগ্রভাগ প্রজ্জ্বলিত হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী পিপীলিকাদির যেরূপ উভয় দিক্ হইতে দুঃখ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ এই ধর্ম্মনিষ্ঠ লোকগণের একদিকে রাজা, অন্যদিকে দস্যু-তস্করাদি হইতে ক্লেশ উপস্থিত ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মূলতাশ্চাগ্রতশ্চ দীপ্তে প্রজ্জ্বলিতে কাষ্ঠে তন্মধ্যবর্ত্তিনাং পিপীলিকাদীনাং যথা উভয়তো ব্যসনম্ এবং লোকস্য দুর্গাদৌ পলায়নে তস্করাৎ রাষ্ট্রে স্থিতৌ পালকাৎ রাজতো ভয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাষ্ঠখণ্ডের মূল ও অগ্রভাগ প্রজ্জ্বলিত হইলে, তাহার মধ্যবর্ত্তী পিপীলিকাদি জন্তুর যেমন উভয় দিক্ হইতে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ এখন প্রজাসকলের দুর্গাদিতে পলায়ন করিলে তস্কর হইতে ভয়, আবার রাষ্ট্রে অবস্থান করিলে পালক, অর্থাৎ রাজা বেণ হইতে ভয় (উপস্থিত হইয়াছে) —এই অর্থ ॥ ৮ ॥

অরাজকভয়াদেষ কৃতো রাজাহতদর্হণঃ ।
ততোঽপ্যাসীদ্ভয়ন্ত্বদ্য কথং স্যাৎ স্বস্তি দেহিনাম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—অরাজকভয়াৎ (রাজাভাবে চৌরাদিকৃতোপদ্রবভয়াৎ) অতদর্হণঃ (রাজ্যানর্হঃ রাজ্যাযোগ্যঃ অপি এষঃ বেণঃ) রাজা (রাজ্যরক্ষার্থম্ অস্মাভিঃ) কৃতঃ। অদ্য (ইদানীং) ততঃ অপি (বেণাৎ) ভয়ং (স্বধর্ম্মত্যাগলক্ষণং ভয়ম্) আসীৎ (জাতম্ ইত্যর্থঃ) অতঃ দেহিনাং কথং স্বস্তি (মঙ্গলং) স্যাৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অরাজকভয়ে রাজাসনের নিতান্ত অনুপযুক্ত এই বেণকে আমরা রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছি, কিন্তু তাহা হইতেই কিনা আজ ভয় উপস্থিত ! এখন প্রজাদিগের মঙ্গলের উপায় কি ? ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতদর্হণঃ রাজ্যানর্হঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতদর্হণঃ'— রাজাসনে বসিবার অনুপযুক্ত (বেণ) ॥ ৯ ॥

অহেরিব পয়ঃপোষঃ পোষকস্যাপ্যনর্থভৃৎ ।
বেণঃ প্রকৃত্যৈব খলঃ সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ ।
নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ স জিঘাংসতি বৈ প্রজাঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—অহেঃ (সর্পস্য) পয়ঃপোষঃ (পয়সা ক্ষীরেণ পোষণং) পোষকস্য অপি অনর্থভৃৎ (যথা ভবতি অর্থাৎ ক্রুদ্ধ অহিঃ যথা পোষকং দশতি, তথা অয়ং বেণঃ অপি অস্মাকম্ অনর্থঃ বিভর্তি যতঃ) সুনীথগর্ভসম্ভবঃ (মৃত্যোর্দৌহিত্রং) বেণঃ প্রকৃত্যৈব (স্বভাবেন এব) খলঃ (অপি) অস্মাভিঃ প্রজাপালঃ (রাজা) নিরূপিতঃ (কৃতঃ ; অধুনা) সঃ এব (বেণঃ) প্রজাঃ (প্রজাবর্গান্) জিঘাংসতি (ধর্ম্মলোপদ্বারা নরকপাতেন নাশয়িতুমিচ্ছতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ— দুগ্ধদ্বারা পালিত কালসর্প যেরূপ পালকেরও অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে, এই বেণও তদ্রূপ আমারের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সুনীথাগর্ভসম্ভূত এই বেণ প্রকৃতই খল ; আমরা ইহাকে প্রজাপালকরূপে নিরূপিত করিলাম, আর সে কিনা নিজেই এখন প্রজা ঘাতক হইয়া পড়িল ! ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দেহীনামন্যেষাং কা কথা অস্মাভিরেবায়মভিষিক্তঃ সম্প্রত্যয়মস্মানেব ন যষ্টব্যমিত্যাদ্যাজ্ঞয়া শাস্তীত্যাহুঃ—অহেরিতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যান্য লোকদের কথা কি ? আমরাই ইহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলাম, এখন 'ন যষ্টব্যং' (৬ শ্লোক), অর্থাৎ কেহ যজ্ঞ করিতে পারিবে না —ইত্যাদি আদেশের দ্বারা আমাদিগকেই শাস্তি দিতেছে, ইহা বলিতেছেন—'অহেঃ ইব' ইত্যাদি (অর্থাৎ দুগ্ধ দিয়া কালসর্পকে পোষণ করিলে, সেই সর্প যেমন প্রতিপালকের অনর্থ ঘটায়, তদ্রূপ বেণ প্রতিপালক আমাদেরই অনিষ্টসাধন করিতেছে ।) ॥ ১০ ॥

তথাপি সান্ত্বয়েমামুং নাস্মাংস্তৎপাতকং স্পৃশেৎ ।
তদ্বিদ্বদ্ভিরসদ্বৃত্তো বেণোঽস্মাভিঃ কৃতো নৃপঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(যদ্যপি) তদ্বিদ্বদ্ভিঃ (তৎ তস্য বেণস্য দুষ্টত্বং তৎপাপং বা জানদ্ভিঃ অপি) অস্মাভিঃ অসদ্বৃত্তঃ (দুরাচারঃ) বেণঃ নৃপঃ কৃতঃ, তথাপি অমুং (বেণং) সান্ত্বয়েম (উপপত্তিভিঃ সদ্‌যুক্তিভিঃ প্রার্থয়িষ্যামঃ বয়ং তেন কারণেন) তৎপাতকং (তৎকৃতং পাতকং) অস্মান্ ন স্পৃশেৎ (অন্যথা যদি তং ন সান্ত্বয়েম তদা অস্মাভিঃ তস্য নিযুক্তত্বাৎ তৎকৃতং পাপং অস্মান্ স্পৃশেৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যদিও আমরা এই সকল জানিয়াও ঐ দুরাচার বেণকে রাজা করিয়াছি, তথাপি তাহার পাতক যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ না করে, তজ্জন্য তাহাকে সদ্ যুক্তি দ্বারা সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিব ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সান্ত্বয়েম উপপত্তিভিঃ প্রবোধয়াম, তথা সতি অস্মান্ পাপং ন স্পৃশেৎ অন্যথা তু পাপং স্পৃশেদেবেত্যাহুঃ তৎপাতকং বিদ্বদ্ভিরিতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সান্ত্বয়েম'—তথাপি আমরা সকলে যুক্তির দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিব (অর্থাৎ শান্ত করিতে চেষ্টা করিব)। তাহা হইলে আমাদিগকে পাপ স্পর্শ করিবে না, অন্যথা পাপ স্পর্শ করিবেই, ইহা বলিতেছেন—'তৎপাতকং', তাহার দ্বারা কৃত পাপ। 'তদ্ বিদ্বদ্ভিঃ'—বেণের দৌরাত্ম্য জানিয়াও (আমরা তাহাকে রাজা করিয়াছিলাম।) ॥ ১১ ॥

সান্ত্বিতো যদি নো বাচং ন গ্রহীষ্যত্যধর্ম্মকৃৎ ।
লোকধিক্কারসন্দগ্ধং দহিষ্যামঃ স্বতেজসা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সান্ত্বিতঃ (সৎযুক্তিভিঃ প্রবোধিতঃ অপি) অধর্ম্মকৃৎ যদি নঃ (অস্মাকং) বাচং ন গ্রহিষ্যতি (তদা) লোকধিক্কারসন্দগ্ধং (লোকধিক্কারেণ সংদগ্ধং মৃতপ্রায়ম্ এব এনং বেণং) স্বতেজসা (স্বকীয়কোপাগ্নিনা) দহিষ্যামঃ (ধক্ষ্যামঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঐ অধার্ম্মিক বেণ একে লোকের ধিক্কারে জর্জ্জরিত, তাহাতে আবার আমাদিগের প্রবোধবাক্যও যদি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে উহাকে আমরা স্বকীয় কোপাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—দহিষ্যামঃ ধক্ষ্যামঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দহিষ্যামঃ'—দগ্ধ করিব ॥ ১২ ॥

এবমধ্যবসায়ৈনং মুনয়ো গূঢ়মন্যবঃ ।
উপব্রজ্যাব্রুবন্ বেণং সান্ত্বয়িত্বাথ সামভিঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—গূঢ়মন্যবঃ (গূঢ়ঃ বহিঃ অলক্ষিতঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ যেষাং তে) মুনয়ঃ এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) অধ্যবসায় (নিশ্চিত্য) এনং বেণম্ উপব্রজ্য (সমীপং গত্বা) সামভিঃ (প্রিয়োক্তিভিঃ) সান্ত্বয়িত্বা অথ (অনন্তরম্) অব্রুবন্ (উপদেশং কৃতবন্তঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মুনিগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া স্ব-স্ব ক্রোধ সঙ্গোপনপূর্ব্বক বেণের সমীপে গমন করিলেন এবং প্রিয় বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীমুনয় উচুঃ—

নৃপবর্য্য নিবোধৈতদ্‌যৎ তে বিজ্ঞাপয়াম ভোঃ ।
আয়ুঃশ্রীবলকীর্ত্তীনাং তব তাত বিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমুনয়ঃ উচুঃ,—(হে) নৃপবর্য (ভোঃ) তাত, (বয়ং) তব আয়ুঃশ্রীবলকীর্ত্তীনাং বিবর্দ্ধনং (সাধনং) তে (তুভ্যং) যৎ বিজ্ঞাপয়াম (তৎ) এতৎ (ত্বং) নিবোধ (সাবধানতয়া অবধারয়) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমুনিগণ কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ, হে বৎস, আমরা তোমার নিকট যাহা বিজ্ঞাপন করিব, তাহার দ্বারা তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বল, কীর্ত্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইবে। তুমি সেই সকল বিষয় সাবধানে অবধারণ কর ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিভিঃ ।
লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথানন্ত্যমসঙ্গিনাম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—পুংসাম্ (অধিকারিণাং) বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিভিঃ আচরিতঃ (অনুষ্ঠিতঃ) ধর্ম্মঃ বিশোকান্ (স্বর্গাদীন্) লোকান্ বিতরতি (দদাতি) অসঙ্গিনাং (নিষ্কামানাম্) অপি আনন্ত্যং (মোক্ষম্ অপি প্রযচ্ছতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কায়মনোবাক্যবুদ্ধিদ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সকাম মনুষ্যদিগকে স্বর্গাদি লোক এবং নিষ্কাম পুরুষদিগকে মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অসঙ্গিনাং নিষ্কামানামানন্ত্যং মোক্ষম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসঙ্গিনাং'—নিষ্কাম মানবগণের, 'আনন্ত্যং'—মোক্ষ প্রদান করে ॥ ১৫ ॥

স তে মা বিনশেদ্বীর প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ ।
যস্মিন্ বিনষ্টে নৃপতিরৈশ্বর্য্যাদবরোহতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, তে (তব) প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ (ক্ষেমম্ এব লক্ষণং যস্য সঃ) সঃ (ধর্ম্মঃ) মা বিনশেৎ (ন বিনশ্যতু) যস্মিন্ (ধর্ম্মে) বিনষ্টে (সতি) নৃপতিঃ ঐশ্বর্য্যাৎ (রাজ্যাৎ) অবরোহতি (ভ্রষ্টঃ ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সুতরাং হে বীর, তুমি প্রজাদিগের শ্রেয়ঃসম্পাদক ধর্ম্ম বিনাশ করিও না। কারণ সেই ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে রাজাকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মা বিনশেৎ মা বিনশ্যতু ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মা বিনশেৎ'—(প্রজাবর্গের কল্যাণপ্রদ তোমার সেই ধর্ম্ম) বিনাশ করিও না ॥ ১৬ ॥

রাজন্নসাধ্বমাত্যেভ্যশ্চৌরাদিভ্যঃ প্রজা নৃপঃ ।
রক্ষন্ যথা বলিং গৃহ্ণন্নিহ প্রেত্য চ মোদতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অসাধ্বমাত্যেভ্যঃ (অসাধবঃ যে অমাত্যাঃ তেভ্যঃ) চৌরাদিভ্যশ্চ প্রজাঃ (প্রজাবর্গান্) রক্ষন্ যথা (যথাশাস্ত্রং তাভ্যঃ) বলিং (করং) গৃহ্ণন্ নৃপঃ ইহ (অস্মিন্ লোকে) প্রেত্য চ (পরলোকে চ) মোদতে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যে [illegible] অসাধু অমাত্যবর্গ এবং দস্যুতস্করাদি হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করেন

এবং শাস্ত্রনির্দ্দেশানুযায়ী শুল্ক গ্রহণ করেন তিনি ইহ এবং পর—উভয় লোকেই সুখলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

যস্য রাষ্ট্রে পুরে চৈব ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ।
ইজ্যতে স্বেন ধর্ম্মেণ জনৈর্বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ ॥ ১৮ ॥
তস্য রাজ্ঞো মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজশাসনে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (রাজ্ঞঃ) রাষ্ট্রে (আজ্ঞানুবর্ত্তিনি দেশে) পুরে চ এব বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ (বর্ণাশ্রমবদ্ভিঃ অধিকারিভিঃ) জনৈঃ স্বেন (অধিকারানুরূপেণ) ধর্ম্মেণ ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ ইজ্যতে (আরাধ্যতে) (হে) মহারাজ, নিজশাসনে (প্রজাপালনরূপে ভগবদ্বিষ্টে) তিষ্ঠতঃ তস্য রাজ্ঞঃ (তং রাজানং প্রতি) ভূতভাবনঃ (প্রাণিনাং পালকঃ) বিশ্বাত্মা ভগবান্ পরিতুষ্যতি ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, যে রাজার রাজ্যে ও পুরমধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বি-প্রজাগণ স্ব-স্ব অধিকারোচিত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন, প্রজাপালনরূপ ভগবদভিলষিত কার্য্যে অবস্থিত সেই রাজার প্রতি ভূতভাবন বিশ্বাত্মা শ্রীভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মেষু আত্মা মনো যেষাং তৈঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ'—বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মে আত্মা অর্থাৎ মন যাহাদের, সেই সকল প্রজাবর্গের দ্বারা (ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ আরাধিত হন।) ॥ ১৮-১৯ ॥

তস্মিংস্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে।
লোকাঃ সপালা হ্যেতস্মৈ হরন্তি বলিমাদৃতাঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—জগতাম্ ঈশ্বরেশ্বরে (ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি ঈশ্বরে) তস্মিন্ (ভগবতি) তুষ্টে (সতি) কিং (বস্তু) অপ্রাপ্যম্ (স্যাৎ) ? হি (যস্মাৎ) এতস্মৈ (ভগবদ্ভক্তায়) সপালাঃ (লোকপালৈঃ সহিতাঃ সর্ব্বে অপি) লোকাঃ (প্রাণিনঃ) আদৃতাঃ (সাদরাঃ) বলিং (ভোগং) হরন্তি (সম্পাদয়ন্তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি জগদীশ্বরগণেরও ঈশ্বর সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে সেই রাজার আর অপ্রাপ্য কি থাকে ? যেহেতু লোকপালগণ সহিত যাবতীয় প্রাণী সাদরে তাঁহার পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

তং সর্ব্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং
ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ম্।
যজ্ঞৈর্বিচিত্রৈর্যজতো ভবায় তে
রাজন্ স্বদেশাননুরোদ্ধুমর্হসি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সর্ব্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং (সর্ব্বান্ লোকান্ স্বর্গাদিলোকান্, তৎ পালান্ চ, অমরান্ চ, তৎপ্রাপকান্ যজ্ঞান্ চ, সংগৃহ্নাতি নিযচ্ছতি ইতি তং) ত্রয়ীময়ং (যজ্ঞবোধকবেদত্রয়ীরূপং) দ্রব্যময়ং (যজ্ঞীয়দ্রব্যরূপং) তপোময়ং (তপঃ আলোচনং জ্ঞানং তৎসাধনরূপং) (চ) তং (ভগবন্তং) বিচিত্রৈঃ (স্বাধ্যায়দ্রব্যাদিময়ৈঃ) যজ্ঞৈঃ তে (এব) ভবায় (উদ্ভবায়, সমৃদ্ধয়ে) যজতঃ স্বদেশান্ (স্বদেশবাসিনঃ জনান্) অনুরোদ্ধুম্ (অনুবর্ত্তিতুম্) অর্হসি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, স্বর্গাদি লোকসমূহ, লোকপালগণ, অমরবৃন্দ এবং যজ্ঞসমূহের নিয়ামক, যজ্ঞবোধক বেদত্রয়ীরূপ, যজ্ঞীয় দ্রব্যরূপ, তপোরূপ সেই ভগবান্‌কে তোমার যে সকল স্বদেশবাসি-প্রজাগণ তোমারই মঙ্গলার্থে স্বাধ্যায় দ্রব্যাদিময় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন, তোমারও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তে ভবায় তবৈব ভূত্যৈ যজতো যজনকর্ত্তৄন্ স্বদেশবর্ত্তিনো জনান্ অনুরোদ্ধুং তত্রৈব যজনে প্রবর্ত্তয়িতুম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে ভবায়'—তোমারই কল্যাণের নিমিত্ত যজনকারী স্বদেশবাসী ব্যক্তিগণকে, 'অনুরোদ্ধুম্ অর্হসি'—সেই যজনকার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

মধ্ব—
সর্ব্বলোকান্ সংগৃহ্ণাতীতি তৎসংগ্রহঃ।
সর্ব্বস্য গ্রহণাদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বসংগ্রহ উচ্যতে ॥
বেদস্য তদ্বক্তৃকত্বাৎ প্রাধান্যং তু ত্রয়ীময়ঃ।
সর্ব্বং তদ্বিষয়ত্বেন মুখ্যং সর্ব্বময়স্ততঃ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ২১ ॥

যজ্ঞেন যুষ্মদ্বিষয়ে দ্বিজাতিভি-
র্বিতায়মানেন সুরাঃ কলা হরেঃ।
স্বিষ্টাঃ সুতুষ্টাঃ প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং
তদ্ধেলনং নার্হসি বীর চেষ্টিতুম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, যুষ্মদ্বিষয়ে (ত্বদ্দেশে) দ্বিজাতিভিঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) বিতায়মানেন (প্রবর্ত্তমানেন) যজ্ঞেন হরেঃ কলাঃ (অংশাঃ) সুরাঃ (দেবাঃ) (স্বিষ্টাঃ (সম্যক্ পূজিতাঃ অতএব) সুতুষ্টাঃ (সন্তঃ) বাঞ্ছিতম্ (অভিলষিতং) প্রদিশন্তি (সর্ব্বং সম্পাদয়ন্তি অতঃ) (হে বীর,) তদ্ধেলনং (তেষাং দেবানাং হেলনম্ অবজ্ঞাং) চেষ্টিতুং (কর্ত্তুং) ন অর্হসি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে বীর, তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীহরির অংশসম্ভূত দেবগণ সম্যগ্রূপে পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইবেন এবং অভিলষিত প্রদান করিবেন ; অতএব, হে বীর, সেই দেবগণকে অবজ্ঞা করা তোমার বিহিত হইতেছে না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—চেষ্টিতুং কর্ত্তুম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চেষ্টিতুং'—করিতে, (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা করা তোমার অনুচিত) ॥ ২২

মধ্ব—বিষ্ণোঃ সন্নিহিতত্বাৎ সর্ব্বে দেবা হরেঃ কলা ইতি চ ॥ ২২ ॥

শ্রীবেণ উবাচ—
বালিশা বত যূয়ং বা অধর্ম্মে ধর্ম্মমানিনঃ।
যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবেণঃ উবাচ,—(যতঃ) যূয়ম্ অধর্ম্মে (মদ্ভজনত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুভজনে) ধর্ম্মমানিনঃ (অতঃ) বত (নিশ্চিতং) বালিশাঃ (অজ্ঞাঃ) যে (ভবন্তঃ) বৃত্তিদম্ (অন্নাদিপ্রদং) পতিং (পালকং রাজানং (মাং) হিত্বা (কুযোষিতঃ) জারম্ (ইব কল্পিতং) পতিং (বিষ্ণুম্) উপাসতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—বেণ বলিলেন,—হে মুনিগণ, তোমরা মদ্ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুভজনকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছ, অতএব তোমরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ, যেহেতু তোমরা অন্নদাতা প্রকৃতপতি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় অপর পতির ভজনা করিতেছ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বৃত্তিদং পতিমিতি অদ্যৈব ময়া ফলমূলাদিত্রোটনে নিষিদ্ধে সদ্য এব মরিষ্যথেতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃত্তিদং পতিং'—জীবিকাপ্রদ রাজা আমাকে (পরিত্যাগ করিয়া, তোমরা অন্যকে ভজনা করিতেছ)। অদ্যই আমি (বন হইতে) ফল, মূলাদির ছেদন করা নিষিদ্ধ করিলে তোমরা সদ্যই মারা যাইবে ॥ ২৩ ॥

অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরম্।
নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যে) অমী মূঢ়াঃ নৃপরূপিণং (তম্) ঈশ্বরম্ অবজানন্তি (তদপমানং কুর্ব্বন্তি) তে (জনাঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) পরত্র চ (পরলোকে চ) ভদ্রং ন অনুবিন্দন্তি (কদাপি ন লভন্তে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তোমরা মূঢ়। নৃপরূপী ঈশ্বর আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ ; অতএব তোমাদের ইহলোকে কিম্বা পরলোকে কুত্রাপি মঙ্গল হইবে না ॥ ২৪ ॥

কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী।
ভর্ত্তৃস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্তৃস্নেহবিদূরাণাং (ভর্ত্তৃস্নেহঃ স্বামিভক্তিঃ বিদূরে যাসাং তাসাং) কুযোষিতাং (নিন্দিতস্ত্রীণাং) জারে (পরপুরুষে) যথা (যথাভক্তিঃ ভবতি তথা যস্মিন্ পুরুষে) বঃ (যুষ্মাকম্) ঈদৃশী (অত্যুৎকটা) ভক্তিঃ (অস্তি) (সঃ) (মদ্ভিন্নঃ) যজ্ঞপুরুষঃ (যজ্ঞাধিষ্ঠাতা) কঃ নাম ? (ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—স্বামিভক্তিহীন কুলটা রমণীগণের যেরূপ পরপুরুষে আসক্তি হয়, সেইরূপ তোমাদেরও যাহাতে এতাদৃশী ভক্তি দেখিতেছি, সে যজ্ঞপুরুষ আবার কে? তাহার নাম কি? ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ।
পর্জ্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ ॥২৬॥
এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপয়োঃ।
দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণুঃ, বিরিঞ্চঃ, গিরিশঃ, ইন্দ্রঃ, বায়ুঃ, যমঃ, রবিঃ, পর্জ্জন্যঃ, ধনদঃ, সোমঃ, ক্ষিতিঃ, অগ্নিঃ, অপাম্পতিঃ (বরুণঃ) এতে চ অন্যে (অনুক্তাশ্চ) বিবুধাঃ (দেবাঃ) বরশাপয়োঃ (যে) প্রভবঃ (সমর্থাঃ তে সর্ব্বে এব যতঃ) নৃপতেঃ দেহে (অবয়বভূতাঃ) ভবন্তি (ততঃ) নৃপঃ সর্ব্বদেবময়ঃ (নৃপতিঃ এব ঈশ্বরঃ, ইতরে তদংশঃ) ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, পর্জ্জন্য, কুবের, যম, সূর্য্য, পৃথিবী—ইঁহারা এবং অন্যান্য যে সকল দেবতা বর এবং শাপ প্রদানে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই নৃপতির দেহে অধিষ্ঠান করেন, সেই জন্য রাজা সর্ব্বদেবময় ॥২৬-২৭॥

তস্মান্মাং কর্ম্মভির্বিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ।
বলিঞ্চ মহ্যং হরত মত্তোহন্যঃ কোহগ্রভুক্‌পুমান্ ॥২৮

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রাঃ, তস্মাৎ (যূয়ং) গতমৎসরাঃ (ময়ি মনুষ্যভাবনাপ্রযুক্ত মাৎসর্য্যরহিতাঃ সন্তঃ) কর্ম্মভিঃ (মদিচ্ছানুরূপৈঃ কার্য্যৈঃ) মাম্ (এব) যজধ্বম্। (তথা) মহ্যম্ (এব) বলিং (করাদিকং) হরত (সমর্পয়ত) (যতঃ) মত্তঃ অন্যঃ অগ্রভুক্ (প্রথমভোক্তা আরাধ্যঃ) পুমান্ (যজ্ঞপুরুষঃ) কঃ (নো কোহপি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতএব হে বিপ্রগণ, তোমরা আমাতে মৎসরতা পরিত্যাগ করিয়া আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যদ্বারা আমারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর। আমারই নিমিত্ত পূজোপহার (করাদি) আহরণ কর। কারণ আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অগ্রভুক্ বা আরাধ্য হইতে পারে? ॥ ২৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্‌যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ,—ইত্থং (রূপেণ) বিপর্য্যয়মতিঃ (বিপর্য্যয়া ভ্রান্তা মতিঃ যস্য সঃ) পাপীয়ান্ উৎপথম্ (অসৎমার্গং) গতঃ ভ্রষ্টমঙ্গলঃ (নষ্টপুণ্যঃ) (সঃ বেণঃ) (মুনিভিঃ) অনুনীয়মানঃ (অপি) তদ্ যাচ্ঞাং (তেষাং মুনীনাং যাচ্ঞাং সদাচারপ্রবৃত্তিবিষয়াং) ন চক্রে (ন স্বীচকার) ॥২৯॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—এই প্রকারে ভ্রান্তমতি, পাপিষ্ঠ, অসন্মার্গগামী, নষ্টপুণ্য সেই বেণ মুনিগণকর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিল না। ২৯ ॥

ইতি তেঽসৎকৃতাস্তেন দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনা।
ভগ্নায়াং ভব্যযাচ্ঞায়াং তস্মৈ বিদুর চুক্রুধুঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ—(হে) বিদুর ইতি (পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারেণ) ভব্যযাচ্ঞায়াং (ভব্যা বেণস্য এব উদ্ভবহেতুভূতা যা যাচ্ঞা তস্যাং) ভগ্নায়াং (সত্যাং) পণ্ডিতমানিনা (আত্মানং পণ্ডিতং মন্যমানেন) তেন (বেণেন) অসৎকৃতাঃ (পূর্ব্বোক্তবচনৈঃ অবমতাঃ) দ্বিজাঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ মুনয়ঃ) তস্মৈ (বেণায়) চুক্রুধুঃ (কোপং চক্রুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণগণ বেণের শুভানুধ্যানে ভগ্নাংশ এবং ঐ পণ্ডিতাভিমানী বেণকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন (এবং বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তেনাসৎকৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন অসৎকৃতাঃ'—বেণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত (সেই মুনিগণ) ॥ ৩০ ॥

হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতিদারুণঃ।
জীবন্ জগদসাবাশু কুরুতে ভস্মসাদ্ধ্রুবম্ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতিদারুণঃ (প্রকৃত্যা দারুণঃ ভয়ঙ্করঃ অয়ং) পাপঃ (বেণঃ) হন্যতাং হন্যতাং (যতঃ) ধ্রুবং (নিশ্চিতং) অসৌ (বেণঃ) জীবন (সর্ব্বং) জগৎ (এব সুদুরাচারেণ অগ্নিনা) ভস্মসাৎ কুরুতে (করিষ্যতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এই নিষ্ঠুরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ বেণকে এখনই সংহার কর। কেননা, এ পাপাত্মা জীবিত থাকিলে এ জগৎকে নিশ্চয়ই (উহার সুদুরাচারত্বরূপ-অগ্নিদ্বারা) ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ভস্মসাৎ কুরুতে করিষ্যতি তস্মাদয়মেব ভস্মীকর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভস্মসাৎ কুরুতে'—সমগ্র জগৎকে দগ্ধ করিবে, অতএব ইহাকেই ভস্মীভূত করা উচিত—এই ভাব ॥ ৩১ ॥

নায়মর্হত্যসদ্বৃত্তো নরদেববরাসনম্।
যোঽধিযজ্ঞপতিং বিষ্ণুং বিনিন্দত্যনপত্রপঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অসৎবৃত্তঃ (দুরাচারঃ) অয়ং (বেণঃ) নরদেববরাসনং (নরদেবস্য রাজ্ঞঃ বরম্ আসনম্ আরোঢ়ুং) ন অর্হতি। অনপত্রপঃ (নাস্তি অপত্রপা অন্যতঃ লজ্জা যস্য সঃ অনপত্রপঃ) যঃ (অয়ং বেণঃ) অধিযজ্ঞপতিম্ (অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা চ অসৌ পতিঃ স্বামী তং চ) বিষ্ণুং বিনিন্দতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এ দুরাচারের রাজসিংহাসনারোহণের কোন যোগ্যতা নাই। এটা এমনই নির্লজ্জ যে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিরই নিন্দা করিতেছে ॥ ৩২ ॥

কো বৈনং পরিচক্ষীত বেণমেকমৃতেঽশুভম্।
প্রাপ্ত ঈদৃশমৈশ্বর্য্যং যদনুগ্রহভাজনঃ ॥ ৩৩॥

অন্বয়ঃ—যদনুগ্রহভাজনঃ (যস্য ভগবতঃ অনুগ্রহবিষয়ঃ সন্) ঈদৃশম্ (অত্যুৎকৃষ্টম্) ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্তঃ (তৎ কৃতঘ্নম্) একম্ অশুভং (পাপময়ং) বেণম্ ঋতে কো বা (জনঃ) এনম্ (ভগবন্তং) পরিচক্ষীত (নিন্দেৎ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহভাজন হইয়া এই ব্যক্তি এতাদৃশ অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইল, মূর্ত্তিমান্ পাপসদৃশ একমাত্র বেণ ভিন্ন আর কেই বা সেই ভগবানের নিন্দা করিতে পারে? ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—এনং বিষ্ণুং কো বা পরিচক্ষীত নিন্দেৎ। বেণং বিনা যদ্যস্মাদীদৃশমৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তো হি অনুগ্রহভাজনং ভবতি তস্মান্নিরনুগ্রহো হন্তব্য এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এনং'—ভগবান্ বিষ্ণুকে কে নিন্দা করিবে, বেণ ভিন্ন? 'যৎ'—যাঁহার নিকট হইতে এই প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছে, (তাঁহাকেই নিন্দা করিতেছে)। অতএব এই ব্যক্তি অনুগ্রহের অযোগ্য, ইহাকে বধ করাই উচিত—এই ভাব ॥ ৩৩ ॥

ইত্থং ব্যবসিতা হন্তুমৃষয়ো রূঢ়মন্যবঃ।
নিজঘ্নুর্হুঙ্কৃতৈর্বেণং হতমচ্যুতনিন্দয়া ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং হন্তুং ব্যবসিতাঃ (কৃতনিশ্চয়াঃ) রূঢ়মন্যবঃ (প্রকট-কোপাঃ) ঋষয়ঃ অচ্যুতনিন্দয়া (অচ্যুতস্য নিন্দয়া প্রথমম্ এব) হতং বেণং হুঙ্কৃতৈঃ (হুঙ্কারৈঃ এব) নিজঘ্নুঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে মুনিগণ বেণকে বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কোপ প্রকাশ করিলেন এবং অচ্যুতের নিন্দাবশতঃ পূর্ব্বেই হত বেণকে হুঙ্কারধ্বনি করিয়া নিহত করিলেন ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—

অহং ব্রহ্মেতি বেণস্তু ধ্যায়ন্নাপাধরং তমঃ।
তদ্রাদ্ধান্তো মহীং ব্যাপ্তোভের্য্যাখ্যাপয়তোঽনিশম্ ॥
আসুরা রাক্ষসাশ্চৈব পিশাচাস্তৎ পথি স্থিতাঃ।
ভূমৌ তৎ পৃথুনা সর্ব্বং নিরস্তং সহিতাত্মনা ॥
পুনঃ কলিযুগে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে মনোঃ।
বৈবস্বতস্য সময়ে জাতাঃ ক্রোধবশা ভুবি।
খ্যাপয়ন্তি দুরাত্মানো মণিমাংস্তৎপুরঃসরঃ ॥
ইতি ভবিষ্যৎপুরাণে ॥ ৩৪ ॥

ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং গতে পুত্রকলেবরম্ ।
সুনীথা পালয়ামাস বিদ্যাযোগেন শোচতী ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(এবম্প্রকারেণ বেণং হত্বা) ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং (স্বস্থানং) গতে (গমনে কৃতে সতি) শোচতী সুনীথা পুত্রকলেবরং (মৃতস্য পুত্রস্য শরীরং) বিদ্যাযোগেন (মন্ত্রসহিতয়া যুক্ত্যা) পালয়ামাস ॥৩৫॥

অনুবাদ—এবম্প্রকারে বেণকে হত্যা করিয়া ঋষিগণ স্ব-স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলে বেণজননী সুনীথা শোক করিতে করিতে পুত্রের মৃতদেহকে বিদ্যাযোগে অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

তথ্য—মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৬০ অঃ, ৯৪ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিদ্যাযোগেন মন্ত্রসহিতয়া তৈলাদি-প্রক্ষেপযুক্ত্যা ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদ্যাযোগেন'—মন্ত্রের সহিত তৈলাদি প্রক্ষেপের দ্বারা (সুনীথা মৃত পুত্রের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন ।) ॥ ৩৫ ॥

একদা মুনয়স্তে তু সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ ।
হুত্বাগ্নীন্ সৎকথাশ্চক্রুরুপবিষ্টাঃ সরিত্তটে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—একদা তু (যৈঃ বেণঃ হতঃ) তে মুনয়ঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ) সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ (সরস্বত্যাঃ নদ্যাঃ সলিলে আপ্লুতাঃ কৃতস্নানাঃ) (তস্মিন্ এব) সরিত্তটে উপবিষ্টাঃ অগ্নীন্ হুত্বা সৎকথাঃ (ভগবৎ-কথাঃ) চক্রুঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—একদিবস ঐ সকল মুনি সরস্বতী-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক হোমকার্য্য সমাপনান্তে সেই সরিৎতটে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎকথা আলাপন করিতেছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—সরস্বদিতি পুংবদ্ভাব আর্ষঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সরস্বৎ-সলিলাপ্লুতাঃ' —সরস্বতী নদীর জলে স্নান করিয়া (মুনিগণ বিষ্ণুকথা আলোচনা করিতেছিলেন)। 'সরস্বৎ'—এখানে পুংবদ্ভাব আর্ষ প্রয়োগ ॥ ৩৬ ॥

বীক্ষ্যোত্থিতান্ তদোৎপাতানাহুর্লোকভয়ঙ্করান্ ।
অপ্যভদ্রমনাথায়া দস্যুভ্যো ন ভবেদ্ভুবঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (তে মুনয়ঃ) লোকভয়ঙ্করান্ (লোকস্য ভয়ঙ্করান্ ভয়সূচকান্) উৎপাতান্ উত্থিতান্ বীক্ষ্য (ইদানীম্) অপি (কিম্) অনাথায়াঃ (নৃপ-রহিতায়াঃ) ভুবঃ দস্যুভ্যঃ অভদ্রঃ ন ভবেৎ (ইতি) আহুঃ (উচুঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এমন সময় কতকগুলি লোক ভয়ঙ্কর উৎপাত সমুপস্থিত দর্শন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন,— পৃথিবী কি নৃপরহিতা হওয়াতে দস্যুগণ হইতে ইঁহার কোন অমঙ্গল ঘটিল ? ॥ ৩৭ ॥

এবং মৃশন্ত ঋষয়ো ধাবতাং সর্ব্বতো দিশম্ ।
পাংশুঃ সমুত্থিতো ভূরিশ্চৌরাণামভিলুম্পতাম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(যাবৎ) ঋষয়ঃ এবং মৃশন্তঃ (তর্কয়ন্তঃ সন্তঃ স্থিতাঃ তাবদেব) অভিলুম্পতাং (ধনং লিপ্সূনাং) সর্ব্বতঃ দিশং ধাবতাং চৌরাণাং ভূরিঃ পাংশুঃ (ধূলিঃ) সমুত্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ পরস্পরে এইরূপ বিচার করিতেছিলেন, এমন সময় অর্থলিপ্সু চৌরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল ; তাহাতে রাশি রাশি ধূলি সমুত্থিত হইল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবং মৃশন্তো বিচারয়ন্তঃ ঋষয়ো যাবৎ স্থিতা তাবদেবেতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং মৃশন্তঃ'—এইরূপ পরস্পর বিচার করিতে করিতে ঋষিগণ যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালেই (ধনলুণ্ঠনকারী চোরগণের প্রভূত ধূলি উত্থিত হইল) ॥ ৩৮ ॥

তদুপদ্রবমাজ্ঞায় লোকস্য বসু লুম্পতাম্ ।
ভর্ত্তর্য্যুপরতে তস্মিন্নন্যোঽন্যঞ্চজিঘাংসতাম্ ॥ ৩৯ ॥
চৌরপ্রায়ং জনপদং হীনসত্ত্বমরাজকম্ ।
লোকান্ নাবারয়ন্ শক্তা অপি তদ্দোষদর্শিনঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তদা চ তে মুনয়ঃ) তস্মিন্ (বেণে) ভর্ত্তরি (পালকে) উপরতে (মৃতে সতি) বসু (ধনং) লুম্পতাম্ অন্যোঽন্যং (পরস্পরং) জিঘাংসতাং (দুর্জ্জনানাং কৃতং) লোকস্য (সাধুজনস্য) উপদ্রবম্ (আলক্ষ্য) (তথা) অরাজকং (রাজরহিতং)

চৌরপ্রায়ং (চৌরবহুলম্ অতএব) হীনসত্ত্বং (ত্যক্ত-ধৈর্য্যং) জনপদম্ আজ্ঞায় লোকান্ (উপদ্রবকর্ত্তৃন্ জনান্) শক্তাঃ (তন্নিবারণে সমর্থাঃ) অপি তদ্দোষ-দর্শিনঃ (সন্তঃ অপি) ন অবারয়ন্ (ন নিবারিতবন্তঃ) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—তখন রাজার মৃত্যুতে ধনাপহরণে প্রবৃত্ত এবং পরস্পর পরস্পরের প্রাণহিংসারত দুর্জ্জনগণের সাধুদিগের প্রতি উপদ্রব লক্ষ্য করিয়া এবং জনপদকে অরাজক, চৌরবহুল এবং ধৈর্য্যহীন মনে করিয়া উপদ্রবকারি-জনগণকে বেণবৎ নাশ করিতে সমর্থ-হইয়াও এবং তাহা নিবারণ না করিলে দোষ হয় তাহা জানিয়াও, ক্ষত্রিয়েরা ঐ লোকসকলকে নিবারণ করিতেছিলেন না ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তদা তেষাং লোকস্য ধনং লুম্পতাং জিঘাংসতাঞ্চোপদ্রবমাজ্ঞায় তথা চৌরপ্রায়ং জন-পদঞ্চাজ্ঞায় যে শক্তা অপ্যবারণে দোষদর্শিনোঽপি জনাঃ ক্ষত্রিয়লোকাঃ আত্মনঃ এব রক্ষন্তঃ কিমস্মাক-মন্যৈরিত্যুদাসীনা অন্যান্ লুম্পতো লোকান্নাবার-য়ন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ উপদ্রবম্'—তখন লোকের ধনলুণ্ঠনে তৎপর এবং পরস্পর প্রাণ-সংহার-কারী চোরগণের সেই উপদ্রব জানিয়া। সেইরূপ জনপদকে চৌরপ্রায় দেখিয়া, 'শক্তাঃ অপি'—সমর্থ-বান্ হইয়াও, এবং অনিবারণে দোষদর্শী হইয়াও ক্ষত্রিয়গণ নিজেদেরই রক্ষাবিষয়ে তৎপর হইয়া, 'আমাদের অপরের কি প্রয়োজন'—এই বিবেচনায় উদাসীন হইয়া, অন্য লুণ্ঠনকারী লোকদিগকে নিবা-রণ করিত না—এই অন্বয় ॥ ৩৯-৪০ ॥

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—সমদৃক্ (অপি) শান্তঃ (অপি) ব্রাহ্মণঃ (যদি) দীনানাং সমুপেক্ষকঃ (ভবেৎ তদা) তস্যাপি ব্রহ্ম (তপঃ) ভিন্নভাণ্ডাৎ (ভগ্নপাত্রাৎ) পয়ঃ যথা (স্রবতি তথা) স্রবতে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—সমদর্শী এবং শান্ত হইয়াও ব্রাহ্মণ যদি দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার দর্শন করিয়া তাহা নিবারণে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ভগ্নভাণ্ড হইতে দুগ্ধক্ষরণের ন্যায় তাঁহারও ব্রহ্মতপঃ ভ্রষ্ট হয় ॥৪১॥

বিশ্বনাথ—শক্তানাং ক্ষত্রিয়াণামবারণে দোষ ইতি কিং বক্তব্যং সমদৃগপি শান্তোঽপি ব্রাহ্মণো দীনানাং সমুপেক্ষকো ভবেত্তর্হি তস্যাপি ব্রহ্মতপঃ স্রবতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমর্থবান্ ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে অনিবারণে দোষ—ইহা কি বক্তব্য ? 'সমদৃক্ শান্তঃ' —সমদর্শী এবং শান্ত হইয়াও ব্রাহ্মণ যদি দীনজনের উপেক্ষক হন, তাহা হইলে তাঁহারও ব্রহ্মতপঃ ক্ষরিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

নাঙ্গস্য বংশো রাজর্ষেরেষ সংস্থাতুমর্হতি ।
অমোঘবীর্য্যা হি নৃপা বংশেঽস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—রাজর্ষেঃ অঙ্গস্য এষঃ বংশঃ সংস্থাতুং (নাশং গন্তুং) ন অর্হতি। হি (যতঃ) তস্মিন্ বংশে (মনুবংশে) অমোঘবীর্য্যাঃ কেশবাশ্রয়াশ্চ নৃপাঃ (জাতাঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—(ঋষিগণ কহিতে লাগিলেন,—) রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নহে। কারণ এই বংশে (অঙ্গবংশে) অনেক কেশব-পরায়ণ অমোঘবীর্য্য রাজা উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবঞ্চেত্তর্হি ভৃগ্বাদয়স্তে মুনয়ঃ কথং নিশ্চিন্তাঃ স্থিতাঃ, সত্যং ত এব স্বৈর্দস্যুবধ-প্রজাপালনাভ্যাং তপঃক্ষয়বিক্ষেপাদিকমালক্ষ্য কোঽ-প্যেকো জনো রাজা কর্ত্তব্য ইতি ব্যবস্থায়াং পরা-মৃশ্যাহুঃ নাঙ্গস্যেতি সংস্থাতুং নষ্টীভবিতুম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ কিজন্য নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন ? তাহাতে বলিতে-ছেন—সত্য, তাঁহারাই নিজেদের দ্বারা দস্যুবধ ও প্রজাপালন কার্য্য করা হইলে, তপস্যার ক্ষয় ও চিত্তের বিক্ষেপাদি লক্ষ্য করিয়া, 'কোন একজনকে রাজা করা কর্ত্তব্য'—এই ব্যবস্থায় পরামর্শ করিয়া বলিতেছেন—'ন অঙ্গস্য বংশঃ'—মহারাজ অঙ্গের এই বংশ, 'সংস্থাতুং'—নষ্ট হইতে পারে না, ইত্যাদি ॥৪২॥

বিনিশ্চিত্যৈবমৃষয়ো বিপন্নস্য মহীপতেঃ।
মমন্থুরূরুং তরসা তত্রাসীদ্বাহুকো নরঃ ॥ ৪৩ ॥
কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ এবং বিনিশ্চিত্য বিপন্নস্য (মৃতস্য সুনীথয়া রক্ষিতস্য) মহীপতেঃ (বেণস্য) ঊরুং (ঊরুদেশং) তরসা (বেগেন) মমন্থুঃ। তত্র (ততঃ মথ্যমানাৎ ঊরোঃ) বাহুকঃ (বামনঃ) কাক-কৃষ্ণঃ (কাকঃ ইব কৃষ্ণবর্ণঃ) অতিহ্রস্বাঙ্গঃ (অতি-হ্রস্বম্ অঙ্গং শরীরং যস্য সঃ) হ্রস্ববাহুঃ (হ্রস্বৌ বাহূ যস্য সঃ) মহাহনুঃ (মহত্যৌ হনূ কপোলপ্রান্তৌ যস্য সঃ) হ্রস্বপাৎ (হ্রস্বৌ পাদৌ যস্য সঃ) নিম্ননাসাগ্রঃ (নিম্নঃ নাসায়াঃ অগ্রং যস্য সঃ) রক্তাক্ষঃ (রক্তে অক্ষিণী যস্য সঃ) তাম্রমূর্দ্ধজঃ (তাম্রম্ ইব রক্তাঃ মূর্দ্ধজাঃ কেশাঃ যস্য সঃ এবম্ভূতঃ) নরঃ আসীৎ (জাতঃ) ॥ ৪৩-৪৪ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়া অতিবেগে সুনীথারক্ষিত মৃত মহীপতি বেণের ঊরু-দেশ মন্থন করিলেন। তাহাতে এক বামনপুরুষের উৎপত্তি হইল ; তাহার বর্ণ কাকের ন্যায় কৃষ্ণ, অঙ্গ-সমূহ এবং বাহুদ্বয় অত্যন্ত খর্ব্ব ; তাহার কপোল-দেশের দুই প্রান্তভাগ অতিবৃহৎ, পাদদ্বয় খর্ব্ব, নাসিকাগ্রভাগ অনুন্নত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ এবং কেশ-সমূহ তাম্রবর্ণ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—বাহুকো বামন ইতি প্রথমং তদ্দেহা-ন্মাত্রাংশঃ পৃথগ্‌ভূয় প্রকটীবভূবেত্যর্থঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাহুকঃ'—বামন (খর্ব্বাকৃতি পুরুষ), প্রথম তাহার দেহ হইতে মাতার অংশ পৃথক্ হইয়া উৎপন্ন হইল, এই অর্থ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

তথ্য—মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৬০ অ, ৯৫-৯৭ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩-৪৪ ॥

তন্তু তেঽবনতং দীনং কিং করোমীতি বাদিনম্।
নিষীদেত্যব্রুবংস্তাত স নিষাদস্ততোঽভবৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, তং তু (নরম্) অবনতং (নম্রশীর্ষকং) দীনং (মনসাপি নম্রীভূতং) কিং করোমি ইতি বাদিনং (প্রার্থয়মানং) তে (মুনয়ঃ) নিষীদ (স্থিরঃ ভব) ইতি অব্রুবন্। ততঃ (মুনিবচনাৎ) সঃ (নরঃ) নিষাদঃ (নি প্রখ্যাতঃ) অভবৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, সে অবনতমস্তকে বিনীত ভাবে কহিতে লাগিল, "কি করিব ?" ঋষিগণ কহিলেন,—"নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।" তখন সে 'নিষীদ' এই মুনিবচন হইতে 'নিষাদ' নামে খ্যাত হইল ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিষীদেতি নাসৌ রাজযোগ্য ইতি ব্যবসায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিষীদ'—উপবেশন কর, এই ব্যক্তি রাজা হইবার যোগ্য নহে, এইরূপ বিবে-চনা করতঃ ইহা বলিলেন—এই অর্থ ॥ ৪৫ ॥

তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা গিরিকাননগোচরাঃ।
যেনাহরজ্জায়মানো বেণকল্মষমুল্বণম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে নিষাদোৎপত্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—তস্য (নিষাদস্য) বংশ্যাঃ (বংশে জাতাঃ) নৈষাদাঃ (তে চ) গিরিকাননগোচরাঃ (গিরিঃ কাননং চ গোচরঃ আশ্রয়ঃ বাসস্থানং যেষাং তে তথা অভুবন্)। যেন (হেতুনা) জায়মানঃ (অসৌ পুরুষঃ উল্বণম্ (উগ্রং ভয়ঙ্করং) বেণকল্মষং (পাপম্) অহরৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সেই নিষাদের বংশধর নৈষাদগণই পর্ব্বত এবং কাননমধ্যে বসতি করিতেছে। কারণ উহারা জন্মগ্রহণ করিয়াই বেণের গুরুতর কল্মষ গ্রহণ করিয়াছিল। (তাহাতেই উহাদের এইরূপ নীচত্ব প্রাপ্তি হইল) ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবত চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যেন কারণেনাসৌ জায়মানো বেণ-কল্মষমহরৎ জগ্রাহ তেন স নিষাদো নীচজাতির-

ভবৎ। তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা অতি নীচা অভূবন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেন'—যেহেতু ঐ পুরুষ জন্মমাত্রেই বেণের পাপরাশি গ্রহণ করিল, সেইজন্য সে 'নিষাদ' অর্থাৎ নীচজাতি হইল। তাহার বংশধরগণ কিন্তু নৈষাদ অর্থাৎ অতি নীচ হইয়াছিল—এই অন্বয় ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১৪ ॥

মধ্ব—

তমাংশো বেণঃ সমুদ্দিষ্টঃ সত্ত্বাংশঃ পৃথুতামগাৎ।
রাজোহংসশ্চ দিবং যাতো নিষাদস্তামসোহভবৎ ॥
স্বয়ং বেণশ্চতুর্থস্তু মহাতমসি পাতিতঃ ॥

ইতি কৌর্ম্মে।

পাপরূপী পৃথগ্জাতো নিষাদো বেণদেহতঃ।
যস্মাৎ তস্মাৎ পৃথোঃ পুত্রাদ্রজো বেণো দিবং যযৌ ॥

ইতি গারুড়ে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

অথ তস্য পুনর্বিপ্রৈরপুত্রস্য মহীপতেঃ।
বাহুভ্যাং মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক বেণের বাহুমন্থন জন্য পৃথুরাজের আবির্ভাব ও তাঁহার অভিষেকাদি বর্ণিত হইয়াছে।

পৃথুর আবির্ভাবে ব্রহ্মা দেবতাগণের সহিত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাতে বিষ্ণুচিহ্নাদি দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভগবানের অংশ বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার অভিষেকের উদ্‌যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রজাগণ নানাদিক্ হইতে আগমন করিয়া অভিষেকোপযোগি-দ্রব্যসম্ভার উপহার দিতে থাকিলেন।

সমুদ্র নিজ সলিলোৎপন্ন শঙ্খ, পর্ব্বত ও নদীসমূহ পৃথুরাজকে রথমার্গ প্রদান, পৃথিবী পাদস্পর্শমাত্র অভীষ্ট দেশপ্রাপক পাদুকাদ্বয়, আকাশ পুষ্পসমূহ, গোসকল শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু প্রদান করিলেন। কুবের পৃথুরাজকে অত্যুত্তম আসন, বরুণ শুভ্রবর্ণ ছত্র, বায়ু চামর, ধর্ম্ম কীর্ত্তিময়ী মালা, ইন্দ্র মুকুট, যম দণ্ড, ব্রহ্মা কবচ, সরস্বতী অত্যুৎকৃষ্ট হার, হরি সুদর্শন চক্র এবং রুদ্রাদি দেবতাগণ নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বন্দিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলে পৃথু কহিলেন—"পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের লীলা বর্ত্তমান থাকিতে মাদৃশ অব্যক্তকীর্ত্তি অযোগ্য ব্যক্তির স্তুতিদ্বারা বৃথা বাক্য ব্যয় কর্ত্তব্য নহে। স্তবস্তুতি দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিই মুগ্ধ হয়। উদারব্যক্তিগণ তাহাতে লজ্জা বোধ করেন।"

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—অথ অপুত্রস্য (পুত্ররহিতস্য) মহীপতেঃ (বেণস্য) বাহুভ্যাং পুনঃ বিপ্রৈঃ মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং (স্ত্রীপুরুষযুগলং) সমপদ্যেত (জাতম্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর,) অনন্তর মুনিগণ পুনরায় অপুত্রক ঐ পৃথ্বীপতি বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে থাকিলে তাহা হইতে এক পুরুষ এবং একটী স্ত্রী উৎপন্ন হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তদ্বেণবাহুমথনজন্মনঃ সার্চ্চিষঃ পৃথোঃ।
অভিষেকোপায়নাদ্যাহৃতিঃ পঞ্চদশেঽভবৎ ॥০॥

অথাত্র পিত্রংশো বিষ্ণুযজ্ঞপ্রভাবশ্চ কীদৃশ উদ্ভবেদিত্যপেক্ষায়াং মুনিভির্মথনমাহ—অথেতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে সেই বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করায় অর্চ্চির সহিত পৃথুর জন্ম, তাঁহার রাজ্যাভিষেক এবং (কুবেরাদি কর্ত্তৃক) উপায়নাদির আহরণ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'অথ'—অনন্তর পিতার অংশ ও বিষ্ণুযজ্ঞের প্রভাব কিপ্রকার উৎপন্ন হয়, ইহার অপেক্ষায় মুনিগণ কর্ত্তৃক মন্থন বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি ॥ ১ ॥

**তদ্দৃষ্ট্বা মিথুনং জাতমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
ঊচুঃ পরমসন্তুষ্টা বিদিত্বা ভগবৎকলাম্ ॥ ২ ॥**

অন্বয়ঃ—তৎ মিথুনং জাতং দৃষ্ট্বা ভগবৎকলাং (চ) বিদিত্বা পরমসন্তুষ্টাঃ (সন্তঃ) ব্রহ্মবাদিনঃ ঋষয়ঃ ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবাদিমুনিগণ ঐ স্ত্রী ও পুরুষকে জাত দেখিয়া শ্রীভগবানের অংশজ্ঞানে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ—

**এষ বিষ্ণোর্ভগবতঃ কলা ভুবনপাবনী।
ইয়ঞ্চ লক্ষ্ম্যাঃ সম্ভূতিঃ পুরুষস্যানপায়িনী ॥ ৩ ॥**

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষয়ঃ ঊচুঃ—(মিথুনমধ্যে) এষঃ (পুরুষঃ) ভগবতঃ বিষ্ণোঃ ভুবনপাবনী (ভুবনপালিনী) কলা (অস্তি)। (তথা যা) ইয়ং চ (স্ত্রী) (সা তু) পুরুষস্য (ভগবতঃ) অনপায়িনী (অপায়ঃ বিয়োগঃ তদ্রহিতা) লক্ষ্ম্যাঃ (ভূতেঃ) সম্ভূতিঃ (কলা অস্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ কহিলেন,—এই পুরুষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ভুবনপালক অংশ, আর ঐ স্ত্রীটিও শ্রীভগবানের সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সম্যক্ ভূতিঃ সম্পত্তিস্তদ্রূপা লক্ষ্মীঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সম্ভূতিঃ'—সম্যক্ ভূতি, অর্থাৎ সম্পত্তি, তদ্রূপা (ঐশ্বর্য্যরূপিণী) লক্ষ্মী (অর্থাৎ এই স্ত্রী লক্ষ্মীর অংশ) ॥ ৩ ॥

মধ্ব—

পৃথু-হৈহয়াদ্ যো জীবাস্তেষ্বাবিষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।
বিশেষাবেশতস্তেষু সাক্ষাদ্ধর্য্যংশতা-বচঃ ॥
কিন্তুঘ্ন-ব্যাস-ঋষভ-কপিলা মৎস্যপূর্ব্বকাঃ।
আকুতিজৈতরেয়ৌ চ ধর্ম্মজত্রয়মেব চ ॥
ধন্বন্তরির্হয়গ্রীবো দত্তাত্রেয়শ্চ তাপসঃ।
স্বয়ং নারায়ণস্তেতে নাণুমাত্র-বিভেদিনঃ।
বলতঃ স্বরূপতশ্চৈব গুণৈরপি কথঞ্চন ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ৩ ॥

**অত্র যঃ প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথয়িতা যশঃ।
পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্রবাঃ ॥ ৪ ॥**

অন্বয়ঃ—অত্র (অনয়োর্মধ্যে) যঃ (অয়ং) পুমান্ (স তু) রাজ্ঞাং প্রথমঃ (ভবিষ্যতি তথা) যশঃ (কীর্ত্তিঃ) প্রথয়িতা (বিস্তারয়িষ্যতি ; ততশ্চ) পৃথুশ্রবাঃ (মহাযশাঃ) পৃথুঃ নাম (প্রসিদ্ধঃ) মহারাজঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি আদিরাজা হইয়া যশোবিস্তার করিবেন এবং মহাযশা 'পৃথু' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া মহারাজচক্রবর্ত্তী হইবেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বাহুভ্যামিতি ক্ষাত্রং তেজো ভগবৎপ্রভাবশ্চ ক্ষত্রিয়স্য বাহ্বোরেব তিষ্ঠতীত্যভিপ্রায়েণ অত্র যঃ পুমান্ প্রথমঃ স প্রথয়িতেতি নিরুক্ত্যা পৃথুঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাহুভ্যাম্' (১ম শ্লোকে)

—বাহুদ্বয় মন্থন করিতে থাকিলে, ইহা বলায়—ক্ষাত্র তেজ এবং ভগবানের প্রভাব ক্ষত্রিয়ের বাহুদ্বয়েই থাকে, এই অভিপ্রায়ে (মুনিগণ বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন)। 'অত্র যঃ পুমান্'—এই মিথুনের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি রাজাগণের মধ্যে প্রথম (আদিরাজ) হইবেন এবং যশঃ বিস্তার করিবেন। এখানে 'প্রথয়িতা'—যশঃ বিস্তারকারী, এই নিরুক্তি-হেতু 'পৃথু'—এই নাম হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তথ্য—মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৬০ অঃ, ৯৮-১০০ দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

ইয়ঞ্চ দেবী সুদতী গুণভূষণভূষণম্ ।
অর্চ্চির্নাম বরারোহা পৃথুমেবাবরুন্ধতী ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইয়ং চ (স্ত্রী) দেবী (দেদীপ্যমানা) সুদতী (শোভন-দন্তবতী) গুণভূষণ-ভূষণং (গুণানাং সৌশীল্যাদীনাং ভূষণানাং চ ভূষণরূপা) বরারোহা (বরঃ শোভনঃ আরোহঃ উৎসঙ্গঃ যস্যাঃ সা) অর্চ্চিঃ নাম (প্রখ্যাতা সতী) পৃথুম্ এব অবরুন্ধতী (ভর্ত্তৃত্বেন ভজন্তী ভবিষ্যতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আর এই দেদীপ্যমানা, চারুদশনা, গুণ এবং ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপা বরাঙ্গনা অর্চ্চিনামে প্রখ্যাতা হইয়া মহারাজ পৃথুকে ভর্ত্তৃরূপে ভজনা করিবেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—গুণানাং ভূষণানাঞ্চ ভূষণরূপা অবরুন্ধতী ভক্ত্যা বশীকুর্ব্বতী ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণ-ভূষণ-ভূষণম্'—গুণসকলের এবং ভূষণসমূহের ভূষণরূপা (ভূষণের ন্যায় ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্টা এই দেবী 'অর্চ্চি' নামে বিখ্যাতা হইয়া), 'অবরুন্ধতী'—ভক্তির দ্বারা (স্বপতি মহারাজ পৃথুকে) বশীভূত করিবেন ॥ ৫ ॥

এষ সাক্ষাদ্ধরেরংশো জাতো লোকরিরক্ষয়া ।
ইয়ঞ্চ তৎপরা হি শ্রীরনুজজ্ঞেঽনপায়িনী ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) এষঃ সাক্ষাৎ হরেঃ অংশঃ (এব) লোকরিরক্ষয়া (লোকস্য রিরক্ষয়া রিরক্ষিষয়া) জাতঃ ; ইয়ং চ তৎপরা (ভগবতঃ একান্তভক্তা অতএব) অনপায়িনী (তদ্বিয়োগমসহমানা) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) অনুজজ্ঞে (তেন সহ জাতা, অতঃ ন অনয়োঃ দম্পতিভাবঃ বিরুদ্ধঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কেননা, এই পুরুষ সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশ, কেবল লোকরক্ষণের নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, আর এই স্ত্রীও শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তিবিশিষ্টা ও তদ্বিয়োগসহনে অসমর্থা লক্ষ্মীস্বরূপা, সুতরাং ইনি পতির সহিতই ইহলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—রিরক্ষয়া রিরক্ষিষয়া । ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'রিরক্ষয়া'— রিরক্ষিষয়া, রক্ষা করিবার ইচ্ছাতে । (এখানে 'রক্ষিতুং ইচ্ছা' এই অর্থে রক্ষ ধাতু সন্ প্রত্যয়ে রিরক্ষিষা হয়, তাহার তৃতীয়ার এক বচনে 'রিরক্ষিষয়া' হইবে, অর্থাৎ কেবলমাত্র লোকরক্ষার বাসনায় ইনি অবতীর্ণ হইয়াছেন) ॥ ৬ ॥

মধ্ব—

তত্র সন্নিহিতা শ্রীশ্চ যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ।
নাস্য সন্নিধিমাত্রেষু রমাপত্নীত্বমাব্রজেৎ ॥
সাক্ষাদেব তু সাক্ষাচ্চ হরেঃ সন্নিধিতঃ ক্বচিৎ ।
গোপ্যাদিরূপো ভবতি বিপরীতং ন তু ক্বচিৎ ॥৬॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

প্রশংসন্তি স্ম তং বিপ্রা গন্ধর্ব্বপ্রবরা জগুঃ ।
মুমুচুঃ সুমনোধারাঃ সিদ্ধা নৃত্যন্তি স্বঃস্ত্রিয়ঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—তং বিপ্রাঃ প্রশংসন্তি স্ম (তুষ্টুবুঃ) ; গন্ধর্ব্বপ্রবরাঃ (বিশ্বাবস্বাদয়ঃ তদ্‌যশঃ) জগুঃ । সিদ্ধাঃ সুমনোধারাঃ (সুমনসাং ধারাঃ ইব ধারাঃ) মুমুচুঃ । স্বঃস্ত্রিয়ঃ (অপ্সরসঃ) নৃত্যন্তি (স্ম) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ— শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর বিপ্রগণ ঐ পুরুষের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ যশোগান করিতে থাকিলেন, সিদ্ধগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সুমনসাং পুষ্পাণাং ধারা ইব ধারা মুমুচুঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুমনোধারাঃ মুমুচুঃ'—সুমনঃ বলিতে পুষ্প, সিদ্ধগণ বৃষ্টির ধারার ন্যায় কুসুমের ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

শঙ্খতুর্য্যমৃদঙ্গাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি।
তত্র সর্ব্ব উপাজগ্মুর্দেবর্ষিপিতৃণাং গণাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দিবি (স্বর্গে) শঙ্খতুর্য্যমৃদঙ্গাদ্যাঃ (দেবৈঃ বাদিতাঃ) দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ। তত্র (যত্র পৃথ্বতারঃ জাতঃ তস্মিন্ স্থানে) দেবর্ষিপিতৃণাং গণাঃ সর্ব্বে (এব) উপাজগ্মুঃ (আগতবন্তঃ) ॥৮॥

অনুবাদ—স্বর্গে দেবগণ শঙ্খ, তুর্য্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবর্ষি ও পিতৃগণ, সকলেই সেই স্থানে সমাগত হইলেন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা জগদ্গুরুর্দেবৈঃ সহাসৃত্য সুরেশ্বরৈঃ।
বৈণ্যস্য দক্ষিণে হস্তে দৃষ্ট্বা চিহ্নং গদাভৃতঃ ॥৯॥
পাদয়োররবিন্দঞ্চ তং বৈ মেনে হরেঃ কলাম্।
যস্যাপ্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—সুরেশ্বরৈঃ (দেবশ্রেষ্ঠৈঃ ইন্দ্রাদিলোকপালৈঃ) দেবৈঃ (সনকাদিভিঃ সিদ্ধৈঃ মরীচ্যাদিপ্রজেশৈশ্চ) সহ জগদ্গুরুঃ ব্রহ্মা (তত্র) আসৃত্য (আগত্য) গদাভৃতঃ (ভগবতঃ বিষ্ণোঃ) চিহ্নং (রেখাত্মকং চক্রং) বৈণ্যস্য (পৃথোঃ) দক্ষিণে হস্তে, পাদয়োঃ অরবিন্দং (রেখাত্মকং কমলং চ) দৃষ্ট্বা তং (পৃথুং) হরেঃ কলাং বৈ (অংশমেব) মেনে, (যতঃ) যস্য অপ্রতিহতং (রেখান্তরৈঃ অভিন্নং) চক্রং (চিহ্নং) সঃ পরমেষ্ঠিনঃ (পরমেশ্বরস্য ভগবতঃ) অংশঃ (ভবতি) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—জগদ্গুরু ব্রহ্মা দেব এবং দেবশ্রেষ্ঠগণের সহিত সে স্থানে আগমন করিয়া দেখিলেন, বেণনন্দনের দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্ররেখা এবং পাদদ্বয়ে পদ্মচিহ্ন বর্ত্তমান; সুতরাং তিনি তাঁহাকে শ্রীহরির অংশ বলিয়াই স্থির করিলেন। কারণ যাঁহার চক্ররেখা অন্য রেখা দ্বারা প্রতিহত বা বিলুপ্ত হয় না, তিনি পরমেশ্বরেরই অংশ ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রতিহতং রেখান্তরৈরভিন্নং পাণিতল ইত্যর্থঃ। পরমেষ্ঠিনঃ পরমেশ্বরস্য ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপ্রতিহতং'—তাঁহার পাণিতলে রেখান্তরের দ্বারা অভিন্ন চক্র চিহ্ন ছিল (অর্থাৎ যাঁহার চক্ররেখা অন্য রেখা দ্বারা বিলুপ্ত হয় না)। 'পরমেষ্ঠিনঃ'—পরমেশ্বর শ্রীহরির (অংশ বলিয়া তাঁহাকে মনে করিলেন) ॥ ১০ ॥

তস্যাভিষেক আরব্ধো ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
আভিষেচনিকান্যস্মৈ আজহ্রুঃ সর্ব্বতো জনাঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মবাদিভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ তস্য (পৃথোঃ) অভিষেকঃ (রাজ্যাভিষেকঃ) আরব্ধঃ। (ততঃ) জনাঃ অস্মৈ (পৃথবে) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বদিগ্‌ভ্যঃ) আভিষেচনিকানি (অভিষেকসাধনানি দ্রব্যানি) আজহ্রুঃ (আনীয় সমর্পিতবন্তঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অভিষেক আরম্ভ করিলেন। তখন লোকসকল চতুর্দ্দিক্ হইতে পৃথুর অভিষেকসাধন দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করিয়া সমর্পণ করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

সরিৎ সমুদ্রা গিরয়ো নাগা গাবঃ খগা মৃগাঃ।
দ্যৌঃ ক্ষিতিঃ সর্ব্বভূতানি সমাজহ্রুরুপায়নম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—সরিৎ, সমুদ্রাঃ, গিরয়ঃ, নাগাঃ, গাবঃ, খগাঃ, মৃগাঃ, দ্যৌ, ক্ষিতিঃ, সর্ব্বভূতানি চ উপায়নম্ (উপঢৌকনং) সমাজহ্রুঃ (নিবেদিতবন্তঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—গিরি, নদী, সমুদ্র, নাগ, গো, খগ, মৃগ, দ্যুলোক, ভূলোক এবং যাবতীয় জীবই নানাবিধ উপঢৌকন আনিয়া নিবেদন করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

সোঽভিষিক্তো মহারাজঃ সুবাসাঃ সাধ্বলঙ্কৃতঃ।
পত্ন্যার্চ্চিষালঙ্কৃতয়া বিরেজেঽগ্নিরিবাপরঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ মহারাজঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) অভিষিক্তঃ সুবাসাঃ (শোভনং বাসঃ যস্য সঃ) সাধ্বলঙ্কৃতঃ (সাধুভিঃ ব্রহ্মাদিভিঃ নিবেদিতৈঃ কিরীটকুণ্ডলাদিভিঃ অলঙ্কৃতঃ) অলঙ্কৃতয়া পত্ন্যা অর্চ্চিষা (সহ রাজসিংহাসনে স্থিতঃ সন্) অপরঃ (দ্বিতীয়ঃ) অগ্নিঃ ইব বিরেজে (শুশুভে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পৃথু ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া শোভনীয় বসন ও সাধুগণ নিবেদিত অলঙ্কারে ভূষিত হইলেন, তদনন্তর নানালঙ্কার-ভূষিতা পত্নী অর্চ্চিদেবীর সহিত রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

তস্মৈ জহার ধনদো হৈমং বীর বরাসনম্ ।
বরুণঃ সলিলস্রাবমাতপত্রং শশিপ্রভম্ ॥ ১৪ ॥
বায়ুশ্চ বালব্যজনে ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিময়ীং স্রজম্ ।
ইন্দ্রঃ কিরীটমুৎকৃষ্টং দণ্ডং সংযমনং যমঃ ॥১৫॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং বর্ম্ম ভারতী হারমুত্তমম্ ।
হরিঃ সুদর্শনং চক্রং তৎপত্ন্যব্যাহতাং শ্রিয়ম্ ॥১৬॥
দশচন্দ্রমসিং রুদ্রঃ শতচন্দ্রং তথাম্বিকা ।
সোমোঽমৃতময়ানশ্বাংস্ত্বষ্টা রূপাশ্রয়ং রথম্ ॥১৭॥
অগ্নিরাজগবং চাপং সূর্য্যো রশ্মিময়ানিষূন্ ।
ভূঃ পাদুকে যোগময্যৌ দ্যৌঃ পুষ্পাবলিমন্বহম্ ॥১৮
নাট্যং সুগীতং বাদিত্রমন্তর্দ্ধানঞ্চ খেচরাঃ ।
ঋষয়শ্চাশিষঃ সত্যাঃ সমুদ্রঃ শঙ্খমাত্মজম্ ॥ ১৯ ॥
সিন্ধবঃ পর্ব্বতা নদ্যো রথবীথীর্মহাত্মনঃ ।
সূতোঽথ মাগধো বন্দী তং স্তোতুমুপতস্থিরে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, (বিদুর,) তস্মৈ (পৃথবে) ধনদঃ (কুবেরঃ) হৈমং (স্বর্ণনির্ম্মিতং) বরাসনং (বরম্ উত্তমম্ আসনং) জহার (প্রাপয়ামাস) । বরুণঃ সলিলস্রাবং (সলিলস্য স্রাবঃ যস্মাৎ তৎ) শশিপ্রভং (শুভ্রম্) আতপত্রং (ছত্রং) ; বায়ুঃ বাল্যব্যজনে (দ্বে চামরে) ; ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিময়ীং (যস্যাঃ ধারণে কীর্ত্তি বিততা স্যাৎ তাম্ অম্লানপুষ্পাং) স্রজম্ ; ইন্দ্রঃ উৎকৃষ্টম্ (উত্তমং) কিরীটং ; যমঃ সংযমনং (শত্রুবশীকারকং) দণ্ডং ; ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং (বেদময়ং) বর্ম্ম (কবচং) ; ভারতী (সরস্বতী) উত্তমং হারং ; হরিঃ (বিষ্ণুঃ) সুদর্শনং চক্রং ; তৎপত্নী (তৎ তস্য হরেঃ পত্নী শ্রীঃ) অব্যাহতাং (ব্যাহতঃ ক্ষয়ঃ তদ্রহিতাম্ অক্ষয়াং) শ্রিয়ং (সম্পদং) ; রুদ্রঃ (শিবঃ) দশচন্দ্রমসিং (দশ চন্দ্রাকারাণি বিম্বানি কোশে যস্য তম্ অসিম্) ; তথা অম্বিকা (পার্ব্বতী চ) শতচন্দ্রং (চর্ম্মং) ; সোমঃ (চন্দ্রমাঃ) অমৃতময়ান্ (মরণভ্রান্তিক্ষোভাদিরহিতান্) অশ্বান্ ; ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) রূপাশ্রয়ম্ (অতিসুন্দরং) রথম্ ; অগ্নিঃ আজগবম্ (অজস্য গোশ্চ শৃঙ্গাভ্যাং নির্ম্মিতং) চাপং (ধনুঃ) ; সূর্য্যঃ রশ্মিময়ান্ ইষূন্ (বাণান্) ; ভূঃ (ভূমিঃ) যোগময্যৌ (পাদস্পর্শমাত্রেণ অভীষ্টদেশপ্রাপিকে) পাদুকে ; দ্যৌঃ (স্বর্গাভিমানিনী দেবতা) অন্বহং (প্রতিদিনং) পুষ্পাবলিং (পুষ্পবৃষ্টিং) ; খেচরাঃ (আকাশগামিনঃ গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরাদয়ঃ) সুগীতং নাট্যং বাদিত্রম্ অন্তর্দ্ধানং চ (নাট্যাদিকৌশলম্) ; ঋষয়শ্চ সত্যাঃ (যথার্থাঃ) আশিষঃ ; সমুদ্রঃ (সাগরঃ) আত্মজং (স্বপ্রভবং) শঙ্খং ; সিন্ধবঃ (সমুদ্রাঃ) পর্ব্বতাঃ নদ্যশ্চ মহাত্মনঃ (বিষ্ণ্বতারস্য পৃথোঃ) রথবীথীঃ (রথমার্গান্ দদুঃ) । অথ (সর্ব্বৈঃ উপায়ন-নিবেদনান্তরং) সূতঃ মাগধঃ বন্দী চ তং (পৃথুং) স্তোতুম্ উপতস্থিরে (উপস্থিতাঃ) ॥ ১৪-২০ ॥

অনুবাদ - হে বীর, মহারাজ পৃথুকে কুবের এক সুবর্ণনির্ম্মিত উত্তম আসন, বরুণ এক সলিলস্রাবী চন্দ্রকান্তি শুভ্রছত্র, বায়ু দুইটী চামর, ধর্ম্ম এক কীর্ত্তিময়ী (অম্লানপুষ্পা) মালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরীট ; যম শত্রুবশীকারক দণ্ড, ব্রহ্মা বেদময় কবচ, সরস্বতী উত্তম হার, শ্রীভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শনচক্র, বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী অক্ষয় সম্পৎ, রুদ্রদেব দশচন্দ্রাকার বিম্ববিশিষ্টকোষ সহিত অসি, পার্ব্বতী শত চন্দ্রাকৃতি অঙ্কিত এক চর্ম্ম, সোম মরণভ্রান্তিক্ষোভাদিরহিত কতকগুলি অশ্ব, বিশ্বকর্ম্মা একখানি অতি সুন্দর রথ, অগ্নি ছাগ ও গোশৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু, সূর্য্য রশ্মিময় বাণ, ভূমি পাদস্পর্শমাত্র অভীষ্ট দেশপ্রাপক পাদুকা, আকাশ প্রতিদিন পুষ্পাঞ্জলি, বিমানচারী গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরাদি নাট্য, গীত, বাদ্য এবং নাট্যাদি কৌশল, ঋষিগণ যথার্থ আশীর্ব্বাদ এবং সমুদ্র স্বীয় সলিলসম্ভূত শঙ্খ উপহার প্রদান করিল ; সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি সকলেই ঐ বিষ্ণ্বতার পৃথুকে

রথবর্ম্ম প্রদান করিল। অতঃপর সর্ব্ববিধ উপায়ন নিবেদিত হইবার পর সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৪-২০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মময়ং বেদময়ং বর্ম্ম কবচম্। তৎপত্নী লক্ষ্মীঃ শ্রিয়ং সম্পত্তিম্। দশচন্দ্রাকারাণি বিম্বানি কোশে যস্য তমসিং খড়্গম্। শতচন্দ্রং চর্ম্ম। রূপাশ্রয়মতিসুন্দরম্। অজস্য গোশ্চ শৃঙ্গাভ্যাং নির্ম্মিতং চাপম্। যোগময্যৌ পাদস্পর্শমাত্রেণাভীষ্ট-দেশপ্রাপিকে, আত্মজং স্বভবম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মময়ং'—বেদময় কবচ (ব্রহ্মা উপহার দিলেন)। 'তৎপত্নী'—শ্রীহরির পত্নী লক্ষ্মী অক্ষয়া সম্পত্তি। 'দশচন্দ্রং অসিম্'—দশটি চন্দ্রাকার প্রতিবিম্ব যাঁহার কোশে, তাদৃশ খড়্গ। 'শতচন্দ্রং চর্ম্ম'—শতচন্দ্রের আকৃতি অঙ্কিত চর্ম্ম। 'রূপাশ্রয়ম্'—অতি সুন্দর (একখানি রথ বিশ্বকর্ম্মা উপহার দিলেন)। 'অজাগবম্'—ছাগ ও গো-শৃঙ্গ-নির্ম্মিত চাপ (ধনু)। 'যোগময্যৌ'—পাদস্পর্শন-মাত্রে অভীষ্ট দেশ-প্রাপিকা পাদুকাযুগল। 'আত্মজং'—নিজ সলিলোৎপন্ন শঙ্খ (সমুদ্র প্রদান করিলেন) ॥ ১৪-২০ ॥

স্তাবকাংস্তানভিপ্রেত্য পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।
মেঘনির্হ্রাদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তান্ স্তাবকান্ (স্তোতুমুদ্যতান্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) প্রতাপবান্ বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) প্রহসন্ মেঘনির্হ্রাদয়া (মেঘানাম্ ইব তপ্তজনাশ্বাসনকরঃ নির্হ্রাদঃ ধ্বনিঃ যস্যাং তয়া) বাচা ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মহাপ্রতাপবান্ বেণনন্দন পৃথু তাঁহাদিগকে স্তবপাঠে উদ্যত জানিয়া হাস্যসহকারে জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

শ্রীপৃথুরুবাচ—
ভোঃ সূত হে মাগধ সৌম্য বন্দিন্
লোকেঽধুনাস্পষ্টগুণস্য মে স্যাৎ।
কিমাশ্রয়োঽহমে স্তব এষ যোজ্যতাং
মা ময্যভুবন্ বিতথা গিরো বঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপৃথুঃ উবাচ,—ভোঃ সূত, হে মাগধ, (হে) সৌম্য বন্দিন্, (অপি) লোকে অস্পষ্টগুণস্য (অপ্রকটিতপরাক্রমস্য) মে অধুনা (আশ্রয়ঃ) স্তব স্যাৎ? এষঃ (ক্রিয়মাণঃ স্তব) অ-মে (মদন্যস্য, ন তু মে) যোজ্যতাম্; (যদ্বা), লোকে স্পষ্টগুণস্য (সতঃ) মে স্তবঃ স্যাৎ। অধুনা মে কিমাশ্রয়ঃ এষঃ (স্তবঃ) যোজ্যতাং, নৈষঃ যোগ্যঃ। ময়ি (মদ্বিষয়ে) বঃ (যুষ্মাকং) গিরঃ মা বিতথা (মৃষা) অভুবন্ (ভবেয়ুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপৃথু কহিলেন,—হে সৌম্য সূত, হে মাগধ, হে বন্দিগণ, আমার পরাক্রম এখনও পৃথিবীতে অপ্রকাশিত; সুতরাং তোমরা আমার কোন্ বিষয় আশ্রয় করিয়া স্তব করিতে চাহিতেছ? অতএব এই ক্রিয়মাণ স্তব আমাব্যতীত অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিতে যোজনা কর। তোমাদের বাক্যাবলী আমাতে প্রযুক্ত হইয়া মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন না হউক,—ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—লোকে অধুনা অস্পষ্টগুণস্য মে স্তবোঽয়ং কিমাশ্রয়ঃ স্যাৎ, কং গুণং মে দৃষ্ট্বা স্তুদ্ধ্বে ইত্যর্থঃ। স্তবং বিনা স্থাতুং ন শক্নুম ইতি চেৎ অ-মে মদ্ভিন্নস্য কস্যচিদ্ যোগ্যজনস্য এষ ক্রিয়মাণঃ স্তবো যোজ্যতাং ন তু মে। ননু কোঽত্র তে দোষস্ত্বং কিং বিভেষীতি তত্র ন মে দোষঃ কিন্তু যুষ্মাকমেব দোষ-প্রসক্তেবিভেমীত্যাহ—মেতি। ময়ি বিষয়ে বো গিরো মা বিতথা ভবন্তু ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্পষ্টগুণস্য'—জগতে এখনও আমার পরাক্রমাদি কোন গুণ প্রকাশিত হয় নাই, অতএব এই স্তব কি বিষয় অবলম্বন করিয়া হইবে? আমার কোন্ গুণ দেখিয়া স্তব করিবে?—এই অর্থ। যদি বল—আমরা স্তুতি না করিয়া থাকিতে পারি না, তাহাতে বলিতেছেন—'অ-মে', আমা ভিন্ন অন্য কোন যোগ্য জনের উদ্দেশ্যে তোমাদের ক্রিয়মাণ এই স্তব যুক্ত কর, (অর্থাৎ অন্য যোগ্য কাহারও স্তব কর) কিন্তু আমার নহে। যদি বল—আপনার কি দোষ, যাহাতে আপনি ভীত

হইতেছেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমার দোষ নয়, তোমাদেরই দোষ-প্রসঙ্গ হইতে ভয় করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'মা' ইতি, আমার বিষয়ে তোমাদের বাক্য মিথ্যা না হউক ॥ ২২ ॥

———

তস্মাৎ পরোক্ষেঽস্মদুপশ্রুতান্যলং
করিষ্যথ স্তোত্রমপীব্যবাচঃ ।
সত্যুত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদে
জুগুপ্সিতং ন স্তবয়ন্তি সভ্যাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অপীব্যবাচঃ, (মধুরগিরঃ) তস্মাৎ (মম অস্পষ্টত্বাৎ) পরোক্ষে এব (কালান্তরে স্পষ্টেষু গুণেষু সৎসু) অস্মদুপশ্রুতানি (অস্মাকম্ উপশ্রুতানি যশাংসি প্রতি) অলম্ (অত্যর্থং) স্তোত্রং করিষ্যথ। উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদে (উত্তমঃশ্লোকস্য ভগবতঃ গুণানাম্ অনুবাদে কর্ত্তব্যে) সতি জুগুপ্সিতম্ (অর্ব্বাচীনম অপ্রসিদ্ধগুণকাং মাং) সভ্যাঃ ন স্তবয়ন্তি (স্তাবয়িতুং যোগ্যাঃ ন ভবন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে মধুরভাষি-স্তাবকগণ, এখন আমার গুণ অব্যক্ত রহিয়াছে। কালান্তরে যখন উহা ব্যক্ত হইবে, তখন তোমরা আমার যশোরাশি লইয়া তোমাদের প্রত্যেক স্তোত্র অলঙ্কৃত করিও। উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তিতব্য, সভ্যগণ আমার ন্যায় অপ্রসিদ্ধ গুণবান্‌কে কখনও স্তবযোগ্য বলিয়া মনে করেন না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভো গুণরত্নাকর, ভবতো নিখিলা এবৈতে গুণাঃ স্পষ্টীভবিষ্যন্ত্যেবেতি জ্ঞাত্বৈব স্তুম ইতি চেত্তত্রাহ—তস্মাদিতি। যস্মান্মদ্গুণা ভবিষ্যন্তি তস্মাৎ অস্মদুপশ্রুতানি যশাংসি প্রতি স্তোত্রং অলমত্যর্থং করিষ্যথৈব, ন তু কুরুথ, তদা কে যুষ্মান্নিষেৎস্যন্তীতি ভাবঃ। তদাপি পরোক্ষ এব, ন তু মৎসাক্ষাৎ। হে অপীব্যবাচঃ মনোজ্ঞবাক্কৌশলাভিজ্ঞাঃ, ন হি স্তব্যঃ সংমুখ এব স্তুত্বা হ্রেপয়িতুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। ননু কিং কুর্ম্মঃ সভ্যৈঃ প্রেরিতা বয়মধুনারভ্যৈব ত্বামেব স্তুম ইতি চেন্মৈবং ব্রুথেত্যাহ—উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানুবাদে সদৈব সর্ব্বথৈব স্তবনীয়ে সতি জুগুপ্সিতমর্ব্বাচীনং মদ্বিধং জনং ন স্তাবয়ন্তি সভ্যত্বান্যথানুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে গুণনিধি ! আপনার এই সকল গুণ প্রকাশিত হইবেই, ইহা জানিয়াই আমরা স্তব করিতেছি, তাহাতে বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইতি। কালান্তরে যখন আমার গুণাবলি প্রকাশিত হইবে, তখন আমার ব্যক্ত যশ-সমূহ যথেষ্টরূপে স্তব করিও, কিন্তু এখন নহে, তখন তোমাদের কে নিষেধ করিবে ?—এই ভাব। তথাপি তাহা আমার পরোক্ষেই কীর্ত্তন করিও, কিন্তু আমার সাক্ষাতে নহে। 'হে অপীব্যবাচঃ' !—মনোজ্ঞ বাক্‌কৌশলে নিপুণ (মধুরভাষিগণ) ! স্তবনীয় জনের সম্মুখেই স্তব করিয়া লজ্জা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হয় না—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, আমরা কি করিব ? সভ্যগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমরা এখন হইতেই আপনাকে স্তুতি করিতেছি। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তোমরা মিথ্যাই বলিতেছ, ইহা বলিতেছেন— 'উত্তমঃ-শ্লোক-গুণানুবাদে'— উত্তমঃ-শ্লোক (পুণ্যকীর্ত্তি) শ্রীহরির লীলাকথা, যাহা সর্ব্বদাই স্তবনীয়, তাহা বর্ত্তমান থাকিতে, 'জুগুপ্সিতং' —(সভ্যগণ) অর্ব্বাচীন নিন্দিত মাদৃশ জনের স্তব করান না, তাহা হইলে তাঁহারা সভ্য-পদের উপযুক্তই হইতে পারেন না—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

———

মহদ্‌গুণানাত্মনি কর্ত্তুমীশঃ
কঃ স্তাবকৈঃ স্তাবয়তেঽসতোঽপি ।
তেঽস্যাভবিষ্যন্নিতি বিপ্রলব্ধো
জনাবহাসং কুমতির্ন বেদ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—মহদ্‌গুণান্ (মহতাং গুণান্ ধার্ম্মিকত্বাদীন্) আত্মনি কর্ত্তুং (সম্পাদয়িতুম্) ঈশঃ (সমর্থঃ অপি) অসতঃ (অবিদ্যমানান্ গুণান্ সম্ভাবনামাত্রেণ) স্তাবকৈঃ (সূতাদিভিঃ) কঃ বা স্তাবয়তে (নঃ কঃ অপি ইত্যর্থঃ) (সঃ চ) কুমতিঃ (মন্দবুদ্ধিঃ যদি অয়ং শাস্ত্রাভ্যাসাদিকম্ অকরিষ্যৎ তর্হি) তে অস্য (বিদ্যাদয়ঃ গুণাঃ) অভবিষ্যন্ ইতি (ক্রিয়াতিপত্তিবচনৈঃ স্তাবকৈঃ জনৈঃ) বিপ্রলব্ধঃ (উপহসিতঃ অপি) জনাবহাসং (তেষাং জনানাম্ অবহাসং কুমতিত্বাৎ) ন বেদ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—মহতের গুণাবলী আপনাতে সম্পাদন

করিবার অনেকেরই সামর্থ্য আছে সত্য ; কিন্তু এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যে, সেই সকল গুণ আবির্ভূত না হইতেই কেবল সম্ভাবনা মাত্রে স্তাবকগণদ্বারা তাঁহার স্তব করাইয়া থাকেন ? "শাস্ত্রাভ্যাস করিলে তোমার বিদ্যাদি গুণ হইত" এই বলিয়া কাহারও কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়াও যদি কেহ ঐ উপহাস বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে জানিতে হইবে, সে নিতান্ত মূঢ় মন্দবুদ্ধি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স ত্বুত্তমঃশ্লোকো ভবানেবেতি তত্রাহ—মহতো ভগবতো গুণান্ আত্মনি স্বস্মিন্ কর্ত্তুং শিরঃশেখরীকর্ত্তুং ঈশঃ সমর্থোঽপি কোঽভিজ্ঞঃ আত্মানং স্তাবয়তে ন কোঽপি। সতো বর্ত্তমানানপি কিং পুনরবর্ত্তমানান্, মন্দস্তু অনীশোঽপি অবর্ত্তমানানপি স্তাবয়তে এবেতি ভাবঃ। স চ কুমতির্জনাবহাসং ন বেদ। কীদৃশঃ তেঽস্যেতি যদ্যয়ং শস্ত্র-শাস্ত্র-কলাভ্যাসাদিকমকরিষ্যত্তদা বীরঃ পণ্ডিতো বিদগ্ধোঽপ্যভবিষ্যদিতি ক্রিয়াতিপত্ত্যা বিপ্রলব্ধঃ উপহসিতঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সেই উত্তমঃশ্লোক আপনিই, ইহাতে বলিতেছেন—'মহদ্-গুণান্'—মহান্ শ্রীভগবানের গুণসমূহ, 'আত্মনি কর্ত্তুং'—আপনাতে শিরোভূষণ করিতে সমর্থ হইলেও কোন্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্তুতিপাঠক দ্বারা নিজের প্রশংসা খ্যাপন করাইবে ? কেহই নহে। 'অসতোঽপি'—গুণসকল বিদ্যমান থাকিলেও নিজের প্রশংসা করাইবে না, আর অবিদ্যামান গুণসমূহের কে স্তুতি করাইবে ? মন্দবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি কিন্তু অযোগ্য হইলেও, গুণসকল না থাকিলেও, স্তাবকের দ্বারা স্তব করাইয়া থাকেই—এই ভাব। সেই কুবুদ্ধি-সম্পন্ন মূঢ় জন লোকের উপহাসও বুঝিতে পারে না। কি প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'তে অস্য' ইত্যাদি, সেই গুণসমূহ যদি তোমার থাকিত, যেমন—যদি এই ব্যক্তি শস্ত্র, শাস্ত্র ও কলাদির অভ্যাস করিত, তাহা হইলে বীর, পণ্ডিত ও বিদগ্ধও হইতে পারিত —এইরূপ বাক্যের দ্বারা, 'বিপ্রলব্ধঃ'—উপহসিত হইলেও (মন্দবুদ্ধি জন বুঝিতে পারে না)॥ ২৪ ॥

প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ।
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—পরমোদারাঃ (বিশদচিত্তাঃ) হ্রীমন্তঃ (লজ্জাযুক্তাঃ) বিশ্রুতাঃ অপি (প্রখ্যাতাঃ অপি) প্রভবঃ হি (বিদ্যমান-গুণ-সম্পাদনে সমর্থাঃ অপি) আত্মনঃ স্তোত্রম্ (উচিতং সৎ অপি) বিগর্হিতম্ (নিন্দিতং) পৌরুষং বা (ইব) জুগুপ্সন্তি (নিবারয়ন্ত্যেব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—নিষ্কপট, উন্নতহৃদয়, হ্রীমান্ পুরুষগণ জগতে বিশ্রুতকীর্ত্তি ও প্রভাবশালী হইলেও নিজের যোগ্য স্তাবককেও নিন্দিত পৌরুষের ন্যায় গর্হণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ 'আপনি এরূপ তেজীয়ান্ যে আপনার ধর্ম্মাতিক্রমেও কোনও প্রত্যবায় হয় না'—এইরূপ স্তব তেজীয়ানের পক্ষে অনুচিত বা অতিস্তুতি না হইলেও তেজীয়ান্ পুরুষ নিজে ঐরূপ স্তব সহ্য করেন না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—হে স্বস্তাবকাঃ প্রভবো ন জ্ঞেয়াঃ যতঃ প্রভবো হীত্যাদি। বা-শব্দ ইবার্থে বিগর্হিতং পৌরুষমিব যথায়ং সতাং ধর্ম্মধ্বংসে পরমসমর্থ ইত্যাদি স্তোত্রং নিন্দন্তি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে স্ব-স্তাবকগণ! বহু গুণার্জ্জনে সমর্থবান্ ব্যক্তিদের জানা যায় না, যেহেতু 'প্রভবঃ হি' ইত্যাদি, (অর্থাৎ ক্ষমতাবান বিখ্যাত ব্যক্তিগণও নিজেদের স্তবে লজ্জা বোধ করিয়া স্তাবকের নিন্দা করিয়া থাকেন)। 'পৌরুষং বা'—এখানে বা-শব্দ ইব অর্থে, অর্থাৎ নিন্দিত পৌরুষের ন্যায়, যেমন—'এই ব্যক্তি সাধুদিগের ধর্ম্মনাশে পরম সমর্থ'—ইত্যাদি স্তুতিবাক্যের নিন্দা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বয়ং ত্ববিদিতা লোকে সূতাদ্যাপি বরীমভিঃ।
কর্ম্মভিঃ কথমাত্মানং গাপয়িষ্যাম বালবৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) সূত, বয়ং তু লোকে বরীমভিঃ (বরাণাং ভাবাঃ বরিমাণঃ তৈঃ বরিমভিঃ বরিষ্ঠৈঃ)

কর্ম্মভিঃ অদ্যাপি অবিদিতাঃ (অপ্রসিদ্ধাঃ) বালবৎ (অজ্ঞবৎ) কথম্ আত্মানং গাপয়িষ্যামঃ (গাপয়ামঃ) ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে সূত, আমরা অদ্যাপি কোন বরিষ্ঠ কর্ম্মদ্বারা প্রসিদ্ধিলাভ করি নাই। সুতরাং অজ্ঞের ন্যায় কি প্রকারে আত্মস্তুতি করাইব ? ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বরীমভিরিতি দীর্ঘত্বমার্ষ্যম্; বরিমভিঃ শ্রেষ্ঠৈর্ব্বয়মবিদিতা অবিখ্যাতাঃ। অতঃ কথং কর্ম্মভিরাত্মানং গাপয়িষ্যামঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চদশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বরীমভিঃ'—এখানে দীর্ঘত্ব আর্ষ প্রয়োগ। 'বরিমভিঃ'—শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের দ্বারা আমরা এখন পর্য্যন্ত জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করি নাই। অতএব কিপ্রকারে (বালকের ন্যায়) কর্ম্মের দ্বারা নিজের গুণ গান করাইব ? ॥ ২৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১৫ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ
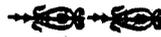
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং গায়কা মুনিচোদিতাঃ।
তুষ্টুবুস্তুষ্টমনসস্তদ্বাগমৃতসেবয়া ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মুনিগণের আদেশানুসারে সূতাদি-কর্ত্তৃক সভার্য্য পৃথু মহারাজের স্তব বর্ণিত হইয়াছে।

সূতাদি গায়কগণ পৃথুমহারাজের এই প্রকার বাক্যশ্রবণে সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন,—"আমরা আপনার গুণবর্ণনে অযোগ্য হইলেও মুনিগণ আমাদের হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা করিতেছেন, সেইরূপেই আমরা আপনার প্রশংসনীয় কর্ম্মসমূহ বর্ণন করিব। ধর্ম্মজ্ঞ আপনি প্রজাসকলকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মদ্রোহিগণের দণ্ডবিধান, যথাসময়ে কর-গ্রহণ, দান, পালন ও পোষণাদি কর্ম্মদ্বারা স্বর্গমর্ত্ত্যের মঙ্গল-বিধান, পৃথিবীর ন্যায় দয়া ও সহিষ্ণুতা, প্রজা-সংরক্ষণ প্রভৃতি অসংখ্য গুণগ্রাম আপনাতে বর্ত্তমান থাকিবে। আপনাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবেন না। আপনি যমের ন্যায় ন্যায়-বিচারক হইয়া অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করিবেন। পরে সরস্বতী-তীরে পৃথু মহারাজের শতসংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব্ব-শেষ যজ্ঞে ইন্দ্রকর্ত্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বটীর অপহরণ, তদনন্তর সনৎকুমারের সঙ্গলাভ, গুরুসেবাপ্রভাবে তাঁহার

নিকট হইতে নির্ম্মল ভগবজ্জ্ঞানলাভাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইতি (ইত্যেবম্) ব্রুবাণং নৃপতিং (পৃথুং) তদ্বাগমৃতসেবয়া (তস্য বাক্ এব অমৃতং তস্য সেবয়া) তুষ্টমনসঃ (তুষ্টং মনঃ যেষাং তে) মুনিচোদিতাঃ (মুনিভিঃ চোদিতাঃ অনুরুদ্ধাঃ) গায়কাঃ (সূতাদয়ঃ) তুষ্টুবুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—রাজা পৃথু এইরূপ বলিতে থাকিলেও সূতাদি গায়কগণ তাঁহার কথামৃতসেবনে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া মুনিগণের প্রেরণাক্রমে তঁাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মুনিপ্রযুক্তাঃ সূতাদ্যাঃ ষোড়শে তুষ্টুবুঃ পৃথুম্।
স্তবশ্চ পৃথ্বীদোহাদি ভাবি তদ্বৃত্তিসূচকঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষোড়শ অধ্যায়ে মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া সূত প্রভৃতি গায়কগণ মহারাজ পৃথুর স্তব করিয়াছেন, যে স্তবে তাঁহার ভাবি পৃথিবীদোহনাদি ব্যাপারসকল কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

নালং বয়ং তে মহিমানুবর্ণনে
যো দেববর্য্যোঽবততার মায়য়া।
বেণাঙ্গজাতস্য চ পৌরুষাণি তে
বাচস্পতীনামপি বভ্রমুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভবান্) দেববর্য্যঃ (বিষ্ণুঃ) মায়য়া (স্বশক্ত্যা) অবততার, (তস্য) তে তব মহিমানুবর্ণনে বয়ং (সূতাদয়ঃ) নালং (ন সমর্থাঃ) (যতঃ) বেণাঙ্গজাতস্য (বেণস্য অঙ্গাৎ জাতস্য) তে (তব) পৌরুষাণি (প্রতি) বাচস্পতীনাং (ব্রহ্মাদীনাম্) অপি ধিয়ঃ বভ্রমুঃ (ভ্রান্তাঃ বভূবুঃ কুতঃ পুনর্ব্বয়ং তদ্‌বর্ণনে সমর্থাঃ ভবেম) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—(হে মহারাজ,) আপনি শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ-অবতার। আপনার মহিমা-বর্ণনে আমাদের সামর্থ্য নাই; যেহেতু আপনি বেণরাজের অঙ্গজ হইলেও আপনার পৌরুষ-বর্ণনে ব্রহ্মাদি-বাচস্পতিগণেরও বুদ্ধির ভ্রম উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—নালং ন সমর্থাঃ মায়য়া কৃপয়া; যদ্বা, সশক্ত্যা অর্চ্চিষা সহ তে তব পৌরুষাণি প্রতি ব্রহ্মাদীনামপি ধিয়ো বভ্রমুঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন অলং'—আমরা সমর্থ নই, 'মায়য়া'—কৃপাপূর্ব্বক (যে দেবাদিদেব বিষ্ণু আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আপনার মহিমা বর্ণনে আমরা সমর্থ নই)। অথবা—'মায়য়া' বলিতে 'স্বশক্ত্যা', অর্থাৎ নিজ শক্তি অর্চ্চির সহিত অবতীর্ণ আপনার পৌরুষসমূহ বর্ণনা করিতে ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অথাপ্যুদারশ্রবসঃ পৃথোর্হরেঃ
কলাবতারস্য কথামৃতাদৃতাঃ।
যথোপদেশং মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ
শ্লাঘ্যানি কর্ম্মাণি বয়ং বিতন্মহি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথাপি (তথাপি) কথামৃতাদৃতাঃ (কথামৃতে আদৃতাঃ সাদরাঃ) মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ (প্রেরিতঃ সন্তঃ) যথোপদেশং (মুনিভিঃ কৃতঃ উপদেশঃ যোগবলেন হৃদি প্রকাশনং তম্ অনতিক্রম্য) উদারশ্রবসঃ (মহাযশস্কস্য) হরেঃ কলাবতারস্য পৃথোঃ শ্লাঘ্যানি (যানি তানি) কর্ম্মাণি বয়ং বিতন্মহি (বিস্তারয়ামঃ বিস্তরেণ বর্ণয়ামঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(আপনার গুণকীর্ত্তনে যদিও আমাদের সামর্থ্য নাই,) তথাপি শ্রীহরির অংশাবতার মহাযশস্ক ভবদীয় কথামৃতে আমাদের বিশেষ আদর জন্মিয়াছে। মুনিগণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন; তাঁহারা যোগবলে আমাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ স্ফূর্ত্তি করাইতেছেন, আমরা সেইরূপেই আপনার শ্লাঘনীয় কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তন করিব ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যথোপদেশং মুনিভিরস্মদন্তঃকরণং প্রবিশ্য কৃতমুপদেশমনতিক্রম্য ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'যথোপদেশং'— মুনিগণ আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া যেরূপ উপদেশ করিতেছেন, (সেই প্রেরণাবশতঃ পৃথুর প্রশংসনীয় কর্ম্মসকল আমরা বর্ণনা করিব) ॥ ৩ ॥

এষ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো লোকং ধর্ম্মেঽনুবর্ত্তয়ন্।
গোপ্তা চ ধর্ম্মসেতুনাং শাস্তা তৎপরিপন্থিনাম ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (পৃথুঃ) ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ (তথা) লোকং (জনসমূহং) ধর্ম্মে (স্ব-স্ব-ধর্ম্মে) অনুবর্ত্তয়ন্ ধর্ম্মসেতূনাং (বর্ণাশ্রমধর্ম্মমর্য্যাদানাং) গোপ্তা (রক্ষকঃ) তৎপরিপন্থিনাং (ধর্ম্মমর্য্যাদা-বিঘটকানাং দুরাচারাণাং) শাস্তা (দণ্ডয়িতা ভবিষ্যতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(গায়কগণ বলিতে লাগিলেন—) এই পৃথুরাজ স্বধর্ম্ম-পালনকারিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং লোকসমূহের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ইনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মমর্য্যাদা-সংরক্ষক এবং উন্মার্গগামিদিগের দণ্ডপ্রদাতা ॥ ৪ ॥

এষ বৈ লোকপালানাং বিভর্ত্ত্যেকস্তনৌ তনূঃ।
কালে কালে যথাভাগং লোকয়োরুভয়োর্হিতম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ একঃ বৈ (এব) যথাভাগং (যথাযোগ্যম্) উভয়োঃ লোকয়োঃ (যজ্ঞাদি-প্রবর্ত্তনেন স্বর্গস্য, বৃষ্ট্যাদি- প্রবর্ত্তনেন ভূর্লোকস্য) হিতম্ (যথা ভবতি, তথা) তনৌ (স্বশরীরে) লোকপালানাম্ (আদিত্যেন্দ্রাদীনাং) তনূঃ (মূর্ত্তীঃ) কালে কালে (তৎতদবসরে) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ইনি একাকীই যথাযোগ্যভাবে ইহ এবং পরলোকের হিতসাধনার্থ সময়ে সময়ে স্বশরীরে ইন্দ্রাদি লোকপালের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫॥

বিশ্বনাথ—এক এবৈষ তনৌ স্বমূর্ত্তাবেব লোকপালানাং তনূমূর্ত্তীর্বিভর্ত্তি। কালে কালে প্রতিসময়ং লোকয়োরিতি যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তনেন স্বর্গস্য বৃষ্ট্যাদিনা ভূর্লোকস্য চ হিতং ভাগং ভগসম্বন্ধি যথা স্যাত্তথা। "ভগং শ্রী-কাম-মাহাত্ম্য-বীর্য্য-রত্নার্ক-কীর্ত্তিষ্বিত্য-মরঃ" ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একস্তনৌ'—আপনি একাকী নিজমূর্ত্তিতেই ইন্দ্রাদি লোকপাল সকলের মূর্ত্তি ধারণ করিবেন। 'কালে কালে'—প্রতি সময়েই, 'লোকয়োঃ' —উভয় লোকের, অর্থাৎ যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তনের দ্বারা স্বর্গলোকের এবং বৃষ্ট্যাদির দ্বারা ভূলোকের, 'হিতং ভাগং'—ভগ-সম্বন্ধি, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধি মঙ্গল যাহাতে হয়, সেইরূপে (মূর্ত্তিধারণ করিবেন)। অমরকোষে—'শ্রী (সম্পৎ, শোভা), কাম (ইচ্ছা), মাহাত্ম্য, বীর্য্য (প্রভাব), রত্ন, সূর্য্য, কীর্ত্তি' প্রভৃতি অর্থে ভগ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

বসুকাল উপাদত্তে কালে চায়ং বিমুঞ্চতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রতপন্ সূর্য্যবদ্বিভুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (সমর্থঃ) অয়ং (পৃথুঃ) সর্ব্বেষু ভূতেষু (প্রাণিমাত্রেষু) সমঃ (রাগদ্বেষাদি-শূন্যঃ) প্রতপন্ (স্বপ্রতাপং প্রকটয়ন্) সূর্য্যবৎ (সূর্য্যঃ ইব) বসু (ধনম্) কালে উপাদত্তে (করাদান-কালে গৃহ্ণাতি) বিমুঞ্চতি (দুর্ভিক্ষাদিকালে চ দদাতি সূর্য্যঃ যথা অষ্টৌ মাসান্ বসু জলম্ আদত্তে, বর্ষাসু চ বিমুঞ্চতি তদ্বৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ— এই পৃথু প্রাণিমাত্রে সমদর্শী হইয়া এবং সূর্য্যসদৃশ স্বপ্রতাপ প্রকটিত করিয়া যথাসময়ে ধন আদান এবং প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্যাদিতনুধারণমাহাষ্টভিঃ। বসু ধনং করাদানকালে আদত্তে দুর্ভিক্ষাদিকালে বিমুঞ্চতি চ, অষ্টৌ মাসান্ সূর্য্যো যথা বসু জলমাদত্তে বিমুঞ্চতি চ বর্ষাসু, তদ্বৎ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূর্য্যাদি তনুধারণ বলিতেছেন আটটি শ্লোকের দ্বারা। 'বসু'—বসু বলিতে ধন, এই রাজা পৃথু প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদান-কালে ধন গ্রহণ করিবেন এবং দুর্ভিক্ষাদি দুঃসময়ে মুক্তহস্তে তাহা দানও করিবেন, যেমন সূর্য্য আট মাস পৃথিবীর রস (জল) গ্রহণ করেন এবং বর্ষা-কালে তাহা বর্ষণ করেন, সেইরূপ ॥ ৬ ॥

তিতিক্ষত্যক্রমং বৈণ্য উপর্য্যাক্রামতামপি।
ভূতানাং করুণঃ শশ্বদার্ত্তানাং ক্ষিতিবৃত্তিমান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষিতিবৃত্তিমান্ (ক্ষিতেঃ বৃত্তিঃ সর্ব্বাপ-রাধসহনং যস্যাস্তি সঃ তথা) করুণঃ (দয়ালুঃ) বৈণ্যঃ (বেণতনয়ঃ) উপরি (মস্তকে পাদেন) আক্রামতাম্ (আক্রমণকারিণাম্) অপি আর্ত্তানাং (পীড়িতানাং) ভূতানাম্ অক্রমম্ (অতিক্রমং) শশ্বৎ (নিরন্তরং) তিতিক্ষতি (সহতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই বেণনন্দন পৃথু সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর স্বভাববিশিষ্ট। ইনি আর্ত্তব্যক্তিদিগের প্রতি সর্ব্বদাই করুণ। উহারা তাঁহার মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে অতিক্রম করিলেও তিনি তাহা সহ্য করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অক্রমমনতিক্রমং তিতিক্ষতি সহতে। ক্ষিতিরত্তিমান্ পৃথ্বীস্বভাবযুক্তঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অক্রমং তিতিক্ষতি'—আর্ত্ত ব্যক্তিগণের অতিক্রম সহ্য করিবেন। 'ক্ষিতি-বৃত্তি-মান্'—পৃথিবীর স্বভাবযুক্ত (অর্থাৎ পৃথিবীর ন্যায় দয়া ও সহিষ্ণুতাযুক্ত বেণনন্দন পৃথু) ॥ ৭ ॥

দেবেঽবর্ষত্যসৌ দেবো নরদেব-বপুর্হরিঃ।
কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ প্রজা হ্যেষ রক্ষিষ্যত্যঞ্জসেন্দ্রবৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দেবে (ইন্দ্রে) অবর্ষতি (বর্ষম্ অকুর্ব্বতি সতি) কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ (কৃচ্ছ্রং কষ্টং গতাঃ প্রাণাঃ যাসাং তাঃ) প্রজাঃ অসৌ নরদেববপুঃ (রাজশরীর-ধৃক্) হরিঃ হি (এব) এষঃ দেবঃ (রাজা পৃথুঃ) অঞ্জসা (অনায়াসেনৈব) ইন্দ্রবৎ (ইন্দ্রঃ ইব স্বয়ং বৃষ্টিং কৃত্বা) রক্ষিষ্যতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বারিবর্ষণ হইতে বিরত থাকিলে এবং উহাদ্বারা প্রজাবর্গের কষ্টে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীহরির অংশসম্ভূত এই নরদেহশরীরধৃক্ পৃথু স্বয়ংই ইন্দ্রের ন্যায় মেঘ বৃষ্টি করিয়া প্রজাকুলকে রক্ষা করিবেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—রক্ষিষ্যতি স্বয়মেব বৃষ্টিং দত্বা পালয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রক্ষিষ্যতি'—নিজেই বৃষ্টি প্রদান করিয়া প্রজাগণকে পালন করিবেন ॥ ৮ ॥

আপ্যায়য়ত্যসৌ লোকং বদনামৃতমূর্ত্তিনা।
সানুরাগাবলোকেন বিশদস্মিতচারুণা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ সানুরাগাবলোকেন (সানুরাগঃ অবলোকঃ যস্মিন্ তেন) বিশদস্মিতচারুণা (বিশদং স্বচ্ছং যৎ স্মিতং চারুণা মনোহরেণ) বদনামৃতমূর্ত্তিনা (বদনমেবামৃতমূর্ত্তিঃ চন্দ্রঃ তেন) লোকং আপ্যায়য়তি (তর্পয়তিস্ম) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এই মহারাজ পৃথু অনুরাগ-সম্পৃক্ত অবলোকন এবং বিশুদ্ধ হাস্যোৎফুল্ল সুচারু মুখ-চন্দ্রিমাদ্বারা লোকের আনন্দ বিধান করিতেছেন ॥ ৯॥

বিশ্বনাথ—বদনমেবামৃতমূর্ত্তিশ্চন্দ্রস্তেনেতি চন্দ্র-তনুধারণমুক্তম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বদনামৃত-মূর্ত্তিনা'—বদনই অমৃতমূর্ত্তি, অর্থাৎ চন্দ্র, তাহার দ্বারা (প্রজাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন), ইহাতে চন্দ্রমূর্ত্তি ধারণ বলা হইল ॥ ৯ ॥

অব্যক্তবর্ত্মৈষ নিগূঢ়কার্য্যো
গম্ভীরবেধা উপগুপ্তবিত্তঃ।
অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা
পৃথুঃ প্রচেতা ইব সংবৃতাত্মা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তবর্ত্মা (ন ব্যক্তং বর্ত্ম প্রবেশ-নির্গময়োঃ মার্গঃ যস্য সঃ) নিগূঢ়কার্য্যঃ (নিগূঢ়ং নিষ্পত্তেঃ পূর্ব্বম্ অবিজ্ঞাতং কার্য্যং যস্য সঃ) গম্ভীর-বেধাঃ (গম্ভীরং কিমর্থম্ এতৎ কৃতম্ ইতি অন্যৈঃ অজ্ঞাতাভিপ্রায়ং বিধত্তে ইতি) উপগুপ্তবিত্তঃ (উপগুপ্তং সুরক্ষিতং বিত্তং যস্য সঃ) অনন্তমাহাত্ম্য-গুণৈকধামা (অনন্তমাহাত্ম্যঃ চাসৌ গুণানাম্ একং ধাম বিষ্ণুঃ যস্মিন্ সঃ অনন্তমাহাত্ম্যোপেতাঃ গুণাঃ এব একং ধাম স্থানং যস্য সঃ ইতি বা) সংবৃতাত্মা সংযতমূর্ত্তিঃ) এষঃ পৃথুঃ প্রচেতাঃ (বরুণঃ) ইব (শোভতে) ॥১০॥

অনুবাদ—এই মহাত্মার অন্তঃপ্রবেশ ও নির্গম-মার্গ অবিদিত থাকিবে, ফলনিষ্পত্তির পূর্ব্বে ইঁহার কার্য্য কেহ জানিতে পারিবে না এবং সেই কার্য্য এরূপ গম্ভীরভাবে বিহিত হইবে যে, তাহা কি অভি-প্রায়ে করা হইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না ; ইঁহার ধনাদি উত্তমরূপে রক্ষিত হইবে ; অনন্ত-মাহাত্ম্যসম্পন্ন, অশেষ গুণধাম, সংযতমূর্ত্তি এই পৃথু বরুণসদৃশ হইয়া শোভা পাইতে থাকিবেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ন ব্যক্তং বর্ত্ম অন্তঃপ্রবেশনির্গময়ো-র্মার্গো যস্য সঃ। নিগূঢ়ং নিষ্পত্তেঃ পূর্ব্বমবিজ্ঞাতং কার্য্যং যস্য সঃ। তচ্চ কার্য্যং গম্ভীরমন্যৈরজ্ঞাতাভি-প্রায়ং যথা স্যাত্তথা বিধত্তে ইতি বেধাঃ। উপ—আধিক্যেন গুপ্তং বিত্তং ধনং জ্ঞানঞ্চ যস্য সঃ। অনন্তস্য বিষ্ণোরিব মাহাত্ম্যং গুণাশ্চ একং মুখ্যং ধাম প্রভাবশ্চ যস্য সঃ। সংবৃতাত্মা অন্যালক্ষিত-

স্বভাবঃ প্রচেতা বরুণ ইবেতি সমুদ্রচরত্বেন বরুণস্যাপ্যেতে গুণা দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অব্যক্তবর্ত্মা'—ব্যক্ত (প্রকাশিত) নয় বর্ত্ম যাঁহার, অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ ও তাহা হইতে নির্গম—এই দুই পথ, অন্যে জানিতে পারিবে না যাঁহার, তিনি। 'নিগূঢ়কার্য্যঃ'—নিগূঢ়, অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বে অবিজ্ঞাত কার্য্য যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ ফললাভের পূর্ব্বে ইহাঁর কার্য্য প্রকাশ পাইবে না)। সেই কার্য্যও 'গম্ভীরবেধাঃ'—অন্যে যাহাতে অভিপ্রায় বুঝিতে না পারে, সেইভাবে যিনি বিধান করেন, তিনি। 'উপগুপ্ত-বিত্তঃ'—উপ, আধিক্যরূপে গুপ্ত (রক্ষিত) হইয়াছে বিত্ত, অর্থাৎ ধন ও জ্ঞান যাঁহার তিনি। 'অনন্ত-মাহাত্ম্য' ইত্যাদি—অনন্তের অর্থাৎ বিষ্ণুর ন্যায় মাহাত্ম্য, গুণসকল এবং মুখ্য প্রভাব যাঁহার, সেই পৃথু। 'সংবৃতাত্মা'—অন্যের দ্বারা অলক্ষিত-স্বভাব প্রচেতা, অর্থাৎ বরুণের ন্যায় যিনি। সমুদ্রে বিচরণশীল বলিয়া বরুণদেবেরও এই সকল গুণ বর্ত্তমান—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

দুরাসদো দুর্ব্বিষহ আসন্নোঽপি বিদূরবৎ।
নৈবাভিভবিতুং শক্যো বেণারণ্যুত্থিতোঽনলঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—বেণারণ্যুত্থিতঃ (বেণঃ এবঃ অরণিঃ তস্মাৎ উত্থিতঃ উৎপন্নঃ) অনলঃ (ইব অসৌ পৃথুঃ) দুরাসদঃ (শত্রোর্মনসাপি প্রাপ্তুম্ অশক্যঃ) দুর্বিষহঃ (শত্রুভিঃ সোঢ়ুম্ অশক্যঃ) আসন্নঃ অপি (সমীপে বর্ত্তমানঃ অপি) বিদূরবৎ (পৌরুষেণাপি) অভিভবিতুম্ ন এব শক্যঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বেণরূপ অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) হইতে পৃথুরূপ এই যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, ইঁহাকে শত্রুবর্গ মনোদ্বারাও স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইঁহার পরাক্রম শত্রুগণের নিকট অসহ্য হইবে। ইনি নিকটে অবস্থান করিলেও ইঁহাকে কেহই অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—দুরাসদঃ দুষ্টতমৈঃ শত্রুবর্গৈরনিকটঃ দুর্ব্বিষহঃ শত্রুশার্দ্দূলৈঃ সোঢ়ুমশক্যঃ। বেণ এবারণিস্তন্মথনাদুত্থিতঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দরাসদঃ'—দুষ্টতম শত্রুবর্গ (ইনি নিকটে থাকিলেও) দূরবর্ত্তীর ন্যায় ইহাঁকে মনের দ্বারাও লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। 'দুর্ব্বিষহঃ'—শত্রুরূপ শার্দ্দূলগণ ইহাঁর তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। 'বেণারণিঃ'—বেণই কাষ্ঠ, তাহার মথন হইতে উত্থিত (অগ্নিতুল্য এই পৃথুকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না) ॥ ১১ ॥

অন্তর্বহিশ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কর্ম্মাণি চারণৈঃ।
উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাত্মেব দেহিনাম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানাং (প্রাণিনাম্) অন্তর্বহিশ্চ (অন্তর্মনসি বহিশ্চ বর্ত্তমানানি) কর্ম্মাণি চারণৈঃ (গুপ্তভৃত্যৈঃ) পশ্যন্ (অপি) অধ্যক্ষঃ (সাক্ষী) দেহিনাম্ অধ্যক্ষঃ (অধিকৃতঃ আত্মভূতঃ) বায়ুঃ (সূত্রাত্মা ইব স্বস্তুতিনিন্দাদৌ) উদাসীনঃ ইব (লক্ষ্যমাণশ্চ বর্ত্তিষ্যতে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই মহাত্মা চারণগণের দ্বারা প্রাণিসমূহের অন্তঃ এবং বহিঃস্থ কার্য্যসমূহ অবগত হইয়াও দেহধারী জীবের অভ্যন্তরস্থ আত্মভূত বায়ুর ন্যায় অর্থাৎ অন্তর্য্যামীর ন্যায় (স্বীয় নিন্দা অথবা স্তুতিবিষয়ে) উদাসীন হইয়া সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিবেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—চারণৈশ্চেষ্টিতৈশ্চরৈশ্চ পশ্যন্ উদাসীনোঽনাসক্তঃ। পৃথুপক্ষে ;—ভৃত্যামাত্যাদিষ্বাসক্তোঽপি তৈরুদাসীন ইব লক্ষ্যমাণঃ। বায়ুঃ সূত্রাত্মেব আত্মা অন্তর্য্যামীব পৃথুরধ্যক্ষঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চারণৈঃ'—গতিবিধি ও গুপ্তচরের দ্বারা (প্রাণিগণের অন্তর ও বাহিরের কার্য্যসকল) জানিয়াও উদাসীন, অর্থাৎ অনাসক্ত। পৃথুপক্ষে—ভৃত্য, অমাত্য প্রভৃতিতে আসক্ত হইলেও তাঁহাদের দ্বারা উদাসীনের ন্যায় যিনি লক্ষিত হইবেন। 'বায়ুঃ'—আত্মভূত সূত্রাত্মা বায়ুর ন্যায়, অর্থাৎ অন্তর্য্যামীর ন্যায় পৃথু অধ্যক্ষ (সাক্ষীর ন্যায় উদাসীন হইয়া অবস্থান করিবেন) ॥ ১২ ॥

নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেষ সুতমাত্মদ্বিষামপি।
দণ্ডয়ত্যাত্মজমপি দণ্ড্যং ধর্ম্মপথে স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মপথে (যমস্য বৃত্তে) স্থিতঃ এষঃ (পৃথুঃ) অদণ্ড্যং (দণ্ডানর্হং) আত্মদ্বিষাম্ (আত্মনঃ দ্বিষাং শত্রূণাম্) অপি ন দণ্ডয়তি, দণ্ড্যং (তু) আত্মজম্ (পুত্রম্) অপি দণ্ডয়তি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই পৃথুরাজা ধর্ম্মরাজ যমের ন্যায় বৃত্তিবিশিষ্ট হইবেন। শত্রুসন্তানও যদি দণ্ডার্হ না হয়, তাহা হইলেও ইনি তাহার দণ্ড বিধান করিবেন না, আবার নিজের পুত্র হইলেও তাহাকে দণ্ডার্হ দেখিলে ইনি তাঁহার দণ্ড বিধান করিবেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মপথে যমস্য বৃত্তে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মপথে'—ধর্ম্মরাজ যমের ন্যায় ন্যায়পথে স্থিত (এই রাজা পৃথু) ॥ ১৩ ॥

অস্যাপ্রতিহতং চক্রং পৃথোরা-মানসাচলাৎ।
বর্ত্ততে ভগবানর্কো যাবৎ তপতি গো-গণৈঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ অর্কঃ (সূর্য্যঃ) গোগণৈঃ (রশ্মিসমূহৈঃ) যাবৎ (দেশং) তপতি (প্রকাশয়তি), (তাবৎ) আমানসাচলাৎ (মানসাচলম্ অভিব্যাপ্য তদ্দেশপর্য্যন্তম্) অস্য পৃথোঃ চক্রম্ (আজ্ঞা, সেনা বা রথস্য চক্রং বা) অপ্রতিহতং (বর্ত্ততে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যবান্ সূর্য্যদেব মানসাচল পর্য্যন্ত যে যে স্থান স্বীয় কিরণমালা দ্বারা প্রকাশিত করিতেছেন, ইঁহার আজ্ঞাচক্র অথবা রথচক্র সে-সমুদয়-স্থলেই অপ্রতিহত-গতিতে বিচরণ করিবে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রমাজ্ঞা, সেনা বা রথস্য চক্রং বা। মানসোত্তর-গিরিমভিব্যাপ্য বর্ত্ততে। কিং পর্য্যন্তমিত্যত আহ—অর্কো যাবত্তপতীতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চক্রম্'—মহারাজ পৃথুর আজ্ঞা, সেনা বা রথের চক্র, মানস-পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া (অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করিবে)। কত দূর পর্য্যন্ত? তাহাতে বলিতেছেন—'অর্কঃ যাবৎ তপতি' ভগবান্ সূর্য্যদেব কিরণসমূহের দ্বারা যতদূর পর্য্যন্ত তাপ প্রদান করেন, (ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহার শাসন অপ্রতিহত হইবে।) ॥ ১৪ ॥

রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ।
অথামুমাহু রাজানং মনরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) অয়ং (পৃথুঃ) মনোরঞ্জনকৈঃ (মনোরঞ্জনাদি কানি সুখানি যেভ্যঃ তৈঃ হেতুভিঃ) আত্মবিচেষ্টিতৈঃ (স্বপরাক্রমৈঃ) লোকং (জনং) রঞ্জয়িষ্যতি (আনন্দয়িষ্যতি) অথ (তস্মাৎ) প্রজাঃ অমুং রাজানম্ আহুঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এই পৃথু স্বকীয় মনোরঞ্জক পরাক্রম-দ্বারা প্রজারঞ্জন করিবেন। এই হেতু প্রজাবৃন্দ তাঁহাকেই 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিবেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—মনোরঞ্জনানি কানি সুখানি যেভ্যস্তৈরাত্মচেষ্টিতৈর্যল্লোকং রঞ্জয়িষ্যতীত্যর্থঃ। অন্যস্তু রাজতীতি নিরুক্ত্যা অয়ন্তু রঞ্জয়তি রাজতীতি নিরুক্তিদ্বয়েনৈব রাজেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনোরঞ্জনকৈঃ'—মনের আনন্দদায়ক সুখসমূহ যাহাদের হইতে তাদৃশ 'আত্মচেষ্টিতৈঃ'—স্বীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকলের দ্বারা যেহেতু লোকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, এই অর্থ। অপর রাজা কিন্তু 'রাজতি'—বিরাজিত (শোভিত) হন—এই অর্থে রাজা, আর ইনি হৃদয়ানন্দদায়ী ও শোভমান—এই দুই নিরুক্তিহেতুই 'রাজা'—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসন্ধো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ।
শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মানদো দীনবৎসলঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অয়ং) দৃঢ়ব্রতঃ (অখণ্ডিতব্রতঃ) সত্যসন্ধঃ (সত্যপ্রতিজ্ঞঃ) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণ-ভক্তঃ) বৃদ্ধসেবকঃ (বৃদ্ধানাং সেবকঃ) সর্ব্বভূতানাং শরণ্যঃ (আশ্রয়ার্হঃ) (যতঃ তেষাং) মানদঃ (সম্মানকর্ত্তা) দীনবৎসলঃ (দীনেষু বৎসলঃ অনুগ্রহকর্ত্তা) ॥১৬॥

অনুবাদ—ইনি অখণ্ডিতব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী, বৃদ্ধসেবী, নিখিলজীবের আশ্রয়যোগ্য, মানদ এবং দীনবৎসল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ। ব্রতসন্ধয়োঃ শাস্ত্রীয়লৌকিকত্বাভ্যাং ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্যসন্ধঃ'—সত্যপ্রতিজ্ঞ (ও দৃঢ়ব্রত হইবেন)। ব্রত এবং সন্ধ শব্দের মধ্যে শাস্ত্রীয় ও লৌকিকত্ব রূপে পার্থক্য জানিতে হইবে (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ব্রতের সঙ্কল্প করা

হয়, এবং লৌকিক বিষয়ে সমীচীন সঙ্কল্পকে সন্ধ (প্রতিজ্ঞা) বলা হয়।) ॥ ১৬ ॥

মাতৃভক্তিঃ পরস্ত্রীষু পত্ন্যামৰ্দ্ধ ইবাত্মনঃ।
প্রজাসু পিতৃবৎ স্নিগ্ধঃ কিঙ্করো ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—পরস্ত্রীষু (পরেষাং স্ত্রীষু) মাতৃভক্তিঃ (মাতরীব ভক্তিময়ী দৃষ্টিঃ যস্য সঃ), পত্ন্যাং (স্বপত্ন্যাং) আত্মনঃ (দেহস্য) অৰ্দ্ধঃ ইব (প্রীতিমান্), প্রজাসু পিতৃবৎ স্নিগ্ধঃ (স্নেহবান্) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদার্থজ্ঞানাং) কিঙ্করঃ (আজ্ঞানুসারী) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ইঁহার পরদারে মাতৃতুল্য ভক্তি, স্বীয় স্ত্রীতে অর্দ্ধাঙ্গতুল্য প্রীতি ; ইনি প্রজাগণে পিতৃবৎ স্নেহবান্ এবং ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাপালক ॥১৭

বিশ্বনাথ—পত্ন্যামাত্মনো দেহস্যার্দ্ধে ইব প্রীতিমানিতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পত্ন্যাম্'—নিজের পত্নীতে, নিজ-দেহের অর্দ্ধের ন্যায় প্রীতিযুক্ত, এই অর্থ ॥১৭॥

দেহিনামাত্মবৎ প্রেষ্ঠঃ সুহৃদাং নন্দিবৰ্দ্ধনঃ।
মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গোঽয়ং দণ্ডপাণিরসাধুষু ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—দেহিনাং (প্রাণিনাম্) আত্মবৎ প্রেষ্ঠঃ (প্রীতিবিষয়ঃ) সুহৃদাং (মিত্রাদীনাং) নন্দিবৰ্দ্ধনঃ (নন্দিং সুখং বৰ্দ্ধয়তীতি) মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গঃ (মুক্তসঙ্গেষু সাধুষু প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ যস্য সঃ) অয়ং (পৃথুঃ) অসাধুষু (দুরাচারেষু) দণ্ডপাণিঃ (যমরাজঃ ইব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ইনি প্রাণিমাত্রেরই আত্মতুল্য প্রীতির বিষয় হইয়া সুহৃদ্গণের আনন্দ বৰ্দ্ধন করিবেন। বিষয়াসক্তিশূন্য সাধুদিগের সহিত ইঁহার প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হইবে ; পরন্তু যাহারা অসাধু, তাহাদিগের নিকট ইনি যমসদৃশ হইবেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্দিং সুখং বৰ্দ্ধয়তীতি সঃ মুক্তসঙ্গেষু বিরক্তেষ্বেব প্রসঙ্গো যস্য সঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নন্দি-বৰ্দ্ধনঃ'—নন্দি বলিতে সুখ, অর্থাৎ যিনি বন্ধুগণের সুখ বৰ্দ্ধন করিবেন, সেই রাজা পৃথু। 'মুক্তসঙ্গ-প্রসঙ্গঃ'—মুক্তসঙ্গ বলিতে যে সকল ব্যক্তি সংসারে নিরাসক্ত, তাঁহাদের সহিত ইঁহার সাহচর্য্য ॥ ১৮ ॥

অয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
কূটস্থ আত্মা কলয়াবতীর্ণঃ।
যস্মিন্নবিদ্যা-রচিতং নিরর্থকং
পশ্যন্তি নানাত্বমপি প্রতীতম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং তু (পৃথুঃ) সাক্ষাৎ ভগবান্ ত্র্যধীশঃ (ত্রিলোকাধিপতিঃ) কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) আত্মা (অন্তর্য্যামী এব) কলয়া (অংশেন) অবতীর্ণঃ, (পণ্ডিতাঃ) যস্মিন্ প্রতীতম্ অপি অবিদ্যারচিতম্ (অবিদ্যয়া রচিতং) (সর্ব্বম্ অপি) নানাত্বং নিরর্থকম্ (অর্থশূন্যং) পশ্যন্তি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্ ; তিনি চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির অধীশ্বর ; নির্ব্বিকার, বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ বহুরূপে প্রতীত হইলেও তাঁহাতে ভেদবুদ্ধি—অবিদ্যা-কল্পিত, সুতরাং পুরুষার্থশূন্য ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্ বৰ্ত্তমানা মুনয়োঽবিদ্যয়া রচিতমেকস্যাপি জীবস্য স্থূলসূক্ষ্মদেহাধ্যাসাৎ নানাত্বং স্বপ্নে চ নানাত্বং প্রতীতমপি নিরর্থকমবস্ত্বেব পশ্যন্তি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ অবিদ্যারচিতং'—যাঁহাতে অবিদ্যার দ্বারা রচিত একই জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অধ্যাস-বশতঃ নানাত্ব প্রতীত (প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান) হইলেও, যেমন স্বপ্নে নানাত্ব দর্শন হইলেও উহা নিরর্থক, তদ্রূপ মুনিগণ তাহাকে অর্থশূন্য অবস্তুস্বরূপের ন্যায়ই দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—

তত্র সন্নিহিতঃ সাক্ষাদ্ভগবান্।
ব্রহ্মণ্যনন্তে গরুড়ে রুদ্রে কামে শচীপতৌ।
অনিরুদ্ধে মনৌ চৈব পৃথৌ চ কৃতবীর্য্যজে ॥
নারদে চৈবমাদ্যেষু বিশেষাৎ সন্নিধির্হরেঃ।
সুদর্শনাদিষ্বস্ত্রেষু তথা সন্নিহিতো হরিঃ।
নরলক্ষ্মণৌ বলশ্চৈব শেষস্যাংশাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
তথাভরতশত্রুঘ্নৌ চক্রশঙ্খাবুদাহৃতৌ।
প্রদ্যুম্নশ্চ কুমারশ্চ স্কন্দঃ কামাংশজাঃ স্মৃতাঃ ॥

ইতি স্কান্দে। বৈণ্যে পৃথৌ সন্নিহিতৌ রাজরূপী জনার্দ্দনঃ।
ইতি ব্রাহ্মে। যল্লোকে নিরর্থকং তদ্ভগবদ্রূপেষু প্রতীত-নানাত্ব-দৃষ্টান্তেন পশ্যন্তি সন্তঃ। মৎস্যরূপাদি-নানাত্বদৃষ্টিবদ্যন্নিরর্থকম্ ইতি পাদ্মে। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্নিতি চ ॥ ১৯ ॥

অয়ং ভুবো মণ্ডলমোদয়াদ্রে-
র্গোপ্তৈকবীরো নরদেবনাথঃ।
আস্থায় জৈত্রং রথমাত্তচাপঃ
পর্য্যেষ্যতে দক্ষিণতো যথার্কঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং (ভগবদংশঃ পৃথুঃ) একবীরঃ (একঃ নিরুপমঃ বীরঃ পরাক্রমবান্) (অতএব) নরদেবনাথঃ (রাজরাজঃ) আ-উদয়াদ্রেঃ (উদয়াচল-পর্য্যন্তং) ভুবঃ মণ্ডলং গোপ্তা (রক্ষিষ্যতি,) (তদর্থং চ) জৈত্রং (জয়প্রদং) রথম্ আস্থায় (আরুহ্য) আত্তচাপঃ (ধনুর্গৃহীত্বা) যথার্কঃ (অর্কবৎ) দক্ষিণতঃ পর্য্যেষ্যতে (পর্য্যটিষ্যতি প্রদক্ষিণীকরিষ্যতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ ভগবদংশ এই পৃথু উদয়াচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড শাসন করিবেন এবং তন্নিমিত্ত জয়প্রদ রথে আরোহণ করিয়া শরাসন-হস্তে সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রদক্ষিণ করিবেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—আ-উদয়াদ্রেরুদয়াদ্রিমভিব্যাপ্য দক্ষিণতঃ পর্য্যেষ্যতে প্রাদক্ষিণ্যেন পর্য্যটিষ্যতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আ-উদয়াদ্রেঃ'—উদয়াচল পর্য্যন্ত 'দক্ষিণতঃ'—প্রদক্ষিণক্রমে, পর্য্যটন (পরিভ্রমণ) করিবেন ॥ ২০ ॥

অস্মৈ নৃপালাঃ কিল তত্র তত্র
বলিং হরিষ্যন্তি সলোকপালাঃ।
মংস্যন্ত এষাং স্ত্রিয় আদিরাজং
চক্রায়ুধং তদ্যশ উদ্ধরন্ত্যঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মৈ (প্রদক্ষিণং কুর্ব্বতে পৃথবে) সলোকপালাঃ (লোকপালৈঃ বরুণেন্দ্রাদিভিঃ সহিতাঃ) নৃপালাঃ (রাজানঃ) তত্র তত্র (দেশে) বলিং (শুল্কং) হরিষ্যন্তি (সমর্পয়িষ্যন্তি, অতএব) তদ্যশঃ (তস্য মহাবলপরাক্রমস্য যশঃ) উদ্ধরন্ত্যঃ (উদাহরন্ত্যঃ) এষাং (লোকপালাদীনাং) স্ত্রিয়ঃ (এনং) চক্রায়ুধং (চক্রধরম্) আদিরাজং (রাজ্ঞাং প্রথমং) মংস্যন্তে (জ্ঞাস্যন্তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পৃথু এইরূপে যে যে স্থান প্রদক্ষিণ করিবেন, সেই সেই স্থানে ইন্দ্রবরুণাদি লোকপাল ও নৃপতিগণ শুল্ক প্রদান করিবেন এবং ঐ লোকপালাদির মহিষীগণ চক্রধর এই রাজার যশোগান করিতে করিতে ইঁহাকে 'আদিরাজ' বলিয়া বহুমানন করিবেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মংস্যন্তে জ্ঞাস্যন্তি উচ্চরন্ত্যঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মংস্যন্তে'—আদিরাজ বলিয়া মনে করিবেন, 'উচ্চরন্তঃ'—পৃথুর যশ কীর্ত্তন করিতে করিতে ॥ ২১ ॥

অয়ং মহীং গাং দুদুহেঽধিরাজঃ
প্রজাপতির্বৃত্তিকরঃ প্রজানাম্।
যো লীলয়াদ্রীন্ স্বশরাসকোট্যা
ভিন্দন্ সমাং গামকরোদ্ যথেন্দ্রঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ইন্দ্র যথা (ইব) স্বশরাসকোট্যা (স্বধনুষঃ অগ্রভাগেনৈব) লীলয়া (অনায়াসেনৈব) অদ্রীন্ (পর্ব্বতান্) ভিন্দন্ গাং (পৃথিবীং) সমাম্ অকরোৎ (সঃ) অধিরাজঃ (চক্রবর্ত্তী) প্রজাপতিঃ (প্রজানাং পালকঃ) প্রজানাং বৃত্তিকরঃ (জীবিকা-সম্পাদকঃ) অয়ং (পৃথুঃ) গাং (গো-রূপাং) মহীং (পৃথিবীং) দুদুহে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বীয় ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা অনায়াসেই পর্ব্বতসকল ভেদ করিয়া পৃথিবীকে সমতল করিয়া দেন, এই রাজচক্রবর্ত্তী পৃথুও সেইরূপ প্রজাপালকরূপে প্রজাদিগের জীবিকা-সম্পাদনার্থ গোস্বরূপা এই পৃথিবীকে দোহন করিবেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং কিমাকারমেতদ্যশঃকীর্ত্তনমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহুঃ শ্লোকচতুষ্কম্। অয়মিতি শরাসকোট্যা শরাসনাগ্রেণ ইন্দ্র ইবাদ্রীন্ ভিন্দন্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের কি প্রকার যশ কীর্ত্তন ? তাহার আকাঙ্ক্ষায় চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন—'অয়ম্' ইত্যাদি। 'স্ব-শরাসকোট্যা'—নিজের শরাসনের (ধনুর) অগ্রভাগ দ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় পর্ব্বত-সকল খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া পৃথিবীকে সমতল করিয়া দিবেন ॥ ২২ ॥

বিস্ফূর্জ্জয়ন্নাজগবং ধনুঃ স্বয়ং
যদাচরৎ ক্ষ্মামবিষহ্য আজৌ।
তদা নিলিল্যুর্দিশি দিশ্যসন্তো
লাঙ্গুলমুদ্যম্য যথা মৃগেন্দ্রঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—লাঙ্গুলং (স্বপুচ্ছম্) উদ্যম্য (উন্নময্য) (বনে চরন্) মৃগেন্দ্রঃ যথা (ইব) অবিষহ্যঃ (অসহ্য-বিক্রমঃ পৃথুঃ) স্বয়ং আজগবম্ (অজস্য গোশ্চ শৃঙ্গাভ্যাং নির্ম্মিতং) ধনুঃ বিস্ফূর্জ্জয়ন্ (টঙ্কারয়ন্) আজৌ (যুদ্ধে) ক্ষ্মাং (ভূমিম্) অচরৎ, তদা অসন্তঃ (দুষ্টাঃ) দিশি নিলিল্যুঃ (নিলীনাঃ বভূবুঃ, পলায়িতাঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—মৃগেন্দ্র যেরূপ স্বীয় পুচ্ছ উন্নত করিয়া বনে বিচরণ করে, সেইরূপ ইনিও যখন মেষ এবং গোশৃঙ্গ-নির্ম্মিত শরাসনে টঙ্কার দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করিবেন, তখন দুষ্টগণ তাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নানাদিকে লুক্কায়িত হইবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—লাঙ্গুলমুন্নময্য যথা মৃগেন্দ্রশ্চরতি তথা ধনুর্ব্বিস্ফূর্জ্জয়ন্ ক্ষ্মামচরৎ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লাঙ্গুলম্ উদ্যম্য'—লাঙ্গুল (পুচ্ছ) উন্নত করিয়া মৃগেন্দ্র (পশুরাজ সিংহ) যেমন ভ্রমণ করে, তদ্রূপ রাজা পৃথু ধনু বিস্ফূর্জ্জিত করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিলে (অসৎ লোক ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে) ॥ ২৩ ॥

এষোঽশ্বমেধান্ শতমাজহার
সরস্বতী প্রাদুরভাবি যত্র।
অহারষীদ্ যস্য হয়ং পুরন্দরঃ
শতক্রতুশ্চরমে বর্ত্তমানে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র সরস্বতী (নদী) প্রাদুরভাবি (প্রাদুর্ভূতা, তত্রৈব) এষঃ (পৃথুঃ) শতম্ অশ্বমেধান্ আজহার (কৃতবান্) চরমে (অন্তিমে অশ্বমেধে) বর্ত্তমানে (প্রবর্ত্তমানে সতি) শতক্রতুঃ (শতযজ্ঞকর্ত্তা) পুরন্দরঃ (ইন্দ্রঃ) যস্য (পৃথোঃ) হয়ং (যজ্ঞীয়াশ্বম্) অহারষীৎ (অহার্ষীৎ, হৃতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে সরস্বতী-নদী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন, মহারাজ পৃথু সেইখানে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। শেষ যজ্ঞটী সমাপ্ত হইতে না হইতে ইন্দ্রদেব ইঁহার যজ্ঞীয়াশ্ব অপহরণ করিবেন ॥ ২৪ ॥

এষ স্বসদ্মোপবনে সমেত্য
সনৎকুমারং ভগবন্তমেকম্।
আরাধ্য ভক্ত্যালভতামলং তজ্-
জ্ঞানং যতো ব্রহ্ম পরং বিদন্তি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (পৃথুঃ) স্বসদ্মোপবনে (স্বগৃহ-সমীপে বর্ত্তমানে উপবনে) একম্ (অনুপমং) ভগবন্তং (জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুক্তং) সনৎকুমারং সমেত্য (সঙ্গত্য) ভক্ত্যা (তম্) আরাধ্য যতঃ পরং ব্রহ্ম বিদন্তি (জানন্তি), তৎ অমলং শুদ্ধং জ্ঞানম্ অলভত ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মহারাজ পৃথু স্বীয় গৃহান্তিকস্থ উপবনে অনুপম জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুক্ত শ্রীসনৎকুমারের সঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার আরাধনা করিবেন এবং যে জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, সেই শুদ্ধ নির্ম্মল-জ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ২৫ ॥

তত্র তত্র গিরস্তাস্তা ইতি বিশ্রুতবিক্রমঃ।
শ্রোষ্যত্যাত্মাশ্রিতা গাথাঃ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—পৃথুপরাক্রমঃ (মহাপরাক্রমঃ) (অতএব) বিশ্রুতবিক্রমঃ (খ্যাতপরাক্রমঃ) (এষঃ) পৃথুঃ ইতি (ইত্যেবম্) আত্মাশ্রিতাঃ (স্ব-সম্বন্ধিনীঃ) তাঃ তাঃ (সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাঃ) গিরঃ (বাচঃ) গাথাঃ (প্রবন্ধান্ চ) তত্র তত্র শ্রোষ্যতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইনি "এই পৃথু (মহৎ) পরাক্রমশালী, ইঁহার বিক্রম সর্ব্বত্র বিখ্যাত"—নিজের সম্বন্ধে এই

প্রকার নানাবিধ স্তববাক্য এবং গুণগাথা সর্ব্বত্র শ্রবণ করিবেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি তত্র তত্র দেশে তাভিরুক্তাস্তাস্তা লোকপ্রসিদ্ধা গিরঃ। গাথা আত্মাশ্রিতাঃ স্বীয়-কবিতয়া বর্ণিতাঃ কথাশ্চ। অতএব দুদুহে ইত্যাদিবৎ ভূতকালপ্রয়োগস্তদুক্তিকালে তত্তৎকর্ম্মণামতীতত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি তত্র তত্র'—এইরূপ সেই সেই প্রদেশে, প্রজাগণের দ্বারা উক্ত সেইসকল লোকপ্রসিদ্ধ স্বীয় প্রশংসাসূচক বাক্যাবলি। 'গাথা'—নিজ কীর্ত্তিযুক্ত কবিতারূপে বর্ণিত কথা। অতএব 'দুদুহে' (২১ শ্লোক)—দোহন করিয়াছিলেন—ইত্যাদি ভূতকালের প্রয়োগ, সেই সেই কথন সময়ে সেই সেই কর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন হইয়াছিল—(ইহা প্রবন্ধ-রূপে মহারাজ পৃথু শ্রবণ করিবেন—ইহা ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা মুনিগণের প্রেরণায় সূতগণ গান করিতেছেন।) ॥ ২৬ ॥

দিশো বিজিত্যাপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ
স্বতেজসোৎপাটিতলোকশল্যঃ।
সুরাসুরেন্দ্রৈরুপগীয়মান-
মহানুভাবো ভবিতা পতির্ভুবঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতনাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—দিশঃ বিজিত্য অপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ (ন প্রতিরুদ্ধং চক্রম্ আজ্ঞা যস্য সঃ) স্বতেজসা (স্বপ্রভাবেণ) উৎপাটিতলোকশল্যঃ (উৎপাটিতানি লোকস্য শল্যানি দুঃখানি যেন সঃ) ভুবঃ পতিঃ (পৃথুঃ) সুরাসুরেন্দ্রৈঃ উপগীয়মানমহানুভাবঃ (উপগীয়মানঃ মহান্ অনুভাবঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ-স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—ইনি দিগ্‌বিজয়ী হইবেন, ইঁহার আজ্ঞা-চক্র অপ্রতিহত হইবে। ইনি স্বীয় তেজোপ্রভাবে জীবহৃদয়ের যাবতীয় অভদ্র বিদূরিত করিবেন। পৃথ্বীপতি এই পৃথু সুরাসুরেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক বহুমানিত মহানুভব হইবেন ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষোড়শোঽয়ং চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জনসম্মত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১৬ ॥

ইতি চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ের মধ্য,
তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এবং স ভগবান্ বৈণ্যঃ খ্যাপিতো গুণকর্ম্মভিঃ।
ছন্দয়ামাস তান্ কামৈঃ প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রজাগণকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া পৃথুমহারাজ ঔষধিবীজসমূহের গ্রাসকারিণী পৃথিবীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ধরণীকর্ত্তৃক পৃথু-মহারাজের স্তব বর্ণিত হইয়াছে।

সূত-গোস্বামী শৌনকাদি মুনিগণকে কহিলেন,—বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে পৃথিবীর গোরূপ ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৈত্রেয় কহিলেন, "পৃথু-মহারাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ধরণী নিরন্ন হওয়ায় প্রজাবর্গ ক্ষুধায় কাতর হইয়া মহারাজের শরণাগত হইল। পৃথু-মহারাজ পৃথ্বীকর্ত্তৃক ওষধিবীজ-গ্রাসই দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক পৃথিবীর উদ্দেশে শর সন্ধান করিলেন। পৃথিবী ভীতা হইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে ক্রোধকষায়িতনেত্র সশস্ত্র পৃথু-মহারাজকে সর্ব্বত্রই তৎপশ্চাৎ ধাবিত দেখিতে লাগিলেন। পৃথিবী নিরুপায় হইয়া পৃথুর শরণাগতা হইলেন। পৃথু-মহারাজ পৃথিবীর বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলে, পৃথিবী তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর স্তবেই এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—সঃ ভগবান্ বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) গুণকর্ম্মভিঃ (গুণকর্ম্মবর্ণনৈঃ সূতাদিভিঃ) এবং খ্যাপিতঃ (স্তুতঃ সন্) তান্ (সূতাদীন্ বচসা) অভিবন্দ্য (সংশ্লাঘ্য) কামৈঃ (তদভিলষিতৈঃ বস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ চ) প্রতিপূজ্য ছন্দয়ামাস (তোষিতবান্) ॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর,) শ্রীভগবানের অংশাবতার বেণাত্মজ পৃথু গুণকর্ম্মবর্ণনরূপ স্তুতি দ্বারা এই প্রকারে স্তুত হইলেন। তদনন্তর তিনি সেই গায়কগণকে বাক্যদ্বারা অভিনন্দন এবং কামনানুরূপ বস্তুপ্রদানে প্রতিপূজা করিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষবিধান করিলেন ॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

পৃথুঃ সপ্তদশে লোকৈঃ ক্ষুধার্ত্তৈরন্নমর্থিতঃ।
ধরাং গ্রস্তসমস্তান্নাং নিঘ্নন্ ভীত্যা তয়া স্তুতঃ ॥০॥

ছন্দয়ামাস তোষিতবান্ ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে ক্ষুধার্ত্ত পুরজন কর্ত্তৃক খাদ্য প্রার্থিত হইয়া মহারাজ পৃথু, ওষধিবীজসমূহের গ্রাসকারিণী পৃথিবীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ভীত হইয়া পৃথিবী কর্ত্তৃক তাঁহার স্তব বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ছন্দয়ামাস'—সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ১॥

ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ বর্ণান্ ভৃত্যামাত্যপুরোধসঃ।
পৌরান্ জানপদান্ শ্রেণীঃ প্রকৃতীঃ সমপূজয়ৎ ॥২॥

অন্বয়ঃ—ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ (ব্রাহ্মণঃ প্রমুখঃ শ্রেষ্ঠঃ যেষাং তান্) বর্ণান্ (চতুরঃ বর্ণান্) ভৃত্যামাত্যপুরোধসঃ (ভৃত্যান্ অমাত্যান পুরোহিতান্ চ) পৌরান্ (পুরবাসিনঃ) জানপদান্ (বহির্দ্দেশবাসিনঃ) শ্রেণীঃ (তৈলিকতাম্বুলিকাদীন্ পৌরবিশেষান্) প্রকৃতীঃ (সাধারণান্ নিয়োগিনঃ) সমপূজয়ৎ (তত্তৎকামৈঃ অভ্যর্থয়ামাস) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তৎপর তিনি ব্রাহ্মণপ্রমুখ চতুর্বর্ণ, ভৃত্য, পুরোহিত, পুর এবং জনপদ-বাসী তৈলিক, তাম্বুলিকাদি সাধারণ ব্যক্তিদিগের সকলকেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রেণীস্তৈলিকতাম্বুলিকাদীন্ প্রকৃতীনিয়োগবর্ত্তিনঃ সমপূজয়ৎ—ধন্যাঃ স্থ, ভো ধন্যাঃ স্থ, যুষ্মানহং সাধু পালয়ানীত্যেতদেব মৎকর্ত্তৃকং যুষ্মৎ-পরিচরণং ভূয়াদিতি মধুরমভ্যভাষত ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রেণীঃ'—তৈলিক, তাম্বুল ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে, 'প্রকৃতীঃ'—নিয়োজিত কর্ম্মচারিবৃন্দ সকলকেই যথাযোগ্য, 'সমপূজয়ৎ'—"আপনারা ধন্য, আপনারা ধন্য, আপনাদের আমি যদি সুষ্ঠু পালন করিতে পারি, তাহাই আমা কর্ত্তৃক আপনাদের পরিচর্য্যা হইবে"—এইরূপ মধুর সম্ভাষণ করিলেন ॥ ২ ॥

মধ্ব—রাজ্ঞঃ সমানবয়সঃ শ্রেণয়স্তুরক্ষকা ইত্যভিধানম্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

কস্মাদ্দধার গোরূপং ধরিত্রী বহুরূপিণী ।
যাং দুদোহ পৃথুস্তত্র কো বৎসো দোহনঞ্চ কিম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—যাং (গোরূপং ধৃতবতীং পৃথিবীং) পৃথুঃ দুদোহ, (সা) বহুরূপিণী (অনেকরূপধারণে সমর্থা অপি) ধরিত্রী কস্মাৎ গোরূপম্ (এব) দধার (ধৃতবতী)। তত্র (দোহনকার্য্যে) বৎসঃ কঃ (জাতঃ), দোহনং পাত্রং) চ কিম্ (অভূৎ) ? ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—ব্রহ্মন্, মহারাজ পৃথু যাঁহাকে দোহন করিয়াছিলেন, সেই বহুরূপধারিণী পৃথিবী কি নিমিত্ত গাভীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ? সেই দোহন-কার্য্যে বৎসই বা কে, আর দোহনপাত্রই বা কি হইয়াছিল ? ॥ ৩ ॥

প্রকৃত্যা বিষমা দেবী কৃতা তেন সমা কথম্ ।
তস্য মেধ্যং হয়ং দেবঃ কস্য হেতোরপাহরৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—দেবী (পৃথিবী) প্রকৃত্যা (স্বভাবতঃ) বিষমা (কুত্রচিৎ নিম্না কুত্রচিৎ উন্নতা) তেন (পৃথুনা) সমা কথং কৃতা ? তস্য (পৃথোঃ) মেধ্যং (যজ্ঞার্হং) হয়ম্ (অশ্বং) দেবঃ (ইন্দ্রঃ) কস্য হেতোঃ (কস্মাৎ কারণাৎ) অপাহরৎ (হৃতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—পৃথিবী স্বভাবতঃই অসমতল ; কিন্তু মহারাজ পৃথু তাঁহাকে কি উপায়ে সমতল করিলেন ? আর দেবরাজ ইন্দ্রই বা কি কারণে পৃথুর যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন ? ॥ ৪ ॥

সনৎকুমারাদ্ভগবতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদুত্তমাৎ ।
লব্ধ্বা জ্ঞানং সবিজ্ঞানং রাজর্ষিঃ কাং গতিং গতঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, ব্রহ্মবিদুত্তমাৎ (ব্রহ্মবিৎসু উত্তমাৎ) ভগবতঃ সনৎকুমারাৎ সবিজ্ঞানম্ (অপরোক্ষ-জ্ঞানসহিতং) জ্ঞানং (ভগবজ্জ্ঞানং) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) রাজর্ষিঃ (পৃথুঃ) কাম্ (অলৌকিকীং) গতিং গতঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, রাজর্ষি পৃথু বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট হইতে অধোক্ষজ ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৫ ॥

যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য ভবেদ্ভগবতঃ প্রভোঃ ।
শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং পূর্ব্বদেহকথাশ্রয়ম্ ॥ ৬ ॥
ভক্তায় চানুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ ।
বক্তুমর্হসি যোঽদুহ্যদ্বৈণ্যরূপেণ গামিমাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (এতৎ ময়া পৃষ্টং যচ্চ) অন্যৎ (অপৃষ্টং) সুশ্রবসঃ (সুষ্ঠুশ্রবঃ যশঃ যস্য তস্য) ভগবতঃ প্রভোঃ কৃষ্ণস্য পূর্ব্বদেহকথাশ্রয়ং (পূর্ব্বদেহঃ পৃথ্ববতারঃ তৎকথাশ্রয়ং) পুণ্যং (পবিত্রং) শ্রবঃ (যশঃ) ভবেৎ, (তৎ) তব (গুরোঃ) চ অধোক্ষজস্য (ভগবতঃ) চ ভক্তায় চ অনুরক্তায় (শ্রবণানুরক্তায়) মে (মহ্যং) ভবান বক্তুম্ অর্হতি। যঃ (কৃষ্ণঃ) বৈণ্যরূপেণ (পৃথুরূপেণ) ইমাং গাং (পৃথ্বীম্) অদুহ্যৎ (দুগ্ধবান্) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আমি আপনাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা এবং পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৃথু-অবতারের কথাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য যে যে পুণ্যকীর্ত্তি আছে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। আমি আপনার এবং অধোক্ষজ ভগবানের ভক্ত এবং অনুরক্ত ; সুতরাং যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেণতনয় পৃথুরূপে এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় আমার নিকট কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে ॥৬-৭॥

বিশ্বনাথ—অদুহ্যদিত্যার্ষমধোক্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদুহ্যৎ'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ, 'অধোক্' হইবে, দোহন করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥৭॥

মধ্ব—পূর্ব্বতনানাং কথা সম্বন্ধেন হরের্যশঃ ॥৬॥

শ্রীসূত উবাচ —

চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি ।
প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ—এবং বিদুরেণ বাসুদেবকথাং প্রতি চোদিতঃ (প্রেরিতঃ) মৈত্রেয়ঃ প্রীতমনাঃ (সন্) তং (বিদুরং) প্রশস্য প্রত্যভাষত ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—মৈত্রেয় শ্রীভগবান্ বাসুদেবের কথার প্রতি বিদুরের এতাদৃশ আগ্রহদর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন এবং বাসুদেবকথা কীর্ত্তন করিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

যদাভিষিক্তঃ পৃথুরঙ্গ বিপ্রৈ-
রামন্ত্রিতো জনতায়াশ্চ পালঃ ।
প্রজা নিরন্নে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য
ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—অঙ্গ, (হে বিদুর,) যদা পৃথুঃ বিপ্রৈঃ (রাজ্যে) অভিষিক্তঃ (সন্) জনতায়াঃ (জনসমূহস্য) পালঃ (পালকঃ ইত্যাদি-বাক্যৈঃ) আমন্ত্রিতঃ, (তদা) ক্ষিতিপৃষ্ঠে (ক্ষিতিতলে) নিরন্নে (অন্নরহিতে সতি) ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ (ক্ষুধা ক্ষামাঃ ক্ষীণা দেহাঃ যাসাং তাঃ) প্রজাঃ পতিং (পৃথুম্) এত্য (আগত্য) অভ্যবোচন্ (অব্রুবন্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,— হে বিদুর, ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া যখন পৃথু "জনসমূহের পালক" ইত্যাদি বাক্যে আমন্ত্রিত হইলেন, তখন ক্ষিতিতলে অন্নাভাব হওয়াতে প্রজাগণ ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—জনতায়াস্ত্বং পাল ইত্যামন্ত্রিতো নিযুক্তশ্চ তদা ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জনতায়াঃ'—জনতার অর্থাৎ প্রজাসকলের আপনি পালক হইলেন—এইরূপ বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক যে সময়ে ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, 'তদা'—তখন (ক্ষুধার্ত্ত প্রজাগণ পৃথুর নিকট আগমন করিয়া বলিতে লাগিল ।) ॥ ৯ ॥

বয়ং রাজন্ জাঠরেণাভিতপ্তা
যথাগ্নিনা-কোটরস্থেন বৃক্ষাঃ ।
ত্বামদ্য যাতাঃ শরণং শরণ্যং
যঃ সাধিতো বৃত্তিকরঃ পতির্নঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, কোটরস্থেন অগ্নিনা যথা বৃক্ষাঃ (তপ্যন্তে, তথা) বয়ং জাঠরেণ (উদরস্থেন অগ্নিনা) অভিতপ্তাঃ, (জাঠরাগ্নিশমকরস্য অন্নাদেঃ অভাবাৎ, অতঃ) যঃ (ত্বং) নঃ (অস্মাকং) বৃত্তিকরঃ (জীবিকাপ্রদঃ) পতিঃ (চৌরাদিভ্যঃ অন্নাদিভিঃ চ পালকঃ) সাধিতঃ (মুনিভিঃ বেণাঙ্গমথনেন সম্পাদিতঃ, অতঃ) ত্বাং শরণ্যং (শরণার্হং) শরণং যাতাঃ (আগতাঃ স্ম) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বৃক্ষসমূহ যেমন তাহাদের কোটরস্থ অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ জঠরাগ্নিদ্বারা অভিতপ্ত হইতেছি । মুনিগণ আপনাকে আমাদের জীবিকাপ্রদ প্রভু বলিয়া সম্পাদিত করিয়াছেন, আপনিই আমাদের শরণ্য, আমরা আপনারই শরণাগত হইলাম ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যস্ত্বং সাধিতঃ বিপ্রৈর্মন্থনেন সম্পাদিতঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যঃ সাধিতঃ'—বিপ্রগণ কর্ত্তৃক বেণ-বাহু মন্থনের দ্বারা আপনি আমাদের জীবিকাপ্রদ পালকরূপে সম্পাদিত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

তন্নো ভবানীহতু রাতবেহন্নং
ক্ষুধার্দ্দিতানাং নরদেবদেব ।
যাবন্ন নঙ্ক্ষ্যামহ উজ্‌ঝিতোর্জ্জা
বার্ত্তাপতিস্ত্বং কিল লোকপালঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেবদেব (হে নরদেবানাং রাজ্ঞাং দেব, পূজ্য,) তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) উজ্‌ঝিতোর্জ্জাঃ (ত্যক্তান্নাঃ বয়ং) যাবৎ ন নঙ্ক্ষ্যামহে (ন নাশং যাস্যামঃ) (তাবদেব) (ততঃ পূর্ব্বমেব) ক্ষুধার্দ্দিতানাং নঃ (অস্মাকম্) অন্নং রাতবে (রাতুং দাতুং) ভবান্ ঈহতু (ঈহতাং যত্নং করোতু) ; কিল (যতঃ) ত্বম্ (এব) বার্ত্তাপতিঃ (বার্ত্তায়াঃ জীবিকায়াঃ পতিঃ সম্পাদকঃ) লোকপালঃ (সর্ব্বতঃ রক্ষকশ্চাসি) ॥১১॥

অনুবাদ—মহারাজ, আমরা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর

হইয়া পড়িয়াছি, আমরা অন্নাভাবে বিনষ্ট হইতে না হইতেই আপনি আমাদিগকে অন্নদান করিবার যত্ন করুন ; যেহেতু আপনিই সর্ব্বলোকরক্ষক এবং জীবিকা-পতি বলিয়া কীর্ত্তিত ।। ১১ ।।

বিশ্বনাথ— তত্তস্মান্নোঽস্মাকমস্মভ্যম্ অন্নং রাতবে রাতুং দাতুং ঈহতু ঈহতাং যত্নং করোতু । অত্র মা বিলম্ব্যতামিত্যাহুঃ—যাবদিতি । উজ্ঝিতোর্জা-স্ত্যক্তান্নাঃ সত্যঃ । বার্ত্তাপতির্জীবিকাকর্ত্তা ।। ১১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ নঃ'—অতএব আপনি আমাদিগকে খাদ্য প্রদানের নিমিত্ত যত্ন করুন । এই বিষয়ে বিলম্ব করিবেন না, ইহা বলিতেছেন—'যাবৎ' ইতি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অন্নাভাবে নাশপ্রাপ্ত না হই । 'বার্ত্তাপতিঃ'—বার্ত্তা বলিতে জীবিকা, তাহার পতি, পালক, অর্থাৎ আপনি আমাদের জীবিকা-প্রদানের কর্ত্তা ।। ১১ ।।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

পৃথুঃ প্রজানাং করুণং নিশম্য পরিদেবিতম্ ।
দীর্ঘং দধ্যৌ কুরুশ্রেষ্ঠ নিমিত্তং সোঽন্বপদ্যত ।।১২।।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ, (বিদুর,) পৃথুঃ প্রজানাং পরিদেবিতং (বিলাপং) করুণং (দৈন্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা কথমেতৎ ভূতানাং নিরন্নম্ অভূৎ ইতি) দীর্ঘং (চিরং) দধ্যৌ (চিন্তিতবান্), (তদা চ) সঃ (পৃথুঃ) নিমিত্তং (লোকস্য নিরন্নত্বে হেতুম্) অন্বপদ্যত (জ্ঞাতবান্) ।। ১২ ।।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর, পৃথু প্রজাদিগের ঐরূপ করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ যাবৎ চিন্তা করিলেন এবং প্রজাবর্গের নিরন্ন হইবার হেতু জানিতে পারিলেন ।। ১২ ।।

বিশ্বনাথ—নিমিত্তং হেতুম্ ; পৃথিব্যৈব ওষধি-বীজানি গ্রস্তানীতি অন্বপদ্যত জ্ঞাতবান্ ।। ১২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিমিত্তং'—প্রজাদিগের অন্না-ভাবের কারণ, পৃথিবী ওষধিসকলের বীজ গ্রাস করিয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিলেন ।। ১২ ।।

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা প্রগৃহীতশরাসনঃ ।
সন্দধে বিশিখং ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা যথা ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—(পৃথিব্যা ওষধিবীজানি গ্রস্তানি) ইতি বুদ্ধ্যা ব্যবসিতঃ (নিশ্চিতবান্ সন্) ত্রিপুরহা (রুদ্রঃ) যথা (ইব) প্রগৃহীতশরাসনঃ (প্রগৃহীতং শরাসনং যেন সঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্ পৃথুঃ) ভূমেঃ (ভূমিং প্রতি ধনুষি) বিশিখং (বাণং) সন্দধে (যোজিতবান্) ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—"পৃথিবী ওষধিবীজ গ্রাস করিয়াছেন, তাহাতেই লোকের অন্নাভাব ঘটিয়াছে" ইহা নিজ-বুদ্ধিবলে স্থির করিয়া কুপিত ত্রিপুরারির ন্যায় শরা-সন গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করিলেন ।। ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—মমাভিষেকে জাতেঽপি যদীয়ং বীজানি গোপায়তি, তদস্যাং চতুর্থমুপায়মেব করবাণীতি ব্যব-সিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ । ভূমের্ভূমিং প্রতি ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ইতি-ব্যবসিতঃ'—আমি রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও এই পৃথিবী বীজসমূহ গোপন করিতেছে, অতএব ইহার প্রতি চতুর্থ উপায় (দণ্ড বিধান) করিতে হইবে—এইরূপ নিশ্চয় যাঁহার, সেই পৃথু মহারাজ । 'ভূমেঃ'—ভূমিং প্রতি, অর্থাৎ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া, (শরসন্ধান করিলেন) ।।১৩।।

প্রবেপমানা ধরণী নিশাম্যোদায়ুধঞ্চ তম্ ।
গৌঃ সত্যপাদ্রবদ্ভীতা মৃগীব মৃগয়ুদ্রুতা ।। ১৪ ।।

অন্বয়ঃ—উদায়ুধম্ (উদ্যতম্ আয়ুধং যেন সঃ তং তথাভূতং রাজানাং) নিশম্য (দৃষ্ট্বা) ধরণী (পৃথিবী) ভীতা, (অতএব) প্রবেপমানা (কম্পিতগাত্রা) গৌঃ সতী (ভূত্বা) মৃগয়ুদ্রুতা (মৃগয়ুনা লুব্ধকেন দ্রুতা অনুসৃতা) মৃগী ইব অপাদ্রবৎ (পলায়িতবতী) ।। ১৪ ।।

অনুবাদ—ধরণী রাজাকে শরাসনে শরসন্ধান করিতে উদ্যত দেখিয়া ভয়ে কম্পমানা হইলেন এবং গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্যাধতাড়িতা মৃগীর ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—মৃগয়ুণা দ্রুতা অনুগতা মৃগীব ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃগয়ু-দ্রুতা'—ব্যাধ কর্ত্তৃক বিতাড়িতা হরিণীর ন্যায় (পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন) ।। ১৪ ।।

তামন্বধাবৎ তদ্বৈণ্যঃ কুপিতোহত্যরুণেক্ষণঃ ।
শরং ধনুষি সন্ধায় যত্র যত্র পলায়তে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তদা) যত্র যত্র (ভূমিঃ ভয়েন) পলায়তে, (তত্র তত্র) কুপিতঃ অত্যরুণেক্ষণঃ (অতি অরুণে ঈক্ষণে যস্য সঃ) বৈণ্যঃ (পৃথুঃ অপি) ধনুষি শরং সন্ধায় (সংযোজ্য) তাং (ধরিত্রীম্) অন্বধাবৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—রোষ-কষায়িত-লোচন পৃথুও শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক ধরণী যে যে স্থানে পলায়ন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তদা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ'—তদা, তখন (গো-রূপিণী পৃথিবী পলায়ন করিতে লাগিলে, মহারাজ পৃথুও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ।) ॥ ১৫ ॥

সা দিশো বিদিশো দেবী রোদসী চান্তরং তয়োঃ ।
ধাবন্তী তত্র তত্রৈনং দদর্শানূদ্যতায়ুধম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সা দেবী (পৃথিবী) দিশঃ বিদিশঃ রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) চ তয়োঃ অন্তরম্ (অন্ত-রীক্ষঞ্চ) ধাবন্তী (সতী) তত্র তত্র উদ্যতায়ুধম্ (উদ্যতম্ আয়ুধং বাণযুক্তং ধনুঃ যেন তম্) এনং (পৃথুম্) অনু (পশ্চাৎ) দদর্শ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ধরণীদেবী দিক্, বিদিক্, স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষ, যেখানেই ধাবিতা হন, সেখানেই দেখেন, মহারাজা পৃথু উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ তয়োরন্তরমন্ত-রীক্ষম্ অনু স্বপৃষ্ঠদেশে উদ্যতায়ুধম্ এনং পৃথুং দদর্শ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রোদসী'—স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, এবং উভয়ের মধ্যদেশ অন্তরীক্ষে (যেখানেই পৃথিবী পলায়ন করেন), 'অনু'—নিজের পৃষ্ঠদেশে উদ্যতাস্ত্র এই মহারাজ পৃথুকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৬ ॥

লোকে নাবিন্দত ত্রাণং বৈণ্যান্মৃত্যোরিব প্রজাঃ ।
ত্রস্তা তদা নিববৃতে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা) মৃত্যোঃ (ভীতাঃ) প্রজাঃ (কুত্রাপি শর্ম্ম ন লভন্তে, এবং পলায়মানা ভূমি যদা) বৈণ্যাৎ (পৃথোঃ সকাশাৎ) ত্রাণং (রক্ষকং কুত্রাপি) ন অবিন্দত (ন অলভত), (তদা) বিদূয়তা (পরি-তপ্যমানেন) হৃদয়েন ত্রস্তা (সতী) নিববৃতে (পলা-য়নাৎ নিবৃত্তা, পৃথোঃ অভিমুখীবভূবেত্যর্থঃ) ॥১৭॥

অনুবাদ—প্রাণিগণের যেরূপ মৃত্যু হইতে পরি-ত্রাণের কোন উপায় নাই, তদ্রূপ পৃথিবীও বেণতনয়-পৃথু হইতে স্বীয় পরিত্রাণের আর কোনও উপায় না দেখিয়া ভীত এবং দুঃখিতচিত্তে পলায়ন-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—নিববৃতে পৃথোরভিমুখীবভুব ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিববৃতে'—পৃথিবী পলায়ন হইতে নিবৃত্তা হইলেন, অর্থাৎ মহারাজ পৃথুর অভি-মুখী হইলেন ॥ ১৭ ॥

উবাচ চ মহাভাগং ধর্ম্মজ্ঞাপন্নবৎসল ।
ত্রাহি মামপি ভূতানাং পালনেহবস্থিতো ভবান্ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(ভীতা ভূমিঃ) মহাভাগং (পৃথুম্) উবাচ চ—হে ধর্ম্মজ্ঞ, (হে) আপন্নবৎসল, (আপন্নেষু শরণাগতেষু বৎসল, দয়াযুক্ত, ত্বং) মাম্ অপি ত্রাহি (ত্রায়স্ব যতঃ) ভবান্ ভূতানাং পালনে অবস্থিতঃ (নিযুক্তোহসি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এবং মহাভাগ পৃথুকে কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ, হে আপন্নবৎসল, আপনি প্রজারক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

স ত্বং জিঘাংসসে কস্মাদ্দীনামকৃতকিল্বিষাম্ ।
অহনিষ্যৎ কথং যোষাং ধর্ম্মজ্ঞ ইতি যো মতঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(যঃ ভূতানাং পালনে অবস্থিতঃ) সঃ ত্বং দীনাম্ অকৃতকিল্বিষাং (নিরপরাধাং) কস্মাৎ (হেতোঃ) জিঘাংসসে (হন্তুমিচ্ছসি) ? যঃ ধর্ম্মজ্ঞঃ ইতি (সর্ব্বেষাং) মতঃ (সম্মতঃ, স ভবান্ মাং)

যোষাং (স্ত্রিয়ং) কথম্ অহনিষ্যৎ (হনিষ্যতি) ।।১৯।।

অনুবাদ—আপনি এই দীনা নিরপরাধা অবলাকে কি নিমিত্ত হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? আপনাকে সকলেই ধাম্মিক বলিয়া জানে ; সুতরাং কি প্রকারে স্ত্রীহত্যা করিবেন ? ১৯ ।।

বিশ্বনাথ—অহনিষ্যৎ হনিষ্যতি ।। ১৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অহনিষ্যৎ'— হনিষ্যতি, (ধাম্মিক আপনি কিপ্রকারে) স্ত্রী-হত্যা করিবেন ? ।। ১৯ ।।

প্রহরন্তি ন বৈ স্ত্রীষু কৃতাগঃস্বপি জন্তবঃ ।
কিমুত ত্বদ্বিধা রাজন্ করুণা দীনবৎসলাঃ ।।২০।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, বৈ (নিশ্চিতং) কৃতাগঃস্বপি (কৃতাপরাধাস্বপি) স্ত্রীষু জন্তবঃ (সাধারণাঃ অপি প্রাণিনঃ) ন প্রহরন্তি (প্রহারং নৈব কুর্ব্বন্তি) । ত্বদ্বিধাঃ (ভবৎসদৃশাঃ) করুণাঃ (কারুণ্যপূর্ণাঃ) দীনবৎসলাঃ (দীনেষু বৎসলাঃ) কিম্ উত (বক্তব্যম্) ।। ২০ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, যখন স্ত্রীলোক অপরাধ করিলে অতি সাধারণ ব্যক্তিও তাহাকে প্রহার করে না, তখন আপনার ন্যায় করুণহৃদয় ও দীনবৎসলের কথা আর কি বলিব ? ২০ ।।

মাং বিপাট্যাজরাং নাবং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
আত্মানঞ্চ প্রজাশ্চেমাঃ কথমম্ভসি ধাস্যসি ।।২১।।

অন্বয়ঃ—যত্র (ময়ি) বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতং (স্থিতং তাম্) অজরাং (দৃঢ়াং) নাবং মাং বিপাট্য (বিদার্য্য) অম্ভসি (জলে) ইমাঃ প্রজাঃ আত্মানং চ কথং ধাস্যসি (ধারয়িষ্যসি) ? ২১ ।।

অনুবাদ—রাজন্, এই বিশ্ব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমিই ইহার সুদৃঢ় তরণীস্বরূপা ; আমাকে বিদীর্ণ করিয়া আপনি কি প্রকারে সলিলোপরি আপনাকে ও এই প্রজাদিগকে ধারণ করিবেন ? ২১ ।।

বিশ্বনাথ—বিপাট্য বিদার্য্য অজরাং দৃঢ়াম্, অম্ভসীতি ময়ি মৃতায়াং সত্যাং গর্ভোদ এব স্থাস্যতীত্যর্থঃ ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপাট্য'—বিশ্বের ধারণকারিণী অজরা (দৃঢ়া) নৌকার ন্যায় আমাকে বিদীর্ণ করিয়া । 'অম্ভসি'—জলরাশির উপর, আমার মৃত্যু হইলে, আপনি গর্ভোদকেই অবস্থান করিবেন—এই অর্থ ।। ২১ ।।

শ্রীপৃথুরুবাচ—

বসুধে ত্বাং বধিষ্যামি মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্ ।
ভাগং বর্হিষি যা বৃঙ্ক্তে ন তনোতি চ নো বসু ।।২২

অন্বয়ঃ—শ্রীপৃথুঃ উবাচ—(হে) বসুধে, (বসুন্ধরে,) মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীং ত্বাম্ (অহং) বধিষ্যামি ; যা (ভবতী) বর্হিষি (যজ্ঞে দেবতারূপেণ) ভাগং বৃঙ্ক্তে (ভজতে তাদৃশী সত্যপি) নঃ (অস্মাকং) বসু (ধান্যাদিকং) ন তনোতি (ন বিস্তারয়তি) ।।২২।।

অনুবাদ— শ্রীপৃথু কহিলেন,—হে বসুন্ধরে, তুমি আমার শাসনপরাঙ্মুখী, সেজন্য তোমাকে বিনাশই করিব। তুমি যজ্ঞে দেবতারূপে ভাগ গ্রহণ করিতেছ, অথচ আমাদিগের ধান্যাদি বিস্তার করিতেছ না ! ২২।।

বিশ্বনাথ—বর্হিষি যজ্ঞে যা ভবতী দেবতারূপিণী ভাগং বৃঙ্ক্তে ভজতে, বসু ধান্যাদিকম্ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্হিষি'—যজ্ঞে যে তুমি দেবতারূপে যজ্ঞীয় ভাগ গ্রহণ করিতেছ, 'বসু'—ধান্যাদি (অথচ আমাদিগকে ধান্যাদি প্রদান করিতেছ না ।) ।। ২২ ।।

যবসং জগ্ধ্যনুদিনং নৈব দোগ্ধ্যৌধসং পয়ঃ
তস্যামেবং হি দুষ্টায়াং দণ্ডো নাত্র ন শস্যতে ।।২৩।।

অন্বয়ঃ—(যা গৌঃ) অনুদিনং (প্রতিদিনং) যবসং (তৃণং) জগ্ধি (অত্তি) ঔধসম্ (উধসি ভবম্ ঔধসং) পয়ঃ (দুগ্ধং) নৈব দোগ্ধি (নৈব দুগ্ধং স্রবতি), তস্যাম্ এবম্ অত্র (অস্মিন্ অপরাধে সতি) দুষ্টায়াং (গবি) দণ্ডঃ ন শস্যতে ন (অযুক্তঃ ন ভবতি) ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—যে গো প্রতিদিন তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, অথচ দুগ্ধদানে পরাঙ্মুখ, সেই অপরাধে সেই দুষ্টার দণ্ড বিধান করা কি যুক্তিসঙ্গত নহে ? ২৩।।

বিশ্বনাথ—গোরূপেণ যবসং তৃণং জগ্ধি অত্তি পয়স্তু ন দোগ্ধি ন পূরয়তি ন দদাতীতি যাবৎ, কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণামিতিবৎ। তস্যামেবম্ভূতায়াং ত্বয্যপরাধিন্যাম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যবসং'—গোরূপে তৃণাদি ভক্ষণ করিতেছ, 'পয়স্তু'—কিন্তু কিছুমাত্র স্তন্যদুগ্ধ পূরণ করিতেছ না, অর্থাৎ প্রদান করিতেছ না। এখানে দুহ্ ধাতুর পূরণার্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন —'কামপূরঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ আমি মনুষ্যগণের কামনা পূরণকারী—ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় দুগ্ধ পূরণ করিতেছ না। 'তস্যাং'—এইরূপ অপরাধিনী তোমার প্রতি (দণ্ড প্রদান অযুক্ত নয়।) ॥ ২৩ ॥

ত্বং খল্বোষধিবীজানি প্রাক্ সৃষ্টানি স্বয়ম্ভুবা।
ন মুঞ্চস্যাত্মরুদ্ধানি মামবজ্ঞায় মন্দধীঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) খলু (যানি) ওষধি-বীজানি (অন্নাদীনি) প্রাক্ (সৃষ্ট্যাদৌ) স্বয়ম্ভুবা (ব্রহ্মণা) সৃষ্টানি (লোকস্য উপকারার্থং নির্ম্মিতানি) আত্মরুদ্ধানি (আত্মনি দেহে রুদ্ধানি) মন্দধীঃ ত্বং মাং (পৃথুসদৃশং রাজানম্ ঈশ্বরম্) অবজ্ঞায় ন মুঞ্চসি (ন বিমুঞ্চসি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা সৃষ্ট্যারম্ভে লোকহিতার্থ যে সকল ওষধীবীজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তোমার দেহে রুদ্ধ আছে। মন্দবুদ্ধি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে-সকল ত' মুক্ত করিতেছ না! ॥ ২৪ ॥

অমূষাং ক্ষুৎপরীতানামার্ত্তানাং পরিদেবিতম্।
শময়িষ্যামি মদ্বাণৈর্ভিন্নায়াস্তব মেদসা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্বাণৈঃ ভিন্নায়াঃ (মৃতায়াঃ) তব মেদসা (মাংসেন) ক্ষুৎপরীতানাং (ক্ষুধাব্যাপ্তানাম্ অতএব) আর্ত্তানাং (পীড়িতানাম্) অমূষাং (প্রজানাং) পরিদেবিতং (বিলাপং) শময়িষ্যামি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সুতরাং আমার বাণহত তোমার দেহের মাংসের দ্বারা এই সকল ক্ষুধাতুর প্রজার আর্ত্তনাদ শান্ত করিব! ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—মেদসা মাংসেন ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মেদসা'—মাংসের দ্বারা ॥ ২৫ ॥

পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুমান্ (বা) যোষিৎ, উত ক্লীবঃ (বা) আত্মসম্ভাবনঃ (আত্মানং বহুমন্যতে) ভূতেষু (প্রাণিষু) নিরনুক্রোশঃ (দয়ারহিতঃ দুঃখোৎপাদকশ্চ) অধমঃ, তদ্বধঃ (তস্য বধঃ) নৃপাণাম্ (এব ন দোষাবহঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পুরুষই হউক, স্ত্রীই হউক্ বা ক্লীবই হউক, যে পাপিষ্ঠ নিজেকেই নিজে বহুমানন করিয়া থাকে, এবং প্রাণিমাত্রে দয়াহীন, তাহার বধ রাজাদিগের পক্ষে কিছুমাত্র দোষাবহ নহে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদুক্তং যোষাং কথং হনিষ্যসীতি তত্রাহ—পুমানিতি। আত্মসম্ভাবনো মিথ্যাহঙ্কারমত্তঃ নিরনুক্রোশো নির্দ্দয়ঃ। তস্য বধোঽবধ এব ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কি প্রকারে স্ত্রী-বধ করিবেন?' (১৯ শ্লোক)—ইহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'পুমান্' ইত্যাদি। 'আত্মসম্ভাবনঃ'—যে ব্যক্তি মিথ্যা অহঙ্কারে মত্ত, 'নিরনুক্রশঃ' —প্রাণিমাত্রের প্রতি নির্দ্দয়, সে ব্যক্তি পুরুষই হউক অথবা স্ত্রীই হউক, বা ক্লীবই হউক, 'তদ্বধঃ অবধঃ এব'—তাহার বধ অবধই, অর্থাৎ তাহাকে বধ করিলে রাজার বধ-জনিত পাতক হয় না ॥ ২৬ ॥

ত্বাং স্তব্ধাং দুর্ম্মদাং নীত্বা মায়াগাং তিলশঃ শরৈঃ।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মায়াগাং (মায়য়া কপটেন গোরূপাং, ন তু বস্তুতঃ) দুর্ম্মদাং (দুষ্টঃ পরপীড়াকরঃ মদঃ যস্যাঃ তাম্ অতএব) স্তব্ধাম্ (অস্মদাদিষু অনম্রাং) ত্বাং শরৈঃ (বাণৈঃ) তিলশঃ (তিলপ্রমাণানি খণ্ডানি ইত্যেবম্ভূতাম্ অবস্থাং) নীত্বা আত্মযোগবলেন (আত্মনঃ স্বস্য যোগঃ প্রভাবঃ এব বলং তেন) অহম্ ইমাঃ প্রজাঃ (অন্তসি) ধারয়িষ্যামি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কপট-গোরূপধারিণী, দুর্ম্মদা, উদ্ধত-স্বভাবা তোমাকে বাণদ্বারা তিল তিল করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিব, শেষে স্বীয় যোগপ্রভাবে আমি নিজেই এই সকল প্রজা ধারণ করিব ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু গোবধং কথং করিষ্যসি গোমাংসং বা কথং ভোজয়িষ্যসীতি তত্রাহ—মায়য়ৈব গাং, ন তু বস্তুতঃ। যচ্চোক্তং—কথমম্ভসি ধাস্যসীতি, তত্রাহ, তিলশঃ তিলপ্রমাণসহস্রখণ্ডতামবস্থাং নীত্বা ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আপনি গোবধ কি করিয়া করিবেন, আর গো-মাংসই বা কি প্রকারে ভোজন করাইবেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'মায়া-গাং'—তুমি মায়ার দ্বারা (ছদ্মবেশে) গোরূপ-ধারিণী, কিন্তু বস্তুতঃ নও। আর যে বলিয়াছেন—'কি করিয়া জলরাশির উপর নিজেকে ও প্রজাগণকে স্থাপন করিবেন ?' (২১ শ্লোক)—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তিলশঃ', তোমাকে বাণের দ্বারা তিল প্রমাণ সহস্র সহস্র বিভাগ করিয়া, (অবশেষে যোগবলে স্বয়ং আমি প্রজাদিগকে ধারণ করিব।) ॥ ২৭ ॥

———

এবং মন্যুময়ীং মূর্ত্তিং কৃতান্তমিব বিভ্রতম্।
প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মহী সঞ্জাতবেপথুঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জাতবেপথুঃ (ভয়েন সঞ্জাতঃ বেপথুঃ কম্পঃ যস্যাঃ সা তথাভূতা) প্রণতা (কৃতদণ্ডবৎপ্রণামা ততশ্চ) প্রাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ সতী) মহী (পৃথ্বী) এবং (নিষ্ঠুরং বদন্তং) মন্যুময়ীং (ক্রোধপ্রচুরাং) মূর্ত্তিং বিভ্রতং (ধারয়ন্তং) কৃতান্তম্ ইব (মৃত্যুম্ ইব ভয়ঙ্করং পৃথুং) প্রাহ (তুষ্টাব) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ মহারাজ পৃথু ক্রোধময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐরূপ মর্ম্মচ্ছেদি বাক্য কহিলে পৃথিবী ভয়ে কম্পমানা হইয়া দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিসহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

———

শ্রীপৃথিব্যুবাচ—
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় মায়য়া
বিন্যস্ত-নানাতনবে গুণাত্মনে।
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্দ্ধূত-
দ্রব্যক্রিয়াকারকবিভ্রমোর্ম্ময়ে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপৃথিবী উবাচ—মায়য়া বিন্যস্তনানাতনবে (বিন্যস্তা রচিতা নানা-ঘোরাদিতনবঃ যেন তস্মৈ) গুণাত্মনে (গুণময়ত্বেন প্রতীয়মানায়) পরস্মৈ পুরুষায় নমঃ। (বস্তুতস্তু) স্বরূপানুভবেন (স্বরূপস্য অনুভবেন) নির্দ্ধূতদ্রব্যক্রিয়াকারক-বিভ্রমোর্ম্ময়ে (নির্দ্ধূতাঃ নিরস্তাঃ দ্রব্যক্রিয়াকারকেষু অধিভূতাধ্যাত্মাধিদৈবেষু বিভ্রমঃ অহঙ্কারঃ তন্নিমিত্তাঃ উর্ম্ময়ঃ রাগদ্বেষাদয়শ্চ যস্মিন্ তস্মৈ) নমঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীপৃথিবী কহিলেন,—যিনি স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা নানাপ্রকার তনু প্রকটিত করিয়া প্রাকৃত প্রতীতিতে প্রতীয়মান হন, কিন্তু বস্তুতঃ যথাত্মজ্ঞান হেতু দ্রব্যক্রিয়াকারকে অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবাদিতে যে অহঙ্কার ও তন্নিমিত্ত রাগ-দ্বেষাদি; তাহা হইতে নির্লিপ্ত তাদৃশ পরমপুরুষ আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিন্যস্তা নির্ম্মিতা নানাভূতাস্মদাদ্যাস্তনুর্যস্য তস্মৈ, যতো গুণাত্মনে গুণময়ায়; যদুক্তং—মহীতলং তজ্জঘনমিত্যাদি। ননু তর্হি স্বতনুং তাং কিমহং হন্মীতি তত্রাহ—স্বরূপানুভবেনেতি যাবৎ স্বরূপশক্তেরনুভবো ন স্যাত্তাবদেব মায়াশক্তিমতস্তবাস্মদাদ্যাস্তনুঃ, স্বরূপানুভবেন তু বিনির্দ্ধূতানি নিরস্তানি দ্রব্যক্রিয়াকারকাণি অধিভূতাধ্যাত্মাধিদৈবানি তৈর্বিভ্রমোর্ম্মিঃ সংসারতরঙ্গশ্চ যস্মাত্তস্মৈ। যদুক্তম্—"যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ। তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥" ইতি; "অমূনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে। উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥" ইতি চ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিন্যস্ত-নানাতনবে'—বিন্যস্ত অর্থাৎ নির্ম্মিত হইয়াছে নানাপ্রকার (দেব, মনুষ্যাদি) আমাদের ন্যায় শরীর যাঁহার, তাঁহাকে (নমস্কার করি)। 'গুণাত্মনে'—যিনি গুণময়, তাঁহাকে। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—'মহীতলং তজ্জঘনম্' (২।১।২৭) ইত্যাদি, অর্থাৎ মহীতল তাঁহার (সেই বিরাট্ পুরুষের) জঘন-প্রদেশ। দেখুন—তাহা হইলে নিজের সেই শরীরকে কি আমি বিনাশ

করিব ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বরূপানুভবেন' ইত্যাদি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বরূপশক্তির অনুভব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই মায়াশক্তিযুক্ত আপনার আমাদের ন্যায় শরীর, কিন্তু আত্ম-স্বরূপের অনুভব-হেতু, 'নির্ধূত - দ্রব্যক্রিয়াকারক - বিভ্রমোর্ম্ময়ে' — বিনির্ধূত অর্থাৎ নিরস্ত হইয়াছে দ্রব্য, ক্রিয়া, কারকসকল, অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—ইহাদের দ্বারা যে বিভ্রমোর্ম্মি, অর্থাৎ সংসার-তরঙ্গ, যাঁহা হইতে, সেই তাঁহাকে (নমস্কার করি)। যেমন উক্ত হইয়াছে—"যাবন্ন জায়েত" (২।২।১৪) ইত্যাদি, অর্থাৎ এইরূপে যাবৎ পরাবর এবং দ্রষ্টাস্বরূপ বিশ্বেশ্বরে প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ না জন্মে, তাবৎ পর্য্যন্ত আবশ্যক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর যত্নপূর্ব্বক তাঁহার স্থূলতর রূপের স্মরণ করিবে। এইরূপ—"অমূনী ভগবদ্রূপে" (২।১০।৩৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ হে রাজন্! ভগবানে এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই প্রকার রূপ আরোপিত হইয়া থাকে, তদুভয়ই তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, কিন্তু ঐ দুই রূপই মায়াকল্পিত, এই নিমিত্ত বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাহা বস্তুতঃ অঙ্গীকার করেন না ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মাদিজীবদেহাস্তু মায়াদেহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ইতি বারাহে ॥ ২৯ ॥

যেনাহমাত্মায়তনং বিনির্ম্মিতা
ধাত্রা যতোঽয়ং গুণসর্গসংগ্রহঃ।
স এব মাং হন্তুমুদায়ুধঃ স্বরা-
ডুপস্থিতোঽন্যং শরণং কমাশ্রয়ে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যেন ধাত্রা (বিধাত্রা) আত্মায়তনম্ (আত্মনাং জীবানাম্ আয়তনং স্থানম্) অহং বিনির্ম্মিতা (স্থানত্বেন সৃষ্টা) সঃ এব স্বরাট্ (স্বতন্ত্রঃ) উদায়ুধঃ (উদ্যতায়ুধঃ সন্) যতঃ (যস্যাং ময়ি) অয়ং গুণ-সর্গসংগ্রহঃ (গুণময়স্য জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জ-ভেদেন চতুর্ব্বিধ-শরীরসমূহস্য সংগ্রহঃ ধারণম্, এবং সর্ব্বাধারভূতাং) মাং হন্তুম্ উপস্থিতঃ ; (ততঃ) অন্যং শরণং (রক্ষকং) কম্ (অহম্) আশ্রয়ে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যে বিধাতা আমাকে প্রাণিগণের আবাস-স্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি আমাতে জরায়ুজ (মনুষ্য, পশ্বাদি), অণ্ডজ (পক্ষী, সরীসৃপাদি), স্বেদজ (কৃমি, মৎকুণাদি) এবং উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষাদি) ভেদে চতুর্ব্বিধ গুণময়-দেহধারি ভূতগ্রাম ধারণ করিয়াছেন ; সেই স্বরাট্ পুরুষই যখন স্বয়ং উদ্যতাস্ত্র হইয়া হনন করিতে উপস্থিত, তখন আমি আর কাহার শরণাগত হইব ? ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চেত্তর্হি ত্বদুক্তিপ্রামাণ্যেনৈব ত্বয়ি মম নাস্তি মমতেত্যতস্ত্বাং হন্ম্যেবেত্যত আহ—যেনেতি ; নহি স্বহস্তেনারোপিতা বল্লী স্বহস্তেনৈব ছিদ্যতে ইতি ভাবঃ। তত্রাপ্যুপকারিকাস্মীত্যাহ—আত্মনাং জীবানাম্ আয়তনং যতো যস্যাং ময়ি গুণ-সর্গস্য চতুর্ব্বিধভূতগ্রামস্য সংগ্রহো ধারণম্ ; স্বরাট্ স্বতন্ত্রঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—যদি এইরূপই হয়, তোমার কথিত প্রমাণ অনুসারেই তোমাতে আমার মমতা নাই, অতএব তোমাকে বধ করিবই, ইহাতে বলিতেছেন—'যেন' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে বিধাতা আমাকে জীবগণের বাসস্থানরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের হস্তে আরোপিতা লতা কেহ স্বহস্তেই ছেদন করে না—এই ভাব। তাহাতেও আমি উপকারিকা, ইহা বলিতেছেন—'আত্মায়তনং'—আত্মা বলিতে ব্যষ্টী জীবগণের আয়তন, অর্থাৎ স্থানস্বরূপ আমি। 'যতঃ'—যে আমার উপরে 'গুণসর্গসংগ্রহঃ'—গুণ অনুসারে সৃষ্ট জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণীর 'সংগ্রহ'—ধারণ (অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ প্রাণী আমাতে বাস করিতেছে)। 'স্বরাট্'—যিনি স্বতন্ত্র, (অর্থাৎ সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ তাদৃশ উপকারী আমাকে যখন অস্ত্র উত্তোলন করিয়া সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আমি কাহার আশ্রয় লইব ?) ॥ ৩০ ॥

য এতদাদাবসৃজচ্চরাচরং
স্বমায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্ক্যয়া।
তয়ৈব সোঽয়ং কিল গোপ্তুমুদ্যতঃ
কথং নু মাং ধর্ম্মপরো জিঘাংসতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (এব ভগবান্) আত্মাশ্রয়য়া (জীব-বিষয়িণ্যা) অবিতর্ক্যয়া (অচিন্ত্যয়া) স্বমায়য়া এতৎ চরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বিশ্বম্) আদৌ অসৃজৎ

(সৃষ্টবান্) কিল (নিশ্চয়ে) সঃ এব ত্বয়া (নিজাচিন্ত্যশক্ত্যা এব) অয়ং (পৃথুস্বরূপঃ সন্) গোপ্তুং (স্বনির্ম্মিতং বিশ্বং রক্ষিতুম্) উদ্যতঃ ধর্ম্মপরঃ (অপি) মাং (বিশ্বাধারভূতাং গোরূপাং) নু (ভো !) কথং জিঘাংসতি (হন্তুম্ ইচ্ছতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যে ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে জীববিষয়িণী স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা এই চরাচর জৈবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যে ভগবান্‌ই আবার স্বীয় পালনীশক্তিদ্বারা পৃথুরূপে ইহার রক্ষণোদ্যত, সেই ধর্ম্মপালক পুরুষ আবার কি প্রকারে আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ময়ৈব জগৎ সৃজ্যতে সংহ্রিয়তে চেতি সত্যম্ ; তদপি সম্প্রতি পালনে প্রবৃত্তস্য তব মদ্বধোঽনুচিত ইত্যাহ—য ইতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমিই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি। তাহাতে বলিতেছেন—সত্য, তথাপি সম্প্রতি পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত আপনার পক্ষে আমাকে বধ করা অনুচিত, ইহা বলিতেছেন—'য এতৎ' ইত্যাদি (অর্থাৎ যিনি প্রথমে অচিন্তনীয় নিজ মায়া শক্তির দ্বারা চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেই মায়ার দ্বারাই আবার সকলকে পালন করিতেছেন, এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ আপনি কিরূপে আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ?) ॥ ৩১॥

নূনং বতেশস্য সমীহিতং জনৈ-
স্তন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়াকৃতাত্মভিঃ।
ন লক্ষ্যতে যস্ত্বকরোদকারয়দ্
যোঽনেক একঃ পরতশ্চ ঈশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—নূনং (নিশ্চয়ে) বত (আশ্চর্য্যে) দুর্জ্জয়য়া তন্মায়য়া অকৃতাত্মভিঃ (বিক্ষিপ্তচিত্তৈঃ) জনৈঃ ঈশস্য (ভগবতঃ) সমীহিতং (চেষ্টিতং) ন লক্ষ্যতে। যঃ (ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ ব্রহ্মাণম্) অকরোৎ (ততশ্চ তেন চরাচরম্ অকারয়ৎ। যঃ ঈশ্বরঃ (স্বতঃ) একঃ (এব) পরতঃ (মায়য়া) অনেকশ্চ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অথবা ভগবানের দুর্জ্জয়া মায়াদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের পক্ষে সমর্থশালী পুরুষের আচরণ দুরধিগম্য। ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইয়াও ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি করা'ন। তিনি স্বয়ং এক হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা অনেক হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি ত্বং মামধর্ম্মিণং ব্রূষে, তত্র নহি নহি ; কিন্তু দুর্লক্ষ্যমেতদৈশ্বর্য্যমিত্যাহ—নূনমিতি। অকৃতাত্মভির্বিক্ষিপ্তচিত্তৈঃ। য ঈশ্বরোঽকরোৎ সর্গং অকারয়দ্বিসর্গম্। স্বত একঃ পরতো মায়য়া অনেকশ্চ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে তুমি আমাকে অধার্ম্মিক বলিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—না, না, কিন্তু আপনার এই ঐশ্বর্য্য দুর্জ্ঞেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিপ্রায় কেহই বুঝিতে পারে না—'নূনম্' ইত্যাদি। 'অকৃতাত্মভিঃ'—আপনার মায়াতে যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই জীবগণ কর্ত্তৃক আপনি দুর্লক্ষণীয়। যে ঈশ্বর (ব্রহ্মাকে) সৃষ্টি করেন এবং বিসর্গ (অর্থাৎ ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি) করান। 'একঃ'—যিনি স্বতঃ এক হইয়াও, মায়ার দ্বারা বহু প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—স পরতঃ ঈশ্বর ইত্যাক্ষেপঃ ॥ ৩২ ॥

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
দ্র্ব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ (দ্রব্যাণি মহাভূতানি, ক্রিয়াঃ ইন্দ্রিয়াণি, কারকাঃ দেবাঃ, চেতনা বুদ্ধিঃ, আত্মা অহঙ্কারঃ তৈঃ) শক্তিভিঃ (স্বশক্তিস্বরূপৈঃ) যঃ অস্য (জগতঃ) সর্গাদি (জন্মস্থিতিভঙ্গম্) অনুরুণদ্ধি (অনুবর্ত্ততে, করোতি) তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে (সমুন্নদ্ধাঃ সমুৎকটাঃ বিরুদ্ধাঃ বন্ধমোক্ষহেতুভূতাঃ বিদ্যাবিদ্যাধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপাঃ শক্তয়ঃ যস্য তস্মৈ) বেধসে পরস্মৈ পুরুষায় নমঃ ॥ ৩৩॥

অনুবাদ—যে ভগবান্ স্বীয় শক্তিস্বরূপ মহাভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ বিধান করিতেছেন, যাঁহার

শক্তিসকল সমুৎকট এবং পরস্পর বিরুদ্ধভাবসম্পন্ন, সেই অচিন্ত্য শক্তিশালী পরমপুরুষ বিধাতাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদচিন্ত্যশক্তয়ে কেবলং নম ইত্যাহ—অনুরুণদ্ধি ভক্তজীবস্যানুরোধেন করোতি। দ্রব্য-ক্রিয়া-কারকাণি ভূতেন্দ্রিয়দেবতাঃ। চেতনা বুদ্ধিঃ আত্মাহঙ্কারস্তৈঃ সমুন্নদ্ধাঃ প্রবলাঃ পরস্পরবিরুদ্ধাশ্চ শক্তয়ো যস্যেতি পালন-সংহারশক্তী উভে অপি প্রবলে ইত্যতঃ পালয়িতুং সংহর্ত্তুঞ্চ ত্বং প্রভুর্যথেচ্ছসি তথা কুরু, তুভ্যং নম এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সেই অচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরকে কেবল নমস্কার করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'অনুরুণদ্ধি', ভক্তজীবের অনুরোধে (প্রয়োজনে) যিনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন। দ্রব্য বলিতে মহাভূত, ক্রিয়া—ইন্দ্রিয়সমূহ, কারক—দেবতা, চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধি এবং আত্মা বলিতে অহঙ্কার—ইহাদের দ্বারা, সমুন্নদ্ধ অর্থাৎ প্রবল পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ যাঁহার, (তাঁহাকে নমস্কার)। আপনার পালন ও সংহার শক্তি উভয়েই প্রবল, অতএব আপনি পালন ও সংহার করিতে সমর্থ, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই করুন, পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তিধারী বিধাতা পুরুষ সেই আপনাকে আমি কেবল নমস্কারই করিতেছি, এই ভাব ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—

বিরুদ্ধশক্তয়ো যস্য নিত্যা যুগপদেব চ।
তস্মৈ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে ॥
ইতি বারাহে ॥ ৩৩ ॥

স বৈ ভবানাত্মবিনির্ম্মিতং জগদ্-
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং বিভো।
সংস্থাপয়িষ্যন্নজ মাং রসাতলা-
দভ্যুজ্জহারাম্ভস আদিশূকরঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, (হে) অজ, (যঃ পূর্ব্বং সৃষ্টবান্) স বৈ (এব) ভবান্ আত্মবিনির্ম্মিতম্ (আত্মনা স্বেন বিনির্ম্মিতং) ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং জগৎসংস্থাপয়িষ্যন্ (সম্যক্‌স্থাপয়িতুম্) আদিশূকরঃ (সন্) মাং রসাতলাৎ অম্ভসঃ অভ্যুজ্জহার (প্রাণিনাং ধারণার্থম্ উন্নীতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, হে অজ, যিনি স্বীয় মায়া-শক্তিদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই সেই পুরুষ, আপনিই স্বনির্ম্মিত ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মক এই জগৎকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিবার জন্য আদি-শূকররূপ ধারণ করিয়া জলময় রসাতল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্মিন্ কারুণ্যমুৎপাদয়ন্তী পূর্ব্ববৃত্তং স্মারয়তি—স বা ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজের প্রতি কারুণ্য উৎপাদন করাইবার নিমিত্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইতেছেন—'স বা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে ॥ ৩৪ ॥

অপামুপস্থে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ
প্রজা ভবানদ্য রিরক্ষিষুঃ কিল।
স বীরমূর্ত্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো
যো মাং পয়স্যুগ্রশরো জিঘাংসসি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—স (এব) কিল ধরাধরঃ (বরাহমূর্ত্তিঃ) ভবান্ অপাম্ উপস্থে (জলস্য উপরি) ময়ি নাবি (আধারভূতায়াম্) অবস্থিতাঃ প্রজাঃ রিরক্ষিষুঃ (রক্ষিতুম্ ইচ্ছুঃ সন্) অদ্য বীরমূর্ত্তিঃ (পৃথুরূপঃ) সমভূৎ। (অধুনা ভবান্) উগ্রশরঃ (তীব্রবাণঃ সন্) যঃ (এবম্ভূতঃ স তু ত্বং) মাং সর্ব্বাধারভূতাং পয়সি (নিমিত্তে) জিঘাংসসি (ইতি চিত্রম্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আপনিই সেই ধরাধর বরাহমূর্ত্তি; আমি জলের উপরিভাগে তরণীর ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছি; আপনার প্রজাকুল সেই তরণীরূপা আমাতে অবস্থিত; কিন্তু অদ্য আপনি প্রজাগণের রক্ষণবাসনায় ধরমূর্ত্তি পৃথুরূপ প্রকাশিত করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধের জন্য সর্ব্বাধারভূতা আমাকে তীব্রবাণসংযোগে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—উপস্থে উপরিস্থায়াং ময়ি নাবি নৌকারূপায়াং স এব ধরাধর আদিশূকরো মৎস্বামী ত্বং যো মাং স্বভার্য্যাং পয়সি নিমিত্তে জিঘাংসসি। অয়-মর্থঃ—ইমাস্তৎপ্রজা মদপত্যান্যেব মদুৎসঙ্গে স্থিতানি নিত্যমহং স্তনং পয়ঃ পায়য়ান্যেব সাম্প্রতমেতদ্দুর্বৃত্ত-

মালক্ষ্য শীলং শিক্ষয়ন্তী মাতাপ্যহং ক্রুদ্ধা পয়ো ন পায়য়ামীতি ত্বং গৃহপতির্মাং তাড়য়সীতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপপ্লে'—যিনি জলের উপরে নৌকাস্বরূপা আমাতে প্রজাগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ধরাধর বরাহমূর্ত্তি আমার স্বামী আপনি, যিনি এখন নিজ ভার্য্যা আমাকে দুগ্ধের জন্য বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই অর্থ—এই সকল আপনার প্রজাগণ আমার অপত্যই, আমার ক্রোড়ে অবস্থিত এবং নিত্য আমি ইহাদিগকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া থাকি, সম্প্রতি ইহাদের দুর্বৃত্ত (দুরাচারতা) লক্ষ্য করিয়া সদ্ভাব শিক্ষা দিবার জন্য, মাতা হইয়াও আমি ক্রুদ্ধ হইয়া দুগ্ধ পান করাইতেছি না, আর এইজন্য গৃহপতি আপনি আমাকে তাড়না করিতেছেন। (ইহা বড়ই আশ্চর্য্য!) ॥ ৩৫ ॥

নূনং জনৈরীহিতমীশ্বরাণা-
মস্মদ্বিধৈস্তদ্গুণসর্গমায়য়া।
ন জ্ঞায়তে মোহিতচিত্তবর্ত্মভি-
স্তেভ্যো নমো বীরযশস্করেভ্যঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধরানিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—তদ্‌গুণসর্গমায়য়া (তস্য ঈশ্বরস্য গুণসর্গরূপয়া মায়য়া) মোহিতচিত্তবর্ত্মভিঃ (মোহিতং চিত্তম্ এব বর্ত্ম যেষাং তৈঃ, অথবা মোহিতানি চিত্তবর্ত্মানি যেষাং তৈঃ) অস্মদ্‌বিধৈঃ (অল্পজ্ঞৈঃ) জনৈঃ ঈশ্বরাণাং (হরিভক্তানামেব) ঈহিতং (ক্রিয়াদি) ন জ্ঞায়তে। **বীরযশস্করেভ্যঃ** (বীরাণাং জিতেন্দ্রিয়াণাং যশঃ কুর্ব্বন্তি যে তেভ্যঃ) তেভ্যঃ (ঈশ্বরেভ্যঃ) নমঃ (অস্তু) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, ঈশ্বরের গুণ-সর্গরূপা মায়াদ্বারা অস্মদ্বিধ জনসমূহের চিত্তবর্ত্ম নিশ্চিতই মোহিত হইয়া আছে, যেহেতু আমরা ভগবদ্ভক্তগণেরই ক্রিয়াদি জানি না, (পরমেশ্বরের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই)। অতএব সেই পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁহাদিগকেও আমি নমস্কার করি। ভক্তগণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের যশোবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবদ্ভক্তগণকে নমস্কার বিধান করিতেছি ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ত্বং মাং হনিষ্যসীতি বিশ্বসত্যপ্যহং ন বিশ্বসিমি। ঈশ্বরাণাং খলু কা স্ত্রী, কে বা পুত্রভৃত্যাদয় ইত্যাহ—নূনমিতি। তস্যেশ্বরস্য গুণসর্গমায়য়া গুণেষু দেবমনুষ্যতির্য্যগ্‌যোনিষু সর্গা যতস্তয়া মায়য়া অবিদ্যয়া মোহিতং ভ্রমিতং চিত্তবর্ত্ম ত্বচ্চরণোন্মুখং যেষাং তৈরস্মদ্বিধৈর্জনৈঃ। বীরাণাং দয়াবীরাণাং যশঃ কুর্ব্বন্তীতি তেভ্য ইতি ত্বঞ্চেন্মাং ন দয়সে তদা দয়াবীরাণাং যশ এব যাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তদশশ্চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আপনি আমাকে বধ করিবেন—ইহা অপর জন বিশ্বাস করিলেও, আমি বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরগণের কে বা স্ত্রী, কেই বা পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতি—ইহা বলিতেছেন—'নূনম্' ইত্যাদি। 'তদ্‌গুণসর্গমায়য়া'—সেই ভগবানের সত্ত্বাদিগুণে, অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য, তির্য্যগ্ যোনিতে সৃষ্টিসকল যাহা হইতে হয়, সেই মায়ার অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা, 'মোহিত-চিত্তবর্ত্মভিঃ'—মোহিত, অর্থাৎ ভ্রমিত করা (ঘুরাইয়া দেওয়া) হইয়াছে আপনার চরণোন্মুখ চিত্তবর্ত্ম যাহাদের, সেই আমাদের ন্যায় মনুষ্যগণের পক্ষে (ঈশ্বরগণের অভীপ্সিত কর্ম্ম বুঝিতে পারা সম্ভব নয়)। 'বীর-যশস্করেভ্যঃ' বীর, অর্থাৎ দয়াবীরগণের যশ যাঁহারা বিস্তার করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। ইহাতে আপনি যদি আমার প্রতি দয়া না করেন, তাহা হইলে দয়াবীরগণের যশই বিলয়প্রাপ্ত হইবে—এই ভাব ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১৭ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইত্থং পৃথুমভিষ্টুয় রুষা প্রস্ফুরিতাধরম্ ।
পুনরাহাবনির্ভীতা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার ।

এই অধ্যায়ে পৃথুরাজের পৃথিবীর বাক্যে বৎস-পাত্রাদিভেদে পৃথিবীদোহন বর্ণিত হইয়াছে ।

ভীতা পৃথিবী পৃথু মহারাজকে স্তবপূর্ব্বক কহিলেন,—"মহারাজ, গোরূপী আমার অনুরূপ বৎস, দোহনপাত্র ও দোগ্ধা কল্পনা করিয়া আমাকে এরূপভাবে সমতল করুন, যেত আমার দুগ্ধ সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্ট হয় ।" এই বাক্যে পৃথু সন্তুষ্ট হইয়া মনুকে বৎস কল্পনা পূর্ব্বক স্বীয় হস্তরূপ পাত্রে ওষধির বীজসকল দোহন করিলেন । তদনন্তর ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া বাক্য, মন, শ্রবণরূপ পাত্রে বেদরূপ পবিত্র দুগ্ধ, এবং দেবগণ ইন্দ্রকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বর্ণপাত্রে অমৃত, দেহ ও মনঃশক্তিরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন । তদ্রূপ দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচাদি সকলেই নিজ নিজ অভীষ্টবস্তু পৃথিবী হইতে দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

পরে মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকট পৃথু-মহারাজের পৃথিবীকে কন্যারূপে বরণ, পৃথিবীকে সমতলীকরণ এবং পৃথুর প্রজাবর্গের যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দেশ ও তাঁহাদের জন্য বিবিধস্থান-নির্ম্মাণ ও প্রজাগণের নির্ভয়ে অবস্থানাদির বিষয় কীর্ত্তন করিলেন ।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—রুষা (ক্রোধেন) প্রস্ফুরিতাধরং (প্রস্ফুরিতঃ অধরঃ যস্য তং) পৃথুম্ ইত্থং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) অভিষ্টুয় (স্তুত্বাপি তস্য ক্রোধশান্তিম্ অদৃষ্ট্বা) ভীতা অবনিঃ আত্মানং (মনঃ) আত্মনা (বুদ্ধ্যা) সংস্তভ্য (ধৈর্য্যযুক্তং কৃত্বা) পুনঃ আহ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, ক্রোধ-নিবন্ধন পৃথুর ওষ্ঠপুট কম্পিত হইতেছিল । ভীতা ধরিত্রী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার স্তব করিয়া বুদ্ধিযোগে আপনার চঞ্চলচিত্ত সংযমপূর্ব্বক পুনরায় কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশেঽবনীং কামধেনুং দুগ্ধ্বা স্বমীপ্সিতম্ ।
বৎসপাত্রাদিভেদেন দুগ্ধং সর্ব্বেঽপি লেভিরে ॥১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে পৃথিবীকে কামধেনু-রূপে দোহণ করতঃ সকলেই বৎস ও পাত্রাদিভেদে নিজেদের অভিলষিত দুগ্ধ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

সংনিযচ্ছাভিভো মন্যুং নিবোধ শ্রাবিতঞ্চ মে ।
সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অভিভো, (প্রভো,) (যদ্বা), ভোঃ (দেব,) অভি (অভয়ং যথা ভবতি এবং) মন্যুং (ক্রোধং) সংনিযচ্ছ (উপসংহর) । মে (ময়া) শ্রাবিতং (বিজ্ঞাপিতং চ) নিবোধ (শৃণু) । মধুকরঃ (ভ্রমরঃ) যথা (পুষ্পেভ্যঃ সারং মধু গৃহ্ণাতি তথা লোকে) বুধঃ (হি) সর্ব্বতঃ সারম্ আদত্তে (গৃহ্ণাতি, ন তু তদ্দোষান্ পশ্যতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ— হে দেব, আপনি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক আমাকে অভয় প্রদান করুন ; আমার বাক্য শ্রবণ করুন । মধুকর যেরূপ কুসুমরাজি হইতে উহার সারভাগ মকরন্দ গ্রহণ করিয়া থাকে, পণ্ডিত ব্যক্তিও সেই প্রকার সকল বিষয় হইতেই সার গ্রহণ করেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—হে অভিভো, প্রভো, সর্ব্বত ইতি যদ্যপ্যহং নিকৃষ্টা, তদপি মমাপি বাচং শৃণু । মদ্বাচি সারস্তিষ্ঠতি চেত্ত্বং গৃহাণ নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে অভিভো ! হে প্রভো ! (অভিভূ শব্দের সম্বোধনের এক বচনের রূপ, যিনি অভিভাবক ।) 'সর্ব্বতঃ'—সকল বস্তু হইতেই, ইহা বলায়, যদিও আমি অতি নিকৃষ্টা, তথাপি আমারও কথা শ্রবণ করুন । যদি আমার বাক্যে সার থাকে,

তাহা হইলে গ্রহণ করুন, অন্যথা গ্রহণ করিবেন না —এই অর্থ ॥ ২ ॥

অস্মিঁল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে (শ্রেয়সঃ পুরুষার্থস্য প্রসিদ্ধয়ে প্রাপ্তয়ে) অস্মিন্ লোকে (কৃষ্যাদয়ঃ) অথবা অমুষ্মিন্ (লোকে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ) তত্ত্বদর্শিভিঃ মুনিভিঃ যোগাঃ (উপায়াঃ) দৃষ্টাঃ (শাস্ত্রতঃ নিশ্চিতাঃ) প্রযুক্তাশ্চ (লোকে প্রচারার্থম্ অনুষ্ঠিতাশ্চ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ইহ ও পরলোকে পুরুষগণের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ শাস্ত্র হইতে নানাবিধ উপায় নির্ণয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—গবাং দুগ্ধপূর্ণাদপ্যাপীনাদুপায়েন দোহনেনৈব দুগ্ধং লভ্যতে, ন তু গালিতাদ্বিদারিতাদ্বা তস্মাদিত্যতো ময়ি স্থিতান্যন্নানি সর্ব্বাণি ত্বমুপায়েন গৃহাণেতি বক্তুমুপায়স্য প্রামাণ্যং দর্শয়তি—অস্মিন্নিতি। যোগা উপায়া অস্মিন্ লোকে কৃষ্যাদয়ঃ অমুষ্মিংশ্চ লোকে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ দৃষ্টাঃ প্রযুক্তা অনুষ্ঠিতাশ্চ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গাভীগণের দুগ্ধপরিপূর্ণ আপীন (উধঃ, বাঁট) হইতেও উপায়ের দ্বারা দোহনাদির ফলে দুগ্ধ লভ্য হয়, কিন্তু উহা গালিত বা বিদারিত করিলে হয় না (দুধ পাওয়া যায় না), অতএব আমাতে স্থিত সমস্ত খাদ্য আপনি উপায়ের দ্বারা গ্রহণ করুন—ইহা বলিবার জন্য উপায়ের প্রামাণ্য দেখাইতেছেন—'অস্মিন্' ইত্যাদি। যোগ বলিতে উপায়সমূহ, এই জগতে কৃষ্যাদি এবং পরলোকে অগ্নিহোত্রাদি উপায়—সকল তত্ত্বদর্শী মুনিগণ, 'দৃষ্টাঃ প্রযুক্তাশ্চ'—উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্ ।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অবরঃ (অর্ব্বাচীনঃ অপি) যঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ (শ্রদ্ধাবান্ সন্) তান্ পূর্ব্বদর্শিতান্ (পূর্ব্বপূর্ব্বমুনিভিঃ নির্দ্দিষ্টান্) উপায়ান্ সম্যক্ আতিষ্ঠতি (অনুতিষ্ঠতি) (সঃ) অঞ্জসা (অনায়াসেন) উপেয়ান্ (ফলানি) বিন্দতে (লভতে) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অর্ব্বাচীন ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বতন মুনিগণের প্রদর্শিত উপায় সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও অনায়াসে পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অবরোঽর্ব্বাচীনঃ। উপেয়ান্ সাধ্যবস্তূনি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবরঃ'—অর্ব্বাচীন (সাধারণ আধুনিক জনও)। 'উপেয়ান্'—সাধ্য বস্তুসকল ॥ ৪ ॥

তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্ ।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অবিদ্বান্ (বিদ্বান্ বা) তান্ (উপায়ান্) অনাদৃত্য স্বয়ং (স্বেচ্ছয়া) অর্থান্ আরভতে (কল্পিতান্ অর্থান্ অনুতিষ্ঠতি) তস্য (তে) অর্থাঃ পুনঃ পুনঃ আরব্ধাঃ (অপি) ব্যভিচরন্তি (ন সিধ্যন্তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিত ব্যক্তিও যদি ঐ সকল উপায় অনাদর করিয়া স্বতন্ত্র ইচ্ছানুযায়ী কল্পিত অর্থসমূহ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তিনি যতবার কার্য্য আরম্ভ করেন, ততবারই তাহা নিষ্ফল হয় ॥ ৫ ॥

পুরা সৃষ্টা হ্যোষধয়ো ব্রহ্মণা যা বিশাম্পতে।
ভুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা অসদ্ভিরধৃতব্রতৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিশাম্পতে, (রাজন্,) পুরা (সৃষ্ট্যাদৌ লোকযাত্রার্থং যজ্ঞাদ্যর্থং) ব্রহ্মণা হি যাঃ ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদয়ঃ) সৃষ্টাঃ (উৎপাদিতাঃ) (তাঃ সর্ব্বাঃ) অসদ্ভিঃ (দুরাচারৈঃ) অধৃতব্রতৈঃ (শাস্ত্রাচারবিবর্জ্জিতৈঃ জনৈঃ) ভুজ্যমানাঃ ময়া দৃষ্টাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, পূর্ব্বে ব্রহ্মা লোকের সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ এবং যজ্ঞাদি-সম্পাদনের জন্য যে

সকল ব্রীহি-যবাদি ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, সেই সকল বস্তু শাস্ত্রাচার-বিবর্জ্জিত দুরাচার ব্যক্তিগণই ভোগ করিতেছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকৃতমাহ—পুরেতি ষড়্ভিঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃত (যথার্থ কথা) বলিতেছেন—'পুরা' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকের দ্বারা ॥ ৬ ॥

অপালিতানাদৃতা চ ভবদ্ভির্লোকপালকৈঃ ।
চৌরীভূতেঽথ লোকেঽহং যজ্ঞার্থেঽগ্রসমোষধীঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—অথ ভবদ্ভিঃ (বেণাদিভিঃ) লোকপালকৈঃ (রাজভিঃ) অপালিতা (চৌরাদ্যনিবারণাৎ) অনাদৃতা চ (যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তনাভাবাৎ) অহং লোকে চৌরীভূতে (সতি) যজ্ঞার্থে ওষধীঃ অগ্রসং (গিলিতবতী অধৃতব্রতৈর্ভুক্তাঃ ন প্রসোষ্যন্তে, ততশ্চ যজ্ঞাদয়ঃ ন সিদ্ধেরন্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বেণাদি লোকপালগণ চৌরাদি-নিবারণ দ্বারা আমার পালন ও যজ্ঞাদি-প্রবর্ত্তন দ্বারা আমার আদর করেন নাই; কাজে কাজেই জীবলোক চৌরপ্রায় হওয়ায় উত্তরকালে যাহাতে যজ্ঞ রক্ষা পাইতে পারে, তজ্জন্য আমি নিখিল ওষধি গ্রাস করিয়াছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভবদ্ভিরিতি বেণং মনসি কৃত্বা তৎপুত্রে পৃথাবুপালম্ভঃ অপালিতা যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তনাভাবাৎ প্রত্যুত বিধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাদনাদৃতা। অথ অনন্তরং চৌরীভূতে ইতি বেণে মৃতে সতীত্যর্থঃ। অগ্রসমিতি যদি নাগ্রসিষ্যং তদাহমদ্য কথং প্রাপ্স্য ইত্যর্থঃ। যজ্ঞার্থে ত্বৎপ্রবর্ত্তয়িষ্যমাণানাং যজ্ঞানাং কৃতে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবদ্ভিঃ'—আপনাদের ন্যায় পূজনীয় লোকপালগণের দ্বারা অরক্ষিতা, ইহা বেণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পুত্র পৃথুতে উপালম্ভ (অনুযোগ)। 'অপালিতা'—অরক্ষিতা যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তনের অভাবে, প্রকারান্তরে বিধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের হেতু আমি অনাদৃতা হইয়াছি। 'অথ চৌরীভূতে'—অনন্তর জীবলোক চৌরপ্রায় হওয়ায়, ইহাতে মহারাজ বেণ মৃত হইলে, এই অর্থ (কারণ বেণের রাজত্বে তস্করগণও ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল)। 'অগ্রসম্'—ওষধিবীজ-সকল গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি, যদি তাহা না করিতাম, তাহা হইলে আজ কি প্রকারে উহা প্রাপ্ত হইতাম—এই অর্থ। 'যজ্ঞার্থে'—আপনার দ্বারা ভবিষ্যতে প্রবর্ত্তন করা হইবে যে সকল যজ্ঞ, তাহাদের নিমিত্ত (আমি ওষধি বীজসকল গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি) ॥ ৭ ॥

নূনং তা বীরুধঃ ক্ষীণা ময়ি কালেন ভূয়সা ।
তত্র দৃষ্টেন যোগেন ভবানাদাতুমর্হতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তাঃ বীরুধঃ (ওষধয়ঃ) ভূয়সা (মহতা) কালেন ময়ি নূনং ক্ষীণাঃ (লীনাঃ জীর্ণাঃ সূক্ষ্মতয়া স্থিতাশ্চ) তত্র (তৎপ্রাপ্তৌ) দৃষ্টেন (প্রসিদ্ধেন) যোগেন (উপায়েন) ভবান্ (তাঃ মত্তঃ) আদাতুম্ অর্হতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই সকল ওষধি দীর্ঘকাল আমার উদর মধ্যে থাকায় নিশ্চয়ই জীর্ণ হইয়াছে; অতএব উপায় প্রয়োগ করিয়া ঐ সমস্ত উদ্ধার করা আপনার উচিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষীণাঃ সূক্ষ্মতয়া স্থিতাঃ। দৃষ্টেন যোগেন বক্ষ্যমাণেনোপায়েন ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষীণাঃ'—(সেই ওষধিসকল দীর্ঘকাল আমাতে থাকায় নিশ্চয়ই) ক্ষীণ অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছে। 'দৃষ্টেন যোগেন'—বক্ষ্যমাণ উপায়ের দ্বারা (অর্থাৎ এই বিষয়ে আমি যে উপায় বলিতেছি, তাহার দ্বারাই আপনি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন, আমাকে বধ করিলে কি ফলোদয় হইবে ?) ॥ ৮ ॥

বৎসং কল্পয় মে বীর যেনাহং বৎসলা তব ।
ধোক্ষ্যে ক্ষীরময়ান্ কামাননুরূপঞ্চ দোহনম্ ॥ ৯ ॥
দোগ্ধারঞ্চ মহাবাহো ভূতানাং ভূতভাবন ।
অন্নমীপ্সিতমূর্জ্জস্বদ্ভগবান্ বাঞ্ছতে যদি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, (হে) মহাবাহো, (হে) ভূতভাবন, (ভুবনানাং পালক,) যদি ভগবান্ (ভবান্) ভূতানাম্ ঈপ্সিতম্ (ইষ্টম্) উর্জ্জস্বৎ (বলপ্রদম্ অন্নং) বাঞ্ছতে (ইচ্ছতি), (তদা) মে (গো-রূপয়াঃ) বৎসং কল্পয় (সম্পাদয়) অনুরূপং দোহনং (দোহপাত্রম্ উপকল্পয়) দোগ্ধারং চ (কল্পয়),

যেন (হেতুনা) বৎসলা (বৎসবতী সতী) অহং ক্ষীরময়ান্ (ক্ষীরস্থাপন্নান্) তব কামান্ (অন্নাদীন্) ধোক্ষ্যে (প্রপূরয়িষ্যামি) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—হে বীর, হে মহাবাহো, হে ভূতভাবন, আপনি যদি প্রাণিগণের অভীপ্সিত এবং বলপ্রদ অন্ন বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি আমার অনুরূপ বৎস, দোহনপাত্র এবং দোগ্ধা নিরূপণ করুন, যাহাতে আমি বৎসলা হইয়া আপনার বাসনানুরূপ ক্ষীরময় বস্তু প্রদান করিতে পারিব ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—দোহনং দোহপাত্রং ধোক্ষ্যে, প্রপূরয়িষ্যামি। ঊর্জ্জস্বৎ ফলপ্রদম্ ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দোহনং'—দোহন করিবার পাত্র। 'ধোক্ষ্যে'—প্রপূরণ করিব (অর্থাৎ আপনার বাসনানুরূপ ক্ষীরময় সামগ্রী প্রদান করিতে পারিব)। 'ঊর্জ্জস্বৎ'—বলপ্রদ ॥ ৯-১০ ॥

সমাঞ্চ কুরু মাং রাজন্ দেবৃবৃষ্টং যথা পয়ঃ।
অপর্ত্তাবপি ভদ্রং তে উপাবর্ত্তেত মে বিভো ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (হে) বিভো, দেববৃষ্টং (দেবেন ইন্দ্রেণ বৃষ্টং) পয়ঃ (জলম্) অপর্ত্তৌ অপি (অপগতে বর্ষর্ত্তৌ) যথা মে (মমোপরি) উপাবর্ত্ততে (সর্ব্বতঃ বর্ত্ততে, তথা) মাং সমাং চ কুরু (তেন) তে (তব) ভদ্রং (সর্ব্বত্র কৃষ্যাদিসম্পত্তিঃ স্যাৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আমাকে এরূপভাবে সমতল করুন যেন, বর্ষা-ঋতু আগত হইলেও; ইন্দ্রদেব-বর্ষিত জল আমার উপরিভাগস্থ সর্ব্বস্থানেই সমভাবে থাকিতে পারে। হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অপর্ত্তৌ অপগতেঽপি বর্ষর্ত্তৌ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপর্ত্তৌ'—বর্ষা ঋতু চলিয়া গেলেও (আমার দুগ্ধ যাহাতে সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অগ্রে আমাকে সমতল করুন) ॥ ১১ ॥

ইতি প্রিয়হিতং বাক্যং ভুব আদায় ভূপতিঃ।
বৎসং কৃত্বা মনুং পাণাবদুহৎ সকলৌষধীঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং) প্রিয়হিতং ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) বাক্যম্ আদায় (অঙ্গীকৃত্য) ভূপতিঃ (পৃথুঃ) মনুং (স্বায়ম্ভুবং) বৎসং কৃত্বা পাণৌ (পাত্রে) সকলৌষধীঃ (ব্রীহ্যাদীঃ) অদুহৎ (অধুক্ষৎ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর এই প্রকার প্রিয় অথচ হিতবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎসরূপে গ্রহণ করিয়া পাণিপাত্রে নিখিল ওষধি দোহন করিলেন ॥ ১২ ॥

তথাপরে চ সর্ব্বত্র সারমাদদতে বুধাঃ।
ততোঽন্যে চ যথাকামং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(যথা সারত্বেন ভূমিবাক্যং পৃথুনা গৃহীতং) তথা অপরে চ বুধাঃ সারং (দোষম্ উপেক্ষ্য গুণম্) আদদতে (স্বীকুর্ব্বন্তি), ততঃ (পৃথুদোহনাৎ অনন্তরং) পৃথুভাবিতাং (পৃথুনা বশীকৃতাং ভূমিম্) অন্যে চ (ঋষ্যাদয়ঃ পঞ্চদশ) যথাকামং (যথেষ্টং) দুদুহুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্রই অসার পরিত্যাগ করিয়া সারবস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজা পৃথু পৃথিবীকে বশীকৃত করিলে অপরাপর ঋষিগণও বশীভূতা পৃথ্বীকে স্ব-স্ব-বাসনানুসারে দোহন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসঙ্গাদর্থান্তরমাহ—তথেতি। যথা পৃথুঃ পৃথিব্যা বাক্যসারং জগ্রাহ গৃহীত্বা চ স্বকার্য্যং সাধয়ামাস, তথা অপরে চ বুধাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বেষামেব সর্ব্ববাক্যেষু সারং গৃহ্ণন্তীতি নীতিঃ। বেণরাজ্যেঽরাজকে চ ধর্ম্মলোপাৎ সর্ব্বেষামপি সর্ব্বং হারিতং বস্তু সর্ব্ব এব পুনঃ প্রাপুরিত্যাহ—তত ইতি। অন্যে চ ঋষ্যাদয়ঃ পঞ্চদশ। পৃথুনা ভাবিতাং সর্ব্বমহং দাস্যামীতি দিৎসুতা ভাববতীং কৃতাং মতুবন্তান্নিচা রূপম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে অর্থান্তর বলিতে-ছেন—'সর্ব্বত্র সারম্ আদদতে বুধাঃ'—ইহা সামান্য বাক্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হওয়ায় 'অর্থান্তর ন্যাস' অলঙ্কার হইয়াছে। যেরূপ মহারাজ পৃথু পৃথিবীর বাক্যের সার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গ্রহণ করিয়া

নিজ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ 'অপরে চ বুধাঃ'—অন্যান্য সারাসার-বিবেক-কুশল পণ্ডিতগণ সকল স্থান হইতে সকলেরই সমস্ত বাক্যের অভ্যন্তরে সার গ্রহণ করেন—ইহা নীতি। বেণের রাজত্বকালে এবং তৎপরবর্তী অরাজক সময়ে ধর্ম্ম লোপ হওয়ায়, সকলেরই সমস্ত কিছু অপহৃত বস্তু সকলেই পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন—ইহা বলিতেছেন—'ততঃ' ইতি, তার-পর ঋষি প্রভৃতি পঞ্চদশ ব্যক্তিগণ (পৃথুর বশীভূতা পৃথিবীকে অভিলাষানুসারে দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন)। 'পৃথু-ভাবিতাং'—পৃথুর দ্বারা ভাবিত (চিন্তাযুক্ত) করা হইয়াছে, যে পৃথিবী, তাহাকে। 'আমি সমস্ত কিছু প্রদান করিব'—এইভাবে দিতে ইচ্ছুক ভাববতী (চিন্তাযুক্তা) করা হইয়াছে যাহাকে, সেই পৃথিবীকে দোহন করিলেন। এখানে মতুপ্ প্রত্যয়ের পর ণিচ্ প্রত্যয়ের রূপ। (ভূ-ণ্রিং=ভাবি হওয়ান+ক্ত ভাবিত)॥ ১৩॥

ঋষয়ো দুদুহুর্দেবীমিন্দ্রিয়েষ্বথ সত্তমাঃ।
বৎসং বৃহস্পতিং কৃত্বা পয়শ্ছন্দোময়ং শুচি ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—সত্তমাঃ (মহান্তঃ) ঋষয়ঃ (বশিষ্ঠা-দয়ঃ) অথ বৃহস্পতিং বৎসং ইন্দ্রিয়েষু (বাঙমনঃ-শ্রবণৈঃ বেদগ্রহণাৎ পাত্রভূতেষু ইন্দ্রিয়েষু) দেবীং (পৃথ্বীং) শুচি (পবিত্রং) ছন্দোময়ং (বেদরূপং) পয়ঃ দুদুহুঃ ॥ ১৪॥

অনুবাদ—সজ্জনশ্রেষ্ঠ ঋষিগণও বৃহস্পতিকে বৎস করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ-পাত্রে পৃথিবী হইতে পবিত্র বেদরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন ॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—দেবীং পৃথ্বীং বাঙমনঃশ্রবণৈর্বেদগ্রহণা-দিন্দ্রিয়াণাং পাত্রত্বম্ ॥ ১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবীং'—পৃথিবীকে, 'ইন্দ্রি-য়েষু'—পাত্রভূত ইন্দ্রিয়সকলে, বাক্, মনঃ ও শ্রবণের দ্বারা বেদ গ্রহণ করা হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়সকলের পাত্রত্ব ॥ ১৪॥

কৃত্বা বৎসং সুরগণা ইন্দ্রং সোমমদূদুহন্।
হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ বীর্য্যমোজো বলং পয়ঃ ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—সুরগণাঃ (দেবগণাঃ) ইন্দ্রং (স্বগণ-মুখ্যং) বৎসং কৃত্বা হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সোমম্ (অমৃতং) বীর্য্যং (মনঃশক্তিম্) ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিং) বলং (দেহশক্তিম্ এব) পয়ঃ অদূদুহন্ (দুদুহুঃ) ॥ ১৫॥

অনুবাদ—দেববৃন্দ ইন্দ্রকে বৎস করিয়া হিরণ্ময়-পাত্রে অমৃত, মনঃশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং দেহশক্তিময় দুগ্ধ দোহন করিলেন ॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—সোমমমৃতং, বীর্য্যং মনঃশক্তিং, ওজ ইন্দ্রিয়শক্তিং, বলং শরীরশক্তিং তদেব পয়ঃ ॥ ১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোমং'—সোম বলিতে অমৃত, বীর্য্য—মনের শক্তি, ওজঃ—ইন্দ্রিয়ের শক্তি, বল—শরীরের শক্তি—এই সমস্তই দুগ্ধ ॥ ১৫॥

মধ্ব—গুণাঃ স্বরূপভূতাশ্চ বাহ্যাশ্চেতি দ্বিধা মতাঃ।
স্বরূপভূতা ব্যজ্যন্তে হরের্বাহ্যান্ দুহঃ পরঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১৫॥

দৈতেয়া দানবা বৎসং প্রহলাদমসুরর্ষভম্।
বিধায় দুদুহুঃ ক্ষীরময়ঃপাত্রে সুরাসবম্ ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—দৈতেয়াঃ (দিতিবংশ্যাঃ) দানবাঃ (দনুবংশজাঃ) অসুরর্ষভম্ (অসুরশ্রেষ্ঠং স্বগণমুখ্যং) প্রহলাদং বৎসং বিধায় (কৃত্বা) অয়ঃপাত্রে (লৌহ-পাত্রে) সুরাসবং (সুরাং মদিরাম্ আসবং তালাদি-মদ্যং চ) ক্ষীরং দুদুহুঃ (অধুক্ষন্)॥ ১৬॥

অনুবাদ—দিতিবংশীয় দানবগণ অসুরকুলশ্রেষ্ঠ প্রহলাদকে বৎস করিয়া লৌহপাত্রে সুরা ও আসবরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—সুরৈব আসবো মাদকঃ পদার্থস্তম্ ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুরাসবং'—সুরাই (মদ্যই) আসব, অর্থাৎ মাদক-পদার্থ, তাহাকে দুগ্ধরূপে দোহন করিলেন ॥ ১৬॥

মধ্ব—প্রতি মন্বন্তরং প্রায়ঃ প্রহলাদাদ্যা বভুবিরে ইতি চ ॥ ১৬॥

গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽধুক্ষন্ পাত্রে পদ্মময়ে পয়ঃ।
বৎসং বিশ্বাবসুং কৃত্বা গান্ধর্ব্বং মধু সৌভগম্ ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ (গন্ধবাঃ অপ্সরসশ্চ) (স্বগণমুখ্যং) বিশ্বাবসুং বৎসং কৃত্বা পদ্মময়ে পাত্রে গন্ধং (গন্ধর্ব্বসম্বন্ধিগানং) মধু (বাঙমাধুর্য্যং) সসৌভগং (সৌভগং সৌন্দর্য্যং তৎসহিতং) পয়ঃ অধুক্ষন্ (দুদুহুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ বিশ্বাবসুকে বৎস করিয়া পদ্মময়-পাত্রে গন্ধর্ব্বসম্বন্ধী গান, বাঙ্‌মাধুর্য্য ও তৎসহিত সৌন্দর্য্যরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মধু মাধুর্য্যং ; গন্ধর্ব্বমিতি পাঠে গানম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মধু বলিতে মাধুর্য্য। 'গন্ধর্ব্বং'—এইরূপ পাঠে গন্ধর্ব্বসম্বন্ধি গান—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

বৎসেন পিতরোঽর্যম্ণা কব্যং ক্ষীরমধুক্ষত।
আমপাত্রে মহাভাগ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ, (বিদুর,) শ্রাদ্ধদেবতাঃ পিতরঃ (অপি) (স্বগণমুখ্যেন) অর্যম্ণা বৎসেন আমপাত্রে (অপক্কে মৃন্ময়ে পাত্রে) শ্রদ্ধয়া কব্যং (পিতৄণাম্ অন্নং) ক্ষীরম্ অধুক্ষত (অধুক্ষন্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ বিদুর, শ্রাদ্ধ দেবতা এবং পিতৃগণও অর্যমাকে বৎস করিয়া অপক্ক মৃণ্ময়পাত্রে শ্রদ্ধাসহকারে কব্য অর্থাৎ পিতৃগণের অন্নরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কব্যং পিতৄণামন্নম্ আমপাত্রে অপক্ক-মৃন্ময়ে ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কব্যং'—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নকে কব্য বলে, আমপাত্রে—বলিতে অপক্ক (কাঁচা) মৃণ্ময় পাত্রে ॥ ১৮ ॥

প্রকল্প্য বৎসং কপিলং সিদ্ধাঃ সঙ্কল্পনাময়ীম্।
সিদ্ধিং নভসি বিদ্যাঞ্চ যে চ বিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সিদ্ধাঃ (সিদ্ধগণাঃ) কপিলং বৎসং প্রকল্প্য সংকল্পনাময়ীং সিদ্ধিং (অণিমাদিসিদ্ধিং) নভসি (আকাশলক্ষণে পাত্রে দুদুহুঃ)। (তথা চ) যে বিদ্যাধরাদয়ঃ (তে অপি তং কপিলং বৎসং কৃত্বা নভসি এব পাত্রে) বিদ্যাম্ (অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি-খেচরত্বাদিরূপাং দুদুহুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধগণ কপিল-দেবকে বৎস করিয়া অণিমাদি সিদ্ধি এবং বিদ্যাধরগণ আকাশরূপ পাত্রে খেচরত্বাদি-বিদ্যা দোহন করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সঙ্কল্পনাময়ীমণিমাদিসিদ্ধিং নভসি পাত্রে বিদ্যাঞ্চ খেচরত্বাদিরূপাম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সঙ্কল্পনাময়ীং'—সঙ্কল্পনাময়ী বলিতে অণিমাদি সিদ্ধি, আকাশরূপ পাত্রে। বিদ্যা বলিতে খেচরত্বাদি (আকাশে বিচরণ করা প্রভৃতি) ॥ ১৯ ॥

অন্যে চ মায়িনো মায়ামন্তর্দ্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্।
ময়ং প্রকল্প্য বৎসত্বে দুদুহুর্দ্ধারণাময়ীম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে চ মায়িনঃ (কিম্পুরুষাদয়ঃ অপি) ময়ং (ময়দানবং) বৎসত্বে প্রকল্প্য (নভসি এব পাত্রে) অন্তর্দ্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্ (অন্তর্দ্ধানেন অদ্ভুতাঃ আত্মা যেষাং তেষাং সম্বন্ধিনীং) ধারণাময়ীং (সংকল্পমাত্রপ্রভবাং) মায়াং দুদুহুঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য কিংপুরুষাদি মায়াবিগণ 'ময়'-নামক দানবকে বৎস কল্পনা করিয়া সেই আকাশরূপ পাত্রেই সংকল্পমাত্র-প্রভবা অন্তর্দ্ধান-শক্তিশালিনী মায়াকে দোহন করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যে চ কিংপুরুষাদয়ঃ অন্তর্দ্ধানে-নাদ্ভুতাত্মনাং অদ্ভুতস্বভাবানাং সম্বন্ধিনীং মায়াং ধারণাময়ীং সঙ্কল্পমাত্রপ্রভবাম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যে চ'—অন্যান্য কিম্পুরু-ষাদি মায়াবিগণ, 'অন্তর্দ্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্'—অন্তর্দ্ধান শক্তির দ্বারা অদ্ভুতস্বভাব সম্বন্ধিনী মায়া, ধারণাময়ী বলিতে সংকল্পমাত্রে উৎপন্না (অন্তর্দ্ধান-শক্তিশালিনী মায়া দোহন করিলেন।) ॥ ২০ ॥

যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।
ভূতেশবৎসা দুদুহুঃ কপালে ক্ষতজাসবম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতেশবৎসাঃ (ভূতেশঃ রুদ্রঃ এব বৎসঃ প্রিয়ঃ যেষাং তে) পিশিতাশনাঃ (মাংসাহারাঃ) পিশাচাঃ যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষাঃ রক্ষাংসি চ) ভূতানি কপালে (মনুষ্যকপালে পাত্রে) ক্ষতজাসবং (ক্ষতজং রুধিরমেব আসবং মাদকং) দুদুহুঃ ।। ২১ ।।

অনুবাদ—যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণিগণ রুদ্রকে বৎস করিয়া নর-কপালরূপ পাত্রে রুধিরময় মদ্য দোহন করিলেন ।। ২১ ।।

বিশ্বনাথ—ভূতেশো রুদ্রঃ ক্ষতজং রুধিরং তদেবাসবম্ ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতেশঃ'—প্রাণিগণের ঈশ্বর শ্রীরুদ্র। 'ক্ষতজং'—রুধির, তাহাই আসব (অর্থাৎ রুধিররূপ মদ্য দোহন করিলেন ।। ২১ ।।

তথাহয়ো দন্দশূকাঃ সর্পা নাগাশ্চ তক্ষকম্ ।
বিধায় বৎসং দুদুহুর্বিলপাত্রে বিষং পয়ঃ ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—তথা অহয়ঃ (নিষ্ফণাঃ) দন্দশূকাঃ (বৃশ্চিকাদয়ঃ) সর্পাঃ (সফণাঃ তে এব) নাগাঃ (কদ্রুসন্ততিজাঃ) তক্ষকং (স্বগণমুখ্যং) বৎসং বিধায় বিলপাত্রে (মুখপাত্রে) বিষং পয়ঃ দুদুহুঃ ।। ২২ ।।

অনুবাদ—এইরূপে অহি অর্থাৎ ফণাহীন সর্প, বৃশ্চিকাদি, ফণাযুক্ত সর্প ও নাগগণ তক্ষককে বৎস করিয়া মুখরূপ পাত্রে বিষময় দুগ্ধ দোহন করিলেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—অহয়ো নিষ্ফণাঃ, দন্দশূকা বৃশ্চিকাদয়ঃ, সর্পাঃ সফণাঃ ত এব কদ্রুসন্ততিজা নাগা বিলপাত্রে মুখে ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অহয়ঃ'—ফণাহীন সর্পগণ, দন্দশূক বলিতে বৃশ্চিক প্রভৃতি, সর্প বলিতে ফণাযুক্ত, তাহারাই কদ্রুর বংশধর নাগ (সর্পজাতিবিশেষ), বিলপাত্রে বলিতে মুখরূপ পাত্রে ।। ২২ ।।

পশবো যবসং ক্ষীরং বৎসং কৃত্বা চ গোবৃষম্ ।
অরণ্যপাত্রে চাধুক্ষন্ মৃগেন্দ্রেণ চ দংষ্ট্রিণঃ ।। ২৩ ।।
ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং দুদুহুঃ স্বকলেবরে ।
সুপর্ণবৎসা বিহগাশ্চরঞ্চা চরমেব চ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—পশবঃ (গবশ্বাদয়ঃ) গোবৃষং (রুদ্রবাহং বৃষভং) বৎসং কৃত্বা অরণ্যপাত্রে যবসং (তৃণং) ক্ষীরম্ অধুক্ষন্ । দংষ্ট্রিণঃ (উন্নতদংষ্ট্রাবন্তঃ) ক্রব্যাদাঃ (মাংসভক্ষিণঃ) প্রাণিনঃ (ব্যাঘ্রাদয়ঃ) মৃগেন্দ্রেণ (সিংহেন বৎসেন) স্বকলেবরে (পাত্রে) ক্রব্যং (মাংসম্ এব) (ক্ষীরং) দুদুহুঃ । বিহগাঃ (পক্ষিণঃ) সুপর্ণবৎসাঃ (সুপর্ণঃ গরুড়ঃ বৎসঃ যেষাং তে সন্তঃ গরুড়ং বৎসং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) স্বকলেবরে (এব পাত্রে) চরং (কীটাদি) (অচরং চ) (ফলাদি চ স্বভোজ্যং) এব (ক্ষীরং) দুদুহুঃ ।। ২৩-২৪ ।।

অনুবাদ—গবাশ্বাদি পশুগণ রুদ্রবাহন বৃষভকে বৎস করিয়া অরণ্যরূপ পাত্রে তৃণময় দুগ্ধ দোহন করিল এবং তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট মাংসাশী ব্যাঘ্রাদি পশুসকল সিংহকে বৎস করিয়া কলেবররূপ পাত্রে মাংসরূপ দুগ্ধ দোহন করিল। পক্ষিকুল গরুড়কে বৎস করিয়া নিজ-দেহরূপ পাত্রে কীটাদি ও ফল শস্যাদিরূপ দুগ্ধ দোহন করিল ।। ২৩-২৪ ।।

বিশ্বনাথ—যবসং তৃণং গোবৃষং রুদ্রবাহং বৃষভম্। মৃগেন্দ্রেণ সিংহেন বৎসীকৃতেনেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ক্রব্যং মাংসম্। সুপর্ণো গরুড়ঃ। চরং কীটাদি, অচরং ফলাদি ।। ২৩-২৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যবসং'—যবস বলিতে তৃণ। গোবৃষ—বলিতে রুদ্রের বাহন বৃভষকে (বৎস করিয়া)। 'মৃগেন্দ্রেণ'—সিংহকে বৎসত্বে কল্পনা করিয়া—ইহা পরবর্তী শব্দের সহিত অন্বয় হইবে। ক্রব্য—বলিতে মাংস। সুপর্ণ—গরুড়। চর—কীটাদি, অচর—ফল প্রভৃতি ।। ২৩-২৪ ।।

বটবৎসাশ্চ তরবঃ পৃথগ্রসময়ং পয়ঃ ।
গিরয়ো হিমবদ্বৎসা নানাধাতূন্ স্বসানুষু ।। ২৫ ।।

অন্বয়ঃ—তরবঃ বটবৎসাশ্চ (বটঃ বৎসঃ যেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ) পৃথগ্রসময়ং (নানারসময়ং) পয়ঃ দুদুহুঃ। গিরয়ঃ হিমবদ্বৎসাঃ (হিমবন্তং বৎসং কৃত্বা) স্ব-সানুষু নানাধাতূন্ (স্বর্ণময়াদিলক্ষণান্ গৈরিকাদিরূপান্ চ দুদুহুঃ) ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—বিটপিকুল বটবৃক্ষকে বৎস করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রসময় দুগ্ধ দোহন করিয়া লইল। ভূধর-

সমূহ হিমালয়কে বৎস করিয়া স্ব-স্ব-সানুরূপ পাত্রে বিবিধ ধাতুময় দুগ্ধ দোহন করিল ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বে স্বমুখ্যবৎসেন স্বে স্বে পাত্রে পৃথক্ পয়ঃ।
সর্ব্বকামদুঘাং পৃথ্বীং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যে অপি) সর্ব্বে স্বমুখ্যবৎসেন (স্বজাতৌ যঃ মুখ্যঃ তেন বৎসেন) স্বে স্বে পাত্রে পৃথক্ পয়ঃ পৃথুভাবিতাং (পৃথুনা ভাবিতং বশীকৃতাং) সর্ব্বকামদুঘাং পৃথ্বীং দুদুহুঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সকলেই স্ব-স্ব-জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎস করিয়া সর্ব্বকাম-দোগ্ধ্রী পৃথুরাজ-বশীকৃতা ধরিত্রী হইতে স্ব-স্ব-পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ বস্তুরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অনুক্ত-সর্ব্বসংগ্রহার্থমাহ—স্বজাতৌ যো মুখ্যস্তেন বৎসেন ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনুক্ত, অর্থাৎ এখানে যাহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তাহাদের সকলকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'স্বমুখ্য-বৎসেন' —স্বজাতির মধ্যে যিনি প্রধান, তাহাকে বৎস করিয়া (সকলেই স্ব-স্ব-অভিমত পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ বস্তুরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া লইলেন।) ॥ ২৬ ॥

এবং পৃথ্বাদয়ঃ পৃথ্বীমন্নাদাঃ স্বন্নমাত্মনঃ।
দোহবৎসাদিভেদেন ক্ষীরভেদং কুরূদ্বহ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (বিদুর,) এবম্ অন্নাদাঃ (অদ্যতে ইতি অন্নম্ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্ব-স্ব-ভোজ্যানাং তত্তদন্নত্বাৎ তদত্তারঃ) পৃথ্বাদয়ঃ দোহবৎসাদিভেদেন (পাত্রবৎসদোগ্ধৃভেদেন) আত্মনঃ স্বন্নম্ (অভীষ্টমন্নং তমেব) ক্ষীরভেদং (ক্ষীরবিশেষং দুদুহুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর, এইরূপে পৃথু-প্রমুখ অন্নভোজী জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন দোহনপাত্র এবং বৎসাদিদ্বারা নিজ নিজ অভীষ্ট খাদ্যরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি—এবমিতি। স্বন্নমভীষ্টমন্নং তমেব ক্ষীরভেদং দুদুহুঃ। দোহঃ পাত্রম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপসংহার করিতেছেন—'এবম্'—ইত্যাদির দ্বারা। স্বন্নং—নিজ নিজ অভীষ্ট অন্ন (খাদ্য বস্তু), তাহাই ক্ষীরভেদ, (অর্থাৎ নানাবিধ অন্নরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন)। দোহঃ—দোহনপাত্র ॥ ২৭ ॥

ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্ব্বকামদুঘাং পৃথুঃ।
দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্ণা দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (প্রজাকামপূরণাৎ) প্রীতঃ দুহিতৃবৎসলঃ মহীপতিঃ পৃথুঃ সর্ব্বকামদুঘাম্ ইমাং (পৃথ্বীং) প্রেম্ণা (অত্যাদরেণ) দুহিতৃত্বে চকার ॥২৮॥

অনুবাদ—অনন্তর দুহিতৃবৎসল রাজা পৃথু প্রীত হইয়া সর্ব্বকামদোগ্ধ্রী ঐ পৃথ্বীকে স্নেহবশতঃ দুহিতৃরূপে বরণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ইমাং পৃথ্বীং দুহিতৃত্বে ইতি স্বহস্তেনৈবান্নময়দুগ্ধাদানাৎ স্ত্রীভাবস্যানৌচিত্যং শরহস্তেন স্বেন দণ্ডকরণান্মাতৃভাবস্যাপ্যনৌচিত্যমালক্ষ্য পারিশেষ্যাত্তস্যাং বাৎসল্যোদয়াচ্চ দুহিতৃত্বমেব রসাবহমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ পৃথু এই পৃথিবীকে 'দুহিতৃত্বে'—কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন—স্বহস্তের দ্বারাই অন্নময় দুগ্ধ গ্রহণ করায় স্ত্রী-ভাবের অনৌচিত্য, এবং শরহস্তে নিজেই দণ্ডবিধান করায় মাতৃ-ভাবেরও অনৌচিত্য অবলোকন করিয়া, পারিশেষ্যবশতঃ সেই পৃথিবীতে বাৎসল্যোদয়-হেতু দুহিতৃত্বই (কন্যাত্বই) রসাবহ—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

চূর্ণয়ংশ্চ ধনুষ্কোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্।
ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—রাজরাট্ (রাজ্ঞাম্ অপি রাজা) বিভুঃ বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) ধনুষ্কোট্যা (স্ব ধনুষঃ কোট্যা অগ্রেণ) গিরিকূটানি (গিরিশৃঙ্গাণি) চূর্ণয়ন্ ইদং ভূমণ্ডলং প্রায়ঃ সমং চক্রে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—রাজাধিরাজ প্রভাবশালী বেণ-নন্দন পৃথু স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগদ্বারা পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ

চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া এই পৃথিবীকে প্রায় সমতল করিলেন ॥ ২৯ ॥

অথাস্মিন্ ভগবান্ বৈণ্যঃ প্রজানাং বৃত্তিদঃ পিতা।
নিবাসান্ কল্পয়াঞ্চক্রে তত্র তত্র যথার্হতঃ ॥ ৩০ ॥
গ্রামান্ পুরঃ পত্তনানি দুর্গাণি বিবিধানি চ।
ঘোষান্ ব্রজান্ সশিবিরানাকরান্ খেটখর্ব্বটান্ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—অথ প্রজানাং বৃত্তিদঃ (জীবিকাপ্রদম্ অতঃ) পিতা ভগবান্ বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) অস্মিন্ (ভূমণ্ডলে) যথার্হতঃ (যথাযোগ্যং), গ্রামান্ (হট্টাদিশূন্যান্) পুরঃ (হট্টাদিমতীঃ তাঃ এব মহতীঃ) পত্তনানি বিবিধানি দুর্গাণি চ (প্রবেশপ্রতিবন্ধকস্থানানি) ঘোষান্ (আভীরাণাং নিবাসান্) ব্রজান্ (গবাং নিবাসান্) সশিবিরান্ (শিবিরং সেনানিবাসস্থানং তৎসহিতান্) আকরান্ (স্বর্ণাদিস্থানানি) খেটখর্ব্বটান্ তত্র তত্র (খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ, খর্ব্বটাঃ পর্ব্বতপ্রান্তগ্রামাঃ তান্ চ তান্ চ) নিবাসান্ কল্পয়াঞ্চক্রে ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রজাবর্গের অন্নপ্রদাতা সুতরাং পিতৃস্বরূপ বেণনন্দন পৃথু, এই ভূমণ্ডলে যে স্থান যাহার উপযুক্ত, সেই সেই স্থানে তাহার জন্য যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। গ্রাম, পুর, পত্তন, বিবিধ দুর্গ, ঘোষপল্লী, গোপনিবাস, সেনানিবাস, আকর (স্বর্ণাদির উৎপত্তি-স্থান), খেট (কর্ষকগ্রাম), খর্ব্বট (পর্ব্বত-প্রান্তস্থ গ্রাম) প্রভৃতি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রামা হট্টাদিশূন্যাঃ, পুরো হট্টাদিমত্যঃ ; তাশ্চ মহতীঃ পত্তনানি ; দুর্গাণি বিবিধানি। যথাহ বৃহস্পতিঃ—"ঔদকং পার্ব্বতং বার্ক্ষমৈরিণং ধান্বনং তথা" ইতি। ঘোষান্ আভীরাণাং স্থানানি ব্রজান্ গবাং শিবিরাণি সেনায়াঃ আকরাঃ সুবর্ণরূপ্যাদ্যুদ্ভবস্য খেটাঃ কর্ষকাণাং খর্ব্বটাঃ পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তিনাম্ ॥ ৩১

টীকার বঙ্গানুবাদ—গ্রাম—যেখানে হট্টাদি নাই, পুর—হট্টাদি যুক্ত, তাহাই বিশাল হইলে পত্তন এবং বিবিধ দুর্গসকল। যেমন বৃহস্পতি বলিয়াছেন—'ঔদকং'—ইত্যাদি, অর্থাৎ জলদুর্গ (জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত দুর্গ), পার্ব্বত (পর্ব্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত দুর্গ), বার্ক্ষ (বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত), ঐরিণ (মনুষ্য দুর্গ) ও ধান্বন (মরুদুর্গ)—এই ছয় প্রকার দুর্গ। ঘোষ—আভীরগণের (গোপগণের) নিবাস স্থান, ব্রজ—গোষ্ঠ, গাভীগণের নিবাস স্থল, শিবির—সেনাদের নিবাসস্থান, আকর—সুবর্ণ, রৌপ্যাদির উদ্ভবের স্থান, খেট—কৃষকদের গ্রাম, এবং খর্ব্বট—পর্ব্বতের প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—গোষ্ঠং ঘোষ ইতি প্রোক্তো ব্রজস্তত্তৎ-পালসংস্থিতিরিত্যভিধানম্ ॥ ৩১ ॥

প্রাক্ পৃথোরিহ নৈবৈষা পুরগ্রামাদিকল্পনা
যথাসুখং বসন্তি স্ম তত্র তত্রাকুতোভয়াঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথ্বী:দাহো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—পৃথোঃ প্রাক্ (পূর্ব্বং) এষা পুর-গ্রামাদিকল্পনা (পুরাদিরচনা) নৈব (আসীৎ) (তদা) তত্র তত্র প্রজাঃ অকুতোভয়াঃ (নির্ভয়াঃ) যথাসুখং বসন্তি স্ম ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—পৃথুর পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডলে এই সকল পুরগ্রামাদির সংস্থান ছিল না। এক্ষণে প্রজাসকল স্ব-স্ব-স্থানে নির্ভয়ে ও পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্থেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪।১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

অথাদীক্ষত রাজর্ষির্হয়মেধশতেন সঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অশ্বমেধযজ্ঞাঙ্গ অশ্ব ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে পৃথুরাজের ইন্দ্রবধ-চেষ্টা এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক তন্নিবারণ বর্ণিত হইয়াছে।

কপট ধার্ম্মিকের বেষ গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্র অশ্ব লইয়া আকাশপথে পলায়ন করিতেছেন দেখিয়া অত্রিমুনি পৃথু-তনয় মহারথকে ইন্দ্রবধের জন্য উৎসাহিত করিলেন। ইন্দ্র পৃথু-তনয়ের ভয়ে নিজ-কপটবেশ ও অপহৃত অশ্বটী পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলে পৃথুতনয় অশ্বের পুনরুদ্ধার করিয়া "বিজিতাশ্ব" নামে খ্যাত হইলেন। ইন্দ্র অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া যূপকাষ্ঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ অশ্বটী পুনরায় অপহরণ করিলেন। অত্রি-কর্ত্তৃক পুনর্বার উৎসাহিত হইয়া পৃথুপুত্র আকাশপথে পলায়নপর ইন্দ্রের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্র ভীত হইয়া নিজ-কপটবেশ ও অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্রের ঐ কপট ধার্ম্মিকবেষ নগ্ন-জৈনগণ, রক্তাম্বর-বৌদ্ধগণ ও কাপালিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সকল পাষণ্ডচিহ্নদ্বারা লোকের মতি আপাত-মনোরম উপধর্ম্মে আসক্ত হইয়া থাকে। পৃথু ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞাহুতিদ্বারা ইন্দ্রবধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া ইন্দ্রবধ-নিবারণ এবং উপধর্ম্মজননী ইন্দ্রের মায়া বিনাশ করিয়া প্রজাপতিগণের সন্তোষ বিধান করিবার উপদেশ করিলেন। পরে মৈত্রেয়-মুনি বিদুরের নিকট পৃথুর যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে বিরতি ও পুরোহিতগণের পৃথুকে অভীষ্টবর-প্রদান ও তৎপ্রতি শুভাশীর্ব্বাদ প্রভৃতি বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—অথ সঃ রাজর্ষিঃ (রাজা পৃথু) যত্র সরস্বতী (নদী) প্রাচী (প্রাগ্‌বাহিনী) অস্তি, (তত্র) মনোঃ ক্ষেত্রে (যজ্ঞানুষ্ঠানদেশে) ব্রহ্মাবর্ত্তে (সরস্বতী দৃশদ্বত্যোঃ অন্তঃপ্রদেশে) হয়মেধ-শতেন (নিমিত্তেন) অদীক্ষত (দীক্ষিতঃ অভূৎ, শতাশ্বমেধসঙ্কল্পমকরোৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, অনন্তর রাজর্ষি পৃথু মনুর ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তে যে স্থানে সরস্বতী-নদী পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তিনী হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে, সেই স্থানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ঊনবিংশেঽশ্বমেধস্য হয়হারি-হরের্মুহুঃ।
পাষণ্ডসৃষ্টিঋর্ত্বিগ্‌ভিস্তদ্বধং কো ন্যবারয়ৎ ॥০॥
সরস্বতী-দৃশদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥
তত্র হয়মেধশতেন নিমি'ত্তন ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ঊনবিংশ অধ্যায়ে পৃথুর অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হরণকারী ইন্দ্রের পুনঃ পুনঃ পাষণ্ড-সৃষ্টি, এবং ঋত্বিগ্‌-গণ যজ্ঞাহুতি-দ্বারা ইন্দ্র-বধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তাহা নিবারণ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নামক দেবনদী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে দেব-নির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। সেই ব্রহ্মাবর্ত্তে, 'হয়মেধশতেন'—শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত (রাজর্ষি পৃথু সঙ্কল্প করিয়া দীক্ষিত হইলেন) ॥ ১ ॥

তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কর্ম্মাতিশয়মাত্মনঃ।
শতক্রতুর্ন মমৃষে পৃথোর্যজ্ঞমহোৎসবম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ শতক্রতুঃ (ইন্দ্রঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) কর্ম্মাতিশয়ম্ (কর্ম্ম অতিশেতে ইতি অতিশয়ম্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) তৎ (তং) পৃথোঃ যজ্ঞ-মহোৎসবং ন মমৃষে (ন সেহে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যশালী শতক্রতু ইন্দ্র পৃথুর যজ্ঞোৎসবকে স্বীয় শতাশ্বমেধরূপ কর্ম্ম হইতেও অধিকতর আড়ম্বরপূর্ণ দেখিতে পাইয়া মাৎসর্য্যবশতঃ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনঃ সকাশাৎ ।। ২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনঃ'—নিজের শত অশ্বমেধরূপ কর্ম্ম হইতেও ।। ২ ।।

———

যত্র যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
অন্বভূয়ত সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ ।। ৩ ।।
অন্বিতো ব্রহ্মশর্ব্বাভ্যাং লোকপালৈঃ সহানুগৈঃ ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ।। ৪ ।।
সিদ্ধা বিদ্যাধরা দৈত্যা দানবা গুহ্যকাদয়ঃ,
সুনন্দ-নন্দপ্রমুখাঃ পার্ষদপ্রবরা হরেঃ ।। ৫ ।।
কপিলো নারদো দত্তো যোগেশাঃ সনকাদয়ঃ ।
তমন্বীয়ুর্ভাগবতা যে চ তৎসেবনোৎসুকাঃ ।। ৬ ।।
যত্র ধর্ম্মদুঘা ভূমিঃ সর্ব্বকামদুঘা সতী ।
দোগ্ধি স্মাভীপ্সিতানর্থান্ যজমানস্য ভারত ।। ৭ ।।
ঊহুঃ সর্ব্বরসান্ নদ্যঃ ক্ষীরদধ্যন্নগোরসান্ ।
তরবো ভূরিবর্ষ্মাণঃ প্রাসূয়ন্ত মধুচ্যুতঃ ।। ৮ ।।
সিন্ধবো রত্ননিকরান্ গিরয়োঽন্নং চতুর্ব্বিধম্ ।
উপায়নমুপাজহ্রুঃ সর্ব্বলোকাঃ সপালকাঃ ।। ৯ ।।
ইতি চাধোক্ষজেশস্য পৃথোস্তৎ পরমোদয়ম্ ।
অসূয়ন্ ভগবানিন্দ্রঃ প্রতিঘাতমচীকরৎ ।। ১০ ।।

অন্বয়ঃ—যত্র (পৃথুযজ্ঞে) যজ্ঞপতিঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বস্য আত্মা) সর্ব্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ ব্রহ্ম-শর্ব্বাভ্যাং (শিববিরিঞ্চিভ্যাম্) অন্বিতঃ, সহানুগৈঃ (অনুগচ্ছন্তীতি অনুগাঃ গন্ধর্ব্বাদয়ঃ তৎসহিতৈঃ) লোকপালৈঃ (বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রবরুণাদিভি অন্বিতঃ) গন্ধর্ব্বৈঃ মুনিভিঃ অপ্সরোগণৈঃ উপগীয়মানঃ (সন্) ভগবান্ হরিঃ সাক্ষাৎ অন্বভূয়ত (প্রত্যক্ষেণ অদৃশ্যত) ; (তথা) সিদ্ধাঃ বিদ্যাধরাঃ দৈত্যাঃ (দিতিকুলোদ্ভবাঃ) দানবাঃ (দনুকুলপ্রসূতাঃ) গুহ্য-কাদয়ঃ (যক্ষাদয়ঃ) সুনন্দ-নন্দ-প্রমুখাঃ (সুনন্দনন্দৌ প্রমুখৌ মুখ্যৌ যেষাং তে) হরেঃ পার্ষদপ্রবরাঃ কপিলঃ নারদঃ দত্তঃ (আত্রেয়ঃ) সনকাদয়ঃ যোগেশাঃ, যে চ তৎসেবনোৎসুকাঃ (তৎ তস্য সেবনে উৎসুকাঃ উৎসাহবন্তঃ) ভাগবতাঃ (ভক্তাঃ তে চ সর্ব্বে) তং (ভগবন্তম্) অন্বীয়ুঃ (অনুজগ্মুঃ) ; (হে) ভারত, যত্র (যজ্ঞে) ভূমিঃ সর্ব্বকামদুঘা (অতএব) ধর্ম্মদুঘা (ধর্ম্মসাধনস্য হবিষঃ দোগ্ধ্রী ধেনুঃ) সতী যজমানস্য (পৃথোঃ) অভীপ্সিতান্ অর্থান্ দোগ্ধি স্ম (পূরয়া-মাস) নদ্যঃ সর্ব্বরসান্ (ইক্ষুদ্রাক্ষাদিরসান্) ক্ষীর-দধ্যন্নগোরসান্ চ (ক্ষীরঞ্চ দধি চ অন্নঞ্চ পানকাদি-গোরসঃ তান্ চ) ঊহুঃ (বহন্তি স্ম) ; ভূরিবর্ষ্মাণঃ (ভূরীণি বিস্তৃতানি বর্ষ্মাণি শরীরাণি যেষাং তে) তরবঃ মধুচ্যুতঃ (মধুস্রাবিণঃ সন্তঃ) প্রাসূয়ন্ত (ফলন্তি স্ম) সিন্ধবঃ (সমুদ্রাঃ) রত্ননিকরান্ (রত্নসমূহান্) গিরয়ঃ চতুর্ব্বিধম্ অন্নং (চর্ব্ব্যং পেয়ং চূষ্যং লেহ্যঞ্চ) সপালকাঃ (লোকপালসহিতাঃ) সর্ব্বলোকাঃ উপা-য়নং (স্বস্বসাধনানুরূপং দেয়ং বস্তু উপঢৌকনাদিকম্) উপাজহ্রুঃ (নিবেদিতবন্তঃ) ; ইতি (বর্ণিতপ্রকারকং) অধোক্ষজেশস্য চ (অধোক্ষজঃ ঈশঃ নাথঃ যস্য তস্য) পৃথোঃ পরমোদয়ং (পরমঃ উদয়ঃ অতিবৃদ্ধিঃ যস্মিন্ তৎ) তৎ (কর্ম্ম) (যজ্ঞম্) অসূয়ন্ (অসহমানঃ) ভগবান্ ইন্দ্রঃ প্রতিঘাতং (বিঘ্নম্) অচীকরৎ (চকার) ।। ৩-১০ ।।

অনুবাদ—সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব-লোকগুরু যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিরিঞ্চি এবং শিবও তাঁহার সমভি-ব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন। গন্ধর্ব্ব, মুনি, অপ্সরোগণ, লোকপাল এবং লোকপালদিগের অনুচর তাঁহার যশোগান করিতেছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব ও গুহ্যকগণ, সুনন্দ ও নন্দপ্রমুখ যোগেশ্বরগণ এবং অন্যান্য শ্রীহরির পার্ষদোত্তমগণ, যাঁহারা তাঁহার সেবোৎসুক, সেই সকল ভাগবতগণও শ্রীহরির পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিলেন। হে ভারত, ধর্ম্মপ্রসবিনী যজ্ঞভূমি সর্ব্বকাম-প্রসূতি হইয়া যজমান পৃথুকে অভিলষিত সমস্ত কাম্যবস্তুই প্রদান করিয়াছিলেন। নদীসকল ইক্ষুদ্রাক্ষাদির রসসকল বহন করিতেছিল, মধুস্রাবী বিশালদেহ পাদপকুল ক্ষীর, দধি, তক্র ও ঘৃত প্রসব করিতেছিল ; সিন্ধুসকল—রত্নরাশি, ভূধর-কুল—চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্ব্বিধ খাদ্য-সামগ্রী এবং লোকপালগণের সহিত লোকসকল নানাবিধ উপকরণ প্রদান করিতেছিলেন। অধোক্ষজ-ভগবৎসেবক পৃথুর এইরূপ অভ্যুদয়সম্পন্ন যজ্ঞ-কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া ইন্দ্র পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন উৎ-পাদন করিতে লাগিলেন ।। ৩-১০ ।।

বিশ্বনাথ— কর্ম্মাতিশয়মেব দর্শয়তি— যত্রেতি

সপ্তভিঃ। ভূরিবর্ষ্মাণঃ বহুপ্রমাণাঃ ফলাদিকং প্রাসূয়ন্ত, মধূনাং চ্যুৎ ক্ষরণং যেষু তে "বর্ষ্ম দেহপ্রমাণয়োরিত্যমরঃ।" 'পৃথোস্ত্বিতি' 'পৃথোস্তদিতি' পাঠদ্বয়ম্ ॥ ৩-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ পৃথুর অশ্বমেধ যজ্ঞের সমারোহ দেখাইতেছেন—সাতটি শ্লোকে। 'ভূরি-বর্ষ্মাণঃ'—অনেক প্রকার তরুগণ ফলাদি প্রসব করিতে লাগিল। 'মধুচ্যুতঃ'—মধুসকলের ক্ষরণ যে সকলে, সেই বৃক্ষসকল। অমরকোষে—দেহ ও প্রমাণ (পরিমাণ) অর্থে বর্ষ্ম শব্দের নিরুক্তি করা হইয়াছে। 'পৃথোস্তু', এবং 'পৃথোস্তৎ'—এই দুই পাঠান্তর রহিয়াছে ॥ ৩-১০ ॥

চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্।
বৈণ্যে যজ্ঞপশুং স্পর্দ্ধন্নপোবাহ তিরোহিতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—বৈণ্যে (পৃথৌ) চরমেণ (অন্তিমেন) অশ্বমেধেন যজুষ্পতিং (ভগবন্তং) যজমানে (পূজয়তি সতি) স্পর্দ্ধন্ (স্পর্দ্ধমানঃ ইন্দ্রঃ) তিরোহিতঃ (সন্) যজ্ঞপশুং (যজ্ঞীয়ম্ অশ্বম্) অপোবাহ (অপহৃতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শেষ অশ্বমেধদ্বারা বেণনন্দন পৃথু যজ্ঞপতি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র মাৎসর্য্যবশতঃ প্রচ্ছন্নবেশে তাঁহার যজ্ঞপশুটী অপহরণ করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যজুঃপতিং বিষ্ণুম্ ; অপোবাহ অপজহার ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজুঃপতিং'—যজ্ঞপতি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে। 'অপোবাহ'—ইন্দ্র যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলেন ॥ ১১ ॥

তমত্রির্ভগবানৈক্ষৎ ত্বরমাণং বিহায়সা।
আমুক্তমিব পাষণ্ডং যোহধর্ম্মে ধর্ম্মবিভ্রমঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অধর্ম্মে ধর্ম্মবিভ্রমঃ (ধর্ম্মঃ অয়ম্ ইতি ভ্রান্তিকরঃ) তং পাষণ্ডং (পাষণ্ডবেষম্) আমুক্তম্ (প্রতিমুক্তং পিনদ্ধম্ অপিনদ্ধবৎ কবচম্) ইব (গৃহীতবন্তং) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) ত্বরমাণং (ত্বরয়া গচ্ছন্তং) তম্ (ইন্দ্রং) ভগবান্ অত্রিঃ ঐক্ষৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ অত্রি দেখিতে পাইলেন, ইন্দ্র আকাশপথে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতেছেন এবং পাষণ্ডবেশের বর্ম্ম ধারণ করিয়া লোকের অধর্ম্মে ধর্ম্মভ্রম উৎপাদন করিতেছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রিরৈক্ষদিতি তদীক্ষণভীত্যা ত্বরমাণং পলায্য ধাবন্তং পাষণ্ডং পাষণ্ডবেশং কবচমিব আমুক্তং গৃহীতবন্তং—"আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চেত্যমরঃ।" অধর্ম্মেঽপি ধর্ম্ম ইতি বিশিষ্টো ভ্রমো যতঃ স এব যঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অত্রিঃ ঐক্ষৎ'—অত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন—সেই মহর্ষি অত্রির ঈক্ষণভয়ে ভীত হইয়া দ্রুত পলায়মান ইন্দ্র পাষণ্ডবেশকে, 'আমুক্তম্ ইব'—কবচের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরকোষে আমুক্ত শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে—'আমুক্ত, প্রতিমুক্ত ও পিনদ্ধ'—আমুক্ত বলিতে যিনি কবচ পরিধান করিয়াছেন। 'ধর্ম্ম-বিভ্রমঃ'—অধর্ম্মেও ধর্ম্ম এই বিশিষ্ট ভ্রম যাহা হইতে জন্মায়, (এইরূপ পাষণ্ড বেশকে কবচের ন্যায় ধারণ করিয়া ইন্দ্র আকাশপথে দ্রুত পলায়ন করিতেছিলেন) ॥ ১২ ॥

অত্রিণা চোদিতো হন্তুং পৃথুপুত্রো মহারথঃ।
অন্বধাবত সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) অত্রিণা (তম্ ইন্দ্রং) হন্তুং চোদিতঃ (প্রেরিতঃ) মহারথঃ পৃথুপুত্রঃ সংক্রুদ্ধঃ (সন্ তং ধাবন্তং) অন্বধাবত ; তিষ্ঠ, তিষ্ঠ ইতি চ অব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অত্রি-ঋষি ইহা দর্শন করিয়াই ইন্দ্রকে সংহার করিবার জন্য মহারথ পৃথুনন্দনকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পৃথুতনয়ও ক্রোধভরে ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন—"দাঁড়াও, দাঁড়াও" ॥ ১৩ ॥

তং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য মেনে ধর্ম্মং শরীরিণম্।
জটিলং ভস্মনাচ্ছন্নং তস্মৈ বাণং ন মুঞ্চতি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—জটিলং (মস্তকে জটাবন্তং) ভস্মনা আছন্নম্ (অবগুণ্ঠিতং) তং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য শরীরিণং (মূর্ত্তিমন্তং) ধর্ম্মং মেনে, (তেন) তস্মৈ বাণং ন মুঞ্চতি (স্ম) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রকে জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত শরীর দেখিতে পাইয়া পৃথুতনয় তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেন ; কাজেই তাঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ তং তাদৃশাকৃতিমিতি শ্রীশিবাদিষু দর্শনাৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মস্যায়মপি বেশো ভবেদিতি ভাবনয়া ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং তাদৃশাকৃতিং'—সেই প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট তাঁহাকে, অর্থাৎ জটাধারী ভস্মাচ্ছাদিত শরীর শ্রীশিবাদিতে দর্শন করায়, কোনও শরীরধারী ধর্ম্মের এইরূপ বেশ হইতে পারে —ইহা বিবেচনা করিয়া (ইন্দ্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন না।) ॥ ১৪ ॥

বধান্নিবৃত্তং তং ভূয়ো হন্তবেঽত্রিরচোদয়ৎ।
জহি যজ্ঞহনং তাত মহেন্দ্রং বিবুধাধমম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বধাৎ নিবৃত্তং (ধর্ম্মবুদ্ধ্যা ইন্দ্রবধাৎ নিবৃত্তং) তং (পৃথুপুত্রং) ভূয়ঃ (পুনঃ) হন্তবে (ইন্দ্রং হন্তুম্) অত্রিঃ অচোদয়ৎ (প্রেরয়ামাস)—(হে) তাতঃ, (অশ্বহরণেন) যজ্ঞহনং বিবুধাধমং মহেন্দ্রং জহি (মারয়) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অত্রি পৃথুতনয়কে ইন্দ্রবধ হইতে নিবৃত্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে শক্র-বিনাশের নিমিত্ত প্রণোদিত করিয়া কহিলেন,—হে বৎস, তোমার পিতার যজ্ঞবিনাশকারী এই দেবাধম ইন্দ্রকে বিনাশ কর ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—হন্তবে হন্তুম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হন্তবে'—হন্তুং, হত্যা করিবার নিমিত্ত ॥ ১৫ ॥

এবং বৈণ্যসুতঃ প্রোক্তস্ত্বরমাণং বিহায়সা।
অন্বদ্রবদতিক্রুদ্ধো গৃধ্ররাড়িব রাবণম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (অত্রিণা) প্রোক্তঃ (পুনঃ প্রেরিতঃ) বৈণ্যসুতঃ (বৈণ্যস্য পৃথোঃ পুত্রঃ) অতিক্রুদ্ধঃ (সন্) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) ত্বরমাণং রাবণং গৃধ্ররাট্ ইব (জটায়ুরিব) অন্বদ্রবৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পৃথুতনয় অত্রির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পক্ষীরাজ জটায়ু যেরূপ বেগে ধাবমান রাবণকে বধ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পৃথুতনয়ও আকাশপথে পলায়মান ইন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বরমাণমিন্দ্রং গৃধ্ররাট্ জটায়ুঃ ॥১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বরমাণং'—দ্রুত পলায়নপর ইন্দ্রের (পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন)। গৃধ্ররাট্—জটায়ু, (পক্ষিরাজ জটায়ু যেমন রাবণকে বধ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন।) ॥ ১৬ ॥

সোঽশ্বং রূপঞ্চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্।
বীরঃ স্বপশুমাদায় পিতুর্যজ্ঞমুপেয়িবান্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ) অশ্বং তৎ রূপং (পাষণ্ডবেশং) চ তস্মৈ (তদর্থং পৃথুপুত্রার্থং পৃথুযজ্ঞসম্পাদনার্থং বা) হিত্বা (উৎসৃজ্য) অন্তর্হিতঃ (অন্তর্দধৌ)। (ততঃ) বীরঃ (পৃথুপুত্রঃ) স্বপশুং (যজ্ঞীয়াশ্বম) আদায় (গৃহীত্বা) পিতুঃ যজ্ঞম্ উপেয়িবান্ (আগতঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তখন স্বতঃপ্রকাশমান ইন্দ্র সেই পাষণ্ডবেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ-পশুকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাবীর পৃথুপুত্র স্বীয় পশু অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—

দেবাঃ শক্তাশ্চ মোহায় দর্শয়েয়ুরশক্তবৎ।
ঋষীণাং চৈব রাজ্ঞাং চ ন হিতে দেবতা সমাঃ।
আজ্ঞয়া বা হরেঃ ক্বাপি কার্য্যতো বা কৃচিৎ কৃচিৎ॥
ইতি গারুড়ে।
প্রণিপাতাদিকং দেবৈর্ঋষ্যাদিষু জনার্দ্দনে।
ক্রিয়তেঽতো ন তেষাং হি তেজোভঙ্গঃ কথঞ্চন ॥

অত্যুত্তমানামবরে তেজোভঙ্গো ন বিদ্যতে।
যথা নরাণাং তির্য্যক্ষু প্রায়ঃ সাম্যো হি স স্মৃতঃ ।।
ইতি স্কান্দে ।। ১৭ ।।

তৎ তস্য চাদ্ভুতং কর্ম্ম বিচক্ষ্য পরমর্ষয়ঃ।
নামধেয়ং দদুস্তস্মৈ বিজিতাশ্ব ইতি প্রভো ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, তস্য (পৃথুপুত্রস্য) তৎ (ইন্দ্রম্ অভিভূয় অশ্বানয়নরূপম্) অদ্ভুতং কর্ম্ম বিচক্ষ্য (অদৃষ্ট্বা) পরমর্ষয়ঃ (মহর্ষয়ঃ প্রসন্নাঃ সন্তঃ) তস্মৈ (পৃথুপুত্রায়) 'বিজিতাশ্বঃ' ইতি নামধেয়ং দদুঃ ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—হে প্রভো, মহর্ষিগণ পৃথুপুত্রের এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে "বিজিতাশ্ব" এই নাম প্রদান করিলেন ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—তস্মৈ তং পৃথুপুত্রমন্তর্দ্ধানবিদ্যাং শিক্ষয়িতুমিত্যগ্রিমগ্রন্থদৃষ্ট্যা ব্যাখ্যেয়ম্ ।। ১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মৈ'—সেই পৃথু-পুত্রকে (ইন্দ্রের নিকট হইতে পিতার যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করায়) মহর্ষিগণ তাঁহাকে 'বিজিতাশ্ব' (বিজয়ের সহিত যিনি অশ্ব আনয়ন করিয়াছেন—) এই যথার্থ নাম প্রদান করিলেন। পরে (৪।২৪।৩ শ্লোকে) ইন্দ্র তাঁহাকে অন্তর্দ্ধান বিদ্যা শিক্ষাদান করায় ইনি 'অন্তর্দ্ধান' নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অর্থাৎ পৃথু-পুত্র বিজিতাশ্বেরই অপর নাম অন্তর্দ্ধান ।। ১৮ ।।

উপসৃজ্য তমস্তীব্রং জহারাশ্বং পুনর্হরিঃ।
চষাল-যূপতশ্ছন্নো হিরণ্যরসনং বিভুঃ ।। ১৯ ।।

অন্বয়ঃ—বিভুঃ হরিঃ (ইন্দ্রঃ) তীব্রং (ঘনং) তমঃ উপসৃজ্য (সৃষ্ট্বা তেন) ছন্নঃ (সন্) হিরণ্যরসনং (হিরণ্যনির্ম্মিতা রসনা যস্য তম্) অশ্বং চষাল-যূপতঃ ('চষালঃ' নাম যূপাগ্রে নিক্ষিপ্তঃ কাষ্ঠকটকঃ, তদ্-যুক্তাৎ যূপাৎ) পুনঃ জহার (হৃতবান্) ।। ১৯ ।।

অনুবাদ—পৃথুতনয় অশ্বকে উদ্ধার করিয়া রত্ন-শৃঙ্খলদ্বারা যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরাক্রান্ত ইন্দ্র ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া প্রচ্ছন্ন-বেশে ঐ অশ্বটিকে পুনর্ব্বার অপহরণ করিয়া লইলেন ।। ১৯ ।।

বিশ্বনাথ—উপসৃজ্য তমোঽন্ধকারং পাষণ্ডবেশেন ছন্নঃ সন্। চষালো যূপাগ্রে নিক্ষিপ্তঃ কাষ্ঠকটকঃ, তদ্যুক্তাৎ যূপাৎ হিরণ্যরসনমিতি রসনায়া দৃঢ়ত্বেন ছেদাশক্ত্যা রসনাসহিতমেবোদ্ধৃত্য যূপাগ্রান্নীতবানিত্যর্থঃ ।। ১৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপসৃজ্য তমঃ'—ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া, 'ছন্নঃ'—পাষণ্ডবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া (অর্থাৎ সেই অন্ধকারের দ্বারাই পাষণ্ডবেশে নিজেকে লুক্কায়িত করিয়া)। 'চষাল-যূপতঃ'—চষাল বলিতে যূপাগ্রে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠকটক ; তদ্যুক্ত যূপ হইতে। 'হিরণ্যরসনম্'—ঐ কাষ্ঠময় কটকে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে যজ্ঞীয় অশ্ব বদ্ধ ছিল, দৃঢ় বন্ধনহেতু তাহা ছিন্ন করিতে না পারিয়া ইন্দ্র রসনার সহিতই যূপের অগ্র-ভাগ হইতে অশ্বকে লইয়া যান, এই অর্থ ।। ১৯ ।।

অত্রি সন্দর্শয়ামাস ত্বরমাণং বিহায়সা।
কপালখট্বাঙ্গধরং বীরো নৈনমধাবত ।। ২০ ।।

অন্বয়ঃ—(পুনশ্চ অশ্বং হৃত্বা) বিহায়সা (আকাশ-মার্গেণ) ত্বরমাণং (ত্বরয়া গচ্ছন্তম্ ইন্দ্রম্) অত্রিঃ (পৃথুপুত্রায়) সন্দর্শয়ামাস। কপালখট্বাঙ্গধরং (তাম-সিক-তান্ত্রিকবেষযুক্তং দৃষ্ট্বা) বীরঃ (পৃথুপুত্রঃ) এনম্ (ইন্দ্রং প্রতি) ন অধাবত ।। ২০ ।।

অনুবাদ—এবার ইন্দ্র কপাল ও খট্বাঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক আকাশপথে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগি-লেন। অত্রি পুনরায় পলায়মান ইন্দ্রকে দেখাইয়া দিলেন। মহাবীর পৃথুপুত্র ঐ ইন্দ্রের প্রতি আর ধাবিত হইলেন না ।। ২০ ।।

অত্রিণা চোদিতস্তস্মৈ সন্দধে বিশিখং রুষা।
সোঽশ্বং রূপঞ্চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্ ।।২১।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অত্রিণা চোদিতঃ (পুনঃ প্রেরিতঃ সন্) তস্মৈ (তম্ ইন্দ্রং হন্তুং) রুষা (ক্রোধেন) বিশিখং (বাণং ধনুষি) সন্দধে (যোজিতবান্)। সঃ

ইন্দ্রঃ (যতঃ) স্বরাট্ (যথেষ্ট-রূপগ্রহণে সমর্থঃ, ততঃ) অশ্বং তস্মৈ (দত্ত্বা) তদ্রূপং চ (পাষণ্ডবেষঞ্চ) হিত্বা অন্তর্হিতঃ (সন্) (তস্থৌ) (স্থিতঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অত্রিকর্তৃক পুনরায় প্রণোদিত হইয়া পৃথুতনয় ক্রোধে ইন্দ্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অভিলষিতরূপ-গ্রহণে ইন্দ্র সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ও পাষণ্ডবেষ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২১ ॥

বীরশ্চাশ্বমুপাদায় পিতুর্যজ্ঞমথাব্রজৎ।
তদবদ্যং হরে রূপং জগৃহুর্জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ বীরঃ (পৃথুপুত্রঃ) অশ্বম্ উপাদায় (গৃহীত্বা) পিতুঃ যজ্ঞম্ অব্রজৎ (আগতবান্)। তৎ অবদ্যং (নিন্দিতং কপটং) হরেঃ (ইন্দ্রস্য) রূপং জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ (জ্ঞান সাধনে অসমর্থাঃ মন্দপ্রজ্ঞাঃ) জগৃহুঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহাবীর পৃথুপুত্র অশ্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। যাহারা মন্দবুদ্ধি, তাহারাই ইন্দ্রের সেই নিন্দিত পরিত্যক্ত কপট রূপ গ্রহণ করিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানদুর্ব্বলা ইতি পৃথুপুত্রেণাবধাৎ স্বেষামবধ্যত্বমভিমন্যমানাঃ। যজ্ঞাদিদূষকমতপ্রবর্ত্তকং স্বসম্প্রদায়ং রচয়িত্বা পরধনাকর্ষণান্তর্দ্ধানাদিক্ষুদ্রসিদ্ধীরেব সাধ্যত্বেন নিরচৈষুরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ'—জ্ঞানহীন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, পৃথুপুত্র ইন্দ্রকে বধ না করায়, (ঐরূপ নিন্দিত কপট বেশ ধারণে) নিজেরাও অবধ্য—এইরূপ অভিমানকারী জনগণ যজ্ঞাদির নিন্দাকারক মতের প্রবর্ত্তক নিজ নিজ সম্প্রদায় (জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি) সৃষ্টি করিয়া, অপরের ধনাদি আকর্ষণ ও অন্তর্দ্ধানাদি ক্ষুদ্র সিদ্ধিসকলকেই সাধ্যত্বরূপে নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক—এই অর্থ ॥ ২২ ॥

যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া।
তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যানি রূপাণি হয়জিহীর্ষয়া (হয়স্য অশ্বস্য হরণেচ্ছয়া) ইন্দ্রঃ জগৃহে (গৃহীতবান্) তানি পাপস্য খণ্ডানি (পাষণ্ডানি জ্ঞেয়ানি)। ইহ (শাস্ত্রে) খণ্ডং (খণ্ডশব্দবাচ্যং) লিঙ্গং (চিহ্নম্) উচ্যতে, (তথা চ পাপস্য খণ্ডং পাষণ্ডম্ ইতি কথ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ–ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত যে সকল কপটবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই পাপের খণ্ড বলিয়া বিদিত। শাস্ত্রে "খণ্ড"-শব্দে "চিহ্ন" উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে ; অর্থাৎ 'পাষণ্ড'-শব্দে পাপ-চিহ্ন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ— 'পাষণ্ড'-নাম-নির্ব্বক্তিঃ— যানীতি। বহুবচনেন বহব এব পাষণ্ডপ্রভেদাঃ প্রবৃত্তা ইত্যুক্তম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'পাষণ্ড' — নামকরণের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা বলিতেছেন—'পাপস্য খণ্ডং'—অর্থাৎ পাপের চিহ্ন—পাষণ্ড। 'খণ্ড' শব্দের অর্থ লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন। এখানে বহুবচনের দ্বারা—বহু প্রকার পাষণ্ডগণের প্রভেদ প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহা বলা হইল ॥ ২৩ ॥

এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া।
তদ্গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতির্নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥
ধর্ম্ম ইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু।
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ– বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া (বৈণ্যযজ্ঞস্য জিঘাংসয়া হননেচ্ছয়া) এবম্ (বারংবারম্) ইন্দ্রে অশ্বং হরতি (সতি) তদ্গৃহীতবিসৃষ্টেষু (তেন গৃহীতেষু, পুনঃ বিসৃষ্টেষু ত্যক্তেষু) পাষণ্ডেষু নগ্নরক্ত-পটাদিষু (নগ্নাঃ জৈনাঃ, রক্তপটাঃ বৌদ্ধাঃ, আদি-শব্দেন কাপালিকাদয়শ্চ তেষু) পেশলেষু (আপাততঃ রম্যেষু) বাগ্মিষু (হেতুক্তিচতুরেষু) চ উপধর্ম্মেষু (ধর্ম্মোপমেষু) প্রায়েণ ভ্রান্ত্যা ধর্ম্মঃ (অয়ম্) ইতি নৃণাং মতিঃ সজ্জতে ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—বেণ-নন্দন পৃথুর যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাসনায় ইন্দ্র এইরূপে বারংবার যে যে পাষণ্ডরূপ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলেন, সেই সেই রূপ ক্রমে মনুষ্যদিগের মতি আসক্ত হইল। দিগম্বর জৈনগণ,

রক্তবস্ত্রধারী বৌদ্ধগণ এবং কাপালিকাদি ব্যক্তিগণ, সকলেই পাষণ্ড-উপ-ধর্ম্মাশ্রিত ; ইহাদিগের আপাত-রমণীয় হেতুবাদে প্রায়ই ধর্ম্মভ্রমে মনুষ্যগণের মতি পাষণ্ডধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তেনেন্দ্রেণাদৌ গৃহীতেষু পশ্চাদ্বিসৃষ্টেষু ; নগ্না জৈনাঃ, রক্তপটা বৌদ্ধাঃ, আদি-শব্দেন কাপালিকাদয়ঃ। উপধর্ম্মেষু ধর্ম্মোপমেষু, ন তু ধর্ম্মেষু। পেশলেষ্বাপাততো রম্যেষু বাগ্মিষু হেতূক্তিচতুরেষু ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(মহারাজ পৃথুর যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার বাসনায়, অশ্ব অপহরণ করিবার সময়) ইন্দ্র যে যে পাপচিহ্নযুক্ত বেশ পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ সকল পাষণ্ডচিহ্ন নগ্ন, রক্তবস্ত্রাদি ধারণরূপ উপধর্ম্মে লোকের বুদ্ধি আসক্ত হইল। নগ্ন—জৈনগণ, রক্তবস্ত্রধারী বৌদ্ধগণ, আদি শব্দের দ্বারা কাপালিকগণ। 'উপধর্ম্ম বলিতে ধর্ম্মের তুল্য, কিন্তু ধর্ম্ম নহে। 'পেশলেষু'—আপাততঃ রমণীয়, এবং 'বাগ্মিষু'—হেতুবাদে অর্থাৎ যুক্তি-তর্কে চতুরতাযুক্ত ঐ সকল উপধর্ম্মে লোকের বুদ্ধি ধর্ম্মভ্রমে আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪-২৫ ॥

মধ্ব—ধর্ম্মোপমস্ত্বধর্ম্মোঽয়মুপধর্ম্মঃ স উচ্যতে ইতি হরিবংশেষু ॥ ২৪-২৫ ॥

তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ।
ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদত্তোদ্যতকার্ম্মুকঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তদভিজ্ঞায় (তস্য ইন্দ্রস্য তৎ কর্ম্ম জ্ঞাত্বা) কুপিতঃ পৃথুপরাক্রমঃ ভগবান্ পৃথুঃ উদ্যতকার্ম্মুকঃ (সন্) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রং) বাণম্ আদত্ত (জগৃহে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—বিপুল-পরাক্রান্ত, মহাশক্তিধর পৃথু ইন্দ্রের এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি শর-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

তমৃত্বিজঃ শক্রবধাভিসন্ধিতং
বিচক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমসহ্যরংহসম্।
নিবারয়ামাসুরহো মহামতে
ন যুজ্যতেঽত্রান্যবধঃ প্রচোদিতাৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তং (পৃথুং) শক্রবধাভিসন্ধিতং (শক্রবধে কৃতাভিপ্রায়ং) দুষ্প্রেক্ষ্যং (রক্তনেত্রভুজস্ফুরণাদি-বিকারেণ দ্রষ্টুমশক্যম্) অসহ্যরংহসং (শত্রুভিঃ দুঃসহবেগং) বিচক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ঋত্বিজঃ (ব্রাহ্মণাঃ) (শক্রবধাৎ) নিবারয়ামাসুঃ। অহো মহামতে, অত্র প্রচোদিতাৎ (যজ্ঞাঙ্গত্বেন বিহিতাৎ পশোঃ বধাৎ) অন্যবধঃ (অন্যস্য বধঃ তব) ন যুজ্যতে (যোগ্যঃ ন ভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ঋত্বিক্‌গণ দেখিতে পাইলেন, পৃথু শক্রবধে উদ্যত ; তাঁহার আরক্ত লোচন এবং ভীষণাকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার বেগ সহ্য করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। তখন তাঁহারা পৃথুকে নিবারণ করিয়া কহিলেন,—হে মহামতে, এই যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রবিহিত পশুবধ ব্যতীত অন্য কিছু বধ করা আপনার যোগ্য নহে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—শক্রবধেঽভিসন্ধিঃ সংজাতো যস্য তম্। বিচক্ষ্য দৃষ্ট্বা প্রচোদিত্বাৎ শাস্ত্রবিহিতাৎ পশোর্বধাদন্যস্য বধো ন যুজ্যতে ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শক্রবধাভিসন্ধিতং'—শক্র ইন্দ্রের বধে অভিসন্ধি (অভিপ্রায়) যাঁহার উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহারাজ পৃথুকে, 'বিচক্ষ্য'—দেখিয়া, (অর্থাৎ শক্র বধের নিমিত্ত পৃথুকে উদ্যত দেখিয়া ঋত্বিক্‌গণ বলিলেন)। 'প্রচোদিতাৎ'—শাস্ত্র-বিহিত পশুবধ ব্যতীত, 'অন্যবধঃ ন যুজ্যতে'—এখন অন্য কিছু বধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৭ ॥

বয়ং মরুত্বন্তমিহার্থনাশং
হ্বয়ামহে ত্বচ্ছ্রবসা হতত্বিষম্।
অযাতযামোপহবৈরনন্তরং
প্রসহ্য রাজন্ জুহবাম তেঽহিতম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অনন্তরং বয়ম্ অযাতযামোপহবৈঃ (অযাতযামৈঃ অগতবীর্য্যৈঃ উপহবৈঃ

আহ্বানমন্ত্রৈঃ) তে (তব) অর্থনাশনং (যজ্ঞনাশকম্) অহিতং (শত্রুং) ত্বচ্ছ্রবসা (ত্বৎকীর্ত্ত্যা এব) হতত্বিষং (হতপ্রভং তং) মরুত্বন্তম্ (ইন্দ্রম্) ইহ (যজ্ঞশালায়াং) হ্বয়ামহে। (ততশ্চ) প্রসহ্য (বলাৎকারেণ তম্ অগ্নয়ে) জুহবামঃ (অগ্নৌ হোষ্যামঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যে ইন্দ্র আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত, আপনার কীর্ত্তিদ্বারাই তাহার প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছে, আমরা আপনার সেই যজ্ঞবিঘ্নকারক ইন্দ্রকে অহতবীর্য্য আহ্বান-মন্ত্রদ্বারা এই যজ্ঞশালায় আহ্বান করিয়া উহাকে বলপূর্বক অগ্নিতে হোম করিব ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হ্যত্র কঃ প্রতীকারস্তদাহুঃ—বয়মিতি। অযাতযামৈরগতবীর্য্যৈঃ উপহবৈরাহ্বানমন্ত্রৈঃ। অত্র তদানীন্তনস্যেন্দ্রস্য ভগবদবতারত্বেঽপি বিপ্রাণাঞ্চ তেষামবহির্ম্মুখত্বেঽপি তথাভূতোক্ত্যা কর্ম্মমার্গস্য স্বভাব এব তৈর্দ্দ্যোতিতো যত্তত্র প্রবৃত্তা বিবেকিনোঽপ্যন্ধা ভবন্তীতি যথা ব্রহ্মণা কামস্য শ্রীরুদ্রেণ ক্রোধস্য শ্রীবিষ্ণুনাপি যজ্ঞাবতারে তস্মিন্ মাৎসর্য্যকৌটিল্যাদিকমীহমানেনেন্দ্রত্বস্য স্বভাবো দ্যোতিত ইতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে ইহার প্রতীকার কি ? তাহাতে বলিতেছেন —'বয়ম্' ইতি, আমরাই ইন্দ্রকে 'অযাতযামোপহবৈঃ' —অযাতযাম অর্থাৎ যাহার বীর্য্য (শক্তি) নষ্ট হয় নাই, এমন আহ্বান-মন্ত্রের দ্বারা এই যজ্ঞস্থলে আহ্বান করিতেছি, (পরে সেই ইন্দ্রকে মন্ত্রবলে পশু-পুরোডাশাদির ন্যায় অগ্নিতে হোম করিব)। এখানে তদানীন্তন ইন্দ্র শ্রীভগবানের অবতার এবং তাদৃশ বিপ্রগণও বহির্ম্মুখ নহেন, তথাপি সেই ঋত্বিক্-গণের এই প্রকার উক্তিতে কর্ম্মমার্গের স্বভাবই দ্যোতিত হইয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হইলে বিবেকিগণও অন্ধ হইয়া থাকেন—ইহাই প্রকাশ পাইল, যেমন ব্রহ্মা কামে অন্ধ হইয়াছিলেন, শ্রীরুদ্র ক্রোধাভিভূত, এমন কি স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুও যজ্ঞাবতারে সেই সময় মাৎসর্য্য, কৌটিল্যাদির চেষ্টাতে ইন্দ্রত্বের স্বভাবই ব্যক্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

ইত্যামন্ত্র্য ক্রতুপতিং বিদুরাস্যর্ত্বিজো রুষা।
স্রুগ্ঘস্তান্ জুহ্বতোঽভ্যেত্য স্বয়ম্ভূঃ প্রত্যষেধত ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদুর, ইতি (এবম্প্রকারেণ) ক্রতুপতিং (যজমানম্) আমন্ত্র্য (প্রতিবোধ্য) রুষা (ক্রোধেন) জুহ্বতঃ (ইন্দ্রাহ্বানার্থং হোমং কুর্ব্বতঃ) স্রুগ্ঘস্তান্ (স্রুক্ যজ্ঞাগ্নৌ হবিঃপ্রক্ষেপযন্ত্রং হস্তে যেষাং তান্) অস্য (পৃথোঃ) ঋত্বিজঃ অভ্যেত্য (উপগম্য) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) প্রত্যষেধত (হননপ্রতিবন্ধকবাক্যানি আহ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, পৃথুর ঋত্বিগ্গণ এই প্রকার মন্ত্রণা করিলেন এবং ক্রোধভরে হোমপাত্র হস্তে ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞপতিকে আক্রমণ করিয়া হোম করিতে উদ্যত হইলেন; অমনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য পৃথোঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্য'—এই মহারাজ পৃথুর (ঋত্বিগ্গণ) ॥ ২৯ ॥

ন বধ্যো ভবতামিন্দ্রো যদ্‌যজ্ঞো ভগবত্তনুঃ।
যং জিঘাংসথ যজ্ঞেন যস্যেষ্টাস্তনবঃ সুরাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(যজ্ঞরক্ষার্থং) যম্ (ইন্দ্রং) যজ্ঞেন জিঘাংসথ (হন্তুমিচ্ছথ) যজ্ঞেন ইষ্টাঃ (পূজিতাঃ) সুরাঃ (সর্ব্বে দেবতাঃ) যস্য (ইন্দ্রস্য) তনবঃ (সঃ) ইন্দ্রঃ ভবতাং (ভবদ্ভিঃ) ন বধ্যঃ (বধার্হঃ ন ভবতি) যৎ (যস্মাৎ) যজ্ঞঃ (নামায়ম্ ইন্দ্রঃ) ভগবত্তনুঃ (ভগবতঃ তনুঃ অবতারঃ এব ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে পুরোহিতগণ, আপনারা যজ্ঞরক্ষার্থ যে ইন্দ্রকে যজ্ঞে আহুতি দিয়া বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের একটী নাম 'যজ্ঞ'। তিনি ভগবানেরই অবতার-বিশেষ। যজ্ঞে পূজিত নিখিল দেবতা—তাঁহারই দেহ, সুতরাং সেই ইন্দ্রকে বধ করা আপনাদের উচিত নহে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবত্তনুরিতি। ন হি ভগবদ্বিগ্রহো বিপ্রৈর্হন্তুমধ্যবসাতে, ভবতাং তর্হি বিপ্রত্বমেব কুতঃ ? যং যজ্ঞেন জিঘাংসথেতি স খলু যজ্ঞঃ কথং যজ্ঞেন বধ্যো ভবেদ্‌যথা ক্ষীরপ্রক্ষেপেণেতি। কিঞ্চ, যস্য

যজ্ঞস্যেন্দ্রস্য চ তনবঃ সুরাস্তে চ যজ্ঞেন যুষ্মাভিরিষ্টা ইজ্যন্তে স্মেতি, কথং স মরিষ্যতীত্যেতমপি বিবেকং ন কুরুথেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞঃ ভগবত্তনুঃ'—যজ্ঞ শ্রীভগবানের শরীর। কখনই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ বিনাশের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের অধ্যবসায় (উদ্যম) হইতে পারে না, তাহা হইলে আপনাদের বিপ্রত্বই কোথায়? 'যং যজ্ঞেন জিঘাংসথ'—যাহাকে যজ্ঞে আহুতি দিয়া বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং যজ্ঞই, কি প্রকারে তিনি যজ্ঞের দ্বারা বধ্য (বধের যোগ্য) হইতে পারেন? যেমন ক্ষীরখণ্ড প্রক্ষেপের দ্বারা যজ্ঞের বিনাশ হয় না। আরও, 'যস্য তনবঃ সুরাঃ'—যে যজ্ঞের, অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ ইন্দ্রের শরীরই দেবগণ, সেই দেবগণ যজ্ঞে আপনাদের দ্বারাই পূজিত হইয়াছেন, অতএব সেই ইন্দ্র কি প্রকারে মৃত হইবে?—এই বিবেচনাও কি করেন নাই?—এই ভাব ॥ ৩০ ॥

তদিদং পশ্যত মহদ্ধর্ম্মব্যতিকরং দ্বিজাঃ।
ইন্দ্রেণানুষ্ঠিতং রাজ্ঞঃ কর্ম্মৈতদ্বিজিঘাংসতা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজাঃ, তৎ (তস্মাৎ) রাজ্ঞঃ এতদ্বিজিঘংসতা (যজ্ঞবিঘ্নং কর্ত্তুমিচ্ছতা) ইন্দ্রেণ অনুষ্ঠিতম্ (আচরিতং) মহদ্ধর্ম্মব্যতিকরং (মহতাং বেদবাদিনাং ধর্ম্মস্য ব্যতিকরং বিপর্য্যয়ং পাষণ্ডপথম্) ইদং কর্ম্ম (যূয়ং) পশ্যথ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজগণ, দেখুন, মহারাজ পৃথুর যজ্ঞবিনাশ করিবার ইচ্ছায় এই ইন্দ্র কতদূর বেদবাদী মহাজনগণের ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তদ্বেশেনাধর্ম্ম এব বর্দ্ধিষ্যতে, তঞ্চাধর্ম্মমস্য রাজ্যে মূর্ত্তমেব প্রবৃত্তং পশ্যেতেত্যাহ—তদিদমিতি। ধর্ম্মস্য ব্যতিকরং পাষণ্ডপথম্ ॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, ইন্দ্রের সেই সকল পাষণ্ড বেশের দ্বারা অধর্ম্মই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং সেই অধর্ম্ম এই রাজ্যে মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে—দেখুন, ইহা বলিতেছেন—'তৎ ইদং পশ্যত' ইত্যাদি। 'ধর্ম্ম-ব্যতিকরং'—ধর্ম্মের ব্যতিকর (বিপর্য্যয়), অর্থাৎ পাষণ্ডপথ (ইহা অত্যন্ত বিগর্হিত কর্ম্ম।) ॥ ৩১ ॥

পৃথুকীর্ত্তেঃ পৃথোর্ভূয়াৎ তর্হ্যেকোনশতক্রতুঃ।
অলং তে ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈর্যদ্ভবান্ মোক্ষধর্ম্মবিৎ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(যহি পুনর্যজ্ঞপ্রবর্ত্তনে অনর্থোৎপত্তিঃ), তর্হি (তদা) পৃথুকীর্ত্তেঃ (বিষ্ণুপদে যশসঃ) পৃথোঃ একোনশতক্রতুঃ (একেনোনং শতং যস্মিন্ তাদৃশঃ ক্রতুঃ ক্রতুপ্রয়োগঃ) ভূয়াৎ। তে (তব) স্বিষ্টৈঃ (সম্যক্ অনুষ্ঠিতৈঃ) ক্রতুভিঃ অলং (ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্); যৎ (যস্মাৎ) ভবান্ (পৃথুঃ) মোক্ষ-ধর্ম্মবিৎ, (অতঃ মোক্ষধর্ম্মাঃ অনুষ্ঠেয়াঃ কিং পুনঃ স্বল্পফলৈঃ যজ্ঞৈঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অতএব বিপুলকীর্ত্তি পৃথুর একোনশত যজ্ঞই হউক্। ব্রহ্মা ঋত্বিক্‌গণকে ইহা বলিয়া পরে পৃথুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে রাজন্, আপনি মোক্ষধর্ম্মবিৎ সুতরাং আপনার পক্ষে মোক্ষ-ধর্ম্ম যাজন করাই কর্ত্তব্য। আপনার কাম্য যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কিং তবাভিপ্রেতমিত্যত আহ—পৃথিতি। একোনশতক্রতুরপি পৃথুরয়ং শতক্রতো-রিন্দ্রাদপি পৃথুকীর্ত্তির্বিপুলযশা ভূয়াদিতি ক্রতুভির্যশ এব সাধ্যং, তচ্চ মদাশীর্ব্বাদাদেব ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। পৃথুকীর্ত্তেঃ পৃথোরিতি ষষ্ঠ্যন্তপাঠে একোনশতমেব ক্রতুর্ভূয়াদিত্যেকত্বং জাত্যপেক্ষয়া একোনশতমিতি সংখ্যা-ব্যক্ত্যপেক্ষয়া সিদ্ধং ক্রতু-শতস্য সঙ্কল্পোঽ-পূর্ণোঽপি মদাশীর্ব্বাদাদেকোনত্বেঽপি পূর্ণো ভবত্বি-ত্যর্থঃ। ঋত্বিজঃ প্রত্যুক্ত্বা পৃথুং প্রত্যাহ—অলমিতি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে আপনার কি অভিপ্রায়? ইহাতে (ব্রহ্মা) বলিতেছেন—'পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথুঃ' ইত্যাদি। একটি কম শত যজ্ঞ যাঁহার, অর্থাৎ একোনশত অশ্বমেধ-যাজী হইলেও এই পৃথু, শতক্রতু ইন্দ্র হইতেও 'পৃথুকীর্ত্তিঃ'—বিপুল যশস্বী হইবে, যজ্ঞের দ্বারা যশই সাধ্য এবং তাহা আমার (ব্রহ্মার) আশীর্ব্বাদেই হইবে—এই ভাব। এখানে 'পৃথুকীর্ত্তেঃ পৃথোঃ'—এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পাঠে—

অতিকীৰ্ত্তিশালী পৃথুর একটি কম শত যজ্ঞই হউক —একোনশতং'—যে যজ্ঞে একটি কম শত রহিয়াছে, তাদৃশ যজ্ঞ, 'একোনশতং'—ইহা সংখ্যা ও ব্যক্তির অপেক্ষায় সিদ্ধ হইয়াছে। শত যজ্ঞের সঙ্কল্প অপূর্ণ হইলেও, আমার আশীর্ব্বাদে, একটি কম হইলেও যজ্ঞ পূর্ণ হউক—এই অর্থ। ঋত্বিগ্‌গণের প্রতি এইরূপ বলিয়া, পৃথুকে বলিতেছেন—'অলং তে' ইত্যাদি, অর্থাৎ মহারাজ! আপনি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ, মুক্তির অভিলাষী, আপনার কাম্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কি প্রয়োজন ? ॥ ৩২ ॥

নৈবাত্মনে মহেন্দ্রায় রোষমাহর্ত্তুমর্হসি।
উভাবপি হি ভদ্রং ত উত্তমঃশ্লোক-বিগ্রহৌ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মনে (স্বতুল্যায়) মহেন্দ্রায় রোষম্ আহর্ত্তুং (কর্ত্তুং ত্বং) ন অর্হসি এব ; হি (যতঃ) উভৌ অপি (যুবাম্) উত্তমঃশ্লোকবিগ্রহৌ (উত্তমঃশ্লোকস্য ভগবতঃ বিগ্রহৌ মূর্ত্তী অবতারৌ, অতঃ) তে (তব) ভদ্রং (ভবিতা) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক্। আপনি এবং ইন্দ্র, উভয়ই উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির শক্ত্যাবেশ অবতার ; সুতরাং আপনি ইন্দ্র হইতে ভিন্ন নহেন। অতএব আপনার নিজের প্রতি নিজের ক্রোধ করা যোগ্য নহে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনে ইত্যত্র হেতুঃ—উভাবপীতি। দ্বয়োরপি যুবয়োর্ভগবদবতারত্বাদিত্যর্থ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনে'—আত্মস্বরূপ ইন্দ্রের প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে, ইহার হেতু—'উভৌ অপি', ইন্দ্র এবং আপনি, দুই জনই উত্তমঃশ্লোক ভগবান শ্রীহরির দেহ-স্বরূপ, কারণ আপনারা দুই জনই শ্রীভগবানের (শক্ত্যাবেশ) অবতার—এই অর্থ, (অতএব নিজের প্রতি নিজের ক্রোধ করা উচিত নয়) ॥ ৩৩ ॥

মাস্মিন্ মহারাজ কৃথাঃ স্ম চিন্তাং
নিশাময়াস্মদ্বচ আদৃতাত্মা।
যদ্ধ্যায়তো দৈবহতং নু কর্ত্তুং
মনোঽতিরুষ্টং বিশতে তমোঽন্ধম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, আদৃতাত্মা (অবহিত-মনাঃ সন্) অস্মদ্বচঃ (মদ্বচঃ) নিশাময় (শৃণু)। অস্মিন্ (যজ্ঞবিঘ্নে) (ত্বং) চিন্তাং মাস্ম কৃথাঃ (কার্ষীঃ) ; যৎ (যস্মাৎ) দৈবহতং (দৈবেন প্রারব্ধ-কর্ম্মণা তৎফলদাতা পরমেশ্বরেণ বা বিঘ্নিতং কার্য্যং) কর্ত্তুং ধ্যায়তঃ মনুঃ নু (নিশ্চিতম্) অতিরুষ্টং (সৎ) অন্ধং তমঃ (মোহং) বিশতে (ন তু শান্তিং লভতে) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, এই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিয়াছে বলিয়া আপনি চিন্তা করিবেন না। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন। দৈবদ্বারা কোন কার্য্য বিনষ্ট হইলে যে পুরুষ পুনরায় সেই কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য চিন্তা করেন, তাহার মন নিশ্চয়ই সাতিশয় রুষ্ট হইয়া মোহান্ধ-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি ক্রতুসমাপ্তিং ধ্যায়ন্তং তং প্রত্যাহ—মাস্মিন্নিতি। যদ্দৈবহতং কর্ম্ম, তৎ কর্ত্তুং ধ্যায়তঃ পুংসঃ নু নিশ্চিতং মনোঽতিরুষ্টং সৎ অন্ধতমো-মোহং বিশতি, ন তু শান্তিং লভতে ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও যজ্ঞ সমাপ্তির বিষয়ে চিন্তাকারী পৃথুর প্রতি বলিতেছেন—'মা অস্মিন্' ইত্যাদি, (অর্থাৎ হে মহারাজ ! এই যজ্ঞ-বিঘ্নবিষয়ে অকারণ চিন্তা করিবেন না)। 'যৎ দৈবহতং'—যে কর্ম্ম দৈব-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, তাহা করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি চিন্তা করে, নিশ্চয়ই তাহার মন অতিশয় রুষ্ট হইয়া, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মোহেই নিপতিত হয়, কিন্তু শান্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

ক্রতুর্বিরমতামেষ দেবেষু দুরবগ্রহঃ।
ধর্ম্মব্যতিকরো যত্র পাষণ্ডৈরিন্দ্রনির্ম্মিতৈঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ ক্রতুঃ বিরমতাম্ ; (যতঃ) দেবেষু দুরবগ্রহঃ (দুষ্টঃ অবগ্রহঃ আগ্রহঃ ভবতি) যত্র (যস্মিন্ ক্রতৌ) ইন্দ্রনির্ম্মিতৈঃ পাষণ্ডৈঃ ধর্ম্মব্যতি-করঃ (ধর্ম্মস্য ব্যতিকরঃ বিনাশঃ অভূৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আপনার এই যজ্ঞ-চেষ্টা নিবৃত্ত হউক্। এই ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে দুষ্ট আগ্রহযুক্ত। আপনার

যজ্ঞে ইন্দ্রকর্ত্তৃক যে সমস্ত পাষণ্ডবেশ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও ধর্ম্মের বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটিবে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব ক্রতুর্বিরমতাম্। নন্বিন্দ্রঃ কিমিতি ন নিবার্য্যতে? তত্রাহ,—দেবেষু মধ্যেঽয়ং দুরবগ্রহো ভবতি। যত্র ক্রতৌ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক। যদি বলেন—দেখুন, ইন্দ্রকে কিজন্য নিবারণ করিতেছেন না? তাহাতে বলিতেছেন—'দেবেষু দুরবগ্রহঃ'—দেবগণের মধ্যে এই ইন্দ্র দুরবগ্রহ, অর্থাৎ দুষ্ট আগ্রহযুক্ত। 'যত্র'—যে যজ্ঞে, (ইন্দ্র কর্ত্তৃক পাষণ্ডবেশ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার দ্বারাও ধর্ম্মের বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটিবে।) ॥ ৩৫ ॥

এভিরিন্দ্রোপসংসৃষ্টৈঃ পাষণ্ডৈর্হারিভির্জনম্।
হ্রিয়মাণং বিচক্ষ্বৈনং যস্তে যজ্ঞধ্রুগশ্বমুট্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ইন্দ্র) তে (তব) যজ্ঞধ্রুক্ (যজ্ঞায় দ্রুহ্যতি ইতি তথা) অশ্বমুট্ (অশ্বাপহারকঃ) ইন্দ্রোপসংসৃষ্টৈঃ (তেন ইন্দ্রেণ উপসংসৃষ্টৈঃ অধিষ্ঠিতৈঃ) হারিভিঃ (চিত্তাকর্ষকৈঃ) এভিঃ পাষণ্ডৈঃ এনং জনং হ্রিয়মাণম্ (আকৃষ্যমাণং) বিচক্ষ্ব (পশ্য) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—দেখুন, আপনার যজ্ঞ-বিঘ্নকারী অশ্বাপহারক ইন্দ্র যে সকল পাষণ্ডগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা পাষণ্ড-বেশ দ্বারা মনুষ্যগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রদুরবগ্রহ-কৃতমনর্থং দর্শয়তি—এভিরিতি হারিভিশ্চিত্তাকর্ষকৈঃ। য ইন্দ্রস্তে অশ্বং মুষ্ণাতীতি তথা যজ্ঞায় দ্রুহ্যতীতি তথা তেন সৃষ্টৈঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রের দুষ্টাভিলাষজনিত অনর্থ দেখাইতেছেন—'এভিঃ' ইতি। এই সকল ইন্দ্রকর্ত্তৃক সৃষ্ট চিত্তাকর্ষক পাষণ্ডবেশ ধাম্মিক জনকেও আকর্ষণ করিতেছে। 'যজ্ঞধ্রুক্ অশ্বমুট্'—যে ইন্দ্র আপনার অশ্ব অপহরণ করতঃ যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সৃষ্ট এই সকল অনর্থ দেখুন ॥ ৩৬ ॥

ভবান্ পরিত্রাতুমিহাবতীর্ণো
ধর্ম্মং জনানাং সময়ানুরূপম্।
বেণাপচারাদবলুপ্তমদ্য
তদ্দেহতো বিষ্ণুকলাসি বৈণ্য ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৈণ্য, (পৃথো,) সময়ানুরূপং (সাংখ্যযোগাদি-নানাসিদ্ধান্তানুরূপং) জনানাং ধর্ম্মং বেণাপচারাৎ (বেণস্য অন্যায়াৎ) অবলুপ্তং (বিনষ্টং) পরিত্রাতুং তদ্দেহতঃ (তস্য বেণস্য দেহতঃ) ভবান্ অদ্য (ইদানীম্) ইহ (ভূতলে) অবতীর্ণঃ (অস্তি ; ত্বং) বিষ্ণুকলা (বিষ্ণোঃ অংশঃ) অসি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—বেণের দুরাচার-বশতঃ মনুষ্যগণের যুগধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল। আপনি সেই ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য অধুনা বিষ্ণুর অংশাংশে বেণের দেহ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বত্তঃ সকাশাৎ ধর্ম্ম এব প্রবর্ত্তিতুমর্হতি ন ত্বধর্ম্ম ইত্যাহ—ভবানিতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার নিকট হইতে ধর্ম্মই প্রবর্ত্তিত হইবার যোগ্য। কিন্তু অধর্ম্ম নহে, ইহা বলিতেছেন—'ভবান্' ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনি জনগণের কালানুযায়ী শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

স ত্বং বিমৃশ্যাস্য ভবং প্রজাপতে
সঙ্কল্পনং বিশ্বসৃজাং পিপীপৃহি।
ঐন্দ্রীঞ্চ মায়ামুপধর্ম্মমাতরং
প্রচণ্ডপাষণ্ডপথং প্রভো জহি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রজাপতে, (হে) প্রভো, সঃ (ভগবদবতারঃ) ত্বম্ তস্য (বিশ্বস্য) ভবম্ (উদ্ভবং) বিমৃশ্য (বিচার্য্য) বিশ্বসৃজাং (প্রজাপতীনাং ভৃগ্বাদীনাং) সঙ্কল্পনং (মনোরথং) পিপীপৃহি (প্রজাপালনাদিনা পূরয়)। প্রচণ্ড-পাষণ্ডপথং (প্রচণ্ডঃ ভীষণঃ যঃ পাষণ্ডমার্গঃ তদ্রূপং পথং) উপধর্ম্মমাতরম্ (উপধর্ম্মস্য অধর্ম্মস্য মাতরং জননীম্) ঐন্দ্রীম্ (ইন্দ্রসম্বন্ধিনীং) মায়াং জহি (নিবারয়) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রজাপতে, এই বিশ্বের উৎপত্তি বিচার করিয়া যে সকল বিশ্বস্রষ্টা ঋষিগণ আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করুন। প্রচণ্ড পাষণ্ড মতবাদরূপিণী উপধর্ম্ম-জননী ঐন্দ্রী মায়াকেও নিবাস করুন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য বিশ্বস্য ভবং কল্যাণং, হে প্রজাপতে, বিশ্বসৃজাং যৈর্মন্থনাদুৎপাদিতোঽসি তেষাং সঙ্কল্পনাং সঙ্কল্পং 'পিপীপৃহি'—আর্ষঃ প্রয়োগঃ, পূরয়েত্যর্থঃ। উপধর্ম্মস্য মাতরং জনয়িত্রীং; কীদৃশীম্? প্রচণ্ডস্য পাষণ্ডস্য পস্থানং আবিষ্টলিঙ্গত্বাদ্‌যুক্তং পুংস্ত্বম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজাপতে'।—হে প্রজাপালক পৃথু! এই বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করিয়া, বেণাঙ্গ মন্থনপূর্ব্বক যে সকল (ভৃগু প্রভৃতি) মহর্ষিগণ আপনাকে উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্কল্প, অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষারূপ মনোরথ আপনি পূরণ করুন। 'পিপীপৃহি'—ইহা আর্ষ-প্রয়োগ। 'উপধর্ম্ম-মাতরম্'—উপধর্ম্মের জননী (সৃষ্টিকারিণী), কিরূপা? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রচণ্ড-পাষণ্ডপথং'—ভয়ঙ্কর পাষণ্ডের পথ। পথিন্ শব্দের সমাসান্ত অকার হওয়ায় পথ হইয়াছে। 'আবিষ্ট-লিঙ্গত্বাৎ'—এখানে উপধর্ম্ম-মাতা ইহা স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও তাহার বিশেষণ পাষণ্ডপথ, ইহা উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে পুংলিঙ্গ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইত্থং স লোকগুরুণা সমাদিষ্টো বিশাম্পতিঃ।
তথা চ কৃত্বা বাৎসল্যং মঘোনাপি চ সন্দধে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইত্থং লোকগুরুণা (ব্রহ্মণা) সমাদিষ্টঃ (প্রতিবোধিতঃ) সঃ বিশাম্পতিঃ (রাজা যথা ব্রহ্মণা প্রোক্তং), তথা চ কৃত্বা (যজ্ঞাগ্রহঞ্চ হিত্বা) বাৎসল্যং (স্নেহঞ্চ কৃত্বা) মঘোনা (ইন্দ্রেন সহ) অপি সন্দধে (সন্ধানং মেলনং কৃতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,— হে বিদুর, রাজা পৃথু লোকগুরু ব্রহ্মার দ্বারা এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন এবং বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—চ—এবার্থে; যথা ব্রহ্মণ আজ্ঞা, তথৈব; বাৎসল্যং কৃত্বেতি যজ্ঞস্য বয়োবৃদ্ধত্বেঽপি দেবেন্দ্রত্বেঽপি চ ব্রহ্মণ এবাজ্ঞয়া তত্র পৃথোর্বাৎসল্যং; সা চ তয়োর্বিশুদ্ধসত্ত্বেন তুল্যত্বেঽপি পৃথোর্ভক্ত্যুৎকর্ষেণাভ্যর্হিতত্বমালক্ষ্যৈব কৃত্বেতি জ্ঞেয়ং, সন্দধে সন্ধিং চকার ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথা চ'—এখানে চ-কার এব (নিশ্চয়) অর্থে, যেমন ব্রহ্মার আদেশ, সেইরূপই (অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তির আগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন)। 'বাৎসল্যং কৃত্বা'—বাৎসল্য অর্থাৎ স্নেহ করিয়া মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন, এখানে যজ্ঞ (ইন্দ্র) পৃথু অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ হইলেও, এবং তিনি দেবগণের অধিপতি হইলেও, ব্রহ্মারই আজ্ঞাতে পৃথুর বাৎসল্যভাব, সেই আজ্ঞাও উভয়ের বিশুদ্ধসত্ত্বরূপে তুল্যত্ব হইলেও ভক্তির উৎকর্ষে পৃথুর পূজ্যত্ব লক্ষ্য করিয়াই, 'বাৎসল্যং কৃত্বা'—স্নেহ করিয়া—এইরূপ বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'সন্দধে'—সন্ধি করিলেন অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন ॥ ৩৯ ॥

কৃতাবভৃথস্নানায় পৃথবে ভূরিকর্ম্মণে।
বরান্ দদুস্তে বরদা যে তদ্বর্হিষি তর্পিতাঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যে বরদাঃ (বরান্ দদতি ইতি দেবাঃ) তদ্বর্হিষি (তস্য পৃথোঃ বর্হিষে যজ্ঞে) তর্পিতাঃ (ভাগদানেন তোষিতাঃ) তে কৃতাবভৃথস্নানায় (কৃতম্ অবভৃথঃ যজ্ঞান্তস্নানং তৎসম্বন্ধিস্নানং যেন, তস্মৈ) ভূরিকর্ম্মণে (ভূরিণি কর্ম্মাণি যস্য তস্মৈ) পৃথবে বরান্ দদুঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তৎপর পৃথু যজ্ঞান্ত স্নান করিলেন। যে সকল বরপ্রদ দেবতাগণ ভূরিকর্ম্মা পৃথুর যজ্ঞে অর্চ্চিত হইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বর দান করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিপ্রাঃ সত্যাশিষস্তুষ্টাঃ শ্রদ্ধয়া লব্ধদক্ষিণাঃ।
আশিষো যুযুজুঃ ক্ষত্তরাদিরাজায় সৎকৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ, (বিদুর,) সত্যাশিষঃ (সত্যাঃ আশিষঃ যেষাং তে) শ্রদ্ধয়া লব্ধদক্ষিণাঃ

(লব্ধ দক্ষিণা যৈঃ তে) সৎকৃতাঃ বিপ্রাঃ তুষ্টাঃ (সন্তঃ) আদিরাজায় (তস্মৈ পৃথবে) আশিষঃ যুযুজুঃ (দদুঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, যে সকল ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, তাঁহারা পৃথুর শ্রদ্ধা-প্রদত্ত দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আদিরাজ পৃথুকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

ত্বয়াহূতা মহাবাহো সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ।
পূজিতা দানমানাভ্যাং পিতৃদেবর্ষিমানবাঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুবিজয়ে ব্রহ্মবাক্যং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) মহাবাহো, (পৃথো,) পিতৃদেবর্ষিমানবাঃ (পিতরঃ দেবাঃ ঋষয়ঃ মানবাশ্চ) সর্ব্বে এব (যে) ত্বয়া আহূতাঃ (তে) সমাগতাঃ (সন্তঃ) দানমানাভ্যাং (যথাযোগ্যং) পূজিতাঃ ॥৪২॥

অনুবাদ—(ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,)—হে মহাবাহো পৃথু আপনি যে সকল পিতৃ, দেবতা, ঋষি ও মানবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সমাগত হইয়া আপনার যথোপযুক্ত দান-মানাদিদ্বারা সৎকৃত হইয়াছেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তুষ্টানাং বাক্যং ত্বয়েতি ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ঊনবিংশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণের বাক্য বলিতেছেন—'ত্বয়া' ইত্যাদি, (অর্থাৎ আপনা কর্ত্তৃক আহূত পিতৃ, দেবর্ষি, মানব সকলেই যথাযোগ্যভাবে সম্মানিত হইয়াছেন ।) ॥ ৪২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১৯ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ সাকং মঘবতা বিভুঃ ।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিস্তুষ্টো যজ্ঞভুক্ তমভাষত ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পৃথুযজ্ঞে বিষ্ণুর পৃথুর প্রতি উপদেশ ও বরদান-প্রসঙ্গ এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ইন্দ্রের সহিত পরস্পর প্রীতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ বিষ্ণু পৃথুমহারাজকে তত্ত্বোপদেশ ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া প্রজাগণের পালন-রক্ষণাদি করিতে আদেশ করিলে পৃথু-মহারাজ তাহা অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং ভগবদাদেশে ইন্দ্রের সহিত বৈরীভাব পরিত্যাগ করিলেন । তদনন্তর ভগবান্ পৃথুকে অভীষ্ট বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি স্বর্গসুখ ও কৈবল্য-মুক্তিকে তুচ্ছ জানিয়া ভগবদ্গুণানুবাদ-শ্রবণ জন্য অযুতকর্ণ প্রার্থনা করিলেন । সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পশু ব্যতীত কাহারও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয় না । ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ

হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দীনবৎসল ভগবানের সেবা-সম্বন্ধ ব্যতীত জীবের দেহধারণের কোনও সার্থকতা নাই। ভগবন্মায়ামুগ্ধ হইয়াই জীব পুত্রৈষণাদি নানাবিধ কামনা করিয়া থাকে। পৃথু মহারাজের বাক্যে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌গণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মনোহরণ পূর্ব্বক স্বধামে গমন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—বিভুঃ যজ্ঞপতিঃ যজ্ঞভুক্ (চ) যজ্ঞৈঃ তুষ্টঃ বৈকুণ্ঠঃ ভগবান্ (বিষ্ণুঃ) অপি মঘবতা (ইন্দ্রেণ) সাকং (সহ বর্ত্তমানঃ) তং (রাজানম্) অভাষত (উক্তবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞভুক্ বৈকুণ্ঠ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুও ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথুর পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বিংশে প্রীতিং সহেন্দ্রেণ বিষ্ণুনা বোধিতঃ পৃথুঃ।
চকার তুষ্টাব চ তং স দত্ত্বাগাদ্বরং প্রভুঃ ॥ ০ ॥

ততশ্চ ভগবানপি স্বাংশমিন্দ্রমুপানীয় সন্ধিং কারয়ন্ পৃথুং প্রবোধয়ামাসেত্যাহ—ভগবানপীতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিংশ অধ্যায়ে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের সহিত প্রীতি-বিধান করতঃ বিষ্ণুকে স্তব করিলে, প্রভু বিষ্ণুও তাঁহাকে বরদান করিয়া স্বধামে গমন করিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তারপর ভগবান্ বিষ্ণুও নিজের অংশভূত ইন্দ্রকে সঙ্গে আনয়নপূর্ব্বক উভয়ের মিলন সংঘটন করতঃ পৃথুকে প্রবোধ দিয়াছিলেন—ইহা বলিতেছেন—'ভগবান্ অপি' ইত্যাদি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

এষ তেঽকারষীদ্ভঙ্গং হয়মেধশতস্য হ।
ক্ষমাপয়ত আত্মানমমুষ্য ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—এষ (ইন্দ্রঃ) তে (তব) হয়মেধশতস্য (হয়মেধেষু শতস্য শততমস্য) ভঙ্গং হ অকারষীৎ (অকার্ষীৎ, অতঃ) আত্মানং (স্বরূপভূতং ত্বাং) ক্ষমাপয়তঃ (ক্ষমাং কারয়তঃ) অমুষ্য (ত্বম্ অপি) ক্ষন্তুম্ অর্হসি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এই ইন্দ্র তোমার একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে ইনি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব ইঁহাকে ক্ষমা করা তোমার কর্ত্তব্য ॥২॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং ত্বাং ক্ষমাং কারয়তোঽমুষ্য ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং ক্ষমাপয়তঃ'—(তোমরা উভয়েই আমার অবতার বলিয়া) আত্ম-স্বরূপ তোমার নিকট এই ইন্দ্র ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, 'অমুষ্য'—ইঁহার অপরাধ তুমিও ক্ষমা কর ॥ ২ ॥

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ।
নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেব, যর্হি (যস্মাৎ) কলেবরম আত্মা ন (ভবতি, অতঃ তদভিমানেন) লোকে সুধিয়ঃ নরোত্তমাঃ (নরেষু উত্তমাঃ) সাধবঃ (সজ্জনাঃ) ভূতেভ্যঃ (ভূতানি) ন অভিদ্রুহ্যন্তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে নরদেব, দেহ আত্মা নহে; এই কারণেই নরোত্তম সুমেধা সজ্জনগণ প্রাণিগণের হিংসা করেন না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যর্হি যতঃ কলেবরমাত্মা ন ভবতি, অতস্তত্রাভিমানানৌচিত্যাৎ কুতো ভূতদ্রোহঃ সংভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যর্হি'—যেহেতু কলেবর (দেহ) আত্মা হয় না, অতএব সেই দেহে অভিমানের অনৌচিত্যহেতু, কি প্রকারে ভূতদ্রোহ, অর্থাৎ প্রাণিগণের প্রতি হিংসা করা সম্ভব হইতে পারে?—এই অর্থ ॥ ৩ ॥

পুরুষা যদি মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়া।
শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বাদৃশাঃ (বিবেকিনঃ অপি) পুরুষাঃ দেবমায়য়া (দেবস্য মম মায়য়া) যদি মুহ্যন্তি (দ্রোহাদিষু প্রবর্ত্তন্তে, তদা তেষাং) দীর্ঘয়া (বহু-কালাভ্যস্তয়াপি) বৃদ্ধসেবয়া (বৃদ্ধানাং সেবয়া) পরং

(কেবলং) শ্রমঃ এব জাতঃ (ন কশ্চিৎ পুরুষার্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তোমার ন্যায় বিবেকিপুরুষগণও যদি দৈবী মায়াদ্বারা বিমোহিত হ'ন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল বিজ্ঞব্যক্তির সেবা করাকে পণ্ডশ্রম মাত্র বলিতে হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবন্মায়য়া মোহনাদেব ভবেদিতি চেত্তত্রাহ—পুরুষা ইতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—ভগবানের মায়াতে বিমোহিত হইলেই হইতে পারে, তাহাতে বলিতেছেন —'পুরুষাঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় সাধু-পুরুষ যদি দেবমায়ায় মুগ্ধ হয়, তাহা হইলে দীর্ঘকাল বৃদ্ধসেবা শ্রমমাত্র ।) ॥ ৪ ॥

অতঃ কায়মিমং বিদ্বানবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ ।
আরব্ধ ইতি নৈবাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধোঽনুসজ্জতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ— অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ (অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং, ততঃ কামঃ ততঃ কর্ম্ম, তৈঃ) আরব্ধঃ (রচিতঃ) ইতি (ইত্যেবম্) ইমং কায়ং বিদ্বান্ অতঃ (অতএব) প্রতিবুদ্ধঃ (আত্মজ্ঞঃ পুরুষঃ) অস্মিন্ (দেহে) নৈব অনুসজ্জতে (অহম্ ইতি আত্মবুদ্ধিং ন করোতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অতএব, যে ব্যক্তি এই দেহকে অবিদ্যা কাম ও কর্ম্মদ্বারা বিরচিত বলিয়া জানিতে পারেন, এইরূপ আত্মজ্ঞ-ব্যক্তি আর কিছুতেই এ দেহে আসক্ত হন না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতো, বৃদ্ধসেবয়ৈব মায়ানাবরণাৎ প্রতিবুদ্ধঃ প্রতিবোধমেবাহ—অবিদ্যয়ৈব কামঃ কামাদেব কর্ম্মাণি তৈরারব্ধোঽয়মিতি ইমং কায়ং বিদ্বান্ জানন্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব বৃদ্ধসেবার দ্বারাতেই মায়ার অনাবরণত্ব-হেতু জীব প্রতিবুদ্ধ (আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট) হয়, সেই আত্মজ্ঞানই বলিতেছেন—'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ'—অবিদ্যার দ্বারাই (অজ্ঞানহেতুই) কাম অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক শব্দাদিবিষয়ে কামনা, এবং কাম হইতে কর্ম্মসকল (কামমূলক পাপ-পুণ্যাদি), এই সকলের দ্বারা এই দেহ আরব্ধ (উৎপাদিত)—এইরূপ জানিয়া (আত্মজ্ঞ ব্যক্তি এই দেহাদিতে আসক্ত হন না) ॥ ৫ ॥

অসংসক্তঃ শরীরেঽস্মিন্নমুনোৎপাদিতে গৃহে ।
অপত্যে দ্রবিণে বাপি কঃ কুর্য্যান্মমতাং বুধঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ শরীরে অসংসক্তঃ (আসক্তি-হীনঃ) কঃ বুধঃ (আত্মদর্শী) অমুনা (শরীরেণ) উৎপাদিতে গৃহে অপত্যে দ্রবিণে (ধনে) বা অপি মমতাং কুর্য্যাৎ ? ৬ ॥

অনুবাদ—যিনি এই দেহে আসক্ত না হইলেন, সেই আত্মদর্শিব্যক্তি আর এই দেহ হইতে সমুৎপন্ন গৃহ, অপত্য ও ধনাদিতে মমতা করিবেন কেন ? ৬ ॥

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ ।
সর্ব্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (পরমাত্মা) একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ নির্গুণঃ গুণাশ্রয়ঃ (গুণানাম্ আশ্রয়ঃ) সর্ব্বগঃ অনাবৃতঃ সাক্ষী (দ্রষ্টা) নিরাত্মা (স্বস্মিন্ আত্মান্তর-রহিতঃ) আত্মনঃ (দেহাৎ) পরঃ (ভিন্নঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—পরমাত্মা—জীবাত্মা ও দেহ হইতে নয় প্রকারে ভিন্ন। দেহ ও জীবের সংখ্যা অনেক, কিন্তু পরমাত্মা এক অদ্বয়তত্ত্ব। দেহ—মলিন, পর-মাত্মা—পরিশুদ্ধ ; দেহ—জড়, পরমাত্মা—স্বতঃ-প্রকাশ বা চেতনবস্তু ; দেহ—প্রাকৃত গুণময় বস্তু, পরমাত্মা—অপ্রাকৃত জ্ঞানানন্দাদিগুণাধার। দেহ—পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু আত্মা—সর্ব্বগ ; দেহ—গেহাদি বস্তুর দ্বারা আবৃত, কিন্তু আত্মা সর্ব্বত্র অনাবৃত ; আত্মা—দেহেন্দ্রিয়াদির দ্রষ্টৃস্বরূপ, কিন্তু দেহ—তদ্বিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অচেতন ; পরমাত্মা—আত্মান্তর-রহিত অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় আর কেহ নাই, সুতরাং দেহ হইতে আত্মা সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন ॥৭

বিশ্বনাথ—অনাসক্তেঃ কারণমাত্মজ্ঞানমতঃ পর-মাত্মজ্ঞানমুপদিশতি—এক ইতি। আত্মা পরমাত্মা আত্মনো দেহাৎ জীবাচ্চ পরো ভিন্নঃ একঃ দেহো-জীবশ্চানেকঃ। এবমশুদ্ধঃ প্রকাশহীনঃ সগুণঃ গুণ-

জন্যত্বাৎ গুণাধীনত্বাচ্চ গুণাশ্রিতঃ জড়ত্বাদনুরূপত্বাচ্চা-সর্ব্বগঃ। দেহেন গৃহাদিভিশ্চাবৃতঃ অচেতনত্বাৎ সলেপদ্রষ্টৃত্বাচ্চ সাক্ষী। স জীবত্বাৎ স পরমাত্মকত্বাচ্চ সাত্মেতি দেহজীবাভ্যাং নবধা বৈলক্ষণ্যং পরমাত্মন উক্তম্। এতেনৈব জীবস্য দেহেন সহ নবধা বৈলক্ষণ্যং চ দর্শিতমিতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহাদিতে অনাসক্তির কারণ আত্মজ্ঞান, অতএব পরমাত্মার জ্ঞান উপদেশ করিতে-ছেন—'একঃ' ইত্যাদি। (এই শ্লোকে নয়টি পদের দ্বারা জীবাত্মা ও দেহ হইতে পরমাত্মার নয়প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখান হইয়াছে।) 'আত্মা'—বলিতে এখানে পরমাত্মা, 'আত্মনঃ'—দেহ ও জীবাত্মা হইতে, 'পরঃ'—ভিন্ন (পৃথক্)। (১) 'একঃ'—পরমাত্মা একস্বরূপ, কিন্তু দেহ ও জীব অনেক। এইপ্রকার—(২) 'শুদ্ধঃ'—পরমাত্মা নির্ম্মল, কিন্তু জীব ও দেহ মলিন। (৩) 'স্বয়ংজ্যোতিঃ'—পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, কিন্তু জীব ও দেহ প্রকাশহীন, জড়। (৪) 'নির্গুণঃ'—পরমাত্মা নির্গুণ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদিরহিত, কিন্তু জীব ও দেহ সগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত মায়ার গুণের দ্বারা উৎপন্ন। (৫) 'গুণাশ্রয়ঃ'—পরমাত্মা জ্ঞানানন্দাদি অখিলকল্যাণগুণনিধি, কিন্তু জীব ও দেহ গুণাধীন বলিয়া গুণাশ্রিত। (৬) 'সর্ব্বগঃ'—পরমাত্মা সর্ব্ব-ব্যাপী, কিন্তু জীব ও দেহ পরিচ্ছিন্ন এবং জড়ত্ব ও অনুরূপত্বহেতু অসর্ব্বগ। (৭) 'অনাবৃতঃ'—পরমাত্মা অনাবৃত (স্বতন্ত্র), কিন্তু জীব দেহ ও গৃহাদির দ্বারা আবৃত। (৮) 'সাক্ষী'—পরমাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির অপরোক্ষ দ্রষ্টা, কিন্তু জীব তদ্বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট দৃশ্য ও অচেতন। (৯) 'নিরাত্মা'—পরমাত্মা বাহ্যাভ্যন্তর রহিত, কিন্তু জীব সাত্মা, দেহ ও আত্মার বিভেদ-বিশিষ্ট এবং পরমাত্মার অধীন। এই প্রকার দেহ ও জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার নয়প্রকার বৈলক্ষণ্য উক্ত হইল। ইহার দ্বারাই জীবের দেহের সহিত নববিধ পার্থক্যও দেখান হইল ॥ ৭ ॥

য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—যঃ পুরুষঃ এবম্ (বর্ণিতং) সন্তং (বিদ্যমানম্) আত্মস্থং (স্বস্মিন্ স্থিতম্) আত্মানং বেদ (জানাতি), সঃ ময়ি (পরমেশ্বরে এব) স্থিতঃ (অতঃ) প্রকৃতিস্থোঽপি (দেহস্থঃ অপি) তদ্গুণৈঃ (তদ্বিকারৈঃ) নাজ্যতে (ন লিপ্যতে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষ দেহস্থ আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবগত আছেন, দেহস্থিত হইয়াও তিনি দেহের গুণদ্বারা আসক্ত হন না, তিনি আমাতেই (পরমেশ্বরেই) অবস্থিত আছেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—স প্রকৃতিস্থঃ দেহস্থোঽপি দেহগুণৈ-র্নাজ্যতে ইতি ন দেহস্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স প্রকৃতিস্থঃ'—তিনি প্রকৃতিস্থ, অর্থাৎ দেহস্থিত হইলেও 'তদ্গুণৈঃ'—দেহের গুণ অর্থাৎ বিকারের দ্বারা লিপ্ত হন না, অর্থাৎ তিনি দেহস্থিত নহেন, (পরমেশ্বর আমাতেই অবস্থিত, অর্থাৎ মদ্ভাবস্থিত) ॥ ৮ ॥

যঃ স্বধর্ম্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, যঃ নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ স্বধর্ম্মেণ মাং নিত্য ভজতে, তস্য মনঃ শনকৈঃ (শনৈঃ) প্রসীদতি (শুদ্ধতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যিনি নিষ্কাম ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে নিত্য ভজনা করেন, তাঁহার মন ক্রমে ক্রমে প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অয়মুক্তলক্ষণঃ প্রবোধো ভক্তিমিশ্রেণ জ্ঞানেন যতমানস্য ভবতীতি তৎসাধনমাহ—য ইতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার প্রবোধ ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের দ্বারা ভজনপরায়ণ জনের হইয়া থাকে, এই-জন্য তাহার সাধন বলিতেছেন—'যঃ ইতি' ॥ ৯ ॥

পরিত্যক্তগুণঃ সম্যগ্দর্শনো বিশদাশয়ঃ।
শান্তিং মে সমবস্থানং ব্রহ্মকৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা) বিশদাশয়ঃ (প্রসন্নমনাঃ ভবতি), (তদা) পরিত্যক্তগুণঃ (সন্) সম্যগ্দর্শনঃ (ভূত্বা) মে (মম) সমবস্থানং (সম্যগৌদাসীন্যেন অবস্থানম্ এব)

ব্রহ্মকৈবল্যং (ব্রহ্ম তদেব কৈবল্যং তদ্রূপাং) শান্তিম্ অশ্নুতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—প্রসন্নমনা হইলেই তিনি ত্রিগুণ হইতে পরিমুক্ত হইয়া সম্যগ্দর্শী হ'ন। আমাতে সম্যক্ ঔদাসীন্যরূপ অবস্থানই 'ব্রহ্ম-কৈবল্য'। তিনি সেই ব্রহ্মকৈবল্যরূপা শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তৎফলমাহ—পরীতি সার্দ্ধাভ্যাম্। শান্তিম্ অশ্নুতে। শান্তিমেবাহ—মে সমবস্থানং মম সমং নির্ব্বেদমবস্থানং সামান্যাবস্থাং, ভাগুরিমতেঽকারলোপঃ। তদ্ব্রহ্ম তদেব কৈবল্যম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ ভজনের ফল বলিতেছেন—'পরিত্যক্তগুণঃ' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে, অর্থাৎ যখন জীব, গুণ হইতে মুক্ত হয়, তখন 'শান্তিম্ অশ্নুতে'—শান্তি লাভ করিয়া থাকে। শান্তি বলিতেছেন—'মে সমবস্থানং'—আমার সমান বলিতে নির্ব্বেদরূপ অবস্থিতি, অর্থাৎ সামান্যাবস্থা। 'সম অবস্থানং'—এই স্থলে ভাগুরি বৈয়াকরণিকের মতে অকার লোপ হওয়ায় 'সমবস্থানং' পদ হইয়াছে। সেই নির্ব্বেদ অবস্থানই ব্রহ্ম এবং তাহাই কৈবল্য (পরম শান্তি ॥ ১০ ॥

উদাসীনমিবাধ্যক্ষং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাম্।
কূটস্থমিমমাত্মানং যো বেদাপ্নোতি সোঽভবম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাং (দেহজ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়মনসাম্) অধ্যক্ষং (দ্রষ্টারম্ অপি) ইমম্ আত্মানং যঃ (তু) উদাসীনম্ ইব (সাক্ষিমাত্রং) কূটস্থং (নির্ব্বিকারং) বেদ (জানাতি), সঃ অভবম্ (ব্রহ্ম) আপ্নোতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যিনি উদাসীনরূপে অবস্থিত, সাক্ষীস্বরূপ নির্ব্বিকার এই আত্মাকে দেহ, জ্ঞান, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনের অধ্যক্ষ বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সম্যগ্দর্শনমেবাহ—দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাম্ অধিভূতাধিদৈবাধ্যাত্মমনসাম্ অধ্যক্ষং জীবাত্মানম্ উদাসীনমিব তেষ্বনাসক্তমিব যো বেদ, স ইমং কূটস্থমাত্মানং বেদ, যঃ পরমাত্মানং বেদ, স অভবং প্রাপ্নোতীত্যাবৃত্ত্যান্বয়ঃ। অত্রেবকারেণ সম্যগুদাসীনত্বাভাবেঽপি সাধনদশায়াং জ্ঞানসিদ্ধিং সূচয়তি ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্যক্ দর্শনই বলিতেছেন—'দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মনাং', অর্থাৎ অধিভূত (দেহ), অধিদৈব (জ্ঞানেন্দ্রিয়), অধ্যাত্ম (কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং মনের অধ্যক্ষ (দ্রষ্টা) জীবাত্মাকে, 'উদাসীনম্ ইব' —উদাসীনের ন্যায়, অর্থাৎ সেই সকল দেহাদিতে অনাসক্তের ন্যায় যিনি জানেন, তিনি এই কূটস্থ আত্মাকে জানেন, এবং যিনি পরমাত্মাকে জানেন, তিনি অভয় প্রাপ্ত হন—এইরূপ আবৃত্ত্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। 'উদাসীনমিব'—যেন উদাসীনের মত, এখানে ইব-শব্দের দ্বারা সম্যক্রূপে উদাসীনের অভাব থাকিলেও সাধনদশাতে জ্ঞানসিদ্ধি সূচনা করিতেছেন ॥ ১১ ॥

ভিন্নস্য লিঙ্গস্য গুণপ্রবাহো
দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ।
দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো
ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ (দ্রব্যাণি মহাভূতানি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াণি কারকাঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবাঃ চেতনা চিদাভাসঃ তদাত্মনঃ তৎসঙ্ঘাতাত্মকস্য অতঃ আত্মনঃ সকাশাৎ) ভিন্নস্য লিঙ্গস্য (দেহস্যৈব) গুণপ্রবাহঃ (সংসারঃ)। ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ সূরয়ঃ (বিবেকিনঃ) দৃষ্টাসু (প্রাপ্তাসু) সম্পৎসু বিপৎসু (চ) ন বিক্রিয়ন্তে (হর্ষশোকানি ন কুর্ব্বন্তি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—দেহ, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং চিদাভাসস্বরূপ লিঙ্গদেহেরই সংসারভোগ হইয়া থাকে, এরূপ জানিয়া বিবেকিগণ আমাতে সৌহৃদ্যবদ্ধ হইয়া নিশ্চল থাকেন, সুতরাং সম্পদ্ উপস্থিত হউক্ বা বিপদ্ই উপস্থিত হউক্, কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু দ্রব্যাদীনামধ্যক্ষত্বেঽপি জীবস্য তেষ্বৌদাসীন্যমাত্র এব কথং সংসারাভাব ইত্যত আহ—ভিন্নস্য জীবাদন্যস্য লিঙ্গদেহস্যৈব গুণপ্রবাহঃ সংসারঃ। ভিন্নত্বে হেতুঃ—দ্রব্যাদ্যাত্মকস্য অধিভূতাধ্যাত্মাধিদৈববুদ্ধ্যাদিস্বরূপস্য। অয়মর্থঃ—লিঙ্গদেহে খল্বভিমানেনৈব জীবস্য সংসারো, ন ত্বৌদা-

সীন্যেনেতি তত্রাধ্যক্ষত্বেঽপি ন জীবস্য ক্ষতিলিঙ্গস্যাপি তদেবালিঙ্গত্বমিতি। এবঞ্চ 'যঃ স্বধর্ম্মেণেত্যাদিনা' ভক্তিমিশ্রেণ জ্ঞানেন যতমানানাং সংসারাভাবমুক্ত্বা কেষাঞ্চিৎ কেবলয়ৈব ভক্ত্যা "জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা" ইতি ন্যায়েন সংসারনিবৃত্তয়েঽযতমানানামপি সংসারাভাবমাহ—দৃষ্টাস্বিতি। আসক্ত্যভাবাৎ প্রাকৃতসম্পদ্বিপদোর্ন বিক্রিয়ন্তে। আসক্ত্যভাবে হেতুঃ—ময়ি বদ্ধেতি সৌহৃদবদ্ধস্তু কেবলয়ৈব ভক্ত্যা ভবেদিত্যুপপাদিতং তৃতীয়স্কন্ধে ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, দ্রব্যাদির অর্থাৎ দেহ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় এবং মনের অধ্যক্ষরূপে অবস্থিত হইলেও জীবের কি প্রকারে সেই সকলে ঔদাসীন্য-মাত্রেই সংসারের অভাব হইতে পারে?—তাহাতে বলিতেছেন—'ভিন্নস্য লিঙ্গস্য', জীব হইতে ভিন্ন লিঙ্গদেহেরই গুণপ্রবাহ, অর্থাৎ জন্ম-মরণ-পরম্পরারূপ সংসার হইয়া থাকে। জীব হইতে লিঙ্গদেহের ভিন্নত্বের কারণ, লিঙ্গদেহ দ্রব্যাদ্যাত্মক, অর্থাৎ দেহ, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিস্বরূপে অবস্থিত এই লিঙ্গশরীর, তাহারই সংসার ভোগ হয়। এই প্রকার অর্থ—লিঙ্গদেহে অভিমানের দ্বারাই জীবের সংসার, কিন্তু ঔদাসীন্যের দ্বারা নহে, সেখানে অধ্যক্ষরূপে অবস্থিত হইলেও জীবের কোন ক্ষতি নাই, লিঙ্গদেহেরও তাহাই অলিঙ্গত্ব। এই প্রকার—'যঃ স্বধর্ম্মেণ' (৯ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে, ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের দ্বারা ভজনকারীর সংসারাভাব বলিয়া, কাহার কাহার মতে কেবলা (শুদ্ধা) ভক্তির দ্বারাই সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন—"জরয়ত্যাশু যা কোষং" (৩।২৫।৩৩) ইত্যাদি, অর্থাৎ জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্নাদি জীর্ণ করে, তদ্রূপ নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তিও শীঘ্র লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধ করে—এই ন্যায় অনুসারে সংসার নিবৃত্তির নিমিত্ত যত্ন না করিলেও তাদৃশ ভজনশীল জনের অনায়াসেই সংসার বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্টাসু' ইত্যাদি। আসক্তির অভাব-বশতঃই প্রাকৃত সম্পদে বা বিপদে ভক্তজন হর্ষ-শোকাদি কোন বিকারপ্রাপ্ত হন না। আসক্তির অভাবের কারণ—'ময়ি বদ্ধ-সৌহৃদঃ', আমাতেই প্রণয়বদ্ধ (এইজন্য তাঁহাদের চিত্ত নিশ্চল)। এই প্রেমবন্ধন কিন্তু কেবলা (অহৈতুকী) ভক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহা তৃতীয় স্কন্ধে উপপাদিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

মধ্ব—

জীবাত্ভিন্নস্য মনসো গুণাঃ সত্ত্বাদয়ো মতাঃ।
তজ্জ্ঞাত্বা ন বিকুর্ব্বীত স্বস্বরূপং মনস্তথা ॥
ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ১২ ॥

সমঃ সমানোত্তম-মধ্যমাধমঃ
সুখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
ময়োপক্লিপ্তাখিললোকসংযুতো
বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, (ত্বং) সুখে চ দুঃখে চ সমঃ (সন্) (তথা) সমানোত্তম-মধ্যমাধমঃ (সমাঃ উত্তম-মধ্যমাধমা যস্য সঃ) জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ (জিতানি ইন্দ্রিয়াণি আশয়ঃ অন্তঃকরণং চ যেন সঃ) ময়া (পরমেশ্বরেণ) উপক্লিপ্তাখিললোক-সংযুতঃ (উপক্লিপ্তাঃ সম্পাদিতাঃ যে অখিলা লোকা অমাত্যাদয়ঃ তৈঃ সংযুতঃ সন্) অখিললোকরক্ষণং বিধৎস্ব (কুরু) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে বীর, (তুমিও পণ্ডিত,) অতএব তুমি সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া এবং উত্তম, মধ্যম ও অধমে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া, সুখদুঃখ-বিষয়ে ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত কর এবং আমি তোমাকে অমাত্যাদি যে সকল পার্ষদ প্রদান করিয়াছি, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত লোক রক্ষা কর ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বঞ্চ ময়ি বদ্ধসৌহৃদ ইত্যতো মন্নিদেশ এব বর্ত্তস্বেত্যাহ—সম ইতি চতুর্ভিঃ। প্রাকৃত-সম্পদ্বিপদোঃ সমবুদ্ধিঃ। সমানাঃ সত্ত্বাদিগুণৈরুত্তম-মধ্যমাধমা যস্য সঃ। ময়েশ্বরেণোপক্লিপ্তাঃ সম্পাদিতা যেঽখিললোকা অমাত্যাদয়স্তৈঃ সংযুতঃ। ঈশ্বর-দত্তৈশ্বর্য্যোঽহমীশ্বরাজ্ঞাপালনরূপং প্রজারক্ষণং করোমীতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমিও 'আমাতে বদ্ধসৌহৃদ' এই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই অবস্থান কর—ইহা বলিতেছেন, 'সমঃ' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'সমঃ' —প্রাকৃত সম্পদ্ ও বিপদে সমবুদ্ধি (অর্থাৎ সম্পৎ

প্রাপ্তিতে হৃষ্টচিত্ত হইবে না, কিম্বা বিপদেও মুহ্যমান হইবে না)। সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধমে সমবুদ্ধি যাহার, তাদৃশ তুল্যবুদ্ধি হইয়া (ইন্দ্রিয় ও মন জয় করতঃ), 'ময়োপক্লিপ্ত'—ঈশ্বর আমার দ্বারা সম্পাদিত (সৃষ্ট) যে সকল লোক অর্থাৎ অমাত্য প্রভৃতি, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া (সমস্ত লোকের রক্ষাবিধান কর)। ঈশ্বরদত্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত আমি, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনরূপ প্রজারক্ষণ করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে (প্রজা পালন কর)—এই অর্থ ॥১৩॥

শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞো
যৎ সাম্পরায়ে সুকৃতাৎ ষষ্ঠমংশম্ ।
হর্ত্তান্যথা হৃতপুণ্যঃ প্রজানা-
মরক্ষিতা করহারোঽঘমত্তি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপালনম্ এব রাজ্ঞঃ শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্করং) যৎ (যস্মাৎ) সাম্পরায়ে (পরলোকে) (প্রজাপালকঃ) সুকৃতাৎ (প্রজাভিঃ কৃতাৎ পুণ্যাৎ) ষষ্ঠম্ অংশং হর্ত্তা (হরতি)। অন্যথা করহারঃ (সন্) অরক্ষিতা (চেৎ) (প্রজাভিঃ) হৃতপুণ্যঃ (হৃতং পুণ্যং যস্য সঃ) (রাজা) প্রজানাম্ অঘং (পাপফলং) অত্তি (ভুঙ্‌ক্তে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—প্রজাপালনই রাজার পক্ষে পরমমঙ্গলজনক কার্য্য, কারণ পরলোকে রাজা প্রজাগণের উপার্জ্জিত পুণ্যের ষষ্ঠভাগ ভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন; অথচ তাঁহাদিগের রক্ষণবিষয়ে উদাসীন, প্রজাগণ সেই রাজার পুণ্য হরণ করিয়া ল'ন এবং রাজা প্রজাদিগের পাপফল ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যস্যাপি রাজ্ঞঃ প্রজাপালনমেব ধর্ম্ম ইত্যাহ—সাম্পরায়ে পরলোকে প্রজানাং সুকৃতাৎ হর্ত্তা গৃহীতা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যান্য রাজগণেরও প্রজা পালনই ধর্ম্ম, ইহা বলিতেছেন—'শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব' ইত্যাদি। যেহেতু রাজা 'সাম্পরায়ে' অর্থাৎ পরলোকে প্রজাগণের কৃত পুণ্য হইতে ষষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

এবং দ্বিজাগ্র্যানুমতানুবৃত্ত-
ধর্ম্মপ্রধানোঽন্যতমোঽবিতাস্যাঃ ।
হ্রস্বেন কালেন গৃহোপযাতান্
দ্রষ্টাসি সিদ্ধাননুরক্তলোকঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং দ্বিজাগ্র্যানুমতানুবৃত্তধর্ম্মপ্রধানঃ (দ্বিজাগ্র্যাণাং বেদবাদিনাম্ অনুমতঃ সম্মতঃ চাসৌ অনুবৃত্তশ্চ পরম্পরা-প্রাপ্তঃ যঃ ধর্ম্মঃ সঃ এব প্রধানং যস্য সঃ) (তথা) অন্যতমঃ (অতিশয়েনান্যঃ ধর্ম্মাদিষু অনাসক্তঃ) (অতএব) অনুরক্তলোকঃ (অনুরক্তঃ লোকঃ যস্মিন্ সঃ) অস্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) অবিতা (রক্ষকশ্চ সন্) হ্রস্বেন (অল্পেন) কালেন গৃহোপযাতান্ (গৃহাগতান্) সিদ্ধান্ (সনকাদীন্) দ্রষ্টাসি (দ্রক্ষ্যসি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব যে ধর্ম্ম প্রধান প্রধান ঋষিদিগের অনুমোদিত এবং শ্রৌতপারম্পর্য্যক্রমে আগত, তুমি সেই ধর্ম্মকেই প্রধান জ্ঞান করিয়া অনাসক্তভাবে এই পৃথিবী পালন কর, তাহা হইলেই প্রজাগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন এবং তুমিও অচিরেই নিজ-ভবনে সনকাদি সিদ্ধ পুরুষদিগকে উপস্থিত দেখিতে পাইবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজাগ্র্যৈঃ শাস্ত্রাভিজ্ঞৈর্বিপ্রৈরনুমতোঽথচানুবৃত্তঃ পরম্পরা-প্রাপ্তো ধর্ম্ম এব প্রধানং যস্য সঃ। অন্যতমস্তত্রানাসক্তঃ ঐকপদ্য-পাঠে কর্ম্মধারয়ঃ। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজাগ্র্যানুমতঃ'—শাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত, অথচ 'অনুবৃত্তঃ' অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ধর্ম্মই প্রধান যাঁহার, তাদৃশ হইয়া (পৃথিবীর শাসন কর)। 'অন্যতমঃ'—অর্থাৎ অর্থ-কামকে প্রাসঙ্গিক মনে করতঃ অনাসক্ত হইয়া। এই স্থলে 'ঐকপদ্য'—এইরূপ পাঠান্তরে কর্ম্মধারয় সমাসে—'ধর্ম্মপ্রধানৌ ঐকপদ্যৌ'—অর্থাৎ ব্রাহ্মণানুমোদিত ধর্ম্ম ও পরম্পরাপ্রাপ্ত ধর্ম্মকে প্রধানরূপে গ্রহণ করতঃ অন্য কাম ও মোক্ষকে তাহার সহিত একীভূত করিয়া, 'অস্যাঃ'—এই পৃথিবীর রক্ষা করিবে ॥ ১৫ ॥

বরঞ্চ মৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র
বৃণীষ্ব তেঽহং গুণশীলযন্ত্রিতঃ ।
নাহং মখৈর্ব্বৈ সুলভস্তপোভি-
র্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্ত্তী ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মানবেন্দ্র, অহং তে (তব) গুণশীলযন্ত্রিতঃ (গুণৈঃ শমাদিভিঃ শীলেন নির্ম্মৎসরাদি-স্বভাবেন চ যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ অস্মি, অতঃ) মৎ (মত্তঃ) (ত্বং) কঞ্চন (যথেষ্টং) বরং বৃণীষ্ব, যৎ (যস্মাৎ) সমচিত্তবর্ত্তী (সমং বৈষম্যরহিতং চিত্তং যেষাং তেষু এব বর্ত্তিতুং শীলং যস্য সঃ তথাভূতঃ) (অহং) (গুণশীলরহিতৈঃ) মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) তপোভিঃ (তথা) যোগেন বা অহং ন বৈ সুলভঃ (ন প্রসন্নঃ ভবামি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে নরেন্দ্র, আমি তোমার শমাদি-চরিত্র এবং নির্ম্মৎসরাদি স্বভাবের দ্বারা বশীভূত হইয়াছি। অতএব তুমি আমার নিকট কোন একটী অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ; যেহেতু যাঁহাদের চিত্ত বৈষম্যরহিত, আমি তাঁহাদেরই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকি। যজ্ঞ, তপস্যা বা যোগদ্বারা আমি কখনও সহজপ্রাপ্য নহি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অত্যনুকম্পয়া বিগতগাম্ভীর্য্য আহ—বরঞ্চেতি। গুণশীলাভ্যাং যন্ত্রিতো বশীকৃতঃ প্রাকৃতাভ্যাং তাভ্যাং বশীকারাসম্ভবাদপ্রাকৃতে তে ভক্ত্যুত্থে এব জ্ঞেয়ে, গুণো দয়াক্ষমাদিঃ শীলং বিনয়-স্নেহাদিময়ঃ স্বভাবঃ। নাহমিতি—"ন রোধয়তি মাং যোগঃ" ইত্যাদেঃ। যদ্‌যস্মাৎ সমং তুল্যমেব সর্ব্বেষাং চিত্তবর্ত্তী চিত্তাধিষ্ঠাতা সর্ব্বত্রোদাসীন এব, ন তু কস্যাপি বশ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতিশয় অনুকম্পাবশতঃ গাম্ভীর্য্য পরিহারপূর্ব্বক বলিতেছেন—হে মানবেন্দ্র! আমার নিকট কোন একটি বর প্রার্থনা কর। 'গুণ-শীল-যন্ত্রিতঃ'—আমি তোমার গুণ ও স্বভাবের দ্বারা বশীভূত হইয়াছি। এখানে প্রাকৃত গুণ ও স্বভাবের দ্বারা শ্রীভগবানের বশীকার অসম্ভব বলিয়া, উহারা অপ্রাকৃত ভক্তি হইতে উত্থিতই বুঝিতে হইবে। গুণ বলিতে দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি এবং শীল অর্থাৎ বিনয়, স্নেহাদিময় স্বভাব। 'নাহং' ইতি—আমি যজ্ঞ, তপস্যা বা যোগের দ্বারা সুলভ নহি। শ্রীএকাদশ স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—"ন রোধয়তি মাং যোগঃ" (১১।১২।১) ইত্যাদি, অর্থাৎ যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা প্রভৃতি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ সৎসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে। 'যৎ'—যেহেতু আমি 'সমচিত্তবর্ত্তী'—সম অর্থাৎ তুল্যভাবেই সকলের চিত্তে আমি অধিষ্ঠান করিয়া থাকি, সর্ব্বত্র উদাসীন, কিন্তু কাহারও বশ (অধীন) নই, এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
স ইত্থং লোকগুরুণা বিষ্বক্সেনেন বিশ্বজিৎ ।
অনুশাসিত আদেশং শিরসা জগৃহে হরেঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—সঃ বিশ্বজিৎ (পৃথুঃ) লোকগুরুণা বিষ্বক্সেনেন (ভগবতা) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) অনুশাসিতঃ (অনুশিক্ষিতঃ সন্) (তস্য) হরেঃ আদেশম্ (আজ্ঞাং) শিরসা (মস্তকেন) জগৃহে (বহুমানেনাঙ্গীচকার) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, বিশ্ব-বিজয়ী পৃথু লোকগুরু ভগবান্ শ্রীহরিকর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া শ্রীহরির আদেশে অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

স্পৃশন্তং পাদয়োঃ প্রেম্না ব্রীড়িতং স্বেন কর্ম্মণা ।
শতক্রতুং পরিষ্বজ্য বিদ্বেষং বিসসর্জ্জ হ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—স্বেন কর্ম্মণা (অশ্বাপহরণেন) ব্রীড়িতং (লজ্জিতং) (ক্ষমাপয়িতুং) পাদয়োঃ স্পৃশন্তং শতক্রতুম্ (ইন্দ্রং) প্রেম্না পরিষ্বজ্য (আশ্লিষ্য) বিদ্বেষং বিসসর্জ্জ (ত্যক্তবান্) হ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই সময় ইন্দ্র স্বীয় কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জিত হইয়া পৃথুর পদযুগলে পতিত হইলেন। তখন পৃথুমহারাজ প্রেমবশতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বেনাশ্বাপহরণেন ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বেন'—নিজের অশ্ব অপহরণরূপ কর্ম্মের দ্বারা (লজ্জিত ইন্দ্র) ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—আয়াসদুঃখব্রীড়াদীন্ প্রায়শঃ সুখিনোঽপি তু।
নিয়মাদৃষিভূতেষু মোহায়াদর্শয়ন্ সুরাঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১৮ ॥

ভগবানপি বিশ্বাত্মা পৃথুনোপহৃতার্হণঃ ।
সমুজ্জিহানয়া ভক্ত্যা গৃহীতচরণাম্বুজঃ ॥ ১৯ ॥
প্রস্থানাভিমুখোঽপ্যেনমনুগ্রহবিলম্বিতঃ ।
পশ্যন্ পদ্মপলাশাক্ষো ন প্রতস্থে সুহৃৎ সতাম্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(অথ) বিশ্বাত্মা (বিশ্বস্য আত্মা) সমুজ্জিহানয়া (সমুদগচ্ছন্ত্যা প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানয়া) ভক্ত্যা পৃথুনা উপহৃতার্হণঃ (উপহৃতং সমর্পিতম্ অর্হণং পূজাসাধনম্ অর্ঘ্যাদি যস্মৈ সঃ) গৃহীত-চরণাম্বুজঃ (গৃহীতে চরণাম্বুজে যস্য সঃ) পদ্মপলাশাক্ষঃ সতাং সুহৃৎ (মিত্রং) ভগবান্ অপি প্রস্থানাভিমুখঃ (গমনায় উদ্যতঃ) অপি অনুগ্রহবিলম্বিতঃ (অনুগ্রহেণ বিলম্বিতঃ কৃতবিলম্বঃ) এনং (পৃথুং) পশ্যন্ ন প্রতস্থে (প্রয়াণং ন কৃতবান্) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পৃথু মহারাজা বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিবার জন্য বিবিধ সামগ্রী আহরণ করিলেন এবং পরিবর্দ্ধিত-ভক্তিযোগে তাঁহার চরণ-কমল বন্দনা করিলেন। শ্রীহরি—সজ্জনসুহৃৎ, সুতরাং তিনি গমনার্থ উদ্যত হইলেও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-নিবন্ধন শীঘ্র প্রস্থান করিতে পারিলেন না। পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ রাজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—সমুজ্জিহানয়া সম্যগুদয়ন্ত্যা প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানয়েত্যর্থঃ। এনং পৃথুম্ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমুজ্জিহানয়া'—সম্যক্‌রূপে উদয়প্রাপ্ত, অর্থাৎ প্রতিক্ষণে বর্দ্ধমান ভক্তির দ্বারা, এই অর্থ। 'এনং'—এই মহারাজ পৃথুকে ॥১৯-২০॥

মধ্ব—অপকৃভক্তিযুক্তা যে ন তেষাং বিষ্ণুদর্শনম্।
প্রায়ো ভবতি দুঃখস্য ত্বভাবঃ প্রায়শো ভবেৎ ॥
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্। জগৎ সমস্তং বিশ্বং চ নিখিলং পূর্ণমুচ্যতে ইত্যভিধানম্ ॥ ১৯-২০ ॥

স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং
বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচনঃ ।
ন কিঞ্চনোবাচ স বাষ্পবিক্লবো
হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অশ্রুলোচনঃ (অশ্রুপূর্ণনয়নঃ) সঃ আদিরাজঃ (পৃথুঃ) হরিং বিলোকিতুং ন অশকৎ, (তথা) বাষ্পবিক্লবঃ (বাষ্পেণ কণ্ঠরোধকজলেন বিক্লবঃ ব্যাকুলঃ সন্) সঃ (পৃথুঃ) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) ন উবাচ, (কিন্তু) রচিতাঞ্জলিঃ (রচিতা অঞ্জলির্যেন সঃ) (তূষ্ণীম্) অবস্থিতঃ (সন্) অমুং (হরিং) হৃদা উপগুহ্য (আশ্লিষ্য) অধাৎ (ধৃতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তখন আদিরাজ পৃথু শ্রীহরিকে স্তব করিবার জন্য কৃতাঞ্জলি হইলেন, কিন্তু আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁহার লোচনদ্বয় পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলেন না ; এবং বাষ্পদ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় নিঃশব্দ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতঃ কৃপাতিরেকমুক্ত্বা তস্য পৃথো-র্ভক্ত্যতিশয়মাহ—স ইতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের কৃপার পরা-কাষ্ঠা বর্ণনা করিয়া এক্ষণে মহারাজ পৃথুর ভক্তির আতিশয্য বলিতেছেন—"স আদিরাজঃ", ইত্যাদির দ্বারা ॥ ২১ ॥

অথাবমৃজ্যাশ্রুকলা বিলোকয়-
ন্নতৃপ্তদৃগ্‌গোচরমাহ পূরুষম্ ।
পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে
বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ অশ্রুকলাঃ (অশ্রুবিন্দূন্) অবমৃজ্য (অপনীয়) অতৃপ্তদৃগ্‌গোচরম্ (অতৃপ্তয়োর্দৃশোর্গোচরং বিষয়ভূতং) পদা ক্ষিতিং স্পৃশন্তম্ উরঙ্গবিদ্বিষঃ (গরুড়স্য) উন্নতে অংসে (স্কন্ধে) বিন্যস্তহস্তাগ্রং (বিন্যস্তং হস্তাগ্রং যেন তং) পূরুষং (ভগবন্তং) বিলোকয়ন্ আহ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনি অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীহরি ভূপৃষ্ঠে চরণযুগল

স্থাপনপূর্ব্বক গরুড়ের উন্নতস্কন্ধে হস্তাগ্র বিন্যস্ত করিয়া তাঁহার অপরিতৃপ্ত লোচনপথের পথিকরূপে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি সেই পুরুষকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অতৃপ্তয়োর্দৃশোর্গোচরং বিষয়ভূতং। পদা ক্ষিতিং স্পৃশন্তমিত্যত্র ভাবঃ শ্রীস্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতো, যথা—"ন খলু দেবাঃ পদা ভুবং স্পৃশন্তি, অতঃ কৃপা-পরবশো হরির্নূনমাত্মানং বিস্মৃতবানিব। অতএব স্খলনপরিহারায় গরুড়স্যোন্নতে স্কন্ধে বিন্যস্তং হস্তা-গ্রং যেন তমিতি" ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতৃপ্তদৃগ্-গোচরম্'—অতৃপ্ত নয়নযুগলের বিষয়ীভূত (শ্রীবিষ্ণুকে বলিলেন)। 'পদা ক্ষিতিং স্পৃশন্তং'—চরণ দ্বারা ভূমিস্পর্শকারী, —এখানকার ভাবার্থ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—দেবতাগণ চরণদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করেন না, অতএব কৃপাপরবশ হইয়া (বাৎসল্যবশতঃ) শ্রীহরি নিশ্চয়ই নিজেকে বিস্মৃত হইয়া যেন (পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছেন)। অতএব স্খলন পরিহারের জন্য (অর্থাৎ পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায়) গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে যিনি হস্তের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করিয়াছেন, সেই (শ্রীহরিকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ২২ ॥

শ্রীপৃথুরুবাচ—

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, (ঈশ,) বুধঃ (কোঽপি সুধী) বরদেশ্বরাৎ (বরদানাং ব্রহ্মাদীনাম্ ঈশ্বরাৎ) ত্বৎ (ত্বত্তঃ সকাশাৎ) গুণবিক্রিয়াত্মনাং (গুণৈঃ বিক্রিয়তে ইতি গুণবিক্রিয়ঃ অহঙ্কারঃ সঃ এব আত্মা যেষাং তেষাং ব্রহ্মাদীনাং সম্বন্ধিনঃ) বরান্ (বিষয়ান্) কথং বৃণীতে (নৈব বৃণীতে ইত্যর্থঃ); (হে) কৈবল্যপতে, (মুক্তিদাতঃ,) নারকাণাং (শ্ব-শূকরাদি-নারকীযোনিমতাম্) অপি দেহিনাং যে (বিষয়াঃ) সন্তি, (অতঃ) (হে) ঈশ! (অহম্ অপি) তান্ (বরান্) ন চ বৃণে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পৃথু কহিলেন, হে বিভো, যাঁহাদিগের বরদান করিবার ক্ষমতা আছে, আপনি সেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও ঈশ্বর। কোন্ বিবেকি-ব্যক্তি এতাদৃশ আপনার নিকট দেহাভিমানি-ব্যক্তিগণের ভোগ্য বর প্রার্থনা করেন? হে পরমেশ, ঐ সকল ভোগ্য-বস্তু নরকবাসি দেহধারিগণেরও আছে। হে মুকুন্দ, সেই সকল ঘৃণিত তুচ্ছ ভোগ্যবস্তু আমি প্রার্থনা করি না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বরং বৃণীষ্বেত্যস্যোত্তরমাহ—বরান্ বুধঃ কথং বৃণীতে কিন্ত্ববুধ এবেত্যর্থঃ। তত্রাপি গুণৈর্বিক্রিয়া বিকারো যস্য তথাভূত আত্মা মনো যেষাং কর্ম্মিণাং সম্বন্ধিনঃ স্বর্গাদীনিত্যর্থঃ। কৈবল্যপতে ইতি কৈবল্যকামোঽপি যান্ ন বৃণীতে তানহং কৈবল্যনামাপ্যসহিষ্ণুঃ কথং বৃণে ইতি ভাবঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর গ্রহণ কর'—শ্রীভগবানের এই কথার উত্তরে বলিতেছেন—'বরান্ বুধঃ', বুধ অর্থাৎ বিবেকী জন কিজন্য বর প্রার্থনা করিবেন? যাহারা অবিবেকী, তাহারাই প্রার্থনা করিতে পারে—এই অর্থ। তাহাতে আবার 'গুণ-বিক্রিয়াত্মনাম্' —গুণের দ্বারা বিক্রিয়া অর্থাৎ বিকার (অহঙ্কার) যাহার, তথাভূত আত্মা বলিতে মন যাহাদের, তাদৃশ কর্ম্মিগণের সম্বন্ধীয় স্বর্গাদি বর—এই অর্থ। হে কৈবলপতে!, ইহা বলায়, কৈবল্যকামী, অর্থাৎ মোক্ষার্থিগণও যে স্বর্গাদি বর প্রার্থনা করেন না, তাহা কৈবল্য নামেও অসহিষ্ণু আমি কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারি?—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, মহত্তমান্তর্হৃদয়াৎ (মহত্তমানাম্ অন্তর্হৃদয়াৎ) মুখচ্যুতঃ (মুখদ্বারা নির্গতঃ) যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ (ভবৎপাদাম্ভোজমকরন্দঃ যশঃ-শ্রবণাদি-সুখং) যত্র (কৈবল্যে) ন (অস্তি), তৎ (কৈবল্যম্) অপি অহং ক্বচিৎ (কদাচিদপি) ন কাময়ে, (কিন্তু যশঃশ্রবণায়) কর্ণাযুতং (কর্ণানাম্ অযুতং) বিধৎস্ব, এষঃ মে বরঃ (দেয়ঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখমার্গ দ্বারা বিনিঃসৃতা ভবদীয় পাদপদ্মসুধার যশোগান শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুতকর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিংবা কৈবল্যপতে ইতি সম্বোধনাৎ কৈবল্যং বরিষ্যতীতি মা শঙ্কিষ্ঠাঃ, কিন্তু কৈবল্যমপি যেভ্য এব রোচতে, তেভ্য এব তদ্দীয়তামিত্যভিপ্রায়েণৈব তু ময়া তচ্ছব্দেনামন্ত্রিতোহসীত্যাহ—নেতি। 'বরঞ্চ মৎ কঞ্চন বৃণুম্বেতি' যদুক্তং, তত্র সামান্যতো বরানহং নৈব কাময়ে, বিশেষতোহপি কঞ্চন বরং কৈবল্যং, তদপি কুচিৎ কদাচিদতিদুঃখদশায়ামপি ন কাময়ে। কুতঃ? যত্র কৈবল্যে যুষ্মচ্চরণাম্বুজস্য আসবো মকরন্দস্তদীয়-গুণকথামাধুর্য্যভরো নাস্তি; কীদৃশঃ? মহত্তমানামন্তর্হৃদয়াৎ মুখদ্বারা চ্যুতঃ অন্তর্হৃদয়েনাস্বাদ্যানন্দোদ্রেকাৎ কীর্ত্ত্যমান ইত্যর্থঃ। "শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্" ইতিবন্মহদাস্বাদ্যত্বে সতি তস্যাতিমাধুর্য্যমুদয়তে ইতি ভাবঃ। মধুরমপি জলং ক্ষারভূমিপ্রবিষ্টং যথা বিরসীভবতি, তথৈবাবৈষ্ণব-মুখনির্গতো ভগবদ্গুণোহপি নাতিরোচক ইতি ব্যতিরেকশ্চ গম্যঃ। তর্হি কিং কাময়সীত্যত্রাহ—বিধৎস্বেতি। মহতাং গুণকথাঞ্চানন্ত্যাৎ যত্র যত্র যৈর্যৈর্যা যা গুণকথাঃ কীর্ত্ত্যমানাঃ স্যুস্তাসামেকামপি কথামহং ত্যক্তুং ন শক্নোমীত্যতিলোভাৎ কর্ণানন্ত্যস্পৃহা, তেন কৈবল্যকামা যেভ্যঃ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়েভ্যো প্রিয়েভ্যো দ্রুহ্যন্তি, তান্যেবাহং কাময়ে ইতি দ্যোতিতম্। ননু কোহপ্যেবং ন বৃণীতে? সত্যং, মম ত্বেষ এব বরো, নান্য ইতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিম্বা—'কৈবল্যপতে', এই সম্বোধনহেতু এই ব্যক্তি কৈবল্য (মুক্তি) বরণ করিবে—এইরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কিন্তু কৈবল্যও যাঁহাদের রুচিপ্রদ, তাঁহাদিগকেই তাহা (সেই মুক্তি) প্রদান করুন—এই অভিপ্রায়েই আমি ঐ শব্দের (অর্থাৎ কৈবল্যশব্দের) দ্বারা আপনাকে আমন্ত্রিত করিয়াছি—ইহা বলিতেছেন—'ন কাময়ে' ইত্যাদি। 'বরঞ্চ মৎ কঞ্চন বৃণুম্ব' (১৬ শ্লোক)—আমার নিকট হইতে কোনও বর গ্রহণ কর, এইরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সাধারণভাবে কোন বর আমি কখনই কামনা করি না, বিশেষতঃ কোনও বর, যাহা কৈবল্য, তাহাও কখনও, কোন সময়ে অতিদুঃখ দশাতেও আকাঙ্ক্ষা করি না। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'যত্র', যে কৈবল্যে (মুক্তিতে) 'যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ'—আপনার চরণকমলের আসব, মকরন্দ (মধু) অর্থাৎ আপনার গুণকথামাধুর্য্যভর নাই। কিপ্রকার পাদপদ্ম-মধু? তাহাতে বলিতেছেন—'মহত্তমান্তর্হৃদয়াৎ'—মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় (হৃদয়ের অভ্যন্তর) হইতে মুখদ্বারা চ্যুত (বিনিঃসৃত), অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তর্হৃদয়ের দ্বারা আস্বাদ্যমান আনন্দের উদ্রেক হইতে কীর্ত্ত্যমান পাদপদ্মমধু (কথা-রস)—এই অর্থ। যেমন উক্ত হইয়াছে—"শুক-মুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্" (১।১।৩)—শুকমুখ হইতে গলিত, অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত, অমৃতদ্রব-সংযুক্ত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল এই শ্রীমদ্ভাগবত, ইত্যাদি, এইরূপ মহতের দ্বারা আস্বাদ্য হইলে সেই ভাগবতী কথার অতিশয় মাধুর্য্য উদিত হয়, এই ভাব। ইহার দ্বারা যেমন জল সুমধুর হইলেও ক্ষারভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্বাদপূর্ণ হয়, তদ্রূপ অবৈষ্ণবের মুখ হইতে নির্গত শ্রীভগবানের গুণও অতিশয় রুচিকর হয় না—ব্যতিরেকের দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তও অবগত হওয়া যায়। যদি বলেন—তাহা হইলে তুমি কি কামনা কর? তাহাতে বলিতেছেন—'বিধৎস্ব'—আপনার কীর্ত্তি-শ্রবণের নিমিত্ত আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন। মহদ্গণের এবং আপনার গুণকথার আনন্ত্যহেতু, যেখানে যেখানে যে যে মহাত্মাগণের দ্বারা যে যে গুণকথা কীর্ত্ত্যমান হইবে, তাহাদের একটিমাত্র কথাকেও আমি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম নই, এই অতি লোভবশতঃই অনন্ত কর্ণের স্পৃহা। ইহার দ্বারা মুক্তিকামিগণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রিয়তম যে ভগবৎকথারসকে দ্রোহ অর্থাৎ হেয়বুদ্ধি করেন, আমি তাহাই কামনা করি—ইহা দ্যোতিত হইল। দেখুন—এইপ্রকার ত কেহই প্রার্থনা করে না, তাহাতে বলিতেছেন—সত্য,

কিন্তু আমার ইহাই বর (প্রার্থনা), অন্য কিছু নহে ॥ ২৪ ॥

স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃত-তত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) উত্তমঃশ্লোক, মহন্মুখচ্যুতঃ (মহতাং মুখাৎ চ্যুতঃ) (যঃ) ভবৎপদাম্ভোজ-সুধাকণা-নিলঃ (ত্বচ্চরণপদ্ম-সুধায়াঃ কণা লেশঃ তৎসম্বন্ধী যঃ অনিলঃ) সঃ (দূরাৎ অপি কিঞ্চিৎ যশঃশ্রবণমাত্রম্ এবঃ) বিস্মৃত-তত্ত্ববর্ত্মনাং (বিস্মৃতং তত্ত্বস্য বর্ত্ম মার্গঃ যৈঃ তেষাং) কুযোগিনাং (চলচ্চিত্তানাং) নঃ (অস্মাকং) পুনঃ স্মৃতিম্ (আত্মজ্ঞানং) বিতরতি (সম্পাদয়তি, তস্মাৎ কথা-শ্রবণাৎ অন্যৈঃ) বরৈঃ অলং (ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে উত্তমঃশ্লোক, মহাজনগণের মুখ-নিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্মমকরন্দ-কণা-সম্পৃক্ত অনিল কুযোগিগণেরও পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন কি ? ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মহাতত্ত্বজ্ঞৈরপি দুর্ল্লভং কৈবল্য-মপি কুতো নেচ্ছসীতি তত্র ব্যাজস্তুতিমাশ্রিত্যাহ—স ইতি। ভবৎপদাম্ভোজসুধায়াঃ কণো লেশস্তৎসম্বন্ধী তাবদনিলোঽপি কিমুত তৎকণঃ ; কিমুততরাং সা সুধা। তদ্গুণকথালেশপ্রসঙ্গোঽপীত্যর্থঃ। স্মৃতিং ত্বচ্চরণস্মরণং বিতরতি ; অতএব বিস্মৃততত্ত্বমার্গাণা-মিতি ত্বয়োপদিষ্টং যন্নবধা বৈলক্ষণ্য-সালক্ষণ্যাভ্যাং পরমাত্ম-জীবাত্ম-দেহতত্ত্বং তদধুনৈব ময়া বিস্মৃতমত এব কুযোগিনামিতি ব্যাজস্তুতিঃ। অস্মাকং বরৈরলং বিস্মৃত-তত্ত্ব-বর্ত্মত্বাৎ কৈবল্যেন ত্বৎকথাস্বাদৈক-ব্রতত্বাদ্বরান্তরৈরপ্যস্মাকং প্রয়োজনং নাস্তি। বয়ং কুযোগিনো নিকৃষ্টাঃ খল্বভ্যস্ততত্ত্ববর্ত্মানঃ সুযোগিনো ভবিতুং ন প্রভবামেতি কথং কৈবল্যায় স্পৃহয়াম ইতি, কথং বা কীটবিশেষা মধুব্রতা ইব তচ্চরণকমলমক-রন্দাস্বাদমাত্রেণৈব পূর্ণা রাজ্যাদি-সম্পত্তীঃ প্রাপ্তুং শক্নুম ইতি ভঙ্গ্যা স্বেষামেবোৎকর্ষো ধ্বনিতঃ ॥২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, মহা-তত্ত্বজ্ঞদিগেরও দুর্ল্লভ কৈবল্যও কিজন্য ইচ্ছা করি-তেছ না ? তাহাতে ব্যাজস্তুতি (এখানে নিন্দার ছলে স্তুতি) আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন—'সঃ' ইতি। আপনার চরণকমলদ্বয়ের যে সুধা (অমৃত), তাহার যে কণ অর্থাৎ লেশমাত্র, তৎসম্বন্ধী (তাহার দ্বারা সম্পৃক্ত) যে বায়ু, তাহাও, আর তাহার কণার কথা কি ? তাহাতে আবার সেই অমৃতের কথা কি বক্তব্য ? তাহার গুণলেশের প্রসঙ্গও, এই অর্থ। 'স্মৃতিং'—আপনার চরণের স্মরণ (তদ্বিষয়ক ভক্তি) 'বিতরতি'—দান করিয়া থাকে, অতএব 'বিস্মৃত-তত্ত্ববর্ত্মনাং', যাহারা আপনার তত্ত্বমার্গ বিস্মৃত হইয়াছে, অর্থাৎ আপনার দ্বারা (৭ম শ্লোকে) যে নয় প্রকার বৈশাদৃশ্য ও সাদৃশ্যের দ্বারা পরমাত্মা, জীবাত্মা ও দেহতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছিল, তাহা এখনই আমি বিস্মৃত হইয়াছি, অতএব আমার ন্যায় কুযোগিগণের, ইহা ব্যাজস্তুতি। আমাদের 'বরৈঃ অলম্'—বরের কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমরা তত্ত্বমার্গই বিস্মৃত হইয়াছি, তাহাতে কৈবল্যেও কোন প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ আপনার কথার আস্বাদনই আমাদের একমাত্র ব্রত, এইজন্য অন্য কোন বরেরও আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা কুযোগী, অতি নিকৃষ্ট, অতএব তত্ত্বমার্গে অভ্যস্ত সুযোগী হইতে পারিব না, এইজন্য কিপ্রকারে কৈবল্যের স্পৃহা করিতে পারি ? আর কি প্রকারেই বা কীটবিশেষ মধুকরের ন্যায় আমরা আপনার চরণকমলের মধুর আস্বাদমাত্রেই পূর্ণ হইয়া রাজ্যাদি সম্পৎ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইব ? এইরূপ ভঙ্গিতে এখানে নিজেদের উৎকর্ষই ধ্বনিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুশ্রবঃ, (মঙ্গলকীর্ত্তে,) (যঃ কশ্চি-দপি) আর্য্যসঙ্গমে (আর্য্যাণাং মহতাং সঙ্গমে সতি) শিবং (কল্যাণং) তে (তব) যশঃ সকৃৎ (একবারম্

অপি) যদৃচ্ছয়া (অন্যপ্রসঙ্গাৎ অপি) উপশৃণোতি, (সঃ) গুণজ্ঞঃ (সারগ্রাহী চেৎ) পশুং বিনা কথং বিরমেৎ (বিরক্তঃ ভবেৎ)। শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ অপি) গুণ-সংগ্রহেচ্ছয়া (গুণানাং সর্ব্বপুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ স্বস্মিন্ সমাহারঃ তৎ-ইচ্ছয়া) যৎ (যশঃশ্রবণমেব) প্রবব্রে (প্রকর্ষেণ বব্রে বৃতবতী) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে মঙ্গলকীর্ত্তে, যে ব্যক্তি মহাজনগণের সাহচর্য্যে আপনার মঙ্গলপ্রদ যশ একবারও কোন প্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি একেবারে পশু না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, কারণ লক্ষ্মীদেবীও নিখিলগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আপনার যশোশ্রবণকেই প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মৎকথাস্বাদাদপি বিরম্য যোগীন্দ্রস্পৃহণীয়ং কৈবল্যমেব গৃহাণেতি তত্রাহ—যশ ইতি। হে সুশ্রবঃ, মঙ্গলকীর্ত্তে! তব যশঃ যদৃচ্ছয়া অযত্নতোঽকস্মাৎ প্রাপ্তমপি সকৃদপি যঃ শৃণোতি গুণজ্ঞশ্চেৎ স কথং তস্মাৎ বিরমেৎ? পশুং বিনেতি যো বিরমেৎ, স মনুষ্যেষু পশুঃ; যো ন বিরমেৎ, স পশুত্বপি মনুষ্য ইতি ধ্বনিঃ। "তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণলক্ষিতাৎ যুষ্মদযশঃপীযূষাদ্বিরমতে যোগিনে "ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ। কথায়াম্" ইত্যাদ্যুক্তস্বভাবায় কর্ম্মিণে চ পশবে পিণ্যাকতুষবুষাদিকমিব কৈবল্যাদিকং দেহি, ন তু মহ্যং মনুষ্যায়েত্যনুধ্বনিঃ। ননু মদযশঃস্বাদাদপি কৈবল্যাদিকমধিকং ভবেদিত্যত্র যোগী কর্ম্মী চ প্রমাণং, কৈবল্যাদিভ্যোঽপি মদযশঃ-স্বাদোঽধিক ইতি ভবন্মতে কঃ প্রমাণমিতি তত্রাহ—শ্রীর্মহালক্ষ্মীর্ব্রহ্মাদিসর্ব্বজগৎপূজ্যা সর্ব্বগুণমণ্ডিতাপি ত্বদ্‌যশো বব্রে গুণানাং ত্বদীয়-রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ-লীলালাবণ্য-কারুণ্যানাং সম্যক্ গ্রহণমাস্বাদনসামর্থ্যং তদিচ্ছয়েতি সৈবাত্র প্রমাণং, তদুপলক্ষিতা অন্যেঽপ্যাস্বাদিতচর-কৈবল্যসুখমপি লঘুকরিষ্ণবো যশস্যেব রমমাণাঃ শুকাদয়োঽপি প্রমাণম্। ঘাসবুদ্ধ্যেবেক্ষুপল্লবানি চরন্নপ্যন্তত্তদীয়কাণ্ডোত্থবরুচির্ঘাসমেবাস্বাদয়ন্ বৃষ ইব যোগী, সহকারপল্লবানি ত্যক্ত্বা কণ্টকমেবস্বাদয়ন্নুষ্ট্র ইব কর্ম্মী—কিং প্রমাণং ভবেদিতি ভাবঃ। ভক্তাবেব মোক্ষাদিসর্ব্বসুখান্তর্ভাবাৎ 'গুণানাং সর্ব্বপুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ স্বস্মিন্ সমাহারস্তদিচ্ছয়েতি' স্বামিচরণাঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমার কথার আস্বাদন হইতেও বিরত হইয়া যোগীন্দ্রগণের স্পৃহণীয় কৈবল্যই গ্রহণ করুন, তাহাতে বলিতেছেন —'যশঃ' ইত্যাদি। 'সুশ্রবঃ'—হে মঙ্গলকীর্ত্তে! আপনার যশ 'যদৃচ্ছয়া'—বিনা প্রযত্নে (অনায়াসে) অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইয়াও, একবার মাত্রও যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে যদি গুণজ্ঞ হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে তাহা হইতে বিরত হইতে পারে? 'পশুং বিনা'—পশু ব্যতীত, অর্থাৎ যিনি বিরত হন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে পশু, আর যিনি বিরত হন না, তিনি পশুদিগের মধ্যেও মনুষ্য—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। "তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে" (৩।২৮।৩৪) অর্থাৎ দুর্ব্বিগ্রাহ্য ভগবানের গ্রহণবিষয়ে মৎস্যবেধক বড়িশের ন্যায় উপায়স্বরূপ যোগীর চিত্ত, ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিমুক্ত হয়—ইত্যাদি শ্রীকপিল দেবের উক্তি অনুসারে লক্ষিত আপনার যশ-রূপ অমৃত হইতে বিরত যোগীর নিমিত্ত, এবং "ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষাঃ" (৩।৩২।১৮) অর্থাৎ যে সকল পুরুষ, কেবল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ-সাধনেই তৎপর, সেই সকল পুরুষ পবিত্রকীর্ত্তি মধুসূদন শ্রীহরির কথায় (গুণকীর্ত্তনে) বিমুখ হয়—ইত্যাদি কথিত স্বভাববিশিষ্ট কর্ম্মিপুরুষরূপ পশুর নিমিত্ত পিন্যাক, তুষ, বুষাদির (খৈল, তুষ, ভুষি প্রভৃতির) ন্যায় কৈবল্যাদিই প্রদান করুন, কিন্তু উহা আমাদের ন্যায় মনুষ্যগণের নিমিত্ত নহে—ইহা অনুধ্বনিত হইতেছে।

যদি বলেন—দেখুন, আমার যশের আস্বাদন হইতেও কৈবল্য প্রভৃতি অধিক (আস্বাদ্য)—এই বিষয়ে যোগী ও কর্ম্মিগণই প্রমাণ, আর কৈবল্যাদি হইতেও আমার যশের (কথামৃতের) অধিক স্বাদ—এইরূপ আপনার মতে কি প্রমাণ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'শ্রীঃ যৎ প্রবব্রে'—শ্রী অর্থাৎ মহালক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মাদি সর্ব্বজগতের যিনি পূজ্যা, সর্ব্বগুণমণ্ডিতা হইয়াও যিনি আপনার যশকে বরণ করিয়াছেন। 'গুণ-সংগ্রহেচ্ছয়া'—গুণসকলের, অর্থাৎ

আপনার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, লীলা, লাবণ্য ও কারুণ্যসমূহের সম্যক্ গ্রহণ বলিতে আস্বাদন-সামর্থ্য, তাহার ইচ্ছাতেই, (যিনি আপনার গুণকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন)—এই বিষয়ে সেই মহালক্ষ্মীদেবীই প্রমাণ। আর তদুপলক্ষিত অপরেও, কৈবল্যসুখও চিরকাল আস্বাদন করিয়াও, তাহা লঘুজ্ঞান করতঃ আপনার কথামৃত রসেই রমমাণ শ্রীশুকদেব প্রভৃতিও —এই বিষয়ে প্রমাণ। ঘাস-বুদ্ধিতেই ইক্ষুপল্লব চর্ব্বণ করিয়াও অন্ততঃ তাহার কাণ্ডেতে (ইক্ষুদণ্ডে) অরুচি-বশতঃ ঘাসই আস্বাদনকারী বৃষের ন্যায় যোগী, এবং আম্রপল্লব পরিত্যাগ করিয়া কণ্টক আস্বাদনকারী উষ্ট্রের ন্যায় কর্ম্মী জনই কি প্রমাণ হইবে?—এই ভাব। ভক্তিতেই মোক্ষাদি সকল সুখের অন্তর্ভাব হওয়ায় (স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী সমস্ত গুণ-লাভ করিবার বাসনায় আপনার গুণকেই আশ্রয় করিয়াছেন)। এই স্থলে শ্রীল শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা—গুণসকলের অর্থাৎ সকল পুরুষার্থের সংগ্রহ বলিতে নিজেতে সমাহার (সম্যক্‌রূপে আহরণ), তাহার ইচ্ছাতেই (লক্ষ্মীদেবীও শ্রীভগবানের গুণাবলী বরণ করিয়াছেন।) ॥ ২৬ ॥

অথাভজে ত্বাখিলপুরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎ কৃত-ত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (ততঃ হেতোঃ) অহম্ অপি পদ্মকরা ইব (লক্ষ্মীরিব) লালসঃ (উৎসুকঃ সন্) অখিল-পুরুষোত্তমং গুণালয়ং (গুণানাম্ আলয়ং) ত্বা (ত্বাম্ এব) আভজে (সম্যক্ সেবে)। কৃত ত্বচ্চরণৈক-তানয়োঃ (কৃতঃ তব চরণয়োঃ একঃ তানঃ মনো-বিস্তারঃ যাভ্যাং তয়োঃ) একপতিস্পৃধোঃ (একস্মিন্ পত্যৌ স্বামিনি ত্বয়ি স্পৃধোঃ স্পর্দ্ধমানয়োঃ) আবয়োঃ (মম লক্ষ্ম্যাশ্চ) কলিঃ (বিবাদং) ন স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতএব লক্ষ্মীর ন্যায় সমুৎসুক হইয়া আমিও আপনাকে ভজনা করিব। আপনি পুরুষোত্তম ও সর্ব্বগুণাকর। হে নাথ, কমলা ও আমি, আমরা উভয়ে একপতি আপনার কামনা করিব এবং উভয়েই আপনার পাদারবিন্দে মনকে একভাবে নিযুক্ত রাখিব; তাহাতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ কেবলং ভজনমেব বৃণে, ন তু বর'নিত্যাহ—অথ আ সম্যক্ নিষ্কাম এব কেবলামেব ভক্তিং কুর্ব্বে; ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদিসিদ্ধ্যর্থং জ্ঞানী কর্ম্মীব গুণীভূতামিত্যর্থঃ। তত্রাপি ন নারদাদিরিব, কিন্তু পদ্মকরা লক্ষ্মীরিব মার্জ্জন-লেপন-পাদসম্বাহন-ব্যজন-তাম্বুলার্পণাদিভিরভীক্ষ্ণমেবেত্যর্থঃ। যতো লালসঃ লালসাবান্, 'স মহান্ লালসাদ্বয়ো'রিত্যভিধানাদত্যধিকং স্পৃহে ইত্যর্থঃ। ন চাত্র পৃথোরুজ্জ্বলভাব আশঙ্কনীয়ঃ,—উত্তরশ্লোকে জগজ্জনন্যামিত্যুক্তেঃ; জগতি চ স্বস্যান্তঃপাতাল্লক্ষ্ম্যাং জননীভাবেন স্বস্য দাস্যভাব-ব্যক্তেঃ। ততঃ পদ্মকরেবেত্যুপমেয়ং পরিচরণাংশেনৈব ভগবচ্চরণপরিচর্য্যায়াং তস্যা এবাতি-প্রসিদ্ধেঃ। লক্ষ্ম্যাং পরমভক্তিমতোঽপি স্বস্য বীর-ভক্তত্বং বা চৈব দ্যোতয়ন্নাহ—অপীতি। কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে যথেন্দ্রেণ সহ কলিঃ, এবং ভক্তাবপি লক্ষ্ম্যা সহ কলিঃ স্যাদিতি বিতর্কয়তি। একস্মিন্ পত্যৌ স্পর্ধমানয়োরপি কিং কলির্ন স্যাদিতি কাক্বা বিতর্কঃ। ননু পর্য্যায়েণ সেবায়াং ন স্যাৎ, মৈবম্; কৃতস্তচ্চরণয়োরেকতানোঽবিরামো মনোবিস্তারো যাভ্যাং তয়োঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব কেবল আপনার ভজনই (সেবাই) প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু বর নহে; ইহা বলিতেছেন—'অথ আ-ভজে'। অনন্তর সম্যক্-রূপে নিষ্কাম হইয়াই মুখ্যা কেবলা ভক্তিই করিব, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদি সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ও কর্ম্মীর ন্যায় গুণীভূতা (গৌণরূপে সম্পাদিতা) ভক্তি নহে। তাহাতেও আবার শ্রীনারদাদির ন্যায় নহে, কিন্তু 'পদ্মকরা', শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ন্যায় (মন্দিরাদি) মার্জ্জন, লেপন, পাদসম্বাহন, ব্যজন, তাম্বুল অর্পণাদির দ্বারা নিরন্তরই সেবা করিব, এই অর্থ। 'লালসঃ'—যেহেতু আমি লালসাবান্ (সেবাভিলাষী), অমরকোষ অভি-ধানে উক্ত হইয়াছে—'স মহান্ লালসা দ্বয়োঃ', সেই তর্ষ (কাম, অভিলাষ্য) মহান্ লালসা, অর্থাৎ লালসা শব্দে অতিশয় ইচ্ছা বুঝায় এবং 'দ্বয়োঃ'—উহা পুংলিঙ্গে লালস এবং স্ত্রীলিঙ্গে লালসা, এইরূপ উভয়

লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়, ইহাতে অত্যধিকরূপে স্পৃহা করিতেছি—এই অর্থ। ইহার দ্বারা মহারাজ পৃথুর উজ্জ্বল (শৃঙ্গার) ভাব, এইরূপ আশঙ্কা করা সমীচীন নহে, যেহেতু পরবর্ত্তী শ্লোকে 'জগজ্জনন্যাং'—জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ হয় হউক—এইরূপ বলায়, এবং জগতের মধ্যে নিজের (পৃথুর) অন্তঃপাত-হেতু শ্রীলক্ষ্মীদেবীতে জননীভাবের দ্বারা নিজের দাস্য ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব 'পদ্মকরা ইব'—লক্ষ্মীর ন্যায়, এই উপমা পরিচরণাংশেই (পরিচর্য্যা বিষয়েই) উক্ত হইয়াছে, কারণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীরই শ্রীভগবানের চরণ-পরিচর্য্যাতে অতিশয় প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। অথবা—শ্রীলক্ষ্মীদেবীতে পরম ভক্তিমান্ হইলেও নিজের বীরভক্তত্বই দ্যোতনা করতঃ বলিতেছেন—'অপি আবয়োঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার ও লক্ষ্মীর এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইবে না ত ? যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে গিয়া যেমন ইন্দ্রের সহিত কলহ, সেইরূপ ভক্তিতেও লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ হইতে পারে—এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন। 'একপতি-স্পৃধোঃ'—এক পতির নিমিত্ত অর্থাৎ একই প্রভুর স্পর্দ্ধমান সেবকদ্বয়ের মধ্যে কি কলহ হইবে না ? এইরূপ কাকুবাক্যের দ্বারা বিতর্ক বুঝাইতেছে। যদি বলেন—দেখুন, পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিলে কোন কলহ হইবে না, তাহাতে বলিতেছেন—'মৈবম্', না, এইরূপ নয়, 'কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ'—কৃত হইয়াছে আপনার চরণযুগলের একতান, অর্থাৎ অবিরাম মনের অভিলাষ যাহাদের দ্বারা, সেই আমাদের উভয়ের মধ্যে (বিরোধ হইতেই পারে) ॥ ২৭ ॥

জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎকর্ম্মণি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগদীশ, যৎ (যস্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ) কর্ম্মণি (ভবৎসেবায়াং) নঃ (অস্মাকং) সমীহিতম্ (ইচ্ছা ভবতি), (তস্যাং) জগজ্জনন্যাং (লক্ষ্ম্যাং) বৈশসং (বিরোধঃ) স্যাৎ এব (সম্ভবত্যেব)। দীনবৎসলঃ (ত্বং) (ভক্তৈঃ কৃতং) ফল্গু-অপি (তুচ্ছম্ অপি) উরু (বহু) করোষি। স্বে এব ধিষ্ণ্যে (পরমানন্দস্বরূপে) অভিরতস্য (তব) তয়া (লক্ষ্ম্যা) কিং (ন কিম অপি প্রয়োজনম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে জগদীশ, জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ অবশ্যই হইবে, কারণ, আমিও জগজ্জননীর ন্যায় ভবদীয় সেবা করিতে চেষ্টা করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু আমি সেই বিরোধের জন্য পশ্চাৎপদ নহি ; কারণ, আপনি দীনবৎসল, সুতরাং আপনার ভক্তকৃত-তুচ্ছকার্য্যকেও আপনি যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিবেন ; আর আপনি যখন পরমানন্দস্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং লক্ষ্মীতেও আপনার তত প্রয়োজন নাই ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—"কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য প্রৌঢ়াং নান্যমপেক্ষতে। অতুলাং যো বহন্ কৃষ্ণে প্রীতিং বীরঃ স উচ্যতে" ইতি বীরভক্তোচিতং স্ব-স্বভাবং প্রকটয়ন্নাহ—জগজ্জনন্যাং জগন্মধ্যবর্ত্তিত্বেন মমাপি জনন্যাং লক্ষ্ম্যাং বৈশসং বিরোধঃ স্যাদেব ; কুতঃ ? যস্যাঃ কর্ম্মণি নঃ সমীহিতমিচ্ছা, সা খলু যুষ্মদ্বক্ষস্যাসীনা বিরাজতু। অহং পুত্র এব সর্ব্বং যুষ্মচ্চরণপরিচরণং করবাণি, তস্যাঃ কোঽয়মাগ্রহো যৎ পরিচরণং বিনা ন জীবতীতি ভাবঃ। ননু ত্বমর্ব্বাচীনঃ সাতিপ্রাচীনা ত্বং নিকৃষ্টঃ সাতিমহতীতি তয়া সহ কিং বিরুদ্ধ্যসে ? সত্যং ; তথাপীন্দ্রবিরোধে মৎপক্ষপাতবদত্রাপি ময়ি তব পক্ষপাত এব স্যাদিত্যাহ—ফল্গু তুচ্ছমপি ত্বমুরুকরোষি, যতো দীনেষু বৎসলঃ। ননু ত্বং তস্যাঃ কোপান্ন বিভেষি কিং ? তত্র সত্যং, ন বিভেমীত্যাহ—স্ব এব ধিষ্ণ্যে স্বসামর্থ্যেঽভিরতস্য মম তয়া কিং ? ন কিমপীত্যর্থঃ। তৎকৃপোদ্রেক এব মম সামর্থ্যম্। যদুক্তং বীরভক্তোদাহরণেষু,—"প্রলম্বরিপুরীশ্বরো ভবতু কা কৃতিস্তেন মে কুমার-মকরধ্বজাদপি ন কিঞ্চিদাস্তে ফলম্। কিমন্যদহমুদ্ধতঃ প্রভুকৃপাকটাক্ষশ্রিয়া প্রিয়াপরিষদগ্রিমাং ন গণয়ামি ভামামপি" ইতি। "ধিষ্ণ্যঃ শক্তৌ চ পাবকে" ইতি পুংস্কাণ্ডেঽমরদত্তঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য" (ভঃ রঃ সিন্ধু ৩।২।৫৩), শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিরচিত শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিরেক সমাশ্রয় করতঃ যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, অথচ শ্রীকৃষ্ণেই অতুল-

নীয় প্রেম করেন, তাঁহাকে বীর বলা হয়। এই লক্ষণ অনুযায়ী বীরভক্তোচিত নিজ স্বভাব প্রকট করিতে করিতে মহারাজ পৃথু বলিতেছেন—'জগজ্জনন্যাং', জগজ্জননীতে অর্থাৎ জগতের মধ্যবর্ত্তী-হেতু আমারও জননী শ্রীলক্ষ্মীর সহিত বিরোধ হইতেই পারে। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎকর্ম্মণি নঃ সমীহিতম্'—যে (চরণসেবা) কর্ম্মে আমাদের উভয়েরই ইচ্ছা, তিনি ত আপনার বক্ষেই সমাসীনা, সেখানেই অবস্থান করুন। আমি পুত্রই আপনার চরণকমলের সকল পরিচর্য্যাই করিব, তাঁহার এই বিষয়ে এত আগ্রহ কেন, যেন চরণসেবা ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছেন না?—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন তুমি অর্ব্বাচীন, তিনি অতি প্রাচীনা, তুমি নিকৃষ্ট, তিনি অতিমহতী, তাঁহার সহিত কিরূপে বিরোধ করিতেছ? সত্য, তথাপি ইন্দ্রের সহিত বিরোধকালে যেমন আপনি আমার পক্ষপাত করিয়াছেন, এক্ষেত্রেও আপনি আমাতে পক্ষপাতিত্ব করিবেন, ইহা বলিতেছেন—'ফল্গু'—অতি তুচ্ছ বস্তুকেও (অর্থাৎ ভক্তকৃত অতি তুচ্ছ সেবাকেও) আপনি বহু (যথেষ্ট) বলিয়া মনে করেন, যেহেতু আপনি দীনবৎসল। দেখুন—তুমি কি তাঁহার (লক্ষ্মীদেবীর) কোপ হইতেও ভয় পাও না? তাহাতে—সত্য, আমি ভয় পাই না, ইহা বলিতেছেন—'স্ব এব ধিষ্ণ্যে'—নিজ সামর্থ্যে অবস্থিত আমার সেই লক্ষ্মীদেবীর কি প্রয়োজন? কিছুই নয়—এই অর্থ। আপনার কৃপোদ্রেকই আমার সামর্থ্য। যেমন (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ঐ স্থলেই) বীরভক্তের উদাহরণে উক্ত হইয়াছে—"প্রলম্বরিপুরীশ্বরো ভবতু" ইত্যাদি, অর্থাৎ "প্রলম্বরিপু শ্রীবলদেব ঈশ্বর হউন, তাঁহার দ্বারা আমার কি কার্য্য সাধন হইবে? কুমার প্রদ্যুম্ন হইতেও আমার কোন ফললাভের আশা নাই, অধিক কি বলিব, শ্রীপ্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপাকটাক্ষ সম্পত্তিতে উদ্ধত হইয়া আমি প্রেয়সীগণ-শ্রেষ্ঠ সত্যভামাকেও গণনা করি না। [এস্থলে বলরাম, প্রদ্যুম্ন; সত্যভামাদিতে এই বীর-ভক্তের অন্তর-সারস্য থাকিলেও প্রায়-কৌতুকবিশেষেই বাহ্যিক গর্ব্ব ব্যঞ্জনা ধরিতে হইবে। নতুবা বিরসাপত্তি অনিবার্য্য। অপর কথা—সত্যভামার অন্তরঙ্গ ব্যক্তির সম্মুখে নির্জ্জনে এই বাক্য উক্ত হইয়াছে, স্পষ্টবচন হইলে বলদেবের অতিক্রমেও সত্যভামার আধিক্য-ব্যঞ্জনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লজ্জা হইত। —শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের টীকা।] 'ধিষ্ণ্যঃ শক্তৌ চ পাবকে'—অমরদত্ত পুংস্কাণ্ডে বলিয়াছেন—ধিষ্ণ্য শব্দে শক্তি ও অগ্নি অর্থ ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—ধিষ্ণ্যং তেজশ্চ সামর্থ্যং মহিমা ধাম চোচ্যতে ইত্যভিধানম্। অল্পপুণ্যত্বান্ন মদ্ভক্তিযোগ্য ইতি মন্তব্যম্। যতঃ ফল্গ্বপ্যুরুকরোষি বাৎসল্যাৎ। বিনা বাৎসল্যং শ্রিয়াপি কিং তয়া ॥ ২৮ ॥

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ ন বিদ্মহে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, (যতস্ত্বং দীনবৎসলঃ) অতএব সাধবঃ (জ্ঞানিনঃ) অথ ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ং (ব্যুদস্তঃ নিরস্তঃ মায়াগুণানাং বিভ্রমস্য বিলাসস্য উদয়ঃ যেন তং) ত্বাম্ ভজন্তি ভবৎপদানুস্মরণাৎ ঋতে অন্যৎ (তেষাং) সতাং নিমিত্তং (প্রয়োজনং) ন বিদ্মহে (ন বিদ্মঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি দীনবৎসল বলিয়াই সাধুব্যক্তিগণ আপনাকে ভজন করিয়া থাকেন। আপনাতে মায়াগুণের বিলাসজনিত কোন কার্য্যই নাই। হে ভগবন্, আপনার পাদপদ্মসেবা ভিন্ন সজ্জনের অন্য কোন প্রয়োজন দেখিতে পাই না ॥২৯॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ন কেবলমহমেব কিন্তু সর্ব্ব এব ত্বদ্ভক্তা বরং বৃণ্বন্তীত্যাহ—ভজন্ত্যথেতি। যতস্ত্বং দীনবৎসলঃ অতএব ভজন্তি, ব্যুদস্তো নিরস্তো ভবতি মায়াগুণানাং বিভ্রমোদয়ো বিবিধবরস্পৃহা যতস্তং ত্বদ্ভজনস্যৈবায়ং স্বভাবো যদ্বরস্পৃহা নিবর্ত্তত ইতি। ননু তর্হি ভজনস্য কিং ফলং, তত্রাহ—ভবদিতি। নিমিত্তং ফলম্ অনুস্মরণস্যৈব সর্ব্বসুখচূড়ামণেস্তদিতরসুখ-তিরস্কারকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা কেবল আমিই নহি, কিন্তু আপনার সকল ভক্তই বর প্রার্থনা করেন না, ইহা বলিতেছেন—'ভজন্তি অথ', ইত্যাদি। যেহেতু

আপনি দীনবৎসল, অতএব সাধুগণ আপনাকে ভজন করেন। 'ব্যুদস্তমায়াগুণ-বিভ্রমোদয়ম্'— ব্যুদস্ত অর্থাৎ নিরস্ত হয়, মায়ার (সত্ত্ব, রজঃ তমঃ) গুণ-সমূহের, বিভ্রমোদয় অর্থাৎ বিবিধ বরলাভের স্পৃহা যাঁহা হইতে, সেই আপনাকে (সাধুপুরুষেরা সাদরে ভজনা করেন)। আপনার ভজনেরই এইপ্রকার স্বভাব যে বর গ্রহণের স্পৃহা নিবর্ত্তিত হয়। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে, ভজনের কি ফল? তাহাতে বলিতেছেন—'ভবৎ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ আপনার পাদপদ্ম-সেবা ভিন্ন সজ্জনের অন্য কোন প্রয়োজন দেখিতে পাই না)। 'নিমিত্ত' বলিতে ফল, সর্ব্বসুখ-চূড়ামণি আপনার পাদপদ্মের অনুস্মরণই ইতরসুখের তিরস্কারকত্ব-হেতু—এই ভাব ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—অথান্যচ্চ ; অতঃ বাৎসল্যাদেব ॥ ২৯ ॥

মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ।
বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ
কথং পুনঃ কর্ম্ম করোতি মোহিতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) গিরং (বাচং) জগতাং বিমোহিনীং মন্যে, যৎ (যস্মাৎ) ভজন্তং (মাম্ অপি) (ত্বম্) বরং বৃণীষ্ব ইতি আত্থ (কথয়সি), তে (তব) বাচা (বেদলক্ষণয়া) তন্ত্যা (রজ্জ্বা) যদি জনঃ অসিতঃ (ন বদ্ধঃ), (তর্হি) মোহিতঃ (সন্) পুনঃ কর্ম্ম কথং নু করোতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আপনি "বর প্রার্থনা কর"—এই যে কথাটী বলিয়াছেন, তাহা জগতের মোহকারিণী। হে নাথ, মনুষ্য যদি আপনার বাক্যরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধই না হইবে, তাহা হইলে সে কি প্রকারেই বা পুনঃ পুনঃ মায়ামুগ্ধ হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে থাকিবে? ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হ্যহং স্বভক্তং প্রতি বরং বৃণীষ্বেতি কথং ব্রবীমি, তত্রাহ—মন্য ইতি। যদি কশ্চিদপক্বো ভক্তস্ত্বৎপ্রলোভনাৎ কমপি বরং বৃণুতে তদৈব তস্য ভক্তিরসবঞ্চনাৎ সর্ব্বনাশ ইতি ভাবঃ। 'স্বকর্ম্মণা পিতৃলোক' ইতি, "স্বর্গকামোঽশ্বমেধং যজেত" ইত্যাদি-বেদলক্ষণাপি তব বাগ্ জগন্মোহিনীত্যাহ—নু অহো, তে বাচা তন্ত্যা যদি জনোঽয়মসিতোঽবদ্ধঃ স্যাত্তদা পুনঃ পুনঃ ফলৈর্মোহিতঃ সন্ কথং কর্ম্ম করোতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে আমি স্বভক্তের প্রতি 'বর প্রার্থনা কর'—ইহা কি প্রকারে বলিতেছি, তাহাতে বলিতেছেন—'মন্যে' ইতি, (অর্থাৎ 'বর গ্রহণ কর', এই যে একটি কথা আপনি বলিয়াছেন, তাহা জগতের মোহকারিণী বলিয়া মনে করি।) যদি কোন অপক্ব ভক্ত আপনার প্রলোভনে কোনও বর প্রার্থনা করে, তখনই তাহার ভক্তিরস হইতে বঞ্চনা হওয়ায় সর্ব্বনাশ হইবে, এই ভাব। 'স্ব স্ব কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি' এবং 'স্বর্গকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে'—ইত্যাদি বেদ-বিহিত আপনার বাক্যই জগন্মোহিনী, ইহা বলিতেছেন—'নু'—অহো! আপনার বাক্যরূপ রজ্জুর দ্বারা যদি জীব বদ্ধই না হয়, তাহা হইলে ফলে মোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কি প্রকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? ॥ ৩০ ॥

ত্বন্মায়য়াদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো
যদন্যদাশাস্ত ঋতাত্মনোঽবুধঃ।
যথাচরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং
তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, অদ্ধা (নিশ্চিতম্ অয়ম্) অবুধঃ (অজ্ঞঃ) জনঃ ত্বন্মায়য়া ঋতাত্মনঃ (ঋতাৎ পরমার্থসত্যস্বরূপাৎ আত্মনঃ ত্বত্তঃ) খণ্ডিতঃ (পৃথক্ কৃতঃ) যৎ (যস্মাৎ) অন্যৎ (পুত্রাদিকম্) আশাস্তে, (কিন্তু) যথা পিতা বালহিতং (বালানাং প্রার্থিতং হিতং) স্বয়ম্ এব আচরেৎ, তথা ত্বম্ (অপি) নঃ (অস্মাকম্ অজ্ঞানাং হিতম্ এব স্বয়ং) সমীহিতুং (কর্ত্তুম্) অর্হসি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, অজ্ঞ মনুষ্য আপনার মায়ার দ্বারা নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ, যেহেতু তাঁহারা অদ্বয়তত্ত্ব সত্য-স্বরূপ আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া তাহাদের ভোগের নিমিত্ত পৃথক্ লোক-পুত্রাদি কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ পিতা নিজে নিজেই বালকের হিত চেষ্টা

করেন, সেইরূপ আপনারও স্বয়ংই আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞব্যক্তির মঙ্গল চিন্তা করা যোগ্য হইতেছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাত্ত্বং বৃণীষ্বেতি প্রলোভনেন স্বভক্তপরীক্ষামপি ন কুর্য্যা ইত্যাহ—ত্বদিতি। জনঃ সর্ব্ব এব যদ্‌যস্মাৎ ঋতাত্মনঃ সত্যস্বরূপাৎ ভজনাৎ বস্তুনঃ সকাশাদন্যদেবাশাস্তে নোঽস্মাকন্তু ত্বন্মতে যদ্ভদ্রং ভবতি, তদেব সমীহিতুং চেষ্টিতুম্ অর্হসি। যথেতি বালস্য হিতাহিতং পিতৈব জানাতি, বালস্ত্বধ্যয়নখেলনাদিকং স্বহিতাহিতং বিপর্য্যয়েণ জানাতীত্যেবং মহ্যং বরস্য প্রদানমপ্রদানং বা হিতং বিমৃশ্য স্বসম্মতমেব ভদ্রং ক্রিয়তাং ন পুনর্ম্মম সম্মতিরেব প্রমাণীকর্ত্তব্যেতি ভগবত্যেব পৃথুনা বিশ্রম্ভো ব্যঞ্জিতঃ ॥৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব 'বর গ্রহণ কর'——এইরূপ প্রলোভনের দ্বারা স্বভক্তজনের পরীক্ষাও আপনার করা উচিত নহে, ইহা বলিতেছেন—'তদ্' ইত্যাদি। সকল লোকই যেহেতু সত্যস্বরূপ ভজন বস্তু হইতে অন্য অভিলাষ করিয়া থাকে, আমাদের কিন্তু আপনার মতে যাহা মঙ্গল হয়, তাহাই আপনার করা উচিত। যেমন বালকের হিতাহিত পিতাই জানেন, বালক কিন্তু অধ্যয়ন ও ক্রীড়াদি নিজের হিত ও অহিত বিপর্য্যয়রূপে জানে—এইরূপ আমাকে বর প্রদান বা অপ্রদান, হিত বিবেচনা করিয়া, আপনার সম্মতই মঙ্গলবিধান করুন, ইহাতে আমার সম্মতি প্রমাণ করিতে হইবে না (অর্থাৎ আমার সম্মতির কোন অপেক্ষা নাই)। ইহাতে শ্রীভগবানে পৃথুর বিশ্রম্ভ (দৃঢ় বিশ্বাস) ব্যক্ত হইল ॥ ৩১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া
মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্তরাম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—আদিরাজেন (পৃথুনা) ইতি (এবং) নুতঃ (স্তুতঃ) সঃ বিশ্বদৃক্ (ভগবান্ তম্ আহ—(হে) রাজন্, ময়ি তে ভক্তিঃ অস্তু। ঈদৃশী (অলৌকিকী) ধীঃ তে (ত্বয়া) ময়ি দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) যয়া (ধিয়া) দুস্তরাম্ (অপি) মদীয়াং মায়াং (লোকঃ) তরতি স্ম ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর,) বিশ্বদ্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণু আদিরাজ পৃথুর এইরূপ স্তুতি শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"রাজন্ আমার প্রতি তোমার ভক্তিবৃত্তি উদিত হউক্। পূর্ব্বসুকৃতি ফলেই তুমি ঈদৃশী সুবুদ্ধি লাভ করিয়াছ ; পণ্ডিতগণ এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা আমার সুদুস্তরা মায়াকেও অতিক্রম করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবানপি তথৈবাহ—ময়ি ভক্তিরিত্যতো জীবানাং সর্ব্বথা কিং হিতমিতি প্রশ্নে সর্ব্বজ্ঞৈরপি বেদবাদিভিঃ প্রত্যুক্তং জ্ঞানযোগাদিকং ন বিশ্বসনীয়ম্। ভগবন্তমপেক্ষ্য তেষামপ্যজ্ঞত্বাদিতি ভক্তেরেব হিতত্বং নান্যস্যেতি সিদ্ধান্তো নির্দ্ধারিতঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্‌ও সেইরূপ (পৃথুর প্রার্থনানুযায়ী) বলিলেন—"হে রাজন্! আমাতে তোমার ভক্তি হউক"। 'আমাতে ভক্তি'—শ্রীভগবানের এই কথায়, 'জীবগণের সর্ব্বপ্রকারে কি হিতকর?'—এই প্রশ্নে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও বেদবাদিগণের প্রত্যুক্ত জ্ঞান ও যোগাদি (উপদেশ) বিশ্বাসযোগ্য নহে। যেহেতু ভগবান্‌কে অপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের অজ্ঞত্ব। অতএব ভক্তিরই হিতত্ব, অন্য কোন কিছুর নহে—এই সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হইল ॥ ৩২ ॥

তথ্য—"ততরুঃ সুদুস্তরাম্"—পাঠান্তর ॥ ৩২ ॥

তৎ ত্বং কুরু ময়াদিষ্টমপ্রমত্তঃ প্রজাপতে।
মদাদেশকরো লোকঃ সর্ব্বাত্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রজাপতে, (পৃথো) তৎ (তস্মাৎ) ত্বম্ অপ্রমত্তঃ (বিষয়েষু অনাসক্তঃ) ময়া (যৎ) আদিষ্টং, তৎ কুরু ; মদাদেশকরঃ (মদাজ্ঞাপালকঃ) লোকঃ (প্রাণী) সর্ব্বত্র (ইহ অমুষ্মিন্ চ) শোভনং (সুখম্) আপ্নোতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অতএব হে প্রজাপতে, আমি যাহা আদেশ করিলাম, তুমি সাবধান হইয়া তাহা প্রতিপালন কর। আমার আজ্ঞানুবর্ত্তি-ব্যক্তি সর্ব্বত্রই মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি বৈণ্যস্য রাজর্ষেঃ প্রতিনন্দ্যার্থবদ্বচঃ ।
পূজিতোঽনুগৃহীত্বৈনং গন্তুং চক্রেঽচ্যুতো মতিম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবম্ পৃথুনা) পূজিতঃ অচ্যুতঃ (ভগবান্) রাজর্ষেঃ বৈণস্য (পৃথোঃ) অর্থবৎ (পুরুষার্থহেতুঃ) বচঃ প্রতিনন্দ্য এনং (পৃথুম্) অনুগৃহীত্বা (অভীষ্টদানেন অনুগৃহ্য) গন্তুং মতিং চক্রে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, ভগবান্ শ্রীহরি এই প্রকার রাজর্ষি বেণনন্দনের সারবান্ বাক্যের সমাদর করিয়া তাঁহার পূজা গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণপন্নগাঃ ।
কিন্নরাপ্সরসো মর্ত্ত্যাঃ খগা ভূতান্যনেকশঃ ॥ ৩৫ ॥
যজ্ঞেশ্বরধিয়া রাজ্ঞা বাগ্‌বিত্তাঞ্জলিভক্তিতঃ ।
সভাজিতা যযুঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানুগতাস্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণপন্নগাঃ অনেকশঃ (অনেকানি) ভূতানি, বৈকুণ্ঠানুগতাঃ (ভগবৎ-পার্ষদাঃ) (তথা) কিন্নরাপ্সরসঃ, মর্ত্ত্যাঃ (মর্ত্ত্য-বাসিনঃ) খগাঃ (চ) যজ্ঞেশ্বরধিয়া (যজ্ঞেশ্বরঃ ভগবান্ বিষ্ণুঃ তদ্‌বুদ্ধ্যা) বাগ্ বিত্তাঞ্জলিভক্তিতঃ (বাচা স্তুত্যাদিনা বিত্তেন বস্ত্রাদিপ্রদানেন অঞ্জলিভিঃ নমস্কারৈঃ চ ভক্তিতঃ ভক্তিতঃ ভক্তিপূর্ব্বকং) রাজ্ঞা সভাজিতাঃ (যথাযোগ্যং সম্পূজিতাঃ সন্তঃ) ততঃ (স্থানাৎ) সর্ব্বে যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে মহারাজ পৃথু দেবর্ষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, মর্ত্ত্য, খগ ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাণী এবং বিষ্ণুর পার্ষদগণকে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু হইতে অভিন্ন-জ্ঞানে অর্থাৎ তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র পূজা না করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর আশ্রিত-তত্ত্ব বিষ্ণুসম্বন্ধিবস্তুজ্ঞানে বাক্য, বিত্ত অঞ্জলি ও ভক্তিদ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা বিধান করিলেন। এইরূপে পূজিত হইয়া তাঁহারা সকলেই স্বস্থানে গমন করিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

মধ্ব—ভূতেষু হরিরিত্যেব হর্য্যর্পণ-ধিয়া তয়া ।
সর্ব্বভূতেষু চ হরেঃ পূজা কার্য্যাত্মবেদিভিঃ ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ৩৬ ॥

ভগবানপি রাজর্ষেঃ সোপাধ্যায়স্য চাচ্যুতঃ ।
হরন্নিব মনোঽমুষ্য স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—সোপাধ্যায়স্য (উপাধ্যায়ৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ সহিতস্য) অমুষ্য রাজর্ষেঃ (পৃথোঃ) মনঃ হরন্ ইব অচ্যুতঃ (প্রভুঃ) ভগবান্ অপি স্বধাম (বৈকুণ্ঠং) প্রত্যপদ্যত (অগাৎ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরিও ঋত্বিক্‌গণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মন হরণ করিয়াই যেন স্বধামে গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তথ্য—"প্রত্যগাৎ প্রভুঃ"—পাঠান্তর ॥ ৩৭ ॥

অদৃষ্টায় নমস্কৃত্য নৃপঃ সন্দর্শিতাত্মনে ।
অব্যক্তায় চ দেবানাং দেবায় স্বপুরং যযৌ ॥৩৮
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে পৃথুস্তবো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—নৃপঃ (পৃথুঃ) অব্যক্তায় সন্দর্শিতাত্মনে (সন্দর্শিতঃ আত্মা যেন তস্মৈ) অদৃষ্টায় (লোচনপথমতিক্রান্তায়) দেবানাং দেবায় (বাসুদেবায় তমনুকূলয়িতুং) নমস্কৃত্য (যজ্ঞস্থানাৎ) স্বপুরং যযৌ (গতবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সমস্ত দেবতার পরমদেবতা শ্রীবাসুদেব প্রাকৃত-চক্ষের নিকট অপ্রকাশিত, কিন্তু তিনি পৃথুর সেবোন্মুখ নেত্রের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই বাসুদেব পৃথুর নয়ন-পথ হইতে প্রস্থান করিলে পৃথুও ভগবানকে প্রণাম করিয়া স্বনগরাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যৈরদৃষ্টায় সন্দর্শিতঃ আত্মা আশ্রয়ো যেন তস্মৈ ইতি বৈকুণ্ঠগমনপর্য্যন্তং পৃথুস্তু তং দদর্শেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
বিংশোঽধ্যায়শ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদৃষ্টায়'—অপর কর্ত্তৃক অদৃষ্ট, কিন্তু 'সন্দর্শিতাত্মনে'—পৃথুর নিকট যিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, (সেই বাসুদেবকে নমস্কার করিয়া)। এখানে পৃথু কিন্তু বৈকুণ্ঠগমন পর্য্যন্ত সেই ভগবান্‌কে দর্শনই করিতে লাগিলেন—এই অর্থ ।। ৩৮ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ২০ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৪।২০ ।।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ, তদনুগ শ্রীমদ্‌বিজয়ধ্বজ তীর্থ এবং শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমদ্‌বীররাঘবাচার্য্যপাদ স্ব-স্ব-টীকায় নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী অতিরিক্ত পাঠরূপে স্থির করিয়াছেন—

তে সাধু বর্ণিতং রাজন্নাশাস্‌সে যদাশিষঃ ।
স্বর্গাপবর্গনরকান্ সমঃ পশ্যতি মৎপরঃ ।। ১ ।।

অন্বয়ঃ—হে রাজন্, তে (ত্বয়া) সাধু (সুষ্ঠু) বর্ণিতং, যৎ (যস্মাৎ) আশিষঃ (ঐহিক-পুরুষার্থান্) ন আশাস্‌সে (ইচ্ছসি)। (অতঃ ভবান্) মৎপরঃ (ময়ি আসক্তঃ সন্) স্বর্গাপবর্গনরকান্ সমং (তুল্যং যথা তথা হেয়ান্) পশ্যতি। (নরকগ্রহণং দৃষ্টান্তার্থং নরকবৎস্বর্গাপবর্গৌ অপি তব সমীপে হেয়ো ইত্যর্থঃ) ।। ১ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনি উত্তম বলিয়াছেন, কেন না, আপনি ঐহিকপুরুষার্থ-লাভের বাসনা করেন নাই, পরন্তু আমাতে আসক্ত হইয়া স্বর্গ, মৎ-সেবা-রহিত মোক্ষ ও নরকে তুল্যরূপে দর্শন করি-তেছেন ।। ১ ।।

প্রীতোহহং তে মহারাজ রোষং দুস্ত্যজমত্যজঃ ।
মদাদেশং শ্রদ্দধানাস্তন্মহ্যং পরমার্হণম্ ।। ২ ।।

অন্বয়ঃ—হে মহারাজ, তে (তুভ্যম্) অহং প্রীতঃ (অস্মি, যস্মাৎ ত্বং) মদাদেশঃ (মম আজ্ঞাং) শ্রদ্দধানঃ (বিশ্বসন্) দুস্ত্যজং রোষম্ অত্যজঃ (ত্যক্তবান্ অসি); তৎ (মদাদেশপালনম্ এব) মহ্যং (মম বিষয়ে) পরমার্হণং (ত্বৎকৃতং পরমং শ্রেষ্ঠম্ অর্হণম্ আরাধনং জাতম্) ।। ২ ।।

অনুবাদ—হে, রাজন্, আমি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু আপনি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা-বান্ হইয়া দুস্ত্যজ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। মুখ্যতঃ আমার বাক্য পালন করাতেই আমার শ্রেষ্ঠ পূজা করা হইয়াছে ।। ২ ।।

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

মৌক্তিকৈঃ কুসুমস্রগ্‌ভির্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোরণৈঃ ।
মহা-সুরভিভির্ধূপৈর্মণ্ডিতং তত্র তত্র বৈ ।। ১ ।।
চন্দনাগুরুতোয়ার্দ্র রথ্যা-চত্বরমার্গবৎ ।
পুষ্পাক্ষতফলৈস্তোক্মৈর্লাজৈরর্চ্চিভিরর্চ্চিতম্ ।। ২ ।।
সবৃন্তৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈঃ পরিষ্কৃতম্ ।
তরুপল্লবমালাভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ।। ৩ ।।

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাযজ্ঞে দেবতাগণের মহাসভায় পৃথুমহারাজের প্রজাগণের প্রতি অনুশাসন বর্ণিত হইয়াছে।

মৈত্রেয়-মুনি বিদুরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পৃথুর

অন্যান্য কৃত্যসকল কীর্ত্তন করিলেন। পৃথু-মহারাজ জন্মজন্মান্তরে ভোগজন্য কোনও কর্ম্ম, কিম্বা ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের প্রতি কোনও দণ্ডবিধান কখনও করেন নাই। তিনি আরও একটী মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ সমবেত হইলে পৃথু-মহারাজ তাঁহাদের সভায় সকলকেই লক্ষ্য করিয়া বিধাতা যে তাঁহাকে প্রজাবর্গের শাসন, রক্ষণ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্থাপনাদি-কার্য্যের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন, তদ্বিষয় ও প্রজাবর্গের প্রতি রাজার ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানরূপ কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া প্রজাগণকে পরম-পুরুষ ভগবানের ভজন ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণে ও ভগবানে পৃথু-মহারাজের ভক্তিদর্শনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করেন। বৈষ্ণব পুত্র প্রহলাদের প্রভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর যেমন পরিত্রাণ হইয়াছিল বৈষ্ণবপুত্র পৃথুর প্রভাবে বেণেরও তদ্রূপ নরক হইতে নিস্তারলাভ হইয়াছিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৌক্তিকৈঃ কুসুমস্রগ্‌ভিঃ (কুসুমানাং মাল্যৈঃ) দুকূলৈঃ (কৌষেয়-বসনৈঃ) স্বর্ণতোরণৈঃ মহা-সুরভিভিঃ ধূপৈঃ (চ) তত্র তত্র (স্থানে) মণ্ডিতং বৈ চন্দনাগুরু-তোয়ার্দ্র-রথ্যা-চত্বরমার্গবৎ চন্দনাগুরুযুক্তৈঃ তোয়ৈঃ জলৈঃ আর্দ্রাঃ সিক্তাঃ রথ্যাঃ পন্থানঃ চত্বরাণি অঙ্গনানি ন তদ্‌যুক্তং) পুষ্পাক্ষতফলৈঃ তোক্মৈঃ (হরিতযবৈঃ অঙ্কুরৈঃ বা) লাজৈঃ (ভৃষ্টধান্যৈঃ) অর্চ্চিভিঃ (দীপৈঃ চ) অর্চ্চিতং সবৃন্দৈঃ (পুষ্পফলযুক্তৈঃ) কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈঃ (পূগানাং পোতৈঃ বালবৃক্ষৈঃ) পরিষ্কৃতং (তথা) তরুপল্লবমালাভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতং (সম্যক্ শোভিতং) (স্বপুরং যযৌ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—সেই রাজপুরী স্থানে স্থানে অসংখ্য মুক্তা, পুষ্পমালা, দুকূল এবং স্বর্ণতোরণে সুশোভিত ও সুগন্ধিধূপদ্বারা সুবাসিত হইয়াছিল ; পথ ও প্রাঙ্গণসমূহ চন্দন ও অগুরুমিশ্রিত জলে সিক্ত, এবং পুষ্প, আতপ-তণ্ডুল, ফল, যবাঙ্কুর, লাজ (খৈ), প্রদীপ, ফল, পুষ্পফলযুক্ত কদলীস্তম্ভ, বালপূগ (কচি সুপারি)-বৃক্ষ ও তরু-পল্লবাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল ॥ ১-৩ ॥

বিশ্বনাথ—

একবিংশে মহাসত্রে সর্ব্বসৌন্দর্য্যমণ্ডিতঃ।
প্রশ্রয়াবিধঃ পৃথুর্ভক্তিং স্বপ্রজাঃ সমশিক্ষয়ৎ ॥০॥

পুরং যযাবিত্যুক্তং তৎপুরমনুবর্ণয়তি—মৌক্তিকৈরিতি ত্রিভিঃ। মৌক্তিকাদিভির্যৎ যৎ পুরং মণ্ডিতং তত্র তত্র যযাবিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। তোক্মৈর্হরিত-যবৈঃ অর্চ্চিভিদীপৈঃ। সবৃন্তৈঃ ফলপুষ্পবৃন্তসহিতৈঃ পূগপোতৈর্নূতনগুবাকবৃক্ষৈঃ ॥ ১-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একবিংশ অধ্যায়ে মহাযজ্ঞে সর্ব্বসৌন্দর্য্যমণ্ডিত প্রশ্রয়সমৃদ্ধ মহারাজ পৃথু নিজ প্রজাদিগকে ভক্তির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'স্বপুরে গমন করিলেন'—ইহা বলিয়াছিলেন, এখানে সেই পুরীর বর্ণনা করিতেছেন —'মৌক্তিকৈঃ', ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। মৌক্তিক, অর্থাৎ মুক্তা রচিত মালা প্রভৃতির দ্বারা যে যে পুরদ্বার মণ্ডিত (শোভিত) করা হইয়াছে, সেখানে সেখানে, 'স্বপুরং যযৌ' (৪।২০।৩৮)—এই পূর্ব্ব অধ্যায়ের 'যযৌ'—গমন করিলেন, এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয় হইবে। 'তোক্মৈঃ'—হরিতবর্ণের যবের (অর্থাৎ যবাঙ্কুরের) দ্বারা। 'অর্চ্চিভিঃ'—দীপাবলির দ্বারা। 'সবৃন্তৈঃ'—ফল, পুষ্প ও বৃন্তের সহিত। 'পূগপোতৈঃ'—নূতন গুবাক বৃক্ষের (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুপারী গাছের চারার) দ্বারা সুসজ্জিত পুরদ্বার ॥ ১-৩ ॥

প্রজাস্তং দীপবলিভিঃ সংভৃতাশেষমঙ্গলৈঃ।
অভীয়ুর্মৃষ্টকন্যাশ্চ মৃষ্টকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—দীপবলিভিঃ (দীপযুক্ত-পূজোপকরণৈঃ)। সংভৃতাশেষমঙ্গলৈঃ (সংভৃতানি অশেষানি মঙ্গলানি দধ্যাদীনি তৈঃ সহ) প্রজাঃ (তথা) মৃষ্টকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ (মৃষ্টাভ্যাম্ উজ্জ্বলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতাঃ শোভিতাঃ) মৃষ্টকন্যাঃ চ (মৃষ্টাঃ উজ্জ্বলাঃ স্নানাদিনা শুদ্ধাঃ কন্যাশ্চ) তং (পৃথুম্) অভীয়ুঃ (অভিজগ্মুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—প্রজাসকল এবং স্নানাদিদ্বারা পরিশুদ্ধা ও সমুজ্জ্বল মণিকুণ্ডলে শোভিতা ললনাগণ, দীপমালা ও দধিপ্রভৃতি বহুবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ মহারাজ পৃথুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য গমন করিয়াছিল ॥৪॥

বিশ্বনাথ—নির্ম্মঞ্ছনার্থং দীপবলিভিঃ সম্পূর্ণাশেষমঙ্গলৈর্দধ্যাদিভিঃ সহিতাঃ। মৃষ্টকন্যাঃ মার্জ্জিতগাত্রাঃ কুমারিকাঃ। মৃষ্টকুণ্ডলেতি তদুপলক্ষিতোজ্জ্বলবস্ত্রালঙ্কারযুক্তাঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্ম্মঞ্ছনের নিমিত্ত দীপাবলি এবং দধি প্রভৃতি সম্পূর্ণ অশেষ মাঙ্গলিক দ্রব্যের সহিত, 'মৃষ্টকন্যাঃ'—মার্জ্জিতগাত্রা কুমারিকাগণ। 'মৃষ্টকুণ্ডল-মণ্ডিতাঃ'—অত্যুজ্জ্বল মণিকুণ্ডল ও তদুপলক্ষিত উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃতা (কুমারিকাগণ পৃথুকে আনয়নের জন্য গমন করিলেন।) ॥ ৪ ॥

শঙ্খদুন্দুভিঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ চর্ত্বিজাম্
বিবেশ ভবনং বীরঃ স্তূয়মানো গতস্ময়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শঙ্খদুন্দুভিঘোষেণ, (তথা) ঋত্বিজাং (ব্রাহ্মণানাং) ব্রহ্মঘোষেণ চ (বেদপাঠেন চ সহ, সূতাদিভিশ্চ) স্তূয়মানঃ বীরঃ (মহাপ্রতাপঃ) (তথাপি) গতস্ময়ঃ (নিরহঙ্কারঃ পৃথুঃ) ভবনং (স্বগৃহং) বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মহাপ্রতাপ পৃথুরাজ শঙ্খ-দুন্দুভি-ধ্বনি এবং ঋত্বিগ্‌দিগের বেদবাণীদ্বারা প্রশংসিত হইলেও নিরভিমানের সহিত নিজগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ—গতস্ময়ঃ স্বস্য তাদৃশমসাধারণমৈশ্বর্য্যং বীক্ষ্যাপি বিগতগর্ব্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতস্ময়ঃ'—নিজের তাদৃশ অসাধারণ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও গর্ব্বরহিত—এই অর্থ ॥ ৫ ॥

পূজিতঃ পূজয়ামাস তত্র তত্র মহাযশাঃ।
পৌরান্ জানপদাংস্তাংস্তান্ প্রীতঃ প্রিয়বরপ্রদঃ ॥৬

অন্বয়ঃ—মহাযশাঃ তত্র তত্র (স্থানে পৌরাদিভিঃ) পূজিতঃ (অতএব তেষু) প্রীতঃ (সন্) প্রিয়বরপ্রদঃ (প্রিয়ান্ বরান্ প্রদদাতীতি তথাভূতঃ পৃথুঃ) তান্ তান্ পৌরান্ জানপদান্ পূজয়ামাস ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বিপুলকীর্ত্তি মহারাজ পৃথু স্থানে স্থানে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভীষ্টবর প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতিপূজা করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পূজিতঃ পৌরাদিভিঃ স্বর্ণমুদ্রানর্ঘ্যনব্যবস্ত্রাদ্যুপায়নার্পণেনেত্যর্থঃ। পূজয়ামাস স উত্তীর্ণকঞ্চুকোষ্ণীষাদি-প্রতিদানেনেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —'পূজিতঃ'—পুরবাসি প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্বর্ণ, মুদ্রা, মহামূল্য নূতন বস্ত্রাদি উপায়ন অর্পণের দ্বারা (মহারাজ পৃথু) পূজিত—এই অর্থ। 'পূজয়ামাস'—মহারাজ পৃথুও তাঁহাদিগকে উত্তরীয়, কঞ্চুক ও উষ্ণীষ প্রভৃতি প্রতিদানের দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন—এই অর্থ ॥ ৬ ॥

স এবমাদীন্যনবদ্যচেষ্টিতঃ
কর্ম্মাণি ভূয়াংসি মহান্ মহত্তমঃ।
কুর্ব্বন শশাসাবনিমণ্ডলং যশঃ
স্ফীতং নিধায়ারুরুহে পরং পদম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অনবদ্যচেষ্টিতঃ (অনবদ্যানি নির্দ্দোষাণি চেষ্টিতানি যস্য সঃ, গুণৈঃ) মহান্ (অতএব) মহত্তমঃ (পূজ্যতমঃ) সঃ (পৃথুঃ) এবম্ আদীনি (যজ্ঞাদীনি) ভূয়াংসি (বহূনি) কর্ম্মাণি (স্বয়ং) কুর্ব্বন্ অবনীমণ্ডলং শশাস (ততশ্চ) স্ফীতং (প্রবৃদ্ধং) যশঃ নিধায় (সংস্থাপ্য পাপ্য হরেঃ) পরং পদং (স্থানম্) আরুরুহে (আরুরোহ) ॥৭॥

অনুবাদ—পবিত্রকর্ম্মা, মহতেরও মহত্তম পৃথুমহারাজ এই প্রকার যজ্ঞাদি বহুবিধ কর্ম্ম করিয়া ভূমণ্ডল শাসন, এবং অবশেষে পৃথিবীতে বিপুলকীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরমপদে আরোহণ করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—মহান্মহত্তম ইতি উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠতয়া ত্রিবিধেষু মহত্তমেষু মধ্যে উত্তমঃ মহত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহান্ মহত্তমঃ'—উত্তম,

মধ্যম ও কনিষ্ঠরূপে ত্রিবিধ মহত্তমগণের মধ্যে যিনি উত্তম মহত্তম—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

———

শ্রীসূত উবাচ—

তদাদিরাজস্য যশো বিজৃম্ভিতং
গুণৈরশেষৈর্গুণবৎ-সভাজিতম্ ।
ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ সদস্পতে
কৌষারবিং প্রাহ গৃণন্তমর্চ্চয়ন ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ—হে সদস্পতে, (সভাপতে শৌনক,) অশেষৈঃ (সর্ব্বৈঃ) গুণৈঃ বিজৃম্ভিতম্ (উজ্জিতং) গুণবৎ-সভাজিতঃ (গুণবদ্ভিঃ সভাজিতং সৎকৃতম্) আদিরাজস্য (পৃথোঃ) তৎ যশঃ গৃহন্তং (বর্ণয়ন্তং) কৌষারবিং (মৈত্রেয়ম্) অর্চ্চয়ন্ (সৎকুর্ব্বন্) মহাভাগবতঃ ক্ষত্তা (বিদুর) প্রাহ (পপ্রচ্ছ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—(হে শৌনক), মৈত্রেয়, আদিরাজ পৃথুর অশেষগুণ-বিলসিত ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রশংসিত যশঃ কীর্ত্তন করিলে, মহাভাগবত বিদুর তাঁহাকে (মৈত্রেয়কে) অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—গুণবদ্ভিঃ সভাজিতং সৎকৃতং যশো গৃণন্তম । হে সদস্পতে, শৌনক ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণবৎ-সভাজিতং'—গুণশালী ব্যক্তিগণের দ্বারা সমাদৃত, 'যশঃ'—(পৃথুর) যশ, 'গৃণন্তং'—গানকারী (মৈত্রেয়কে অর্চ্চনা করিয়া বিদুর বলিতে লাগিলেন)। হে সদস্পতে!—হে সভাপতে শৌনক! ॥ ৮ ॥

———

শ্রীবিদুর উবাচ—

সোহভিষিক্তঃ পৃথুর্বিপ্রৈর্লব্ধাশেষসুরার্হণঃ ।
বিভ্রৎ স বৈষ্ণবং তেজো বাহ্বোর্যাভ্যাং দুদোহ গাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—বিপ্রৈঃ অভিষিক্ত (ততশ্চ) লব্ধাশেষসুরার্হণঃ (লব্ধানি অশেষসুরাণাম্ অর্হাণি যেন সঃ তথাভূতঃ) সঃ পৃথুঃ যাভ্যাং (বাহুভ্যাং) গাং (পৃথ্বীং) দুদোহ, (তয়োঃ) বাহ্বোঃ সঃ বৈষ্ণবং তেজঃ বিভ্রৎ (সন্) (কিম্ অকরোৎ ইতি শেষঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—বিপ্রগণ যাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন, যিনি বহু দেবতার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি বাহুদ্বয়ের দ্বারা পৃথিবীকে দোহন এবং বিষ্ণুতেজ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পৃথু মহারাজ আর কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন? ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বাহ্বোর্বিভ্রদদভূৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাহ্বোঃ'—ভুজদ্বয়ে বিষ্ণুতেজ ধারণ করিয়া (পৃথু কি করিলেন?) ॥ ৯ ॥

———

কো ন্বস্য কীর্ত্তিং ন শৃণোত্যভিজ্ঞো
যদ্বিক্রমোচ্ছিষ্টমশেষভূপাঃ ।
লোকাঃ সপালা উপজীবন্তি কাম-
মদ্যাপি তন্মে বদ কর্ম শুদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্‌বিক্রমোচ্ছিষ্টং (যস্য পৃথোঃ বিক্রমস্য পৃথ্বীদোহন-সমীকরণ-লক্ষণস্য উচ্ছিষ্টং শেষং) কামং (ভোগ্যম্) অদ্যাপি অশেষভূপাঃ (অশেষাঃ সর্ব্বে ভূপাঃ রাজানঃ তথা)সপালাঃ (লোকপালৈঃ ইন্দ্রাদিভি সহিতাঃ) লোকাঃ (প্রাণিনশ্চ) উপজীবন্তি (ভুঞ্জতে), (তস্য) অস্য (পৃথোঃ) কীর্ত্তিং কঃ নু অভিজ্ঞঃ (গুণগ্রাহী) ন শৃণোতি? তৎ (তস্য) শুদ্ধং কর্ম্ম মে (মহ্যং) বদ (ব্রূহি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বিক্রমাদির উচ্ছিষ্টস্বরূপ অভীষ্টভোগ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত নিখিল লোক ও ভূপালগণ অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, সেই পৃথুর কীর্ত্তি কোন্ অভিজ্ঞব্যক্তিই বা শ্রবণ না করিবেন? আপনি আমাকে তাঁহার বিশুদ্ধ কর্ম্মসমূহ বলুন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য বিক্রমেণ উচ্ছিষ্টমিতি সর্ব্বেষাং কামানাং পৃথ্বীদুগ্ধত্বাৎ পৃথ্বীদোহনস্য যদ্বিক্রমকৃতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্বিক্রমোচ্ছিষ্টম্'—যাঁহার (পৃথিবী দোহনাদিরূপ) বিক্রমের দ্বারা উচ্ছিষ্ট (স্ব স্ব অভীষ্ট শস্যরত্নাদি সমস্ত কামনার), পৃথিবীর

দুগ্ধত্ব-হেতু পৃথিবী-দোহনের যে বিক্রম পৃথু প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই অর্থ, (অর্থাৎ যে পৃথুর বিক্রমের উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ নিজ নিজ অভীষ্ট শস্য-রত্নাদি যথেচ্ছ উপভোগ করতঃ, ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত লোকসকল আজিও জীবিত রহিয়াছেন।)॥ ১০॥

মধ্ব—দেবেভ্য ঋষয়ো ভূপাশ্চোচ্যন্তে শক্তিমত্তথা।
কৃচিৎ কৃচিন্মোহনার্থং কাদাচিৎকাচ্চ হেতুতঃ॥
ইতি নারদীয়ে॥ ১০॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

গঙ্গাযমুনয়োর্নদ্যোরন্তরাক্ষেত্রমাবসন্।
আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—গঙ্গাযমুনয়োঃ নদ্যোঃ অন্তরা (মধ্যে) ক্ষেত্রং (পুণ্যদেশম্) আবসন্ (সঃ পৃথুঃ) পুণ্যজিহাসয়া (পুণ্যানাং পূর্ব্বকৃতানাং বন্ধকরূপাণাং জিহাসয়া ভোগেন পুণ্যক্ষপণেচ্ছয়া প্রাচীনকর্ম্মভিঃ) আরব্ধান্ ভোগান্ ভোগান এব বুভুজে॥ ১১॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—গঙ্গা ও যমুনা-নদীর মধ্যবর্ত্তী পবিত্র প্রদেশে বাস করিয়া মহারাজ পৃথু প্রাকৃত জীবের ন্যায় আপনাকে দেখাইয়া যেন পুণ্যক্ষয় করিবার বাসনায় প্রাক্তনকর্ম্মলব্ধ ভোগ্যবস্তু-মাত্র ভোগ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তিনি প্রাক্তন কর্ম্মসমূহকে ভগবদভিপ্রেত জানিয়া গর্হণের সহিত যথাযোগ্য স্বীকার করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

বিশ্বনাথ—আরব্ধানেবেতি মত্বেতি শেষঃ। যদ্যপি ভগবদবতারত্বেন ভক্তত্বেন চ ন তস্য প্রারব্ধং কর্ম্ম, তথাপি ভক্তিভূম্নাতিদৈন্যেন প্রাকৃতজীব এবাহং সুখ-দুঃখাভ্যাং পুণ্যপাপে জিহাসামীতি তদভিমানো জ্ঞেয়ঃ॥ ১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আরব্ধান্ এব'—প্রাক্তন কর্ম্মারব্ধ মনে করিয়া। যদিও শ্রীভগবানের অবতারত্ব এবং ভক্তত্ব-হেতু তাঁহার (মহারাজ পৃথুর) কোন প্রারব্ধ কর্ম্ম নাই, তথাপি ভক্তির পরাকাষ্ঠায় অতিশয় দৈন্যবশতঃ প্রাকৃত জীবই আমি, সুখভোগের দ্বারা পুণ্য ও দুঃখভোগের দ্বারা পাপ ক্ষয় করিতেছি—এইরূপ তাঁহার অভিমান, ইহা বুঝিতে হইবে॥ ১১॥

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—ব্রাহ্মণকুলাৎ অন্যত্র (ঋষিকুলব্যতিরেকেণ চ) তথা অচ্যুতগোত্রতঃ (অচ্যুতঃ ভগবান্ এব গোত্রং প্রবর্ত্তকতুল্যঃ যেষাং বৈষ্ণবানাং তদ্ব্যতিরেকেণ চ) অন্যত্র (তান্ চ বিনা) সর্ব্বত্র অস্খলিতাদেশঃ (অস্খলিতঃ অপ্রতিহতঃ আদেশঃ আজ্ঞা যস্য সঃ) সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্ (সপ্তদ্বীপেষু এক এব দণ্ডধৃক্ অভূৎ)॥ ১২॥

অনুবাদ—পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল;—কেবলমাত্র ঋষি-কুল-ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই॥ ১২॥

বিশ্বনাথ—অচ্যুত এব গোত্রং প্রবর্ত্তকতুল্যো যেষাং তেভ্যশ্চেতি বৈষ্ণবানাং বর্ণাশ্রমাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। অন্যত্রেতি ব্রাহ্মণানাং শাস্তৃত্বে তত্তদ্বেদাচার্য্যমেব বৈষ্ণবানাং তু তত্তন্মন্ত্রগুরুমেব শাস্তৃত্বে ব্যবস্থাপ্যেত্যর্থঃ। "পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুর্বা, মল্লোক-কামো মদনুগ্রহার্থঃ।" "ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাৎ" ইতি ঋষভোক্তেঃ॥ ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচ্যুত-গোত্রতঃ'—অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীভগবানই গোত্র বলিতে প্রবর্ত্তকতুল্য যাঁহাদের, সেই বৈষ্ণবগণ ব্যতীত, ইহা বলায় শ্রীবৈষ্ণবগণের বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের অভাবই ব্যক্ত করা হইল। 'অন্যত্র'—তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া (সর্ব্বত্র তাঁহার আদেশ অপ্রতিহত ছিল)। ব্রাহ্মণ-গণের শাসনবিষয়ে সেই সেই বেদাচার্য্যকেই, কিন্তু বৈষ্ণবগণের স্ব-স্ব মন্ত্রগুরুকেই শাসন-ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা করিয়া, এই অর্থ। যেমন শ্রীঋষভদেবের উক্তি—"পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ" (৫।৫।১৫) অর্থাৎ আমার লোক কামনা করিয়া, আমার অনুগ্রহের নিমিত্ত পিতা পুত্রদিগকে, গুরু শিষ্যগণকে ও রাজা প্রজাবর্গকে ঐ প্রকার শিক্ষা দিবেন। কিন্তু উপদিষ্ট হইয়া যদি

কেহ শিক্ষিত বিষয় পালন না করে, তাহাতে তাঁহারা যেন কোপ না করেন, ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

একদাসীন্মহাসত্রদীক্ষা তত্র দিবৌকসাম্ ।
সমাজো ব্রহ্মর্ষীণাঞ্চ রাজর্ষীণাঞ্চ সত্তম ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম, একদা তস্য মহাসত্রদীক্ষা (মহাযজ্ঞপ্রতিষ্ঠানম্) আসীৎ, তত্র (সত্রে) দিবৌকসাং (দেবগন্ধর্ব্বাদীনাং তথা) ব্রহ্মর্ষীণাঞ্চ রাজর্ষীণাঞ্চ সমাজঃ (মেলনম্) আসীৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে সাধুশ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বে তিনি আরও একটী মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের সভা হইয়াছিল ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—একদা তস্য মহাসত্র-দীক্ষা আসীৎ তত্র সত্রে দেবানাঞ্চ সমাজ আসীৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একদা'—একসময় মহারাজ পৃথুর আর একটি মহাসত্রের দীক্ষা হইয়াছিল (অর্থাৎ মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়া তিনি তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন)। সেই যজ্ঞে (ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি) এবং দেবতাগণেরও, 'সমাজঃ'—অর্থাৎ একত্র সমাগমের দ্বারা একটি মহতী সভা হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

তস্মিন্নর্হৎস্বু সর্ব্বেষু স্বর্চ্চিতেষু যথার্হতঃ ।
উত্থিতঃ সদসো মধ্যে তারাণামুড়ুরাড়িব ॥ ১৪ ॥
প্রাংশুঃ পীনায়তভুজো গৌরঃ কঞ্জারুণেক্ষণঃ ।
সুনসঃ সুমুখঃ সৌম্যঃ পীনাংসঃ সুদ্বিজস্মিতঃ ॥১৫
ব্যূঢ়বক্ষা বৃহচ্ছ্রোণির্ব্বলিবল্গুদলোদরঃ ।
আবর্ত্ত-নাভিরোজস্বী কাঞ্চনোরুরুদগ্রপাৎ ॥ ১৬ ॥
সূক্ষ্মবক্রাসিতস্নিগ্ধ-মূর্দ্ধজঃ কম্বুকন্ধরঃ ।
মহাধনে দুকূলাগ্র্যে পরিধায়োপবীয় চ ॥ ১৭ ॥
ব্যঞ্জিতাশেষগাত্রশ্রীর্নিয়মে ন্যস্তভূষণঃ ।
কৃষ্ণাজিনধরঃ শ্রীমান্ কুশপাণিঃ কৃতোচিতঃ ॥১৮॥
শিশিরস্নিগ্ধতারাক্ষঃ সমৈক্ষত সমন্ততঃ ।
ঊচিবানিদমুর্ব্বীশঃ সদঃ সংহর্ষয়ন্নিব ॥ ১৯ ॥
চারু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং মৃষ্টং গূঢ়মবিক্লবম্ ।
সর্ব্বেষামুপকারার্থং তদা অনুবদন্নিব ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (সত্রে) অর্হৎসু (পূজ্যেষু) সর্ব্বেষু যথার্হতঃ (যথাযোগ্যং) স্বর্চ্চিতেষু (সু সুষ্ঠু অর্চ্চিতেষু সৎসু) সদসঃ (সভায়াঃ) মধ্যে তারাণাং (মধ্যে) উড়ুরাট (চন্দ্রঃ) ইব উত্থিতঃ (সন্) প্রাংশুঃ (উন্নতঃ) পীনায়তভুজঃ (পীনো আয়তৌ চ ভুজৌ যস্য সঃ) গৌরঃ কঞ্জারুণেক্ষণঃ (কঞ্জে ইব অরুণে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য সঃ) সুনসঃ সুমুখঃ সৌম্যঃ (প্রিয়দর্শনঃ) পীনাংসঃ (পীনৌ আংসৌ স্কন্ধৌ যস্য সঃ) সুদ্বিজস্মিতঃ (শোভনাঃ দ্বিজাঃ দন্তাঃ স্মিতং চ হাস্যং চ যস্য সঃ) ব্যূঢ়বক্ষাঃ (ব্যূঢ়ং বিস্তীর্ণং বক্ষঃ যস্য সঃ) বলিবল্গু-দলোদরঃ (ত্রিসৃভিঃ বলিভিঃ বল্গু সুন্দরং দলবৎ অধঃ অগ্রম্ অশ্বত্থ পত্রমিব উপরি বিস্তৃতম্ অধস্তাৎ সঙ্কুচিতম্ উদরং যস্য সঃ) আবর্ত্তনাভিঃ (আবর্ত্তবৎ নিম্না নাভির্যস্য সঃ) ওজস্বী (শক্তঃ) কাঞ্চনোরুঃ (কাঞ্চনবৎ উজ্জ্বলৌ উরূ যস্য সঃ) উদগ্রপাৎ (উদগ্রৌ উন্নতাগ্রৌ পাদৌ যস্য সঃ) সূক্ষ্মবক্রাসিত-স্নিগ্ধমূর্দ্ধজঃ (সূক্ষ্মাশ্চ তে বক্রাশ্চ অসিতাঃ কৃষ্ণাশ্চ স্নিগ্ধাঃ চিক্কণাশ্চ মূর্দ্ধজাঃ কেশাঃ যস্য সঃ) কম্বুকন্ধরঃ (কম্বুবৎ ত্রিরেখাঙ্কিতা কন্ধরং গ্রীবা যস্য সঃ) মহাধনে (যে) দুকূলাগ্রে (বস্ত্রশ্রেষ্ঠে তয়োরেকং) পরিধায় (বসিত্বা. একম্) উপবীয় চ (উত্তরীয়ং কৃত্বা চ বর্ত্তমানঃ) নিয়মে (নিমিত্তে) ন্যস্তভূষণঃ (ন্যস্তানি ত্যক্তানি ভূষণানি যেন সঃ) ব্যঞ্জিতাশেষগাত্রশ্রীঃ (ব্যঞ্জিতা প্রকটিতা অশেষগাত্রেষু শ্রীঃ স্বাভাবিকা শোভা যেন সঃ) কৃষ্ণাজিনধরঃ শ্রীমান্ (কান্তিমান্) কুশপাণিঃ কৃতোচিতঃ (কৃতানি উচিতানি কর্ম্মাণি যেন সঃ), শিশির-স্নিগ্ধতারাক্ষঃ (শিশিরে সন্তাপহরে স্নিগ্ধে চ তারে যয়োঃ তে অক্ষিণী যস্য সঃ) উর্ব্বীশঃ (ভূপতিঃ পৃথুঃ) সমন্ততঃ সমৈক্ষত (দৃষ্টবান্)। তদা সদঃ (সভাং) সংহর্ষয়ন্নিব ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যং) চারু শ্রোত্রপ্রিয়ং) চিত্রপদং (চিত্রাণি মনোরমাণি পদানি যস্মিন্ তৎ) শ্লক্ষ্ণং (প্রশস্তং) মৃষ্টং (শুদ্ধং) গূঢ়ং (গম্ভীরার্থম্) অবিক্লবম্ (অব্যাকুলং) সর্ব্বেষাম্ উপকারার্থম্ অনুবদন্ (স্বয়ম্ অনুভূতম্) ইব উচিবান্ (উক্তবান্) ॥ ১৪-২০ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে পূজনীয় ব্যক্তিগণ যথাযোগ্য

পূজিত হইলে পর, সভামধ্যে তারকাবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় পৃথু রাজা উত্থিত হইলেন। তাঁহার দেহ—উন্নত, বাহুদ্বয়—দীর্ঘ ও স্থূল, নেত্রযুগল—গৌর-পদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ, নাসিকা—সুন্দর এবং বদন—প্রসন্ন, স্কন্ধদ্বয়—উন্নত; তিনি ঈষৎ মধুর হাস্য করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার সুচারু দন্তরাজি প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি—তেজস্বী; তাঁহার বক্ষঃস্থল—বিস্তৃত, কটিদেশ—স্থূল, উদর—ত্রিবলী-রেখায় সুশোভিত এবং অশ্বত্থপত্রের ন্যায় উর্ধ্বভাগে বিস্তৃত ও অধোভাগে সঙ্কুচিত; নাভিদেশ—আবর্ত্তের ন্যায় গভীর; তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও চরণের অগ্রভাগ—উন্নত, তাঁহার কেশকলাপ—সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ; গলদেশ—শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত। বহুমূল্য কৌষিক (রেশমী) বস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক তথায় বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমান্ পৃথু কৃষ্ণাজিন ধারণকরতঃ কুশ-হস্তে যজ্ঞোচিত কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতেছিলেন। পৃথ্বীপতি পৃথু তাঁহার সন্তাপ-হারক ও স্নিগ্ধ তারকা-যুক্ত নেত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সভ্যগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া শ্রবণ-মধুর, মনোহর, বিচিত্র পদবিশিষ্ট, প্রশস্ত, শুদ্ধ এবং গম্ভীরার্থযুক্ত বাক্যসমূহ সকলের উপকারের জন্য নিজে অনুভব করিয়াই যেন অব্যাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪-২০ ॥

বিশ্বনাথ—অর্হৎসু পূজ্যেষু ঋষ্যাদিষু কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপনার্থমুত্থিতঃ সন্ সমৈক্ষতেতি ষষ্ঠেণান্বয়ঃ। প্রাংশুরুন্নতঃ। ব্যূঢ়ং বিস্তীর্ণং বক্ষো যস্য সঃ। বলিভিস্তিসৃভির্বল্গু সুন্দরং দলবৎ অধোঽগ্রমশ্বত্থপত্রমিবোপরিবিস্তৃতমধস্তাৎ সুকুঞ্চিতমুদরং যস্য দক্ষিণাবর্ত্তবন্নিম্না নাভির্যস্য সঃ, কাঞ্চনস্তম্ভাবিবোরূ যস্য, উন্নতাগ্রৌ পাদৌ যস্য সঃ। উপবীয় উত্তরীয়ং কৃত্বা। চারু মনোহরত্বাৎ সরসং, চিত্রপদং সালঙ্কারং শ্লক্ষ্ণং মধুরাক্ষরং মৃষ্টং নির্দ্দোষম্। গূঢ়ং সব্যঙ্গং অবিক্লবং ঝটিত্যর্থবোধকম্ ॥ ১৪-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্হৎসু'—পূজ্যতম ঋষিগণের যথাযোগ্য পূজা হইলে, মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে কিছু বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত উত্থিত হইয়া, 'সমৈক্ষত'—চারিদিকে দর্শন করিলেন—এই ষষ্ঠ শ্লোকের (১৯ নং শ্লোকের) সহিত অন্বয় হইবে। মহারাজ পৃথুর বর্ণনা করিতেছেন—'প্রাংশুঃ'—উন্নত শরীর। 'ব্যূঢ়বক্ষাঃ'—বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল যাঁহার। 'বলিবল্গুদলোদরঃ'—তিনটি বলীর (রেখার) দ্বারা, সুন্দর 'দলবৎ'—অর্থাৎ অশ্বত্থ পত্রের তুল্য উপরিভাগ বিস্তৃত ও নিম্নভাগ সুন্দর কুঞ্চিত উদর যাঁহার, 'আবর্ত্ত-নাভিঃ'—দক্ষিণাবর্ত্তের ন্যায় নিম্ন নাভি যাঁহার। 'কাঞ্চনোরুঃ'—সুবর্ণস্তম্ভের ন্যায় উরুদ্বয় যাঁহার, 'উদগ্রপাৎ'—চরণদ্বয়ের অগ্রভাগ ঈষৎ উন্নত যাঁহার (সেই মহারাজ পৃথু)। 'উপবীয়'—(মহামূল্য পট্টবস্ত্র পরিধান ও) উত্তরীয়রূপে গ্রহণ করিয়া, চারু—মনোজ্ঞ বলিয়া রসযুক্ত, 'চিত্রপদং'—অলঙ্কারযুক্ত, 'শ্লক্ষ্ণং'—মধুর অক্ষরবিশিষ্ট, 'মৃষ্টং'—দোষরহিত (শুদ্ধ)। 'গূঢ়ং'—ব্যঞ্জনাযুক্ত (গম্ভীরার্থ), 'অবিক্লবং'—উচ্চারণমাত্রে অর্থবোধক (বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন।) ॥ ১৪-২০ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

সভ্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ সাধবো য ইহাগতাঃ।
সৎসু জিজ্ঞাসুভির্দ্ধর্ম্মমাবেদ্যং স্বমনীষিতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—(হে) সভ্যাঃ, সাধবঃ, যে ইহ (সত্রে) আগতাঃ (তে সর্ব্বে যূয়ং মে বাক্যং) শৃণুত বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (ভবিষ্যতি, যতঃ) জিজ্ঞাসুভিঃ স্বমনীষিতং (বিচারিতং) ধর্ম্মং সৎসু আবেদ্যং (বক্তব্যম্ এব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—রাজা পৃথু কহিলেন,—হে সভ্যগণ, হে সমাগত সাধুগণ, আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাদের মঙ্গল হউক্। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের সমীপে স্ব-স্ব-মনোভিলাষ ব্যক্ত করা উচিৎ; তজ্জন্যই আমি আপনাদিগের নিকট আমার বিচারিত বিষয় ব্যক্ত করিতেছি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সাধবো য ইত্যন্যৈরত্রাগতৈরপি মম ন প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। ন চ নৃপত্বাদহং যুষ্মান্ কিমপ্যাদিশামি শাস্মি বা। কিন্তু কিমপি জিজ্ঞাসুরহং যুষ্মাভিরেব শাসনীয় আদেষ্টব্যশ্চেত্যাহ—সৎসু সাধুষু ভাগ্যতঃ প্রাপ্তেষু সৎসু ধর্ম্মং জিজ্ঞাসুভিঃ পুংভিঃ

স্বমনীষিতং স্ববিচারিতমাবেদ্যং জ্ঞাপয়িতুমর্হমেব স্বেষু প্রামাণ্যাভাবাদিতি ভাবঃ ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাধবঃ যে' ইতি—যে সকল সজ্জনগণ এই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছেন, ইহা বলায়, অন্যান্য যাহারা এখানে আসিয়াছেন, তাহাদের আমার প্রয়োজন নাই, এই ভাব। আমি নৃপ বলিয়া আপনাদিগকে কিছু উপদেশ দিতেছি না, কিম্বা শাসনও করিতেছি না। কিন্তু আমি নিজে কিছু জানিবার ইচ্ছুক হইয়া, আপনাদের দ্বারা শিক্ষা ও আদেশপ্রাপ্ত হইতে চাই—ইহা বলিতেছেন—'সৎসু'—বহু সৌভাগ্যবশতঃ সাধুগণ প্রাপ্ত হইলে, ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নিজ নিজ বিচারিত অভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত, কারণ নিজেদের বিচারে কোন প্রামাণ্য নাই, এই ভাব ।। ২১ ।।

অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ।
রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুষু স্থাপিতা পৃথক্ ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—(যতঃ) অহম্ ইহ (অস্মিন্ অবসরে) প্রজানাং রাজা যোজিতঃ (ধাত্রা স্থাপিতঃ অতঃ দুষ্টানাং) দণ্ডধরঃ, (ধর্ম্মস্থানাং) রক্ষিতা বৃত্তিদঃ (জীবিকাপ্রদশ্চ ; মুষ্মানাং) স্বেষু সেতুষু (ধর্ম্মমর্য্যাদাসু) পৃথক্ (যথাধিকারং) স্থাপিতা (স্থাপয়িতা) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—পরমেশ্বর আমাকে ইহজগতে প্রজাদিগের শাসন, ধর্ম্মসংরক্ষণ, জীবিকাপ্রদান ও পৃথক্ পৃথক্ বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মমর্য্যাদা-স্থাপনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—ন চ ত্বং রাজা অস্মাকমারাধনীয় ইতি বাচ্যং, প্রত্যুত যুষ্মাকমেব বৃত্ত্যাদিসাধনলক্ষণে আরাধনে পরমেশ্বরেণাহং প্রবর্ত্তিত ইত্যাহ—অহমিতি। ধাত্রা পরমেশ্বরেণ নিয়োজিতঃ কুত্র কুত্র কর্ম্মণীত্যত আহ—দণ্ডধর ইতি। বিকর্ম্মরোগোপশমনৌষধরূপে দণ্ডধর ইত্যর্থঃ। রক্ষিতেতি দস্যুচৌরাদিভ্যো রক্ষণে, বৃত্তিদ ইতি জীবিকাপ্রদানে। স্বেষু সেতুষু পৃথক্ পৃথক্ স্থাপয়িতেতি প্রতি স্ববর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মমর্য্যাদায়াঃ স্থাপনে ইতি যুষ্মাকং বহুবিধপরিচরণভারো মন্মূর্দ্ধ্নি ন্যস্তো বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আপনি রাজা, আমাদের আরাধনীয়, না—এইরূপ বলিতে পারেন না, প্রকারান্তরে আপনাদের বৃত্ত্যাদিসাধনরূপ আরাধনাবিষয়ে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আমি নিযুক্ত হইয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'অহম্' ইতি। বিধাতা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক কোন্ কোন্ কার্য্যে নিয়োজিত, তাহা বলিতেছেন—'দণ্ডধরঃ' ইতি, বিকর্ম্মরূপ রোগের উপশমের ঔষধরূপে আমি দণ্ডধর, অর্থাৎ প্রজাগণের শাসনকর্ত্তা। 'রক্ষিতা'—দস্যু, চৌর প্রভৃতি হইতে রক্ষণ বিষয়ে তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা, এবং 'বৃত্তিদঃ'—তাহাদের জীবিকাপ্রদানে আমি নিযুক্ত। 'স্বেষু সেতুষু'—স্ব স্ব বর্ণ, আশ্রমাদি ধর্ম্মসকলের পৃথক্ পৃথক্‌রূপে মর্য্যাদা স্থাপনে—এই প্রকার আপনাদের বহুবিধ পরিচর্য্যার ভার আমার মস্তকে ন্যস্ত রহিয়াছে, এই ভাব ।। ২২ ।।

তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্ যানাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টধৃক্ ।।২৩

অন্বয়ঃ—যস্য (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ রাজ্ঞঃ) দিষ্টদৃক্ (প্রাগ্ধর্ম্মসাক্ষী ভগবান্) তুষ্যতি, তস্য (যৎ) যান্ লোকান্ ব্রহ্মবাদিনঃ আহুঃ, (তে) কামসন্দোহাঃ (কামানাং সম্যগ্ দোহঃ প্রপূরণং যেষু তে) লোকাঃ তদনুষ্ঠানাৎ (তস্য প্রজারক্ষণাদি-স্বধর্ম্মস্য অনুষ্ঠানাৎ) মে (মমাপি) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ)।

অনুবাদ—সর্ব্বধর্ম্মসাক্ষী ভগবানের প্রসন্নতাক্রমে যেসকল পুণ্যলোক-প্রাপ্তির কথা বেদজ্ঞগণ বর্ণন করিয়াছেন, প্রজারক্ষণাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমারও যেন সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ লোক লাভ হয় ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—তস্যাহং প্রতিমাসিকং প্রতিবার্ষিকং বেতনমপি প্রাপ্নোমীত্যাহ—তস্য মম তত্তৎস্বকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ যান্ লোকান্ প্রাপ্যান্ ব্রহ্মবাদিন আহুস্তে স্যুরিত্যন্বয়ঃ। লোকাঃ পারত্রিকাঃ মদিচ্ছানুরূপাঃ কামানাং মদভিলষিতানাং সম্যগ্দোহঃ প্রপূরণং যত্র, যস্য মমেতি দিষ্টদৃক্ সর্ব্বধর্ম্মসাক্ষী মৎপ্রভুঃ যদুক্তং তেনৈব "শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব" ইত্যাদি ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার জন্য আমি প্রতি-

মাসিক, প্রতিবার্ষিক বেতনও লাভ করিয়া থাকি, ইহা বলিতেছেন—সেই আমার সেই সেই নিজ কর্ম্ম (প্রজাদিগের রক্ষণ, স্থাপনাদি) অনুষ্ঠানের ফলে যে সকল পুণ্যালোক-প্রাপ্তির কথা ব্রহ্মবাদিগণ (বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ) বলিয়াছেন, 'তে স্যুঃ'—সেই সকল লোক প্রাপ্তি হউক—এই অন্বয়। 'লোকাঃ'—আমার ইচ্ছানুরূপ পারত্রিক লোকসমূহ, 'কামসন্দোহাঃ'—কাম বলিতে আমার অভিলাষসকলের সম্যক্ দোহ, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে পূরণ যেখানে, তাদৃশ লোকসকল। 'যস্য মম'—যে আমার প্রতি 'দিষ্টদৃক্'—সকল ধর্ম্মের সাক্ষী আমার প্রভু (প্রসন্ন হইয়া থাকেন)। যেমন তিনিই বলিয়াছেন—"শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব" (৪।২০।১৪), অর্থাৎ প্রজাপালনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম, ইত্যাদি ॥ ২৩॥

য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্ম্মেষ্বশিক্ষয়ন্।
প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগঞ্চ স্বং জহাতি সঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—যঃ রাজা (সন্) ধর্ম্মেষু প্রজাঃ অশিক্ষয়ন্ (অপ্রবর্ত্তয়ন্ তাভ্যঃ) করম্ উদ্ধরেৎ (গৃহ্ণীয়াৎ) সঃ প্রজানাং শমলং (পাপফলং) ভুঙ্‌ক্তে স্বং (স্বকীয়ং) ভগঞ্চ (ঐশ্বর্য্যঞ্চ) জহাতি (ত্যজতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যে রাজা প্রজাগণকে স্ব-স্ব-ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে করমাত্র গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাদিগের পাপভাগী হ'ন এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য সব বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মম কৃত্যেষু মধ্যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনমেব মুখ্যং নিত্যঞ্চ যদভাবে মমাপ্যনিষ্টং স্যাদিত্যাহ য ইতি ভগমৈশ্বর্য্যম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও আমার করণীয় কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনই মুখ্য এবং নিত্য কর্ম্ম, যাহার অভাবে (যাহা না করিলে) আমারও অনিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইতি। 'ভগং'—ভগ বলিতে ঐশ্বর্য্য ॥ ২৪ ॥

তৎ প্রজা ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়তঃ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ হে) প্রজাঃ, অনসূয়তঃ (অসূয়ারহিতাঃ) অধোক্ষজধিয়ঃ (অধোক্ষজে ভগবতি ধীর্য্যাসাং তাদৃশ্যঃ সত্যঃ) (ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থ ভর্ত্তুঃ মম পিণ্ডার্থং পিণ্ডদানবৎ পরলোক-হিতার্থং) স্বার্থম্ এব (স্বকার্য্যং স্বধর্ম্মম্ এব) কুরুত (অনুতিষ্ঠত), তর্হি (তদা এতৎকরণে) মে অনুগ্রহঃ কৃতঃ (ভবেৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে প্রজাবৃন্দ, তোমরা অসূয়ারহিত হইয়া ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজে মনঃসংযোগ কর। আমি তোমাদের ভর্ত্তা। পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের ন্যায় তোমরা যদি আমার পারলৌকিক-মঙ্গলের জন্য স্বধর্ম্মে অবস্থান কর, তাহা হইলেই আমার প্রতি তোমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ তস্মাৎ হে প্রজাঃ ভর্ত্তুর্মম পিণ্ডার্থং পিণ্ডদানবৎ পরলোকহিতার্থং স্বেষামেবার্থং কার্য্যং কুরুত যুষ্মাভিঃ স্বকৃত্য এব কৃতে সতি মম কৃতার্থতা ভবিষ্যতীতি নাত্র মদর্থে পৃথক্ কোঽপি ভারো ভবতামিতি ভাবঃ। স্বার্থমেব বদন্ বিশিনষ্টি হে অধোক্ষজধিয় ইতি "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়েতি" ভগবদ্গীতা-প্রামাণ্যাদ্ভগবন্তং ভজতেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ প্রজাঃ'—অতএব হে প্রজাগণ! তোমাদের ভর্ত্তা আমার পিণ্ডার্থ, অর্থাৎ পিণ্ডদানের ন্যায় পরলোকের হিতের জন্য, 'স্বার্থম্ এব'—তোমাদের নিজেদেরই মুখ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য কর, তোমরা নিজ নিজ করণীয় ধর্ম্ম পালন করিলেই, আমার প্রতি অনুগ্রহ, অর্থাৎ কৃতার্থতা করা হইবে, এই বিষয়ে আমার নিমিত্ত তোমাদের পৃথক্ কোন ভার নাই—এই ভাব। (জীবের) স্বার্থ (স্ব-প্রয়োজন) কি, তাহা বলিতে বিশ্লেষণ করিতেছেন—হে অধোক্ষজ-ধিয়ঃ!—অধোক্ষজ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে মতি যাহাদের, সেই তোমরা। 'ময্যেব মন আধৎস্ব' (১২।৮)—আমাতেই, অর্থাৎ আমার এই শ্যামসুন্দর পীতাম্বর বনমালী রূপেই মন স্থির কর এবং আমাতেই তোমার বিবেকবতী বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট কর—শ্রীভগবদ্গীতার এই প্রমাণ অনুসারে শ্রীভগবান্‌কেই ভজন কর—এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

যূয়ং তদনুমোদধ্বং পিতৃদেবর্ষয়োঽমলাঃ।
কর্ত্তুঃ শাস্তুরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎ প্রেত্য তৎফলম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) পিতৃদেবর্ষয়ঃ অমলাঃ (বিবেকিনঃ) যূয়ং তৎ (মদ্‌বাক্যম্) অনুমোদধ্বং (সাধুক্তম্ ইতি বদত)। যৎ (যস্মাৎ) কর্ত্তুঃ শাস্তুঃ (শিক্ষয়িতুঃ) অনুজ্ঞাতুঃ (অনুমোদিতুশ্চ) প্রেত্য (পরলোকে) তৎ ফলং (তস্য ধর্ম্মাধর্ম্মনুষ্ঠানস্য ফলং) তুল্যম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে পিতৃদেব ও ঋষিগণ, আপনারা বিবেকী, আমার বাক্য অনুমোদন করুন; যেহেতু কর্ত্তা, শিক্ষাদাতা ও অনুমন্তার পরলোকে তুল্যফললাভ হয় ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কার্য্যং খলু সর্ব্বানুমোদনেন সিদ্ধতীত্যত আহ—যূয়মিতি। শাস্তুঃ শিক্ষয়িতুঃ অনুজ্ঞাতুরনুমোদয়িতুঃ প্রেত্য পরলোকে যৎ ফলং তত্তুল্যম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকলের অনুমোদনক্রমেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, এইজন্য বলিতেছেন—'যূয়ম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনারা ঐ ভাগবত ধর্ম্মের অনুমোদন করুন। 'শাস্তুঃ'—শিক্ষাদাতার, 'অনুজ্ঞাতুঃ'—অনুমোদন-কর্ত্তার পরলোকে যে ফল হয়, তাহার তুল্য ফল ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর্ত্তারও হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ কুচিদ্ভুবঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অর্হসত্তমাঃ, (পূজ্যবরাঃ,) কেষাঞ্চিৎ (মহতাং মতে) যজ্ঞপতিঃ নাম (প্রমাণসিদ্ধঃ ভগবান্) অস্তি, (যতঃ) ইহ অমুত্র চ জ্যোৎস্নাবত্যঃ (কান্তিমত্যঃ) ভুবঃ (ভোগভূময়ঃ শরীরাণি চ) কুচিৎ এব লক্ষ্যন্তে (ন সর্ব্বত্র ইতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে পূজ্যতমগণ, কাহারও মতে যজ্ঞপতি-নামক একজন পরমেশ্বর আছেন; তাহা না হইলে ইহ ও পরকালে সমুজ্জ্বল ভোগভূমি এবং ভোগসাধন শরীর সকলই বা দৃষ্ট হইবে কেন? ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কুরুতাধোক্ষজধিয় ইত্যধোক্ষজারাধনং প্রবর্ত্তয়িতুমীহসে, তৎ কথং সম্ভবেৎ, ত্বৎপিত্রা বেণেন তদুপদেশ-কৈবল্যৈরপ্যঙ্গীকৃতত্বাদিত্যত আহ—অস্তীতি। হে অর্হত্তমা ইতি বিপরীতলক্ষণয়া, যজ্ঞপতির্নাম পরমেশ্বরঃ কেষাঞ্চিন্মতে তাবদস্তি, তথাপি বিপ্রতিপত্তের্ন তৎ সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য জগদ্বৈচিত্র্যানাথানুপপত্তিং প্রমাণয়তি। ইহ প্রত্যক্ষেণামুত্র শাস্ত্রেণ চ জ্যোৎস্নাবত্যঃ কান্তিবৈচিত্র্যবত্যঃ কুচিদিত্যজ্যোৎস্নাবত্যশ্চ অতিশয়োক্ত্যা দৃষ্টাদৃষ্টশুভকর্ম্মণাং ফলতারতম্যবত্যঃ ফলাভাববত্যশ্চ। ভুবঃ ভোগভূময়ো দেহাশ্চ লক্ষ্যন্তে। অয়মর্থঃ—"ন তাবৎ কর্ম্মণঃ ফলদাতৃত্বং ঘটতে, জড়ত্বাৎ। ন চার্ব্বাগ্‌দেবতানাং স্বাতন্ত্র্যং অন্তর্য্যামিশ্রুতেঃ। ন চ তৎকর্ম্মসাম্যে ফলতারতম্যং কুচিত্তদভাবশ্চ সম্ভবতি। অতঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থেন পরমেশ্বরেণ ভাব্যং যস্যোবাদরতারতম্যে সতি ফলতারতম্যম্ আদরাভাবে ফলাভাব ইতি" ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, 'কুরুত অধোক্ষজধিয়ঃ'—অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরির চরণকমলে মতি রাখিয়া স্বধর্ম্ম পালন কর, ইহার দ্বারা শ্রীহরির আরাধনে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা কি করিয়া সম্ভব? আপনার পিতা বেণ ঐ সকল উপদেশের নামগন্ধও অঙ্গীকার করেন নাই—এইরূপ বেণ প্রভৃতির মতবাদে বিমোহিত কোন কোন ব্যক্তির অসম্ভাবনা লক্ষ্য করতঃ ধীরে ধীরে বলিতেছেন—'অস্তি' ইত্যাদি। 'হে অর্হত্তমাঃ'—হে পূজনীয়গণ!, ইহা বিপরীত লক্ষণার দ্বারা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ হে অপূজ্যগণ (সজ্জনগণের দ্বারা যাহারা পূজনীয় নহে)। কাহারও কাহারও মতে যজ্ঞপতি নামে একজন পরমেশ্বর আছেন, তথাপি তদ্বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি (সংশয়)-হেতু উহা সিদ্ধ নয়, এই আশঙ্কা করিয়া জগতের বৈচিত্র্যের দ্বারা অন্যথা অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) প্রমাণ করিতেছেন। 'ইহ অমুত্র চ'—ইহকালে প্রত্যক্ষের দ্বারা, পরলোকে শাস্ত্রের দ্বারা, 'জ্যোৎস্নাবত্যঃ'—কান্তিবৈচিত্র্যযুক্ত (সমুজ্জ্বল ভোগভূমি ও ভোগসাধন শরীর আছে)। 'কুচিৎ'—কোথাও কোথাও, ইহা বলায়, 'অজ্যোৎস্নাবত্যঃ'—অসমুজ্জ্বলও ভোগভূমি আছে, এইরূপ অতিশয়োক্তির দ্বারা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট শুভ কর্ম্মসমূহের ফলতারতম্যযুক্ত এবং ফলাভাব-

যুক্ত, 'ভুবঃ'—ভোগের ভূমি এবং শরীরসকল দৃশ্য হইয়া থাকে। (অর্থাৎ পরমেশ্বর না থাকিলে জগতের এই বৈচিত্র্য কিরূপে পরিদৃষ্ট হইত?) এইরূপ অর্থ—কর্ম্ম জড় বলিয়া তাহার কোন ফলদাতৃত্ব নাই। পশ্চাদ্ভব দেববৃন্দেরও কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, তাঁহাদেরও অন্তর্য্যামী শ্রুত হয়। আবার সেই কর্ম্মের সাম্য হইলে ফলের তারতম্য এবং কোথাও ফলাভাবও সম্ভব হইত না। অতএব করিতে, না করিতে এবং অন্যথা (অন্যরূপ) করিতে সমর্থ পরমেশ্বর কর্তৃকই এইরূপ বৈচিত্র্য ঘটান সম্ভব। আর সেই পরমেশ্বরের প্রতি আদরের তারতম্য হইলে ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে, এবং তাঁহার প্রতি আদরের (শ্রদ্ধার) অভাব হইলে ফলেরও অভাব হয়॥ ২৭॥

মধ্ব—প্রকাশবদ্ভুবো দেবা মানুষাশ্চাপি কেচন ইতি বারাহে॥ ২৭॥

বিবৃতি—যজ্ঞসভায় আহূত প্রজাবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া পৃথু-মহারাজ বলিলেন,—আপনাদিগের সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। আমারও প্রজাবর্গের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলবিধান করা কর্ত্তব্য। আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা ভগবান্ অধোক্ষজে মতিবিশিষ্ট, তাঁহারা সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই আমার প্রাপ্যপিণ্ড-লাভ হয়। এই বাক্য শুনিয়া প্রজাগণের মধ্যে কতিপয়ের এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, পৃথুর পূর্ব্ব-সিংহাসনাধিকারী বেণ এরূপ পিণ্ড প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহারা সেই পূর্ব্বস্মৃতিক্রমে মনে করিতে লাগিলেন যে, নিজ-নিজ-ভোগার্থে জীবগণের কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়, পরন্তু বাসুদেবের সেবার উদ্দেশে ঐ কর্ম্মফলের অর্পণ অনুমোদিত নহে। তাদৃশ অধোক্ষজসেবা-বিমুখ জনগণের নিকট কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত ভগবৎ-সেবনবিধির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা জানাইতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা।

অনভিজ্ঞ জনগণকে পূজ্যতম বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক পৃথু বলিলেন,—সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানেরই যজ্ঞপতি আছেন এবং যজ্ঞপতির যজ্ঞানুষ্ঠানে কান্তিমতি তনু-বিশিষ্ট ভূমিকাসমূহ আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান। ইহলোক ও পরলোকে, যজ্ঞপতি ভোক্তৃসূত্রে এবং যজ্ঞ-কর্তৃগণ ভোগ্যসূত্রে অবস্থিত ইঁহদের পরস্পর অনুশীলন-কার্য্যই যজ্ঞ-কর্ম্ম। সুতরাং যজ্ঞেশ্বর-রহিত হইয়া যে সকল অনভিজ্ঞ জন সৎকর্ম্মরূপ যজ্ঞের আবাহন করেন, তাহাদের অসম্পূর্ণতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। জগদ্বৈচিত্র্য-কার্য্যের কারণরূপে যজ্ঞপতি অবস্থিত। সেই যজ্ঞপতি-বিবর্জ্জিত যজ্ঞ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ভোগপর মানবগণ বিষ্ণুভক্তি-রহিত হইয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহাতে নিত্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে দৃশ্য-জগতের অস্তিত্ব ও কার্য্য স্বীকার করিলে যজ্ঞপতি-বিষ্ণুর সার্ব্বকালিক নিত্য অধিষ্ঠানের উপলব্ধি থাকে না; কিন্তু শক্তিপরিণত জগৎ ও নশ্বর কার্য্যের মূল-কারণরূপে যজ্ঞপতি বিষ্ণুর অবস্থান অবশ্যই স্বীকার্য্য। বিষ্ণুসেবাকার্য্য রহিত হইয়া যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নশ্বর ও নিত্যভোক্তার অভাবে অফলপ্রদ। ঐহিক ও পারলৌকিক ফলগুলিতে কোথাও সিদ্ধি, কোথাও বা অসিদ্ধি অবস্থিত, এজন্য স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে॥ ২৭॥

মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ॥ ২৮॥
ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা॥ ২৯॥
দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্ম্মবিমোহিতান্।
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ—শোচ্যান্ (শোকার্হান্) ধর্ম্মবিমোহিতান্ (ধর্ম্মে বিষয়ে বিমোহিতান্ ভ্রান্তান) মৃত্যোঃ দৌহিত্রাদীন (বেণাদীন্ ঋতে (বিনা) মহীপতেঃ মনোঃ উত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি রাজর্ষেঃ প্রিয়ব্রতস্য অস্মৎ-পিতুঃ (অপি) পিতুঃ অঙ্গস্য চ অজস্য (ব্রহ্মণঃ) ভবস্য (শিবস্য) প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি ঈদৃশানাম্ অথ অন্যেষাং চ বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং (বর্গঃ ধর্ম্মার্থ-কামাখ্যস্ত্রিবর্গঃ স্বর্গং ধর্ম্মফলম্ অপবর্গঃ মোক্ষঃ, তেষাং) প্রায়েণ একাত্ম্যহেতুন (একাত্ম্যেন ঐকরূপেণ সর্ব্বানুগতেন হেতুনা) গদাভৃতা (ভগবতা) কৃত্যং (প্রয়োজনম্) অস্তি॥ ২৮-৩০॥

অনুবাদ—মৃত্যুদৌহিত্র বেণপ্রভৃতি ধর্ম্মবিমূঢ় ও শোচ্যব্যক্তিগণ ব্যতীত মহারাজ মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, রাজর্ষি প্রিয়ব্রত, আমার পিতামহ অঙ্গরাজ, ব্রহ্মা, শিব, প্রহলাদ, বলি এবং এতাদৃশ অন্যান্য মহাত্মগণের মতেও ভগবান্ আছেন ; যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম,—ত্রিবর্গ এবং স্বর্গ ও মোক্ষ,—এ সমস্তই তৎকৃপাধীন (অর্থাৎ সমস্তফলপ্রাপ্তির মূলেই এক অদ্বয় ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই) ॥ ২৮-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বিদ্বদনুভবেনাপীশ্বরসিদ্ধিমাহ—মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ পিতামহস্যেত্যর্থঃ। প্রহলাদ-বলী তদানীং শাস্ত্রাদেব জ্ঞাত্বা গণিতৌ। গদাভৃতা কৃত্যমস্তি গদাধারণান্মধুরমনোহররূপবতেত্যর্থঃ। কৃত্যঞ্চ তেষাং নিরন্তরসাক্ষাত্তচ্চরণপরিচরণমেব জ্ঞেয়ম্। তদন্যাংস্ত নিন্দ্যত্বেনাহ—মৃত্যোর্দৌহিত্রাদীন্ বেণাদীন বিনা, ধর্ম্মে বিমোহিতান্ অতএব শোচ্যান্। মৃত্যোরিত্যনেন তে অদ্য যদ্যত্র মন্মতে বিপ্রতিপৎস্যন্তে তর্হি তন্মৃত্যোস্তন্মাতামহস্যৈব পুরীং প্রস্থাপয়িষ্যাম্যেবেতি দ্যোত্যতে। তং গদাভৃতং বিশিনষ্টি—বর্গেতি। বর্গোহত্র ত্রিবর্গঃ স্বর্গো ধর্ম্মস্য ফলম্ অপবর্গো মোক্ষস্তেষাং ঐকাত্ম্যহেতুনা একোহসহায়শ্চাসাবাত্মা স্বরূপঞ্চেত্যেকাত্মা, স্বার্থে ষ্যঞ্, ঐকাত্ম্যং তেন বর্গাদীনাম্ ঐকাত্ম্যেন অন্যনিরপেক্ষ-স্বস্বরূপেণৈব হেতুনেত্যর্থঃ। তেন বর্গস্বর্গাপবর্গকামৈরপি গদাভৃদর্চ্চনীয় ইতি তেষাং নিষ্কামাণাং সকামানাঞ্চ গদাভৃতা কৃত্যমস্তীত্যায়াতম্। অত্র প্রমাণম্—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্" ইতি ; "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদৌ "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" ইত্যাদিকঞ্চ। অত্র প্রায়েণেত্যনেন কুচিৎ কর্ম্মজ্ঞানাদিসাপেক্ষ-স্বস্বরূপেণেতি কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রয়াপি ভক্ত্যা ভক্তিমিশ্রৈরপি কর্ম্মজ্ঞানাদিভির্বর্গাদিসিদ্ধির্ন তু ভক্ত্যা বিনেতি নিষ্কলিতার্থঃ। ভক্তেস্তৎস্বরূপত্বং তু প্রসিদ্ধম্ ॥ ২৮-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিদ্বদনুভবের দ্বারাও ঈশ্বরসিদ্ধি বলিতেছেন—'মনোঃ'—স্বায়ম্ভুব মনুর, 'অস্মৎপিতুঃ পিতুঃ'—আমাদের পিতার পিতা, অর্থাৎ পিতামহ (অঙ্গের)। প্রহলাদ এবং মহারাজ বলী, ইঁহাদের কথা তৎকালে শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া এখানে গণনা করিয়াছেন। 'গদাভৃতা কৃত্যমস্তি'—গদাধারী শ্রীভগবানের দ্বারা প্রয়োজন রহিয়াছে, অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই ভগবান্‌কে স্বীকার করিয়াছেন। 'গদাভৃৎ'—ইহা বলায়, গদা ধারণহেতু মধুর মনোহর রূপবান্, এই অর্থ। এখানে তাঁহাদের 'কৃত্য' বলিতে— নিরন্তর সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চরণকমলের পরিচর্য্যাই বুঝিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্যদের কথা নিন্দনীয়রূপে বলিতেছেন—'মৃত্যোঃ দৌহিত্রাদীন্ ঋতে'—মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি বিনা, তাহারা ধর্ম্মে বিমোহিত, অতএব শোচ্য অর্থাৎ অনুশোচনার যোগ্য। 'মৃত্যোঃ'— মৃত্যুর, এই কথা উল্লেখ করায়, তাহারা (বেণানুগামী ধর্ম্মবিমূঢ় ব্যক্তিগণ) আজ যদি এখানে আমার মতের বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে সেই মৃত্যুর, অর্থাৎ তাঁহার মাতামহের পুরীতেই প্রেরণ করাইব, ইহা দ্যোতিত হইতেছে। সেই গদাধারীকে বিশেষরূপে পরিচয় করাইতেছেন —'বর্গ' ইত্যাদি। 'বর্গ' বলিতে এখানে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ, ধর্ম্মের ফল স্বর্গ এবং মোক্ষ— এই সকলের 'ঐকাত্ম্যহেতুনা'—একাত্মের ভাব ঐকাত্ম্য তাহার দ্বারা, অর্থাৎ যিনি এক অন্যনিরপেক্ষ স্বরূপ, তিনি একাত্মা, তাহার ভাব, স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় হইয়া ঐকাত্ম্য, তাহার দ্বারা বর্গাদির ঐকাত্ম্যরূপে অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ স্ব-স্বরূপের দ্বারাই। (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ এবং স্বর্গাদি পুণ্যভোগ ও মোক্ষ—এই সকলের পরস্পর একাত্মতা দৃষ্ট হয় বলিয়া ঈশ্বর আছেন—ইহা বেণ প্রভৃতি ধর্ম্মবিমূঢ় ব্যক্তি ব্যতীত প্রায় সকলেরই অভিমত।) 'তেন'—সমস্ত কিছুর কারণই এক অদ্বিতীয় ভগবান্—এইজন্য ত্রিবর্গ, স্বর্গ ও অপবর্গ কামনাকারী জনগণেরও গদাভৃৎ ভগবানই অর্চ্চনীয়, ইহাতে সেই সকল নিষ্কাম ও সকাম ব্যক্তিগণেরও গদাধারীর কৃত্য (প্রয়োজন) রহিয়াছে—ইহা বুঝা গেল। এই বিষয়ে প্রমাণ, যথা—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা" (২।৩।১০) ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি উদারবুদ্ধি এবং ভগবানের একান্ত ভক্ত, তাঁহার কোন কামনা থাকুক বা না থাকুক, অথবা মোক্ষেই স্পৃহা হউক, তিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে নিরুপাধি পরমেশ্বরের উপাসনায় আসক্ত

হন। এবং 'যৎ কর্ম্মভিঃ যত্তপসা' (১১।২০।৩২-৩৩) ইত্যাদি, অর্থাৎ কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ব্রতাদি ধর্ম্ম ও অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনের দ্বারা যাহা লভ্য হয়, আমার ভক্ত একমাত্র আমাতে ভক্তিযোগের দ্বারাই সমস্ত কিছু অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে 'প্রায়েণ'—ইহা বলায়, কোথাও কর্ম্ম, জ্ঞানাদি সাপেক্ষ্য স্ব-স্বরূপের দ্বারা, অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞানাদির মিশ্রণ হইলেও ভক্তির দ্বারাই, ভক্তি-মিশ্র কর্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বারা ত্রিবর্গাদিসিদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত নহে—ইহাই নির্গলিতার্থ। ভক্তির কিন্তু তাদৃশ স্বভাব প্রসিদ্ধই রহিয়াছে ॥ ২৮-৩০ ॥

মধ্ব—একাত্মা হরিরুদ্দিষ্টঃ প্রধানত্বাৎ সমন্তত ইতি চ। প্রায় ইত্যবধারণাক্ষেপঃ। প্রায়ঃ পদং স্যাৎ প্রাচুর্য্যে চাক্ষেপাত্মাবধারণে। অর্থতোঽবধৃতিঃ ক্ষেপো মুখাক্ষেপোঽব ধারণম্ ইতি চ ॥ ৩০ ॥

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী।
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ৩১ ॥
বিনির্দ্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥
তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভি-
র্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং
যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎপাদসেবাভিরুচিঃ (যস্য হরেঃ পাদয়োঃ সেবায়াম্ অভিরুচিঃ) অন্বহম্ (প্রতিদিনম্) এধতী (বর্দ্ধমানা) সতী (সাত্ত্বিকী) তপস্বিনাং (সংসারতপ্তানাম্) অশেষজন্মোপচিতম্ (অশেষৈঃ জন্মভিঃ উপচিতং সংবৃদ্ধং) ধিয়ঃ মলং (কামাদিবাসনালক্ষণং) সদ্যঃ ক্ষিণোতি (ক্ষপয়তি) যথা (তস্য হরেঃ) পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ (গঙ্গা) (মলং পাপং ক্ষিণোতি), বিনির্ধূতাশেষ-মনোমলঃ (বিনির্ধুতং অশেষা মনোমলং যস্য সঃ) পুমান্ অসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্ (অসঙ্গঃ বৈরাগ্যং তেন বিজ্ঞানং বিশেষঃ সাক্ষাৎকারঃ তদেব বীর্য্যং বলং বিদ্যতে যস্য সঃ) যদঙ্ঘ্রিমূলে (যস্য ভগবতঃ অঙ্ঘ্রিমূলে) কৃতকেতনঃ (কৃতাশ্রয় সন্) পুনঃ ক্লেশবহাং (ক্লেশপ্রাপিকাং) সংসৃতিং ন প্রপদ্যতে (মুক্তঃ ভবতীত্যর্থঃ), অমায়িনঃ (নিষ্কপটাঃ) যথাধিকারাবসিতার্থ সিদ্ধয়ঃ (যথাধিকারম্ এব অবসিতা নিশ্চিতা সমাপ্তা বা অর্থসিদ্ধির্যেষাং তে তথাভূতাঃ) যূয়ম্ আত্মবৃত্তিভিঃ (অধ্যাপনাদিভিঃ) মনোবচঃকায়গুণৈঃ (মনঃ বচঃ কায়ঃ তেষাং গুণৈঃ ধ্যানস্তুতিপরিচর্য্যাদিভিঃ) স্বকর্ম্মভিঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং (কামদুঘম্ অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং পাদপদ্মং যস্য তথাভূতং) তম্ এব (ভগবন্তম্ এব) ভজত ॥ ৩১-৩৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহার চরণ-সেবাভিরুচি বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপ-দগ্ধ জীববৃন্দের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বুদ্ধিমল সদ্য বিনষ্ট করিয়া দেয়, যিনি সেই ভগবানের চরণমূল আশ্রয় করিয়াছেন, যাঁহার অশেষ মনোমল বিধৌত হইয়াছে, সেই পুরুষ বৈরাগ্যসহিত ভক্তিযোগ দ্বারা বিজ্ঞান (ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-রূপ বীর্য্য) লাভ করিয়া পুনরায় আর ক্লেশাবহ সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। অতএব হে প্রজাগণ, তোমরা সিদ্ধিলাভ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অধিকারানুসারে নিষ্কপটে নিজ-নিজ অধ্যাপনাদি স্বধর্ম্ম, এবং কায়, বাক্য, মন, গুণ ও স্বকর্ম্মাদিদ্বারা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজন কর ॥ ৩১-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং ক্রমেণ বিবৃণ্বন্ ভগবতঃ কেবলয়ৈব ভক্ত্যা যথা জনঃ কৃতার্থীভবতি, ন তু তথা তপোজ্ঞানাদিভিঃ, কিমুত কর্ম্মভিরিত্যাহ—যদিতি দ্বাভ্যাম্। তপস্বিনামিতি তপোভিরপি বুদ্ধের্মালিন্যং দূরীকর্ত্তুমশক্নুবতামিত্যর্থঃ। সদ্য ইতি যদৈব মহৎকৃপয়া পাদসেবাভিরুচির্ভবেত্তদৈবেত্যর্থঃ। ততশ্চান্বহং প্রতিদিনং বর্দ্ধমানৈব স্যাৎ সতী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা নিত্যেত্যর্থঃ। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। তং ভজতেতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ। ততশ্চাসঙ্গো বৈরাগ্যং বিজ্ঞানবিশেষঃ শ্রীমূর্ত্তিসৌন্দর্য্যাদ্যনুভবঃ, তাভ্যামেব যদ্বীর্য্যং প্রভাবস্তদ্বান্। কেতন-

মাশ্রয়ঃ ইতি ভক্তেঃ কৈবল্যং দর্শিতম্। ননু গার্হস্থ্য-কর্ম্মনিমগ্না বয়ং কথং কেবলয়া ভক্ত্যা ভজামস্তত্র কর্ম্মমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশন্নাহ—তমেবেতি। স্বকর্ম্মভি-র্যাজনাদি-রক্ষণাদি-কৃষ্যাদি-সেবাদিভিরেব বা আত্ম-বৃত্তয়স্তাভিঃ সহিতা অপি মন আদীনাং গুণৈঃ স্মরণ-কীর্ত্তনপ্রণত্যাদিভির্ভজত; যদ্বা, মন আদীনাং গুণৈর্বিদ্যাদি-গানাদি-ভারবহনাদিভিঃ স্বকর্ম্মভির্যা আত্মবৃত্তয়ো জীবিকাস্তাভিরেব ভজত। স্বজীবিকা অপি তা ভগবদর্থে বা কিঞ্চিন্মাত্রেণাঽপি নিত্যং যদি বিনিযুক্তাঃ স্যুস্তর্হি ভক্তিরেব ভবতীত্যর্থঃ। যথা-ধিকারং ব্রাহ্মণাদি-বর্ণধর্ম্মমনতিক্রম্যৈবাবসিতা নিশ্চিতা অর্থসিদ্ধির্যৈস্তে; যদ্বা, যথেতি যেষাং যেষাং যেষু যেষু শিল্পেষ্বধিকার ঔৎপত্তিকস্তৈরেব ভগবদর্থে কৃতৈস্তে তে তৈলিক-তাম্বুলিকপর্য্যন্তা অপি কৃতার্থা ভবন্তীত্যর্থঃ। আত্মনঃ স্বস্যৈব বৃত্তিঃ সত্তা যেষু তৈঃ স্বকর্ম্মভির্বর্ণাশ্রমধর্ম্মৈরপি সহিতাঃ সন্তো ভজতেতি ভক্তেঃ প্রাধান্যমভিহিতম্ ॥ ৩১-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বোক্ত কথাই ক্রমশঃ বিবৃত করিতে শ্রীভগবানে কেবলা ভক্তির দ্বারাই যেপ্রকারে জনগণ কৃতার্থ হন, সেইরূপ তপস্যা, জ্ঞানা-দির দ্বারা নহে, আর কর্ম্মাদির দ্বারা যে নহে, তাহা অধিক কি বক্তব্য?—ইহা বলিতেছেন দুইটি শ্লোকের দ্বারা—'যৎ' ইতি। 'তপস্বিনাম্'—তপস্বিজনের, ইহা বলায়, বহু বহু তপস্যার দ্বারাও বুদ্ধির মালিন্য দূর করিতে অসমর্থ তপস্বিগণেরও, এই অর্থ। 'সদ্যঃ'—তৎক্ষণাৎ, অর্থাৎ যখনই মহতের কৃপাবশতঃ পাদসেবার অভিরুচি হইবে, তৎক্ষণেই, এই অর্থ। অতএব যে ভগবানের পাদপঙ্কজের সেবাভিলাষ 'অন্বহং এধতী সতী'—প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, উহা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা এবং নিত্যা, এই অর্থ। শ্রীভগবানের পাদপঙ্কজের সম্বন্ধেরই এইরূপ মহিমা, ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'যথা', যেরূপ বিষ্ণুপাদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা গঙ্গা (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ও নিত্যা)। 'তং ভজত'—সেই ভগবানের ভজনা কর, ইহা তৃতীয় (৩৩ নং) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'অসঙ্গ-বিজ্ঞান-বিশেষ-বীর্য্যবান্'—তাহার (সেই চরণকমল সেবাভিলাষের) দ্বারা, অসঙ্গ বলিতে বিষয়ে অনাসক্তি বৈরাগ্য, বিজ্ঞান-বিশেষ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যাদির অনুভব, তাহাদের দ্বারা যে বীর্য্য বলিতে প্রভাব, তদ্‌যুক্ত হইয়া (অর্থাৎ প্রবল বৈরাগ্য ও বিজ্ঞানরূপ বীর্য্য লাভ করিয়া জীব, যাঁহার চরণযুগল আশ্রয় করতঃ পুনরায় আর সংসারভোগ প্রাপ্ত হয় না, তোমরা তাঁহারই ভজনা কর।) 'কৃত-কেতনঃ'—কেতন অর্থাৎ আশ্রয়, যে ভগবানের পাদ-তলে আশ্রয় (স্থান) করিয়া—ইহার দ্বারা ভক্তির কৈবল্য (অন্যনিরপেক্ষত্ব) দর্শিত হইল।

যদি বলেন—দেখুন, আমরা গার্হস্থ্য কর্ম্মে নিমগ্ন, কি প্রকারে কেবলা (অহৈতুকী, নিরুপাধিকী) ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে ভজন করিব? তাহাতে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বলিতেছেন—'তমেব' ইতি। 'স্বকর্ম্মভিঃ'—নিজ নিজ কর্ম্ম-যেমন যাজন, অধ্যাপনাদি, রক্ষণাদি, কৃষিকার্য্যাদি বা সেবাদি-রূপ, 'আত্ম-বৃত্তিভিঃ'—নিজ নিজ যে বৃত্তি (জীবিকা), তাহার সহিতই, 'মনো-বচঃ-কায়-গুণৈঃ'—মন, বাক্য ও শরীরের গুণ, অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, প্রণতি প্রভৃ-তির দ্বারা তাঁহার ভজন। অথবা—মন প্রভৃতির গুণের দ্বারা, অর্থাৎ বিদ্যাদি, গানাদি ও ভার বহন প্রভৃতি নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা যে আত্মবৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা, তাহার দ্বারাই ভজন কর। নিজ নিজ জীবিকাও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে, অথবা তাহার কিছুমাত্রও যদি নিত্যই শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত হয়, তাহা হইলেও ভক্তিই হইবে—এই অর্থ। 'যথাধি-কারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ'—যথাধিকার বলিতে ব্রাহ্মণাদি নিজ নিজ বর্ণোচিত ধর্ম্ম অনতিক্রম করিয়াই (সেই ধর্ম্ম অনুসারেই)—অবসিত অর্থাৎ নিশ্চিত হইয়াছে সিদ্ধি বলিতে পুরুষার্থ-সিদ্ধি যাহাদের, তাহারা, অথবা—যথাধিকার বলিতে যাহাদের যে যে শিল্পে স্বাভাবিক অধিকার, ভগবদুদ্দেশ্যে কৃত তাহার দ্বারাই, সেই সেই তৈলিক, তাম্বুলিক পর্য্যন্তও কৃতার্থ হইয়া থাকে—এই অর্থ। 'আত্মবৃত্তিভিঃ'—আত্মার অর্থাৎ নিজেরই যে বৃত্তি বলিতে সত্তা যাহাতে, তাহাদের দ্বারা, অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্ম এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারাও, তাহার সহিত যুক্ত হইয়া ভজন কর—ইহাতে ভক্তিরই প্রাধান্য উক্ত হইল ॥ ৩১-৩৩ ॥

অসাবিহানেকগুণোঽগুণোঽধ্বরঃ
পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ ।
সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভি-
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (ভগবান্) এব স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘনঃ (অপি) অগুণঃ (নির্ব্বিশেষণঃ অপি সন্) ইহ (কর্ম্মমার্গে) পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ (পৃথগ্বিধানি যানি দ্রব্যাদীনি তৈঃ যথা দ্রব্যাণি ব্রীহ্যাদীনি গুণাঃ শুক্লাদয়ঃ ক্রিয়া অবঘাতাদয়ঃ উক্তয়ঃ মন্ত্রাঃ তাভিঃ) অর্থাশয়লিঙ্গনামভিঃ (অর্থঃ অঙ্গসাধ্যঃ উপকারঃ আশয়ঃ সঙ্কল্পঃ লিঙ্গপদার্থানাং শক্তিঃ নাম জ্যোতিষ্টোমাদিঃ তৈ) অনেকগুণঃ (নানা-বিশেষণবান্) অধ্বরঃ (যজ্ঞঃ) সম্পদ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বময় চিদানন্দস্বরূপ। তিনি প্রাকৃতগুণ-রহিত হইয়াও, বিবিধ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, সঙ্কল্প, দ্রব্যশক্তি ও নাম,—এই সকল বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা কর্ম্মমার্গে যজ্ঞরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্ম স্বরূপতোঽশুদ্ধং জড়ং রাজসমপি ভগবদর্পিতং সৎ, তদ্দ্বারা গুণীভূতভক্ত্যংশেন বিশুদ্ধসত্ত্বং চৈতন্যমেব ফলতো ভবতীতি ভক্তিমিশ্রং কর্ম্মোপদিশতি দ্বাভ্যাম্। অসাবিতি তর্জ্জন্যা প্রস্তুতমধ্বরং দর্শয়তি—অসাবধ্বরোঽনেকগুণো নানা-বিশেষণবান্ রাজসোঽপি ভগবদর্পণরূপ-ভক্তিমাহাত্ম্যাত্তৎফলদশায়ামগুণো গুণাতীতো ভবন্ স্বরূপতো বিশুদ্ধবিজ্ঞান-ঘনঃ ব্রহ্মানন্দরূপত্বেন সম্পদ্যতে, কর্ম্মণোঽস্য মোক্ষ-ফলকত্বাদিতি ভাবঃ। তেন সাক্ষাত্বদীয়শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিস্তু প্রথমত এব বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ। স তু সর্ব্বতোঽপি শ্রেষ্ঠ ইতি দ্যোতিতঃ; যদ্বা, অসৌ ভগবানেব স্বরূপতো বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনোঽপি অগুণোঽপি অস্মিন্ কর্ম্মমার্গেঽনেকগুণোঽধ্বরো যজ্ঞঃ সম্পদ্যতে। অনেকগুণত্বমাহ—পৃথগ্বিধানি যানি দ্রব্যাদীনি তৈঃ, তত্র দ্রব্যাণি ব্রীহ্যাদীনি গুণাঃ শুক্লাদয়ঃ। ক্রিয়া অবঘাতাদয়ঃ উক্তয়ো মন্ত্রাঃ। অর্থোঽঙ্গসাধ্য উপকারঃ আশয়ঃ সঙ্কল্পঃ লিঙ্গং পদার্থানাং শক্তিঃ নাম জ্যোতিষ্টোমাদি তৈশ্চ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্ম স্বরূপতঃ অশুদ্ধ, জড় ও রাজস হইলেও, তাহা যদি শ্রীভগবানে অর্পিত হয়, তবে তদ্রূপ গুণীভূত ভক্তির অংশের দ্বারা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব চৈতন্যই প্রকৃতপক্ষে হইয়া থাকে, এইজন্য ভক্তিমিশ্র কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন—দুইটি শ্লোকের দ্বারা। 'অসৌ'—ইহা, অঙ্গুলিনির্দ্দেশের দ্বারা প্রস্তুত যজ্ঞকেই দেখাইতেছেন – এই যে যজ্ঞ—'অনেক-গুণঃ', নানা-বিশেষণ-বিশিষ্ট রাজস হইয়াও শ্রীভগবানে অর্পণ-রূপ ভক্তির মাহাত্ম্যে ফলদশাতে (পরিণামে) 'অগুণঃ' —গুণাতীত হইয়া স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দরূপে সম্পন্ন হয়, যেহেতু এই কর্ম্মের মোক্ষ-ফলত্ব—এই ভাব। কিন্তু সাক্ষাৎ তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি প্রথম হইতেই বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন (শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানস্বরূপ) তাহা সর্ব্বতোভাবেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— ইহা দ্যোতিত হইল। অথবা—সেই ভগবান্ স্বরূপতঃ জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্গুণ হইলেও এই কর্ম্মমার্গে অনেকগুণবিশিষ্ট, 'অধ্বরঃ'—যজ্ঞ-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অনেকগুণত্ব বলিতেছেন—'পৃথগ্বিধ-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়োক্তিভিঃ'—অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র এবং অর্থ, আশয়, লিঙ্গ, নাম—এই সকল দ্বারা বিশেষণ-বিশিষ্ট যজ্ঞ। দ্রব্য বলিতে ব্রীহি প্রভৃতি, গুণ শুক্ল প্রভৃতি, ক্রিয়া অবঘাতাদি, উক্তি বলিতে মন্ত্র। 'অর্থাশয়-লিঙ্গনামভিঃ'—অর্থ বলিতে অঙ্গসাধ্য উপকার, আশয় সঙ্কল্প, লিঙ্গ বলিতে পদার্থসমূহের শক্তি এবং নাম অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি, ইহাদের দ্বারা (বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া ভগবান্ই যজ্ঞরূপে কর্ম্মমার্গে প্রকাশিত হইয়া থাকেন) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—সম্পদ্যতে প্রাপ্যতে ॥ ৩৪ ॥

প্রধানকালাশয়ধর্ম্মসংগ্রহে
শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্ ।
ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে
যথানলো দারুষু তদ্গুণাত্মকঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যথা অনলঃ দারুষু (কাষ্ঠেষু স্থিতঃ সন্) তদ্গুণাত্মকঃ (দারুধর্ম্ম দৈর্ঘ্যবক্রত্বাদিমান্ ভবতি, তথা) এষঃ বিভুঃ (ভগবান্ পরমানন্দঃ অপি) প্রধানকালাশয়ধর্ম্মসংগ্রহে (প্রধানম্ অব্যক্তং কালঃ

তৎক্ষোভকঃ আশয়ঃ বাসনা, ধর্ম্মঃ অদৃষ্টং তৈঃ সংগৃহ্যতে জন্যতে ইতি তথা তস্মিন) শরীরে চেতনাং (বিষয়াকারাং বুদ্ধিং) প্রতিপদ্য (তদভিব্যঙ্গ্য আনন্দরূপঃ সন্) ক্রিয়াফলত্বেন বিভাব্যতে। প্রতীয়তে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠগত হইয়া কাষ্ঠের গুণ অর্থাৎ দীর্ঘত্ব ও বক্রত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিভু ভগবান্ ও অব্যক্তা প্রকৃতি, তৎক্ষোভক কাল, বাসনা ও অদৃষ্ট, এই সকলের সহিত উৎপন্ন শরীরসমূহে কর্মার্পণরূপ বুদ্ধি প্রেরণা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ম্মফলানুসারে স্বয়ং প্রকাশিত হন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবদর্পিতস্য কর্ম্মণস্তন্মিশ্রভক্তেশ্চ ফলং ভগবৎপ্রাপ্তিরেবেত্যাহ—প্রধানমব্যক্তং, কালঃ ক্ষোভকঃ আশয়ো বাসনা ধর্ম্মোঽদৃষ্টং তৈঃ সংগৃহ্যতে জন্যত ইতি তথা তস্মিন্ শরীরে চেতনাং স্বার্পিতকর্ম্মকরণে বুদ্ধিং প্রতিপদ্য অন্তর্ভাবিত-ণ্যর্থত্বাৎ নিষ্পাদ্যেত্যর্থঃ। কৃপয়া কর্ম্মফলত্বেন বিভুঃ স্বয়মেব ভগবান্ বিভাব্যতে প্রকাশতে, কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। "যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্। জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥" ইতি বচনাত্তদর্পিতকর্ম্মা ভক্তিমিশ্রজ্ঞানদ্বারা তমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, কর্ম্মার্পণশ্রদ্ধাভক্তি-তারতম্যেন জ্ঞানতারতম্যেন চ ভগবৎপ্রাপ্তিতারতম্যং ভবেদিত্যাহ—যথা চন্দনাগুরুধবখদিরাদি-স্থিতোঽগ্নিস্তত্তদ্গুণানুরূপো ভবেত্তথৈব ভগবানপ্যুপাসকস্যোপাসনা-তারতম্যেন ফলপ্রদো ভবেৎ। ভক্তিমিশ্রকর্ম্মিণে নিষ্কামায় মোক্ষং কর্ম্মমিশ্রভক্তিমতে শান্তরতিঞ্চৈবং ভক্তিতারতম্যবতে, সালোক্যাদিকঞ্চ দদাতীতি ভক্তের্গুণভাব-প্রাধান্যাদিকং দর্শিতম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানে অর্পিত কর্ম্মের এবং কর্ম্ম-মিশ্র ভক্তির ফল শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিই—ইহা বলিতেছেন, 'প্রধান'—ইত্যাদি। প্রধান বলিতে অব্যক্ত (প্রকৃতি), কাল তাহার ক্ষোভক, আশয় বলিতে বাসনা, ধর্ম্ম অদৃষ্ট—তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন হয় যে শরীর, তাহাতে 'চেতনাং'—শ্রীভগবানে অর্পিত কর্ম্ম করিবার যে বুদ্ধি, তাহা, 'প্রতিপদ্য'—প্রদান করতঃ, এখানে অন্তর্ভাবিত ণিচ্-প্রত্যয়ের অর্থহেতু নিষ্পন্ন করিয়া—এই অর্থ। কৃপাপূর্ব্বক কর্ম্মফলরূপে 'বিভুঃ'—স্বয়ং ভগবানই বিভাব্যতে'—প্রকাশ পাইয়া থাকেন (অর্থাৎ শরীরমধ্যে চেতনাবুদ্ধিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান্ নিজেই কর্ম্মফল-রূপে প্রতীয়মান হন)। 'বিভাব্যতে'—ইহা কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগ (অর্থাৎ তিনি কর্ম্মও বটে, কর্ত্তাও বটে)। 'যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম' (১৫।৩৫)—এই কর্ম্মভূমিতে ভগবৎ-পরিতোষণ-নিমিত্ত যে কর্ম্ম কৃত হয়, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞান তাহার অধীন, অর্থাৎ ভগবত্তুষ্টি-জনক কর্ম্ম-দ্বারা ভক্তি হয়, ভক্তি হইলেই জ্ঞান জন্মে, ইত্যাদি বচন অনুসারে যিনি শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের দ্বারা সেই ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—এই অর্থ। আরও, শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ শ্রদ্ধাভক্তির তারতম্য অনুসারে এবং জ্ঞানের তারতম্য-বশতঃ শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির তারতম্যও হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'যথা অনলঃ দারুষু'—অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, ধব, খদির প্রভৃতি কাষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত অগ্নি যেরূপ তত্তদ্‌গুণের অনুরূপ হয় (অর্থাৎ কাষ্ঠের ধর্ম্ম দৈর্ঘ্য-হ্রস্বাদি বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়), তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌ও উপাসকগণের উপাসনার তারতম্যবশতঃ ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। ভক্তিমিশ্র নিষ্কাম কর্ম্মীকে মোক্ষ, কর্ম্মমিশ্র ভক্তিপরায়ণকে শান্তরতি, এইরূপ ভক্তির তারতম্যবশতঃ সালোক্য প্রভৃতিও প্রদান করিয়া থাকেন,—ইহাতে ভক্তির গুণ-ভাবের প্রাধান্যাদি প্রদর্শিত হইল ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—প্রধানাদীন্ গৃহীত্বা জীবং প্রাপ্য পুণ্যকর্ম্মভির্জায়তে। যথা গুণবদিন্ধনেঽগ্নির্মথনাদিনা ॥৩৫

বিবৃতি—প্রকৃতি, কাল, এষণা ও অদৃষ্ট,—এই চারি প্রকার ব্যাপার-সাহায্যে শরীর উৎপন্ন হয়। অব্যক্তাবস্থায় প্রাক্‌শরীরী গুণত্রয়াত্মক কালের অভ্যন্তরে বাসনা-চালিত হইয়া অপূর্ব্বতা অর্থাৎ ফলরূপ শরীরে পরিণত হয়। ভগবান্ ঐ ব্যাপার-চতুষ্টয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অণুচিৎ জীবের তাদাত্ম্য সম্পাদন করেন এবং তাহার বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিষয়াগার হইয়া বাহ্যজগতে রূপ, ক্রিয়া প্রভৃতি ফলদ্বারা অভিব্যক্ত হন। বিভুচিদ্‌বস্তু শরীরসম্পন্ন ভোগাভিলাষীর ফলস্বরূপ আনন্দাংশে বিভাবিত হন। সেই কালেই জীব স্থূল ও সূক্ষ্মউপাধিতে আত্মপ্রভাবিত হইয়া অনাত্ম-প্রতীতিবশে ভগবানের ভোক্তৃরূপে স্বীয় অভি-

মান প্রকাশ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবান্‌ই জীবের চেতনবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়া তাহাদের দ্বারাই দৃশ্য-জগতের রূপ-রসাদি ভোগ করাইয়া আনন্দ প্রদান করেন। এই ভোগানন্দ জীবের ভগবদ্বিস্মৃতি করাইয়া জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি সেবাধর্ম্মকে আবৃত করে; সেই কালে জীব কর্ম্মাশয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু যদি তিনি সৌভাগ্যক্রমে পুরুষোত্তমের বিভু-চেতন-ধর্ম্মের পরিচয় পা'ন, তাহা হইলেই অক্ষজ ভোগ্যবস্তুর ভ্রান্তি হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। তজ্জন্য তিনি চেতনের অপব্যবহার অর্থাৎ আপনাকে ভোক্তা ও ভগবদ্‌বস্তুকে ভোগ্যজ্ঞান-রূপ অভক্তি-বৃত্তিদ্বয় অর্থাৎ ফলভোগবাদ ও ফল-ভোগরাহিত্য ছাড়িয়া দেন।

বিভুচিদ্‌বস্তু অনলসদৃশ। অব্যক্ত, কাল বাসনা ও অদৃষ্টধর্ম্মরূপ ব্যাপারসমূহ দারুসদৃশ। বিভুচিৎ অনলের তত্তদ্ আধারে যে বিচিত্রতা জন্মগ্রহণ করে, তাহা গুণ-বৈচিত্র্য মাত্র অর্থাৎ কালক্ষোভ্য। তাদৃশ ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাবকে নিত্য জানিতে হইবে না। ঐ প্রকার বিচিত্রতা—ভজনীয়, ভক্ত ও ভক্তির নিত্য-ধর্ম্ম হইতে পৃথক্—আবৃতদর্শন মাত্র। অন্তর্য্যামিত্ব—বিভুচিৎস্বরূপের বহিরাবরণস্বরূপ; উহাকে ভগ-বদ্‌স্বরূপ জানিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত মাত্র জানিতে হইবে। সেইরূপ বিচারের অন্তরালে থাকিয়াও বাসুদেবের উপাসনাপ্রভাবে জীবের কর্ম্মাশয় বিদূরিত হয়॥ ৩৫॥

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং
হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্।
স্বধর্ম্মযোগেন যজন্তি মামকা
নিরন্তরং ক্ষৌণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—(যে) মামকাঃ, (মম প্রজাভূতাঃ,) ক্ষৌণিতলে (ভূতলে) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়সঙ্কল্পাঃ সন্তঃ) গুরুং (পূজ্যং) যজ্ঞভুজাং (দেবানাম্) অধীশ্বরং হরিং স্বধর্ম্মযোগেন নিরন্তরং যজন্তি, অহো, (তে) অমী মম অনুগ্রহং বিতরন্তি (কুর্ব্বন্তি)॥ ৩৬॥

অনুবাদ—এই ভূমণ্ডলে আমার যে সকল প্রজা দৃঢ়ব্রত হইয়া যজ্ঞভুক্ দেবগণের অধীশ্বর জগদ্‌গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করেন, অহো, তাঁহারাই আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ—ভো মহারাজাধিরাজ, প্রভো, ভক্ত্যু-পদেশেন বয়ং কৃতার্থীকৃতাস্তদ্বয়ং নিত্যং ভগবন্তং ভজাম ইত্যানন্দজল্পিনো জনান্ লক্ষীকৃত্যাহ—অহো ইতি॥ ৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মহারাজাধিরাজ! হে প্রভো! আপনা কর্ত্তৃক ভক্তির উপদেশের দ্বারা আমরা কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি, অতএব আমরা নিত্যই শ্রীভগবানের ভজনা করিব—এইরূপ আনন্দে জল্পনা-কারী জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'অহো'—ইত্যাদি (অর্থাৎ অহো! এই সমস্ত পুরুষই আমার পরম বান্ধব এবং আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ বিত-রণ করিতেছেন, ইত্যাদি)॥ ৩৬॥

মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহদ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ—মহদ্ধিভিঃ (মহত্যশ্চ তাঃ ঋদ্ধয়শ্চ তাভিঃ) (যৎ) রাজকুলাৎ (প্রকটং) তেজঃ (তৎকর্ত্তৃসমৃদ্ধিভিঃ বিভান্তি) তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ স্বয়ম্ (এব) দেদীপ্যমানে দ্বিজানাম্ অজিতদেবতানাম্ (অজিতঃ দেবতা যেষাং বৈষ্ণবানাং তেষাঞ্চ) কুলে মা জাতু প্রভবেৎ (কদাচিদপি প্রভা-বং ন করোতু)॥ ৩৭॥

অনুবাদ—মহাসম্পত্তিশালী রাজকুলের তেজ,—তিতিক্ষা, তপস্যা, বিদ্যাদ্বারা স্বয়ং প্রকাশমান আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুলে এবং অজিত শ্রীবিষ্ণুই যাঁহাদের একমাত্র পরমদেবতা, সেই বৈষ্ণবকুলে—যেন কদাপি প্রভাব বিস্তার না করে॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং ভক্তেঃ সুস্থিরত্বার্থং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাবজ্ঞাং নিষিদ্ধ্যতি—মা জাত্বিতি। মহদ্ধিভির্মহা-সম্পত্তিভির্হেতুভির্যদ্রাজকুলাৎ রাজকুলস্য তেজস্তৎ জাতু কদাচিদপি মা প্রভবেৎ প্রভাবং মা করোতু। কুত্র, অজিতদেবতানাং বৈষ্ণবানাং কুলে দ্বিজানাং

কুলে চ কীদৃশে মহদ্ধিভির্বিনাপি তিতিক্ষাদিভিঃ স্বয়-মেব দেদীপ্যমানে ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে ভক্তির সুস্থিরতার নিমিত্ত বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ করিতেছেন—'মা জাতু' ইত্যাদি। 'মহদ্ধিভিঃ'—মহান্ সম্পত্তি (ঐশ্বর্য্য) প্রভৃতি হেতু রাজকুলের যে তেজ, তাহা যেন কখনই (ইঁহাদের প্রতি) প্রভাব বিস্তার না করে। 'কুত্র'?—কাহাদের প্রতি? তাহাতে বলিতেছেন—'অজিতদেবতানাং'—অজিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের প্রাণকোটি প্রিয়তম দেবতা, সেই বৈষ্ণবগণের এবং ব্রাহ্মণগণের কুলে, তাঁহারা কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—মহাসম্পত্তি প্রভৃতি না থাকিলেও, যাঁহারা তিতিক্ষা (ক্ষমাগুণ), তপস্যা, বিদ্যা প্রভৃতি মহা সমৃদ্ধি দ্বারা স্বয়ং প্রকাশমান ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো
নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ।
অবাপ লক্ষ্মীমনপায়িনীং যশো
জগৎপবিত্রঞ্চ মহত্তমাগ্রণীঃ ॥ ৩৮ ॥
যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড্
বিপ্রপ্রিয়স্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ।
তদেব তদ্ধর্ম্মপরৈর্বিনীতৈঃ
সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণ্যদেবঃ (ব্রাহ্মণ-ভক্তানাং দেবঃ) পুরাতনঃ পুরুষঃ মহত্তমাগ্রণীশ্চ (মহত্তমানাম্ অগ্রণীঃ) চ) হরিঃ নিত্যং যচ্চরণাভিবন্দনাৎ (যস্য ব্রাহ্মণ-কুলস্য চরণাভিবন্দনাৎ) অনপায়িনীং (বিয়োগরহিতাং) লক্ষ্মীং জগৎপবিত্রং (সর্ব্ব লোকশোধনং) যশশ্চ অবাপ, যৎসেবয়া (যস্য ব্রাহ্মণকুলস্য সেবয়া) অশেষগুহাশয়ঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামী) স্বরাট্ (স্বপ্রকাশঃ) বিপ্রপ্রিয়ঃ (বিপ্রাণাং প্রিয়ঃ) ঈশ্বরঃ কামং (নিকামম্ অতিশয়েন) তুষ্যতি, (অতঃ) তদ্ধর্ম্মপরৈঃ (ভগবদ্ধর্ম্মঃ এব পরঃ মুখ্যঃ যেষাং তথাভূতৈঃ) বিনীতৈঃ (ভবদ্ভিঃ) তদেব (তৎ ভগবতা সেবিতং) ব্রহ্মকুলম্ (এব) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রকারেণ) নিষেব্যতাং (সেব্যতাম্) ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—মহত্তমগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মণ্যদেব পুরাণ পুরুষ শ্রীহরিও সর্ব্বদা যে ব্রাহ্মণকুলের চরণ বন্দনা করিয়া অচলা লক্ষ্মী ও ভুবনপাবন যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণকুলের সেবা করিয়া **সর্ব্বান্তর্য্যামী বিপ্রপ্রিয় স্বপ্রকাশ** ভগবান্‌ও পরিতুষ্ট হন, তোমরা ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে বিনীতভাবে সেই আত্মবিৎ ব্রহ্ম-কুলেরই সেবা কর ॥ ৩৮-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তিদার্ঢ্যায় ব্রাহ্মণভক্তিং বিধত্তে সপ্তভিঃ। যচ্চরণেত্যাদিকং লোকসংগ্রহার্থক-ভগবদ্বচনানুবাদমাত্রং জ্ঞেয়ম্। তদেব তস্মাদেব হেতোঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তির দৃঢ়তার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বিধান করিতেছেন—সাতটি শ্লোকের দ্বারা। 'যচ্চরণাভিবন্দনাৎ'—যে ব্রাহ্মণগণের চরণ বন্দনার দ্বারা—ইত্যাদি বাক্য লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠদেবের (৩।১৬।৭ শ্লোকে) উক্তির অনুবাদ-মাত্র বুঝিতে হইবে। 'তদেব'—সেইহেতু (তোমরা ভগবদ্ধর্ম্ম-তৎপর হইয়া বিনীত-ভাবে সেই ব্রাহ্মণকুলেরই সেবা কর) ॥ ৩৮-৩৯ ॥

মধ্ব—হরিরিন্দ্রো যচ্চরণাভিবন্দনাদনপায়িনীং লক্ষ্মীমাপ। সোঽপি বিষ্ণুঃ ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ, যৎপ্রসাদেন দেবেন্দ্রো বেদোদিতযশা অভূৎ। সোঽপি বিষ্ণুর মেয়াত্মা সদা ব্রাহ্মণবৎসলঃ ইতি হরিবংশেষু ॥ ৩৮ ॥

পুমাল্লঁভেতানতিবেলমাত্মনঃ
প্রসীদতোঽত্যন্তশমং স্বতঃ স্বয়ম্।
যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ততঃ
পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভুজাম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া (যস্য ব্রাহ্মণ-কুলস্য নিত্যং সম্বন্ধেন নিষেবয়া সম্যক্ সেবয়া) স্বতঃ (এব) অনতিবেলং (শীঘ্রম্ এব) প্রসীদতঃ (শুধ্যতঃ) আত্মনঃ (চিত্তাৎ) অত্যন্তশমং (মোক্ষং) স্বয়ং (জ্ঞানাভ্যাসাদিকং বিনাপি) পুমান্ লভেত, ততঃ (তস্মাৎ ব্রহ্মকুলাৎ) পরং (শ্রেষ্ঠম্) অত্র (লোকে) হবির্ভুজাং (দেবানাং) মুখম্ অস্তি কিং (নাস্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুলকে নিত্যসেব্য-জ্ঞানে সেবা করিলে চিত্ত আপনা হইতেই অবিলম্বে

পরিশুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানাদির অভ্যাস ব্যতীতও মুক্তি-লাভ হয়। ইহলোকে ব্রহ্মকুলের সেবাপেক্ষা হবির্ভোজী দেবতাদিগের আর কি উৎকৃষ্টতর মুখ আছে ? ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রহ্মকুল এব নিত্যং সেব্যমানে সর্ব্বদেবতামুখভূতেঽগ্নৌ যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং ন স্যাৎ ন চ তেন বিনা চিত্তশুদ্ধির্ন চ তয়া বিনা মোক্ষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুমানিতি দ্বাভ্যাম্। যস্য ব্রাহ্মণকুলস্য নিত্যসম্বন্ধেন নিষেবয়া আত্মনো মনসঃ প্রসীদতঃ ক্রমেণ প্রসন্নীভবতঃ অত্যন্তশমং মোক্ষং স্বয়ং লভেত। অনতিবেলং শীঘ্রমেব অতএব ততঃ পরং কিং হবির্ভুজাং দেবানাং মুখমস্তি, ব্রাহ্মণসেবয়ৈব যজ্ঞাদিফলং জ্ঞানফলং চ সর্ব্বমেব সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥৪০

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ব্রাহ্মণ-কুলের নিত্য সেবা করিলে, সমস্ত দেবগণের মুখ-স্বরূপ অগ্নিতে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইবে না এবং তাহা ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হইবে না, আর চিত্ত শুদ্ধি না হইলে মোক্ষও হইবে না—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন —'পুমান্', ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'যন্নিত্যসম্বন্ধ-নিষেবয়া'—যে হরির সহিত নিত্যসম্বন্ধ যাহাদের, সেই ব্রাহ্মণকুলের নিত্য সেবার দ্বারা, 'আত্মনঃ প্রসীদতঃ'—মন ক্রমশঃ প্রসন্ন হয়, তাহাতে পুরুষ অত্যন্ত শম, পরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ স্বয়ং লাভ করিয়া থাকে। 'অনতিবেলং'—শীঘ্রই, অতএব তাহা অপেক্ষা (ব্রাহ্মণ-অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ আর কি দেবগণের মুখ আছে ? ব্রাহ্মণগণের সেবার দ্বারাই যজ্ঞাদির ফল এবং জ্ঞানের ফল, সমস্তই সিদ্ধ হয়—এই অর্থ ॥৪০

মধ্ব—তস্মান্মোক্ষসুখাৎ পরং হবির্ভুজাং দেবানামপ্যত্র সংসারেঽস্তি কিম্ ॥ ৪০ ॥

অশ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ
শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভিঃ।
ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে
হুতাশনে পারমহংস্যপর্য্যগুঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—পারমহংস্যপর্য্যগুঃ (পারমহংস্যং জ্ঞানং তৎপরান্ অর্হন্তি অধিকুর্ব্বন্তি ইতি পারমহংস্যপর্য্যাঃ তাঃ গাবঃ বাচঃ যস্মিন্, উপনিষদ্ভির্জ্ঞানঘনত্বেনোক্তঃ ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, পরমহংসানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং গম্যঃ পারমহংস্যঃ, পরিতঃ ন গচ্ছন্তি গাবঃ বাচঃ যস্মাৎ সঃ পর্য্যগুঃ ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা, স চাসৌ স চ পারমহংস্য-পর্য্যগুঃ, জ্ঞানরূপঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীত্যর্থঃ) অনন্তঃ (যথা) তত্ত্বকোবিদৈঃ (সর্ব্বদেবময়শ্চৈতন্যমূর্ত্তিরনন্তঃ ইতি তত্ত্বং বিদ্বদ্ভিঃ) ইজ্যনামভিঃ (ইজ্যানাং পূজ্যানাম্ ইন্দ্রাদীনাং নামভিঃ) যন্মুখে (যস্য ব্রহ্মকুলস্য মুখে) শ্রদ্ধাহুতং (শ্রদ্ধয়া হুতং হবিঃ যথা) অশ্নাতি, তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে (রহিতে) হুতাশনে (অগ্নৌ) ন বৈ হুতং ন অশ্নাতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ অনন্ত, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও চিদ্ঘন-বিগ্রহ। যজ্ঞবিদ্গণ ইন্দ্রাদির নামোচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণের মুখে যজনীয় দ্রব্য হোম করিলে তাহা যেমন তিনি (শ্রীভগবান্) তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন, অচেতন অগ্নিতে হোম করিলে তেমন ভোজন করেন না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—হরেরপি তদেব পরং মুখমিত্যাহ—অশ্নাতীতি শ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং ইজ্যানাং নামভিরিতি যথা 'ইন্দ্রায় স্বাহা' 'আদিত্যায় স্বাহা' ইতি ইজ্যানামিন্দ্রাদীনাং নাম্না বহ্ন্যাহুতির্দীয়তে তথৈব তেষাং নাম্না যদি ব্রাহ্মণমুখে পক্বান্নানি সমর্পয়তি, তদা অনন্ত এবাশ্নাতি, তস্মিংশ্চ ভুক্তবতি তেষাং শাশ্বতী তৃপ্তিঃ প্রীতিশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ। চেতনয়া বহিষ্কৃতে রহিতে পারমহংস্যপরান্ জ্ঞানিনো ভক্তাংশ্চার্হন্তীতি পারমহংস্যপর্য্যা গাবো বেদবাচোঽঙ্গকিরণাশ্চ যস্য সঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরিরও তাহাই (ব্রাহ্মণ-জাতিই) শ্রেষ্ঠ মুখ, ইহা বলিতেছেন—'অশ্নাতি' ইত্যাদি। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দত্ত—'ইজ্যনামভিঃ', যজনীয়গণের নামের দ্বারা, যেমন—'ইন্দ্রায় স্বাহা, আদিত্যায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে যজনীয় ইন্দ্রাদির নামের দ্বারা বহ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণগণের মুখে পক্বান্ন সমর্পণ করা হয়, তাহা হইলে তাহা অনন্তই (শ্রীহরিই) ভোজন করিয়া থাকেন, আর সেই শ্রীহরি ভোজন করিলে, সেই দেব-গণের শাশ্বতী তৃপ্তি এবং প্রীতিও হইয়া থাকে—এই অর্থ। 'চেতনয়া বহিষ্কৃতে'—চেতনারহিত (অর্থাৎ

অচেতন হুতাশন মুখে প্রদত্ত হবিঃ তেমন ভোজন করেন না)। অনন্তের বিশেষণ বলিতেছেন —'পারমহংস-পর্য্যগুঃ'—যাঁহার বেদবাক্য ও অঙ্গকিরণ পারমহংস্যপর জ্ঞানিগণ ও ভক্তগণের গম্য, তিনি অনন্ত (অর্থাৎ চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরি) ।। ৪১ ।।

মধ্ব —পারমহংস্যপর্য্যা গাবো যস্য ।। ৪১ ।।

যদ্‌ব্রহ্ম নিত্যং বিরজং সনাতনং
শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ ।
সমাধিনা বিভ্রতি হার্থদৃষ্টয়ে
যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে ।। ৪২ ।।
তেষামহং পাদসরোজরেণু-
মার্য্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং
নশ্যত্যমুং সর্ব্বগুণা ভজন্তি ।। ৪৩ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) আর্য্যাঃ, (পূজ্যাঃ,) যত্র (বেদে) ইদং (বিশ্বং) আদর্শে (দর্পণে মুখম্) ইব অবভাসতে (তৎ) বিরজং (শুদ্ধং) সনাতনম্ (অনাদি) ব্রহ্ম (বেদম্) অর্থদৃষ্টয়ে (তদর্থজ্ঞানায়) যৎ (যে ব্রাহ্মণাঃ) শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ (শ্রদ্ধা বেদবাক্যে বিশ্বাসঃ, তপঃ ব্রহ্মচর্য্যাদি, মঙ্গলং প্রতিকূলবর্জ্জনপূর্ব্বকং অনুকূলাচরণং, মৌনম্ অধ্যয়নবিরোধিবার্ত্তা-ত্যাগঃ, সংযমঃ ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যঃ নিয়মনং তৈঃ) সমাধিনা (চিত্তস্থৈর্য্যেণ) নিত্যং হ বিভ্রতি (বেদার্থম্ অপি বিচরন্তি) তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) পাদসরোজরেণুম্ অহম্ আ-আয়ুঃ (যাবজ্জীবম্) অধিকিরীটং (মুকুটস্যোপরি) বহেয়, যং (রেণুং) নিত্যদা (শিরসি) বিভ্রতঃ (পুংসঃ) পাপম্ আশু নশ্যতি, (তথা) অমুং (পুরুষং) সর্ব্বগুণাঃ ভজন্তি (সর্ব্বেগুণাঃ শ্রদ্ধামৈত্রীতিতিক্ষাদয়ঃ গুণাঃ ভজন্তি) ।। ৪২-৪৩ ।।

অনুবাদ—যে বেদে, এই বিশ্ব দর্পণগত প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই বেদের তাৎপর্য্য জানিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধা (দৃঢ়বিশ্বাস)' মঙ্গল (প্রতিকূল বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকূল আচরণ), মৌন (অধ্যয়ন-বিরোধী বার্ত্তা-পরিত্যাগ), ইন্দ্রিয়সংযম এবং সমাধিদ্বারা নিত্যকাল বিচার করিয়া থাকেন। হে আর্য্যগণ, আমি যেন সেইরূপ আত্মবিৎ ব্রাহ্মণগণের পদরেণু যাবজ্জীবন নিজ-মুকুটোপরি বহন করিতে পারি। যিনি সেই চরণ ধূলি নিত্যকাল শিরে ধারণ করেন, তাঁহার পাপরাশি শীঘ্রই বিদূরিত হয় এবং সমস্ত সদ্‌গুন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ।।৪২-৪৩।।

বিশ্বনাথ—চেতনত্বেনৈব হুতাশনাদ্বিপ্রাণাং ন শ্রৈষ্ঠ্যং কিন্তু বেদজ্ঞানাদেবেত্যাহ—যদ্‌যস্মাদ্‌ব্রহ্ম বেদং শ্রদ্ধাদিভিবিভ্রতি ; মঙ্গলং নাম "প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তস্য বর্জ্জনম্। যত্তদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ"। মৌনমধ্যয়নবিরোধিবার্ত্তাত্যাগঃ। সমাধিনা চিত্তস্থৈর্য্যেণ, কিমর্থম্ অর্থানাং বস্তুমাত্রাণাং দৃষ্টয়ে জ্ঞানায়। কথমেবমত আহ—যত্র বেদে ইদং জগৎ সর্ব্বমেব অবভাসতে জ্ঞানবিষয়ী ভবতি ; আদর্শে দর্পণে ইব ; হে আর্য্যাঃ, আ-আয়ুর্যাবজ্জীবং অধিকিরীটং বহেয় প্রার্থনায়াং লিঙ্‌ ; যং রেণুম্ অমুং বিভ্রতং পুমাংসম্ ।। ৪২-৪৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল চেতনত্ব-হেতুই অগ্নি হইতে ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব, তাহা নহে, কিন্তু বেদজ্ঞান হইতেই (অর্থাৎ বেদ, তাহার অর্থজ্ঞান এবং অনুষ্ঠানাদির দ্বারা) ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব—ইহা বলিতেছেন—'যদ্ ব্রহ্ম'—যেহেতু ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম বলিতে বেদ, শ্রদ্ধাদির (অর্থাৎ শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল, মৌন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সমাধির) দ্বারা, 'বিভ্রতি'—ধারণ করিয়া থাকেন। 'মঙ্গল' শব্দে উক্ত হইয়াছে—'প্রশস্তাচরণং নিত্যম্', ইত্যাদি, অর্থাৎ নিত্য প্রশস্ত (প্রশংসনীয়, শ্রেষ্ঠ) কর্ম্মের আচরণ এবং অপ্রশস্তের বর্জ্জন—ইহাকেই তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ 'মঙ্গল' বলিয়া থাকেন। মৌন বলিতে অধ্যয়ন-বিরোধী বার্ত্তা-পরিত্যাগ। 'সমাধিনা'—চিত্তস্থৈর্য্যের দ্বারা। তাহা কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'অর্থ-দৃষ্টয়ে'—অর্থ বলিতে বস্তুমাত্র, তাহার দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানের নিমিত্ত। কিপ্রকারে ইহা সম্ভব ? তাহাতে বলিতেছেন—'যত্র', যে বেদে এই জগৎ সমস্তই 'অবভাসতে' —জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় (অর্থাৎ প্রকাশ পায়), যেমন দর্পণে, (অর্থাৎ দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় যে বেদে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে)। হে আর্য্যগণ ! আমি যেন যাবজ্জীবন, 'অধিকিরীটং বহেয়'—সেই ব্রাহ্মণদিগের পদধূলি নিজের মুকুটোপরি বহন করিতে

পাই। 'বহেয়'—ইহা প্রার্থনাতে লিঙ্ (বিধিলিঙ্) প্রত্যয় হইয়াছে। 'যং অমুং'—যে ব্রাহ্মণগণের পাদপদ্মের রেণু সর্ব্বদা বহনকারী পুরুষের (পাপ দূর হইয়া যায় এবং সমস্ত গুণ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে থাকে) ॥ ৪২-৪৩ ॥

গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং
বৃদ্ধাশ্রয়ং সংবৃণতেঽনু সম্পদঃ।
প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাঞ্চ
জনার্দ্দনঃ সানুচরশ্চ মহ্যম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—গুণায়নং (গুণানাম্ অয়নং) শীলধনং (শীলং সুস্বভাব এব ধনবৎ রক্ষণীয়ং যস্য তং) কৃতজ্ঞম্ (পরকৃতোপকারং জানন্তং) বৃদ্ধাশ্রয়ং (বৃদ্ধাঃ জ্ঞানবৃদ্ধাঃ গুর্ব্বাদয়ঃ আশ্রয়া যস্য তং নরম্) অনু (আনুপূর্ব্ব্যেণ যথাধিকারং) সম্পদঃ (ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাঃ) সংবৃণতে (সম্যগ্ ভজন্তি), (তস্মাৎ) ব্রহ্মকুলং গবাং চ (কুলং) সানুচরঃ (অনুচরৈঃ স্বভক্তৈঃ সহিতঃ) জনার্দ্দনশ্চ মহ্যং প্রসীদতাম্ (প্রসীদতু)।

অনুবাদ—সর্ব্বগুণের আধার, সচ্চরিত্র, কৃতজ্ঞ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুবর্গকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই পুরুষকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি সকল-সম্পত্তি সম্যক্ ভাবে ভজনা করিয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্মকুল, গোকুল এবং অনুচরবর্গ সহ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—গুণভজনস্য ফলমাহ—গুণায়নমিতি। সম্যক্ স্বয়মেব বৃণুতে পতিম্বরা ইবেত্যর্থঃ। তস্মাৎ প্রসীদতাং প্রসীদতু ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুণসকল ভজনা করার ফল বলিতেছেন—'গুণায়নম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ এইরূপে ব্রাহ্মণসেবায় প্রাপ্ত-গুণ সৎস্বভাব, কৃতজ্ঞ এবং বৃদ্ধ-দিগের আশ্রয়দাতা পুরুষকে) 'সম্পদঃ'—সম্পৎ-সকল 'সংবৃণুতে'—সম্যক্‌রূপে স্বয়ংই বরণ করিয়া থাকে, পতিম্বরা রমণীর ন্যায়—এই অর্থ। অতএব (ব্রহ্ম-কুল, গো-কুল এবং অনুচরগণ সহ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি সর্ব্বদা) 'প্রসীদতাং'—'প্রসীদতু'—প্রসন্ন হউন, (ইহা পরস্মৈপদী হইবে) ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ।
তুষ্টুবুর্হৃষ্টমনসঃ সাধুবাদেন সাধবঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইতি (ইত্যেবং) ব্রুবাণং নৃপতিং (পৃথুং) সাধবঃ পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ হৃষ্টমনসঃ সাধুবাদেন (সুষ্ঠু বচনেন) তুষ্টুবুঃ (প্রশশংসুঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর,) মহারাজ পৃথু এইরূপ বলিলে পিতৃগণ, দেবগণ, সাধুগণ ও ব্রাহ্মণগণ, সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে পৃথুকে সাধুবাদ দ্বারা প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

পুত্রেণ জয়তে লোকানিতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মদণ্ডহতঃ পাপো যদ্বেণোঽত্যতরত্তমঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(সুকৃতিনা) পুত্রেণ (পিতা উত্তমান্) লোকান্ জয়তে (প্রাপ্নোতি) ইতি (বাদিনী) শ্রুতিঃ সত্যবতী (যথার্থা), যৎ (যস্মাৎ) ব্রহ্মদণ্ডহতঃ (ব্রাহ্মণশাপদগ্ধঃ) পাপঃ বেণঃ (অপি) তমঃ (নরকম্) অত্যতরৎ (অতিততার) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—"পুত্রের দ্বারা পিতা উত্তম-লোকসমূহ জয় করেন"—এই শ্রুতি সত্যই ; যেহেতু ব্রহ্মদণ্ডে দণ্ডিত, পাপী বেণও পুত্রদ্বারা নরক হইতে নিস্তার পাইল ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—বেণস্থো রাজসো জীবঃ পৃথুনা স্বর্গতিং গতঃ।
স্বয়ং তু তম এবাপ সাত্ত্বিকঃ পৃথুতামগাৎ ॥
ইতি চ ॥ ৪৬ ॥

হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ।
বিবিক্ষুরত্যগাৎ সূনোঃ প্রহ্লাদস্যানুভাবতঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ বিবিক্ষুঃ (প্রবেশযোগ্যঃ সন্ অপি) (স্ব)-সূনোঃ প্রহলাদস্য অনুভাবতঃ (তমঃ) অত্যগাৎ (অতি-চক্রাম) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপ হিরণ্যকশিপুও ভগবানের নিন্দা করিয়া নরকে প্রবেশ করিতেছিল, কিন্তু পুত্র

প্রহলাদের প্রভাবে নরক অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।। ৪৭ ।।

বিশ্বনাথ—তমো নরকম্ ।। ৪৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমঃ'—তমঃ বলিতে নরক ।। ৪৭ ।।

বীরবর্য্য পিতঃ পৃথ্ব্যাঃ সমাঃ সঞ্জীব শাশ্বতীঃ ।
যস্যেদৃশ্যচ্যুতে ভক্তিঃ সর্ব্বলোকৈকভর্ত্তরি ।। ৪৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) বীরবর্য্য, (হে) পৃথ্ব্যাঃ পিতঃ, (পৃথো,) যস্য (তব) সর্ব্বলোকৈকভর্ত্তরি (সর্ব্বলোকানাম্ একভর্ত্তরি মুখ্যে স্বামিনি) অচ্যুতে ঈদৃশী ভক্তিঃ (অস্তি, সঃ ত্বং) শাশ্বতীঃ সমাঃ (অনন্তান্ সংবৎসরান্) সঞ্জীব (সুখং জীব) ।। ৪৮ ।।

অনুবাদ—হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে পৃথ্বীপতি, সর্ব্বলোকের একমাত্র ভর্ত্তা ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতে আপনার ঈদৃশী ভক্তিদর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি চিরজীবী হউন ।। ৪৮ ।।

বিশ্বনাথ—হে পৃথ্ব্যাঃ পিতঃ ।। ৪৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে পৃথ্ব্যাঃ পিতঃ'—হে পৃথিবীর পিতা ! (মহারাজ পৃথু, দোহনকালে গো-রূপিণী ধরিত্রীকে দুহিতারূপে গ্রহণ করায় এই সম্বোধন।) ।। ৪৮ ।।

অহো বয়ং হ্যদ্য পবিত্রকীর্ত্তে
ত্বয়ৈব নাথেন মুকুন্দনাথাঃ ।
য উত্তমঃশ্লোকতমস্য বিষ্ণো-
র্ব্রহ্মণ্যদেবস্য কথাং ব্যনক্তি ।। ৪৯ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) পবিত্রকীর্ত্তে, (পৃথো,) অহো ত্বয়া এব নাথেন (স্বামিনা) অদ্য বয়ং মুকুন্দনাথাঃ (মুকুন্দঃ নাথঃ যেষাং তে তথা জাতাঃ), হি (যস্মাৎ) যঃ (ভবান্) উত্তমঃশ্লোকতমস্য (অতিপ্রশস্তযশসঃ) ব্রহ্মণ্যদেবস্য বিষ্ণোঃ কথাং (কীর্ত্তিং) ব্যনক্তি (প্রকাশয়তি) ।। ৪৯ ।।

অনুবাদ—হে পবিত্রকীর্ত্তে, আপনিই আমাদের স্বামী, কিন্তু অদ্য আমরা আপনার দ্বারাই মুকুন্দকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইলাম ; যেহেতু আপনি উত্তমঃশ্লোক ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুর কীর্ত্তিই প্রকাশ করিতেছেন ।। ৪৯ ।।

বিশ্বনাথ—মুকুন্দনাথা অভূমঃ, তবৈব মুকুন্দত্বাৎ মুকুন্দভক্তিবিধায়কত্বাদ্বেতি ভাবঃ । যো ভবান্ ।।৪৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুকুন্দনাথাঃ অভূমঃ'—অধুনা আপনাকে নাথ-রূপে প্রাপ্ত হইয়া আমরা মুকুন্দনাথ হইলাম। আপনিই মুকুন্দ—এইহেতু, অথবা—মুকুন্দের প্রতি ভক্তি করিবার বিধায়ক (ব্যবস্থাপক) বলিয়া, এই ভাব। 'যঃ'—যে আপনি (উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ বিষ্ণুর গুণাবলি প্রকাশ করিতেছেন।) ।। ৪৯ ।।

নাত্যদ্ভুতমিদং নাথ তবাজীব্যানুশাসনম্ ।
প্রজানুরাগো মহতাং প্রকৃতিঃ করুণাত্মনাম্ ।। ৫০ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, (স্বামিন্,) ইদম্ আজীব্যানুশাসনম্ (আজীবিনাং সেবকানাম্ আ—সম্যগ্ অনুশাসনং শিক্ষণং) তব অত্যদ্ভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যং) ন (ভবতি, যতঃ) করুণাত্মনাং (দয়ালূনাং) মহতাং (যঃ) প্রজানুরাগঃ, (সঃ) প্রকৃতিঃ (স্বভাব এব) ।। ৫০ ।।

অনুবাদ—হে স্বামিন্, এই সেবকগণের প্রতি আপনার উপদেশ-প্রদান অত্যাশ্চর্য্য নহে ; কারণ, প্রজারঞ্জনই পরদুঃখে দুঃখী মহদ্ব্যক্তিগণের স্বভাব ।। ৫০ ।।

বিশ্বনাথ—আজীবিনাং সেবকানাং আ—সম্যগনুশাসনং, প্রজাদ্যনুরাগঃ প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ ।। ৫০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আজীব্যানুশাসনং'—আজীবী অর্থাৎ আমাদের মত সেবকগণের প্রতি, সম্যক্ অনুশাসন, (অর্থাৎ এইরূপ সদুপদেশ প্রদান অত্যাশ্চর্য্য নহে, কারণ করুণাপূর্ণহৃদয় মহাত্মগণের) 'প্রজাদ্যনুরাগঃ প্রকৃতিঃ'—প্রজাদির অনুরঞ্জনই স্বভাব ।।৫০।।

অদ্য নস্তমসঃ পারস্ত্বয়োপাসাদিতঃ প্রভো ।
ভ্রাম্যতাং নষ্টদৃষ্টীনাং কর্ম্মভির্দৈবসংজ্ঞিতৈঃ ।।৫১।।

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, নষ্টদৃষ্টীনাম্ (অজ্ঞা-

নেনাবৃত-বিবেক-জ্ঞানানাম্ অতএব) দৈবসংজ্ঞিতৈঃ (প্রারব্ধনামকৈঃ) কর্ম্মভিঃ (সংসারে দেবতির্য্যগাদি-যোনিষু) ভ্রাম্যতাং নঃ (অস্মাকম্) অদ্য ত্বয়া তমসঃ (অজ্ঞানস্য) পারঃ উপাসাদিতঃ (প্রাপিতঃ) ॥৫১॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমরা জ্ঞানরহিত হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা নানা-যোনিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম ; আমাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। অদ্য আপনি আমাদিগের সেই অজ্ঞানান্ধকার দূর করিলেন ॥৫১॥

— — —

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় পুরুষায় মহীয়সে।
যো ব্রহ্ম ক্ষত্রমাবিশ্য বিভর্ত্তীদং স্বতেজসা ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথু-চরিতে প্রজাবাক্যং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়ং চ) আবিশ্য স্বতেজসা ইদং (বিশ্বং) বিভর্ত্তি (পালয়তি), তস্মৈ বিশুদ্ধসত্ত্বায় (শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়) মহীয়সে (মহত্তমায়) পুরুষায় (পুরুষোত্তমায়) নমঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যিনি ব্রাহ্মণদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ক্ষত্রিয়গণকে, ক্ষত্রিয়দিগের হৃদয়াভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে, এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, উভয়ের মধেই যুগপৎ বিরাজিত থাকিয়া এই বিশ্বকে পালন করিতেছেন, আমরা সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব-রূপ, মহীয়ান্ পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে নমস্কার করি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরদৃষ্ট্যা বিপ্রাদয়োঽপি প্রণমন্তি—নম ইতি। ব্রহ্মাবিশ্য ব্রাহ্মণজাতিমধিষ্ঠায় ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ং বিভর্ত্তি ক্ষত্রঞ্চাবিশ্য ব্রহ্ম বিভর্ত্তি, তদুভয়ঞ্চাবিশ্য ইদং বিশ্বং বিভর্ত্তি ॥ ৫২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একবিংশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণগণও প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ' ইতি, (সেই উর্জ্জিতসত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষ শ্রীহরিকে নমস্কার করি, যিনি) ব্রাহ্মণ-জাতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় তেজো দ্বারা ক্ষত্রিয়কুলের পালন করেন এবং ক্ষত্রিয় জাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালন করেন, এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—এই উভয় জাতিতে প্রবেশ করিয়া এই চরাচর বিশ্ব প্রতিপালন করিতেছেন ॥৫২॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪।২১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২১ ॥

মধ্ব—অহো বয়মিত্যাদি তৎস্থ-পরমেশ্বররূপা-পেক্ষয়া যো ব্রহ্মক্ষত্রমাবিশ্যেতি বচনাৎ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে একবিংশোঽধ্যায়ং।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

জনেষু প্রগৃণৎস্বেবং পৃথুং পৃথুলবিক্রমম্ ।
তত্রোপজগ্মুর্ম্মুনয়শ্চত্বারঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবদাদেশে মহর্ষি সনৎকুমারের পৃথুপ্রতি জ্ঞানোপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবদাদেশে সনৎকুমারাদি ঋষিগণ পৃথুরাজ-সভায় অবতরণ করিলে পৃথু-মহারাজ তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা বিধান করিয়া জীবগণের শ্রেয়োলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার কহিলেন,—বিষয়িগণের সঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক মুকুন্দ-চরিতামৃতাস্বাদন, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে কপট-নির্জ্জন-ভজন-চেষ্টা-ত্যাগ, হরিগুণগাণ, ধর্ম্মান্তরের অনিন্দা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতিদ্বারা পরমব্রহ্মে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উদিত এবং দেহাদিতে অহংতা ও মমতা-বুদ্ধি বিদূরিত হয়। তৎকালে জীব সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন ব্যতীত তদিতর কোনও বস্তু দর্শন করেন না। ইহাই জীবের পক্ষে চরম মঙ্গল। যাঁহারা কেবল বিষয়েরই চিন্তা করেন, তাঁহাদের স্মৃতিভ্রংশ হইয়া ক্রমে জ্ঞানাদিও লুপ্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'আত্ম-বিনাশ' বলেন। ইহাপেক্ষা জীবের গুরুতর ক্ষতি আর কিছু নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কামাদি ত্রিবর্গ—কালক্ষুব্ধ, তাহাতে আসক্তিই অনর্থের মূল। ভগবদ্‌গুণাবলীর স্মরণাদি দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণ যেরূপ অনায়াসেই কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করেন, তদ্রূপ অপরে সমর্থ নহেন। ঋষিচতুষ্টয়ের উপদিষ্ট পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পৃথু-মহারাজ তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ঋষিগণের উপদেশানুসারে ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিয়া অনাসক্ত-ভাবে রাজকার্য্যাদি করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—জনেষু এবং পৃথুলবিক্রমং (মহাপরাক্রান্তং) পৃথুং প্রগৃণৎসু (বদৎসু সৎসু) তত্র সূর্য্যবর্চ্চসঃ (সূর্য্যস্যেব বর্চ্চঃ দীপ্তিঃ যেষাং তে) চত্বারঃ মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) উপজগ্মুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—প্রজাসকল প্রবলপরাক্রান্ত পৃথুকে এই প্রকার বলিতেছেন, এমন সময় তথায় সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট চারিজন মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাবিংশে পরমং জ্ঞানং জ্ঞাপয়িত্বা ততঃ পরম্ ।
সনৎকুমারঃ পৃথবে শুদ্ধাং ভক্তিমুপাদিশৎ ॥০॥
প্রগৃণৎসু স্তুবৎসু ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সনৎকুমার মহারাজ পৃথুকে পরম জ্ঞান জানাইয়া, তারপর শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ করিলেন—ইহা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'প্রগৃণৎসু'— প্রজাসকল ঐ প্রকারে স্তব করিতে থাকিলে ॥ ১ ॥

তাংস্তু সিদ্ধেশ্বরান্ রাজা ব্যোম্নোঽবতরতোঽর্চ্চিষা ।
লোকানপাপান্ কুর্ব্বাণান সানুগোঽচষ্ট লক্ষিতান্ ॥২॥

অন্বয়ঃ—লোকান্ অপাপান্ কুর্ব্বাণান্ অর্চ্চিষা (প্রকাশেন) লক্ষিতান (সনকাদয়ঃ ইতি জ্ঞাপিতান্) সিদ্ধেশ্বরান্ (সিদ্ধানাম্ ঈশ্বরান্) তান্ ব্যোম্নঃ (আকাশাৎ) অবতরতঃ (অবতরণং কুর্ব্বতঃ) সানুগঃ রাজা (পৃথুঃ) অচষ্ট (অপশ্যত) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ঐ সিদ্ধেশ্বর-চতুষ্টয় যখন লোকসমূহকে পবিত্র করিতে করিতে অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগের তেজোদ্বারাই জানা যাইতেছিল যে, তাঁহারা সনকাদি-ঋষি; অনুচরগণের সহিত মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অর্চ্চিষা লক্ষিতান্ সনকাদয় ইতি জ্ঞাপিতান্। অচষ্ট অপশ্যৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্চ্চিষা লক্ষিতান্'—সেই সিদ্ধেশ্বরগণের তেজোদ্বারাই 'ইহাঁরা সনৎকুমারাদি ঋষি'—এইরূপ জানা যাইতেছিল। 'অচষ্ট'—দেখিলেন ॥ ২ ॥

তদ্দর্শনোদ্গতান্ প্রাণান্ প্রত্যাদিৎসুরিবোত্থিতঃ ।
সসদস্যানুগো বৈণ্য ইন্দ্রিয়েশো গুণানিব ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দর্শনোদ্গতান্ (তৎ তেষাং সনকাদীনাং দর্শনেন উদ্গতান্ নির্গতান্) প্রাণান্ প্রত্যাদিৎসুঃ ইব (প্রাপ্তুমিচ্ছুরিব) সসদস্যানুগঃ (সদস্যৈঃ অনুগৈঃ অমাত্যাদিভিশ্চ সহ বর্ত্তমানঃ সঃ) বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) ইন্দ্রিয়েশঃ (জীবঃ) গুণান্ ইব (গন্ধাদীন্ প্রতি যথা উদ্গচ্ছতি তথা) উত্থিতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—জীবের চিত্ত যেরূপ রূপ-রস-গন্ধের প্রতি স্বতঃই ধাবিত হয়, সেইরূপ ঋষিগণের দর্শনমাত্রেই পৃথুরাজের প্রাণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যেন অগ্রেই ধাবিত হইল ; তিনি অমাত্যাদির সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া উত্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অভ্যুত্থানমুৎপ্রেক্ষতে—তেষাং দর্শনেন দর্শনতেজসা উদ্গতান্ প্রাণান্ প্রতি প্রাপ্তুমিচ্ছুরিব। "উর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি। যূনঃ স্থবির আগতে প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যত" ইতি স্মৃতেরভ্যুত্থিতানভ্যুত্থানত আয়ুঃক্ষয়োক্তেঃ। ইন্দ্রিয়েশো জীবো গুণান্ গন্ধাদীন্ প্রতীত্যৌৎসুক্যে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সানুচর মহারাজের অভ্যুত্থান উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন—'তদ্দর্শনোদ্গতান্'—তাঁহাদের দর্শনের দ্বারা, অর্থাৎ দর্শনতেজের দ্বারা উদ্গত প্রাণকে পুনরায় পাইবার ইচ্ছুক হইয়াই যেন (মহারাজ পৃথু আমাত্যাদির সহিত উত্থিত হইলেন)। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে—"উর্দ্ধং প্রাণাঃ হ্যুৎক্রামন্তি" ইত্যাদি, অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধগণ আগমন করিলে যুবকদের প্রাণসকল উদ্গত হয়, এবং প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনের দ্বারা পুনরায় তাহা ফিরিয়া পায়"—অতএব অভ্যুত্থিত (পূজনীয়) জনের প্রতি অভ্যুত্থান না করিলে প্রাণহানি হয়, (এই ভয়েই যেন সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলেন)। 'ইন্দ্রিয়েশঃ'—জীব যেমন গন্ধাদি গুণ-গ্রহণের জন্য উদ্গত হয়, ইহা ঔৎসুক্যে দৃষ্টান্ত ॥ ৩ ॥

গৌরবাদ্যন্ত্রিতঃ সদ্যঃ প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ ।
বিধিবৎ পূজয়াঞ্চক্রে গৃহীতাধ্যর্হণাসনান্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তেষাং) গৌরবাৎ যন্ত্রিতঃ (বশীকৃতঃ) প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ (প্রশ্রয়েণ নম্রীভাবেন আনতা কন্ধরা যস্য তথাভূতঃ সন্ রাজা পৃথুঃ) গৃহীতাধ্যর্হণাসনান্ (গৃহীতম্ অধ্যর্হণম্ অর্ঘ্যম্ আসনঞ্চ যৈঃ তান্ সনকাদীন্) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) বিধিবৎ (যথাবিধি) পূজয়াঞ্চক্রে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণের গুরুত্বে বশীভূত হইয়া পৃথু বিনয়াবনত-মস্তকে তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যন্ত্রিতঃ সঙ্কুচিত-কায়িকবাচিকবৃত্তিঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যন্ত্রিতঃ'—ঋষিগণের গুরুত্বস্মরণে যিনি কায়িক ও বাচিক বৃত্তি সঙ্কুচিত করিয়াছেন, (সেই রাজা পৃথু) ॥ ৪ ॥

তৎপাদশৌচসলিলৈর্মার্জ্জিতালকবন্ধনঃ ।
তত্র শীলবতাং বৃত্তমাচরন্মানয়ন্নিব ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তৎপাদশৌচসলিলৈঃ (তেষাং সনকাদীনাং পাদশৌচসলিলৈঃ চরণক্ষালনজলৈঃ) মার্জ্জিতালকবন্ধনঃ (মার্জ্জিতং ক্ষালিতম্ অলকবন্ধনং কেশবন্ধনং যস্য তথাভূতঃ সন্) তত্র (সভায়াং) শীলবতাং (সুস্বভাবানাং সদাচারাণাং) বৃত্তম্ (আচারং) মানয়ন্ ইব (বহু সম্মানয়ন্নিব) আচরৎ (স্বয়ং চকার) ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথু তথায় তাঁহাদের পাদ-প্রক্ষালন-জলে স্বীয় কেশবন্ধন ধৌত করিলেন এবং সাধুগণের আচরণ বহুমানন করিয়াই যেন আপনিও সেইরূপ আচরণ করিলেন।

বিশ্বনাথ—শীলবতাং বৃত্তিমিতি শীলবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিতি স্বয়মাচরন্ মানয়ন্নিব ; 'মন্' জ্ঞানে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শীলবতাং বৃত্তম্'—সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের এইরূপ আচরণই করা উচিত—ইহা নিজে আচরণ করতঃ 'মানয়ন্ ইব'—যেন জানাইলেন, 'মন্' ধাতুর জ্ঞান অর্থ ॥ ৫ ॥

হাটকাসন আসীনান্ স্বধিষ্ণ্যেষ্বিব পাবকান্ ।
শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ প্রীতঃ প্রাহ ভবাগ্রজান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ (শ্রদ্ধা তেষু মহত্ত্ব-বুদ্ধিঃ, সংযমঃ মনসঃ বৃত্ত্যন্তরান্নিয়মনং তাভ্যাং সংযুক্তঃ) প্রীতঃ (তেষাং সনকাদীনাং দর্শনাৎ আনন্দিতশ্চ সঃ রাজা পৃথুঃ) স্বধিষ্ণ্যেষু (বেদিষু) আসীনান্ পাবকান্ ইব হাটকাসনে (হাটকং স্বর্ণং তন্নির্ম্মিতে আসনে) (আসীনান্) ভবাগ্রজান্ (ভবস্য মহাদেবস্যাপি অগ্রজত্বেন মান্যান্ তান্) প্রাহ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেই ঋষি-চতুষ্টয় স্ব-স্ব স্বর্ণ-সিংহা-সনে অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহারাজ পৃথু ভবাগ্রজ ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংযমের সহিত প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভবস্যাপ্যগ্রজত্বেন মান্যান্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবাগ্রজান্'—ভব অর্থাৎ মহাদেবরও অগ্রজ, এইহেতু মহামান্য (ঋষিগণকে মহারাজ পৃথু, শ্রদ্ধা এবং সংযম সহকারে প্রীতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ৬ ॥

শ্রীপৃথুরুবাচ—

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ ।
যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দ্দর্শানাঞ্চ যোগিভিঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপৃথুঃ উবাচ—(হে) মঙ্গলায়নাঃ, (মঙ্গলং মঙ্গলকরম্ অয়নম্ আগমনং যেষাং তে), অহো! মে (ময়া) কিং মঙ্গলং (পুণ্যম্) আচ-রিতম্? হি (যতঃ) যস্য (মম) যোগিভিঃ (অপি) দুর্দ্দর্শানাং বঃ (যুষ্মাকং) দর্শনম্ আসীৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপৃথু কহিলেন,—হে মঙ্গলালয় ঋষিগণ, আমি এমন কি শুভকার্য্য করিয়াছিলাম যে, যোগিগণেরও দুর্লভ আপনাদের দর্শন পাইলাম। ৭ ॥

কিং তস্য দুর্ল্লভতরমিহ লোকে পরত্র চ ।
যস্য বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি শিবো বিষ্ণুশ্চ সানুগঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (পুরুষস্য) বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি, (তথা) সানুগঃ (অনুগৈঃ সহিতঃ) শিবঃ বিষ্ণুঃ চ (প্রসীদতি), তস্য ইহ (অস্মিন্) লোকে (ভূলোকে) পরত্র (স্বর্গাদৌ) চ কিং দুর্ল্লভতরম্? (ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যাঁহার প্রতি ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রতি অনুচরগণের সহিত শিব-বিষ্ণুও প্রসন্ন হন; ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার দুষ্প্রাপ্য কি থাকে? অর্থাৎ কিছুই থাকে না ॥ ৮ ॥

নৈব লক্ষয়তে লোকো লোকান্ পর্য্যটতোঽপি যান্ ।
যথা সর্ব্বদৃশং সর্ব্ব আত্মানং যেঽস্য হেতবঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা সর্ব্বদৃশং (সর্ব্বসাক্ষিণম্) আত্মানং সর্ব্বে (দৃশ্যাঃ ন লক্ষ্যন্তে, যথা চ) অস্য (জগতঃ) হেতবঃ (মহদাদয়ঃ মন্বাদয়ঃ বা ন লক্ষয়ন্তে, তথা) লোকান্ পর্য্যটতঃ (সর্ব্বোপকারায় লোকান্ অর্কবৎ ভ্রমতঃ) অপি যান্ (যুষ্মান্) লোকঃ (জনসমূহঃ) নৈব লক্ষয়তে, (এতে এবং প্রভাবাঃ ইতি নৈব জানাতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মন্বাদি ঋষিগণও যেরূপ এই বিশ্বের কারণভূত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না, তদ্রূপ আপনারা সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিলেও আপনা-দিগকে জনসমূহ জানিতে পারে না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্দ্দর্শত্বমাহ—নৈব লক্ষয়তে ন পশ্যতি যথা সর্ব্বদৃশং সর্ব্বদর্শিনম্ আত্মানং সর্ব্বোঽপি লোকো ন পশ্যতি; লোকস্য কা বার্ত্তা, যেঽস্য জগতো হেতবো ব্রহ্মমরীচিপ্রভৃতয়ঃ তেঽপি ন পশ্যন্তি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্দ্দর্শত্বই বলিতেছেন—'নৈব লক্ষয়তে'—কখনই দেখিতে পায় না, যেরূপ 'সর্ব্ব-দৃশং'—সমস্ত জগৎ সাক্ষাৎ দর্শনকারী সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে সকল লোকই দেখিতে পায় না, সাধারণ জনগণের কি কথা? যাঁহারা এই জগতের কারণ (সৃষ্টিকর্ত্তা) ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি, তাঁহারাও সেই বিশ্বব্যাপী আত্মাকে দেখিতে পান না ॥ ৯ ॥

মধ্ব—সর্ব্বজ্ঞাশ্চ বিরিঞ্চাদ্যা ন জানীয়ুর্হরিং পরম্ ।
হেতবো জগতোঽপ্যস্য যথাসৌ বেদ কেশবঃ ॥
ইতি তন্ত্রসারে ॥ ৯ ॥

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—হি (নিশ্চিতং) যদ্‌গৃহাঃ (যেষাং গৃহাঃ) অর্হবর্য্যাম্বু তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ (অর্হাণাং পূজ্যানাং বর্য্যাঃ বরণীয়াঃ স্বীকারার্হাঃ অম্বু চ তৃণং চ ভূমিশ্চ ঈশ্বরঃ চ গৃহস্বামী চ অবরাঃ ভৃত্যাদয়শ্চ যেষু তাদৃশাঃ সন্তি), তে সাধবঃ গৃহমেধিনঃ (গৃহস্থাঃ) অধনাঃ অপি ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ এব) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্দ্ধন হইলেও ধন্য ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যেষাং সাধূনাং গৃহাঃ অর্হবর্য্যাঃ অর্হাণাং পূজ্যজনানাং বর্য্যা বরণীয়াঃ স্বীকারার্হাঃ; অম্বাদয়ো যেষু, ভক্ষ্যদ্রব্যাভাবে পানার্থমম্বু চ তদভাবে শয্যার্থং তৃণানি চ তদভাবে আসনার্থং পরিক্রিয়মাণা ভূমিশ্চ তদভাবে প্রীতিবাগঞ্জল্যাদ্যর্থম্ ঈশ্বরো গৃহস্বামী চ তস্যাপ্যভাবে অবরাশ্চ সাশ্রুপ্রণিপাতাদ্যর্থং তৎপুত্রকলত্রাদয়শ্চ যেষু তে ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্‌গৃহাঃ'—যে সকল সাধু গৃহস্থগণের গৃহে 'অর্হ-বর্য্যাঃ'—আপনাদের ন্যায় পূজনীয় সাধুগণের গ্রহণযোগ্য জল প্রভৃতি রহিয়াছে, সেই গৃহ ধন্য। ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাব হইলে পানার্থ জল, তাহার অভাবে শয্যার নিমিত্ত তৃণ, তাহার অভাব হইলে উপবেশনের আসনের নিমিত্ত পরিস্কৃত ভূমি, তাহার অভাবে প্রীতিপূর্ণ বাক্য ও কৃতাঞ্জলির নিমিত্ত গৃহস্বামী, তাহারও অভাবে 'অবরাঃ'—অশ্রুপূর্ণ প্রণিপাতাদির নিমিত্ত গৃহবাসী তাহার পুত্র, কলত্র প্রভৃতি যে গৃহে বিদ্যমান, (সেই গৃহ এবং সেই সকল সাধু গৃহস্থ নির্দ্ধন হইলেও প্রশংসার যোগ্য।) ॥ ১০ ॥

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ (তীর্থপাদীয়াঃ বৈষ্ণবাঃ তেষাং পাদতীর্থেন বিবর্জ্জিতাঃ এবম্ভূতাঃ) অরিক্তাখিলসম্পদঃ (অরিক্তাঃ পূর্ণাঃ অখিলাঃ সম্পদঃ যেষু তাদৃশাঃ) অপি যদ্‌গৃহাঃ (যে গৃহাঃ,) তে বৈ (নিশ্চিতং) ব্যালালয়দ্রুমাঃ (ব্যালানাং সর্পাণাং আলয়াঃ নিবাসভূতাঃ দ্রুমাঃ বৃক্ষাঃ ইব ভবন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যে সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক-বর্জ্জিত, সেই সকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ মৃত্যুভয়প্রদ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যালতুল্যানাং কটুবাগ্‌বিষবর্ষিণাং পুত্রকলত্রাদীনাম্ আলয়া যেষু তথাভূতা দ্রুমা এব, তে গৃহস্থা যেষাং ছায়াপি কৈরপি ভীত্যা ন স্পৃশ্যত ইতি ভাবঃ। অরিক্তাঃ পূর্ণা অখিলসম্পদো যেষাং তথাভূতাঃ। তথাভূতা অপি যেষাং গৃহাস্তীর্থপাদীয়ানাং বৈষ্ণবানাং পাদতীর্থেন পাদক্ষালনোদকেন রহিতাঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যালালয়-দ্রুমাঃ'—সর্পতুল্য কটু বাক্যরূপ বিষ-বর্ষী পুত্র-কলত্রাদির বাস যেখানে, তাদৃশ গৃহ সর্পগণের বাসস্থানস্বরূপ বৃক্ষতুল্য। সেইরূপ গৃহে যাহারা বাস করে, যাহাদের ছায়াও কেহই ভয়ে স্পর্শও করে না—এই ভাব। 'অরিক্তাখিল-সম্পদঃ'—অরিক্ত অর্থাৎ শূন্য নয়, অখিল ধনরত্নাদি সম্পদে পরিপূর্ণ যাহাদের গৃহ, সেইরূপ হইলেও, যাহাদের গৃহ 'তীর্থপাদীয়'—(যাঁহার চরণযুগলে তীর্থসকল বিরাজমান, তিনি তীর্থপাদ্ শ্রীভগবান, তাঁহার যে জন ভগবদ্ভক্ত) বৈষ্ণবগণের 'পাদতীর্থ' অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালনের জলের দ্বারা বর্জ্জিত (যে সকল গৃহ, তাহা সর্পের আবাসতুল্য) ॥ ১১ ॥

স্বাগতং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদ্‌ব্রতানি মুমুক্ষবঃ।
চরন্তি শ্রদ্ধয়া ধীরা বালা এব বৃহন্তি বৈ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ, বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতং (ভদ্রম্ আগমনং জাতং) যদব্রতানি (যানি ব্রতানি) মুমুক্ষবঃ চরন্তি (আচরন্তি, তানি) বালাঃ এব (ভবন্তঃ) ধীরাঃ (বশীকৃতচিত্তাঃ সন্তঃ) শ্রদ্ধয়া বৈ বৃহন্তি (ব্রতাতি চরন্তি, এতেন কুত্র আগমনকণ্ঠম্!) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের কুশলে আগমন হইয়াছে ত'? মুমুক্ষুগণ যে সকল ব্রতের

আচরণ করিয়া থাকেন, আপনারা সেই সকল ব্রত বাল্যকালাবধিই ধৈর্য্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্ যস্মাৎ বৃহন্তি ব্রতানি ব্রহ্মচর্য্যাণি মুমুক্ষবঃ শ্রদ্ধয়া চরন্তি ; ভবন্তস্তু বালা এব মুক্তা এবেতি ব্রহ্মচর্য্যকষ্টং মুমুক্ষা-কষ্টঞ্চ ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্-ব্রতানি'—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যপূর্ব্বক ভগবদারাধনারূপ যে সকল ব্রত, 'মুমুক্ষবঃ'—মুক্তিকামী জনগণ শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠান করেন, আপনারা কিন্তু বাল্যকাল হইতে মুক্তই, এই-জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ক্লেশ এবং মুমুক্ষার কষ্ট আপনারা বিদিত নহেন—এই ভাব ॥ ১২ ॥

কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাম্ ।
ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথাঃ, (স্বামিনঃ,) ইন্দ্রিয়া-র্থার্থবেদিনাম্ (ইন্দ্রিয়ার্থাঃ বিষয়াঃ তান্ এব অর্থং পুরুষার্থং যে বিদন্তি তেষাং) ব্যসনাবাপে (ব্যসনানি দুঃখানি সমন্তাৎ উপ্যন্তে উদ্ভবন্তি যস্মিন্) এতস্মিন্ (সংসারে) স্বকর্ম্মভিঃ (পাপাদ্যদৃষ্টৈঃ) পতিতানাং নঃ (অস্মাকং) কচ্চিৎ কুশলম্ (অস্তি কিম্) ? ১৩ ॥

অনুবাদ—হে স্বামিবৃন্দ, ইন্দ্রিয়ার্থকেই আমরা পুরুষার্থ বোধ করিতেছি। এই সংসার—নানাবিধ ক্লেশের আকরভূমি। আমরা নিজ-কর্ম্মবশে সেই সংসারে নিপতিত ; আমাদের কি কোনও মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে ? ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়ার্থং বিষয়সুখমেব পুরুষার্থং জানতাম্ অস্মাকং, ব্যসনান্যুপ্যন্তে যস্মিন্ তস্মিন্ সংসারে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রিয়ার্থার্থ-বেদিনাম্'—ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ বিষয়সুখকেই যাহারা অর্থ বলিতে পুরুষার্থরূপে জানে, সেই আমাদের, 'ব্যসনাবাপে'—ব্যসনসকল যেখানে রোপিত হয়, অর্থাৎ সকল দুঃখের উদ্ভবস্থান যে সংসার, সেখানে (স্ব-স্ব কর্ম্মফলে নিপ-তিত আমাদের কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি ?) ॥ ১৩ ॥

ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে ।
কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মারামেষু (কুশলাকুশলাতীতেষু) ভবৎসু কুশলপ্রশ্নঃ নেষ্যতে (ন যুজ্যতে) যত্র (যেষু-ভবৎসু) কুশলাকুশলাঃ (তদাকারাঃ) মতিবৃত্তয়ঃ ন সন্তি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আপনারা আত্মারাম। আপনাদিগকে কুশল প্রশ্ন করা উচিত নয়, যেহেতু শুভাশুভে ভেদ-বুদ্ধি আপনাদের নাই ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বভ্যাগতান্ প্রতি কুশলপ্রশ্নস্তেষামেব ক্রিয়তে, ন ত্বাত্মন ইত্যত আহ—ভবৎস্বিতি। তেনাভ্যাগতেষু কুশলপ্রশ্নস্যাবশ্যকত্বাৎ, যুষ্মৎসম্বন্ধি-কুশলপ্রশ্নস্যানৌচিত্যাৎ স্বসম্বন্ধ্যেব কুশলং পৃষ্টমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, অভ্যা-গত জনগণের প্রতিই তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু নিজেদের কুশল প্রশ্ন নহে, ইহাতে বলিতেছেন—'ভবৎসু' ইতি। অভ্যাগত জনের প্রতি কুশলপ্রশ্নের আবশ্যকতা থাকিলেও, (আত্মারাম, মঙ্গলামঙ্গল বুদ্ধি-বৃত্তি-রহিত) আপনাদিগের সম্বন্ধে কুশলপ্রশ্নের অনৌচিত্য-হেতু, নিজেদের সম্বন্ধেই কুশল প্রশ্ন করি-তেছি—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

তদহং কৃতবিশ্রম্ভঃ সুহৃদো বস্তপস্বিনাম্ ।
সংপৃচ্ছে ভব এতস্মিন্ ক্ষেমঃ কেনাঞ্জসা ভবেৎ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) অহং কৃতবিশ্রম্ভঃ (কৃতবিশ্বাসঃ সন্) তপস্বিনাং (সন্তপ্তানাং) সুহৃদঃ (হিতকারিণঃ) বঃ (যুষ্মান্ তেষাং দুঃখিতানাং) ক্ষেমঃ (কল্যাণং) এতস্মিন্ ভবে (সংসারে) অঞ্জসা (অনায়াসেন) কেন (সাধনেন) ভবেৎ (ইতি) সংপৃচ্ছে (পৃচ্ছামি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আমার দৃঢ়বিশ্বাস,—সংসার-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের আপনারাই সুহৃদ্ ; অতএব, এই সংসারে কিরূপে অনায়াসে মঙ্গল হইতে পারে, তাহা আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যুষ্মদাগমনমস্মদুদ্ধারপ্রয়োজন-কমেব বুদ্ধ্যতে, তস্মাদাত্মকুশলপ্রশ্ন এব মম সম্প্রতি

যুজ্যতে ইত্যত আহ—তদহমিতি। ক্ষেমঃ ক্ষেমম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আপনাদিগের আগমন আমাদের উদ্ধারের প্রয়োজনেই হইয়া থাকে, ইহা বুঝা যায়, অতএব নিজের কুশল প্রশ্নই সম্প্রতি আমার যুক্তিযুক্ত, ইহাতে বলিতেছেন—'তদ্ অহং' ইত্যাদি। 'ক্ষেমঃ'—ক্ষেমম্ (ক্ষেম শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ক্ষেম বলিতে মঙ্গল, অর্থাৎ সংসার-তাপে তপ্ত ব্যক্তিদের কি উপায়ে অনায়াসে মঙ্গল হইতে পারে?) ॥ ১৫ ॥

ব্যক্তমাত্মবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ।
স্বানামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ব্যক্তং (নিশ্চিতম্) আত্মবতাং (ধীরাণাম্) আত্মা (তেষু আত্মত্বেন প্রকাশমানঃ) আত্মভাবনঃ (আত্মানং ভাবয়তি প্রকাশয়তীতি তথা) সিদ্ধরূপী (ইচ্ছারূপঃ) ভগবান্ অজঃ (শ্রীনারায়ণঃ এব স্বয়ং) স্বানাং (ভক্তানাম্) অনুগ্রহায় ইমাং (পৃথ্বীং) চরতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ইহাই নিশ্চিত যে, প্রাকৃত-জন্মরহিত ও স্বপ্রকাশ শ্রীভগবান্ আত্মজ্ঞ-পুরুষগণের আত্মায় স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন, এবং নিজ-ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই জগতে সিদ্ধরূপে বিচরণ করেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভবন্তং খলু মদিষ্টদেবো ভগবান্নারায়ণ এবেত্যহং জানামীত্যাহ—ব্যক্তমিতি। আত্মা স্বয়মেব সেব্যত্বেন বর্ত্ততে যেষাং তে আত্মবন্তো ভক্তাস্তেষামাত্মা আত্মেব প্রীতিবিষয়ীভূত ইত্যর্থঃ। স্বানাং স্বেষাং ভক্তানামাত্মানং ভাবয়তি প্রকাশয়তীতি সঃ। ইমাং পৃথ্বীম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনাকে আমার ইষ্টদেব ভগবান্ নারায়ণ বলিয়াই আমি জানি—ইহা বলিতেছেন, 'ব্যক্তম্' ইত্যাদি। 'আত্মবতাং'—আত্মা (পরমাত্মা ভগবান্) নিজেই সেব্যত্বরূপে যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহারা আত্মবান্ ভগবদ্ভক্তগণ, তাঁহাদের 'আত্মা',—অর্থাৎ আত্মার ন্যায় প্রীতির বিষয়ীভূত যিনি, এই অর্থ। 'স্বানাং'—নিজ ভক্তগণের, 'আত্মভাবনঃ'—আত্মাকে (স্ববিষয়ক জ্ঞান-প্রদানাদির দ্বারা তাঁহাদের স্বরূপকে এবং নিজের স্বরূপকে) যিনি প্রকাশ করেন, সেই ভগবান্। 'ইমাং'—এই পৃথিবীতে (সিদ্ধরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন—ইহা নিশ্চিতই) ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—হরেস্তু প্রতিমা প্রাজ্ঞাস্তত্রস্থঃ কেশবঃ স্বয়ম্।
দদাতি জ্ঞানমীশেশঃ পরমাত্মা স্বয়ং বিভুঃ ॥
ইতি চ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

পৃথোস্তৎ সূক্তমাকর্ণ্য সারং সুষ্ঠু মিতং মধু।
স্ময়মান ইব প্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—পৃথোঃ (রাজ্ঞঃ) তৎ (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) সারং (ন্যায্যং) সুষ্ঠু (গম্ভীরার্থং) মিতম্ (অল্পাক্ষরং) মধু (শ্রোত্রপ্রিয়ং) সূক্তং (শোভনং বচনম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) স্ময়মানঃ ইব (মুখপ্রসত্ত্যা হসন্ ইব প্রতীয়মানঃ) কুমারঃ (সনৎকুমারঃ) প্রীত্যা (তং রাজানং পৃথুং) প্রত্যুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার পৃথু-মহারাজের ন্যায়-সঙ্গত, গম্ভীরার্থযুক্ত, অল্পাক্ষর ও শ্রবণাভিরাম, শোভন বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্যসহকারে স্নেহভরে কহিলেন ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—সারং ন্যায্যং সুষ্ঠু গম্ভীরার্থং মিতমল্পাক্ষরং মধু মধুরং স্ময়মান ইব প্রসন্নমুখ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সারং'—ন্যায়-সঙ্গত, 'সুষ্ঠু'—গম্ভীরার্থ-দ্যোতক, 'মিতং'—অল্পাক্ষর-যুক্ত, 'মধু'—শ্রবণপ্রিয় মধুর বাক্য (অর্থাৎ মহারাজ পৃথুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি সনৎকুমার) 'স্ময়মানঃ ইব'—ঈষৎ হাস্য করতঃ যেন, অর্থাৎ প্রসন্নবদন হইয়া বলিলেন—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

সাধু পৃষ্টং মহারাজ সর্ব্বভূতহিতাত্মনা।
ভবতা বিদুষা চাপি সাধূনাং মতিরীদৃশী ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসনৎকুমারঃ উবাচ—(হে) মহারাজ, বিদুষা অপি (জানতাপি) সর্ব্বভূতহিতাত্মনা (সর্ব্বভূতানাং হিতে আত্মা যস্য তাদৃশেন) ভবতা সাধু পৃষ্টং, (যতঃ) সাধূনাং (ভবাদৃশাং) মতিঃ ঈদৃশী (পরার্থৈকপরা) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীসনৎকুমার কহিলেন,—হে মহারাজ, আপনি সর্ব্বভূতের হিতৈষী এবং বিদ্বান্। আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। আপনার ন্যায় সাধুগণের এইরূপ মতি হওয়াই উচিত ॥ ১৮ ॥

———

সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎসম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সাধূনাং (সদাচারাণাং) সঙ্গমঃ উভয়েষাং (বক্তৃ‌ণাং শ্রোতৃ‌ণাঞ্চ) খলু সম্মতঃ (এব) যৎসম্ভাষণ-সংপ্রশ্নঃ (যেষাং সম্ভাষণ-সহিতঃ সংপ্রশ্নঃ) সর্ব্বেষাং শং (সুখং) বিতনোতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সাধুদিগের সঙ্গ—শ্রোতা এবং বক্তা, উভয়েরই অভিলষিত ; তাঁহাদের সহিত সদালাপ ও পরিপ্রশ্ন সকলেরই মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভো রাজন্ যথৈবাস্মৎসঙ্গো ভবদভিবাঞ্ছিতস্তথৈব ভবৎসঙ্গোঽপ্যস্মদভিবাঞ্ছিত ইত্যাহ —সঙ্গম ইতি। উভয়েষাং সঙ্গঃ নৃণাং সঙ্গম্যমানানাঞ্চ সম্মতঃ অভিলষিতঃ। সর্ব্বেষাং শ্রোতৃবক্তৃ-সন্নিহিত-তৎসন্নিহিতানামপি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্! যেরূপ আমাদের সঙ্গ আপনার অভিলষিত, তদ্রূপ আপনার সঙ্গও আমাদের অভীপ্সিত, ইহা বলিতেছেন—'সঙ্গমঃ' ইত্যাদি। 'উভয়েষাং'—মনুষ্যগণের এবং যাঁহাদের সহিত মিলিত হইতেছেন, (অর্থাৎ বক্তা ও শ্রোতা) উভয়ের 'সম্মতঃ'—অভিলষিত। সকল শ্রোতা ও বক্তার সন্নিহিত এবং তাহাদের সন্নিহিত যাঁহারা, তাঁহাদের সকলেরই সাধুসঙ্গ অভিকাঙ্ক্ষিত ॥ ১৯ ॥

———

অস্ত্যেব রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ
পাদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে।

রতির্দুরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী
কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, মধুদ্বিষঃ পাদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে (ভগবতঃ যে গুণাঃ পরাক্রমাঃ তেষাম্ অনুবাদনে প্রশ্নদ্বারেণ অনুবাদপ্রবর্ত্তনে শ্রবণে) ভবতঃ দুরাপা (অন্যৈঃ দুর্ল্লভাঃ) নৈষ্ঠিকী (নিশ্চলা) রতিঃ অস্ত্যেব। (যা রতিঃ জায়মানা সতী) অন্তরাত্মনঃ (আত্মনঃ মনসঃ অন্তঃ অন্তঃস্থং) কামং (কামাত্মকং) কষায়ং (ধাতুরাগবৎ অনিবর্ত্ত্যং) মলং বিধুনোতি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, মধুরিপু শ্রীহরির পাদপদ্ম-গুণানুকীর্ত্তনে আপনার সুদুর্ল্লভা ও নিশ্চলা মতি আছে। এইরূপ মতি হইতেই অন্তরাত্মার বিষয়-বাসনারূপ মল বিধৌত হয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ত্বমাত্মনঃ ক্ষেমং পৃচ্ছসি, তব তু ক্ষেমং ভগবতি নৈষ্ঠিকী রতিবিরাজমানৈব দৃশ্যত ইত্যাহ—অস্ত্যেবেতি। কষায়ং ধাতুরাগবদনিবর্ত্ত্যমপি কামং যথেষ্টং নির্ম্মূলমেব যা বিধুনোতি, সা রতিস্তব সদেতি কষায়াসম্ভব উক্তঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আপনি নিজের মঙ্গল প্রশ্ন করিতেছেন, কিন্তু আপনার মঙ্গল শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী রতি রহিয়াছেই, ইহা দেখিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'অস্ত্যেব' ইতি, (অর্থাৎ শ্রীহরির পদারবিন্দের গুণকীর্ত্তন-বিষয়ে আপনার একান্ত রতি আছেই, ঐ নিষ্কামা রতিই অন্তরাত্মার) 'কষায়ং'—ধাতুরাগের ন্যায় অনিবর্ত্তনীয় বিষয়রূপ মল, 'কামং' —যথেষ্টরূপে নির্ম্মূলভাবেই বিনাশ করে। সেই নিষ্কামা রতি আপনার আছেই ; ইহাতে মহারাজ পৃথুর কষায় অসম্ভব, ইহা উক্ত হইল ॥ ২০ ॥

মধ্ব—কষণেন গচ্ছতীতি কষায়ঃ। পাপং তদুভয়মেব মলম্ ॥ ২০ ॥

———

শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং
ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মব্যতিরিক্তে (দেহাদৌ) অসঙ্গঃ (বৈরাগ্যম্) নির্গুণে ব্রহ্মণি আত্মনি (সর্ব্বাত্মভূতে ভগবতি) যা দৃঢ়া রতিশ্চ সধ্র্যগ্বিমৃশেষু (সম্যগ্-বিচারবৎসু) শাস্ত্রেষু নৃণাং ক্ষেমস্য (মোক্ষস্য) হেতুঃ (সাধনম্) ইয়ান্ এব (এতাবান্ এব) সুনিশ্চিতঃ (অস্তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আত্মা হইতে পৃথক্ দেহাদি অনাত্ম-বস্তুতে যে আসক্তি-রাহিত্য, এবং নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে যে দৃঢ়রতি,—ইহাই, শাস্ত্রসমূহের সুষ্ঠু বিচারে, জীবের কল্যাণলাভের উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি ত্বৎপ্রশ্নস্যোত্তরমবশ্যং দেয়মিতি ক্ষেমস্য হেতুং শৃণ্বিত্যাহ—শাস্ত্রেষ্বিতি বহুবচনেন ন কস্যাপ্যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ সধ্র্যগ্বিমৃশেষু সম্যগ্বিচারবৎস্বিতি অবিচারিতশাস্ত্রা বিপ্রতিপদ্যন্তাং নাম কিন্তেরিতি। ইয়ানেবেতি বতুপ্রত্যয়ৈব-কারাভ্যামেতয়োরেব সারত্বং সুনিশ্চিতম্ ইতি ন পুনরেতদর্থং শাস্ত্রাণি পুনর্দ্রষ্টব্যানীতি দ্যোতিতম্। অসঙ্গোঽনাসক্তিঃ দৃঢ়া রতিরত্যাসক্তিঃ। ক্ষেম-শব্দেন সাযুজ্য-শান্তরতি-প্রেমাণোঽধিকারিভেদেন দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি আপনার প্রশ্নের উত্তর অবশ্য প্রদেয়, এই নিমিত্ত মঙ্গলের হেতু শ্রবণ করুন, ইহা বলিতেছেন—'শাস্ত্রেষু—সমস্ত শাস্ত্রে, এখানে বহুবচনের দ্বারা, 'সধ্র্যগ্বিমৃশেষু'—সম্যক্‌রূপে বিচারপর শাস্ত্রসমূহের মধ্যে কাহারও এই বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তি (সংশয়) নাই, ইহাতে অবিচারিত শাস্ত্রসকল সংশয় করে, করুক, তাহাতে আমাদের কি প্রয়োজন—এই ভাব। 'ইয়ান্ এব'—ইহাই মাত্র, এখানে (ইয়ান্) বতুপ্-প্রত্যয় এবং 'এব'—কার প্রয়োগের দ্বারা, এই দুইটিরই সারত্ব সুনিশ্চিত, ইহার জন্য পুনরায় শাস্ত্রসমূহ অন্বেষণ করিতে হইবে না—ইহা দ্যোতিত হইল। সেই দুইটি বলিতেছেন—(আত্ম-ভিন্ন বস্তুতে) 'অসঙ্গঃ' অর্থাৎ অনাসক্তি এবং (নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে) 'দৃঢ়া রতিঃ'—অতিশয় আসক্তি (এই দুইটিই সম্যক্ বিচারিত শাস্ত্রের দ্বারা লোকের মঙ্গলের পথ স্থির করা হইয়াছে)। এখানে 'ক্ষেম'—মঙ্গল শব্দের দ্বারা অধিকারি-ভেদে সাযুজ্য, শান্তরতি এবং ভগবৎ প্রেম বুঝিতে হইবে ॥ ২১ ॥

তথ্য—গীতা ৩।১৭, ৪।৩৪, ১০।৯ ও ১৬।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২১-২২ ॥

সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যয়া
জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং
পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—সা (ব্রহ্মণি রতিঃ অসঙ্গঃ) নিত্যং শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যয়া (ভগবৎপ্রীতিহেতুধর্ম্মাণাং ভক্তিমার্গাণাম্ অনুষ্ঠানেন) জিজ্ঞাসয়া (তত্ত্বাবিশেষ-বুভুৎসয়া) আধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া (আধ্যাত্মিকে যোগে ভগবদ্ভক্ত্যাদৌ নিষ্ঠয়া) যোগেশ্বরোপাসনয়া (যোগেশ্বরাণাং ভক্তবর্য্যাণাং সেবয়া) পুণ্যয়া পুণ্যশ্রবঃ কথয়া চ (পুণ্যশ্রবসঃ হরেঃ কথয়া, তচ্ছ্রবণেন চ স্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলন, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, ভগবৎসেবানিষ্ঠার সহিত ভক্তশ্রেষ্ঠগণের পূজা এবং পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের কথা-শ্রবণাদি দ্বারা সেই রতি হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রথমং ভক্তেঃ প্রাধান্যমাহ—সেতি চতুর্ভিঃ। সা রতিঃ শ্রদ্ধাদিভিঃ স্যাদিতি চতুর্থেণান্বয়ঃ। পুণ্যং শ্রবো যশো যস্য তস্য হরেঃ পুণ্যয়া কথয়া ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিষয়ে প্রথমতঃ ভক্তির প্রাধান্য বলিতেছেন—'সা' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকের দ্বারা। সেই (নির্গুণ ব্রহ্ম পরমাত্মাতে) রতি শ্রদ্ধাদির দ্বারা হইয়া থাকে—ইহা চতুর্থ (২৫ অঙ্কধৃত) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'পুণ্যশ্রবঃ-কথয়া'—পুণ্য (পবিত্র) শ্রবঃ অর্থাৎ যশ যাঁহার, সেই শ্রীহরির, 'পুণ্যয়া'—পুণ্য কথার দ্বারা, (অর্থাৎ শ্রীহরির পবিত্র কথার দ্বারা রতি হইয়া থাকে।) ॥ ২২ ॥

অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া (অর্থারামাঃ অর্থনিষ্ঠাঃ তামসাঃ, ইন্দ্রিয়ারামাঃ কামনিষ্ঠাঃ রাজসাঃ তৈঃ সহ যা গোষ্ঠী তস্যাম্ অতৃষ্ণয়া) তৎসম্মতানাং (তেষাং চ যে সম্মতা অর্থাঃ কামাশ্চ তেষাম্) অপরিগ্রহেণ (অনাসক্ত্যা) চ বিবিক্তরুচ্যা (বিবিক্তে বিজনে যা রুচিঃ তয়া) আত্মনি (এব) পরিতোষে (সতি সা চ রতিঃ স্যাৎ, কিন্তু) হরেঃ গুণপীযূষপানাৎ বিনা (তস্মিন আত্মনি বিবিক্তে সতি রুচিঃ ন কার্য্যা, ন চ আত্মনি পরিতোষঃ কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ধন ও রূপাদিতে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়তর্পণরত অসদ্‌ব্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাঁহাদিগের অভিমত অর্থ-কামাদি-পরিত্যাগ ও নির্জ্জনবাসে অভিরুচি,—এই সকলদ্বারা আত্মার সন্তোষ লাভ হয়, কিন্তু যেস্থানে সন্মুখরিত হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জনবাস কখনও স্পৃহা করিবে না ; কারণ, উহাদ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হইলেও কৃষ্ণতোষণ হয় না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থারামা ধনসংগ্রহেচ্ছবঃ। ইন্দ্রিয়ারামা ভোগাসক্তাস্তৈঃ সহ যা গোষ্ঠী তস্যামতৃষ্ণয়া, বিনেতি হরেগুর্ণপীযূষপানং চেৎ লভ্যতে, তদা বিবিক্তরুচি-স্বতঃপরিতোষৌ বিহায় জনসংসদ্যপি পরস্মাদপি গায়কাদেঃ সকাশাদপি কৃষ্ণলীলাস্বাদার্থমাগচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া' —অর্থারাম বলিতে ধনসংগ্রহের ইচ্ছুক যাহারা এবং ইন্দ্রিয়ারাম অর্থাৎ বিষয়ভোগে অতিশয় আসক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত যে গোষ্ঠী (একত্র বাস), তাহাতে বিতৃষ্ণা-বশতঃ (নির্জ্জন স্থানে বসতি করিতে অভিরুচি হইলে আত্মার সন্তোষ লাভ হয় ; কিন্তু হরিলীলাকথামৃত পান ব্যতীত নহে)। 'বিনেতি'—শ্রীহরির গুণামৃত পান যদি লভ্য হয়, তাহা হইলে নির্জ্জনবাস এবং আত্মার সন্তোষও পরিত্যাগ করিয়া লোক-সমাকুলেও, অপর গায়কাদির নিকট হইতেও শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদনের নিমিত্ত আগমন করিবেন—এই অর্থ, (অর্থাৎ হরিগুণামৃত পান ব্যতীত নির্জ্জনে বাসের ইচ্ছাও করিবেন না) ॥ ২৩ ॥

তথ্য—

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ?

প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥

* * *

প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী, নির্জ্জনতা জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব ॥
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু, সদাই জানব ॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা বশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ, ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব ॥
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগি-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত' সেই সব ॥
সেই দু'টী কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
'ফল্গু' আর 'যুক্ত', 'বদ্ধ' আর 'মুক্ত',
কভু না ভাবিহ একাকার সব ॥

* * *

মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত-অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন-আহব ॥
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে 'ত্যাগী',
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি', নির্জ্জনতা বাড়ি',
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব।
রাধাদাস্যে রহি', ছাড়ি' ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন গৌরব।
রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব ॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব।

প্রাণ আছে তা'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥
শ্রীদয়িত-দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব ।
কীর্ত্তন প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥

গীতা ১৩।৭-১১, ১৪।২৬ ও ১৮।৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২৩-২৬ ॥

বিবৃতি—বদ্ধ জীবের অর্থ-নিষ্ঠা বা প্রয়োজন-সিদ্ধিধারণা—তামস এবং ভোগাসক্তি বা আত্মীয়-স্বজন-সম্ভোগ—রাজস-বৃত্তিজাত। এই রাজস ও তামস-বৃত্তি দুইটীর তৃষ্ণা-পরিহারই জীবের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। যাহারা অর্থারামী ও ইন্দ্রিয়ারামী, তাহা-দিগের সঙ্গ পরিহার করিলেই জীবের মঙ্গল হয়। তাদৃশ নির্জ্জন-বাসেই আত্মার পরিতুষ্টি, কিন্তু এ-সকল কথা—নিতান্ত ফল্গু অর্থাৎ তুচ্ছ। হরিসেবা-মৃতকথা ব্যতীত রজস্তমো-বৃত্তি রহিত হইয়া নির্জ্জনে সাত্ত্বিকবৃত্তিতে অবস্থানে কোন সুফললাভ ঘটে না। একমাত্র সাধুজনের মুখোচ্চারিত হরিকথাতে প্রকৃত-প্রস্তাবে সর্ব্বতোভাবে নিত্যকাল ঐ সকল সদ্‌গুণ লাভ ঘটে। দ্বিতীয়াভিনিবেশের বস্তুসমূহ—রাজস ও তামসগুণবিশিষ্ট। যদিও সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বস্তু দ্বিতীয়াভিনিবেশজ নহে, তথাপি রজস্তমোগুণের সাম্বন্ধিক-বিচারে অবস্থিত বলিয়া তাদৃশ নির্জ্জন-বাসেও ভজন সমৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। সাধুগণ ভগবান্ শ্রীহরির বিক্রমসমূহ সর্ব্বদা গান করেন। তাঁহাদের সঙ্গজন্য সুকৃতিই সকল মঙ্গলের আকর; নতুবা হরিসম্বন্ধি-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বিষয়ের অন্যতম বলিয়া জ্ঞান করিয়া সাধুসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক নির্জ্জনে বাস করিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনই মঙ্গল হইতে পারে না যথার্থ নির্জ্জনবাসে প্রবলভাবে হরিপ্রসঙ্গই হইয়া থাকে,—উহাই বাঞ্ছনীয় ॥ ২৩ ॥

অহিংসয়া পারমহংস্যচর্য্যয়া
স্মৃত্যা মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা ।
যমৈরকামৈর্নিয়মৈশ্চাপ্যনিন্দয়া
নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ ॥ ২৪ ॥

হরের্মুহুস্তৎপরকর্ণপূর-
গুণাভিধানেন বিজৃম্ভমাণয়া ।
ভক্ত্যা হ্যসঙ্গঃ সদসত্যনাত্মনি
স্যান্নির্গুণে ব্রহ্মণি চাঞ্জসা রতিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(সা চ রতিঃ) অহিংসয়া (পরপীড়া-বর্জ্জনেন) পারমহংস্যচর্য্যয়া (শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানয়া বৃত্ত্যা) স্মৃত্যা (আত্মহিতানুসন্ধানেন) মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা (মুকুন্দস্য আচরিতম্ এব অগ্র্যং সীধু শ্রেষ্ঠম্ অমৃতং তেন তচ্চরিতস্মৃতিসুখেন) যমৈঃ (সত্যাদিভিঃ) অকামৈঃ (কামত্যাগৈঃ) নিয়মৈঃ (স্নানাদ্যৈঃ) অপি (মার্গান্তরস্য অনিন্দয়া) নিরীহয়া (যোগক্ষেমার্থ-ক্রিয়ারাহিত্যেন) দ্বন্দ্ব-তিতিক্ষয়া চ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনেন চ) তৎপরকর্ণপূরগুণাভিধানেন (তৎপরাঃ হরিভক্তাঃ তেষাং কর্ণপূরাঃ কর্ণালঙ্কারভূতাঃ যে হরেঃ গুণাঃ তেষাম্ অভিধানেন কীর্ত্তনেন) বিজৃম্ভ-মাণয়া (বর্দ্ধমানয়া) হরেং ভক্ত্যা (এতৈঃ সাধনৈঃ) সদসতি (কার্য্যকারণরূপে অনাত্মনি (প্রপঞ্চে) হি অসঙ্গঃ (আত্মশক্ত্যভাবঃ স্যাৎ) নির্গুণে ব্রহ্মণি চ অঞ্জসা (অনায়াসেন) মুহুঃ রতিঃ স্যাৎ ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—অহিংসা, উপশমাদিবৃত্তি, সদ্‌গুরুর উপদেশমত সদাচারানুষ্ঠানরূপ স্মৃতি, **মুকুন্দ**-চরিতের পর্য্যালোচনা, ইন্দ্রিয়-দমন, ভোগবাসনা-পরিত্যাগ, হরিব্রতাদি নিয়ম, ধর্ম্মান্তরের অনিন্দা, নিজভোগ্য-বিষয়ের প্রাপ্তি ও তদ্‌রক্ষণে চেষ্টাশূন্যতা, শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, এবং ভগবদ্ভক্তগণের কর্ণভূষণ-স্বরূপ হরিগুণানুকীর্ত্তনদ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি হয়; এবং তদ্দ্বারা কার্য্যকারণরূপ অনাত্মবস্তু প্রপঞ্চে বৈরাগ্য ও নির্গুণ-পরব্রহ্মে সহজেই পরমা রতি উদিত হয় ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পারমহংস্যচর্য্যয়া উপশমপ্রধানবৃত্ত্যা। স্মৃত্যা শ্রীগুরূপদিষ্ট সদাচারধারণেন মুকুন্দস্য চরি-তং চরিত্রং তদেব অগ্র্যং সীধু মধু তেন স্বাদ্যমানেনে-ত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কথয়েত্যত্রোক্তমপি কথনং ভক্ত্যাবন্ত-রঙ্গত্বেন পুনরুচ্যতে। তৎপরা হরিভক্তাস্তেষাং কর্ণ-পূরাঃ কর্ণালঙ্কারভূতা যে হরেগু র্ণাস্তেষামভিধানেন। অনাত্মনি আত্মব্যতিরিক্তে সদসতি ভদ্রাভদ্রে জগতি অসঙ্গোহনাসক্তিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পারমহংস-চর্য্যয়া'—পরমহংস ভক্তগণের আচরিত উপশম-প্রধান বৃত্তির দ্বারা। 'স্মৃত্যা'—স্মৃতি অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদিষ্ট সদাচারের পালনের দ্বারা, 'মুকুন্দাচরিতাগ্র-সীধুনা'—মুকুন্দের চরিত্রই শ্রেষ্ঠ মধু, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ মুকুন্দ-চরিতামৃতের আস্বাদনের দ্বারা (আত্মরতি হয়) ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কথয়া' (২২ শ্লোকে)—পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীহরির পুণ্য কথার দ্বারা—ইহা উক্ত হইলেও, সেই শ্রীহরির কথাশ্রবণ ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া পুনরায় বলিতেছেন। 'তৎপরাঃ'—তাঁহার অর্থাৎ শ্রীহরির একনিষ্ঠ যে ভক্তগণ, তাঁহাদের 'কর্ণপূরাঃ'—কর্ণের অলঙ্কার-স্বরূপ যে শ্রীহরির গুণসমূহ, তাহার অভিধান বলিতে বার বার উচ্চারণের দ্বারা, 'অনাত্মনি'—আত্মব্যতিরিক্ত সদসৎ (কার্য্য-কারণস্বরূপ) মঙ্গলামঙ্গল জগতে 'অসঙ্গঃ'—অনাসক্তি (এবং নির্গুণ পরব্রহ্মে অতি শীঘ্র রতি জন্মে।) ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—

রতিঃ পরাত্মনি হরাবন্যাত্রা রতিরেব চ।
পুমর্থসাধনং জ্ঞেয়ং নাতোহন্যন্মুখ্যমিষ্যতে ॥ ২৫ ॥

যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমা
নাচার্য্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা।
দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোশং
পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদা ব্রহ্মণি রতিঃ নৈষ্ঠিকী (নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ভবতি তদা) পুমান্ আচার্য্যবান্ (সন্) জ্ঞান-বিরাগরংহসা (জ্ঞানবিরাগয়োঃ রংহসা বেগেন) অবীর্য্যং (নির্ব্বাসনং) পঞ্চাত্মকং (পঞ্চভূতপ্রধানং, যদ্বা, অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভি নিবেশাদি পঞ্চ-ক্লেশাত্মকং) জীবকোশং (সজ্জীবস্য কোশম্ আবরকং) হৃদয়ম্ (অহঙ্কারম্) উত্থিতঃ (প্রজ্জ্বলিতঃ) অগ্নিঃ যোনিম্ (অরণিম্) ইব (পুমান্) দহতি। (যদ্বা, যদা রতিঃ আচার্য্যানুগ্রহশ্চ তদা জ্ঞানবিরাগয়োর্বলেন উত্থিতঃ সাক্ষাৎকারঃ অবীর্য্যং পুনঃ প্ররোহক্ষমং যথা ন ভবতি, এবং হৃদয়ং দহতি) ॥২৬॥

অনুবাদ—যখন পরব্রহ্মে নৈষ্ঠিকী রতি জন্মে, তৎকালে আচার্য্যসেবাপরায়ণ পুরুষ জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রভাবে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন নিজ-উৎপত্তি-স্থান অরণি (কাষ্ঠকে) দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্ব্বল অবিদ্যা, অস্মিতা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পঞ্চ ক্লেশাত্মক জীবস্বরূপাবরণ—লিঙ্গ-দেহকে দহন করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ কিং স্যাদিত্যত আহ—যদেতি। আচার্য্যবান্ গুরুভক্তিমান্ রত্যুত্থয়োর্জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্বেগেন অবীর্য্যং নিষ্প্রভাবং জীবস্য কোষমাবরকং হৃদয়মহঙ্কারাত্মকং লিঙ্গদেহং পুমান্ দহতি। কথম্ভূতম্? পঞ্চাত্মকম্ অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাস্তদাত্মকং যথা অরণাবুত্থিতোঽগ্নিঃ স্বযোনিমরণিমেব দহতি, তথৈব প্রাকৃতবুদ্ধীন্দ্রিয়াদৌ লিঙ্গদেহ এব উত্থিতা রতিস্তমেব দহতি। বহ্নিনা কাষ্ঠং দহতীত্যুক্তৌ বহ্নিরেব কাষ্ঠং দহতীতিবদ্দার্ষ্টান্তিকসঙ্গতিঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—তাহাতে অর্থাৎ অন্যত্র অসঙ্গ ও আত্মরতি হইলে কি ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি, (অর্থাৎ যখন নিষ্ঠাপ্রাপ্ত রতি হয়, তখন) 'আচার্য্যবান্'—শ্রীগুরুদেবে ভক্তিমান্ পুরুষ, রতি হইতে উত্থিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বেগে, 'অবীর্য্যং'—প্রভাবহীন (বাসনাহীন) 'জীব-কোষং'—জীবের কোষরূপ আবরক, 'হৃদয়ং'—অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহ বিনষ্ট করে। তাহা কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'পঞ্চাত্মকম্', অবিদ্যা (অজ্ঞান), অস্মিতা (দেহাদিতে অহংবুদ্ধি), রাগ (আসক্তি), দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ, তদ্রূপ (অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক অহঙ্কার-বিশিষ্ট) লিঙ্গদেহ, যেমন কাষ্ঠ হইতে উত্থিত (প্রজ্জ্বলিত) অগ্নি নিজের উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ প্রাকৃত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি-রূপ লিঙ্গদেহ হইতে উত্থিত রতি সেই লিঙ্গদেহকেই বিনষ্ট করে। 'বহ্নিনা কাষ্ঠং দহতি'—বহ্নির দ্বারা কাষ্ঠ দগ্ধ করিতেছে, এইরূপ বলা হইলে, যেমন বহ্নিই কাষ্ঠ দগ্ধ করিতেছে, ইহা বুঝায়, তদ্রূপ এখানে দার্ষ্টান্তিকে সঙ্গতি। (অর্থাৎ ভগবদ্ রতিই জীবের অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহকে দহন করিয়া থাকে।) ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—

অবীজং হৃদয়ং বীজহৃদয়ং বিনা।
জীবোপাধির্দ্বিধা প্রোক্তঃ স্বরূপং বাহ্যমেব চ।
বাহ্যোপাধির্লয়ং যাতি মুক্তাবন্যস্য তু স্থিতিঃ॥
সর্ব্বোপাধিবিনাশে হি প্রতিবিম্বঃ কথং ভবেৎ।
কথং চাত্মবিনাশায় প্রযত্নঃ সেৎস্যতি কুচিৎ॥
অপুমর্থতা চ মুক্তেঃ স্যাদভাবাৎ পুংস এব তু।
জ্ঞানজ্ঞেয়াদ্যভাবাচ্চ সর্ব্বথা নোপপদ্যতে।
তস্মাদেতন্মতং যেষাং তমো নিষ্ঠা হি তে মতাঃ॥

ইতি স্কান্দে॥ ২৬॥

দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্গুণো
নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনোর্যদ্ব্যবধানং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—পুরস্তাৎ পরাত্মনোঃ (পরঃ দৃশ্যঃ আত্মা দ্রষ্টা তয়োঃ দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ) যদ্ব্যবধানং (ভেদকং পূর্ব্বম্ আসীৎ) তদ্বিনাশে (তস্য বিনাশে সতি) দগ্ধাশয়ঃ (দগ্ধঃ আশয়ঃ হৃদয়ম্ উপাধিঃ যস্য সঃ) মুক্তসমস্ততদ্গুণঃ (মুক্তাঃ সমস্তাঃ তদ্গুণাঃ কর্ত্তৃত্বাদয়ঃ যেন) আত্মনঃ (সকাশাৎ) বহিরন্তঃ (বহিঃ ঘটাদি, অন্তঃ সুখদুঃখাদি) যথা স্বপ্নে পুরুষঃ (রাজাঽহম্ ইতি আরোপিতং সৈন্যাদিদ্রষ্টারং দৃশ্যং সৈন্যঞ্চ স্বপ্নাবস্থা নাশে ন পশ্যতি, তদ্বৎ) নৈব বিচষ্টে (ন পশ্যত্যেব)॥ ২৭॥

অনুবাদ—জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের দর্শন হয় না, তদ্রূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পূর্ব্বে (সংসার অবস্থায়) যে ব্যবধান অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহা বিনষ্ট হইলে, উপাধিরহিত ও কর্ত্তৃত্বাদি-সমস্তঅভিমানমুক্ত পুরুষ বাহ্যবিষয় (শব্দস্পর্শাদি) ও অন্তবিষয় (শোক-মোহাদি) অনুভব করেন না॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমত আহ—দগ্ধাশয়ো দগ্ধলিঙ্গ-দেহঃ। অতএব মুক্তাস্ত্যক্তাঃ সমস্তাস্তদ্গুণাঃ কর্ত্তৃত্বাদয়ো যেন সঃ। আত্মনঃ স্বস্য বহির্বাহ্যং শব্দস্পর্শাদিকং ভোগ্যমর্থম্ অন্তঃশোকমোহাদিকঞ্চ নৈব বিচষ্টে। পরাত্মনোঃ পরমাত্ম-জীবাত্মনোর্যদেব মধ্যে পুরস্তাৎ পূর্ব্বং ব্যবধানমাসীত্তন্ন পশ্যতীত্যব্যবহিতং পরমাত্মানমেব পশ্যতীত্যর্থঃ। যথা স্বপ্নে দৃষ্টং স্বপ্নবিনাশে সতি ন পশ্যতি॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ বিনষ্ট হইলে কি হয়? তাহাতে বলিতেছেন—'দগ্ধাশয়ঃ', দগ্ধ হইয়াছে আশয়, অর্থাৎ নানাবাসনাময় অহঙ্কার-রূপ লিঙ্গ শরীর যাহার। অতএব 'মুক্ত-সমস্ত-তদ্গুণঃ'—মুক্ত, অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে হৃদয়ের কর্ত্তৃত্বাদি সমুদয় গুণ (অভিমান) যাহার, সেই পুরুষ। 'আত্মনঃ'—নিজের বাহ্য শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ্য বস্তু এবং অন্তঃকরণের শোক, মোহাদি কিছুই দেখিতে (বা অনুভব করিতে) পায় না। 'পরাত্মনোঃ'—(পর দৃশ্য, এবং আত্মা দ্রষ্টা, এই উভয়ের; অর্থাৎ) পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পূর্ব্বে যে ব্যবধান ছিল, এখন তাহা দেখে না, কিন্তু অব্যবহিত (ব্যবধান-শূন্য) পরমাত্মাকেই দর্শন করে এই অর্থ। যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলে পুরুষ দেখিতে পায় না, (তদ্রূপ তখন আত্মা (পরমাত্মা) ভিন্ন বাহ্যিক ঘট-পটাদি এবং সুখ-দুঃখাদি দেখিতে অথবা অনুভব করিতে পায় না)॥ ২৭॥

মধ্ব—দগ্ধাশয়ঃ। বীজাশয়নাশে তদ্গুণানাং জ্ঞানাদীনামভাবান্ন কিঞ্চিদ্বিচক্ষীত। পরাত্মনোর্যদা ব্যবধানং সংসারাবস্থায়াং তদা স্বপ্ন ইবেত্যেতাবৎ বীজহৃদয়নাশেত্বপুরুষ এব। আত্মনাশ এবেত্যর্থঃ। অতঃ সংসারাবস্থৈবোত্তমা স্যাৎ।

ভিদা যদি ন দৃশ্যেত জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
মুক্তৌ তদা বিমোক্ষায় কো যত্নং কর্ত্তুমর্হতি॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

মগ্নস্য হি পরেঽজ্ঞানে কিং ন দুঃখকরং ভবেৎ।
প্রবৃত্তিধর্ম্মমেবাহং মন্যে ভরতসত্তম॥

ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু॥ ২৭॥

আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থঞ্চ পরং যদুভয়োরপি।
সত্যাশয় উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্যদা॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—উপাধৌ (উপাধিভূতে) আশয়ে (অন্তঃ-করণে) সতি বৈ (এব জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ (আত্মানং (দ্রষ্টারম্) ইন্দ্রিয়ার্থম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্ অর্থং বিষয়ং

দৃশ্যম্) উভয়োরপি (তয়োঃ অপি) পরং যৎ (সম্বন্ধহেতুম্ অহঙ্কারং) পুমান্ পশ্যতি। অন্যদা (সুষুপ্তৌ) ন (পশ্যতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—লিঙ্গ-দেহই জীবের 'উপাধি' এবং 'ব্যবধান'-শব্দবাচ্য। সোপাধিক জীব লিঙ্গদেহে ভোগোত্থ সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে। কিন্তু, ঐ দেহ না থাকিলে তাহা করে না ; অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত হইলে জীবের স্ব স্বরূপানুভূতি হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—লিঙ্গদেহ এব জীবসোপাধিঃ ; স এব ব্যবধান-শব্দবাচ্যস্তৎসত্ত্বে তমেব পশ্যতি তদভাবে পরমাত্মানমেব পশ্যতীত্যাহ—আত্মানং ভোক্তারমুপাধিধর্ম্মগ্রস্তং জীবম্। ইন্দ্রিয়ার্থং ভোগ্যঞ্চ পরং ভোগোত্থং সুখদুঃখঞ্চ আশয়ে লিঙ্গদেহে উপাধৌ সত্যেব পুমান্ পশ্যতি ; ন ত্বন্যদা লিঙ্গদেহাভাবে তদা তু পরমাত্মানমেব পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লিঙ্গদেহই (অর্থাৎ অহঙ্কার-রূপ লিঙ্গশরীরই) জীবের উপাধি, তাহাই ব্যবধান শব্দের দ্বারা বলা হয়, সেই উপাধি থাকিলে লিঙ্গশরীরই দেখে, তাহার অভাবে (অর্থাৎ উপাধি-রহিত হইলে) পরমাত্মাকেই দেখিতে পায়, ইহা বলিতেছেন —'আত্মানং', এখানে আত্মা বলিতে ভোক্তা উপাধি-ধর্ম্মগ্রস্ত জীব। 'ইন্দ্রিয়ার্থং'—শোত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি অর্থ বলিতে ভোগ্য-বিষয়, 'পরং'—ভোগোত্থ সুখ ও দুঃখ, 'আশয়ে'—বাসনা নামক লিঙ্গদেহরূপ উপাধি বিদ্যমান থাকিলেই জীব দেখিতে পায়, 'ন অন্যদা'—কিন্তু অন্য সময়ে অর্থাৎ দেহাদির অভাবে নহে, তখন কিন্তু পরমাত্মাকে দেখে—এই ভাব॥২৮॥

———

নিমিত্তে সতি সর্ব্বত্র জলাদাবপি পুরুষঃ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি ভিদাং পশ্যতি নান্যদা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(লোকে অপি) সর্ব্বত্র জলাদৌ (জলদর্পণাদৌ) অপি নিমিত্তে সতি (ভেদ-নিমিত্তকে সতি এব) আত্মনঃ (বিম্বভূতস্য) পরস্য অপি (প্রতিবিম্বস্য অপি) পুরুষঃ ভিদাং (ভেদং) পশ্যতি ; ন অন্যদা (ন তু জলাদ্যভাবে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ইহলোকেও জল-দর্পণাদি 'নিমিত্ত' বর্ত্তমান থাকিলে, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে ভেদ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু জলাদির অভাবে তাহা হয় না ; তদ্রূপ উপাধিরূপ লিঙ্গদেহ থাকিলে তাহাতে জীব ও পরমাত্মার মধ্যে জড়বৈষম্য দৃষ্ট হয় ; কিন্তু, তদভাবে তাহা হয় না ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—উপাধিসত্ত্ব এবোপাধি-ধর্ম্মাধ্যাসঃ। স চোপাধিঃ কর্ম্মবশান্মানুষ-দেবতির্য্যগাদির্ভবতি, ন তু তদভাব ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ— নিমিত্ত ইতি। জল-তৈলচক্ষুরাদৌ নিমিত্তে বিদ্যমানঃ এব পুরুষঃ আত্মনঃ স্বস্য পরস্যান্যস্য চ ভিদাম্ উপাধের্মধ্যমোত্তমাধম-ভেদং পশ্যতি। তত্র জলে চাঞ্চল্যং দর্পণে নৈর্ম্মল্যঞ্চ-ক্ষুষি মালিন্যঞ্চ যথা পশ্যতি, তথৈব মানুষদেবতির্য্যক্-শরীরেষু ভদ্রাভদ্রং কেবল-ভদ্রং কেবলাভদ্রঞ্চ পশ্যতি, নান্যদেতি জ্ঞানেনোপাধি-নাশে তু ন তথা পশ্যতি, কিন্তু পরমাত্মানমেব পশ্যতি। ভক্ত্যা উপাধ্যপগমে তু শুদ্ধো জীবো রতিমহিম্নৈব লব্ধচিদ্ঘনানন্দবিগ্রহঃ, পরমাত্মন এব তস্য নারায়ণরামকৃষ্ণাদি-চিদ্ঘনানন্দাকারস্য ষড়ৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবতঃ সৌন্দর্য্যাদিকং স্বীয়নয়নাদিভিরাস্বাদয়েদিতি মুখ্যঞ্চ ফলং দ্রষ্টব্যম্। "তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনামন্বেষণীয়-চরণৌ চলয়ন্নি"ত্যাদি-পূর্ব্বোক্তেঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপাধি থাকিলেই উপাধি-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, এবং সেই উপাধি কর্ম্মফলবশতঃ মনুষ্য, দেবতা ও তির্য্যগাদি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই উপাধি (অহঙ্কাররূপ লিঙ্গশরীর) না থাকিলে অধ্যাসও হয় না, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'নিমিত্তে সতি' ইত্যাদি। জল, তৈল, চক্ষুঃ প্রভৃতি নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলেই (অর্থাৎ শরীরাদির উপাধি ভেদের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেই), জীব 'আত্মনঃ'—নিজের এবং 'পরস্য'—অন্যের (পরমাত্মার) 'ভিদাম্'—সম্বন্ধ-বিরহ পার্থক্য, অর্থাৎ মধ্যম, উত্তম ও অধম ভেদ দেখিয়া থাকে। সেই স্থলে জলে চাঞ্চল্য, দর্পণে নির্ম্মলতা, এবং চক্ষুতে মালিন্য যেমন দেখে, সেইরূপ মনুষ্য, দেবতা এবং তির্য্যক্ শরীরসকলে যথাক্রমে (মনুষ্যশরীরে) ভদ্রাভদ্র, (দেবদেহে) কেবল ভদ্র এবং (তির্য্যগ্দেহে) কেবল অভদ্রই দেখিয়া থাকে। 'ন অন্যদা'—কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা উপাধি বিনষ্ট হইলে তদ্রূপ দেখে না, তখন কিন্তু পরমাত্মাকেই দেখে। কিন্তু ভক্তির দ্বারা উপাধির অপগম (অহঙ্কারের

বিনাশ) হইলে শুদ্ধ জীব রতির মহিমাতেই সচ্চিদ্ঘন আনন্দবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া, পরমাত্মারই সেই নারায়ণ, রাম, কৃষ্ণাদি চিদ্ঘন আনন্দাকার ষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-যুক্তের (অর্থাৎ শ্রীভগবানের) সৌন্দর্য্যাদি স্বীয় নয়নাদির দ্বারা আস্বাদন করিয়া থাকেন—ইহাই মুখ্য ফল জানিতে হইবে। যেমন 'তস্মিন্ যযৌ' (৩।১৫।৩৭ শ্লোকে) অর্থাৎ পরমহংস মহামুনিগণের অন্বেষণীয় শ্রীচরণযুগল চালন করতঃ লক্ষ্মীর সহিত ভগবান্ শ্রীহরি সেই (স্থানে বৈকুণ্ঠদ্বারে অবস্থিত সনকাদি ঋষিগণের নিকট) উপস্থিত হইলেন,—ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

———

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ।
চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ধ্যায়তাং (গুণারোপেণ স্মরতাং পুংসাং) বিষয়াকৃষ্টৈঃ (স্মৃতিবিষয়ৈঃ আকৃষ্টৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ মনঃ আক্ষিপ্তম্ (আক্ষিপ্যতে বিষয়াসক্তিং প্রাপ্যতে) (তচ্চ) বুদ্ধেঃ (সকাশাৎ) চেতনাং (তদ্ধর্ম্মং বিচার-সামর্থ্যং) (যথা) স্তম্বঃ (হ্রদতীরজঃ কুশাদিস্তম্বঃ মূলৈঃ) হ্রদাৎ তোয়ম্ ইব (জলং হরতি তথা) হরতে (তৎ অবিবেকিনা ন লক্ষ্যতে) ॥ ৩০॥

অনুবাদ—বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তিগণের চিত্ত বিষয়াকর্ষণপ্রভাবে বিষয়েই আসক্ত হইয়া থাকে। তীরস্থিত কুশাদির মূল যেমন জলাশয়ের জল আকর্ষণ করে, মনও তদ্রূপ বুদ্ধির বিচার-সামর্থ্য পূরণ করে॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীমাত্মব্যতিরিক্তবস্ত্বাশক্তেঃ সংসারহেতুত্বমাহ—ইন্দ্রিয়ৈরিতি চতুর্ভিঃ। ধ্যাতুমনিচ্ছতামপ্যভ্যাসপারবশ্যেনৈব ধ্যায়তামরণ্যেঽপি তিষ্ঠতাং পুংসামিন্দ্রিয়াণি বিষয়ৈঃ পুত্রকলত্রাদীনাং শব্দস্পর্শাদিভিঃ স্মৃত্যারূঢ়ৈঃ প্রথমমাকৃষ্যন্তে ততো বিষয়াকৃষ্টৈরিন্দ্রিয়ৈর্মন আক্ষিপ্তং ভবতি। তচ্চ বুদ্ধেশ্চেতনাং বিচারসামর্থ্যং হরতে। অলক্ষিতহরণে দৃষ্টান্তঃ—স্তম্বঃ কুশাদিগুচ্ছস্তীরজঃ স্বমূলৈস্তোয়ং হ্রদাদপহরতি তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুতে আসক্তিবশতঃ জীবের সংসার (জন্ম-মরণাদি প্রবাহ) বলিতেছেন—'ইন্দ্রিয়ৈঃ' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'ধ্যায়তাং'—চিন্তা করিবার অনিচ্ছা থাকিলেও অভ্যাসের বশীভূত হইয়াই, অরণ্যে অবস্থিত (বিষয়) ধ্যানকারী পুরুষেরও ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের দ্বারা, অর্থাৎ স্মৃতিপটে উদিত পুত্র, কলত্রাদির শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ের দ্বারা, প্রথমতঃ অকৃষ্ট হয়, তারপর বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা মন আক্ষিপ্ত হয়। সেই আক্ষিপ্ত মনই বুদ্ধির চেতনা-শক্তি অর্থাৎ বিচারের সামর্থ্য হরণ করিয়া লয়। অলক্ষিতভাবে হরণের দৃষ্টান্ত—'স্তম্বঃ', অর্থাৎ জলাশয়ের তীরস্থ কুশাদিগুচ্ছ যেমন নিজ মূলের দ্বারা (অন্যের অলক্ষিতভাবে) হ্রদাদি হইতে জল আকর্ষণ করে, তদ্রূপ (অর্থাৎ সেইরূপ মন বিষয়াকৃষ্ট হইলে, বুদ্ধির নিকট হইতে চেতনা-শক্তি অর্থাৎ বিচারসামর্থ্য হরণ করিয়া লয়) ॥৩০॥

মধ্ব—এবম্বিধাজ্ঞানকারণমাহ—ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরিত্যাদি। বহুস্মরণশক্তিস্তু চেতনেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৩০ ॥

———

ভ্রশ্যত্যনু স্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে।
তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্তং (চেতনাম্) অনু (তস্যাম্ অপহৃতায়াং স্মৃতিঃ (পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং) ভ্রশ্যতি (ক্ষিণুতে)। স্মৃতিক্ষয়ে (সতি) জ্ঞানভ্রংশঃ নাশঃ ভবতি)। তদ্রোধং (তৎ তস্য স্বরূপজ্ঞানস্য রোধং ভ্রংশম্) আত্মনঃ (হেতোঃ) আত্মাপহ্নবম্ (আত্মনঃ অপহ্নবং নাশং) কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) প্রাহুঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বিচারসামর্থ্যরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অপহৃত হইলে স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হয়; স্মৃতিক্ষয়ে জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। সোপাধিক জীবের এই জ্ঞান-নাশকেই পণ্ডিতগণ 'আত্মনাশ' অর্থাৎ নিরুপাধিক আত্মার অস্ফূর্ত্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ চিত্তং চেতনামনু তস্যামপহৃতায়াং সত্যাং স্মৃতিঃ পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং ভ্রশ্যতি। এবং তদ্রোধং জ্ঞানভ্রংশম্ আত্মন এব হেতোরাত্মনোঽপহ্নবং নাশং প্রাহুঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিত্তম্ অনু'—চেতনা অপহৃতা হইলে তাহার পরেই, 'স্মৃতিঃ'—পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান 'ভ্রশ্যতি'—ক্ষয় হইয়া যায় (এবং স্মৃতি ক্ষয়

হইলে জ্ঞান ভ্রংশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়)। এইপ্রকার 'তদ্রোধং'—ঐ জ্ঞানভ্রংশকেই (স্বরূপ-জ্ঞানের নাশকেই) আত্মার দ্বারা আত্মার নাশ—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—স্বপক্ষপাতস্তূভ্যাসাদ্ভোগার্থং ব্যাপৃতস্য তু।
ভবেৎ ততোঽনেকশাস্ত্র-যথার্থস্মরণেশিতা ॥
নশ্যত্যতঃ স্মৃতের্নাশাদ্ভগবৎপক্ষপাতিতা।
বিনশ্যেত্তেন চৈব স্যাদ্ভবেজ্জ্ঞানবিপর্য্যয়ঃ।
ন চ জ্ঞানবিপর্য্যাসাদন্যং নাশকরং ক্বচিৎ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ৩১ ॥

নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ।
যদধ্যন্যস্য প্রেয়স্ত্বমাত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—লোকে যদধি (যম্ আত্মানম্ অধিকৃত্য) অন্যস্য (বিষয়স্য) প্রেয়স্ত্বং (প্রিয়তমত্বম্ "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ) (তস্য) আত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ (স্বনৈব যো ব্যতিক্রমঃ অপহ্নবঃ তস্মাৎ) পুংসঃ (জীবস্য) অতঃ (অস্মাৎ) পরতরঃ (উৎকৃষ্টঃ অন্যঃ) স্বার্থব্যতিক্রমঃ (স্বার্থনাশঃ) ন (নাস্তি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই দেহাদি অন্যান্য বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে। সেই আত্মা বিনষ্ট হইলে তদপেক্ষা জীবের গুরুতর ক্ষতি আর কি হইতে পারে? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যস্মাৎ আত্মনঃ সকাশাৎ অন্যস্য দেহাদেঃ প্রেয়স্ত্বং কীদৃশম্ অধি অধিকং; যদ্বা, ন বিদ্যতে ধীঃ পরামর্শো যত্র তৎ। তচ্চ স্বেনৈব স্বতএব যো ব্যতিক্রমস্তস্মাৎ ন ত্বন্যদত্র কারণমস্তীত্যর্থঃ। জীবস্য তস্যাবিদ্যাসংসর্গোঽনাদির্যাদৃচ্ছিক এবেতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। তস্মাজ্জীবাশ্রয়কঃ পরমাত্মবিষয়কঃ প্রীত্যাতিশয়ো যুজ্যতে। তদর্থং ভক্তিরেব কর্ত্তুমুচিতেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদধি'—যে আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই দেহাদি অন্যান্য বস্তুর প্রিয়ত্ব, কি প্রকার? 'অধি'—অধিক প্রীতির বিষয়, অথবা—যেখানে কোন 'ধীঃ'—পরামর্শ (বিচার) নাই, তাহা (অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানের বিনাশ হওয়ায় নির্ব্বিচারে জীব আত্মাতিরিক্ত দেহাদিতে প্রীতি করিয়া থাকে)। 'স্বব্যতিক্রমাৎ'—আত্মার নিজের দ্বারাই স্বাভাবিকভাবেই যে ব্যতিক্রম (বিস্মৃতি), সেই হেতু, এই বিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই। (এই আত্মনাশ ব্যতীত ত্রিভুবনে জীবের গুরুতর ক্ষতি আর কিছুই নাই)। সেই জীবের অবিদ্যার সহিত সংসর্গ অনাদি এবং যাদৃচ্ছিকই—ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জীবাশ্রয়ক পরমাত্ম-বিষয়ক প্রীতির আতিশয্য যুক্তিযুক্তই। [জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি এবং নিত্যই কৃষ্ণদাস, মায়ার সম্পর্কবশতঃ অজ্ঞানবিমূঢ় জীব তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া দেহ দৈহিক বিষয়ে প্রীতি করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, পুনরায় সাধু, গুরু, মহাত্মাগণের অহৈতুকী অনুকম্পায় নিজস্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইলে, সে তাহার প্রাণকোটি প্রিয়তম গোবিন্দকে প্রীতি করিবেই।] অতএব তাহার নিমিত্ত ভক্তির অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য—এই ভাব ॥ ৩২ ॥

অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং সর্ব্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্ যেনাবিশতি মুখ্যতাম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানম্ (অর্থস্য ধনাদেঃ ইন্দ্রিয়ার্থস্য রূপ-রসাদেঃ কামস্য চ অভিধ্যানং) নৃণাং সর্ব্বার্থাপহ্নবঃ (সর্ব্বার্থানান্ অপহ্নবঃ বিনাশঃ) যেন (ধ্যানেন) জ্ঞানবিজ্ঞানাৎ (জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং বিজ্ঞানম্ আত্মসাক্ষাৎকারঃ তদুভয়াৎ) ভ্রংশিতঃ (সন্) পুমান্ মুখ্যতাং (স্থাবরতাম্) আবিশতি (স্থাবরাদিষু জায়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ধন ও ভোগ্য-বিষয়াদির চিন্তাই জীবের সর্ব্বপুরুষার্থ-নাশের মূল, যেহেতু তদুভয়ের চিন্তাদ্বারা জীব পরোক্ষ ও অপরোক্ষানুভূতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—যত্তু অর্থস্য ধনস্য ইন্দ্রিয়ার্থানাং বিষয়াণাঞ্চ ধ্যানং তদেব সর্ব্বার্থনাশঃ। যেনাভিধ্যানেন জ্ঞানাৎ বিজ্ঞানাচ্চ ভ্রংশিতো মুখ্যতাং স্থাবরতাম্ ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং'—অর্থ বলিতে ধন এবং ইন্দ্রিয়ার্থ বলিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ, তাহার যে ধ্যান (চিন্তা করা), তাহাই সর্ব্বার্থনাশ। এই দুইটি চিন্তায় অভিভূত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য 'মুখ্যতাং'—জড়তা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সঙ্গং তমস্তীব্রং তিতীরিষুঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) তীব্রং তমঃ (সংসারমূলম্ অজ্ঞানং) তিতীরিষুঃ (তর্ত্তুমিচ্ছুঃ পুরুষঃ) যৎ (বস্তু) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং অত্যন্তবিঘাতকং (তস্মিন্) কর্হিচিৎ (অপি) সঙ্গম্ (আসক্তিং) ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা সংসারজনক অজ্ঞানতম উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদের কখনও, যে-সকল বস্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অত্যন্ত প্রতিবন্ধক, তাহাতে আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সঙ্গং ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধমেব, ন তু বিষয়াসক্তিমাত্রং নিষিদ্ধেতরবিষয়াসক্তিমতামেব ত্রিবর্গেঽধিকারাদিতি কেচিদাহুঃ। সঙ্গং বিষয়াসক্তিমাত্রমেব ধর্ম্মাদয়োঽপ্যত্র মোক্ষস্যানুকূলা এব গ্রাহ্যাঃ। "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য" ইতি ন্যায়েন ইত্যন্যে। যৎ যঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঙ্গং'—সঙ্গ (অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুর প্রতি আসক্তি), ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধই আছে। এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—বিষয়ের আসক্তিমাত্রই নিষিদ্ধ নহে, কারণ নিষিদ্ধ ভিন্ন বিষয়ের আসক্তিযুক্ত পুরুষের ত্রিবর্গে (ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবিষয়ে) অধিকার রহিয়াছে। অপরে বলেন—সঙ্গ বিষয়াসক্তিমাত্রই, ধর্ম্মাদি এখানে মোক্ষের অনুকূলেই গ্রহণীয়। "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য" (১।২।৯)—অর্থাৎ অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম তাহার ফল অর্থ হইতে পারে না এবং ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহার ফল কাম নহে ইত্যাদি প্রমাণানুসারে ধর্ম্ম, কামাদি সমস্ত কিছুর ফল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই। 'যৎ'—যে যে বস্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অত্যন্ত প্রতিবন্ধক, তাহাতে আসক্তি করা কর্ত্তব্য নহে, (অর্থাৎ মোক্ষের অনুকূলেই ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করা উচিত) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—সর্ব্বস্যৈতস্য মূলং হি দুষ্টসংসর্গ এব হি।
দুষ্টসঙ্গো বিরক্তস্যাপ্যন্যথা জ্ঞানকারণম্ ॥
দুষ্টসঙ্গাদ্ধি বিক্ষোশ্চ স্বাত্মত্বং মন্যতে বুধঃ।
অভাবং স্বাত্মনোঽন্যস্য মুক্তিঞ্চাপি নিরাত্মকম্ ॥
ইত্যাদি স্কান্দে ॥ ৩৪ ॥

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে।
ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—তত্রাপি (ধর্ম্মাদিচতুষ্বপি) আত্যন্তিকতয়া (সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া) মোক্ষঃ এব অর্থঃ (পুরুষার্থঃ) ইষ্যতে (ইষ্টঃ ভবতি); যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) ত্রৈবর্গ্যঃ (ধর্ম্মার্থকামলক্ষণঃ) অর্থঃ নিত্যং (সর্ব্বদা) কৃতান্তভয়সংযুতঃ (কৃতান্তাৎ কালাৎ ভয়েন সংযুতঃ ব্যাপ্তঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও ভক্তিহীন মোক্ষ,—এই চতুর্বর্গ 'পুরুষার্থ' বলিয়া কথিত হইলেও স্বরূপে ভগবৎসেবারূপ মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ; সুতরাং তাহাই বাঞ্ছনীয়; যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ সর্ব্বদা কালভয়যুক্ত ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাপি তেষ্বপি মধ্যে ত্রৈবর্গ্যঃ ত্রিবর্গভবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাপি'—সেই সকলের মধ্যে, (অর্থাৎ সেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে) মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 'ত্রৈবর্গ্যঃ'—ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম হইতে উদ্ভূত যে অর্থ (পুরুষার্থ), তাহা সর্ব্বদা কালভয়-যুক্ত ॥ ৩৫ ॥

পরেঽবরে চ যে ভাবা গুণব্যতিকরাদনু।
ন তেষাং বিদ্যতে ক্ষেমমীশবিধ্বংসিতাশিষাম্ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—পরে (ব্রহ্মাদয়ঃ) অবরে (অস্মদাদ্যঃ চ) যে ভাবাঃ (প্রাণিনঃ) গুণব্যতিকরাৎ (গুণক্ষোভাৎ সত্ত্বাদি-গুণ-পরিণামাৎ) অনু (পশ্চাজ্জাতাঃ) ঈশবিধ্বংসিতাশিষাম্ (ঈশেন কালেন বিধ্বংসিতাঃ

আশিষঃ ধর্ম্মাদয়ঃ যেষাং) তেষাং ক্ষেমং (কল্যাণং) ন বিদ্যতে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বস্তু, সকলই গুণক্ষোভের পরে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ-শক্তিরূপ কাল-প্রভাবে উঁহাদের ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং উঁহাদের আর ঐ সকল মঙ্গল বিদ্যমান থাকে না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভয়সংযুতত্বমেবাহ—পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে ইন্দ্রাদয়শ্চ যে গুণক্ষোভাদনু পশ্চাদ্ভবন্তি। ঈশঃ কালঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভয়-সংযুতত্বই বলিতেছেন—'পরে'—ব্রহ্মাদি, এবং 'অবরে'—ইন্দ্রাদি সমস্ত কিছু, যাহারা মায়ার গুণক্ষোভের পরে উৎপন্ন হইয়াছে। 'ঈশঃ'—বলিতে কাল, (কালই তাহাদের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট করিয়াছে, তাহাদের কোন কালেই প্রকৃত মঙ্গল নাই) ॥ ৩৬ ॥

তৎ ত্বং নরেন্দ্র জগতামথ তস্থুষাঞ্চ
দেহেন্দ্রিয়াসু-ধিষণাত্মভিরাবৃতানাম্।
যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ
প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোঽস্মি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরেন্দ্র, তৎ (তস্মাৎ) দেহেন্দ্রিয়াসুধিষণাত্মভিঃ (দেহঃ ইন্দ্রিয়াণি অসবঃ প্রাণাশ্চ ধিষণা বুদ্ধিঃ আত্মা অহঙ্কারঃ তৈঃ) আবৃতানাং জগতাং (জঙ্গমানাং) তস্থুষাং (স্থাবরাণাং চ) হৃদি যঃ ভগবান্ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া (ক্ষেত্রবিদং জীবং তপতি নিয়ময়তি ইতি সঃ ক্ষেত্রবিত্তপঃ তস্য ভাবঃ, তত্তা তয়া অন্তর্য্যামিরূপেণ) আবিঃ (প্রত্যক্ষঃ) প্রত্যক্ (প্রতিলোমং) বিশ্বক্ (ব্যাপকত্বেন) চকাস্তি (প্রকাশতে), তং (ভগবন্তং ভগবৎস্বরূপম্) অবেহি (জানীহি), সঃ (সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বে তস্মাৎ অভিন্নঃ অহম্) অস্মি ইতি চ অবেহি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা সমাচ্ছন্ন স্থাবর-জঙ্গমাদির হৃদয়ে যিনি সাক্ষাৎ অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন, সেই একমাত্র ভগবান্‌কে আপনি অবগত হউন ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ—স চ কেবলমোক্ষো ভক্তেগুর্ণভাবেঽপি নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধ্যা স্যাদিত্যাহ—তত্তস্মাজ্জগতাং জঙ্গমানাং তস্থুষাং স্থাবরাণাঞ্চ দেহেন্দ্রিয়প্রাণবুদ্ধ্যহঙ্কারৈরাবৃতানাং হৃদি যশ্চকাস্তি প্রকাশতে তং পরমাত্মানমবেহি জানীহি। জ্ঞানপ্রকারমাহ—সোঽস্মীতি। ভানুকিরণস্যাপি ভানুত্বমিব শুদ্ধপরমাত্মকিরণোঽহং পরমাত্মৈব, ন তু মায়েতি, সোঽস্তীতি পাঠে স একোঽস্তি নান্য ইত্যর্থঃ। ননু জীবো হৃদি চকাস্তি, তত্রাহ—বিশ্বক্ সর্ব্বতোভাবেন আবিঃ প্রকটমেব ক্ষেত্রবিদং জীবং তপতি নিয়ময়তীতি ক্ষেত্রবিত্তপস্তস্য ভাবস্তত্তা তয়া অন্তর্য্যামিরূপেণেত্যর্থঃ। কীদৃশং চকাস্তি ? প্রত্যক্ প্রতিলোমম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কেবলমোক্ষ (নির্গুণ মোক্ষ) ভক্তির গুণভাবেও (অর্থাৎ জ্ঞানাদিমিশ্রা গৌণী ভক্তিতেও) নির্ব্বেদ ব্রহ্মজ্ঞান-সিদ্ধির দ্বারা হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'তৎ'—অতএব দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই সকল দ্বারা সমাচ্ছন্ন স্থাবর ও জঙ্গম সকল পদার্থের মধ্যে এবং 'হৃদি'—হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে যিনি বর্ত্তমান, সেই পরমাত্মাকে তুমি অবগত হও। জ্ঞানের প্রকার বলিতেছেন—'সোঽস্মি'—যেমন সূর্য্যকিরণেরও সূর্য্যত্বই, তদ্রূপ শুদ্ধ পরমাত্মার কিরণরূপী আমি (জীব) পরমাত্মাই, কিন্তু মায়া নহে। 'সোঽস্তি'—এইরূপ পাঠান্তরে তিনিই (পরমাত্মাই) একমাত্র রহিয়াছেন, অন্য কেহ নহে—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, জীবই হৃদয়ে অবস্থান করে, তাহাতে বলিতেছেন—'বিষ্বক্ আবিঃ'—সর্ব্বতোভাবে প্রকটই, 'ক্ষেত্রবিত্তপতয়া'—ক্ষেত্রবিৎ বলিতে জীবকে 'তপতি' যিনি নিয়মিত করেন, তিনি ক্ষেত্রবিত্তপ, তাহার ভাব—এই অর্থে—তা প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে তয়া হইয়াছে, অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে যিনি অবস্থান করিয়া জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কিরূপে অবস্থান করিতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রত্যক্'—প্রতিলোমরূপে, (অর্থাৎ সেই ভগবান্ প্রত্যক্ষরূপে প্রতিলোমরূপে প্রকাশমান, তিনি সর্ব্বব্যাপী, একমাত্র তিনিই আত্মা, তুমি তাঁহাকেই জান) ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—সর্ব্বসত্তাপ্রদত্বাত্তু সর্ব্বতত্ত্বং হরিঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বত্র বিততত্বাদ্বাসোঽহং ত্বমিতি চোচ্যতে।
সর্ব্বান্তর্য্যামিকতত্বাৎ তু ন জীবাত্মতো হরিঃ॥

ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে। ত্বমনয়োঃ স্থাবরজঙ্গময়োর্ম্মধ্যে একো জীবঃ বিস্বগাধিঃ। নানা দুঃখ সন্। হৃদি তমবৈহি অহং চ স জীবোহস্মি জ্ঞানান্ মহান্ ভবামি যঃ ক্ষেত্রবিৎ। সর্ব্বস্য প্রত্যক্ চকাসি ভগবানিতি চ। ব্যবধানেনান্বয়োহপি যোগ্যতাপেক্ষয়া ভবেৎ ইতি শব্দনির্ণয়ে। অভিমানস্তুহঙ্কার আত্মদেহ্যভিধীয়ত ইতি চ ॥ ৩৭ ॥

———

যস্মিন্নিদং সদসদাত্মতয়া বিভাতি
মায়া বিবেকবিধুতি স্রজি বাহিবুদ্ধিঃ।
তং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধতত্ত্বং
প্রত্যূঢ়কর্ম্মকলিলপ্রকৃতিং প্রপদ্যে ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিবেকবিধুতি (বিবেকেন বিধুতিঃ নিরাকৃতিঃ যস্য তৎ) ইদং (বিশ্বং) সদসদাত্মতয়া (কার্য্যকারণভাবেন) স্রজি (মালায়াম্) অহিবুদ্ধিঃ বা (ইব) যস্মিন্ (পরমাত্মনি) মায়া বিভাতি (জীবস্য বিবর্ত্তবুদ্ধির্ভবতি)। নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধতত্ত্বং (নিত্যমুক্তং পরিতঃ শুদ্ধং বিশুদ্ধজ্ঞানরূপং তত্ত্বং সত্যম্ অতএব) প্রত্যূঢ়কর্ম্মকলিলপ্রকৃতিং (প্রত্যূঢ়া অভিভূতা কর্ম্মভিঃ কলিলা মলিনা প্রকৃতিঃ যেন) তং (ভগবন্তং) প্রপদ্যে (শরণং গতঃ অস্মি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—মালাতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় মায়াই কার্য্যকারণভাবে পরমাত্মাতে অবস্থিত, জীবের এইরূপ ভ্রম বা বিবর্ত্তবুদ্ধি হয়; বিবেকের উদয়ে তাদৃশ ভ্রম থাকে না। আমি সেই নিত্যমুক্ত, সত্যস্বরূপ, বিশুদ্ধসত্ত্ব, সুতরাং প্রাকৃতকর্ম্মমলরহিত ভগবানের শরণাগত হইলাম ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্থাবরজঙ্গমাদীনাং হৃদি চকাস্তীত্যুক্তেস্তেষাং পৃথক্ সত্ত্বং তৎসম্বন্ধাদীশ্বরস্যাপি মালিন্যং প্রসক্তং নিরাকুর্ব্বন্ প্রণমতি—যস্মিন্নিদং বিশ্বং সদসদাত্মতয়া উৎকৃষ্টনিকৃষ্টভাবেন কার্য্যকারণভাবেনাবস্থিতং মায়া বিভাতি। মায়াত্বে হেতুঃ—বিবেকেনৈব বিধুতির্নিরাকৃতির্যস্য তৎ। বিবেকশ্চায়ং বিশ্বস্য মায়িকত্বান্মায়াত্বেন মায়ায়াশ্চ পরমাত্মনো বহিরঙ্গশক্তিত্বাৎ জীবস্য চ তত্তটস্থশক্তিত্বাৎ শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভাবমননাৎ নির্ভেদাত্মজ্ঞানমেবেতি। স্রজি অহি-বুদ্ধির্বেতি বা-শব্দেন বিবর্ত্তবাদিনাং বিবর্ত্তবাদেন বা নির্ভেদাত্মজ্ঞানসিদ্ধিরিতি পরমতঞ্চ দর্শিতম্। তং নিত্যমুক্তম্; যতঃ পরিশুদ্ধং, তৎ কুতঃ? যতো বিশুদ্ধং তত্ত্বং সত্যং প্রত্যূঢ়া অভিভূতা ভবতি, কর্ম্মভিঃ কলিলা মলিনা প্রকৃতির্যস্মাৎ তং প্রপদ্যে ইতি প্রপত্তিরূপয়া ভক্ত্যা বিনা মোক্ষো ন ভবেদিতি ভক্তেরঙ্গত্বমভিব্যজ্য গুণভাবো দর্শিতঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থাবর, জঙ্গমাদি সমস্ত কিছুর হৃদয়ে সেই ভগবান্ বিরাজমান—ইহা বলায় সেই স্থাবরাদির পৃথক্ সত্ত্বা এবং তাহাদের সম্পর্কে ঈশ্বরেরও মালিন্যদোষ প্রসক্তি হইয়া পড়ে, ইহা নিরাকরণপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যাদি। 'যস্মিন্'—যে ভগবানে সদসদাত্মরূপে, উৎকৃষ্টনিকৃষ্টভাবে ও কার্য্য-কারণভাবে অবস্থিত মায়াস্বরূপ এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে। বিশ্বের মায়াত্বের কারণ-'বিবেক-বিধুতি'—বিবেকের দ্বারাই, অর্থাৎ বিবেক উদয় হইলে 'বিধুতি' নিরাকৃতি যাহার, সেই বিশ্ব (অর্থাৎ বিবেকের উদয় হইলে ভগবানে এই বিশ্বের প্রকাশও বিদূরিত হয়)। বিবেক (বিচার) এইরূপ—বিশ্বের মায়িকত্ব-(মায়া-নির্ম্মিতত্ত্ব) হেতু, মায়াত্বরূপে এবং মায়ারও পরমাত্মার বহিরঙ্গ-শক্তিত্ব-হেতু, এবং জীবেরও সেই ভগবানের তটস্থ-শক্তিত্ব বলিয়া, শক্তি এবং শক্তিমানের ভেদাভাব (অভেদ) চিন্তনের দ্বারা নির্ভেদ আত্মজ্ঞানই হইয়া থাকে। 'স্রজি অহি-বুদ্ধির্বা'—যেমন মালাতে সর্পভ্রম হয়, (এবং বিবেকের উদয়ে মালায় সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, সেইরূপ ভগবানে এই বিশ্বের প্রকাশও বিদূরিত হয়)। এখানে 'বা'-শব্দের দ্বারা-, অথবা বিবর্ত্তবাদিগণের বিবর্ত্তবাদের দ্বারা নির্ভেদ আত্মজ্ঞান সিদ্ধি হয়—এই পরমতও প্রদর্শিত হইল। কিন্তু আমি 'তং প্রপদ্যে'—সেই ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করিলাম। সেই ভগবান্ কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'তং নিত্যমুক্ত-পরিশুদ্ধ-বিশুদ্ধ-তত্ত্বম্'—তিনি নিত্যমুক্ত, যেহেতু পরিশুদ্ধ, তাহা কিরূপে? যেহেতু বিশুদ্ধ এবং তত্ত্ব বলিতে সত্যস্বরূপ। 'প্রত্যূঢ়-কর্ম্মকলিল-প্রকৃতিং'—প্রত্যূঢ়া অর্থাৎ অভিভূতা হইয়াছে, কর্ম্মের দ্বারা মলিনা প্রকৃতি যাঁহা হইতে, তাঁহাকে (অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম দ্বারা মলিনা প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়াছেন, সেই

ভগবানেরই) 'প্রপদ্যে'—আমি আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখানে প্রপত্তিরূপা (শরণাগতিরূপা) ভক্তি ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না—এইজন্য ভক্তির অঙ্গত্ব প্রকাশ করতঃ গৌণভাব দর্শিত হইল ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—যৎ স্বরূপতয়া ভাতমজ্ঞানাং গগনাদিকম্।
বিবেকজ্ঞানিনা রজ্জৌ সর্পভাবাদ্বিধূয়তে।
তন্নিত্যমুক্তভাবেন নিরস্তপ্রকৃতিং ভজেৎ॥
ইতি জ্ঞানবিবেকে।

ন ভ্রান্তির্জ্জগতো দৃষ্টির্ন ভ্রান্তির্হরিদর্শনম্।
অন্যোহন্যাত্মতয়া দৃষ্টির্ভ্রান্তিরিত্যবধার্য্যতাম্।
ইতি চ।

মায়েতি জ্ঞানং নাম স্যান্মায়েতি প্রকৃতিস্তথা
জ্ঞানং স্বরূপং বিষ্ণোস্তু প্রকৃতির্ন হরেস্তনুঃ।
এবং বিবেকিনো বিশ্বং ব্রহ্মরূপেণ নেষ্যতে॥
ইতি বারাহে। জ্ঞান-প্রকৃত্যাখ্য-মায়াদ্বয়স্য বিবেক-জ্ঞানাৎ সদসতোবিষ্ণ্বাত্মতয়া প্রতীতঃ। স্রজ্য হি বুদ্ধিরিব বিধূয়তে ইত্যর্থঃ।

পঞ্চভূতাত্মকং দেহং বিষ্ণোঃ পশ্যান্ত্যযোগিনঃ।
তথা ন যোগিরাদ্ধান্তো জ্ঞানং দেহো যতো হরেঃ।
ইতি ষাড়্গুণ্যে॥ ৩৮ ॥

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥ ৩৯॥

অন্বয়ঃ—যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা (যৎ যস্য বাসুদেবস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পলাশানি অঙ্গুলয়ঃ তেষাং বিলাসঃ কান্তিঃ তস্য ভক্ত্যা স্মৃত্যা) সন্তঃ (ভক্তাঃ) গ্রথিতং (কর্ম্মভিরেব গ্রথিতং) কর্ম্মাশয়ম্ (অহঙ্কাররূপং হৃদয়গ্রন্থিম্) উদ্গ্রথয়ন্তি (যথা সুখেন কর্ম্মবাসনাভ্যঃ বিনির্ম্মুক্তং কুর্ব্বন্তি) রিক্তমতয়ঃ (রিক্তাঃ নির্ব্বিষয়া মতিঃ যেষাং তে) যতয়ঃ রুদ্ধ-স্রোতোগণাঃ (রুদ্ধঃ প্রত্যাহৃতঃ স্রোতোগণঃ ইন্দ্রিয়বর্গঃ যৈঃ তে) অপি, ন তদ্বৎ (তথা সুখেন কর্ম্মাশয়ং ন উদ্গ্রথয়ন্তি) অরণং (শরণং) তং বাসুদেবং ভজ (সেবস্ব) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিসকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং সা শ্রদ্ধয়েত্যাদিনা ভক্তেঃ প্রাধান্যে জ্ঞানমিশ্রয়া ভক্ত্যা সাধ্যাং মুক্তিসহিতাং শান্ত-রতিমুক্ত্বা তত্ত্বং নরেন্দ্রেতি শ্লোকদ্বয়েন ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানসাধ্যাং সাযুজ্যমুক্তিঞ্চ দর্শয়িত্বা তমবেহি সোঽহ-স্মীতি পদৈস্তস্য শুদ্ধদাস্য-ভক্ত্যেকস্পৃহস্য তত্রারুচি-মভিপ্রেত্য ভক্তেঃ কৈবল্যে শুদ্ধভক্ত্যা তদভীষ্টয়া সাধ্যং প্রেমাণমানুষঙ্গিকমুক্তিকং বদংস্তামেব ভক্তিং সর্ব্বথোৎকর্ষয়তি—যৎপাদেতি দ্বাভ্যাম্। যস্য পাদ-পঙ্কজয়োঃ পলাশাঙ্গুলয়স্তেষাং বিলাসভক্ত্যা বিশেষেণ লাসঃ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানা কান্তির্যস্যাং তয়া সাধনরূপয়া ভক্ত্যা সাধ্যরূপয়া চ; যদ্বা, বিলাসযুক্তয়া ভক্ত্যা বিবিধাদ্ভুতশিল্পয়া অভ্যঙ্গনোদ্বর্ত্তন-স্নপন-সচাক্চিক্য-প্রসাধনাদি-সপর্য্যয়া; যদ্বা, অঙ্গুলীনাং বিলাসঃ কান্তি-স্তস্য ভক্ত্যা স্মৃত্যাপীত্যর্থঃ। কর্ম্মাশয়ং কর্ম্মবাসনা-ময়-রহঙ্কারং গ্রথিতং; যেনৈব স্বকর্ম্মণা তদ্বিপরীতেন ভগবৎকর্ম্মণা উদ্গ্রথয়ন্তি। সন্তো বৈষ্ণবাঃ তদ্বৎ যতয়ঃ, সন্ন্যাসিনো ন, কুতঃ? রিক্তা নির্ব্বিষয়া অবিদ্যমানা মতির্যেষাং তে রিক্তধনা ইব নির্ব্বুদ্ধয়োঽহ-সন্তশ্চেত্যর্থঃ; সন্তস্তু ভগবদ্বিষয়মতয়ঃ সুবুদ্ধয় এবেতি ভাবঃ। নিরুদ্ধো নদ্যাদেঃ স্রোতসামিবে-ন্দ্রিয়াণাং গণো যৈঃ। ন হি স্রোতাংসি নিরোদ্ধুং শক্যানি ভবন্তীতি নির্ব্বুদ্ধিত্ব-চিহ্নমেতদেবেতি ভাবঃ। সন্তস্তু ভগবৎসৌন্দর্য্যামৃতাদিষু প্রসারিতচক্ষুরাদীন্দ্রিয়-গণাঃ সুধিয়ঃ সুখিনশ্চেতি ভাবঃ। তম্ অরণং শরণং বসুদেবনন্দনং ভজ; শ্লেষেণ অরণং নিঃ-সংগ্রামমেব, অন্যথা তব ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ সংগ্রামো ভবিষ্যতি তত্র চ ত্বমেব পরাভূতো ভবিষ্যসীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে 'সা শ্রদ্ধয়া' (২২ শ্লোক) শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলন, ইত্যাদির দ্বারা ভক্তির প্রাধান্য বলিয়া, জ্ঞানমিশ্র ভক্তির দ্বারা সাধ্য মুক্তির সহিত শান্তরতি বলিয়া, 'তত্ত্বং নরেন্দ্র'

(৩৭ শ্লোক), অতএব হে রাজেন্দ্র ! সেই ভগবান্‌কেই আপনি অবগত হউন, ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা ভক্তিমিশ্র জ্ঞানসাধ্য সাযুজ্য মুক্তি প্রদর্শন করতঃ, 'তমবেহি, সোঽস্মি' (৩৭ শ্লোক)—'তাঁহাকে জান, সেই আমি' ইত্যাদি পদের দ্বারা, শুদ্ধ দাস্যভক্তিতে একমাত্রস্পৃহাশীল মহারাজ পৃথুর সেই বিষয়ে অরুচি বুঝিতে পারিয়া ভক্তির কৈবল্যে, তাঁহার অভীষ্ট শুদ্ধভক্তির দ্বারা সাধ্য ভগবৎপ্রেম এবং আনুষঙ্গিক মুক্তি বলিবার নিমিত্ত, সেই ভক্তিই সর্ব্বথা উৎকর্ষ-রূপে (শ্রেষ্ঠত্বরূপে) বলিতেছেন—'যৎপাদ'-ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। যে ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের 'পলাশানি'—অঙ্গুলিসকল, তাহাদের 'বিলাসভক্ত্যা'—বিশেষ-রূপে 'লাস' অর্থাৎ প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানা কান্তি যাহাতে, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ সাধনরূপা এবং সাধ্যরূপা ভক্তির দ্বারা, অথবা—বিলাসযুক্তা (বিহারযুক্তা) ভক্তির দ্বারা, অর্থাৎ বিবিধ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত অভ্যঞ্জন (সুগন্ধি তৈলাদি মর্দ্দন), উদ্বর্ত্তন (গাত্রমার্জ্জন), স্নপন (স্নান করান), চাকচিক্য বিধান, বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রসাধন প্রভৃতির দ্বারা সপর্য্যা-হেতু (পূজা, সেবন-হেতু), কিম্বা—অঙ্গুলিসমূহের যে বিলাস অর্থাৎ কান্তি, তাহার ভক্তিতে স্মরণের দ্বারাও—এই অর্থ। 'কর্ম্মাশয়ং'—কর্ম্মবাসনাময় অহঙ্কার, যাহা পূর্ব্বসঞ্চিত নিজকর্ম্মের দ্বারা গ্রথিত ছিল, সেই হৃদয়-গ্রন্থি, তদ্বিপরীত ভগবৎ-কর্ম্মের দ্বারা 'উদ্‌গ্রথয়ন্তি'—বিনাশ করেন, দূরীভূত করেন। 'সন্তঃ'—বৈষ্ণবগণ যে-প্রকারে (সহজে সেই হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন), 'তদ্বৎ যতয়ঃ ন'—বিষয়-নির্লিপ্ত যতিগণও (সন্ন্যাসি-গণও) সেরূপ সহজে হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন না। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'রিক্ত-মতয়ঃ', রিক্ত অর্থাৎ নির্ব্বিষয় অবিদ্যমান মতি যাঁহাদের, সেই যতিগণ, তাহারা 'রিক্তধনাঃ ইব'—নির্দ্ধনের ন্যায় নির্বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং অসাধু—এই অর্থ। কিন্তু 'সন্তঃ'—বৈষ্ণবগণ ভগবদ্বিষয়ে মতিসম্পন্ন সুবুদ্ধিমানই—এই ভাব। 'রুদ্ধ-স্রোতগণাঃ'—নদ্যা-দির স্রোতের ন্যায় ইন্দ্রিয়সমূহকে যাঁহারা নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, সেই যতিগণ। (নদীর) স্রোতকে কখনই নিরুদ্ধ করা সম্ভব নয়—ইহা নির্বুদ্ধিরই পরিচায়ক, এই ভাব। 'সন্তস্তু'—কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ, শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যামৃতাদিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রসারিত করিয়া সুবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং সুখী—এই ভাব। 'তম্ অরণং'—সেই শরণ্য (আশ্রয়প্রদ) বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আপনি ভজন করুন। শ্লেষোক্তির দ্বারা 'অরণং'—সংগ্রামহীন অর্থাৎ নির্ব্বিবাদেই, অন্যথা আপনার ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংগ্রাম হইবে এবং যে সংগ্রামে আপনি পরা-ভূত হইবেন—এই ভাব ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—দ্বিমতয়ং জগতি ভগবতি চ প্রতীতিযুক্তাঃ। অপি ভক্তিবিশেষাত্তত্বং নোদ্‌গ্রথয়ন্তি। প্রতি সংসারং গুণাস্তেষাং বিরুদ্ধা এব প্রতীয়ন্তে। যতঃ নৈজঃ সর্ব্বগুণোৎকর্ষ সর্ব্বেভ্যো মহদুচ্যতে ॥ ইতি শব্দ-নির্ণয়ে ॥

অনাদ্যন্তং পরং ব্রহ্ম ন দেবা ঋষয়ো বিদুঃ।
একস্তদ্বেদ ভগবান্ প্রভুর্নারায়ণঃ স্বরাট্ ॥
ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু ॥ ৩৯ ॥

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ষড়্‌বর্গনক্রং (ষড়্‌বর্গঃ ইন্দ্রিয়সমূহঃ নক্রঃ মকরঃ যত্র তাদৃশং) ভবার্ণবম্ অসুখেন (দুঃখরূপেণ যোগাদিনা যে) তিতীরষন্তি (তিতীর্ষন্তি)' অ-প্লবেশাং (ন প্লবঃ তরণে হেতুঃ ঈট্ ঈশঃ যেষাং তেষাম্) ইহ (তরণে) মহান্ কৃচ্ছ্রঃ ক্লেশঃ। তৎ (তস্মাৎ) ত্বং ভজনীয়ং ভগবতঃ হরেঃ অঙ্ঘ্রিং (পাদপদ্মম্) উড়ুপং (তরণ-সাধনং প্লবং) কৃত্বা দুস্তরার্ণং (দুস্তরার্ণবং অথবা দুস্তরোদকরূপং) ব্যসনং (সংসারদুঃখম্) উত্তর (অস্য পারং গচ্ছ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়াদি নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার-সমুদ্রকে যোগাদিদ্বারা যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন, ভবসমুদ্র-তরণে নৌকাসদৃশ ভগবদা-শ্রয় বিনা তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে। অত-এব হে রাজন্, আপনিও সেই ভজনীয় ভগবানের-

পাদপদ্মকে নৌকা করিয়া এই ব্যসনসঙ্কুল সুদুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হউন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তৈর্যতিভিঃ সংসারতরণং ন সুকরমিত্যাহ—কৃচ্ছ্রং ইতি। অপ্লবেশাং ন প্লবস্তরণহেতুঃ ঈট্ সমর্থঃ ঈশো হরির্বা যেষাং মহান্ ইহ কৃচ্ছ্রঃ ক্লেশঃ; যতঃ ইন্দ্রিয়ষড়্বর্গনক্রং ভবার্ণবম্ অসুখেন তর্ত্তুমিচ্ছন্তি ন তু তরন্তীত্যর্থঃ। যদি কামাদিতরঙ্গৈর্ন হন্যমানঃ ষড়িন্দ্রিয়নক্রৈশ্চ ন চর্ব্ব্যমাণঃ স্বয়ঞ্চ বলিষ্ঠঃ শ্রান্তোঽপ্যনলসঃ স্যাৎ, তদা জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাং দোর্ভ্যাং চিরেণৈব কথঞ্চিদেব তেষাং মধ্যে কোঽপি কষ্টেনৈব তরতীতি ভাবঃ। তস্মাত্ত্বং হরেরঙ্ঘ্রিং উড়ুপং প্লবং কৃত্বা ব্যসনং সংসারদুস্তরার্ণবম্ উত্তর। অত্রোড়ুপং কৃত্বেতি "সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবম্" ইতি 'ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেনে'ত্যাদ্যুক্তের্হরিপদপ্লবাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ভবার্ণবস্য গোবৎসপদপ্রমাণত্বে জাতে তত্তরণে খলু কঃ প্রয়াস ইতি প্লবারোহণং নাশঙ্কনীয়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই যতিগণ কর্ত্তৃক সংসার উত্তরণ সহজসাধ্য নহে—ইহা বলিতেছেন, 'কৃচ্ছ্রঃ' ইতি। 'অপ্লবেশাং'—প্লব বলিতে তরণের হেতুস্বরূপ (তরণসাধক নৌকাদি) 'ঈট্'—সমর্থ, ঈশ্বর অথবা শ্রীহরি যাঁহাদের (সহায়ক) নাই (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরিকে যাঁহারা অবলম্বন করেন নাই), সেই যতিগণের 'ইহ'—এই ভবসমুদ্র উত্তরণে মহান্ ক্লেশ, যেহেতু 'ষড়্বর্গ-নক্রম্ ভবার্ণবম্'—নক্র (কুম্ভীর) রূপ কামাদি ষড়্বর্গপূর্ণ ভবসমুদ্র, 'অসুখেন'—দুঃখরূপ যোগাদি সাধনের দ্বারা, 'তিতীরষন্তি'—উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হন না—এই অর্থ। যদি কামাদি তরঙ্গের দ্বারা আহত না হন ও ষড়িন্দ্রিয়-রূপ নক্রের দ্বারা চর্ব্বামাণ না হন এবং স্বয়ং বলিষ্ঠ, শ্রান্ত হইলেও অনলস হন, তাহা হইলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ দুইটি বাহুর দ্বারা বহুকালে কোন প্রকারে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা অতিকষ্টেই উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—এই ভাব। অতএব আপনি শ্রীহরির চরণকেই, 'উড়ুপং'—ভেলা করিয়া, দুঃখরূপ দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। এখানে 'উড়ুপং কৃত্বা'—ভেলার ন্যায় আশ্রয় করিয়া, ইহা বলায়, "সমাশ্রিতা যে পাদপল্লব-প্লবং" (১০।১৪।৫৮), অর্থাৎ যাঁহারা পুণ্যকীর্ত্তি মুরারির পাদপল্লবকে প্লবরূপে সম্যক্ আশ্রয় করিয়াছেন, এবং "ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন" (১০।২।৩০), অর্থাৎ মহদ্গণ কর্ত্তৃক সেব্যরূপে সম্পাদিত আপনার (শ্রীভগবানের) চরণকমলরূপ প্লব আশ্রয় করিয়া, ইত্যাদি উক্তির দ্বারা শ্রীহরির পদরূপ প্লব আশ্রয়মাত্রেই, ভবসমুদ্র গো-বৎসের পদ-পরিমিত হইলে, তাহার উত্তরণে কাহার কি প্রয়াস হইতে পারে? বস্তুতঃ প্লবারোহণের কোন আশঙ্কাই নাই। (কারণ শ্রীহরির পাদরূপ প্লব এমনই অত্যাশ্চর্য্য যে, তাহা আশ্রয় করিলে ভব-সমুদ্রই গোবৎসের পদতুল্য হইতেছে, কাজেই তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইবার প্রশ্নই আসে না।) ॥ ৪০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

স এবং ব্রহ্মপুত্রেণ কুমারেণাত্মমেধসা।
দর্শিতাত্মগতিঃ সম্যক্ প্রশস্যোবাচ তং নৃপঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—আত্মমেধসা (আত্মনি মেধা যস্য তেন ব্রহ্মবিদা) ব্রহ্মপুত্রেণ (ব্রহ্মণঃ পুত্রেণ) কুমারেণ (সনৎকুমারেণ) এবং সম্যক্ দর্শিতাত্মগতিঃ (দর্শিতা আত্মনঃ গতিঃ তত্ত্বং যস্মৈ তথাভূতঃ) সঃ নৃপঃ তং (কুমারং) প্রশস্য (স্তুত্বা) উবাচ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—আত্মতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারের নিকট আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মহারাজ পৃথু তাঁহাকে (সনৎকুমারের) স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মমেধসা আত্মবিদা ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্ম-মেধসা'—আত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মে মেধা যাঁহার, সেই ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট) ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কৃতো মেঽনুগ্রহঃ পূর্ব্বং হরিণার্ত্তানুকম্পিনা।
তমাপাদয়িতুং ব্রহ্মন্ ভগবন্ যূয়মাগতাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—(হে) ভগবন্, (হে)

ব্রহ্মন্, আর্ত্তানুকম্পিনা (আর্ত্তেষু অনুকম্পিনা দয়াবতা) হরিণা পূর্ব্বম্ (এব) মে (মম) অনুগ্রহঃ কৃতঃ। (অতঃ) তং (হরেঃ অনুগ্রহম্) আপাদয়িতুং (সম্পাদয়িতুং) যূয়ম্ আগতাঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—পৃথুরাজ কহিলেন,—হে ভগবন্, দীনদয়াল শ্রীহরি পূর্ব্বেই আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন, সেই ভগবদনুগ্রহ সম্পাদন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-স্থাপনের জন্যই আপনাদের আগমন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মন্নিতি সনৎকুমারস্যৈকস্য প্রাধান্যাৎ যূয়মিতি সর্ব্বান্ প্রত্যুক্তিঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মন্'—হে ব্রহ্মন্! এই সম্বোধন প্রাধান্যবশতঃ একমাত্র সনৎকুমারের প্রতি। 'যূয়ম্'—আপনারা, ইহা সকলের প্রতিই উক্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

নিষ্পাদিতশ্চ কার্ৎস্ন্যেন ভগবদ্ভির্ঘৃণালুভিঃ।
সাধূচ্ছিষ্টং হি মে সর্ব্বমাত্মনা সহ কিং দদে ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(ভগবৎকৃতঃ অনুগ্রহশ্চ) ঘৃণালুভিঃ (দয়ালুভিঃ) ভগবদ্ভিঃ (ভবদ্ভিঃ) কার্ৎস্ন্যেন (সাফল্যেন) নিষ্পাদিতশ্চ। হি (যস্মাৎ) মে (মম) আত্মনা (দেহেন) সহ সর্ব্বং (মদীয়ং রাজ্যাদিকং) সাধূচ্ছিষ্টং (সাধূনাং ভবতাম্ এব উচ্ছিষ্টং সাধুভিঃ প্রসাদরূপেণ দত্তম্। অতস্তত্র স্বত্বাভাবাৎ গুরুদক্ষিণার্থং) কিং দদে ? (নহি পিত্রা দত্তং মোদকাদি ভুক্ত্বা উচ্ছিষ্টং তস্মৈ দানরূপেণ প্রত্যর্প্যতে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আপনারা কৃপালু,—ভগবদ্ভক্তি-স্থাপনরূপ ভগবদনুগ্রহ আপনারাই সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিয়াছেন, আমি আপনাদিগকে আর কি দক্ষিণা দিব ? যেহেতু আমার দেহ এবং এই রাজ্যাদি ভবাদৃশ সাধুগণের প্রদত্ত উচ্ছিষ্টস্বরূপ। (অতএব পিতৃপ্রদত্ত উচ্ছিষ্ট পুনরায় তাঁহাকে প্রদান করা উচিত নহে) ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—গুরুদক্ষিণার্থং দাতুং কিমপি ন পশ্যামীত্যাহ— সাধূচ্ছিষ্টমিতি। সাধুভির্যুষ্মাভিরেব ভৃগ্বাদিভিঃ স্বীয়ং রাজ্যাদিকং প্রসাদীকৃত্য মহ্যং দত্তং, কথং পুনর্দাস্যামি, পিত্রা দত্তস্য তাম্বুলচর্ব্বিতস্য তস্মৈ প্রতিদানানৌচিত্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরুদক্ষিণা প্রদানের নিমিত্ত কিছুই দেখিতেছি না, ইহা বলিতেছেন—'সাধূচ্ছিষ্টং' —আপনাদের ন্যায় ভৃগু প্রভৃতি সাধুগণ স্বীয় রাজ্যাদি প্রসাদ করিয়া (অঙ্গীকারপূর্ব্বক) আমাকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব কিপ্রকারে সেই প্রসাদী দ্রব্য পুনরায় সমর্পণ করিব ? পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত চর্ব্বিত তাম্বূল পুনরায় তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা অনুচিতই ॥৪৩॥

প্রাণা দারাঃ সুতা ব্রহ্মন্ গৃহাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ।
রাজ্যং বলং মহী কোষ ইতি সর্ব্বং নিবেদিতম্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—হে ব্রহ্মন্, (স্বত্বাভাবে অপি যথা ভৃত্যঃ রাজ্ঞে সেবারূপেণ তাম্বূলাদিকম্ অর্পয়তি তথা ময়া অপি) প্রাণাঃ দারাঃ সুতাঃ সপরিচ্ছদা গৃহাঃ চ রাজ্যং বলং মহী কোষঃ ইতি সর্ব্বং নিবেদিতং (স্বীকুরুতঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, ভৃত্য রাজাকে তাঁহার সেবার নিমিত্ত যেরূপ তাম্বূলাদি প্রদান করে, তদ্রূপ আমিও প্রাণ, পুত্র, পরিবার ও পরিচ্ছদাদির সহিত গৃহ, রাজ্য, সোনা ও পৃথিব্যাদি যাবতীয় বস্তু আপনাকে নিবেদন করিতেছি ; আপনি অঙ্গীকার করুন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সাধূনাং রাজ্যাদিষু কথং সত্ত্বং জাতং তত্রাহ—প্রাণা ইতি। অশ্বমেধযাগান্তে প্রাণাদিকং সর্ব্বং ময়া পূর্ব্বমেব দত্তং পুনশ্চ তৈর্নিজোচ্ছিষ্টং মহ্যমেব সমর্পিতমিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন— দেখুন, সাধুগণের রাজ্যাদিতে কিপ্রকারে সত্ত্ব উৎপন্ন হইতে পারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রাণাঃ' ইত্যাদি। অশ্বমেধ যাগের পরিশেষে প্রাণাদি সমস্ত কিছুই আমি পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলাম, পুনরায় তাঁহারা নিজের উচ্ছিষ্ট আমাকেই সমর্পণ করিয়াছেন—এই ভাব ॥ ৪৪ ॥

সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—সৈনাপত্যং (সেনাপতিত্বং) রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বম্ এব চ সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ (সর্ব্বলোকানাম্ আধিপত্যঞ্চ) বেদশাস্ত্রবিৎ (ব্রাহ্মণঃ এব) অর্হতি ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—সেনাপতিত্ব, রাজত্ব, দণ্ডদাতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপতিত্ব বেদশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরই হওয়া উচিত ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সৈনাপত্যাদিভিঃ কিং ফলং ব্রাহ্মণস্যেতি তত্রাহ—সৈনেতি। মাস্তু ফলমেতৈস্তস্য, তদপি তস্যৈব দানপাত্রত্বাৎ স এব কৃপয়া গ্রহীতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সেনাপতি পদাদির দ্বারা ব্রাহ্মণের কি প্রয়োজন? তাহাতে বলিতেছেন—'সৈনাপত্যং চ' ইত্যাদি। এই সকলের দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন-সাধন না হউক, তথাপি তিনিই দানগ্রহণের যোগ্য পাত্র বলিয়া, সেই বেদশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণই কৃপাপূর্ব্বক ইহা অঙ্গীকার করিতে যোগ্য হন—এই ভাব ॥ ৪৫ ॥

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
তস্যৈবানুগ্রহেণান্নং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) ব্রাহ্মণঃ স্বমেব (ধনাদিকং) ভুঙ্‌ক্তে; স্বম্ এব (বস্ত্রং) বস্তে (পরিধত্তে), স্বমেব দদাতি চ। ক্ষত্রিয়াদয়স্তু তস্য (ব্রাহ্মণস্য) অনুগ্রহেণ এব অন্নং ভুঞ্জতে। (ন তু তেষাং কুত্রাপি স্বত্বং যেন দানে স্বাতন্ত্র্যং স্যাদিতি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অতএব ব্রাহ্মণগণ নিজের ধনই ভোগ করেন, নিজের বস্ত্রই পরিধান করেন এবং নিজের দ্রব্যই অপরকে দান করেন। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে ক্ষত্রিয়াদি অন্নাদি-বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাৎ স্বমেবেত্যাহ—বস্তে পরিধত্তে ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এই প্রকার (অর্থাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণই শিষ্যের রাজ্যাদি লাভ করিবার অধিকারী), অতএব ব্রাহ্মণই কেবল স্বীয় অন্ন ভোজন করেন, আপন বস্ত্র পরিধান করেন ইত্যাদি বলিতেছেন—'স্বমেব' ইতি ॥ ৪৬ ॥

যৈরীদৃশী ভগবতো গতিরাত্মবাদ
একান্ততো নিগমিভিঃ প্রতিপাদিতা নঃ।
তুষ্যন্ত্বদভ্রকরুণাঃ স্বকৃতেন নিত্যং
কো নাম তৎপ্রতিকরোতি বিনোদপাত্রম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—নিগমিভিঃ (বেদবিদ্ভিঃ) যৈঃ (ভগবদ্ভিঃ) আত্মবাদে (অধ্যাত্মবিচারে) একান্ততঃ (নিশ্চয়েন) ঈদৃশী (অত্যপূর্ব্বা) ভগবতঃ (বাসুদেবস্য) গতিঃ (তত্ত্বং) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রতিপাদিতা (নিরূপিতা)। অদভ্রকরুণাঃ (অনল্পকরুণাঃ অতি দয়ালবঃ তে ভবন্তঃ) নিত্যং স্বকৃতেন (দীনোদ্ধরণ-কর্ম্মণা) তুষ্যন্তু। (যতঃ) উদপাত্রম্ (অঞ্জলিং হস্তসংযোজনং) বিনা (অন্যৎ) কো নাম তৎপ্রতিকরোতি? (ন কোঽপি ইত্যর্থঃ)। (অতঃ ময়াতেভ্যঃ অঞ্জলিরেব বদ্ধঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আপনারা বেদবিৎ ও পরমাত্ম-তত্ত্ববিচারে ঐকান্তিক-নিষ্ঠাযুক্ত, আপনারা আমাদের নিকট এই অতি অপূর্ব্ব বাসুদেব-তত্ত্ব নির্ণয় করিলেন। আপনারা পরম-কৃপালু, নিজকর্ম্মদ্বারাই সন্তুষ্ট হউন; কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন ব্যতীত কেহই আপনাদের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আমিও তাহাই করিতেছি ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যপি সত্ত্বে সর্ব্বস্বেনাপি নৈব গুরোঃ প্রত্যুপকর্ত্তুং শক্যমিত্যাহ—যৈরিতি। আত্মবাদে অধ্যাত্মবিচারে, নিগমিভির্ব্বেদবিদ্ভিঃ স্বকৃতেনৈব দীনোদ্ধারকর্ম্মণা স্বাভাবিকেন তৎপ্রত্যুপকরোতি কো নাম, ন কোঽপি; উদপাত্রমঞ্জলিং বিনেতি ময়াঞ্জলিরেব বদ্ধ ইতি ভাবঃ; যদ্বা, বিনোদপাত্রমুপহাসাস্পদং প্রত্যুপকারে প্রবৃত্তো জনো জনানামুপহাসাস্পদং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর পক্ষে অন্যের সত্ত্ব থাকিলেও, সর্ব্বস্ব প্রদানেও কখনই শ্রীগুরুদেবের প্রত্যুপকার করা সম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—'যৈঃ', ইত্যাদি শ্লোকে। 'আত্মবাদে'—অধ্যাত্মবিচারে,

'নিগমিভিঃ'—বেদবিদ্‌গণের দ্বারা (অর্থাৎ যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, অধ্যাত্মবিচার দ্বারা ভগবানের তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলেন, 'অদভ্রকরুণাঃ'—সেই সকল করুণাপূর্ণ হৃদয় মহাত্মাগণ), 'স্বকৃতেন'—আপনাদের দীনোদ্ধাররূপ কর্ম্মের দ্বারাই পরিতুষ্ট থাকুন। 'কো নাম'—কে তাঁহাদের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারে ? কেহই নহে। 'উদপাত্রম্ বিনা'—কেবল অঞ্জলি-বন্ধন ব্যতীত, অতএব আমি কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হইতেছি—এই ভাব। অথবা—'বিনোদ-পাত্রম্'—উপহাসাস্পদ, অর্থাৎ তাঁহাদের প্রত্যুপকারে প্রবৃত্ত ব্যক্তি জনগণের উপহাসের পাত্রই হইবে— এই অর্থ ॥ ৪৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

ত আত্মযোগপতয় আদিরাজেন পূজিতাঃ ।
শীলং তদীয়ং শংসন্তঃ খেঽভবন্ মিষতাং নৃণাম্ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—তে (সনৎকুমারাদয়ঃ) আত্মযোগপতয়ঃ (আত্মজ্ঞানদানসমর্থাঃ) আদিরাজেন (পৃথুনা) পূজিতাঃ তদীয়ং শীলং (সুস্বভাবং) শংসন্তঃ (স্তুবন্তঃ সন্তঃ) নৃণাং (তত্রত্যানাং সর্ব্বেষাং) মিষতাং (পশ্যতাং সতাং) খে অভবন্ (আকাশমার্গেণ উদ্‌গতাঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—আত্মতত্ত্বোপদেশক সনৎকুমারাদি ঋষিগণ আদিরাজ পৃথুকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে করিতে সর্ব্বসমক্ষে অকাশ মার্গে উত্থিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—খেঽভবন্নাকাশমার্গেণ সত্যলোকং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খে অভবন্'—সনৎকুমারাদি ঋষিগণ আকাশপথে সত্যলোকে গমন করিলেন ॥৪৮॥

বৈণ্যস্তু ধুর্য্যো মহতাং সংস্থিত্যাধ্যাত্মশিক্ষয়া ।
আপ্তকামমিবাত্মানং মেন আত্মন্যবস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) তু মহতাং ধুর্য্যঃ (মুখ্যঃ) অধ্যাত্মশিক্ষয়া (সনৎকুমারাদিকৃতয়া অধ্যাত্মশিক্ষয়া) সংস্থিত্যা (সংস্থিতিঃ একাগ্রতা তয়া) আত্মনি অবস্থিতঃ (সন্) আপ্তকামম্ ইব (পূর্ণমনোরথম্ ইব) আত্মানম্ মেনে ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—মহত্তম মহারাজ পৃথু আত্মতত্ত্ব-শিক্ষাপ্রভাবে ভগবদুপাসনায় একনিষ্ঠতা লাভ করিয়া নিজকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্যাত্মশিক্ষয়া যা সম্যক্ স্থিতির্মর্য্যাদা তয়া আপ্তকামমিব, ন ত্বাপ্তকামং, তস্য শুদ্ধভক্তত্বাৎ কেবলয়া ভক্ত্যৈবাপ্তনির্ব্বৃতিত্বাৎ, বেদবিদাং শাস্ত্রান্তরেষ্বিবাধ্যাত্মাদিষ্বপি তস্য পূর্ব্বং জিজ্ঞাসৈবাসীৎ সা পূর্ণেত্যেতাবন্মাত্রমিবকারেণ দ্যোতিতম্। আত্মনি স্বভাব এবাবস্থিতঃ, অধ্যাত্মশিক্ষয়াপি শুদ্ধভক্তিস্বভাবস্তস্য নাপগতঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্যাত্মশিক্ষয়া সংস্থিত্যা'—অধ্যাত্মশিক্ষার দ্বারা যে সম্যক্ স্থিতি, মর্য্যাদা (একাগ্রতা), তাহার দ্বারা 'আপ্তকামম্ ইব'—আপ্তকামের (অর্থাৎ পূর্ণমনোরথের) ন্যায় মনে করিলেন, কিন্তু আত্মকাম নহেন, যেহেতু তিনি (মহারাজ পৃথু) শুদ্ধ ভক্ত, কেবলা শুদ্ধা ভক্তির দ্বারাই তাঁহার নির্বৃতি (পরম পরিতৃপ্তি) লাভ হয়। বেদবিদ্‌গণের অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় অধ্যাত্মাদি বিষয়েও তাঁহার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে—এইটুকু মাত্রই, ইহা 'ইব'-কারের দ্বারা দ্যোতিত হইল। 'আত্মনি অবস্থিতঃ'—নিজের স্বভাবে (অর্থাৎ ভগবদারাধনায় একনিষ্ঠ হইয়া) অবস্থিত হইলেন। অধ্যাত্মশিক্ষা—(ভগবদাত্মকরূপে সমবস্থান শিক্ষা) দ্বারাও তাঁহার শুদ্ধ ভক্তির স্বভাব নষ্ট হয় নাই—এই ভাব ॥ ৪৯॥

কর্ম্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলম্ ।
যথোচিতং যথাবিত্তমকারাদ্ ব্রহ্মসাৎকৃতম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—যথাকালং (যত্র কালে যদ্বিহিতং তদনতিক্রমেণ এবং) যথাদেশং যথাবলং যথোচিতং যথাবিত্তং ব্রহ্মসাৎ কৃতং (ব্রহ্মণি অর্পিতং যথা ভবতি তথা) কর্ম্মাণি চ অকরোৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—তিনি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে যথাযোগ্য বিষয় ভগবদর্পণপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তানুমোদিত কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মাণি চেতি। চ-কারেণ শুদ্ধভক্তা-

নাং কর্ম্মানধিকৃতত্বেঽপি, গৃহস্থানাং লোকসংগ্রহার্থং বা বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা-লোপাভাবার্থং বা ভক্তিমার্গাকুৎ-সনার্থং বা রহস্যায়াঃ শুদ্ধায়া ভক্তের্গোপনার্থং বা স্বয়ং বা প্রতিমূর্ত্ত্যা বা পূর্ব্বাচারতোঽনাসক্ত্যা কিঞ্চিৎ কর্ম্মকরণং ন দূষণাবহমিত্যাদ্যপি সাম্প্রদায়িকা আহুঃ। কিঞ্চ, তেষাং কর্ম্মণি শ্রদ্ধারাহিত্যাদশ্রদ্ধয়া কৃতমকৃতমেবালমিতি শুদ্ধভক্তের্ন ক্ষতিঃ, যথাকাল-যথাদেশ-যথাবলশব্দৈঃ কালদেশপাত্রানুসারেণৈব করণান্ন সামস্ত্যেন কর্ম্মকরণম্। তত্রাপি যথোচিতমিত্য-নেন শুদ্ধভক্তানাং কর্ম্মানৌচিত্যাল্লোকপ্রদর্শনয়ৈব কর্ম্মকরণাদ্বস্তুতঃ কর্ম্মাকরণমেবায়াতম্। ব্রহ্মসাৎ-কৃতং ব্রাহ্মণসাদ্ব্যাপারং যথা স্যাত্তথাকরোদিতি তস্য কর্ম্মব্যাপারান্ ব্রাহ্মণা এব চক্রুরিতি তস্য কর্ম্মবিক্ষেপা-ভাব উক্তঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মণি চ'—(এবং কাল, দেশ, শক্তি, ব্যবহার ও সম্পত্তি-অনুসারে পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে ফল অর্পণপূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলেন।) এখানে চ-কারের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণের কর্ম্মে অনধিকার হইলেও গৃহস্থগণের লোকসংগ্রহের নিমিত্ত, কিম্বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের লোপের অভাবার্থ, অথবা ভক্তিমার্গের যাহাতে কুৎসন (নিন্দা) না হয়, সেইজন্য, কিম্বা রহস্যপূর্ণ শুদ্ধ ভক্তিমার্গের গোপনের নিমিত্ত, নিজে অথবা প্রতিনিধির দ্বারা, কিম্বা পূর্ব্ব পুরুষগণের আচারবশতঃ অনাসক্তিতে কিছুটা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে—ইত্যাদিও সাম্প্রদায়িকগণ বলিয়া থাকেন। আরও, তাঁহাদের (তাদৃশ ভক্তজনের) কর্ম্মে শ্রদ্ধার রাহিত্য-হেতু 'অশ্রদ্ধায় কৃত কর্ম্ম অকৃতই হইয়া থাকে'—ইহাতেও শুদ্ধ ভক্তগণের কোন ক্ষতি নাই। আর, যথাকাল, যথাদেশ, যথাবল-ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ-বশতঃ কাল, দেশ ও পাত্র অনুসারেই কর্ম্ম করায়, সমগ্ররূপেও কর্ম্ম করায়, কৃত হয় নাই। 'যথোচিতং'—যথোচিত (ন্যায়ানুসারে)—ইহা বলায়, শুদ্ধ ভক্ত-গণের কর্ম্ম অনৌচিত্য হইলেও লোকপ্রদর্শনের নিমিত্তই (যজ্ঞাদি) কর্ম্ম করায়, বস্তুতঃ ঐরূপ কর্ম্ম না করাই—ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। 'ব্রহ্ম-সাৎকৃতম্'—ব্রাহ্মণগণকে সম্পূর্ণ নিবেদনপূর্ব্বক (অর্থাৎ নিজের কোন সত্ত্ব বা কর্ত্তৃত্ব না রাখিয়াই) যেভাবে হয়, সেইভাবে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মের ব্যাপার-সমুদায়ই ব্রাহ্মণগণই করিয়াছিলেন—ইহাতে মহারাজ পৃথুর কর্ম্মকরণ-জনিত চিত্ত-বিক্ষেপের অভাবই উক্ত হইল ॥ ৫০ ॥

ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য নির্ব্বিষঙ্গঃ সমাহিতঃ।
কর্ম্মাধ্যক্ষঞ্চ মন্বান আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৫১ ॥
গৃহেষু বর্ত্তমানোঽপি স সাম্রাজ্যশ্রিয়ান্বিতঃ।
নাসজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহংমতিরর্কবৎ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(কর্ম্মাণাং) ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য (বিন্যস্য) নির্ব্বিষঙ্গঃ (কর্ম্মস্বনাসক্তঃ) সমাহিতঃ (সাবধানঃ সন্) আত্মানং প্রকৃতেঃ পরং কর্ম্মাধ্যক্ষঞ্চ (কর্ম্মসাক্ষিণম্ উদাসীনং) মন্বানঃ (মন্যমানঃ সন্) নিরহংমতিঃ (নিরহঙ্কারঃ অতএব) গৃহেষু বর্ত্তমানঃ অপি সাম্রাজ্যশ্রিয়া (চক্রবর্ত্তিসম্পদা) অন্বিতঃ (যুক্তঃ অপি) সঃ (রাজাঃ পৃথুঃ) অর্কবৎ। যথা সূর্য্যঃ সর্ব্বত্র পর্য্যটন্ অপি কুত্রাপি আসক্তঃ ন ভবতি তথা) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়েষু) ন অসজ্জত (অনাসক্ত আসীৎ) ॥ ৫১-৫২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পৃথু ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সমাহিত চিত্তে প্রকৃতির পরতত্ত্ব ভগবানকে কর্ম্মাধ্যক্ষ জানিয়া কর্ত্তৃত্বাদি-অভিমান দূর করিয়াছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর সহিত গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়া এবং সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া কখনও বিষয়ে আসক্ত হন নাই ॥ ৫১-৫২ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ব্বিষঙ্গোঽনাসক্তঃ। আত্মানমন্ত-র্য্যামিণম্ ॥ ৫১-৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ব্বিষঙ্গঃ'—অনাসক্ত (অর্থাৎ আমার ইহা কর্ম্ম, এইরূপ বুদ্ধিরহিত, কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া)। 'আত্মানম্'—অন্তর্য্যামীকে (গুণা-তীত সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ অথচ উদাসীন জানিয়া।) ॥ ৫১-৫২ ॥

এবমধ্যাত্মযোগেন কর্ম্মাণ্যনুসমাচরন্।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চার্চিষ্যাত্মসম্মতান্।
বিজিতাশ্বং ধূম্রকেশং হর্য্যক্ষং দ্রবিণং বৃকম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ অধ্যাত্মযোগেন (ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণেন) কর্ম্মাণি অনুসমাচরন্ (নিরন্তরং দেশকালাদ্যনুসারেণ আচরন্) অর্চ্চিষি (ভার্য্যায়াম্) আত্মসম্মতান্ (আত্মসদৃশান্ গুণপরাক্রমাদিনা নিজ-যোগ্যান্) বিজিতাশ্বং ধূমকেশং হর্য্যক্ষং দ্রবিণং বৃকম্ (ইতি) পঞ্চ পুত্রান্ উৎপাদয়ামাস ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পৃথু এইরূপে ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিয়া নিরন্তর যথাযোগ্য কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি স্বীয় ভার্য্যা-অর্চ্চির গর্ভে আত্মসদৃশ বিজিতাশ্ব, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ, ধূমকেশ ও বৃক-নামক পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ—অধ্যাত্মযোগেন বিনৈবাসক্ত্যা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্; যদ্বা, অধ্যাত্মেতি সপ্তম্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। আত্মনি স্বতঃসিদ্ধো যো যোগ আসক্তিবিনাভূত-বিষয়-ভোগলক্ষণঃ সিদ্ধিবিশেষস্তেনৈব পুত্রানুৎপাদয়ামাস। ন তু পুত্রোৎপাদনহেতুকঃ বেগস্তস্য স্ত্রীবিষয়কঃ কোঽপি কামবিকারোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্যাত্মযোগেন'—অধ্যাত্ম-যোগের, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-যোগের দ্বারা আসক্তি ব্যতীতই কর্ম্মসমূহ করতঃ, অথবা—'অধ্যাত্মযোগ' —ইহা সপ্তমীর অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে, আত্মাতে (নিজেতে) স্বতঃসিদ্ধ (স্বাভাবিকরূপে অবস্থিত) যে যোগ, অর্থাৎ আসক্তিরহিত বিষয়ভোগরূপ সিদ্ধিবিশেষ, তাহার দ্বারাই পুত্রাদি উৎপাদন করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রোৎপাদননিমিত্ত কোন বেগ, অথবা স্ত্রীবিষয়ক কোন কামবিকার ছিল না, এই অর্থ ॥ ৫৩ ॥

সর্ব্বেষাং লোকপালানাং দধারৈকঃ পৃথুর্গুণান্।
গোপীথায় জগৎসৃষ্টেঃ কালে স্বে স্বেঽচ্যুতাত্মকঃ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতাত্মকঃ (অচ্যুতে ভগবতি আত্মা মনঃ যস্য সঃ অচ্যুতাবতারঃ সঃ) পৃথুঃ জগৎসৃষ্টেঃ গোপীথায় (রক্ষণায়) স্বে স্বে কালে (যথাযোগ্য সময়ে) সর্ব্বেষাং লোকপালানাং গুণান্ একঃ (এব) দধার (ধারয়ামাস) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—অচ্যুতাত্মক পৃথু জগতে সৃষ্টি-রক্ষার জন্য যথাযোগ্য সময়ে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত লোকপালের গুণ একাধারে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—যথা পূর্ব্বং বন্দিভিঃ সংস্তুতস্তথৈবাসৌ সর্ব্বদাভূদিতি দর্শয়ন্নাহ—সর্ব্বেষামিতি গোপীথায় পালনায় ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে যেমন বন্দিগণ স্তব করিয়াছিলেন, তদ্রূপই তিনি সর্ব্বকালে হইলেন, ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন—'সর্ব্বেষাম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্ত মহারাজ পৃথু, একাকী হইয়াও যথাকালে ইন্দ্রাদি লোকপাল-সকলের গুণসকল যথাক্রমে ধারণ করিয়াছিলেন)। 'গোপীথায়'—জগতের পালনের নিমিত্ত ॥ ৫৪ ॥

মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন্ প্রজা।
রাজেত্যধান্নামধেয়ং সোমরাজ ইবাপরঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ (মনোবৃত্তয়ঃ হিত-চিন্তনানি বাগ্‌বৃত্তয়ঃ সত্যাদিপ্রিয়ভাষণানি তাভিঃ) সৌম্যৈঃ (মনোহরৈঃ) গুণৈঃ (সুস্বভাবাদিভিশ্চ) প্রজাঃ সংরঞ্জয়ন্ রাজা ইতি (স্বস্য) নামধেয়ম্ অধাৎ (দধার, অতঃ অসৌ) অপরঃ (দ্বিতীয়ঃ) সোমরাজঃ ইব (সোমশ্চাসৌ রাজা চেতি সোম-রাজশ্চন্দ্রঃ ইব জাতঃ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—তিনি হিত-চিন্তাদিরূপ মনোবৃত্তি, প্রিয়-ভাষণাদিরূপ বাগ্‌বৃত্ত ও মনোহর গুণসমূহের দ্বারা প্রজা-রঞ্জন করিয়া 'দ্বিতীয়-সোমরাজ' এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—সোমশ্চাসৌ রাজা চেতি; স ইব ॥৫৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোম-রাজঃ ইব'—সোম (চন্দ্র) এবং রাজা, অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় ('রাজা' —এই সার্থক নাম ধারণ করিয়াছিলেন।) ॥ ৫৫ ॥

সূর্য্যবদ্বিসৃজন্ গৃহ্নন্ প্রতপংশ্চ ভুবো বসু।
দুর্দ্ধর্ষস্তেজসেবাগ্নির্মহেন্দ্র ইব দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(সূর্য্যঃ যথা সর্ব্বং সমং প্রতপন্ ভুবঃ বসু জলম্ অষ্টৌ মাসান্ গৃহ্নাতি যথাকালে বিসৃজতি চ তথা সঃ রাজা পৃথুঃ চ সর্ব্বত্র সমাজ্ঞাকরণেন) প্রতপন্ ভুবঃ বসু (ধনাদি চ) গৃহ্নন্ (দুর্ভিক্ষাদি-

কালে চ) বিসৃজন্ (দদৎ) সূর্য্যবৎ (অভূৎ) ; অগ্নিরিব তেজসা দুর্দ্ধর্ষঃ (ধর্ষয়িতুম অভিভবিতুম্ অশক্যঃ) মহেন্দ্রঃ ইব দুর্জ্জয়ঃ চ (আসীৎ) ॥৫৬॥

অনুবাদ—মহারাজ পৃথু যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণ ও যথাসময়ে তাহা দান করিয়া পৃথিবীতে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজিত ছিলেন। তিনি অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী এবং মহেন্দ্রের ন্যায় দুর্জ্জয় বলশালী ছিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ— বসু ধনং রসঞ্চ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বসু'— ধন এবং রস (জল) ॥ ৫৬ ॥

তিতিক্ষয়া ধরিত্রীব দ্যৌরিবাভীষ্টদো নৃণাম্ ।
বর্ষতি স্ম যথাকামং পর্জ্জন্য ইব তর্পয়ন্ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অসৌ পৃথুঃ) তিতিক্ষয়া (অপরাধ-সহনেন) ধরিত্রী ইব, দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) ইব নৃণাম্ অভীষ্টদঃ (সন্) পর্জ্জন্যঃ বৈ (মেঘঃ যথা প্রজাঃ তর্পয়ন্ বর্ষাসু জলং যথাকামং বর্ষতি, তথা প্রজাঃ) তর্পয়ন্ যথাকামং (যথাপেক্ষিতং ধনাদিকং) বর্ষতি স্ম ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—তিনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, স্বর্গের ন্যায় সর্ব্বলোকের অভীষ্টপ্রদ, এবং মেঘ যেমন আবশ্যকমত বারি বর্ষণ করিয়া সকলের তৃপ্তি সাধন করে, তিনি সেইরূপ প্রজাদিগের অভাব মোচন করিয়া তাহাদের সন্তোষ বিধান করিতেন ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—দ্যৌঃ স্বর্গ ইব ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্যৌঃ ইব'—স্বর্গের ন্যায় ॥ ৫৭ ॥

সমুদ্র ইব দুর্ব্বোধঃ সত্ত্বেনাচলরাড়িব ।
ধর্ম্মরাড়িব শিক্ষায়ামাশ্চর্য্যে হিমবানিব ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—সমুদ্রঃ ইব (সমুদ্রঃ যথা গাম্ভীর্য্যেণ এতাবান্ ইতি ন বুধ্যতে তথা অসৌ রাজা পৃথুঃ অপি অভিপ্রায়তঃ) দুর্বোধঃ ; সত্ত্বেন (স্থৈর্য্যেন) অচলরাট্ (সুমেরুঃ) ইব ; শিক্ষায়াং (দণ্ডনে পক্ষপাতরাহিত্যেন) (অনুল্লঙ্ঘিতশাসত্বেন চ) ধর্ম্মরাট্ (যমরাজঃ) ইব ; আশ্চর্য্যে (বিস্ময়জনকত্বে) হিমবান্ (হিমাচলঃ) ইব (বভৌ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ছিলেন বলিয়া তাঁহার অভিপ্রায় কেহ জানিতে পারিত না। তিনি সুমেরুর ন্যায় অটল, দণ্ডপ্রদানে যমরাজ ও বিস্ময়াধারত্বে হিমালয়সদৃশ ছিলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বেন স্থৈর্য্যেণ অচলরাট্ সুমেরুঃ ॥৫৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্ত্বেন'—স্থৈর্য্য অর্থাৎ স্থিরতাগুণে, 'অচলরাট ইব'—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুর ন্যায় ॥ ৫৮ ॥

কুবের ইব কোশাঢ্যো গুপ্তার্থো বরুণো যথা ।
মাতরিশ্বেব সর্ব্বাত্মা বলেন মহসৌজসা ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—(পৃথুঃ) কুবেরঃ ইব কোশাঢ্যঃ (ধন-কোশাঢ্য অভূৎ) ; যথা বরুণঃ, (তথা) গুপ্তার্থঃ (গুপ্তঃ অজ্ঞাতঃ সুরক্ষিতশ্চ ধনাদি-পদার্থঃ যস্য তথাভূতঃ চ আসীৎ) বলেন মহসা ওজসা চ (শরীর-মন-ইন্দ্রিয়বলেন চ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বত্র সঞ্চারশক্তঃ) মাতরিশ্বা (পবনঃ) ইব আসীৎ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পৃথু কুবেরের ন্যায় ধনবান্, গুপ্তার্থ-সংরক্ষণে বরুণসদৃশ এবং শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়বলে সর্বগ পবনসদৃশ ছিলেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাত্মা সর্ব্বত্র সঞ্চারযুক্তঃ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বাত্মা'—সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল (ও সকলের প্রাণস্বরূপ বায়ুর ন্যায়) ॥ ৫৯ ॥

অবিসহ্যতয়া দেবো ভগবান্ ভূতরাড়িব ।
কন্দর্প ইব সৌন্দর্য্যে মনস্বী মৃগরাড়িব ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—অবিসহ্যতয়া (অসহ্যবিক্রমেণ) ভগবান্ দেবঃ ভূতরাট্ (শ্রীরুদ্রঃ) ইব ; সৌন্দর্য্যে কন্দর্পঃ (কামঃ) ইব ; মৃগরাট্ (সিংহঃ) ইব মনস্বী (ধীরঃ নির্ভয়শ্চ আসীৎ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—তিনি বিক্রমে সাক্ষাৎ রুদ্র, সৌন্দর্য্যে কন্দর্পসদৃশ এবং সিংহের ন্যায় নির্ভীক ছিলেন ॥৬০॥

বাৎসল্যে মনুবন্নৃণাং প্রভুত্বে ভগবানজঃ ।
বৃহস্পতির্ব্রহ্মবাদে আত্মবত্ত্বে স্বয়ং হরিঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ— বাৎসল্যে (দয়ায়াং) মনুবৎ ; নৃণাং প্রভুত্বে (স্বামিত্বে মহত্ত্বে চ) ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মা ইব) ব্রহ্মবাদে (ব্রহ্মবিচারে) বৃহস্পতিঃ ইব ; আত্মবত্ত্বে (জিতেন্দ্রিয়ত্বে) স্বয়ং হরিঃ (ইব আসীৎ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—তিনি বাৎসল্যে মনু, প্রভুত্বে ব্রহ্মা, ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি এবং স্বয়ং ভগবানের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—অজো ব্রহ্মা, আত্মবত্ত্বে জিতেন্দ্রিয়ত্বে ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজঃ'—ব্রহ্মা, 'আত্মবত্ত্বে'—জিতেন্দ্রিয়ত্বে (সাক্ষাৎ শ্রীহরির তুল্য ছিলেন।) ॥ ৬১ ॥

ভক্ত্যা গো-গুরুবিপ্রেষু বিষ্বক্সেনানুবর্ত্তিষু ।
হ্রিয়া প্রশ্রয়শীলাভ্যামাত্মতুল্যঃ পরোদ্যমে ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—গো-গুরুবিপ্রেষু (গোষু গুরুষু বিপ্রেষু চ) বিষ্বক্সেনাবর্ত্তিষু (ভগবদ্‌ভক্তেষু) ভক্ত্যা হ্রিয়া (লজ্জয়া চ) প্রশ্রয়শীলাভ্যাং (প্রশ্রয়েণ নম্রীভাবেন শীলেন সুখভাবেন চ) পরোদ্যমে । পরার্থোদ্যমে চ) আত্মতুল্যঃ (নিরুপমঃ আসীৎ)।

অনুবাদ—তিনি গো, গুরু, বিপ্র ও বৈষ্ণবে ভক্তিমান্, লজ্জাশীল, বিনয়ী ও সুখী ছিলেন এবং পরোপকারে আত্মতুল্য অর্থাৎ তাঁহার উপমাস্থল তিনিই ছিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্ত্যাদিভিঃ পরার্থোদ্যমেন চ আত্মনৈব তুল্যো নিরুপমঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তি প্রভৃতি এবং পরার্থোদ্যমে (পরের উপকারসাধনে) তিনি নিজেরই তুল্য, তাঁহার অন্য কোন উপমা ছিল না ॥ ৬২ ॥

মধ্ব—গুরুবিপ্রেষু ভক্তা চ পরেষাং হিতকৃত্যয়া।
প্রশ্রয়েণ চ কীর্ত্ত্যা চ পৃথুরামমনুব্রতঃ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৬২ ॥

কীর্ত্ত্যোর্দ্ধগীতয়া পুংভির্ত্রৈলোক্যে তত্র তত্র হ ।
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেষু স্ত্রীণাং রামঃ সতামিব ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে কুমারোপদেশো-নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(যথা) রামঃ সতাং (দাশরথিঃ স্বকীর্ত্তিদ্বারা যথা সতাং কর্ণরন্ধ্রেষু প্রবিষ্টঃ আসীৎ তথা অয়ং পৃথুরপি) ত্রৈলোক্যে তত্র তত্র হ (সর্বত্র) পুংভিঃ (পুরুষৈঃ) ঊর্ধ্বগীতয়া (ঊর্ধ্বমুচ্চৈঃ গীতয়া) কীর্ত্ত্যা স্ত্রীণাং কর্ণরন্ধ্রেষু প্রবিষ্টঃ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ-স্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—রামচন্দ্রের কীর্ত্তি যেরূপ সাধুগণের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ-করিয়াছিল, তদ্রূপ এই পৃথু-মহারাজের কীর্ত্তিও ত্রিভুবনের পুরুষগণের দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইয়া স্ত্রীগণেরও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
দ্বাবিংশোঽপি চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২২ ॥

মধ্ব—

ন গুরুর্ন চ ধর্ম্মোঽস্তি রামদেবস্য কুত্রচিৎ ।
তথাপি ধর্ম্মরক্ষার্থঃ গুরুভক্তিমদর্শয়ৎ ॥
ইতি বারাহে ॥ ৬৩ ॥

ইতি দ্বাবিংশাধ্যায়ের বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের দ্বাবিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

দৃষ্ট্বাত্মানং প্রবয়সমেকদা বৈণ্য আত্মবান্ ।
আত্মনা বর্দ্ধিতাশেষ-স্বানুসর্গঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১ ॥
জগতস্তস্থুষশ্চাপি বৃত্তিদো ধর্ম্মভৃৎ সতাম্ ।
নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশো যদর্থমিহ জজ্ঞিবান্ ॥ ২ ॥
আত্মজেষ্বাত্মজাং ন্যস্য বিরহাদ্রুদতীমিব ।
প্রজাসু বিমনঃস্বেকঃ সদারোঽগাৎ তপোবনম্ ॥ ৩॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পৃথুর ভার্য্যা-সহ বনে গমন এবং নিত্য ভক্তিযোগ-সমাধিদ্বারা বিমানারোহণ বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ পৃথু তপোবনে গমন করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমোচিত উগ্র-তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণারাধনা কামনায় তৎপ্রতিকূল যাবতীয় বিষয় বর্জ্জন এবং তদনুকূল বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক ভক্তিমার্গবিহিত তপস্যার অনুষ্ঠানদ্বারা তাঁহার কর্ম্মফল বিনষ্ট, হৃদয় নির্ম্মল এবং ভগবন্মন্ত্রাদিজপপ্রভাবে তাঁহার সংসারবন্ধন ছিন্ন হইল। তখন তিনি সনৎকুমারোপদিষ্ট অধ্যাত্ম-যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরেই তাঁহার ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি হইল এবং হৃদয়স্থ যাবতীয় সংশয়রাশি বিদূরিত হইল। শ্রীহরি-কথায় রতি না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল যোগাদিদ্বারা অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। পৃথুপত্নী অর্চ্চিও সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিলেন। পৃথু মহারাজ ভক্তিযোগ-সমাধিস্থ হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে অর্চ্চিদেবী পর্ব্বতসানুতে এক চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি স্বামীর সেই কলেবর স্থাপন করিলেন এবং তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া চিতানলে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহার স্বামীর সহিত উর্দ্ধলোকে গমন এবং মৈত্রেয়মুনির বিদুরের নিকট পৃথু মাহাত্ম্য বর্ণনাদিদ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—আত্মবান্ (জিতচিত্তঃ) আত্মনা (স্বেন) বর্দ্ধিতাশেষ স্বানুসর্গঃ (স্বকৃতঃ অনুসর্গঃ অন্নাদিসর্গঃ পুরগ্রামাদিসর্গশ্চ, বর্দ্ধিতঃ অশেষঃ স্বানুসর্গঃ যেন সঃ) প্রজাপতিঃ একদা আত্মানং প্রবয়সং (বৃদ্ধং) দৃষ্ট্বা জগতঃ (জঙ্গমস্য) তস্থুষঃ (স্থাবরস্য) চ অপি (দেবাদীনাম্ অপি) বৃত্তিদঃ (জীবিকা-সম্পাদকঃ) সতাং ধর্ম্মভৃৎ (ধর্ম্মরক্ষকঃ) যদর্থং (যস্মৈ নিমিত্তায় ইদং) ইহ (ভূতলে) জজ্ঞিবান্ (অবতীর্ণঃ) নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশঃ (নিষ্পাদিতঃ ঈশ্বরস্য আদেশঃ প্রজাপালনাদিরূপঃ যেন সঃ) বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) বিরহাৎ (স্ব-বিরহাৎ) রুদতীমিব আত্মজাং (দুহিতৃত্বেন স্বীকৃতাং পৃথ্বীম্) আত্মজেষু (স্বপুত্রেষু) ন্যস্য (অবস্থাপ্য) প্রজাসু বিমনঃসু (চিন্তাতুরাসু সতীষু) একঃ (ভৃত্যাদিরহিতঃ) সদারঃ (সভার্য্যঃ) তপোবনম্ অগাৎ (গতবান্) ॥ ১-৩ ॥

অনুবাদ— শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, আত্মবিৎ প্রজাপতি বেণনন্দন পৃথু অন্নাদি ও পুরগ্রামাদিসৃষ্টির অশেষপ্রকারে বৃদ্ধি-সাধনানন্তর আপনাকে প্রবৃদ্ধ দর্শন করিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি ভূমণ্ডলস্থ স্থাবরজঙ্গমের গ্রাসাচ্ছাদন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি, সাধুদিগের ধর্ম্মরক্ষকের কার্য্যও করিয়াছি, পরমেশ্বরের প্রজাপালনাদি যে সকল আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আমি এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাঁহার সে সকল আদেশও প্রতিপালিত হইয়াছে।" মহারাজ পৃথু এইরূপ চিন্তা করিয়া দুহিতৃস্বরূপা ধরিত্রীকে স্বীয় পুত্রহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক ভার্য্যামাত্র-সমভিব্যাহারে তপোবনে গমন করিলেন। তাঁহার বিরহে পৃথিবী যেন ক্রন্দনকরিতে লাগিলেন এবং প্রজাগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ১-৩ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োবিংশে বনং গত্বা তপঃ কৃত্বা হরিং যজন্ ।
ত্যক্ত্বা নৃলোকং সস্ত্রীকো বৈকুণ্ঠমগমৎ পৃথুঃ ॥০॥

আত্মানং দেহং প্রবয়সং বৃদ্ধং দৃষ্ট্বা অদ্যাপি ভগবান্মাং সাক্ষাৎ সেবার্থং স্বপার্শ্বং ন নয়তীত্যতোঽনুমীয়তে—মম তাবৎপ্রমাণকং ভজনং নাভূন্নিক্ষযায়তা চ ন বর্ত্তত ইত্যতো বানপ্রস্থাশ্রমমিষেণ বনং গত্বা কীর্ত্তনস্মরণাভ্যামষ্টাবেব যামান্নয়ন্নস্মৎপূর্ব্বপুরুষো

ধ্রুব ইব শীঘ্রং ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব তপঃ কুর্ব্বন্ লোকে বানপ্রস্থধর্ম্মং খ্যাপয়ামীতি মনসি নিশ্চিত্য তপোবনমগাদিতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ। আত্মনা স্বেনৈব বর্দ্ধিতোঽশেষঃ স্বীয়োঽনুসর্গঃ অন্নাদিপুরগ্রামাদিসর্গো যেন সঃ। আত্মজাং পৃথ্বীম্ ॥ ১-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মহারাজ পৃথু বনে গমনপূর্ব্বক তপস্যা করতঃ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া নরলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক সস্ত্রীক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'আত্মানং'—নিজের দেহকে বৃদ্ধ দেখিয়া, অদ্যাপি শ্রীভগবান্ আমাকে সাক্ষাৎ সেবার নিমিত্ত স্বপার্শ্বে লইতেছেন না, এইজন্য অনুমান করিতেছেন—আমার তাদৃশ ভজন হয় নাই, কষায়ও (চিত্তমালিন্যও) অপগত হয় নাই, অতএব বানপ্রস্থ আশ্রমচ্ছলে বনে গমন করিয়া, কীর্ত্তন ও স্মরণের দ্বারা অষ্টপ্রহরই অতিবাহিত করতঃ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধ্রুবের ন্যায় শীঘ্র শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়া, এই জগতে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রখ্যাপন করিব—এইরূপ মনে নিশ্চয় করিয়া, 'তপোবনে গমন করিলেন'—ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'আত্মনা'—নিজেই, 'বর্দ্ধিতাশেষ-স্বানুসর্গঃ'—অশেষরূপে অন্নাদি ও পুর-গ্রামাদি-সৃষ্টির যিনি বৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন, (সেই পৃথু)। পুত্রগণের উপর, 'আত্মজাং'—দুহিতৃরূপা ধরিত্রীর ভার অর্পণ করতঃ (বনে গমন করিলেন) ॥ ১-৩ ॥

তত্রাপ্যদাভ্যনিয়মো বৈখানস-সুসম্মতে।
আরব্ধ উগ্রতপসি যথা স্ববিজয়ে পুরা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তত্রাপি (তপোবনে অপি) অদাভ্যনিয়মঃ (অদাভ্যা বিঘ্নৈঃ পরাভবিতুম্ অশক্যাঃ নিয়মাঃ যস্য সঃ পৃথুঃ) পুরা যথা স্ববিজয়ে (স্বস্য ধরামণ্ডলস্য বিজয়ে পূর্ব্বং যথা মহতা যত্নেন প্রবৃত্তঃ, তথা) বৈখানস-সুসম্মতে (বৈখানসানাং বানপ্রস্থানাং সুসম্মতে) উগ্রতপসি (উগ্রে দেহেন্দ্রিয়াদি-শোষকরে তপসি) আরব্ধঃ (প্রবৃত্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অখণ্ডব্রত পৃথু পূর্ব্বে পৃথিবী জয় করিতে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে বনমধ্যে গমন করিয়াও সেইরূপ বানপ্রস্থাশ্রমিগণের সুসম্মত উগ্রতপস্যার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাপীতি। যথা গার্হস্থ্যে কর্ম্মকরণং কর্ম্মিজনপ্রদর্শনয়া তথৈব তৃতীয়াশ্রমেঽপি বানপ্রস্থজনপ্রদর্শয়ন্নস্য তপশ্চরণমিত্যাহ—বৈখানসানাং সুসম্মতে উগ্রতপসি আরব্ধঃ প্রবৃত্তঃ। অদাভ্যনিয়মোঽখণ্ডব্রতঃ, দভ্—নোদনে ইতি ধাতোঃ রূপম্। স্বস্য স্বীয়স্য ধরামণ্ডলস্য জয়ে যথা পূর্ব্বং যত্নেন প্রবৃত্তঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাপি'—যেরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কর্ম্মিজনের প্রদর্শনের (শিক্ষার) নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান, তদ্রূপ তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থেও বানপ্রস্থ-জনের প্রদর্শনের নিমিত্ত মহারাজ পৃথুর তপস্যার আচরণ, ইহা বলিতেছেন—'বৈখানস-সুসম্মতে'—বানপ্রস্থাশ্রমিগণের মনোনীত উগ্র তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'অদাভ্য-নিয়মঃ'—অখণ্ড-ব্রত, (যাঁহার শম-দমাদি নিয়মসমূহ কোনরূপ বিঘ্নের দ্বারা খণ্ডিত অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই), নোদন (প্রেরণা) অর্থে দভ্ ধাতুর রূপ (এই স্থলে 'অদম্য-নিয়মঃ'—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে।) 'যথা স্ববিজয়ে পুরা'—পূর্ব্বে যেমন পৃথিবী জয় করিতে যত্নবান্ ছিলেন, তদ্রূপ যত্নের দ্বারা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

কন্দমূলফলাহারঃ শুষ্কপর্ণাশনঃ কৃচিৎ।
অব্ভক্ষঃ কতিচিৎ পক্ষান্ বায়ুভক্ষস্ততঃ পরম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কদাচিৎ কালে) কন্দমূলফলাহারঃ (কন্দমূলফলানি আহারঃ যস্য সঃ) (কৃচিৎ) শুষ্কপর্ণাশনঃ (হিংসার্থপরিহারার্থং শুষ্কাণাং পর্ণানাম্ অশনং যস্য সঃ) কতিচিচ্চ পক্ষান্ অব্ভক্ষঃ (অপঃ ভক্ষয়তীতি অব্ভক্ষঃ সন্) ততঃ পরং বায়ুভক্ষঃ (সন্ আসীৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পৃথু কখনও কন্দমূল ও ফল, কখনও শুষ্কপত্র আহার, কখনও বা কেবল জল পান করিয়া কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত করিতেন। শেষে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়াই তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

গ্রীষ্মে পঞ্চতপা বীরো বর্ষাস্বাসারষাণ্মুনিঃ ।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥ ৬ ॥
তিতিক্ষুর্যতবাগ্‌দান্ত ঊর্দ্ধ্বরেতা জিতানিলঃ ।
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণমচরৎ তপ উত্তমম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বীরঃ মুনিঃ (বানপ্রস্থঃ পৃথুঃ) গ্রীষ্মে (ঋতৌ) পঞ্চতপাঃ (চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারঃ অগ্নয়ঃ উপরি সূর্য্যঃ ইতি পঞ্চানাং তপঃ সন্তাপঃ যস্য সঃ পঞ্চতপাঃ) বর্ষাসু আসারষাট্ (আসরং ধারাপাতং সহতে ইতি আসারষাট্ ধারাসম্পাতসহঃ সন্) শিশিরে (ঋতৌ) উদকে আকণ্ঠমগ্নঃ (আকণ্ঠম্ জলে নিমগ্নঃ সন্) স্থণ্ডিলেশয়ঃ (ভূমিশয়ানশ্চ সর্ব্বদা) তিতিক্ষুঃ (সহিষ্ণুঃ) যতবাক্ (মৌনী) দান্তঃ (জিতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ) ঊর্ধ্বরেতাঃ (উপস্থবেগ-সহঃ) জিতানিলঃ (বশীকৃত-প্রাণঃ সন্) কৃষ্ণম্ আরিরাধয়িষুঃ (আরাধনাপরঃ এব) উত্তমং তপঃ অচরৎ (কৃতবান্) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—গ্রীষ্মকালে তিনি চারিদিকে চারিটী অগ্নিকুণ্ড ও ঊর্ধ্বদিকে সূর্য্য—এই পঞ্চবিধ তাপ সহ্য করিয়া পঞ্চতপা হইয়া থাকিতেন, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থাকিয়া বর্ষার ধারাসম্পাত সহ্য করিতেন, শীতঋতুতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া থাকিতেন, এবং ভূমিতে শয়ন করিতেন। তিনি সহিষ্ণু, সংযতবাক্, জিতেন্দ্রিয়, ঊর্ধ্বরেতা ও জিতশ্বাস হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার জন্যই অত্যুত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারোঽগ্নয় উপরি সূর্য্যঃ ইতি পঞ্চতপাঃ, আসারষাট্ ধারাসম্পাতসহঃ। স্থণ্ডিলেশয়ঃ ভূমিশায়ী। ননু লোক-প্রদর্শনার্থকেঽপি তস্মিংস্তাবতি তপসি তস্য কীদৃশং মন আসীত্তত্রাহ—আরিরাধয়িষুরিতি বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ কৃষ্ণারাধনকামোঽহং তপশ্চরামীতি তস্য সঙ্কল্প আসীদিত্যর্থঃ। দৃশ্যতে চ রাগাত্মকভক্তিমতাং সিদ্ধানাং শ্রীবিশাখাদিগোপীজনানাং বৃহদ্বামন-দৃষ্টানাং শ্রুতীনাঞ্চ কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থং তপশ্চরণমিতি ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চতপাঃ'—গ্রীষ্মকালে চারিদিকে অগ্নি ও ঊর্দ্ধ্বদিকে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ—এই পঞ্চবিধ তাপ সহ্য করিয়া 'পঞ্চতপা' হইয়া থাকিতেন, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে প্রবল বৃষ্টির ধারাবর্ষণ সহ্য করিতেন। 'স্থণ্ডিলেশয়ঃ'—ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিতেন। যদি বলেন—দেখুন, লোকপ্রদর্শনের নিমিত্ত হইলেও, সেইপ্রকার উগ্র তপস্যায় তাঁহার কিপ্রকার মন ছিল? তাহাতে বলিতেছেন—'আরাধয়িষুঃ কৃষ্ণম্', বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার কামনায় আমি তপস্যার আচরণ করিতেছি—এইরূপ মহারাজ পৃথুর সঙ্কল্প ছিল। এইরূপ বৃহদ্‌বামন-পুরাণে দৃষ্ট হয়—রাগাত্মিকা ভক্তিমতী নিত্যসিদ্ধা শ্রীবিশাখাদি গোপীজনের এবং শ্রুতিগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যার আচরণ ॥ ৬-৭ ॥

তেন ক্রমানুসিদ্ধেন ধ্বস্তকর্ম্মামলাশয়ঃ ।
প্রাণায়ামৈঃ সন্নিরুদ্ধষড়্‌বর্গশ্ছিন্নবন্ধনঃ ॥ ৮ ॥
সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্ ।
যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রমানুসিদ্ধেন (শনৈঃ পরিপাকং প্রাপ্তেন) তেন (তপসা) ধ্বস্তকর্ম্ম (ধ্বস্তানি নষ্টানি কর্ম্মাণি অনারব্ধফলানি যস্য সঃ) অমলাশয় (প্রফুলচিত্তঃ) প্রাণায়ামৈঃ সন্নিরুদ্ধষড়্‌বর্গঃ (সম্যক্ নিরুদ্ধঃ ষড়্-বর্গঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনশ্চ যেন সঃ) ছিন্নবন্ধনঃ (ছিন্নানি বন্ধনানি বাসনাঃ যস্য সঃ) পুরুষর্ষভঃ (পৃথুঃ) ভগবান্ সনৎকুমারঃ যৎ পরং (শ্রেষ্ঠম্) আধ্যাত্মিকম্ (অধ্যাত্মং ভবং) যোগম্ আহ। তেনৈব পুরুষং (পুরুষোত্তমং ভগবন্তম্) অভজৎ ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপ তপস্যাপ্রভাবে ক্রমশঃ কর্ম্মমল বিনষ্ট হইলে, পৃথুর হৃদয় নির্ম্মল হইল এবং প্রাণায়াম অর্থাৎ ভক্তিমার্গবিহিত ভগবন্মন্ত্রাদি-জপপ্রভাবে ষড়রিপু সম্যক্‌রূপে নিগৃহীত ও সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথু, ভগবান্ সনৎ-কুমার যে পরমোৎকৃষ্ট অধ্যাত্মযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে পরমপুরুষ শ্রীহরির ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেন তপসা ক্রমেণৈবানুসিদ্ধেন পরি-পাকং প্রাপ্তেন অমলাশয়ঃ প্রফুল্লমনাঃ, ধ্বস্তকর্ম্মা তু স প্রাগেব প্রাণায়ামৈর্ভগবন্মন্ত্রাবৃত্তিভিরেব ভক্তিমার্গ-

বিহিতৈঃ। আত্মনি স্বস্মিন্নধিকৃতং বিনয়াদিত্বাৎ—স্বার্থে ঠক্। আধ্যাত্মিকং পরমন্তিমং "যৎপাদপঙ্কজ-পলাশ" ইত্যাদিপদ্যদ্বয়েনোক্তং শুদ্ধং ভক্তিযোগং, ব্যাখ্যান্তরে আধ্যাত্মিকস্য জ্ঞানযোগস্য পরত্বানুক্তেঃ শ্রেষ্ঠত্বানুক্তেশ্চ। তেন চ পুরুষভজনাসম্ভবাদুত্তরশ্লোকে চানুপপত্তেশ্চাসঙ্গতিরেব, তাদৃশশব্দেনোক্তিস্তু ভক্তি-যোগস্য রহস্যত্বব্যঞ্জিকৈব জ্ঞেয়া ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন ক্রমানুসিদ্ধেন'—ক্রমশঃ অনুসিদ্ধ অর্থাৎ পরিপক্কদশা-প্রাপ্ত সেইপ্রকার তপস্যার দ্বারা, 'অমলাশয়ঃ'—তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। 'ধ্বস্তকর্ম্মা'—ধ্বস্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে কর্ম্মবন্ধন যাঁহার, সেই পৃথু মহারাজ, তাঁহার কর্ম্ম-ধ্বংস কিন্তু পূর্ব্বেই ভক্তিমার্গ-বিহিত ভগবন্মন্ত্রাদি আবৃত্তির সহিত প্রাণায়ামের দ্বারাই হইয়াছিল। 'আধ্যাত্মিকং পরম্'—'আত্মনি' অর্থাৎ নিজেতে যাহা অধিকৃত, তাহা আধ্যাত্মিক, এখানে 'বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থে ঠক্' প্রত্যয় হইয়াছে (অর্থাৎ বিনয় প্রভৃতির উত্তর স্বার্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়, যেমন—বিনয় এব বৈনয়িকী ক্রিয়া, সময় এব সাময়িকঃ ইত্যাদি)। 'যৎপাদপঙ্কজ-পলাশ' (৪।২২।৩৯), অর্থাৎ যাঁহার পাদপদ্মদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহের বিহাররূপ ভক্তির স্মৃতিতেই ভক্তজন তাঁহাদের পূর্ব্বগ্রথিত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করেন, ইত্যাদি পদ্যদ্বয়ে উক্ত শুদ্ধভক্তিযোগই এখানে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক যোগ। এইস্থলে অন্যরূপ (নির্ভেদ জ্ঞানপর) ব্যাখ্যা করা হইলে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগের পরত্ব উক্ত হয় নাই এবং শ্রেষ্ঠত্বও বলা হয় নাই। সেইরূপ জ্ঞানযোগের দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজন অসম্ভব বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে (ঐরূপ জ্ঞানপর ব্যাখ্যা) অযৌক্তিক ও অসঙ্গতিই হইবে। তাদৃশ আধ্যাত্মিকাদি শব্দের উক্তি কিন্তু ভক্তিযোগের রহস্যত্ব প্রকাশের নিমিত্তই, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৮-৯ ॥

তথ্য—শ্রীমদ্বীররাঘবাচার্য্য-পাঠ—"ক্রমানুরুদ্ধেন" ॥ ৮ ॥

ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা।
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ (ভগবদারাধকস্য) সাধোঃ শ্রদ্ধয়া সদা যততঃ (সেবমানস্য পৃথোঃ) ভগবতি ব্রহ্মণি অনন্যবিষয়া (অব্যভিচারিণী,) ভক্তিঃ অভবৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ভগবদারাধনা-তৎপর, সজ্জনবর পৃথু ঐরূপ শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বদা ভগবৎসেবার জন্য যত্নশীল থাকায়, অচিরেই তাঁহার পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হইল ॥ ১০ ॥

তস্যানয়া ভগবতঃ পরিকর্ম্মশুদ্ধ-
সত্ত্বাত্মনস্তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্ত্যা।
জ্ঞানং বিরক্তিমদভূন্নিশিতেন যেন
চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোশম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ পরিকর্ম্মশুদ্ধসত্ত্বাত্মনঃ (পরি-কর্ম্মণা পরিচর্য্যয়া শুদ্ধসত্ত্বঃ আত্মা মনঃ যস্য) তস্য (পৃথোঃ) তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্ত্যা (তৎ তস্য ভগবতঃ অনুসংস্মরণেন অনুপূর্ত্তিঃ সম্পূর্ত্তিঃ যস্যাঃ তয়া) অনয়া (ভক্ত্যা) নিশিতেন (তীক্ষ্ণেন) যেন (জ্ঞানেন) সংশয়পদং (সংশয়ানাম্ অসম্ভাবনাদীনাং পদম্ আশ্রয়ং) নিজজীবকোশং (নিজম্ উপাধিং জীবস্য-কোশম্ আবরকং হৃদয়গ্রন্থিং) চিচ্ছেদ ; তৎ বিরক্তি-মৎ (বৈরাগ্যসহিতং) জ্ঞানম্ অভূৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের পরিচর্য্যায় পৃথুর হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছিল, এবং তিনি অনুক্ষণ ভগবচ্ছরণা-গতি দ্বারা ভক্তিরসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার তীব্র ভক্তিযোগ-প্রভাবে তাঁহার সংশয়মূল হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইলে তিনি বৈরাগ্যযুক্ত ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ "হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনু-দ্রুতাঃ ॥" ইতি নারদপঞ্চরাত্রোক্তেস্তস্যানন্যভক্তিমতো-হনাকাঙ্ক্ষতোঽপি স্বতএব স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা তথা অনি-মাদ্যষ্টাদশসিদ্ধয়শ্চ মূর্ত্তিমত্য এবাগত্য বয়ং ভগবতা প্রেষিতাস্তদর্থমেব অস্মানঙ্গীকুর্ব্বিতি বদন্ত্যস্তস্যাভিমুখে প্রাদুরভবন্নিত্যাহ—তস্যেতি দ্বাভ্যাম্। পরিকর্ম্মণা পরিচর্য্যয়া শুদ্ধসত্ত্ব এবাত্মা মনো যস্য তস্য পৃথোরনয়া ভক্ত্যা জ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যাখ্যং বিরক্তিযুক্তমভূৎ স্বতএব

প্রাদুর্বভূব। ভক্ত্যা কীদৃশ্যা ভগবদনুক্ষণস্মরণেনানুপূর্ত্তির্যস্যাস্তয়া। যদ্যপি শুদ্ধভক্তাশ্চাতকা ইব ভক্তেরেব মাধুর্য্যাস্বাদিনঃ, স্বয়ং প্রাপ্তামপি ব্রহ্মবিদ্যাং নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি, তৎকার্য্যভূতো লিঙ্গদেহধ্বংসো ভক্ত্যৈব বিনানুসন্ধানেনাপি ভবেৎ। যদুক্তং—"জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা" ইতি। তদপি যথা কশ্চিৎ জাঠরানলেন জরয়িষ্যমাণস্যাপি নিগীর্ণান্নস্য শীঘ্রপাকার্থং কিমপ্যৌষধং পিবতি, তথৈব পৃথুর্ভগবদ্ধাম্নি সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্ত্যর্থমত্যুৎকণ্ঠঃ কাল-বিলম্বাসহিষ্ণুঃ সোপাধিধ্বংসনার্থং ব্রহ্মজ্ঞানমঙ্গীচকারেত্যাহ—নিশিতেনাতিতীক্ষ্নে যেন জ্ঞানেন নিজজীবকোষং সোপাধিং চিচ্ছেদ। কীদৃশম্?—সংশয়পদং ভক্ত্যা দৃষ্টসাক্ষাদ্ভগবচ্চরণস্য মে জীবকোষো নাস্ত্যস্তি বেতি তদীয়-সন্দেহাস্পদং, বস্তুতস্তস্য জীবকোষো নাস্ত্যেব, কৃষ্ণস্য পূর্ব্বদেহকথাশ্রয়মিতি 'উভাবপি চ ভদ্রং ত উত্তমঃশ্লোকবিগ্রহাবি'ত্যাদ্যুক্তেঃ, পৃথুদেহস্য ভগবদ্বিগ্রহত্বাৎ। তদপি পৃথোস্তস্য যোগেন স্বদেহত্যাগচিকীর্ষা তু ভক্তিমহিম্না স্বস্মিন্ প্রাকৃতত্বমননাৎ, দেহপাতশ্রবণন্তু বহির্ম্মুখমতোৎখাতাভাবার্থং ভগবদবতারাণামিব অন্যেষাং ভগবদ্ভক্তানামিব চ মায়য়ৈব প্রত্যায়িতং, ভগবৎসু শ্রীরামস্য ভক্তেষু শ্রীধ্রুবস্য দেহপাতাভাব এব তেষাং দেহপাতাভাবোপলক্ষণার্থো জ্ঞেয় ইতি তু ভক্তান্ প্রতি সিদ্ধান্তো দর্শিতো জ্ঞেয়ঃ ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর, "হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ", অর্থাৎ মুক্তি প্রভৃতি সকল সিদ্ধি, অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ভোগাদিও হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর দাসীর ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে—ইত্যাদি নারদপঞ্চরাত্রের উক্তি অনুসারে, অনন্যভক্তিমান্ মহারাজ পৃথু আকাঙ্ক্ষা না করিলেও, স্বাভাবিকভাবেই স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা এবং সেইরূপ অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধিসমূহ মূর্ত্তিমতী হইয়াই তাঁহার নিকট আসিয়া, 'আমরা আপনার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিতা, আমাদিগকে অঙ্গীকার করুন'—এইরূপ বলিয়া তাঁহার অভিমুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'পরিকর্ম্ম'—ইত্যাদি, ভগবৎ-পরিচর্য্যার দ্বারা যাঁহার আত্মা বলিতে মন শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছে, সেই মহারাজ পৃথুর, এই ভক্তির দ্বারাই 'জ্ঞানং'—বিরক্তিযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা নামক জ্ঞান স্বতঃই আবির্ভূত হইয়াছিল। কিপ্রকার ভক্তির দ্বারা? তাহাতে বলিতেছেন—'তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্ত্যা', শ্রীভগবানের অনুক্ষণ সম্যক্ স্মরণের দ্বারা অনুপূর্ত্তি (ক্রমবর্দ্ধিতা) যে ভক্তি, তাহার দ্বারা, (অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরিচর্য্যার দ্বারা শুদ্ধমতি মহাভাগ পৃথুর বৈরাগ্য-সম্বলিত জ্ঞান উদিত হইল, সেই জ্ঞান ভগবানের স্মরণে ভক্তিকেই পরিপুষ্ট করিয়াছিল)।

যদিও শুদ্ধ ভক্তগণ চাতকের ন্যায় ভক্তিরই মাধুর্য্য আস্বাদনকারী, স্বয়ং প্রাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যাকেও অঙ্গীকার করেন না, তাহার কার্য্যভূত লিঙ্গদেহের ধ্বংস ভক্তির দ্বারাই অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই হইয়া থাকে, যেমন উক্ত হইয়াছে—"জরয়ত্যাশু যা কোষং"—(৩।২৫।৩০), অর্থাৎ জঠরস্থ অনল, যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ভক্তিও শীঘ্র লিঙ্গশরীরকে দগ্ধ করিয়া দেয়, ইত্যাদি, তথাপি যেমন কোন ব্যক্তি জঠরস্থ অনলের দ্বারা (জরয়িষ্যমাণ) পরে জীর্ণ হইলেও, ভুক্ত অন্নের শীঘ্র পরিপাকের নিমিত্ত কোনও ঔষধ পান করে, সেইরূপই পৃথু ভগবদ্ধামে সাক্ষাৎ সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও কাল-বিলম্বের অসহিষ্ণু হইয়া সোপাধি ধ্বংসের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'নিশিতেন যেন'—অতিতীক্ষ্ণ যে জ্ঞানের দ্বারা (অর্থাৎ যে জ্ঞান ভগবানের স্মরণে পরিপুষ্ট ভক্তির দ্বারা শাণিত (তীক্ষ্ণীকৃত) হইয়াছে, তাহার দ্বারা) 'নিজজীবকোষং'—স্বীয় হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিলেন। কিপ্রকার জীবকোষ? তাহাতে বলিতেছেন—'সংশয়পদং', অসম্ভাবনাদি সংশয়ের আশ্রয়ীভূত, অর্থাৎ ভক্তিতে সাক্ষাৎ ভগবচ্চরণ দৃষ্ট হইলেও আমার জীবকোষ (হৃদয়গ্রন্থি) নাই বা আছে—এই বিষয়ে তাঁহার সন্দেহের আশ্রয় (যে জীবকোষ)। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থিই নাই, 'কৃষ্ণের পূর্ব্বদেহের কথাকে আশ্রয় করিয়া' এবং "উভাবপি চ ভদ্রং তে উত্তমঃশ্লোক-বিগ্রহৌ" (৪।১৯।৩৩), অর্থাৎ আপনার মঙ্গল হউক, ইন্দ্র এবং আপনি (পৃথু) দুইজনই ভগবানের দেহ, ইত্যাদি উক্তিবশতঃ, মহারাজ পৃথুর দেহ ভগবদ্বিগ্রহ-হেতু (তাঁহার জীবকোষ নাই)। তথাপি সেই যোগের দ্বারা স্বীয় দেহত্যাগের ইচ্ছা

কিন্তু ভক্তির মহিমায় নিজেতে প্রাকৃতত্ব বুদ্ধি করিবার জন্যই হইয়াছিল। দেহপাত শ্রবণ কিন্তু বহির্ম্মুখ জনের মতের উৎখাতের অভাবের জন্যই, ভগবদবতার এবং অন্যান্য ভগবদ্ভক্তগণের ন্যায়ই মায়ার দ্বারাই প্রত্যায়িত (দেখান) হইয়াছিল। ভগবৎস্বরূপের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের এবং ভক্তের মধ্যে শ্রীধ্রুবের দেহপাতের অভাবই তাঁহাদের (ভগবদবতারবৃন্দের এবং অন্যান্য ভক্তজনের) দেহপাতের অভাবের উপলক্ষণের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে—ইহার দ্বারা ভক্তজনের প্রতি সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল, ইহা জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

মধ্ব—আবির্ভাবতিরোভাবৌ জ্ঞানস্য জ্ঞানিনোঽপি তু।
অপেক্ষ্যাক্তস্তথা জ্ঞানমুৎপন্নমিতি চোচ্যতে ॥
ইতি তন্ত্রসারে ॥ ১১ ॥

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তৎ তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ছিন্নান্যধীঃ (ছিন্না অন্যধীঃ ভেদবুদ্ধিঃ দেহাত্মবুদ্ধিঃ বা যস্য সঃ) অধিগতাত্মগতিঃ (অধিগতা জ্ঞাতা আত্মনঃ গতিঃ তত্ত্বং যেন সঃ) নিরীহঃ (প্রাপ্তাসু সিদ্ধিষু নিঃস্পৃহঃ সন্) যেন বয়ুনেন (জ্ঞানেন) ইদং (সংশয়প্রদং হৃদয়ম্) অচ্ছিনৎ, তদপি তত্যজে (ত্যক্তবান্, তৎপ্রযত্নাদপ্যুপররাম)। যতিঃ (মুমুক্ষুঃ) যাবৎ গদাগ্রজকথাসু (গদাগ্রজস্য হরেঃ কথাসু) রতিং ন কুর্য্যাৎ, তাবন্ন যোগগতিভিঃ (অণিমাদিসিদ্ধিভিঃ) অপ্রমত্তঃ (অনাসক্তঃ ন ভবতি, অপি তু আসক্তঃ ভবতি ; শ্রীকৃষ্ণকথারতত্বাৎ পৃথোস্ত তাসু লোভঃ ন জাতঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হইলে, তিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেন। তাহাতে তাঁহার অণিমাদি-যোগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিবিষয়ে আর কোন স্পৃহা রহিল না। তখন তিনি পূর্ব্বে যে জ্ঞানদ্বারা স্বীয় হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়াছিলেন, তাহাও পরিহার করিলেন ; কারণ, মুমুক্ষুব্যক্তি যদবধি গদাগ্রজ শ্রীহরিকথায় রতি লাভ না করেন, তদবধি কেবল যোগাদিদ্বারা ইতর বিষয়ে অনাসক্ত হইতে পারেন না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ছিন্না অন্যধীর্দেহাত্মবুদ্ধির্যস্য সঃ। অধিগতাত্মগতিঃ অনুভূতপরমাত্মস্বরূপঃ। নিরীহঃ প্রাপ্তাসু সিদ্ধিষু নিস্পৃহঃ। ননু কথং নিস্পৃহত্বং বিদ্যাঙ্গীকারাদিত্যত আহ—যেন বয়ুনেন জ্ঞানেন ইদং লিঙ্গশরীরং অচ্ছিনচ্চিচ্ছেদ তত্তত্যজে তত্যাজ। তাবৎপ্রয়োজনার্থমেব তদঙ্গীকারাদনন্তরঞ্চ তজ্জ্ঞানং তত্যাজৈবেতি বস্তুতো নিস্পৃহত্বমেবেত্যর্থঃ। অয়মত্রাশয়ঃ—শুদ্ধায়া ভক্তেঃ ফলং দ্বিবিধম্,—অনুসংহিতমননুসংহিতঞ্চ; তত্রানুসংহিতং প্রেমভক্তিরেব, অননুসংহিতং জ্ঞানসিদ্ধ্যাদি। তত্র চ কস্যচিদ্ভক্তস্য স্বতঃপ্রাপ্ত এব তত্র তত্র যদ্যাদিৎসা স্যাত্তদা শুদ্ধায়া ভক্তেঃ সঙ্কোচঃ স্যাৎ। যদুক্তমেকাদশে—"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্" ইতি। কিঞ্চ, তত্তত্যাগসামর্থ্যঞ্চ শুদ্ধভক্ত্যভ্যাসবলেনৈব স্যাদিত্যাহ—তাবদিতি। "তস্য শ্রীকৃষ্ণকথারতত্বান্ন তাসু লোভো জাতঃ" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ছিন্নান্যধীঃ'—ছিন্ন (দূরীকৃত) হইয়াছে 'অন্যধীঃ' বলিতে দেহাত্মবুদ্ধি যাঁহার, তিনি (পৃথু মহারাজ)। 'অধিগতাত্মগতিঃ'—পরমাত্ম-স্বরূপ যিনি অনুভব করিয়াছেন। 'নিরীহঃ'—প্রাপ্ত সিদ্ধিতেও স্পৃহাশূন্য যিনি। যদি বলেন—দেখুন, যোগবিদ্যা অঙ্গীকার করায় তাঁহার কিপ্রকারে নিস্পৃহত্ব সম্ভব? তাহাতে বলিতেছেন—'যেন বয়ুনেন'—যে জ্ঞানের দ্বারা এই লিঙ্গশরীর ছেদন করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই লিঙ্গশরীর শীঘ্র পরিত্যাগের নিমিত্তই, যে যোগজ্ঞান স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার পর (লিঙ্গদেহ বিনাশে) সেই জ্ঞানও পরিত্যাগই করিলেন, ইহা বস্তুতঃ তাঁহার নিস্পৃহত্বই—এই অর্থ। (অর্থাৎ দেহাত্ম-বুদ্ধিশূন্য আত্মজ্ঞানবান্ মহারাজ পৃথু, অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য পাইবার জন্য চেষ্টারহিত হইয়া যে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়াছেন, সেই জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিলেন)।

এখানে এই আশয়—শুদ্ধা ভক্তির ফল দ্বিবিধ, (১) 'অনুসংহিত' (নির্দ্ধারিত) এবং (২) 'অননুসংহিত' (আনুষঙ্গিক)। তন্মধ্যে নির্দ্ধারিত ফল প্রেমভক্তিই, আর আনুষঙ্গিক ফল জ্ঞানসিদ্ধি প্রভৃতি।

তন্মধ্যে কোন ভক্তের স্বতঃপ্রাপ্ত যদি সেই সেই জ্ঞানাদি সিদ্ধি বিষয়ে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তখন শুদ্ধা ভক্তির সঙ্কোচ হইয়া থাকে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্" (১১।১৫।৩৩), অর্থাৎ উত্তম যোগকারী যোগিগণ এই সিদ্ধিসকলকে যোগপথের বিঘ্ন বলিয়া থাকেন, যেহেতু আমাকে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইবার পথে এই সিদ্ধিজাল কালবিলম্বের হেতু। আরও, সেই সমস্ত ত্যাগের সামর্থ্যও শুদ্ধ ভক্তির অভ্যাসের প্রভাবেই হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'তাবৎ ন' ইত্যাদি (অর্থাৎ যতকাল পর্য্যন্ত সাধক শ্রীকৃষ্ণকথায় রতি না করেন, ততকাল পর্য্যন্ত যোগগতির দ্বারা অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না)। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন—"তস্য শ্রীকৃষ্ণকথারতত্বান্ন তাসু লোভো জাতঃ"—অর্থাৎ মহারাজ পৃথুর শ্রীকৃষ্ণকথাতেই রতি থাকায়, সেই সকল সিদ্ধি প্রভৃতিতে কোন লোভ উৎপন্ন হয় নাই ॥ ১২ ॥

মধ্ব—অপরোক্ষতয়া বৃত্তির্জ্ঞানভেদনিরীক্ষণম্।
স্বরূপজ্ঞানসংস্থিত্যা জ্ঞানত্যাগ উদীর্য্যতে।
স্বরূপজ্ঞানতঃ সম্যং রতির্বিষ্ণুকথাসু চ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১২ ॥

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—এবং বীরপ্রবরঃ (বীরেষু প্রবরঃ) সঃ (পৃথুঃ) ব্রহ্মভূতঃ (অচিদ্বৃত্তিরহিতঃ ভগবদনুসন্ধানপরঃ) কালে (দেহত্যাগকালে প্রাপ্তে) দৃঢ়ম্ আত্মানং (মনঃ) আত্মনি (পরমাত্মনি) সংযোজ্য (ভক্তিযোগেন সংনিবেশ্য) স্বং কলেবরং তত্যাজ (বস্তুসিদ্ধিমবাপ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়া, দেহত্যাগ-কালে ভক্তিযোগাবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মা শ্রীভগবানে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তাসু সিদ্ধিষু মধ্যে স্বচ্ছন্দমৃত্যুনাম্নীং সিদ্ধিং স্বয়মুপস্থিতামালক্ষ্য শীঘ্রমেব ভগবৎপার্শ্বং জিগমিষোস্তস্য পৃথোবিদ্যায়া ইব তস্যা অপি যদৈবাঙ্গীচিকীর্ষা অজনিষ্ট, তদৈব তয়া মহাকর্ম্মঠপুরোধসেব দেহত্যাগপ্রকারং শিক্ষয়ত্যা পৃথুঃ স্বেচ্ছয়ৈব সুখেন দেহং ত্যক্তুমারেভে ইত্যাহ—এবমিতি ষড়্ভিঃ। বীরপ্রবর ইতি দেহমেবমধুনৈব ত্যক্ত্বা শুদ্ধচিন্ময়াকারঃ সন্ সম্প্রত্যেব বৈকুণ্ঠং গত্বা ভগবচ্চরণৌ পরিচরাণীতি জাতমহোৎসাহ ইত্যর্থঃ। আত্মানং মনঃ আত্মনি পার্ষদরূপে দেহে, অতএব ব্রহ্মভূতঃ শুদ্ধচিদ্রূপঃ সন্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই সকল সিদ্ধির মধ্যে স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু (স্বেচ্ছামৃত্যু) নামিকা সিদ্ধি নিজেই উপস্থিত দেখিয়া, সত্বরই শ্রীভগবানের পার্শ্বে গমনেচ্ছুক সেই পৃথু মহারাজের যোগবিদ্যার ন্যায় তাহারও (সেই স্বেচ্ছামৃত্যুরও) যখনই অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা জন্মিল, তখনই কর্ম্মকুশল পুরোহিতের ন্যায় দেহত্যাগের প্রকার শিক্ষাদাত্রী সেই সিদ্ধির দ্বারা, স্বেচ্ছায় সুখে তিনি দেহত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন—ইহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকের দ্বারা। 'বীরপ্রবরঃ'—বীরশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ এই দেহ এখনই পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধ চিন্ময়াকার প্রাপ্ত হইয়া, সম্প্রতিই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল পরিচর্য্যা করিব—ইহাতে জাত-মহোৎসাহ (মহান্ উৎসাহ যাঁহার উৎপন্ন হইয়াছে)—এই অর্থ। 'আত্মনং'—মনকে, 'আত্মনি'—আত্মায় অর্থাৎ নিজ পার্ষদরূপ দেহে (যোজনা করতঃ), অতএব 'ব্রহ্মভূতঃ'—ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ শুদ্ধ চিদ্রূপ হইয়া, (নিজের কলেবর পরিত্যাগ করিলেন) ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মণি ভূতঃ ॥ ১৩ ॥

সম্পীড্য পায়ুং পাষ্ণিভ্যাং বায়ুমুৎসারয়ন্ শনৈঃ।
নাভ্যাং কোষ্ঠেষ্ববস্থাপ্য হৃদুরঃকণ্ঠশীর্ষণি ॥ ১৪ ॥
উৎসর্পয়ংস্তু তং মূর্ধ্নি ক্রমেণাবেশ্য নিঃস্পৃহঃ।
বায়ুং বায়ৌ ক্ষিতৌ কায়ং তেজস্তেজস্যযূযুজৎ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(তৎপ্রাণত্যাগপ্রকারমাহ—) পাষ্ণিভ্যাং (গুল্ফাভ্যাং) পায়ুং (গুহ্যং) সম্পীড্য (ইতি মুক্তাসনং সূচিতম্)। বায়ুং (প্রাণং মূলাধারাৎ) শনৈঃ উৎসারয়ন্ (ঊর্ধ্বং নয়ন্) নাভ্যাং (মণিপুরকে

চক্রে) অবস্থাপ্য (ততঃ) হৃদুরঃকণ্ঠশীর্ষণি (হৃদি অনাহতচক্রে ততঃ উরসি কণ্ঠস্য অধোদেশে বিশুদ্ধ-চক্রে ততঃ কণ্ঠে তস্যৈব চক্রস্য অগ্রদেশে ততশ্চ শীর্ষণি ভ্রুবোর্ম্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে অবস্থাপ্য এবং) কোষ্ঠেষু (প্রাণস্থানেষু) অবস্থাপ্য তং (প্রাণম্) উৎসর্পয়ন্ (উর্দ্ধ্বং নয়ন্) ক্রমেণ মূর্দ্ধি (ব্রহ্মরন্ধ্রে) আবেশ্য নিঃস্পৃহঃ (তং) বায়ুং (প্রাণং) বায়ৌ (পঞ্চমহাভূতসমষ্ট্যাত্মকে) অয়ূযুজৎ (একীকৃত-বান্) ; (এবং) কায়ং (পার্থিবং কঠিনং ভাগং) ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাং) তেজঃ (শরীরগতং তেজঃ) তেজসি (অয়ূযুজৎ) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—প্রথমে তিনি পদদ্বয়ের গুল্‌ফের নিম্ন-প্রদেশে (গোড়ালি দ্বারা) গুহ্যদেশ পীড়ন করিয়া মূলাধার হইতে প্রাণবায়ুকে ক্রমে-ক্রমে উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক নাভিদেশে মণিপূরকচক্রে স্থাপন করিলেন ; পরে তথা হইতে হৃদ্দেশে অনাহতচক্রে, তাহা হইতে কণ্ঠের অধোভাগে বিশুদ্ধচক্রে, পরে তদগ্রভাগে এবং তৎপরে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণস্থানে, শেষে তথা হইতে উহাকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ঐ নিঃস্পৃহ পৃথু দেহারম্ভক পঞ্চভূতকে বিভাগ করিয়া দেহস্থ প্রাণ-বায়ুকে বায়ুতে, পার্থিব দেহগত কঠিনভাগকে পৃথিবীতে এবং তেজকে অগ্নিতে লয় করিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দেহত্যাগে ব্যাপারান্ স্বয়ং স্ফুরিতানাহ —সংপীড্যেতি মুক্তাসনং সূচিতম্। "সংপীড্য সীবণীং সূক্ষ্মাং গুল্‌ফেনৈব তু মধ্যতঃ। সব্যে দক্ষিণগুল্‌ফেন মুক্তাসনমিতীরিতম্" ইতি। মূলা-ধারচক্রাদ্বায়ুমুৎসারয়ন্ উর্দ্ধ্বং স্বাধিষ্ঠানচক্রং নয়ন্ নাভ্যাং মণিপূরকচক্রে অবস্থাপ্য ততঃ কোষ্ঠেষ্ববস্থাপ্য অয়ূযুজৎ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কোষ্ঠান্যেবাহ— হৃৎ অনাহতচক্রম্ উরঃ কণ্ঠাধো—বিশুদ্ধিচক্রম্। কণ্ঠস্তস্যৈব চক্রস্যাগ্রদেশঃ, শীর্ষং ভ্রূমধ্যাজ্ঞাচক্রং তস্মিন্। তং বায়ুং উৎসর্পয়ন্। অসূনিতি-পাঠে প্রাণান্। মূর্দ্ধি ব্রহ্মরন্ধ্রম্ আবেশ্য। বায়ুং দেহা-রম্ভকং তং সমষ্টিবায়ৌ অয়ূযুজৎ একীকৃতবান্। এবমন্যান্যপি দেহারম্ভকভূতচতুষ্টয়ানি সমষ্টিভূতেষু বিলাপিতবানিত্যাহ—কায়ং কায়স্থিতা ক্ষিতিঃ ক্ষিতৌ এবং কায়স্থিতং তেজঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহত্যাগ বিষয়ে স্বয়ং স্ফুরিত ব্যাপারসকল বলিতেছেন—'সংপীড্য' ইত্যাদি। ইহাতে 'মুক্তাসন' সূচিত হইয়াছে, যেমন উক্ত হইয়াছে—"সংপীড্য সীবণীং" ইত্যাদি, অর্থাৎ বাম পদের গোড়ালির দ্বারা গুহ্যদেশের একদিক এবং অপর বাম দিক দক্ষিণ গুল্‌ফের (গোড়ালির) দ্বারা গুহ্যদেশ নিপীড়িত করিয়া অবস্থানকে 'মুক্তাসন' বলে। তাহাই বলিতেছেন—তিনি প্রথমে চরণদ্বয়ের পাষ্ণি অর্থাৎ গুল্‌ফের অধোভাগ (গোড়ালি) দ্বারা গুহ্যদ্বার নিপীড়িত করিয়া, মূলাধার চক্র (গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যে অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত স্থান) হইতে ক্রমা-ন্বয়ে বায়ুকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া স্বাধিষ্ঠান চক্রে আনয়ন করিয়া, পরে নাভিস্থানে অর্থাৎ মণিপূরচক্রে স্থাপন করিলেন। তৎপশ্চাৎ কোষ্ঠদেশে অবস্থান করিয়া 'অয়ূযুজৎ' (১৫ শ্লোক)—সংযুক্ত অর্থাৎ একীকৃত করিলেন। কোষ্ঠসকল বলিতেছেন— 'হৃদুরঃকণ্ঠশীর্ষণি'—হৃদয় (অনাহত চক্র), উরঃ (বক্ষঃস্থল) অর্থাৎ কণ্ঠের অধোদেশ (বিশুদ্ধি চক্র)। কণ্ঠ সেই চক্রেরই অগ্রদেশ এবং শীর্ষ অর্থাৎ ভ্রূ-মধ্য-বর্ত্তী স্থান (আজ্ঞাচক্র), সেখানে সেই বায়ুকে লইয়া গেলেন। এখানে 'অসূন্'—এই পাঠে প্রাণসকলকে লইয়া গেলেন, এই অর্থ। 'মূর্দ্ধি'—তারপর সেই বায়ুকে ক্রমে মস্তক অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলনপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া, 'বায়ুং'—দেহারম্ভক পঞ্চভূতকে বিভাগ করিয়া দেহস্থ বায়ুকে বায়ুতেই যুক্ত করিলেন। এই প্রকারে অন্যান্য দেহারম্ভক ভূত-চতুষ্টয়কে সমষ্টি-ভূতে বিলোপ করিলেন। ইহা বলিতেছেন—'কায়ং' —শরীরস্থিতা ক্ষিতি ক্ষিতিতে, এইরূপ কায়স্থিত তেজঃ তেজে সংযোজিত করিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

মধ্ব—অস্যেদং কারণমিতি জ্ঞানমেব বিলাপনং সমাধিকালে বিজ্ঞেয়ং দেহাদের্দর্শনাৎ পুনঃ ইতি চ ॥ ১৫-১৭ ॥

খান্যাকাশে দ্রবং তোয়ে যথাস্থানং বিভাগশঃ।
ক্ষিতিমম্ভসি তৎ তেজস্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্ ॥১৬॥

ইন্দ্রিয়েষু মনস্তানি তন্মাত্রেষু যথোদ্ভবম্ ।
ভূতাদিনামূন্যুৎক্ষিপ্য মহত্যাত্মনি সন্দধে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—খানি (ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি) আকাশে, দ্রবং (শরীরগতং জলাংশং) তোয়ে (এবং) যথাস্থানং (যথাযোগ্যং) বিভাগশঃ (পৃথক্ পৃথক্ অযূযুজৎ) ক্ষিতিম্ অম্ভসি (জলে) তৎ (অম্ভঃ) তেজসি, অদঃ (তেজঃ) বায়ৌ, অমুং (বায়ুং) নভসি (অযূযুজৎ), মনঃ ইন্দ্রিয়েষু (অযূযুজৎ মনঃ ইতি দেবানামপি উপলক্ষণম্) । তানি (ইন্দ্রিয়াণি) যথোদ্ভবম্ (উদ্ভবমনতিক্রম্য) তন্মাত্রেষু (শব্দাদিবিষয়েষু) (অযূযুজৎ ন বিকল্পকজ্ঞানে মনসঃ ইন্দ্রিয়াধীনতয়া ইন্দ্রিয়ৈরাকর্ষণাত্তেষু বিলয়ভাবনং ন তু কার্য্যত্বাৎ । এবং ইন্দ্রিয়াদীনাং বিষয়াধীনত্বাৎ বিষয়েষু লয়ঃ সঙ্গতঃ এব । নভোগুণশ্চ শব্দঃ শ্রোত্রগাহ্যঃ, অতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ ইন্দ্রিয়েষু নভঃ বিলপিতম্ ।) (তানি ইন্দ্রিয়াণি যথোদ্ভবং (উদ্ভবঃ অত্র বৃত্তিলাভঃ সঃ চ বিষয়াধীনঃ ইতি শ্রোত্রাদীনাং বিষয়েষু লয়ঃ ইতি স্বামিপাদাঃ) ভূতাদিনা (অহঙ্কারেণ) অমূনি উৎক্ষিপ্য (সংযোজ্য তৎ চ অহঙ্কারং) মহত্যাত্মনি (মহত্তত্ত্বে) সন্দধে (যাজিতবান্) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি ইন্দ্রিয়গণকে আকাশে এবং শরীরগত জলাংশকে জলে ইহাদের যথাযোগ্য বিভাগানুসারে সংযোজিত করিলেন; তৎপরে তিনি ঐ মহাভূতগণের উৎপত্তি-ক্রমানুসারে পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে এবং বায়ুকে আকাশে লয় করিয়া, মনকে ইন্দ্রিয়গ্রামে ও ইন্দ্রিয়াদিকে উহাদের উৎপত্তিস্থল তন্মাত্রে যোজনা করিলেন। শেষে তন্মাত্রকে অহঙ্কারে এবং সেই অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে যোজিত করিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—খানি কায়স্থিত-ছিদ্রাণি, দ্রবং কায়স্থিতং জলং, তদেবং দেহং প্রবিলাপ্য অদ্বিতীয়াত্মপ্রতিপত্ত্যর্থং মহাভূতানামপি লয়ং ভাবয়ামাসেত্যাহ—ক্ষিতিমম্ভসীত্যাদি। তৎ অম্ভঃ অদস্তেজঃ অমুং রায়ুম্। তদেবং তামসাহঙ্কারকার্য্যস্যাকাশপর্য্যন্তং লয়মুক্ত্বা সাত্ত্বিক-রাজসাহঙ্কারকার্য্যাণাং লয়মাহ—ইন্দ্রিয়েষ্বিতি। মন ইতি দেবানামপ্যুপলক্ষণম্। মনঃ দেবতাশ্চ ইন্দ্রিয়েষু সন্দধে বিলাপয়ামাস। তানীন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু শব্দাদিষ্বিতি, মনস ইন্দ্রিয়াধীনত্বাৎ ইন্দ্রিয়েষু লয়ঃ। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ বিষয়াধীনত্বাৎ বিষয়েষু লয়ঃ সঙ্গত এব। যদুক্তং—"ইন্দ্রিয়ৈবিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ" ইতি। যথোদ্ভবমিতি পরত্রৈবান্বেতি, ন তু পূর্ব্বত্র। ততশ্চ যথোদ্ভবং যথাস্যাত্তথা। মনসো দেবতানাং চেন্দ্রিয়েষু লয়স্তু তানি বিনা মন আদয়ঃ স্বরূপং ন প্রাপ্নুবন্তি। তত্তদ্‌গ্রাহ্যরূপোঽপি মাত্রালম্ভনত্বাদিতি ভাবনাময়ো জ্ঞেয়ঃ। অমূনি তন্মাত্রাণি ভূতাদিনা অহঙ্কারেণ উৎক্ষিপ্য তত্রৈব ভূতাদাবেব উৎকর্ষেণ ক্ষিপ্ত্বা প্রবিলাপ্যেত্যর্থঃ। তং ভূতাদিঞ্চ মহত্যাত্মনি মহত্তত্ত্বে, ইন্দ্রিয়েষু নভ ইতি পাঠে যথাস্থানমিত্যস্যানুবৃত্তেঃ সর্ব্বত্রাধারাধেয়-ভাবেনৈব লয়ো জ্ঞেয়ঃ। তথাহি ক্ষিতিরম্ভসি তিষ্ঠতি, অম্ভস্তেজসি তিষ্ঠতীত্যেবং পূর্ব্ব-পূর্ব্বেষামাধেয়ানাং পর-পরত্রাধারে লয়ঃ। নভশ্চ ইন্দ্রিয়েষু তিষ্ঠতীতি তস্য তেষু লয়ঃ। মনসোঽপীন্দ্রিয়ত্বাদিন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি বিষয়োন্মুখত্বাদ্বিষয়েষু তিষ্ঠন্তীতি ইন্দ্রিয়াণাং তন্মাত্রেষু লয়ঃ; ততশ্চ তন্মাত্রাণাং যথোদ্ভবমিত্যনেন পূর্ব্বানুবৃত্তেন যথাস্থানমিত্যনেনাপ্যন্বয়ঃ সম্ভবতি ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খানি'—দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ছিদ্রকে আকাশে এবং 'দ্রবং'—শরীরের জলীয় অংশ জলে সংযোজিত করিলেন। এই প্রকারে দেহের বিলয় করিয়া অদ্বিতীয় আত্মাকে পাইবার নিমিত্ত মহাভূতসকলেরও লয় চিন্তা করিলেন—ইহা বলিতেছেন, 'ক্ষিতিম্ অম্ভসি', ইত্যাদি, অর্থাৎ ক্ষিতিকে জলে, ঐ জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে এবং ঐ বায়ুকে আকাশে (উদ্ভব-ক্রমানুসারে মিশাইয়া দিলেন)। এইরূপে তামস অহঙ্কার-কার্য্যের আকাশ পর্য্যন্ত লয় বলিয়া, সাত্ত্বিক ও রাজস অহঙ্কারকার্য্যের লয় বলিতেছেন—'ইন্দ্রিয়েষু' ইতি। মন ইন্দ্রিয়সকলে সংযোজিত করিলেন, মন ইহা দেবগণের উপলক্ষণ, অর্থাৎ মন এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাসকলকে ইন্দ্রিয়সকলে সংযোজন করিলেন। সেই ইন্দ্রিয়সকলকে শব্দাদি তন্মাত্রসকলে যুক্ত করিলেন। মন ইন্দ্রিয়ের অধীন বলিয়া ইন্দ্রিয়সকলে লয় বলা হইল এবং ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের অধীন বলিয়া, তাহাদের বিষয়ে লয় সঙ্গতই। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈঃ" (৪।২২।৩০), অর্থাৎ যে সকল

পুরুষ সর্ব্বদা বিষয়কেই ধ্যান করে, তাহাদের ইন্দ্রিয় সেই বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইত্যাদি। 'যথোদ্ভবম্'—উদ্ভব-ক্রম অনুসারে, ইহা পরের সহিতই অন্বয় হইবে, কিন্তু পূর্ব্বের সহিত নহে, অতএব যথোদ্ভব বলিতে তাহাদের উৎপত্তি যেরূপে হয় সেইরূপে (অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে তাহাদের উৎপত্তিক্রমে অপঞ্চীকৃত পঞ্চতন্মাত্রে বিলয় করিলেন)। কিন্তু মন ও দেবতাসকলের ইন্দ্রিয়সকলে লয়, সেই ইন্দ্রিয়-সকল ব্যতীত মন প্রভৃতি স্বরূপ লাভ করিতে পারে না। সেই সেই গ্রাহ্যরূপ হইলেও মাত্রাকে অবলম্বন করিয়া থাকে—ইহা ভাবনাময় জানিতে হইবে। 'অমূনি'—তন্মাত্রসকল, 'ভূতাদিনা'—কারণভূত তামস অহঙ্কারের সহিত, 'উৎক্ষিপ্য'—সেই ভূতাদিতেই উৎকর্ষরূপে ক্ষেপণ করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইল—এই অর্থ। সেই ভূতাদি 'মহত্যাত্মনি'—মহত্তত্ত্বে যোজনা করিলেন। এখানে 'ইন্দ্রিয়েষু নভঃ'—এইরূপ পাঠে 'যথাস্থানং'—ইহার অনুবৃত্তি-হেতু সর্ব্বত্র আধার ও আধেয়-ভাবেই লয় বুঝিতে হইবে। যেমন—ক্ষিতি জলে থাকে, জল তেজে থাকে—এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আধেয়সকলের পর পর আধারে লয়। আকাশ ইন্দ্রিয়সকলে থাকে, এইজন্য আকাশের ইন্দ্রিয়সমূহে লয়। মনও ইন্দ্রিয় বলিয়া সকল ইন্দ্রিয়ই বিষয়োন্মুখত্ব-হেতু বিষয়েই থাকে—এইজন্য ইন্দ্রিয়সকলের তন্মাত্রসকলে লয় বলা হইল। তারপর তন্মাত্র-সকলের যথোদ্ভব (উৎপত্তিক্রমে), এইরূপে পূর্ব্বানুবৃত্তের দ্বারা 'যথাস্থানং'—ইহার সহিত অন্বয় সম্ভব ॥ ১৬-১৭ ॥

তথ্য—মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৩৪৭ অঃ ১৩-১৬ দ্রষ্টব্য ॥ ১৬-১৭ ॥

———

তং সর্ব্বগুণবিন্যাসং জীবে মায়াময়ে ন্যধাৎ।
তং চানুশয়মাত্মস্থমসাবনুশয়ী পুমান্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যেণ স্বরূপস্থোঽজহাৎ প্রভুঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বগুণবিন্যাসং (সর্ব্বেষাং গুণানাং কার্য্যাণাং বিন্যাসঃ স্থিতিঃ যস্মিন্ তং সর্ব্বগুণশালিনং) তং (মহান্তং) মায়াময়ে (মায়োপাধিপ্রধানে) জীবে (জীবোপাধৌ লিঙ্গশরীরে) ন্যধাৎ। তং চ অনুশয়ম্ (উপাধিং লিঙ্গশরীরম্) অসৌ অনুশয়ী (পূর্ব্বং লিঙ্গশরীরাভিমানী) প্রভুঃ (চিত্তনিগ্রহসমর্থঃ) পুমান্ (পৃথুঃ) জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যেণ (জ্ঞানবৈরাগ্যয়োঃ বীর্য্যেণ প্রভাবেণ) স্বরূপস্থঃ (সন্) (তম্) আত্মস্থং (স্বসম্বন্ধিতয়া স্থিতম্ অনুশয়ং লিঙ্গশরীরম্ অজহাৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সর্ব্বগুণাধার ঐ স্বরূপ সেই মহত্তত্ত্বকে অব্যক্ত-প্রধানে এবং প্রধানকে জীবোপাধি—লিঙ্গশরীরে ন্যস্ত করিলেন। পৃথু পূর্ব্বে লিঙ্গশরীরাভিমানী জীব ছিলেন, তিনিই এখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য-প্রভাবে ভগবৎপার্ষদ-দেহ লাভ করিয়া সেই লিঙ্গ-শরীরকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষাং গুণানাং বিন্যাসঃ স্থিতির্যত্র তং মায়াময়ে জীবে জীবোপাধৌ মায়ায়ামিত্যর্থঃ। "স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ" ইত্যাদিষু জীবোপাধাবপি জীবশব্দপ্রয়োগ-দর্শনাৎ। তঞ্চানুশয়মুপাধিং যঃ পূর্ব্বমনুশয়ী পুমান্ জীবঃ। অসৌ পৃথুর্জ্ঞানবৈরাগ্য-রূপায়া বিদ্যাশক্তের্বীর্য্যেণ প্রভাবেণ স্বস্য রূপে ভগবদ্ভক্তিলব্ধে পার্ষদদেহে স্থিতঃ সন্নজহাৎ। প্রভুঃ ত্যাগে পরমসমর্থঃ। পূর্ব্বে "চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোষম্" ইতি যৎকোষচ্ছেদনমুক্তং, তদেতৎ-প্রকারকমেব পুনঃ স্থূলদেহত্যাগসময়ে পিষ্টপেষণন্যায়েন তথা চক্রে ইতি। ততশ্চ ভগবৎপ্রেষিতং বিমানমারুহ্য বৈকুণ্ঠং জগামেত্যগ্রিমবাক্যে ব্যক্তং ভাবি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বগুণ-বিন্যাসং'—সকল গুণের বিন্যাস অর্থাৎ স্থিতি যেখানে, অর্থাৎ সর্ব্ব-গুণাশ্রয় সেই মহত্তত্ত্বকে, 'মায়াময়ে জীবে'—মায়াময় জীবে বলিতে জীবের উপাধি মায়াতে (যোজনা করিলেন)—এই অর্থ। "স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ"—অর্থাৎ যাহা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়, তাহা জীব, ইত্যাদি স্থলে জীবের উপাধিতেও জীব-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'তং চ অনুশয়ং'—সেই অনুশয় অর্থাৎ উপাধি (লিঙ্গশরীর), যাহা পূর্ব্বে 'অনুশয়ী পুমান্'—(অনুশয় বলিতে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম, তদ্‌যুক্ত, অর্থাৎ). উপাধিবিশিষ্ট জীব। সেই পৃথু (যিনি পূর্ব্বে মায়োপাধিক জীবাভিমানী ছিলেন), তিনি এক্ষণে 'জ্ঞান-বৈরাগ্য-বীর্য্যেণ'—জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ বিদ্যাশক্তির প্রভাবে, 'স্বরূপস্থঃ'—নিজের স্বরূপে, অর্থাৎ ভগ-

বস্তক্তির দ্বারা লব্ধ নিজ পার্ষদদেহে অবস্থিত হইয়া, 'অজহাৎ'—সেই জীবাবস্থাকেও পরিত্যাগ করিলেন। 'প্রভুঃ'—ত্যাগে যিনি পরম সমর্থ। পূর্ব্বে "চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোষং" (১১ শ্লোক), অর্থাৎ সংশয়ের আশ্রয়ীভূত স্বীয় হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিলেন —ইহাতে যে হৃদয়গ্রন্থি ছেদনের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকারেই পুনরায় স্থূলদেহ ত্যাগের সময়ে পিষ্ট-পেষণ ন্যায়ে সেইরূপই করিলেন। তারপর তিনি ভগবৎ-প্রেরিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন—ইহা পরবর্ত্তী বাক্যানুসারে ব্যক্ত হইবে ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—মায়েতি প্রকৃতিশ্চেতি মায়া জীবশ্চ কথ্যতে।
শেতে নু কেশবং যস্মাত্তস্মাদনুশয়োঽপি চ।
এতৈস্তু নামভির্বাচ্যা শ্রীবিষ্ণোরনপায়িনী।
তয়ৈবানুশয়ী জীবস্তয়া বদ্ধো যতঃ সদা।
পুরুষঃ শয়নাৎ পূর্ষু তথাঽহানাদহং স্মৃতঃ॥
অপ্রাকৃত-তনুত্বাচ্চ স্বরূপং হরিরুচ্যতে।
নিত্যচিদ্দর্শনান্নিত্যং ব্রহ্মপূর্ণত্বতঃ সদা॥
ইতি ভাগবত-তন্ত্রে ॥ ১৮ ॥

অর্চ্চির্নাম মহারাজ্ঞী তৎপত্ন্যনুগতা বনম্।
সুকুমার্য্যতদর্হা চ যৎ পদ্ভ্যাং স্পর্শনং ভুবঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ পদ্ভ্যাং ভুবঃ স্পর্শনম্ অতদর্হা (তৎ অপি ন অর্হতীতি অতদর্হা) সুকুমারী অর্চ্চিঃ নাম মহারাজ্ঞী (মহতী চ অসৌ রাজ্ঞী চ মহারাজ্ঞী) তৎপত্নী (তস্য পৃথোঃ পত্নী) বনং অনুগতা (পৃথুনা সহ বনম্ অনুজগাম) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পৃথুর পত্নী যাঁহার পদদ্বয় কখন ভূমি স্পর্শও করে নাই, সেই মহারাজ্ঞী সুকুমারী অর্চ্চি পদব্রজে বনে স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বনপ্রবেশমারভ্য রাজ্ঞ্যাঃ কথামাহ—অর্চ্চির্নামেতি চতুর্ভিঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বনপ্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্ঞী অর্চ্চির কথা বলিতেছেন—'অর্চ্চির্নাম মহারাজ্ঞী'—মহারাজ পৃথুর পত্নী অর্চ্চি, ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে ॥ ১৯ ॥

অতীব ভর্ত্তুর্ব্রতধর্ম্মনিষ্ঠয়া
শুশ্রূষয়া চার্ষদেহযাত্রয়া।
নাবিন্দতার্ত্তিং পরিকর্শিতাপি সা
প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্তুঃ ব্রতধর্ম্মনিষ্ঠয়া (ব্রতং যদ্ভূমিশয়নাদি, তস্মিন্ ধর্ম্মে যা নিষ্ঠা তয়া) শুশ্রূষয়া (ভর্ত্তুঃ সেবয়া) চ আর্ষদেহযাত্রয়া (ঋষীণাম্ ইয়ম্ আর্ষী দেহযাত্রা কন্দমূলাদিবৃত্তিঃ তয়া চ) অতীব পরিকর্শিতা অপি (কৃশীকৃতা অপি) সা (অর্চ্চিঃ) প্রেয়স্কর-স্পর্শন-মান-নির্বৃতিঃ (প্রেয়সঃ পত্যুঃ করেণ যৎ স্পর্শনং মানশ্চ সৎকারঃ তাভ্যাং নির্বৃতিঃ পরমানন্দঃ যস্যাঃ তথাভূতা সতী) আর্ত্তিং (দুঃখং) ন অবিন্দত (ন প্রাপ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—স্বীয় পতির ভূমি-শয্যাদি কঠোর ব্রত-ধর্ম্মে তাঁহারও অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনিও স্বামি-সেবা ও ঋষিদিগের ন্যায় কঠোরভাবে দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহপ্রভৃতিদ্বারা কৃশা হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়তমের করস্পর্শন ও মধুরসম্ভাষণ জনিত আনন্দে তাঁহার কোনও প্রকার ক্লেশানুভূতি হইত না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রতং ভূমিশয়নাদি ধর্ম্মঃ, শ্রবণকীর্ত্তনাদিঃ। আর্ষদেহযাত্রা কন্দমূলাদিবৃত্তিঃ তয়া। প্রেয়সঃ কর্ম্মভূতস্য যৎসেবায়াং করেণ স্পর্শনং মানঃ পূজনঞ্চ তাভ্যামেব নির্বৃতির্যস্যাঃ সা ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভর্ত্তুর্ব্রত-ধর্ম্মনিষ্ঠয়া'—অর্থাৎ ভর্ত্তার যে ভূমি-শয়নাদি ব্রত, তাহাতে অতিশয় নিষ্ঠার দ্বারা, 'ব্রত'—বলিতে ভূমিতে শয়নাদি, 'ধর্ম্ম'—বলিতে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি। 'আর্ষদেহযাত্রয়া'—ঋষিগণের যে দেহযাত্রা, অর্থাৎ কন্দমূলাদি সেবনরূপ শরীর ধারণের বৃত্তি, তাহার দ্বারা। 'প্রেয়স্করস্পর্শন-মান-নির্বৃতিঃ'—প্রিয়তম পৃথু কর্ত্তৃক যে সেবাতে করের দ্বারা স্পর্শ ও মান বলিতে আদর ছিল, তাহার দ্বারা নির্বৃতি (সন্তোষ) যাঁহার (অর্থাৎ তাঁহার আদর-

প্রাপ্তিতেই দুঃখ অনুভব করিতেন না যিনি), সেই অর্চ্চি ॥ ২০ ॥

দেহং বিপন্নাখিলচেতনাদিকং
পত্যুঃ পৃথিব্যা দয়িতস্য চাত্মনঃ ।
আলক্ষ্য কিঞ্চিচ্চ বিলপ্য সা সতী
চিতামথারোপয়দদ্রিসানুনি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বিপন্নাখিলচেতনাদিকং (বিপন্নং নষ্টম্ অখিলং চেতনাদিকং যস্মিন্ তথাভূতং বিগত-জীবিতং) পৃথিব্যাঃ পত্যুঃ (পালকস্য) চ আত্মনঃ (স্বস্য চ) দয়িতস্য (প্রিয়স্য পত্যুঃ পৃথোঃ) দেহম্ আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কিঞ্চিদ্বিলপ্য (তদ্বিয়োগাদিনা কিঞ্চিৎ রোদনং কৃত্বা) অথ সা সতী (অর্চ্চিঃ) অদ্রিসানুনি (তদনুগমনার্থং পর্ব্বতপ্রদেশ-বিশেষে) চিতাং (বিধায়) আরোপয়ৎ (পৃথুদেহং সমারোপয়ৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—পতিপরায়ণা অর্চ্চি যখন দেখিলেন, পৃথিবীর পতি এবং আপনারও অতিপ্রিয়তম ভর্ত্তার দেহে সমুদয় চেতনক্রিয়া বিলুপ্ত হইল, তখন তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিলাপ করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে এক চিতা রচনা করিলেন এবং তদুপরি স্বামীর কলেবর স্থাপন করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনঃ স্বস্য পত্যুঃ পৃথোঃ, দয়া সংজাতা অস্যেতি দয়িতস্তস্য। পৃথিব্যাং দুহিতৃভাবাৎ তস্যাং তস্য দয়ৈবেত্যর্থঃ। কিঞ্চিচ্চ বিলপ্যেতি তৎ-কালোচিতক্রিয়াব্যগ্রত্বাৎ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনঃ দয়িতস্য পত্যুঃ'—নিজের প্রিয়তম পতি পৃথুর। 'দয়িতস্য'—দয়া যাঁহার উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পৃথুর। 'পৃথিব্যাঃ দয়িতস্য'—পৃথিবীর প্রতি দুহিতৃভাবহেতু, তাহার প্রতি তাঁহার দয়াই—এই অর্থ। 'কিঞ্চিৎ চ বিলপ্য' —কিয়ৎকাল বিলাপ করতঃ, ইহা তৎকালোচিত ক্রিয়ার ব্যগ্রতাবশতঃ উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ তাঁহাকে একাকীই স্বামীর দেহ সৎকারাদির সমুদায় ব্যবস্থা করিতে হওয়ায়, তাঁহার বিলাপ করিবার অধিককাল অবসরও ছিল না।) ॥ ২১ ॥

বিধায় কৃত্যং হ্রদিনীজলাপ্লুতা
দত্ত্বোদকং ভর্ত্তুরুদারকর্ম্মণঃ ।
নত্বা দিবিস্থাংস্ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য
বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্ত্তৃপাদম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ— কৃত্যং বিধায় (অন্যচ্চ তৎকালোচিতং কৃত্যং কৃত্বা) হ্রদিনীজলাপ্লুতা (হ্রদিন্যাঃ জলে আপ্লুতা স্নাতা সতী) উদারকর্ম্মণঃ (উদারং সর্ব্বোপকারকং পৃথিবীদোহনাদি কর্ম্ম যস্য তস্য) ভর্ত্তুঃ (স্বভর্ত্তুঃ পৃথোঃ) উদকং দত্ত্বা দিবিস্থান্ (দিবি অন্তরীক্ষে স্থিতান্) ত্রিদশান্ (দেবান্ পৃথুদর্শনায় আগতান্) নত্বা ত্রিঃ পরীত্য (ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য) ভর্ত্তৃপাদং (পৃথোঃ পাদযুগ্মং) ধ্যায়তী বহ্নিং বিবেশ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পরে তৎকালোচিত অন্যান্য কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সরসী-জলে স্নান করিয়া উদারকীর্ত্তি পতিকে উদক্ দান করিলেন এবং অন্তরীক্ষবাসী দেবতাগণকে প্রণামপূর্ব্বক স্বামীর পদযুগল চিন্তা করিতে করিতে তিনবার চিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চিতানলে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—দিবি স্থিতান্ স্বর্গাদাগত্য পৃথুং দিদৃক্ষূংস্তস্যা দৃগ্‌গোচর এবান্তরীক্ষে স্থিতান্, বহ্নিং ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিবিস্থান্'—পৃথুকে দেখিবার জন্য স্বর্গ হইতে আসিয়া, রাজ্ঞীর দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াই অন্তরীক্ষে অবস্থিত দেবগণকে, (প্রণাম করতঃ) তিনবার (চিতার) অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক (স্বামীর পাদযুগল ধ্যান করিতে করিতে অর্চ্চি ঐ চিতানলে প্রবেশ করিলেন।) ॥ ২২ ॥

বিলোক্যানুগতাং সাধ্বীং পৃথুং বীরবরং পতিম্ ।
তুষ্টুবুর্বরদা দেবৈর্দেবপত্ন্যঃ সহস্রশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—বীরবরং পৃথুং পতিং (স্বপতিম্) অনুগতাং সাধ্বীং বিলোক্য দেবৈঃ (সহিতাঃ বর্ত্তমানাঃ) বরদাঃ (বরদান-সমর্থাঃ) সহস্রশঃ দেবপত্ন্যং তুষ্টুবুঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সেই সাধ্বীকে স্বীয় বীরশ্রেষ্ঠ পতির অনুগতা দেখিয়া বরদান-সমর্থ সহস্র সহস্র দেবতা এবং দেবপত্নী পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ২৩ ॥

কুর্ব্বত্যঃ কুসুমাসারং তস্মিন্ মন্দরসানুনি।
নদৎস্বমরতূর্য্যেষু গৃহন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(মঙ্গলার্থম্) অমরতূর্য্যেষু নদৎসু (সৎসু) তস্মিন্ মন্দরসানুনি কুসুমাসারং (পুষ্পবৃষ্টিং) কুর্ব্বত্যঃ (দেবপত্ন্যঃ) পরস্পরং গৃণন্তি স্ম (অভাষন্ত)॥ ২৪॥

অনুবাদ—দেবপত্নীগণ ঐ মন্দর-পর্ব্বতের সানুদেশে স্বর্গীয় দুন্দুভিনিনাদসহ পুষ্প বৃষ্টি করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—গৃণন্তি স্ম উচুঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃণন্তি স্ম'—(আকাশস্থ দেবপত্নীগণ পরস্পর) বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

———

শ্রীদেব্য উচুঃ—
অহো ইয়ং বধূর্ধন্যা যা চৈবং ভূভুজাং পতিম্।
সর্ব্বাত্মনা পতিং ভেজে যজ্ঞেশং শ্রীর্বধূরিব ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেব্যঃ উচুঃ—ইয়ং বধূঃ (অর্চ্চিঃ) অহো (অতিশয়েন) ধন্যা (কৃতার্থা)। যা চ এবং যজ্ঞেশং (হরিং) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) বধূঃ ইব ভূভুজাং (রাজ্ঞাং) পতিং পালকং পতিং (পৃথুং) সর্ব্বাত্মনা ভেজে (অসেবত)॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—"অহো, এই বধূ অর্চ্চি অতীব ধন্যা, যেহেতু যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রিয়তমা লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় পতি রাজাধিরাজ পৃথুকে সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—অনপেক্ষো গুণৈঃ পূর্ণো ধন্য ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ২৫ ॥

———

সৈষা নূনং ব্রজত্যূর্ধ্বমনু বৈণ্যং পতিং সতী।
পশ্যতাস্মানতীত্যার্চ্চির্দুর্বিভাব্যেন কর্ম্মণা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সা এষা সতী (পতিব্রতা) অর্চ্চিঃ দুর্ব্বিভাব্যেন (অচিন্ত্যেন, অসতীনাম্ কর্ত্তুমশক্যেন) কর্ম্মণা (স্বকর্ম্মণা) পতিং বৈণ্যং (পৃথুম্) অনু (তেন সহ) অস্মান্ (দেবান্ দেবীঃ অপি) অতীত্য উর্দ্ধ্বং (বৈকুণ্ঠং) নূনং (নিশ্চয়েন) ব্রজতি (তৎ যূয়ং) পশ্যত ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আহা, দেখ দেখ, ঐ পতিব্রতা অর্চ্চি (অসতীগণের) দুর্ব্বিভাব্য স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া স্বীয় পতি বেণনন্দন পৃথুর অনুগমনে আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া কেমন বৈকুণ্ঠাভিমুখে চলিয়াছেন! ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—এষেত্যঙ্গুল্যা দর্শয়তি—উর্ধ্বমিত্যধঃ কিং চিতাগ্নিং পশ্যথেতি ভাবঃ। নূনমিতি বিতর্কে; যেয়ং বিমানস্থা কাচিৎ বিদ্যোতিনী দৃশ্যতে, সৈষা অর্চ্চিরেব ভবেদিত্যর্থঃ। অনুবৈণ্যমিত্যগ্রে বিমানস্থঃ বৈণ্যং তৎ পশ্চাদর্চ্চিষমপি বিমানে পশ্যতেত্যর্থঃ। অস্মানতীত্যেতি বয়ং দেবতা ভূত্বাপ্যস্যাঃ পাদতলবর্ত্তিন্যোঽভূমেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষা'—এই, ইহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন—'উর্দ্ধ্বম্'—ঐ উর্দ্ধ্বদিকে অবলোকন কর, নিম্নে চিতানল কি দেখিতেছ?—এই ভাব। 'নূনম্'—ইহা বিতর্কে, ঐ যে বিমনস্থা কোনও বিদ্যোতিনী (দ্যূতমানা রমণী) দৃশ্য হইতেছেন, মনে হয় তিনি অর্চ্চিই হইবেন—এই অর্থ। 'অনুবৈণ্যং'—অগ্রে বিমানস্থ বেণপুত্র পৃথু, তাহার পশ্চাৎ অর্চ্চিকেও বিমানে দেখ—এই অর্থ। 'অস্মান্ অতীত্য'—আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ইহাতে আমরা দেবতা হইয়াও ইঁহার পাদতলবর্ত্তিনী হইলাম—এই ভাব ॥ ২৬ ॥

———

তেষাং দুরাপং কিন্ত্বন্যন্মর্ত্ত্যানাং ভগবৎপদম্।
ভুবি লোলায়ুষো যে বৈ নৈষ্কর্ম্ম্যং সাধয়ন্ত্যুত ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভুবি যে (মনুষ্যাঃ) লোলায়ুষঃ বৈ (লোলং চঞ্চলং আয়ুঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ অপি) ভগবৎপদং (ভগবান্ পদ্যতে গম্যতে অনেন তৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং (জ্ঞানং) সাধয়ন্তি। তেষাং মর্ত্ত্যানাম্ অন্যৎ (দেবাদিপদং) উত কিমু দুরাপং (দুর্ল্লভং নৈব কিঞ্চিদিত্যর্থঃ)॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—(অথবা ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,) ভূমণ্ডলে মনুষ্যের জীবন অতিশয় চঞ্চল হইলেও যে জ্ঞানদ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, মনুষ্য যদি পৃথিবীতে সেই জ্ঞান সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কি আর দেবাদি-পদ দুর্লভ হয়? ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত, হন্ত, ঈদৃশ্য এব মানুষ্যো বয়মপি ভূয়াস্ম যদি ভাগ্যং স্যাদিত্যাহুস্তেষামিতি। কিম্ উ অন্যৎ পারমেষ্ঠ্যাদিকং, যে বৈ নিশ্চিতমেতে পৃথ্বর্চ্চিঃ-প্রভৃতয়ঃ, ভগবতঃ পদং ধাম বৈকুণ্ঠং নৈষ্কর্ম্ম্যরূপম্ ।। ২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! যদি ভাগ্য থাকিত, তাহা হইলে আমরাও এইপ্রকার মানুষই হইতাম, ইহা বলিতেছেন—'তেষাং' ইত্যাদির দ্বারা। 'কিম্ উ'—(দেবাদিপদ দূরে থাকুক,) অন্য পার-মেষ্ঠ্যাদি পদও কি তাঁহাদের দুর্ল্লভ হইত? 'যে বৈ'—নিশ্চিতই এই সকল পৃথু, অর্চ্চি প্রভৃতি, যাঁহারা 'ভগবৎপদম্ নৈষ্কর্ম্ম্যং'—নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠ (লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই মানবগণের আর কি অপ্রাপ্য আছে?) ।। ২৭ ।।

স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি।
লব্ধ্বাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিষজ্জতে ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—(যঃ জন্মান্তরে) মহতা কৃচ্ছ্রেণ (তপশ্চর্য্যাদিকষ্টেন অস্মিন্ জন্মনি) আপবর্গ্যং (বিমুক্তিসাধনং) ভুবি মানুষ্যং (মনুষ্যজন্ম) লব্ধ্বা (অপি) বিষয়েষু বিষজ্জতে (আসক্তঃ ভবতি), সঃ বত (নিশ্চয়মেব) আত্মধ্রুক্ (আত্মনে এব দ্রুহ্যতি অতঃ) বঞ্চিতঃ ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—জন্মজন্মান্তরে বহু কৃচ্ছ্রসাধনফলে এই পৃথিবীতে অপবর্গের দ্বারস্বরূপ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি অনিত্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন, তিনি নিশ্চয়ই আত্মদ্রোহী অতএব বঞ্চিত (তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই) ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—অভক্তং শোচন্তি—স বঞ্চিত ইতি ।।২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অভক্ত জনের প্রতি অনু-শোচনা করিতেছেন—'সঃ বঞ্চিতঃ' ইতি ।। ২৮ ।।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
স্তুবতীষ্বমরস্ত্রীষু পতিলোকং গতা বধূঃ।
যং বা আত্মবিদাং ধুর্য্যো বৈণ্যঃ প্রাপাচ্যুতাশ্রয়ঃ ।।২৯।।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—অমরস্ত্রীষু স্তুবতীষু (সতীষু) যং বৈ (লোকম্) আত্মবিদাং (জ্ঞানিনাং) ধুর্য্যঃ (মুখ্যঃ) অচ্যুতাশ্রয়ঃ (ভগবদ্ভক্তঃ) বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) প্রাপ, (তমেব) পতিলোকং বধূঃ (অর্চ্চিঃ) অপি গতা ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—অমরপত্নীগণ এই প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন; এদিকে পৃথুপত্নী অর্চ্চিও আত্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত পৃথু যে লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—ননু কিং সহমরণ-পুণ্যলভ্যং পতি-লোকম্?—নহি, নহি; যং লোকং বৈ নিশ্চিতং বৈণ্যঃ প্রাপ। আত্মবিদাং ধুর্য্য ইতি ন তস্য প্রাকৃতঃ পতিলোকঃ প্রাপ্ত্যর্হ ইতি ভাবঃ। অচ্যুতাশ্রয় ইতি নাপি সাযুজ্যং লভ্যং—"ন কাময়ে নাথ" ইত্যাদি-তদীয়প্রার্থনা-বিরোধাৎ। অতঃ শ্রীস্বামিচরণৈরেত-দধ্যায়ার্থ উক্তঃ; যথা,—"ত্রয়োবিংশে সভার্য্যস্য বনে নিত্যসমাধিতঃ। বিমানমধিরুহ্যাথ বৈকুণ্ঠগতিরীর্য্য-তে ।।" ইতি, ভক্তভিন্নেষ্বেব পতিলোকস্য বলীয়স্ত্বং জ্ঞেয়ম ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, দেখুন—সেই অর্চ্চি কি সহমরণের পুণ্যলভ্য পতিলোকে গমন করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—না, না, 'যং বৈ বৈণ্যঃ প্রাপ'—যে লোক নিশ্চিত বেণনন্দন পৃথু লাভ করিয়াছেন। 'আত্মবিদাং ধুর্য্যঃ'—আত্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ (ভগবৎপাদপদ্মাশ্রিত মহারাজ পৃথু যে পুণ্য-লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই লোকে পৃথুপত্নী অর্চ্চি গমন করিলেন), ইহা বলায় তাঁহার কখনও প্রাকৃত পতিলোক প্রাপ্তির যোগ্য নয়—এই ভাব। 'অচ্যুতা-শ্রয়ঃ'—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত পরম ভাগবত, ইহা বলায়, তাঁহার কখন সাযুজ্য লভ্য নহে, যেহেতু 'ন কাময়ে নাথ' (৪।২০।২৪), অর্থাৎ যেখানে মহ-ত্তম ভাগবতগণের হৃদয়মধ্য হইতে মুখদ্বারে বিনির্গত আপনার পাদপদ্ম-সুধা পাইবার আশা নাই, সেই মোক্ষপদও আমি কামনা করি না—ইত্যাদি তদীয় প্রার্থনা বিরোধই হইবে। অতএব শ্রীল শ্রীধর স্বামি-পাদ এই অধ্যায়ের এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিয়াছেন—"ত্রয়োবিংশে সভার্য্যস্য" ইত্যাদি, অর্থাৎ এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে সভার্য্য মহারাজ পৃথুর বনে

গমনপূর্ব্বক নিত্য সমাধির (ভগবদারাধনারূপ একাগ্রতার) দ্বারা বিমানে আরোহণ করতঃ বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। অভক্তজনেরই প্রাকৃত পতি-লোকের প্রাপ্তির বলবত্তা জানিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

ইত্থম্ভূতানুভাবোহসৌ পৃথুঃ স ভগবত্তমঃ।
কীর্ত্তিতং তস্য চরিতমুদ্দাম-চরিতস্য তে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অসৌ ভগবত্তমঃ (অতিশয়ৈশ্বর্য্য-বান্) পৃথুঃ ইত্থম্ভূতানুভাবঃ (ইত্থম্ভূতঃ অলৌকিকঃ অনুভাবঃ যস্য তাদৃশঃ আসীৎ)। উদ্দামচরিতস্য (উদ্দামং শ্রেষ্ঠং চরিতং যস্য) তস্য (পৃথোঃ) চরিতং তে (তুভ্যং ময়া) কীর্ত্তিতম্ (আখ্যাতম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—(হে বিদুর,) এই প্রকার অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন মহাভাগবত উদার চরিত পৃথুর চরিত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৩০ ॥

য ইদং সুমহৎ পুণ্যং শ্রদ্ধয়াবহিতঃ পঠেৎ।
শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স পৃথোঃ পদবীমিয়াৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অবহিতঃ (সন্) ইদং সুমহৎ পুণ্যং চ (পৃথ্বাখ্যানং) শ্রদ্ধয়া পঠেৎ, (অন্যান্) শ্রাবয়েৎ, (স্বয়ং) বা শৃণুয়াৎ, সঃ (অপি) পৃথোঃ পদবীং (স্থানম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যিনি অবহিতচিত্তে ও শ্রদ্ধাসহকারে পৃথুর এই পরম পবিত্র চরিত্র স্বয়ং পাঠ করিবেন বা অপরকে শ্রবণ করাইবেন, কিংবা স্বয়ং শ্রবণ করি-বেন, তিনি পৃথুর গতিই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চস্বী রাজন্যো জগতীপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঠন্ বিট্পতিঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সত্তমতামিয়াৎ ॥৩২

অন্বয়ঃ—ব্রাহ্মণঃ (এতৎ পঠন্) ব্রহ্মবর্চ্চস্বী স্যাৎ (ব্রহ্মণা অধ্যয়নাদিনা বর্চ্চস্বী তেজস্বী স্যাৎ); রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ এতৎ প্রপঠন্) জগতীপতিঃ (রাজা স্যাৎ); বৈশ্যঃ (এতৎ) পঠন্ বিট্পতিঃ (বিশাং পশ্বাদীনাং বৈশ্যাদীনাং বা পতিঃ) স্যাৎ; শূদ্রঃ (শৃণ্বন্) সত্তমতাং (সাধুশ্রেষ্ঠপদবীম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই চরিত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-তেজ, ক্ষত্রিয় জগতের আধিপত্য, বৈশ্য পশ্বাদির অথবা বৈশ্যাদির প্রতিপালকত্ব এবং শূদ্র উহা শ্রবণ করিয়া স্বজাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বিশাং পশ্বাদীনাং বৈশ্যানাং বা পতিঃ স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিট্পতিঃ'—বৈশ্য ইহা পাঠ করিয়া পশু প্রভৃতির অথবা বৈশ্যগণের পালকত্ব লাভ করিবেন ॥ ৩২ ॥

ত্রিঃ কৃত্ব ইদমাকর্ণ্য নরো নার্য্যথবাদৃতা।
অপ্রজঃ সুপ্রজতমো নির্দ্ধনো ধনবত্তমঃ।
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—নরঃ (শ্রদ্ধাবান্ সন্) অথবা নারী আদৃতা (শ্রদ্ধাবতী সতী) ইদম্ (আখ্যানং) ত্রিঃ কৃত্বঃ (ত্রীন্ বারান্) আকর্ণ্য অপ্রজঃ (পুত্রাদিরহিতঃ) সুপ্রজতমঃ (ভবতি, সৎপুত্রং লভতে), নির্দ্ধনঃ ধন-বত্তমঃ (ধনিশ্রেষ্ঠঃ ভবতি), অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ (ন স্পষ্টা ন প্রসৃতা কীর্ত্তিঃ যশঃ যস্য সঃ) সুযশাঃ (ভবতি), মূর্খঃ পণ্ডিতঃ ভবতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—এই আখ্যান বারত্রয় শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে পুত্রহীন নর বা নারী সৎপুত্র লাভ করি-বেন; নির্দ্ধন ধনিশ্রেষ্ঠ, যশোহীন বিপুল কীর্ত্তিশালী এবং মূর্খ পণ্ডিত হইবেন ॥ ৩৩ ॥

ইদং স্বস্ত্যয়নং পুংসামমঙ্গল্য-নিবারণম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং কলিমলাপহম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইদম্ (আখ্যানং) পুংসাং স্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলকরম্), অমঙ্গল্যনিবারণম্ (অমঙ্গল্যস্য দুঃখাদেঃ নিবর্ত্তকং), ধন্যং (ধনপ্রাপকম্) এবং যশস্যম্, আয়ুষ্যং স্বর্গ্যং কলিমলাপহং (কলেঃ মলান্ অপহন্তি, তাদৃশং চ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই আখ্যান—পুরুষের মঙ্গলস্বরূপ, অমঙ্গলনিবর্ত্তক, ধনপ্রাপক, যশ আয়ুবর্দ্ধক এবং কলিদোষ-নাশক ॥ ৩৪ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্যক্ সিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ।
শ্রদ্ধয়ৈতদনুশ্রাব্যং চতুর্ণাং কারণং পরম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্যক্ সিদ্ধিম্ অভীপ্সুভিঃ (জনৈঃ) শ্রদ্ধয়া চতুর্ণাং (ধর্ম্মাদীনাং) পরং (শ্রেষ্ঠং) কারণম্ এতৎ অনুশ্রাব্যম্ (অনুদিনম্ অন্যস্মাৎ শ্রাব্যং শ্রোতব্যং পঠিতব্যম্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সম্যক্ সিদ্ধি কামনা করেন, তিনি উহার মূলকারণস্বরূপ এই পৃথু-চরিত্র শ্রদ্ধাসহকারে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবেন ॥ ৩৫ ॥

বিজয়াভিমুখো রাজা শ্রুত্বৈতদভিযাতি যান্ ।
বলিং তস্মৈ হরন্ত্যগ্রে রাজানঃ পৃথবে যথা ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিজয়াভিমুখঃ রাজা এতৎ (আখ্যানং) শ্রুত্বা যান্ (দেশান্) অভিযাতি, রাজানঃ (তদ্দেশীয়াঃ নৃপাঃ) পৃথবে যথা বলিং (পূর্ব্বং নিবেদিতবন্তঃ, তথা) তস্মৈ অগ্রে (বলিং) হরন্তি (নিবেদয়ন্তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এই চরিত্র শ্রবণ করিয়া যে রাজা জয়লাভের উদ্দেশে যে দেশে গমন করিবেন, সেই দেশের অধিপতি পূর্ব্বে পৃথু-মহারাজকে যেরূপ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজাকে তদ্রূপ উপহার উৎসর্গ করিবেন ॥ ৩৬ ॥

মুক্তান্যসঙ্গো ভগবত্যমলাং ভক্তিমুদ্বহন্ ।
বৈণ্যস্য চরিতং পুণ্যং শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েৎ পঠেৎ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—মুক্তান্যসঙ্গঃ (ত্যক্তফলাভিসন্ধিঃ সন্) ভগবতি অমলাং ভক্তিম্ উদ্বহন্ বৈণ্যস্য পুণ্যং চরিতং শৃণুয়াৎ, শ্রাবয়েৎ, পঠেচ্চ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অসৎসঙ্গ বা ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া এবং ভগবানে বিমল-ভক্তিযুক্ত হইয়া বেণনন্দন পৃথুর এই পুণ্যচরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অমলাং শুদ্ধাং ভক্তিম্ উদ্বহন্ উদ্বোঢ়ুম্ মুক্তান্যসঙ্গঃ ত্যক্তান্যফল এব শৃণুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমলাং ভক্তিং উদ্বহন্'—শ্রীভগবানে শুদ্ধা ভক্তি স্থাপন করিতে হইলে কিন্তু, 'মুক্তান্যসঙ্গঃ'—সমস্ত বিষয়াসক্তি অর্থাৎ অন্য ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়াই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৭

বৈচিত্রবীর্য্যাভিহিতং মহন্মাহাত্ম্যসূচকম্ ।
অস্মিন্ কৃতমতির্মর্ত্ত্যঃ পার্থবীং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৈচিত্রবীর্য্য, (বিদুর,) মহন্মাহাত্ম্যসূচকং (মহতঃ ভাগবতস্য মাহাত্ম্যস্য সূচকম্ ইদং পৃথোঃ চরিতং ময়া) অভিহিতং (কীর্ত্তিতম্) ; অস্মিন্ কৃতমতিঃ মর্ত্ত্যঃ পার্থবীং (পৃথুসম্বন্ধিনীং) গতিম্ আপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে বিচিত্রবীর্য্যাত্মজ বিদুর, আমি তোমার নিকট ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্যসূচক এই যে পৃথুচরিত কীর্ত্তন করিলাম, ইহাতে যে মানব মতি স্থির করিবেন, তিনি পৃথুসম্বন্ধিনী গতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে বিচিত্রবীর্য্যস্য পুত্র, মহতাং মাহাত্ম্যস্য সূচকং পৃথূপাখ্যানমিদমভিহিতম্ । পার্থবীং পৃথুসম্বন্ধিনীম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈচিত্রবীর্য্য'—হে বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র (বিদুর)! 'মহন্মাহাত্ম্য-সূচকম্'—(মহৎ শ্রীভগবানের, অথবা) মহাত্মগণের মাহাত্ম্যের সূচক এই পৃথুচরিত্র তোমার নিকট আমি কীর্ত্তন করিলাম। 'পার্থবীং গতিম্'—পৃথুসম্বন্ধিনী অর্থাৎ পৃথুর ন্যায় গতি লাভ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্
পৃথুচরিতং প্রথয়ন্ বিমুক্তসঙ্গঃ ।
ভগবতি ভবসিন্ধুপোতপাদে
স চ নিপুণাং লভতে রতিং মনুষ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(যঃ) মনুষ্যঃ বিমুক্তসঙ্গঃ (বিমুক্তফলাভিসন্ধিঃ সন্) অনুদিনং (নিত্যম্) আদরেণ

ইদং পৃথুচরিতং শৃণ্বন্ প্রথয়ন্ (শ্রাবণেন বিস্তারয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ চ ভবতি) সঃ ভবসিন্ধুপোতপাদে (ভবসিন্ধৌ সংসারসাগরোত্তরণার্থং পোতঃ নৌঃ পাদঃ যস্য তস্মিন) ভগবতি নিপুণাং (সংসারনিবর্ত্তনে দক্ষ্যাং) রতিং (প্রীতিং) লভতে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—(হে বিদুর,) যে ব্যক্তি ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য এই পৃথুচরিত শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি এই সংসার সাগরোত্তরণে তরণীস্বরূপ শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রগাঢ়-রতিবিশিষ্ট হন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োবিংশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২৩ ॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

বিজিতাশ্বোঽধিরাজাসীৎ পৃথুপুত্রঃ পৃথুশ্রবাঃ।
যবীয়োভ্যোঽদদাৎ কাষ্ঠা ভ্রাতৃভ্যো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পৃথুর প্রপৌত্র প্রাচীনবর্হিঃ হইতে প্রচেতোগণের উৎপত্তি ও তাঁহাদিগের প্রতি রুদ্রগীত বর্ণিত হইয়াছে।

পৃথুর পুত্র 'বিজিতাশ্ব' ইন্দ্রের নিকট অন্তর্ধান-বিদ্যা লাভ করিয়া 'অন্তর্ধান' নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি 'শিখণ্ডিনী'-নাম্নী নিজ-পত্নীর গর্ভে 'পাবক', 'পবমান' ও 'শুচি'—এই তিনটী পুত্র এবং 'নভস্বতী'-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে 'হবির্ধান'-নামক একটী পুত্র উৎপাদন করেন। হবির্ধানপত্নী হবির্ধানী 'বর্হিষৎ', 'গয়', 'শুক্ল', 'কৃষ্ণ', 'সত্য', 'নিজব্রত'—এই ছয়টী পুত্র প্রসব করেন। বর্হিষৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতলকে প্রাচীনাগ্র কুশদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া "প্রাচীনবর্হিঃ" নামে বিখ্যাত হইলেন। প্রাচীনবর্হি 'শতদ্রুতি'-নাম্নী পত্নীর গর্ভে যে দশটী পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহারাই 'প্রচেতা' নামে বিখ্যাত। প্রচেতোগণ শিবোপদেশে দশসহস্র বৎসর ভগবানের তপস্যা করেন। বিদুর-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মৈত্রেয়মুনি প্রচেতোগণ রুদ্রের নিকট হইতে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবপ্রবর রুদ্র প্রচেতোগণকে বলিলেন যে, ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তগণই তাঁহার একমাত্র প্রিয়; স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ শতজন্মে ব্রহ্মত্ব ও তৎপরে বিষ্ণুভক্ত রুদ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কিন্তু ভক্তগণ সদ্যসদ্যই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। পরে রুদ্র ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া কহিলেন যে, শ্রীবিষ্ণুই ভগবান্; তিনিই সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি দত্তাত্রেয়াদি অবতার দ্বারা তত্তদধিকারিব্যক্তিগণের জন্য কুণ্ঠধর্ম্ম এবং তাঁহার স্বয়ং অধোক্ষজ-ভগবৎস্বরূপের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবপ্রবর রুদ্র শুদ্ধভক্তগণের প্রিয় শ্রীবিষ্ণুর সচ্চিদানন্দরূপ-দর্শনে প্রার্থনা করেন। শম্ভু ভগবৎসঙ্গিগণের সঙ্গ পাইলে মর্ত্ত্যলোকের সুখ ত' দূরের কথা, স্বর্গাদি সুখ, এমন কি, মোক্ষ-বাঞ্ছাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি ভগবানের নিকট হইতে ভাগবতগণের সঙ্গলাভরূপ

অনুগ্রহই প্রার্থনা করেন। এইরূপ বহুবিধ বাক্যে শ্রীরুদ্র বিষ্ণুর গুণাবলী বর্ণন করিয়া তাঁহার স্তব সমাপ্ত করিলেন এবং প্রচেতোগণকে ভক্তিসহকারে সেই স্তোত্র কীর্ত্তন করিয়া হরির আরাধনা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। এই স্তোত্ররত্নটী—অশেষ-কল্যাণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—পৃথুশ্রবাঃ (মহাযশাঃ) পৃথুপুত্রঃ বিজিতাশ্বঃ অধিরাজঃ (সম্রাট্) আসীৎ (সন্ধিস্ত আর্ষঃ)। ভ্রাতৃবৎসলঃ (সঃ চ) যবীয়োভ্যঃ (কনিষ্ঠেভ্যঃ) ভ্রাতৃভ্যঃ কাষ্ঠাঃ (দিশঃ) অদদাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—পৃথু বৈকুণ্ঠে গমন করিলে তাঁহার পুত্র মহাযশা বিজিতাশ্ব পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন। তিনি বিশেষ ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন সুতরাং তাঁহার চারি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি চারিটী দিক্ দান করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পৃথোঃ প্রপৌত্রাৎ প্রাচীনবর্হিষো যে প্রচেতসঃ।
চতুর্বিংশে রুদ্রগীতং ত আপুরিতি কীর্ত্ত্যতে ॥
অধিরাজা অধিরাজঃ। যবীয়োভ্যঃ স্বকনিষ্ঠেভ্যঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্বিংশ অধ্যায়ে পৃথুর প্রপৌত্র প্রাচীনবর্হির যে প্রচেতস নামক পুত্রগণ, তাঁহারা রুদ্রগীত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'অধিরাজা'—সম্রাট্, (ইহা আর্ষ-প্রযোগ, সমাসান্ত অকার হইয়া 'অধিরাজঃ' হইবে)। 'যবীয়োভ্যঃ' —নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে (বিজিতাশ্ব চারিটি দিক্ প্রদান করিলেন) ॥ ১ ॥

হর্য্যক্ষায়াদিশৎ প্রাচীং ধূম্রকেশায় দক্ষিণাম্।
প্রতীচীং বৃকসংজ্ঞায় তুর্য্যাং দ্রবিণসে বিভুঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (সঃ) হর্য্যক্ষায় প্রাচীং (পূর্ব্বাং দিশম্) ধূম্রকেশায় দক্ষিণাং (দিশং) বৃকসংজ্ঞায় (বৃকায়) প্রতীচীং (দিশং) দ্রবিণসে তুর্য্যাং (চতুর্থীম্ উত্তরাং দিশম্) অদিশৎ (দদৌ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তিনি হর্য্যক্ষকে পূর্ব্ব, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ, বৃককে পশ্চিম এবং দ্রবিণকে উত্তর দিক্ প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥

অন্তর্দ্ধানগতিং শক্রাল্লব্ধ্বান্তর্দ্ধান-সংজ্ঞিতঃ।
অপত্যত্রয়মাধত্ত শিখণ্ডিন্যাং সুসম্মতম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(বিজিতাশ্বঃ এব পৃথোঃ অশ্বমেধে অশ্ববিজয়াবসরে) শক্রাৎ (ইন্দ্রাৎ) অন্তর্দ্ধানগতিং (তিরোধানসামর্থ্যং) লব্ধ্বা অন্তর্দ্ধান-সংজ্ঞিতঃ (জাতঃ)। (সঃ) শিখণ্ডিন্যাং (স্বভার্য্যায়াং) সুসম্মতং (সর্ব্বৈরাদৃতম্ আত্মসম্মতং বা) অপত্যত্রয়ম্ আধত্ত ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পৃথুনন্দন বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান-বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া "অন্তর্দ্ধান" নাম লাভ করেন। তিনি 'শিখণ্ডিনী'-নামক ভার্য্যার গর্ভে আত্মতুল্য তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—লব্ধ্বা পিতুরশ্বমেধীয়াশ্ববিজয়াবসরে ইত্যর্থঃ। অন্তর্দ্ধান-নামা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লব্ধ্বা'—পৃথুপুত্র বিজিতাশ্ব পিতার অশ্বমেধীয় অশ্ব বিজয়ের কালে (ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান-বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া), 'অন্তর্দ্ধান-সংজ্ঞিতঃ'—'অন্তর্দ্ধান' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা।
বশিষ্ঠশাপাদুৎপন্না পুনর্যোগগতিং গতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পাবকঃ পবমানঃ শুচিশ্চ ইতি অগ্নয়ঃ পুরা বশিষ্ঠশাপাৎ (বশিষ্ঠস্য শাপাৎ) উৎপন্নাঃ (বিজিতাশ্বপুত্র ত্বেন জাতাঃ) পুনঃ যোগগতিং (যোগমার্গেণ গতিং মুক্তিম্ অগ্নিত্বং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদিগের নাম—'পাবক', 'পবমান' ও 'শুচি'; এই তিন জন পূর্ব্বজন্মে তিনটী অগ্নি ছিলেন, এবং বশিষ্ঠ-ঋষির শাপে বিজিতাশ্বের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু যোগবলে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যোগগতিমগ্নিত্বম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগগতিম্'—অগ্নিত্ব লাভ করেন ॥ ৪ ॥

অন্তর্দ্ধানো নভস্বত্যাং হবির্দ্ধানমবিন্দত।
য ইন্দ্রমশ্বহর্ত্তারং বিদ্বানপি ন জঘ্নিবান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ইন্দ্রম্ অশ্বহর্ত্তারং বিদ্বানপি (জানন্ অপি) ন জঘ্নিবান্ (ন হতবান্ সঃ) অন্তর্দ্ধানঃ (বিজিতাশ্বঃ) নভস্বত্যাং (নাম অন্যস্যাং ভার্য্যায়াং) হবির্দ্ধানং (নাম পুত্রম্) অবিন্দত (লব্ধবান্) ॥৫॥

অনুবাদ—অন্তর্দ্ধানের আর একটী মহিষী ছিলেন,—তাঁহার নাম 'নভস্বতী'। এই মহিষীর গর্ভে তিনি 'হবির্দ্ধান' নামে একটী পুত্র উৎপাদন করেন। অন্তর্দ্ধান বিজিতাশ্ব ইন্দ্রকে পিতৃযজ্ঞাশ্বাপহারক জানিয়াও তাঁহাকে বিনাশ করেন নাই বলিয়া ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অন্তর্দ্ধান-বিদ্যা দান করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নভস্বত্যামন্যস্যাং ভার্য্যায়াং, যোঽন্তর্দ্ধানঃ, বিদ্বানপি ন জঘ্নিবানিতি শক্রাদন্তর্দ্ধান-গতিলাভে কারণম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নভস্বত্যাং,—মহারাজ অন্তর্দ্ধান (বিজিতাশ্ব), নভস্বতী নাম্নী অন্য এক ভার্য্যার গর্ভে ('হবির্ধান' নামক একটি পুত্র উৎপন্ন করেন)। 'যঃ'—যে অন্তর্দ্ধান, ইন্দ্রকে পিতৃযজ্ঞীয় অশ্বের অশ্বহর্ত্তা জানিয়াও বধ করেন নাই, ইহাই ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান বিদ্যা লাভের কারণ ॥ ৫ ॥

রাজ্ঞাং বৃত্তিং করাদান-দণ্ড-শুল্কাদি-দারুণাম্।
মন্যমানো দীর্ঘসত্র-ব্যাজেন বিসসর্জ্জ হ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ চ অন্তর্দ্ধানঃ) রাজ্ঞাং বৃত্তিং (জীবিকাং) করাদানদণ্ডশুল্কাদিদারুণাং (করাদানাদিভিঃ দারুণাং পরপীড়াত্মিকাং) মন্যমানঃ দীর্ঘসত্র-ব্যাজেন (তাং) বিসসর্জ্জ হ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—"কর ও শুল্কগ্রহণ এবং দণ্ডবিধান—ইহাই রাজবৃত্তি; কিন্তু এ সকল—নিদারুণ পরপীড়াদায়ক" এইরূপ বিবেচনা করিয়া অন্তর্দ্ধান দীর্ঘকালব্যাপী একটী যজ্ঞের ব্যপদেশে তাঁহার সঞ্চিত বিত্ত ব্যয় করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যোঽন্তর্দ্ধানো রাজ্ঞাং বৃত্তিং বিসসর্জ্জ; কুতঃ? করদানাদিভির্দারুণাং মন্যমানঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজ্ঞাং বৃত্তিং'—যে অন্তর্দ্ধান রাজগণের বৃত্তি (কর আদায়, দণ্ডবিধান, শুল্কগ্রহণ প্রভৃতি) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিজন্য? ইহাতে বলিতেছেন—'দারুণাং মন্যমানঃ'—কর আদায় প্রভৃতি কার্য্য নিদারুণ পীড়াদায়ক মনে করিয়া ॥ ৬ ॥

তত্রাপি হংসং পুরুষং পরমাত্মানমাত্মদৃক্।
যজংস্তল্লোকতামাপ কুশলেন সমাধিনা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্রাপি (সত্রে অপি) আত্মদৃক্ (সঃ বিজিতাশ্বঃ) হংসং (হন্তি স্বানাং ভক্তানাং ক্লেশম্ ইতি তং) পুরুষং পরমাত্মানং যজন্ কুশলেন (পুণ্যেন) সমাধিনা তল্লোকতাং (তৎ তস্য লোকঃ এব লোকঃ যস্য তদ্ভাবং ভগবল্লোকম্) আপ (প্রাপ্তবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আত্মদর্শী অন্তর্দ্ধান সেই যজ্ঞে ভক্তগণের ক্লেশাপহারী পুরুষোত্তমকে অর্চ্চনা করিয়া পুণ্যরূপ সমাধিযোগ ভগবল্লোক প্রাপ্ত হইলেন ॥৭॥

বিশ্বনাথ—তত্রাপি দীর্ঘসত্রেঽপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি হংসাবতারং যজন্ তস্য লোক এব লোকো বাসস্থানং যস্য, মৃগেক্ষণেতিবৎ সমাসঃ তস্য ভাবস্তত্তা তাম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাপি'—(আত্মদর্শী বিজিতাশ্ব) সেই দীর্ঘসত্রেও, কর্ম্ম করিয়াও, 'হংসং পুরুষং যজন্'—পরমপুরুষ হংসাবতার শ্রীহরির সেবা করতঃ, 'তল্লোকতাম্'—তাঁহার লোকই লোক অর্থাৎ বাসস্থান যাঁহার, তাহা অর্থাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন। 'তল্লোকতাং'—পদের ব্যাকরণগত সমাধান বলিতেছেন—ইহা 'মৃগেক্ষণ' (মৃগের ঈক্ষণই ঈক্ষণ যাহার)—এইরূপ সমাস হইবে, তল্লোকের ভাব এই অর্থে তদ্ধিত তা প্রত্যয় হইয়া দ্বিতীয়ার একবচন হইয়াছে ॥ ৭ ॥

হবির্দ্ধানাদ্ধবির্দ্ধানী বিদুরাসূত ষট্ সুতান্।
বর্হিষদং গয়ং শুক্লং কৃষ্ণং সত্যং জিতব্রতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদুর, হবির্দ্ধানাৎ (স্বপত্যুঃ-সকাশাৎ) হবির্দ্ধানী (তৎপত্নী) বর্হিষদং গয়ং শুক্লং কৃষ্ণং সত্যং জিতব্রতম্ (ইতি) ষট্ সুতান্ (পুত্রান্) অসূত (প্রসূতবতী) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, হবির্দ্ধানের মহিষী হবির্দ্ধানী স্বামি-সহযোগে ছয়টী পুত্র প্রসব করিলেন। তাহা-দিগের নাম—'বর্হিষৎ', 'গয়', 'শুক্ল', 'কৃষ্ণ', 'সত্য ও 'জিতব্রত' ॥ ৮ ॥

বর্হিষৎ সুমহাভাগো হাবির্দ্ধানিঃ প্রজাপতিঃ।
ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাতো যোগেষু চ কুরূদ্বহ ॥ ৯ ॥
যস্যেদং দেবযজনমনুযজ্ঞং বিতন্বতঃ।
প্রাচীনাগ্রৈঃ কুশৈরাসীদাস্তৃতং বসুধাতলম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (বিদুর,) হাবির্দ্ধানিঃ (হবির্দ্ধানস্য পুত্রঃ) সুমহাভাগঃ প্রজাপতিঃ বর্হিষৎ ক্রিয়া কাণ্ডেষু (যজ্ঞাদিষু) যোগেষু (প্রাণায়ামাদিষু চ) নিষ্ণাতঃ (কুশলঃ অভূৎ), দেবযজনং (যজ্ঞবাটং যজ্ঞস্থানম্) অনুযজ্ঞং বিতন্বতঃ (যত্র একঃ যজ্ঞঃ কৃতঃ অনু তৎসমীপে এব যজ্ঞান্তরং কুর্ব্বতঃ সতঃ) যস্য (বর্হিষদঃ) ইদং বসুধাতলং প্রাচীনাগ্রৈঃ কুশৈঃ আস্তৃতম্ (আচ্ছাদিতম্) আসীৎ (অতএব প্রাচীন-বর্হিঃ ইতি তসৌ উচ্যতে) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর, এই ছয়জনের মধ্যে বর্হিষৎ অসাধারণ ভাগ্যবান্ ছিলেন। তিনি ক্রিয়াকাণ্ডে ও যোগে বিশেষরূপে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি যেস্থানে একটী যজ্ঞ করিতেন, তাহার অতি নিকটেই আর একটী যজ্ঞ বিস্তার করিয়া বসুন্ধরাকে ক্রমে যজ্ঞবেদীময় করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার পূর্ব্বাগ্র-কুশদ্বারা ধরণীতল আচ্ছাদিত হইয়াছিল; এই জন্যই লোকে তাঁহাকে 'প্রাচীনবর্হিঃ' নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—যস্যেদং বসুধাতলং কুশৈরাস্তৃত-মাচ্ছাদিতমাসীদিতি। পৃথিব্যাং তাদৃশং স্থলং নাসীদ্যত্র তেন যজ্ঞঃ কৃতো নাসীদিত্যতএব স প্রাচীনবর্হিরিত্যুচ্যত ইতি ভাবঃ। তত্রাপ্যনুযজ্ঞং প্রতিযজ্ঞমেবং দেবানাং সর্ব্বেষামেব যজনং বিতন্বতঃ বিস্তার্য্য মুখ্যকল্পেনৈব কুর্ব্বতঃ ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য ইদং বসুধাতলম্'—(হবির্ধানের পুত্র বর্হিষদ্, যাঁহার যজ্ঞসমূহের) কুশের দ্বারা এই বসুধাতল আচ্ছাদিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে এমন স্থল ছিল না, যেখানে তিনি যজ্ঞ করেন নাই। (বসুধাতলকে যজ্ঞবেদিময় ও প্রাচী-নাগ্র অর্থাৎ পূর্ব্বাগ্র কুশাগ্র দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া-ছিলেন,) এই নিমিত্ত তিনি 'প্রাচীনবর্হি'—এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহাতেও 'অনুযজ্ঞং'—প্রতিযজ্ঞেই এই প্রকারে সমস্ত দেবগণের যজন করায়, মুখ্যকল্পেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

সামুদ্রীং দেবদেবোক্তামুপযেমে শতদ্রুতিম্।
যাং বীক্ষ্য চারুসর্ব্বাঙ্গীং কিশোরীং সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাম্।
পরিক্রমন্তীমুদ্বাহে চকমেঽগ্নিঃ শুকীমিব ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ বর্হিষৎ) সামুদ্রীং (সমুদ্র কন্যাং) দেবদেবোক্তাং (দেবদেবেন ব্রহ্মণা উপদিষ্টাং) শতদ্রুতিম্ উপযেমে (পত্নীরূপেণ স্বীকৃতবান্)। চারুসর্ব্বাঙ্গীং (চারূণি মনোহরাণি সর্ব্বাণি অঙ্গানি যস্যাঃ তাং) কিশোরীং (বালাং) সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাং পরিক্র-মন্তীম্ (অগ্নিপ্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্তীং) যাং শতদ্রুতিং বীক্ষ্য উদ্বাহে অগ্নিঃ অপি (পুরা) শুকীম্ ইব চকমে (কামিতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, মহাত্মা প্রাচীনবর্হি ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নবযৌবনসম্পন্না শতদ্রুতি সুন্দর-অল-ঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিবাহকালে যখন অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন, তখন অগ্নি যেরূপ পূর্ব্বে শুকীকে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রতিও অভি-লাষ প্রকাশ করেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সমুদ্রস্য কন্যাং দেবদেবেন ব্রহ্মণোপ-দিষ্টাম্। শুকীমিবেত্যেবং হ্যাখ্যায়তে—"মহর্ষীণাং সত্রে তদ্ভার্য্যাদর্শনেনাগ্নিঃ কামার্ত্তোঽভূৎ। তঞ্চ তদ্ভার্য্যা স্বাহা-নাম সপ্তর্ষিভার্য্যারূপধারিণী সতী রময়ামাস, রময়িত্বা চ তদ্রেতঃ শুকীরূপেণ শরস্তম্বে

নিধায়াগচ্ছৎ।" তাং যথা সপ্তর্ষিভার্য্যা-ভ্রান্ত্যা অগ্নিঃ কামিতবান্, তদ্বৎ। শুকীমিবেতি পাঠে স্তোকঘৃত-ধারামিবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সামুদ্রীং'—সমুদ্রের কন্যা শতদ্রুতিকে দেবদেব ব্রহ্মার আদেশে বর্হিষদ (প্রাচীন-বর্হি) বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহকালে সর্ব্বালঙ্কৃতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই শতদ্রুতিকে অবলোকন করতঃ বর্হিষদ্, অগ্নি যেমন শুকীকে কামনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শতদ্রুতির প্রতি কামভাব প্রকাশ করেন। 'শুকীম্ ইব'—শুকীর ন্যায়, এই বিষয়ে প্রাচীন আখ্যায়িকা এইরূপ—সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞে তাঁহাদের ভার্য্যাগণের দর্শনে অগ্নিদেব কামার্ত্ত হন। অগ্নির পত্নী স্বাহা সপ্তর্ষিগণের ভার্য্যার রূপ ধারণ করতঃ তাঁহাকে রমণ করান এবং তৎপর সেই রেতঃ শুকীরূপে শরস্তম্বে রাখিয়া চলিয়া যান। সেই শুকীকেই সপ্তর্ষিগণের ভার্য্যা-ভ্রমে অগ্নি কামনা করেন। এইস্থলে 'স্তুকীমিব'—এই পাঠান্তরে, স্তোক ঘৃতধারার ন্যায়, এই অর্থ ॥ ১১ ॥

মধ্ব—রাজপুত্রীং শুকীমগ্নিরবযান্তীং প্রদক্ষিণম্।
আদায়ান্তরধাদ্দানসময়ে মন্মথাতুরঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১১ ॥

বিবুধাসুরগন্ধর্ব্ব-মুনিসিদ্ধনরোরগাঃ।
বিজিতাঃ সূর্য্যয়া দিক্ষু কৃণয়ন্ত্যৈব নূপুরৈঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সূর্য্যয়া (নবোঢ়য়া এব তথা) নূপুরৈঃ (পাদৌ) কৃণয়ন্ত্যৈব (তদ্ধ্বনিমাত্রেণ এব) দিক্ষু (সর্ব্বদিক্ষু) বিবুধাসুরগন্ধর্ব্বমুনিসিদ্ধনরোরগাঃ (সর্ব্বে) বিজিতাঃ (অভিভূতাঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—নববিবাহিতা সেই সমুদ্রকন্যা নূপুর-ধ্বনিদ্বারাই চতুর্দ্দিকস্থ সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ, মনুষ্য ও উরগদিগকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্যয়া নবোঢ়য়ৈব বিজিতাঃ। তচ্চ নূপুরৈঃ পাদৌ কৃণয়ন্ত্যৈব ধ্বনিমাত্রেণৈব, ন তু তাং কেঽপি দ্রষ্টুং শেকুরিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূর্য্যয়া'—নব পরিণীতা সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতি কর্ত্তৃক (নূপুর-ধ্বনিতেই) দেবাসুর সকলেই বিজিত হইয়াছিল। 'নূপুরৈঃ কৃণয়ন্ত্যৈব'—পাদযুগলের নূপুরের ধ্বনিমাত্রেই, কিন্তু কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই, এই ভাব ॥ ১২ ॥

প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ শতদ্রুত্যাং দশাভবন্।
তুল্যনামব্রতাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মস্নাতাঃ প্রচেতসঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাচীনবর্হিষঃ (বর্হিষদঃ) শতদ্রুত্যাং (স্ত্রিয়াং) তুল্যনামব্রতাঃ (তুল্যং নাম ব্রতম্ আচারশ্চ যেষাং তে) ধর্ম্মস্নাতাঃ (ধর্ম্মপারগাঃ) সর্ব্বে প্রচেতসঃ (প্রচেতো-নামানঃ) দশ পুত্রাঃ অভবন্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মপারগ, সদাচারী এবং নিজ নিজ নামসদৃশ আচারবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা সকলেই 'প্রচেতা' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন ॥ ১৩ ॥

পিত্রাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে তপসেঽর্ণবমাবিশন্।
দশবর্ষসহস্রাণি তপসার্চ্চংস্তপস্পতিম্ ॥ ১৪ ॥
যদুক্তং পথি দৃষ্টেন গিরিশেন প্রসীদতা।
তদ্ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ পূজয়ন্তশ্চ সংযতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তে চ) পিত্রাদিষ্টাঃ (পিত্রা আদিষ্টাঃ সন্তঃ) প্রজাসর্গে (প্রজাসৃষ্ট্যর্থং) তপসে (তপঃ কর্ত্তুম্) অর্ণবম্ আবিশন্। পথি (মার্গে) দৃষ্টেন প্রসীদতা গিরিশেন (শিবেন) যৎ (বক্ষ্যমাণং রুদ্র-গীতম্) উক্তং, সংযতাঃ (জিতেন্দ্রিয়াঃ সন্তঃ) তৎ জপন্তঃ (হরিং) ধ্যায়ন্তঃ পূজয়ন্তশ্চ (তে) তপস্পতিং (তপসাং পতিং ভগবন্তং) তপসা দশবর্ষসহস্রাণি অর্চ্চন্ (আরাধয়ামাসুঃ) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—প্রচেতোগণ পিতার আদেশে প্রজাসৃষ্টি-কামনায় তপস্যার জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া তপপতি শ্রীহরির অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে শিবের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। শম্ভু তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, প্রচেতোগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া কেবল তাঁহারই

ধ্যান, তাঁহারই জপ এবং এবং তাঁহারই পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তপসাং পতিং হরিম্ অর্চ্চন্ অর্চ্চয়ামাসুঃ। কীদৃশাঃ? যদুক্তং গিরিশেন, তদেব ধ্যায়ন্তঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তপস্পতিম্'—তপস্যার পতি (রক্ষক) শ্রীহরিকে সেই প্রচেতাগণ 'অর্চ্চন্'—অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কিরূপ তাঁহারা? ইহাতে বলিতেছেন—'ধ্যায়ন্তঃ', ভগবান্ শ্রীশিব তাঁহাদিগকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহারই ধ্যানকারী (প্রচেতাগণ) ॥ ১৪-১৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

প্রচেতসাং গিরিত্রেণ যথাসীৎ পথি সঙ্গমঃ।
যদুতাহ হরঃ প্রীতস্তন্নো ব্রহ্মন্ বদার্থবৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—(হে) ব্রহ্মন! প্রচেতসাং গিরিত্রেণ (শিবেন সহ) পথি যথা সঙ্গমঃ আসীৎ (তৎ) যদুত (যদ্বাপি) প্রীতঃ (প্রসন্নঃ সন্) হরঃ (তেভ্যঃ) আহ (স্ম), অর্থবৎ (যথার্থং) তৎ নঃ (অস্মভ্যং) বদ (কথয়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, পথিমধ্যে প্রচেতোদিগের শিবের সহিত যে প্রকারে সাক্ষাৎ এবং শম্ভু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট তাহা অবিকল কীর্ত্তন করুন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ রহো রহস্যং প্রীতঃ সন্ বাচা অভিধয়ৈব আহ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যে রহস্য শিব প্রীত হইয়া বাক্যের দ্বারাই প্রচেতাগণকে বলিয়াছিলেন, (তাহা আমাদের বলুন) ॥ ১৬ ॥

সঙ্গমঃ খলু বিপ্রর্ষে শিবেনেহ শরীরিণাম্।
দুর্ল্লভো মুনয়ো দধ্যুরসঙ্গাদ্ যমভীপ্সিতম্ ॥ ১৭ ॥
আত্মারামোঽপি যস্ত্বস্য লোককল্পস্য রাধসে।
শক্ত্যা যুক্তো বিচরতি ঘোরয়া ভগবান্ ভবঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রর্ষে, (মৈত্রেয়,) মুনয়ঃ (অপি) অসঙ্গাৎ (সঙ্গত্যাগাৎ) অভীপ্সিতম্ (আপ্তুম্ ইষ্টং) যং (শিবং) দধ্যুঃ (ভাবয়ামাসুঃ এব কেবলং, ন তু ঝটিতি প্রাপুঃ); ইহ শরীরিণাং শিবেন (সহ) সঙ্গমঃ খলু দুর্ল্লভ এব,—যঃ ভগবান্ ভবঃ ঘোরয়া (প্রলয়হেতুভূতয়া) শক্ত্যা যুক্তঃ আত্মারামঃ (সন্) অপি অস্য লোককল্পস্য (লোকসর্গস্য লোকরচনায়াঃ) রাধসে (পালনায় এব) বিচরতি ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রর্ষে, মুনিগণ জনসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্টদেবরূপে যাঁহার ভাবনামাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু সহজে তাঁহার দর্শন পান না, সেই শিবের সঙ্গ শরীরিদিগের পক্ষে নিশ্চয়ই সুদুর্ল্লভ। ঐশ্বর্য্যবান্ মহাদেব লোকসৃষ্টি-রক্ষার জন্যই প্রলয়-হেতুভূতা ঘোরা শক্তির সহিত যুক্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি পরমাত্মা শ্রীহরির সেবানন্দেই বিভোর ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অসঙ্গাৎ সঙ্গং পরিত্যজ্য অভি সর্ব্বতোভাবেন ঈপ্সিতং প্রাপ্তুমিষ্টং যং মুনয়োঽপি দধ্যুরেব, মুনীনাং ধ্যানগম্যোঽপি কৃপয়া সকামানামপি কামং দাতুং দৃশ্যোঽপি ভবতীত্যাহ—আত্মেতি। লোককল্পস্য রাধসে লোকমনোরথকল্পনস্য সিদ্ধয়ে ॥ ১৭-১৮।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসঙ্গাৎ'—সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, 'অভীপ্সিতং যম্'—সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইবার ইষ্ট, অর্থাৎ অভিলষিত যে শিবকে, মুনিগণও 'দধ্যুঃ'—ধ্যানই করেন (কিন্তু তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন না)। মুনিগণের ধ্যানগম্য হইয়াও সকাম জনগণকে তাহাদের কামনাপূরণের নিমিত্ত তিনি দৃশ্যও হইয়া থাকেন—ইহা বলিতেছেন, 'আত্মারামোঽপি'—আত্মারাম হইয়াও ইত্যাদি। 'লোককল্পস্য রাধসে'—ভক্তজনের মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত (স্বশক্তি যুক্ত হইয়া তিনি বিচরণ করেন) ॥ ১৭-১৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

প্রচেতসঃ পিতুর্বাক্যং শিরসাদায় সাধবঃ।
দিশং প্রতীচীং প্রযযুস্তপস্যাদৃতচেতসঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—সাধবঃ প্রচেতসঃ

পিতুর্বাক্যং (প্রজাসর্গবিষয়কং পিতুর্বাক্যং) শিরসা আদায় তপসি আদৃতচেতসঃ (আদৃতং চেতঃ যেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ) প্রতীচীং (পশ্চিমাং) দিশং প্রযযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, সাধু প্রচেতোগণ পিতার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তপস্যার্থ পরমোৎসাহের সহিত পশ্চিম-দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ১৯ ॥

সমুদ্রমুপ বিস্তীর্ণমপশ্যন্ সুমহৎ সরঃ ।
মহন্মন ইব স্বচ্ছং প্রসন্নসলিলাশয়ম ॥ ২০ ॥
নীলরক্তোৎপলাম্ভোজ-কহলারেন্দীবরাকরম্ ।
হংস-সারস-চক্রাহ্ব-কারণ্ডব-নিকূজিতম্ ॥ ২১ ॥
মত্তভ্রমরসৌস্বর্য্য-হৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপম্ ।
পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপৎপবনোৎসবম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র দিশি) সুমহৎ সমুদ্রম্ উপ (উপসমুদ্রাৎ কিঞ্চিৎন্যূনং) বিস্তীর্ণং (বিস্তৃতং) মহন্মনঃ (মহতাং মনঃ) ইব স্বচ্ছং (নির্ম্মলং) প্রসন্নসলিলাশয়ং (প্রসন্নাঃ সলিলাশয়াঃ মৎস্যাদয়ঃ যস্মিন্ তৎ) নীলরক্তোৎপলাম্ভোজ-কহলারেন্দীবরাকরং (নীলানি রক্তানি চ যানি উৎপলাম্ভোজ-কহলারাণি রাত্রিদিনসন্ধ্যাবিকাসীনি ইন্দীবরাণি নীলোৎপল-ভেদাঃ, তেষাম্ আকরং জন্মস্থানং) হংসসারসচক্রাহ্ব কারণ্ডবনিকূজিতং (হংসাদিভিঃ এভিঃ নিকূজিতং) মত্তভ্রমরসৌস্বর্য্য হৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপং (মত্তানাং ভ্রমরাণাং সৌস্বর্য্যেণ মধুর-রবেণ হৃষ্টরোমাণঃ ইব মুকুলযুক্তাঃ লতাঃ অঙ্ঘ্রিপাঃ বৃক্ষাঃ চ যস্মিন্ তৎ) দিক্ষু পদ্মকোশরজঃ বিক্ষিপৎপবনোৎসবং (বিক্ষিপতা পবনেন উৎসবঃ যস্মিন্ তৎ) সরঃ অপশ্যন্ ॥ ২০-২২ ॥

অনুবাদ—কিয়দ্দূরে গমন করিয়া তাঁহারা একটী বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবরটী প্রায় সমুদ্রবৎ বিস্তৃত ও মহতের নির্ম্মলান্তঃকরণের মত স্বচ্ছ ; ঐ সরোবরের সলিলরাশি অতিশয় নির্ম্মল এবং তাহাতে মৎস্যাদি সহর্ষে ক্রীড়াশীল ; তাহাতে বহু নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কমল, কহলার ও ইন্দিবর পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ; হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর ক্রীড়োন্মত্ত হইয়া ঐ স্থানটীকে তাহাদিগের কূজনদ্বারা মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে ; ঐ সরোবরের তীরে বিবিধ বিটপী ও বল্লরীসকল মধুমত্ত মধুকরের মধুর স্বর-শ্রবণে যেন পুলকিত হইয়া রহিয়াছে। তথায় গন্ধবহ দিকে দিকে পদ্মপরাগ বিক্ষেপ করিয়া আনন্দ-প্রবাহ বিস্তার করিতেছে ॥ ২০-২২ ॥

বিশ্বনাথ—সমুদ্রমুপসমুদ্রাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনম্। "উপোঽধিকে হীনে চ" ইতি কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ। নীলশ্চ তদ্রক্তঞ্চেতি তথাভূতং যদুৎপলম্ অতএব ইন্দীবরং নীলোৎপলমিতি ন পুনরুক্তিঃ। মত্তভ্রমরাণাং সৌস্বর্য্যেণ হৃষ্টরোমাণি ইব মুকুলযুক্তা লতা অঙ্ঘ্রিপাশ্চ যত্র তৎ। পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপতা পবনেন উৎসবো যত্র তৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমুদ্রম্ উপ'—সমুদ্র হইতে কিছুটা ন্যূন (ছোট)। 'উপোঽধিকে হীনে চ'—এই সূত্রে ব্যাকরণ বলিতেছেন, অধিক বা হীন বুঝাইতে 'উপ' শব্দ কর্ম্মপ্রবচনীয়-সংজ্ঞ হয় তাহার যোগে 'সমুদ্রং'—এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। 'নীল-রক্তোৎপল'—নীলবর্ণ ও রক্তবর্ণ যে উৎপল (ইহারা রাত্রিতে বিকসিত হয়, অম্ভোজ—কমল, ইহারা দিনে বিকসিত এবং কহ্লার—ইহারা সন্ধ্যায় বিকসিত হয়)। অতএব এখানে ইন্দীবর ও নীলোৎপল—ইহা বলায়, পুনরুক্তি হয় নাই। 'মত্তভ্রমর-সৌস্বর্য্য-হৃষ্টরোম-লতাঙ্ঘ্রিপম্'—মত্ত ভ্রমরগণের সুমধুর স্বরে রোমাঞ্চিতের ন্যায় মুকুলযুক্ত লতা এবং বৃক্ষ-সকল (যে সরোবরের তীরে ছিল)। 'পদ্মকোশ-রজঃ'—পদ্মের কোশস্থিত পরাগের গন্ধ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন—বায়ুর উৎসব হইতেছিল যেখানে, (সেইরূপ একটি সরোবর প্রচেতাগণ দেখিতে পাইলেন) ॥ ২০-২২ ॥

তত্র গান্ধর্ব্বমাকর্ণ্য দিব্যমার্গমনোহরম্ ।
বিসিস্ম্যু রাজপুত্রাস্তে মৃদঙ্গপণবাদ্যনু ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (সরসি) মৃদঙ্গপণবাদ্যনু (মৃদঙ্গ-পণবাদিবাদ্যম্ অনু পশ্চাৎ) দিব্যমার্গমনোহরং (দিব্যৈঃ মার্গৈঃ ভেদৈঃ মনোহরং) গান্ধর্ব্বং (গন্ধ-

র্ব্বাণাং কর্ম্ম গানম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তে রাজপুত্রাঃ (প্রচেতসঃ) বিসিস্ম্যুঃ (বিস্ময়ং জগ্মুঃ) ।।২৩।।

অনুবাদ—হে বিদুর, সেই রাজপুত্র প্রচেতোগণ সেইস্থানে মৃদঙ্গ ও পণবের বাদ্য শুনিতে পাইলেন। বাদ্যধ্বনি নিবৃত্ত হইবা-মাত্রই আবার মনোহর দিব্য-গীত-ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে তাঁহারা পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—গান্ধর্ব্বং গানং মার্গ্যা গানসম্বন্ধিনঃ, কদা? মৃদঙ্গপণবাদিবাদ্যমনু পশ্চাৎ। পণবাদ্য-বদিতি পাঠে মতুপো জ্ঞেয়ঃ; যদ্বা, মৃদঙ্গপণবাদি, কীদৃশম্? অবৎ রক্ষৎ। স তু মূলধ্বনিভিরপি গানমতিরস্কুর্ব্বদিত্যর্থঃ ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গান্ধর্বং'—গন্ধর্ব-সম্বন্ধী গীত, 'দিব্যমার্গ-মনোহরম্'—দিব্য নানাবিধ রাগ-রাগিণীর বিভাগযুক্ত মনোহর গীত (শ্রবণ করিয়া)। কখন? তাহাতে বলিতেছেন—'মৃদঙ্গ-পণবাদ্যনু'—মৃদঙ্গ ও পণবাদি বাদ্যধ্বনির পশ্চাৎ। এখানে 'পণবাদ্য-বৎ'—এইরূপ পাঠে, মতুপ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ পণবাদি বাদ্যযুক্ত। অথবা—মৃদঙ্গ ও পণ-বাদি কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'অবৎ', যাহা রক্ষা করিতেছে, সেই মৃদঙ্গ ও পণবাদি কিন্তু মূল-ধ্বনির দ্বারাও গানকে তিরস্কৃত করে নাই (অর্থাৎ গন্ধর্বগণের গানের অনুকূলেই সেই ধ্বনি হইতেছিল)।—এই অর্থ ।। ২৩ ।।

তর্হ্যেব সরসস্তস্মান্নিষ্ক্রামন্তং সহানুগম্ ।
উপগীয়মানমমরপ্রবরং বিবুধানুগৈঃ ।। ২৪ ।।
তপ্তহেমনিকায়াভং শিতিকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ ।
প্রসাদসুমুখং বীক্ষ্য প্রণেমুর্জাতকৌতুকাঃ ।। ২৫ ।।

অন্বয়ঃ—তর্হি (তদা) এব তস্মাৎ সরসঃ (সকাশাৎ) নিষ্ক্রামন্তং সহানুগম্ (অনুগৈঃ ভৃত্যৈঃ সহিতম্) অমরপ্রবরম্ (অমরেষু প্রবরং শ্রেষ্ঠং) বিবুধানুগৈঃ (গন্ধর্ব্বাদিভিঃ) উপগীয়মানং (স্তূয়-মানং) তপ্তহেমনিকায়াভং (তপ্তহেমরাশিসদৃশ-কান্তিম্ অতিতেজস্বিনং) শিতিকণ্ঠং (শিতিঃ-নীলঃ কণ্ঠঃ যস্য তং নীলকণ্ঠং) ত্রিলোচনং প্রসাদসুমুখং (প্রসাদে সুমুখং স্বেষু ভক্তেষু প্রসাদং কর্ত্তুম্ উদ্‌যুক্তম্ এবম্ভূতং মহাদেবং) বীক্ষ্য জাতকৌতুকাঃ (জাতঃ উৎপন্নঃ কৌতুকঃ উৎসাহঃ যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ তে প্রচেতসঃ) প্রণেমুঃ (নমশ্চক্রুঃ) ।। ২৪-২৫ ।।

অনুবাদ—তদনন্তর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তপ্তকাঞ্চনরাশি-সন্নিভ নীলকণ্ঠ ভক্তগণ-প্রসাদোন্মুখ অমরশ্রেষ্ঠ ত্রিলোচন অনুচরবর্গের সহিত সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্বাদি দেবগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্তুতি গান করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। প্রচেতোগণ ইহা দর্শন করিয়া সাতি-শয় কৌতূহলবিশিষ্ট হইলেন এবং সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম করিলেন ।। ২৪-২৫ ।।

স তান্ প্রপন্নার্ত্তিহরো ভগবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ ।
ধর্ম্মজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ প্রীতঃ প্রীতানুবাচ হ ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—প্রপন্নার্ত্তিহরঃ (প্রপন্নানাম্ আশ্রিতানাম্ আর্ত্তিহরঃ ক্লেশনাশকঃ) ভগবান্ **ধর্ম্মবৎসলঃ** সঃ (হর) **প্রীতঃ** (সন্) ধর্ম্মজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ (প্রীতান্) তান্ (প্রচেতসঃ) উবাচ হ (আহ) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ— আশ্রিতজনের সন্তাপহারী ভক্তবৎসল ঐশ্বর্য্যবান্ শম্ভু প্রীত হইয়া সেই ধর্ম্মজ্ঞ সচ্চরিত্র হৃষ্টচেতা প্রচেতোগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।।২৬।।

শ্রীরুদ্র উবাচ—

যূয়ং বেদিষদঃ পুত্রা বিদিতং বশ্চিকীর্ষিতম্ ।
অনুগ্রহায় ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং কৃতম্ ।। ২৭ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীরুদ্রঃ উবাচ—যূয়ং বেদিষদঃ (বর্হিষদঃ) পুত্রাঃ (ইতি-তথা) বঃ (যুষ্মাকং) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টং ভগবদারাধনং চ মম) বিদিতম্ (অস্তি) যঃ (যুষ্মাকং সম্বন্ধে) অনুগ্রহায় মে (ময়া) এবং ভদ্রং (শুভং) দর্শনং (স্বদর্শনং) কৃতং (দত্তম্) ।। ২৭ ।।

অনুবাদ—শ্রীরুদ্র কহিলেন,—তোমরা বর্হিষদের পুত্র,—আমি তোমাদের সঙ্কল্প অবগত আছি। তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি তোমাদিগের প্রতি

অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্যই তোমাদিগকে এইরূপ দর্শন প্রদান করিলাম ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—চিকীর্ষিতং ভগবদারাধনমেব অতএব বো যুষ্মাকমনুগ্রহায় এবং দর্শনং কৃতং দত্তম্; যদ্বা, বোঽনুগ্রহায় যুষ্মৎকর্ত্তৃকানুগ্রহপ্রাপ্তয়ে ময়ৈবং দর্শনং কৃতম্; যদ্বা, বোঽনুগ্রহায় যুষ্মাননুগ্রহীতুং যুষ্মাকং দর্শনং ময়া কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিকীর্ষিতম্'—তোমাদের সঙ্কল্প শ্রীভগবানের আরাধনাই—(ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি)। অতএব তোমাদের অনুগ্রহের জন্য আমি এইরূপ দর্শন প্রদান করিলাম। অথবা—তোমাদের কর্ত্তৃক অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত, আমি স্বয়ংই এইরূপ দর্শন দিলাম। কিম্বা—তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তোমাদের দর্শন আমি করিলাম—এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

———

যঃ পরঃ রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (জনঃ) রহসঃ (সূক্ষ্মাৎ) ত্রিগুণাৎ (প্রধানাৎ) জীবসংজ্ঞিতাৎ (পুরুষাচ্চ) পরং (প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ নিয়ন্তারং) ভগবন্তং বাসুদেবং সাক্ষাৎ (অনন্যভাবেন) প্রপন্নঃ (আশ্রিতঃ) সঃ হি মে প্রিয়ঃ (ভবতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা গুহ্যাদপি গুহ্যস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্য-ভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অনুগ্রহে কারণমাহ—যঃ সাক্ষাদ্ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ, স হি মে প্রিয়ঃ। কথম্ভূতম্? **রহসঃ সূক্ষ্মাৎ** ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ পুরুষাচ্চ পরং প্রকৃতিপুরুষয়োর্নিয়ন্তারমিত্যর্থ ইতি স্বামি-চরণাঃ; যদ্বা, ত্রিগুণান্মায়াশক্তেঃ জীবসংজ্ঞিতাৎ জীবশক্তেশ্চ রহঃ সর্ব্বদুর্লক্ষ্যং যৎ নির্গুণং ব্রহ্ম, তস্মাদপি পরং "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি গীতা-ভ্যঃ। যঃ সাক্ষাৎ প্রপন্নঃ, ন তু কর্ম্মার্পণদ্বারা, নাপি দেবতান্তরভক্তিজ্ঞানাদিব্যবধানেনেত্যর্থঃ। স হ্যেব প্রিয় ইতি তেন মদ্ভক্তোঽপি ন মে তথা প্রিয় ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনুগ্রহে কারণ বলিতেছেন—'যঃ সাক্ষাৎ'—যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাপন্ন হয়, সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয়। কিপ্রকার বাসুদেবকে? তাহাতে বলিতেছেন—'রহসঃ জীব-সংজ্ঞিতাৎ পরম্', এইস্থলে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সূক্ষ্ম ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এবং জীবসংজ্ঞিত পুরুষ হইতে যিনি পৃথক্, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যিনি নিয়ন্তা, (সেই বাসুদেবকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন)। অথবা—'ত্রিগুণাৎ'—মায়াশক্তি হইতে এবং 'জীব-সংজ্ঞিতাৎ'—জীবশক্তি হইতে 'রহঃ'—সকলের দুর্লক্ষণীয় যে নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহা হইতেও যিনি পর (উৎকৃষ্ট)। শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (১৪।২৭), আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়), অর্থাৎ আমাতেই ব্রহ্ম স্থিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি 'সাক্ষাৎ'—সাক্ষাৎরূপে ভগবানে প্রপন্ন, কিন্তু কর্ম্মার্পণ দ্বারা নহে, কিম্বা দেবতান্তরের ভক্তি ও জ্ঞানাদির ব্যবধানেও নহে—এই অর্থ। সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয়, ইহা বলায়—আমার ভক্তও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহে—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

———

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ পুমান্ শতজন্মভিঃ (বহুভিঃ জন্মভিঃ) বিরিঞ্চতাং (ব্রহ্মপদম্) এতি (প্রাপ্নোতি)। ততঃ পরং হি (পুণ্যাতিশয়েন) মাম্ (এতি প্রাপ্নোতি) যথা অহং (রুদ্রঃ ভূত্বা আধিকারিক-দেববৎ বর্ত্তমানঃ) বিবুধাঃ (দেবাঃ আধিকারিকাঃ কলাত্যয়ে অধি-কারান্তে কলায়াঃ লিঙ্গশরীরস্য অত্যয়ে বিনাশে লিঙ্গ-ভঙ্গে সতি এষ্যন্তি) তথা ভাগবতঃ কলাত্যয়ে (দেহান্তে) অব্যাকৃতং (প্রপঞ্চাতীতং) বৈষ্ণবং পদম্ এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—মানুষ স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া বহুজন্মে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর আমাকে লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, তিনি

দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণুর পদ লাভ করেন। এই সকল দেবতাগণ ও আমি, সকলেই বিষ্ণুর সেবক ; সুতরাং আমরাও লিঙ্গভঙ্গে সেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব-পদই প্রাপ্ত হইব ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মরুদ্রবিষ্ণূনামস্মাকং সুকৃতেঃ প্রাপ্তি-তারতম্যং মন্মুখাদেব যূয়ং শৃণুতেতি বদন্ বিষ্ণোঃ সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ পুমান্ শতজন্ম-ভিবিরিঞ্চতাং বিরিঞ্চি-পদম্ এতি। তত্রাপ্যনিষ্ঠিতত্বে শতজন্মভিরপি ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ততো বিরিঞ্চিতোঽপি পরং শ্রেষ্ঠং মাং ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েরেবেতি। ভাগবতস্তু অথ দেহান্ত এব অব্যাকৃতং প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদং বৈকুণ্ঠমেতি। যথাহম্ এমি প্রতিক্ষণমেব বৈকুণ্ঠে বসন্নেকেন প্রকাশেন ভগবন্তং ভজামীত্যর্থঃ। বিবুধাশ্চাধিকারিকা ভক্তাঃ কলা লিঙ্গং তস্য অত্যয়ে স্বস্বাধিকারান্তেঽপি লিঙ্গভঙ্গে এবৈষ্যন্তীতি ভক্তেঃ সাধনসাধ্যসময়ানাং সুখলভ্যত্বেনাপি সর্ব্বোৎকর্ষো দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু আমাদের মধ্যে সুকৃতিবশতঃ প্রাপ্তির তারতম্য আমার মুখ হইতেই তোমরা শ্রবণ কর—ইহা বলিতে বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শতজন্মে 'বিরিঞ্চতাং'—ব্রহ্মত্ব পদ লাভ করে। তাহাতেও যদি অনিষ্ঠিত হয়, শতজন্মেও প্রাপ্ত হয় না, এই অর্থ। 'ততঃ'—সেই বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) হইতেও শ্রেষ্ঠ আমাকে, তাহা অপেক্ষাও পুণ্যাতিশয়েই লাভ করিয়া থাকে। 'ভাগবতস্তু'—কিন্তু ভগবদ্ভক্ত দেহান্তেই, 'অব্যাকৃতং'—প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব পদ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন। 'যথা অহম্'—যেরূপ আমি প্রতিক্ষণেই বৈকুণ্ঠে অবস্থান করতঃ এক প্রকাশে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকি, এই অর্থ। 'বিবুধাঃ'—দেবগণ আধিকারিক ভক্ত, 'কলাত্যয়ে'—কলা বলিতে লিঙ্গ, তাহার অত্যয় (বিনাশ), অর্থাৎ দেহান্তে, নিজ নিজ অধিকার কালের পরেও লিঙ্গ-দেহের ভঙ্গ হইলে প্রাপ্ত হন। ইহার দ্বারা ভক্তির সাধন ও সাধ্য কালেও সুখলভ্যত্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—মাং প্রিয়ম্।

ঋভবো নাম যে দেবা যোগ্যা ব্রহ্মপদস্য তু।
ত এব শতজন্মানি বিশেষোপাসকা হরেঃ ॥
প্রাপ্য ব্রহ্মপদং পশ্চাচ্ছিবত্বং প্রাপ্যানুমোদিতাঃ।
তস্মা ততো হরিং যান্তি বসন্তি হরিসন্নিধৌ ॥
অনাদিকালভক্তাশ্চ জ্ঞানিনস্তেন সংশয়ঃ।
বিশিষ্টজ্ঞানভক্ত্যাদৌ সর্ব্বজীব-নিকায়তঃ ॥
সর্ব্বদাপি বিশেষেণ শতজন্ম প্রযত্নতঃ।
স্বপদপ্রাপ্তিরুদ্দিষ্টা ততো মুক্তিরবাপ্যতে ॥
তথৈব চত্বারিংশদ্ভিঃ পদং শৈবং চ জন্মভিঃ।
বিংশদ্ভিরৈন্দ্রং দশভিরন্যেষামপ্যুদীরিতম্ ॥
ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ২৯ ॥

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (যস্মাৎ) যূয়ং ভাগবতাঃ (অতঃ) যথা ভগবান্ (মে প্রিয়ঃ অস্তি তথা মম) প্রিয়া স্থ। মৎ (মদন্যঃ) ভাগবতানাং চ কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) প্রেয়ান্ (অতিপ্রিয়ঃ) অন্যঃ ন অস্তি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তোমরা ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, সুতরাং ভগবান্ যেরূপ আমার প্রিয়, তদ্রূপ তোমরাও আমার প্রিয়পাত্র। আর ভগবদ্ভক্তগণেরও আমা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়ব্যক্তি অন্য কেহ নাই ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অথ অতএব ভাগবতানাঞ্চেতি চ-কারেণ যথেত্যস্যান্বয়াৎ ভাগবতানাং যথা ভগবতোঽন্যঃ প্রেয়ান্নাস্তি তথা মৎ মত্তোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—অতএব, 'ভাগবতানাং চ'—এবং ভগবদ্ভক্তগণের, এখানে চ-কারের দ্বারা 'যথা'—এই পদের সহিত অন্বয় হওয়ায়, ভগবদ্ভক্তগণের যেরূপ ভগবান্ ব্যতীত অন্য প্রিয় নাই, তদ্রূপ 'মৎ'—আমা হইতেও (প্রিয় কেহ নাই) —এই অর্থ ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—অথ অতএবমনাদিভক্তোঽহং যতঃ অতঃ প্রিয়া যূয়ম্ ॥ ৩০ ॥

ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্।
নিঃশ্রেয়সকরঞ্চাপি শ্রূয়তাং তদ্বদামি বঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পবিত্রং পরং মঙ্গলং নিঃশ্রেয়সকরম্ অপি ইদং (বক্ষ্যমাণং গীতং) বঃ (যুষ্মান্ অহং) বদামি। বিবিক্তম্ (অসঙ্কীর্ণং যথা ভবতি তথা) জপ্তব্যং তৎ শ্রূয়তাং চ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আমি তোমাদিগকে একটী পবিত্র, পরমমঙ্গল চরম শ্রেয়োলাভের উপায়স্বরূপ 'জপ' বলিয়া দিতেছি। ইহা কিরূপ অসঙ্কীর্ণভাবে জপ করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইত্যনুক্রোশহৃদয়ো ভগবানাহ তাঞ্ছিবঃ।
বদ্ধাঞ্জলীন্ রাজপুত্রান্ নারায়ণপরং বচঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইত্যনুক্রোশহৃদয়ঃ (এবং প্রকারেণ অনুক্রোশঃ কৃপা হৃদয়ে যস্য সঃ) ভগবান্ শিবঃ বদ্ধাঞ্জলীন্ তান্ রাজপুত্রান্ নারায়ণপরং (তন্মহিম সূচকং) বচঃ (বচনম্) আহ (স্ম) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, ঐশ্বর্য্যশালী শম্ভু এইরূপে দয়াপরবশ হইয়া রাজপুত্রগণকে নারায়ণ বিষয়ক বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহারাও কৃতাঞ্জলিপুটে শিববাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অনুক্রোশঃ কৃপা হৃদয়ে যস্য সঃ ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুক্রোশ-হৃদয়ঃ'—অনুক্রোশ অর্থাৎ দয়া, হৃদয়ে যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ দয়ার্দ্র হৃদয় ভগবান্ শঙ্কর রাজপুত্রদিগকে নারায়ণ বিষয়ক বাক্য বলিলেন।) ॥ ৩২ ॥

———

শ্রীরুদ্র উবাচ—

জিতং ত আত্মবিদ্বর্য্য-স্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে।
ভবতারাধসা রাদ্ধং সর্ব্বস্মা আত্মনে নমঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরুদ্রঃ উবাচ—আত্মবিদ্বর্য্যস্বস্তয়ে আত্মবিদাং যে ধূর্য্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ তেষাং স্বস্তয়ে শোভনসত্তায়ৈ স্বানন্দলাভায়) তে জিতং (তবোৎকর্ষঃ); (অতঃ) মে (মম) স্বস্তি (স্বানন্দসত্তা) অস্তু ভবতা আরাধসা (স্বানন্দরূপেণ) রাদ্ধং (সিদ্ধমেব, অতঃ) সর্ব্বস্মৈ (সর্ব্বরূপায় চ) আত্মনে (চ তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীরুদ্র ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্ আপনাকে আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ পুরুষগণের স্বানন্দ সুখদ বলিয়াই আপনার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে; অতএব আমারও স্বানন্দলাভ হউক্। আপনি নিয়তই স্বানন্দে অবস্থিত। আপনি সকলের আত্মা, সর্ব্বময়, সর্ব্বস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবন্তং স্তবানো ভক্তঃ প্রথমং জয়জয়েতি বদেদিত্যাহ—আত্মবিদ্বর্য্যাণামাত্মারামাণাং স্বস্তয়ে শোভনসত্তায়ৈ ত্বয়া জিতং স্বোৎকর্ষ আবিষ্কৃতঃ। ইক্ শতিপৌ ধাতুনির্দ্দেশ ইতি শতিপ্; শোভনসত্তা চ ভগবদ্‌গুণমাধুর্য্যাকৃষ্টয়া সাযুজ্যস্পৃহারাহিত্যেন শুকাদীনামিব তদ্ভক্তত্বেন সনাতনী স্থিতিঃ। যদুক্তম্—"তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্। ভক্তিযোগবিধানার্থম্" ইতি, "কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ" ইতি চ। অতো মে মম স্বস্তি শোভনসত্তা অস্তু। ভবতা প্রয়োজকেন যৎ আরাধঃ আরাধনং তেন রাদ্ধং তস্য সিদ্ধিরস্তু। ননু শ্রীগুরুণা মদ্ভক্তেনান্যেন বা মদারাধনং ভবতি, ন তু ময়েতি তত্রাহ—সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বস্বরূপায় আত্মনে ত্বমেব গুরুবৈষ্ণবাদিরূপঃ স্বভজনং কারয়সীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্‌কে স্তব করিতে ভক্তজন প্রথমতঃ 'জয়, জয়'—অর্থাৎ আপনার জয় হউক, জয় হউক, এইরূপ বলিয়া থাকেন, এইজন্য বলিতেছেন—'আত্মবিদ্‌বর্য্যাণাম্'—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আত্মারামগণের, 'স্বস্তয়ে'—শোভনসত্তা লাভের (আনন্দলাভের) নিমিত্ত, 'তে জিতং'—তোমার নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে (অর্থাৎ ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব ভক্তজনের অনুগ্রহের নিমিত্তই, নিজের জন্য নহে)। 'অস্তু'—এখানে 'ইক্ শতিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে'—ধাতুর নির্দ্দেশ করিতে ইক্, শ ও তিপ্—ইহার দ্বারা বলা হয়, (ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে, অস্ ধাতু সত্তা অর্থই বলিতেছে, তাহাতে আত্মবিৎশ্রেষ্ঠগণের 'স্বস্তি'

অর্থাৎ সত্ত্বক্তলক্ষণ শোভনস্থিতির নিমিত্ত তোমার উৎকর্ষ, গুণাদির প্রকাশ এইরূপ বুঝিতে হইবে)। 'শোভনসত্ত্বা' বলিতে শ্রীভগবানের গুণমাধুর্য্যে আকৃষ্টহেতু সাযুজ্য স্পৃহা-রাহিত্যের দ্বারা, শ্রীশুকাদির ন্যায় তাঁহার ভক্তস্বরূপে যে সনাতনী স্থিতি (অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যত্বে স্থিতিই জীবের শোভন সত্তা, সাযুজ্যাদি নহে)। যেমন উক্ত হইয়াছে—"তথা পরমহংসানাং" (১।৮।২০), অর্থাৎ শ্রীকুন্তীদেবী বলিলেন—তোমার এতাদৃশ মহত্ত্ব যে, আত্মানাত্ম-বিবেকী পরমহংস, তথা মননশীল রাগদ্বেষরহিত মুনিগণও তোমাকে দেখিতে পান না, এই নিমিত্ত তাঁহাদের ভক্তিযোগ-বিধানার্থ তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; আমরা স্ত্রীজাতি তোমাকে দেখিতে পাইব, সম্ভাবনা কি? এবং "কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্" (১।৭।১০), অর্থাৎ শ্রীসূত বলিলেন—আত্মারাম মুনিসকলের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি-রহিত (অহৈতুকী) ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীহরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত, অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন। 'মে স্বস্তি অস্তু'—অতএব আমার শোভনসত্ত্বা হউক। 'ভবতারাধসা রাদ্ধং'— প্রযোজক (সর্ব্বসাধক) আপনা কর্ত্তৃক যে 'আরাধঃ', অর্থাৎ আরাধনা, তাহার দ্বারা রাদ্ধ (সিদ্ধ), তাহার সিদ্ধি হউক। যদি বলেন—দেখুন, শ্রীগুরুদেবের দ্বারা, কিম্বা অপর আমার ভক্তের দ্বারা আমার আরাধনা হয়, কিন্তু আমার দ্বারা নহে, তাহাতে বলিতেছেন—'সর্ব্বস্মৈ আত্মনে', আপনি সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের আত্মা, আপনিই শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবাদি স্বরূপ হইয়া নিজের ভজন করাইতেছেন—এই ভাব ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাত্তু সর্ব্ব-নামা জনার্দ্দনঃ।
ন তু সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বেশোঽসৌ হরির্যতঃ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩৩ ॥

———

নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে।
বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—পঙ্কজনাভায় (পঙ্কজং লোকাত্মকং পদ্মং নাভৌ যস্য তস্মৈ কারণাত্মনে নমঃ) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে (কারণত্বাদেব সৃজ্যানাং প্রাণিনাং যে উপাধয়ঃ ভূতানি সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি চ তেষাম্ আত্মনে নিয়ন্ত্রে) নমঃ; শান্তায় কূটস্থায় (নির্ব্বিকারায়) স্বরোচিষে (স্বপ্রকাশায়) বাসুদেবায় (চিত্তাধিষ্ঠাত্রে) নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার নাভিদেশ হইতে সর্ব্বলোকাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি ভূত, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, চিত্তের অধিষ্ঠাতা, শান্ত, নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তদ্বিষয়কঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপার এব ত্বদ্ভক্তিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ ত্বদধীনান্যতঃ কৃপয়া মদিন্দ্রিয়াণি স্ববিষয়ব্যাপারবন্তি সংপাদয়েতি প্রণমতি—নম ইতি। ভূতসূক্ষ্মাণি শব্দাদি-তন্মাত্রাণি চ ইন্দ্রিয়াণি চ, তেষামাত্মনে নিয়ন্ত্রে। পঙ্কজনাভায়েতি হে পঙ্কজনাভ, তব নাভিপঙ্কজোদ্ভবাদ্ব্রহ্মত এব মদীয়স্যাস্য মর্ত্ত্য-দেহস্যোদ্ভূত-ত্বাদিমং স্বভক্ত্যুন্মুখং কুরু তুভ্যং নম ইতি ভাবনাভিপ্রেতা। এবং ভক্ত্যুপযোগার্থং দেহেন্দ্রিয়াণি সমাসেন সংশোধ্য পুনঃ প্রত্যেকমপি শোধয়িতুং প্রথমং চিত্তাধিষ্ঠাতারং বাসুদেবং প্রণমতি—বাসুদেবায়েতি। ভো বাসুদেব, মচ্চিত্তং শান্তং নির্ব্বিকারং কৃত্বা স্বরোচিষা প্রকাশ্য ভক্তাবেব চেতয়, তুভ্যং নম ইতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তদ্বিষয়ক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপারই আপনাতে ভক্তি, এবং ইন্দ্রিয়সকলও আপনারই অধীন, অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার ইন্দ্রিয়সকলকে নিজবিষয়ের ব্যাপারযুক্ত (অর্থাৎ আপনার সেবাদি কার্য্যে) নিযুক্ত করুন, ইহা বলিয়া প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। 'ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে'—ভূতসূক্ষ্ম বলিতে শব্দাদি-তন্মাত্র (অর্থাৎ সৃজ্য প্রাণিগণের উপাধি পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র) এবং ইন্দ্রিয়গণ, তাহাদের 'আত্মনে'—যিনি নিয়ন্তা (সেই আপনাকে নমস্কার করিতেছি)। 'পদ্মনাভায়'—সর্ব্বলোকাত্মক পদ্ম আপনার নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন, ইহা বলায়—হে পঙ্কজনাভ! আপনার নাভিকমলোদ্ভূত ব্রহ্মা হইতেই মদীয় এই মর্ত্ত্য দেহের উৎপত্তি, এইজন্য ইহাকে (এই দেহকে) আপনার ভক্তির উন্মুখ করুন, আপনাকে নমস্কার—এইরূপ

ভাবনা এখানে অভিপ্রেত। এইপ্রকারে ভক্তির উপযোগিতার নিমিত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলকে সামান্যরূপে সংশোধন করতঃ পুনরায় প্রত্যেকটিই শোধন করিবার জন্য প্রথমতঃ চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেবকে প্রণাম করিতেছেন—'বাসুদেবায়' ইতি। হে বাসুদেব! আমার চিত্তকে শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার করিয়া, স্বপ্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত করতঃ ভক্তিতেই প্রেরিত করুন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥

———

সঙ্কর্ষণায় সূক্ষ্মায় দুরন্তায়ান্তকায় চ।
নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সূক্ষ্মায় (অব্যক্তায়) দুরন্তায় (অনন্তায়) অন্তকায় (মুখাগ্নিনা লোকদাহকায়) (অহঙ্কারাধিষ্ঠাত্রে) সঙ্কর্ষণায় নমঃ। বিশ্বপ্রবোধায় (বিশ্বস্য প্রকর্ষেণ বোধঃ যস্মাৎ তস্মৈ) অন্তরাত্মনে (বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রে) প্রদ্যুম্নায় নমঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আপনি অব্যক্ত, অনন্ত। মুখাগ্নিদ্বারা আপনি ত্রিলোক দহন করিয়া থাকেন ; আপনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ। আপনি বিশ্ব-প্রকাশক এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—সূক্ষ্মায় অব্যক্তায় দুরন্তায় অনন্তায় অন্তকায় মুখাগ্নিনা লোকদাহকায়। ভোঃ সঙ্কর্ষণ দেব, মমাহংতা-মমতয়োর্বৃত্তীনাং দেহগেহাদি-নিবন্ধানামনন্তানাং তদ্বন্ধনং সন্দহ্য তাস্ততো বিচ্যুতীকৃত্য ভক্ত্যাশ্রয়-বিষয়য়োর্নিবধান, তুভ্যং নম ইতি। নম ইতি ভোঃ প্রদ্যুম্ন-দেব, মদ্বুদ্ধিং তথা প্রবোধয় যথা সা ভক্তাবেব মাং দধাতি, তুভ্যং নম ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঙ্কর্ষণায়'—ইত্যাদি, আপনি সঙ্কর্ষণ (অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা), সূক্ষ্ম (অব্যক্ত), দুরন্ত (অনন্ত) এবং অন্তক, অর্থাৎ মুখাগ্নির দ্বারা সর্ব্বলোকের দাহক। হে সঙ্কর্ষণদেব! আমার অহন্তা ও মমতার বৃত্তিসকল, যাহা অসংখ্য দেহগেহাদির নিবন্ধন, তাহার বন্ধন সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করতঃ, তাহাদিগকে (সেই অহন্তা ও মমতাকে) বিচ্যুত করিয়া, ভক্তির আশ্রয় ও বিষয়ে বন্ধন (যুক্ত) করুন, আপনাকে নমস্কার। 'নমঃ প্রদ্যুম্নায়' ইতি (অর্থাৎ আপনিই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ-দেব প্রদ্যুম্ন, আপনাকে নমস্কার)। হে প্রদ্যুম্নদেব! আমার বুদ্ধিকে সেইরূপে 'প্রবোধয়'—জাগ্রত করুন, যাহাতে সে ভক্তিতেই আমাকে স্থাপন করে, আপনাকে নমস্কার, ইতি ॥ ৩৫ ॥

———

নমো নমোঽনিরুদ্ধায় হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে।
নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে (হৃষীকাণং চক্ষুরাদীনাম্ ঈশং যদিন্দ্রিয়ং মনঃ তদাত্মনে) অনিরুদ্ধায় নমঃ নমঃ। পরমহংসায় (সূর্য্যরূপায়) পূর্ণায় (তেজসা বিশ্বব্যাপকায়) নিভৃতাত্মনে (ক্ষয়-বৃদ্ধিশূন্যায়) নমঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আপনি ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ। আপনি সূর্য্যরূপে তেজোদ্বারা বিশ্ব ব্যাপ্ত করিতেছেন, আপনার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই। আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—হৃষীকাণাং যদীশমিন্দ্রিয়ং মনস্তদাত্মনে তন্নিয়ন্ত্রে। হে অনিরুদ্ধ-দেব, মন্মনো ভক্তাবেবানুরঞ্জয়, তুভ্যং নম ইতি। এবমন্তঃকরণচতুষ্টয়ং তদুপাস্য-দৈবত-বাসুদেবাদিপ্রণতিভিঃ সংশোধ্য বহিঃকরণানি, তথা দেহারম্ভকাণি পঞ্চভূতানি চ শোধয়িতুমধিষ্ঠাতৃরূপত্বেন ভূতরূপত্বেন চ প্রণমতি—নমঃ পরমেতি চতুর্ভিঃ। পরমহংসায় সূর্য্যায় নিভৃতাত্মনে নিতরাং ভৃতা বৃষ্ট্যাদিভিঃ পালিতা আত্মনো জীবা যেন তস্মৈ, শুচিনি অন্তঃকরণে সীদতীতি শুচিষৎ "হংসঃ শুচিষৎ" ইতি শ্রুতেঃ, তস্মৈ, ভোঃ সূর্য্যাত্মকদেব, মচ্চক্ষুঃ শ্রীমূর্ত্তিসৌন্দর্য্য এব প্রবর্ত্তয়, দেহগতং সূর্য্যাত্মকং তেজশ্চ শুদ্ধ্যতু, তুভ্যং নম ইতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে'—হৃষীক অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের ঈশ (প্রভু, প্রধান) যে মন, তাহার নিয়ন্তা (অর্থাৎ আপনি মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা) অনিরুদ্ধ। হে অনিরুদ্ধদেব! আমার মনকে ভক্তিতেই অনুরঞ্জিত (আসক্ত) করুন, আপনাকে নমস্কার। এইপ্রকার অন্তঃকরণ চতুষ্টয়কে তাহাদের উপাস্য দেবতা বাসুদেবাদির প্রণতির দ্বারা সংশোধন করতঃ, বহিরিন্দ্রিয়সকল

এবং দেহারম্ভক পঞ্চভূত-সমূহকে শোধন করিবার জন্য, অধিষ্ঠাতৃরূপে এবং ভূতরূপে প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ পরমহংসায়' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। পরমহংস বলিতে যিনি সূর্য্যস্বরূপ, 'নিভৃতাত্মনে'—বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা বিশেষরূপে পালিত হইয়াছে, 'আত্মনঃ', অর্থাৎ জীবগণ যাঁহা কর্ত্তৃক, তাঁহাকে, 'শুচিষদে'—'শুচিনি', অর্থাৎ অন্তঃকরণে যিনি অবস্থান করেন, তাঁহাকে (সেই সূর্য্যস্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি)। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'হংসঃ শুচিষৎ' (কঠ ২।২।২)—অর্থাৎ তিনি সূর্য্যরূপে আকাশে অবস্থানকারী। হে সূর্য্যরূপী দেবতা! আমার চক্ষুকে শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দর্শনেই প্রবর্ত্তিত করুন, এবং দেহগত সূর্য্যাত্মক তেজ শুদ্ধ করুন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

———

স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ।
নমো হিরণ্যবীর্য্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বর্গাপবর্গদ্বারায় (স্বর্গায় অপবর্গদ্বারায় চ) নিত্যং শুচিষদে (শুচিনি অন্তঃকরণে নিষীদতীতি শুচিষৎ তস্মৈ, "হংসঃ শুচিষৎ" ইতি শ্রুতেঃ) হিরণ্যবীর্য্যায় (হিরণ্যং বীর্য্যং যস্য তস্মৈ অগ্নিরূপায়) চাতুর্হোত্রায় (চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম তস্মৈ তৎসাধনায়) তন্তবে (তদ্বিস্তারকায় চ) নমঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আপনি স্বর্গ ও মুক্তির দ্বারস্বরূপ। আপনি নিত্যকাল অন্তঃকরণ-মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আপনি অগ্নিস্বরূপ ও চাতুর্হোত্র-কর্ম্মের সাধন; কারণ, আপনি ঐ কর্ম্ম বিস্তার করিয়া থাকেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—হিরণ্যবীর্য্যায় অগ্নিরূপায় চাতুর্হোত্র-কর্ম্ম-সাধনায়। কুতঃ? তন্তবে তদ্বিস্তারকায়। ভো বহ্ন্যাত্মকদেব, যথান্যেষাং কর্ম্ম প্রবর্ত্তয়সি তথৈব মম বাচং কীর্ত্তনভক্তৌ প্রবর্ত্তয়, বহ্ন্যাত্মকং তেজশ্চ শুদ্ধ্যতু, তুভ্যং নম ইতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হিরণ্য-বীর্য্যায়'—হিরণ্য (স্বর্ণ) বীর্য্য যাঁহার তাঁহাকে, অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপ আপনাকে। 'চাতুর্হোত্রায়'—হোতা প্রভৃতি চারিজনের কর্ম্ম, চাতুর্হোত্র, তাহার সাধনভূত যিনি, তাঁহাকে, কিপ্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'তন্তবে'—যজ্ঞের যিনি বিস্তারক, তাঁহাকে। হে অগ্নিস্বরূপ দেব! আপনি অপর সকলের কর্ম্ম যেরূপ প্রবর্ত্তন করান, সেইরূপই আমার বাক্য (শ্রীভগবানের নামাদি) কীর্ত্তন-ভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করুন, এবং আমার বহ্ন্যাত্মক তেজ শুদ্ধ করুন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥

———

নম ঊর্জ্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে।
তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্ব্বরসাত্মনে ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ঊর্জ্জে (পিতৃনাম্ অন্নায়) ইষে (দেবানাম্ অন্নায়) যজ্ঞরেতসে (সোমায়, স হি পিতৃণাং দেবানাঞ্চ অন্নম্ এবং রূপায়) ত্রয্যাঃ বেদানাং পতয়ে (হরয়ে) নমঃ। জীবানাং তৃপ্তিদায় সর্ব্বরসাত্মনে (জলরূপায় চ) নমঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—আপনি চন্দ্ররূপী, সুতরাং আপনি দেবতা ও পিতৃগণের অন্নস্বরূপ। আপনি জলরূপী, সুতরাং জীবগণের তৃপ্তিপ্রদ বস্তু। আপনি ত্রয়ীর অধীশ্বর—হর। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ ঊর্জ্জে পিতৃণামন্নায় ইষে দেবানামন্নায় যজ্ঞরেতসে সোমায়, ভোঃ সোমাত্মক-দেব, মম দেবর্ষ্যাদিঋণং পরিশোধ্য মন্মনো ভক্তাবেব সংযোজয়, সোমাত্মকং তেজশ্চ শুদ্ধ্যতু, তুভ্যং নম ইতি। পূর্ব্বমুপাস্যদৈবতপ্রণত্যা সংশোধ্যাপি মনসো দুর্দ্দমত্বাদধিষ্ঠাতৃদৈবত-প্রণত্যাপি পুনঃ সংশোধনমিদং জ্ঞেয়ম্। এবং সূর্য্যাগ্নিসোমরূপং তেজশ্চ তদ্রূপেণ প্রণত্যা সংশোধ্য রসনেন্দ্রিয়ং রসঞ্চ সংশোধয়িতুং রসরূপেণ প্রণমতি—তৃপ্তিদায়েতি। হে রসাত্মক-দেব হরে, মম রসনাং ভবদীয়বস্তুমাধুর্য্য এব স্বাদং প্রাপয়, দৈহিকা আপশ্চ শুদ্ধ্যন্তু, তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঊর্জ্জে'—পিতৃগণের অন্নস্বরূপ, 'ইষে'—দেবগণের অন্নস্বরূপ, 'যজ্ঞ-রেতসে'—যজ্ঞের যিনি রেতঃ অর্থাৎ ফল, তদ্রূপ (অর্থাৎ অমৃতলেশের দ্বারা যজ্ঞসামগ্রীর সম্পাদক) সোমস্বরূপ আপনাকে। হে সোমাত্মক দেব! দেব, ঋষি প্রভৃতি ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক আমার মনকে ভক্তিতেই সংযুক্ত করুন এবং আমার সোমরূপ তেজ শোধন করুন, আপনাকে নমস্কার। পূর্ব্বে উপাস্য

দেবতাগণের প্রণতির দ্বারা সংশোধন করিলেন, মনের দুর্দ্দমত্ব-হেতু (দুর্দ্দমনীয় বলিয়া) অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার প্রণতির দ্বারাও পুনরায় এই সংশোধন, ইহা বুঝিতে হইবে। এইপ্রকারে সূর্য্য, অগ্নি ও সোমরূপ তেজও তদ্রূপে প্রণতির দ্বারা সংশোধন করিয়া, রসনেন্দ্রিয় এবং রসকে সংশোধনের নিমিত্ত রসরূপে (জলরূপে) প্রণাম করিতেছেন—'তৃপ্তিদায়' ইতি, অর্থাৎ জীবগণের তৃপ্তিপ্রদ জলরূপী আপনাকে নমস্কার। হে রসাত্মক (জলরূপী) দেব হরে! আমার রসনাকে ভবদীয় বস্তুমাধুর্য্যেই আস্বাদন করান এবং দৈহিক জলও শোধন করুন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় স্থবীয়সে।
নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহওজোবলায় চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বসত্ত্বাত্মদেহায় (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং যে আত্মানঃ তেষাং দেহায়) স্থবীয়সে (অতিস্থূলায় বিরাড়্‌দেহায়) বিশেষায় (পৃথ্বীরূপায়) নমঃ। ত্রৈলোক্যপালায় (প্রাণরূপেণ ত্রৈলোক্যং পালয়তীতি, তস্মৈ) সহওজোবলায় চ (সহ-আদিরূপায় সহ-আদিধর্ম্মায় চ বায়ুরূপায় তস্মৈ) নমঃ ॥

অনুবাদ—আপনি পৃথিবীরূপী বিরাট্ পুরুষ; সুতরাং আপনি নিখিল-প্রাণীর দেহ। আপনি বায়ুরূপী, সুতরাং দেহবল, মনোবল ও শরীরবলও আপনি। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং যে আত্মানস্তেষাং দেহায় স্থবীয়সে বিরাড়্‌দেহায় চেতি। হে পৃথিব্যাত্মক হরে, মম ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং ভবদীয়-সৌরভ্য এব প্রবর্ত্তয়ন্ দেহঞ্চ স্বীয়-পরিচর্য্যাদিষু প্রবর্ত্তয়েতি। ত্রৈলোক্যপালায় প্রাণবায়ুস্বরূপায় সহওজোবলায় মন-ইন্দ্রিয়-দেহেষু সহ-ওজো-বলরূপেণ প্রবিশ্য তত্তৎপাটবঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। হে বায়ুস্বরূপ হরে, মম ত্বগিন্দ্রিয়ং ত্বদীয়সৌকুমার্য্যাদাবেবোল্লাসয়ন্ দেহেন্দ্রিয়-মনাংস্যপি ভজনসামর্থ্যবন্তি কুরু, তুভ্যং নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বসত্ত্বাত্মদেহায়'—সকল প্রাণিগণের যে আত্মা, তাহাদের দেহরূপী, এবং 'স্থবীয়সে বিশেষায়'—অতিস্থূলকায় বিরাট্‌মূর্ত্তি পৃথিবীস্বরূপ আপনি, আপনাকে নমস্কার। হে পৃথিবীস্বরূপ হরে! আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভবদীয় সৌরভ্যেই প্রবর্ত্তিত করতঃ দেহকেও আপনার পরিচর্য্যাদি কর্ম্মে পরিচালিত করুন। 'ত্রৈলোক্য-পালায়'—আপনি প্রাণবায়ুস্বরূপ, (প্রাণরূপে ত্রৈলোক্যের পালন করেন), 'সহ-ওজোবলায়'—মনঃ, ইন্দ্রিয় ও দেহে (যথাক্রমে) সহ, ওজঃ ও বলের সহিত প্রবেশ করতঃ তাহাদের পটুতা (কার্য্যসম্পাদনের নিপুণতা) বিধান করুন—এই অর্থ। হে বায়ুস্বরূপ হরে! আমার ত্বগিন্দ্রিয়কে তদীয় সৌকুমার্য্যাদিতেই উল্লসিত করতঃ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকেও ভজন-সামর্থ্যযুক্ত করুন, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

অর্থলিঙ্গায় নভসে নমোঽন্তর্ব্বহিরাত্মনে।
নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুষ্মৈ ভূরিবর্চ্চসে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অর্থলিঙ্গায় (অর্থানাং লিঙ্গায় শব্দগুণত্বাৎ পদার্থজ্ঞাপকায়) অন্তর্ব্বহিরাত্মনে (অন্তর্ব্বহির্ব্যবহারালম্বনায়) নভসে নমঃ; পুণ্যায় (সর্ব্বোত্তমায়) ভূরিবর্চ্চসে (প্রকাশবহুলায়) অমুষ্মৈ লোকায় (স্বর্গায়) নমঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আপনি পদার্থজ্ঞাপক এবং "বাহ্য" ও "অভ্যন্তর"—এইরূপ ব্যবহারের অবলম্বনস্বরূপ, আকাশও আপনার স্বরূপ। আপনি সর্ব্বোত্তম ও প্রচুরজ্যোতিঃস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থানাং লিঙ্গায় জ্ঞাপকায় শব্দগুণত্বাৎ। অন্তর্বহিরাত্মনে অন্তর্বহির্ব্যবহারাবলম্বনায়; ভো নভঃস্বরূপ-হরে, মম শ্রোত্রং ভবৎসৌন্দর্য্য এব প্রবর্ত্তয়ন্ স্বীয়-নামমন্ত্রভক্তিশাস্ত্রার্থং স্ফোরয়। মম নভস্তুঞ্চ শুদ্ধ্যাতু, তুভ্যং নম ইতি। এবং স্বীয় ভূতেন্দ্রিয়-মনাংসি ভগবদুপাসনোন্মুখীকৃত্য উপাসনাং প্রাপ্য বৈকুণ্ঠলোকস্বরূপত্বেন প্রণমতি—নম ইতি। পুণ্যায় সর্ব্বোত্তমায়, "পুণ্যন্তু চার্ব্বপি" ইত্যমরঃ। ভূরিবর্চ্চস ইতি লোকান্তরব্যাবৃত্তিঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থলিঙ্গায় নভসে'—অর্থসমূহের বলিতে লৌকিক সমস্ত পদার্থের, লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক, যেহেতু আপনি নিজগুণ শব্দের দ্বারা আকাশরূপী এবং আন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারের অবলম্বন-

স্বরূপ। হে আকাশরূপী হরে! আমার কর্ণেন্দ্রিয়কে আপনার সৌন্দর্য্যেই প্রবর্ত্তিত করতঃ স্বীয় নাম, মন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের নিমিত্ত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করান, এবং আমার দেহস্থিত আকাশকেও শুদ্ধ করুন, আপনাকে নমস্কার। এইপ্রকারে নিজ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে শ্রীভগবানের উপাসনায় উন্মুখী করতঃ, সেবা লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠলোক-স্বরূপত্ব-রূপে প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ পুণ্যায়', আপনি পুণ্যলোকস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম, পুণ্য শব্দ এখানে উত্তম অর্থ, অমরকোষে উক্ত আছে—'চারু অর্থে পুণ্যশব্দের প্রয়োগ হয়'। 'ভূরিবর্চসে'—প্রকাশবহুল, ইহাতে লোকান্তরের ব্যাবৃত্তি বুঝাইতেছে ॥ ৪০ ॥

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় পিতৃদেবায় কর্ম্মণে।
নমোঽধর্ম্মবিপাকায় মৃত্যবে দুঃখদায় চ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—পিতৃদেবায় (যথাক্রমং পিতৃদেবপ্রাপ্তি ফলায়) প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় চ কর্ম্মণে নমঃ। অধর্ম্ম-বিপাকায় (অধর্ম্মস্য বিপাকায় ফলরূপায়) দুঃখদায় (দুঃখদাত্রে) মৃত্যবে নমঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ কর্ম্মদ্বারা যে পিতৃ ও দেবলোক লাভ হয়, তাহাও আপনি। অধর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখদায়ক মৃত্যুও আপনি। আপনাকে নমস্কার ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মান্তরস্যাপি প্রযোজকত্বেন প্রণমতি—প্রবৃত্তায়েত্যাদি। পিতৃদেবায় পিতৃদেবপ্রাপকায়। নিষিদ্ধকর্ম্মফলদায়িত্বেন প্রণমতি—নমোঽধর্ম্মেতি। অধর্ম্মস্য বিপাকঃ ফলং যস্মাত্তস্মৈ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যান্য ধর্ম্মের প্রযোজক-রূপে (প্রেরক-রূপে) প্রণাম করিতেছেন—'প্রবৃত্তায়' ইত্যাদি। 'পিতৃদেবায়'—পিতৃদেব-প্রাপক, (অর্থাৎ আপনি পিতৃলোক-প্রাপ্তিসাধক প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্ম ও বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্তিসাধক নিবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্মস্বরূপ)। নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলদায়িত্বরূপে প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ অধর্ম্ম-বিপাকায়', ইত্যাদি, অধর্ম্মের বিপাক অর্থাৎ ফল যাহা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে (অর্থাৎ আপনি অধর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখদায়ক মৃত্যুস্বরূপী, আপনাকে নমস্কার।) ॥ ৪১ ॥

নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে।
নমো ধর্ম্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, আশিষাং (কামানাং) কারণাত্মনে (সর্ব্বকর্ম্মফলদাত্রে) মনবে (সর্ব্বজ্ঞায় মন্ত্রাত্মকায় বা) তে নমঃ। বৃহতে ধর্ম্মায় (পরম-ধর্ম্মাত্মনে) অকুণ্ঠমেধসে (অলুপ্তজ্ঞানশক্তয়ে) পুরাণায় পুরুষায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় (সাংখ্যযোগয়োঃ ঈশ্বরায় প্রবর্ত্তকায়) কৃষ্ণায় (তে) নমঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, আপনি সকল কামনা ও সর্ব্ব-কর্ম্মের ফল-দাতা এবং সর্ব্বজ্ঞ। আপনাকে নমস্কার, আপনি পুরাণ পুরুষ; যেহেতু আপনি পদ্মনাভরূপে আপনার নিঃশ্বাস-প্রবর্ত্তিত বেদদ্বারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। ঐ বিস্তারশীল ধর্ম্মও আপনি। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি কপিল-দত্তাত্রেয়াদি অবতার-ভেদদ্বারা তত্তদধিকারিব্যক্তিগণের জন্য সাংখ্য ও যোগাদি-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আবার, স্বয়ং ভগবৎকৃষ্ণস্বরূপ দ্বারা আপনি পরব্রহ্মরূপে কুণ্ঠধর্ম্ম-রহিত অধোক্ষজজ্ঞান প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—বিহিতকর্ম্মফলদায়িত্বেন প্রণমতি—নমস্ত ইতি। হে আশিষামীশ, স্বর্গাদিফলদায়িন্ মনবে সর্ব্বমন্ত্ররূপায় কারণাত্মনে, কর্ম্মকারকস্বরূপায়। ভক্তিরূপত্বেন তদ্বিষয়ত্বেন প্রণমতি—নমো ধর্ম্মায়েতি। অধিকারিভেদেষু কপিলদত্তাত্রেয়াদ্যবতারভেদেন সাংখ্য-যোগয়োরপি প্রবর্ত্তকায় ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিহিত কর্ম্মের ফলদায়িত্ব-রূপে প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ তে' ইত্যাদি। হে আশিষাম্ ঈশ! অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলদাতা, 'মনবে'—সকল মন্ত্রস্বরূপ, 'কারণাত্মনে'—কর্ম্মকারকস্বরূপ, (অর্থাৎ সকল কর্ম্মের ফলদাতা, আপনাকে নমস্কার)। ভক্তিরূপত্ব অর্থাৎ ভক্তির বিষয়ত্বরূপে প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ ধর্ম্মায়' ইত্যাদি (আপনি পরম ধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, অকুণ্ঠমেধাবী পুরাণপুরুষ, আপনাকে নমস্কার)। অধিকারিভেদে কপিল এবং দত্তাত্রেয় প্রভৃতি অবতাররূপে সাংখ্য ও যোগের প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪২ ॥

শক্তিত্রয়সমেতায় মীঢ়ুষেহহঙ্কৃতাত্মনে।
চেতআকূতিরূপায় নমো বাচো বিভূতয়ে॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—অহঙ্কৃতাত্মনে (অহঙ্কৃতম্ অহঙ্কারঃ তদাত্মনে) শক্তিত্রয়সমেতায়। কর্ত্তৃকরণকর্ম্মশক্তি-ত্রয়সমেতঃ তস্মৈ) মীঢ়ুষে (রুদ্রায়) নমঃ। চেত-আকূতিরূপায় (চেতঃ জ্ঞানম্ আকূতিঃ ক্রিয়া তদ্রূপায়) বাচঃ বিভূতয়ে (বাচঃ বিবিধা ভূতিঃ সৃষ্টিঃ যস্মাৎ তস্মৈ) নমঃ॥ ৪৩॥

অনুবাদ—আপনি অহঙ্কারাত্মা। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ—এই শক্তিত্রয়সম্পন্ন রুদ্র। আপনাকে নমস্কার। আপনি জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপী। আপনা হইতেই বাক্যের বিবিধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। আপনাকে নমস্কার॥ ৪৩॥

বিশ্বনাথ—অহঙ্কারস্যাধিদেবাদিভেদত্রয়সহিতস্য পুনরপি তদধিষ্ঠাতৃদেবতস্বরূপপ্রণত্যা সংশোধনমাহ—শক্তীতি কর্ত্তৃকর্ম্মকরণশক্তিত্রয়সমেতায়। মীঢ়ুষে রুদ্রস্বরূপায় অহঙ্কৃতমহঙ্কারস্তদাত্মনে ভো রুদ্রস্বরূপ হরে, মমাহংতা-মমতয়ো-র্বৃত্তয়ঃ শুদ্ধ্যন্তু, ভক্তিময্যো ভবন্তু, তুভ্যং নম ইতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং শুদ্ধিমাহ—চেতো জ্ঞানম্ আকূতিঃ ক্রিয়া তদ্রূপায় ব্রহ্মস্বরূপায় বাচো বেদলক্ষণায়া বিবিধা ভূতিঃ সৃষ্টি-র্যস্মাত্তস্মৈ, তথা বাচ ইতি তদুপলক্ষিতানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং শুদ্ধির্ব্যঞ্জিতা। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণামপি শুদ্ধিঃ পূর্ব্বমুক্তাপি পুনরনয়া প্রণত্যাপি জ্ঞেয়া। হে রুদ্রস্বরূপ হরে, মম বুদ্ধিপ্রাণবৃত্তী ভক্ত্যুন্মুখী কুরু, তুভ্যং নম ইতি॥ ৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহঙ্কারের অধিদৈবাদি ভেদ-ত্রয়ের সহিত পুনরায় তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে প্রণতির দ্বারা নিজের সংশোধন বলিতেছেন—'শক্তি-ত্রয়-সমেতায়'—কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও করণ—এই তিনটি শক্তি-সমন্বিত। 'মীঢ়ুষে'—রুদ্রস্বরূপ আপনাকে, 'অহঙ্কৃতাত্মনে'—অহঙ্কৃত বলিতে অহঙ্কার, তদাত্মক (আপনাকে নমস্কার)। হে রুদ্রস্বরূপ হরে! আমার অহন্তা ও মমতার বৃত্তিসকল শুদ্ধ হউক, ভক্তিরূপ হউক, আপনাকে নমস্কার। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শুদ্ধি প্রার্থনা করিতেছেন—'চেতঃ আকূতি-রূপায়' চেতঃ বলিতে জ্ঞান এবং আকূতি অর্থাৎ ক্রিয়া, তদ্রূপ, (অর্থাৎ ব্রহ্মারূপী আপনি, যাঁহা হইতে বেদরূপ বিবিধ বাক্যসমূহের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই আপনাকে নমস্কার)। সেইরূপ 'বাচঃ', এই পদের উপলক্ষিত কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলেরও শুদ্ধি ব্যক্ত হইল। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের শুদ্ধির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইলেও পুনরায় ইহার প্রণতির দ্বারাও বলিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে। হে রুদ্রস্বরূপ হরে! আপনি আমার বুদ্ধি এবং প্রাণবৃত্তি ভক্তির উন্মুখী করুন, আপনাকে নমস্কার॥ ৪৩॥

দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাং দেহি ভাগবতার্চ্চিতম্।
রূপং প্রিয়তমং স্বানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্॥ ৪৪॥
স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামং সর্ব্বসৌন্দর্য্যসংগ্রহম্।
চার্ব্বায়তচতুর্ব্বাহু-সুজাতরুচিরাননম্॥ ৪৫॥
পদ্মকোশপলাশাক্ষং সুন্দরভ্রু সুনাসিকম্।
সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণবিভূষণম্॥ ৪৬॥
প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গমলকৈরুপশোভিতম্।
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্ক-দুকূলং মৃষ্টকুণ্ডলম্॥ ৪৭॥
স্ফুরৎকিরীটবলয়-হারনূপুরমেখলম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-মালামণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ॥ ৪৮॥
সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎ সৌভগগ্রীবকৌস্তুভম্।
শ্রিয়ানপায়িন্যাক্ষিপ্ত-নিকষাশ্মোরসোল্লসৎ॥ ৪৯॥
পূররেচকসংবিগ্ন-বলিবল্গুদলোদরম্।
প্রতিসংক্রাময়দ্বিশ্বং নাভ্যাবর্ত্তগভীরয়া॥ ৫০॥
শ্যামশ্রোণ্যধি-রোচিষ্ণু-দুকূলস্বর্ণমেখলম্।
সমচার্ব্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরু-নিম্নজানুসুদর্শনম্॥ ৫১॥

পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা
নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং
পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—দিদৃক্ষূণাং (দর্শনেচ্ছুনাং) নঃ (অস্মাকং) ভাগবতার্চ্চিতং (ভাগবতৈঃ ভক্তৈঃ অর্চ্চিতং সৎকৃতং) দর্শনং দেহি। স্বানাং (ভক্তানাং) প্রিয়তমং সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনং (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যে গুণাঃ বিষয়াঃ তেষাম্ অঞ্জনং ব্যঞ্জকং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিষয়বিষয়িরূপং), স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামং (স্নিগ্ধঃ প্রাবৃষি যঃ ঘনঃ, তদ্বৎ শ্যামং), সর্ব্বসৌন্দর্য্যসংগ্রহং (সর্ব্বেষাং সৌন্দর্য্যাণাং সংগ্রহঃ যস্মিন্ তৎ),

চার্ব্বায়তচতুর্বাহু (চারবঃ আয়তাঃ চত্বারঃ বাহবঃ যস্মিন্ তৎ) সুজাতরুচিরাননং (সুজাতং যথোচিতং সর্ব্বাবয়বরুচিরম্ আননং যস্মিন্ তৎ), পদ্মকোশ-পলাশাক্ষং (পদ্মস্য কোশে মধ্যে যানি পলাশানি পত্রাণি, তদ্বৎ অক্ষিণী যস্মিন্ তৎ), সুন্দরভ্রু (সুন্দর্য্যৌ ভ্রুবৌ যস্মিন্ তৎ), সুনাসিকং (শোভনা নাসিকা যস্মিন্ তৎ), সুদ্বিজং (শোভনাঃ দ্বিজাঃ দন্তাঃ যস্মিন্ তৎ), সুকপোলাস্যং (সুকপোলম্ আস্যং মুখং যস্মিন্ তৎ), সমকর্ণবিভূষণং (সমৌ কর্ণৌ বিভূষণং যস্য তৎ), প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গং (প্রীত্যা প্রহসিতাবিব অপাঙ্গৌ নেত্রপাঙ্গৌ যস্মিন্ তৎ), অলকৈঃ (কুঞ্চিতৈঃ ভ্রমরাকারৈঃ কেশৈঃ) উপশোভিতং, লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্ক দুকূলং (লসন্তঃ শোভমানাঃ যে পঙ্কজস্য কিঞ্জল্কাঃ কেশরাঃ তৎসদৃশে পীতে দুকূলে বস্ত্রে যস্মিন্ তৎ), মৃষ্টকুণ্ডলং (মৃষ্টে উজ্জ্বলে কুণ্ডলে যস্মিন্ তৎ), স্ফুরৎকিরীটবলয়-হারনূপুরমেখলং (স্ফুরন্তঃ দীপ্যমানাঃ কিরীটবলয়া-দয়ঃ যস্মিন্ তৎ), শঙ্খচক্রগদাপদ্মমালামণ্যুত্তমর্দ্ধি-মৎ (শঙ্খচক্রগদাপদ্মানি মালাঃ বনমালাঃ মণয়ঃ এতৈঃ উত্তমা ঋদ্ধিঃ শোভা যস্য অস্তি তৎ), সিংহ-স্কন্ধত্বিষঃ (সিংহস্য স্কন্ধে পরিতঃ প্রসরন্তঃ কেশরাঃ এব ত্বিষঃ, তাদৃশীঃ সর্ব্বতঃ ত্বিষঃ) বিভ্রৎ (ধারয়ৎ), সৌভগগ্রীবকৌস্তুভং (সৌভগযুক্তা গ্রীবা যেন সঃ কৌস্তুভঃ যস্মিন্ তৎ), অনপায়িন্যা (অচঞ্চলয়া) শ্রিয়া (লক্ষ্মীরেখয়া হেতুভূতয়া) ক্ষিপ্তনিকষাশ্মোরসা (ক্ষিপ্তঃ তিরস্কৃতঃ নিকষাশ্মা স্বর্ণরেখাঙ্কিতঃ নিকষণ-পাষাণঃ যেন তাদৃশেন উরসা বক্ষসা) উল্লসৎ (শোভ-মানং), পূররেচকসংবিগ্নবলিবল্গুদলোদরং (পূরক-রেচকাভ্যাং শ্বাসোচ্ছ্বাসাভ্যাং সংবিগ্নাঃ চঞ্চলাঃ বলয়ঃ রেখাঃ তাভিঃ বল্গু সুন্দরং দলবৎ অশ্বত্থপত্রসদৃশম্ উদরং যস্মিন্ তৎ), আবর্ত্তগভীরয়া (আবর্ত্তযুক্তয়া গভীরয়া চ) নাভ্যা বিশ্বং প্রতিসংক্রাময়ৎ (যতঃ নির্গতঃ তেনৈব দ্বারেণ পুনঃ প্রবেশয়ৎ ইব স্থিতং), শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিষ্ণু-দুকূলস্বর্ণমেখলং (শ্যামশ্রোণ্যা শ্যামনিতম্বেন অধিকং রোচিষ্ণু শোভনশীলং যৎ দুকূলং পীতাম্বরং তত্র স্বর্ণময়ী মেখলা যস্মিন্ তৎ), সমচার্ব্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরু-নিম্নজানুসুদর্শনং (অঙ্ঘ্রি চ জঙ্ঘে চ ঊরূ চ নিম্নে অনুন্নতে জানুনী চ, সমৈঃ চারুভিঃ এতৈঃ শোভনং দর্শনং যস্য তৎ) রূপং, (তথা) শরৎপদ্মপলাশরোচিষা (শরদি যৎ পদ্মং তস্য পলাশং তদ্বৎ রোচিঃ যস্য তেন) নখদ্যুভিঃ (নখদীপ্তিভিঃ) নঃ (অস্মাকম্) অন্তরঘম্ (অন্ত-র্ভবম্ অজ্ঞানম্ অঘং) বিধুন্বতা (দূরীকুর্ব্বতা) পদা (স্বচরণেন দীপস্থানীয়েন) অপাস্তসাধ্বসম্ (অপাস্তং দূরীকৃতং প্রপন্নানাং সাধ্বসং সংসারভয়ং যেন তৎ) (হে) গুরো, (যতঃ ত্বং) তমোজুষাম্ (অজ্ঞানাম্ অস্মাকং) মার্গগুরুঃ (বর্ত্ম প্রদর্শকঃ গুরুঃ অতঃ) স্বীয়ং পদং (স্বকীয়ং শরণ্যং পদং অথবা এবম্ভূতেন পদা উপলক্ষিতরূপং পদং) প্রদর্শয় ॥ ৪৪-৫২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার যে রূপ ভাগবত ভক্তগণদ্বারা নিত্য অর্চ্চিত ও সমাদৃত, যে রূপ আপনার নিজজনের প্রিয়তম এবং যাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, আমরা আপনার সেই রূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে দর্শন প্রদান করুন্। হে প্রভো, আপনার ঐ রূপ বর্ষাকালীন সুস্নিগ্ধ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ; উহাতে নিখিল সৌন্দর্য্যের সংগ্রহ বিদ্যমান—আপনার ঐ রূপে মনোহর ও আয়ত বাহুচতুষ্টয় শোভিত রহিয়াছে এবং অবয়বের পরিমিত সুন্দর বদন শোভা পাইতেছে; উহার চক্ষুযুগল—পদ্মের কোশ-মধ্যবর্ত্তী পত্রসদৃশ এবং সুন্দর-ভ্রূযুক্ত; উহার নাসিকা—সুন্দর, দন্ত—সুচারু, মুখমণ্ডল—মনোহর কপোলদ্বয়-বিশিষ্ট; কর্ণযুগল পরস্পর এরূপ সমান যে, উহাই ভূষণস্বরূপ হইয়াছে; কুঞ্চিত কেশদামে সুশোভিত নেত্রাপাঙ্গদ্বয় যেন প্রীতিনিবন্ধন নিরন্তর হাস্য করিতেছে; কটিদেশে পদ্মকেশরের ন্যায় (উজ্জ্বল পীতবর্ণ) পট্টবস্ত্র শোভা পাইতেছে, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল বিলম্বিত; কিরীট, বলয়, হার, নূপুর ও মেখলা প্রভা বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে; শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-মালা ও মণিগণ উত্তম শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ শ্রীমূর্ত্তির গলদেশে যে কৌস্তুভমণি শোভিত রহিয়াছে, সেই শোভার কথা আর কি বলিব! সিংহের স্কন্ধ-দেশে যেমন চতুর্দ্দিকে প্রসারণশীল কেশররাজি থাকে, তাহারই ন্যায় যেন সর্ব্বদিকে উহা মনোহর কান্তি বিস্তার করিয়া বিলসিত রহিয়াছে। ঐ কৌস্তুভমণির শোভাদ্বারা (অথবা, অচঞ্চলা লক্ষ্মীরেখাদ্বারা) বক্ষঃ-

স্থলে এরূপ শোভা হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা স্বর্ণরেখাঙ্কিত নিকষ-পাষাণকেও তিরস্কার করিতেছে। ত্রিবিল রেখা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-নিবন্ধন কল্পিত হইয়া অশ্বত্থপত্রসদৃশ সুগঠন উদরের শোভা বিস্তার করিতেছে। আবর্ত্তের ন্যায় গভীর নাভিপ্রদেশ দেখিয়া মনে হয় যেন যে নাভিদেশ হইতে এই বিশ্ব নির্গত হইয়াছে, উহাতেই পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতেছে ; শ্যামবর্ণ নিতম্বে যে মনোহর পট্ট পীতাম্বর বেষ্টিত রহিয়াছে, তাহাতে স্বর্ণমেখলা বিরাজিত থাকিয়া আরও অধিকতর শোভা বিস্তার করিতেছে ; পাদ, জঙ্ঘা ও উরুদ্বয়, পরস্পর সমান ও সুন্দর, জানুযুগল—অনুন্নত এবং সুদর্শন ; সুচারু শারদ পদ্মপলাশের ন্যায় দীপ্তিশালী পদযুগলে যে নখরাজি শোভিত রহিয়াছে, উহার দ্যুতিদ্বারা আমাদিগের অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিতেছে। তাঁহার শ্রীচরণ—প্রোজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ ; উহাদ্বারা প্রপন্ন পুরুষগণের সংসারভয় দূরীকৃত হয়। হে প্রভো, আপনি—অজ্ঞানসেবিজীবের প্রকৃতমার্গপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেব ; আপনি আমাদিগকে আপনার ঐরূপ প্রদর্শন করুন ॥ ৪৪-৫২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্মরন্ প্রণতিভিরেব স্বস্য দেহেন্দ্রিয়মনসাং শুদ্ধ্যা যোগ্যতামাপাদ্য দর্শনং প্রার্থয়তে নবভিঃ—দর্শনং দেহীতি। ননু কীদৃশং দর্শনং ভবদভিমতং দদানি, তত্রাহ—ভাগবতৈরর্চ্চিতং ন তু বৌদ্ধাদ্যৈরিত্যর্থঃ। রূপং রূপবৎ স্বানাং প্রিয়তমমিতি বৈরাজদর্শনং ব্যাবৃত্তম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈ রূপাদিভিঃ অঞ্জনং ম্রক্ষণমত্যাসক্তির্যত্র তদিতি ব্রহ্মদর্শনমপি ব্যাবৃত্তম্ ; যদ্বা, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং গুণাঞ্জনং গুণযুক্তং হিতকরমঞ্জনং মন আদি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি যত্র দুর্ব্বিষয়গ্রহণরূপমান্ধ্যং পরিত্যজ্য স্ব-স্ব-চক্ষুঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কিঞ্চ, তত্রাপি স্নিগ্ধেতি স্নেহবত্ত্বস্নেহজনকত্ব-চিক্কণত্বান্যুক্তানি, প্রাবৃণ্মেঘেতি বসবর্ষিত্ব-সর্ব্বতাপোপশমকত্ব-মনশ্চাতক-হর্ষত্বানি, শ্লেষেণ—প্রকর্ষেণ আ—সম্যগেব বর্ষতি ভক্তমনোরথমিতি প্রাবৃট্ ঘনশ্যামম্ অতিনিবিড়শ্যামম্। সর্ব্বেষামেব প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুনিষ্ঠানাং সৌন্দর্য্যাণাং সংগ্রহো যত্র তৎ ; যদ্বা, সৌন্দর্য্যকর্ত্তৃকং সম্যক্ গ্রহণমাকর্ষণং যত্র তদিত্যত এবান্যত্র তাদৃশসৌন্দর্য্যং নাস্তীত্যর্থঃ ; যদ্বা, সর্ব্বসৌন্দর্য্যেণ কর্ত্রা সম্যগাসক্ত্যৈব গ্রহণং যস্যেতি সর্ব্বসৌন্দর্য্যমপি স্বং সফলয়িতুং যদেব গৃহ্নাতীতি ভাবঃ। চতসৃষু দিক্ষু ভুজা যস্যেতি পদ্মনাভোপাসকাঃ। চত্বারো ভুজা যস্যেতি বৈকুণ্ঠনাথোপাসকাঃ, প্রেয়সীসাহিত্যাদেব চতুর্ভুজত্বমিতি শ্রীকৃষ্ণোপাসকাঃ। সুজাতকমলমিব রুচিরমাননং যস্য তম্। পদ্মকোশস্থে কোমলে পলাশে ইবাক্ষিণী যত্র তৎ। প্রীতি-ব্যঞ্জকং প্রহসিতমপাঙ্গে বামনেত্রান্তে যস্যেতি প্রেয়সীসাহিত্যং সূচয়তি। শঙ্খচক্রগদাপদ্মানি করচতুষ্টয়ে। করতলদ্বয়ে বা রেখারূপাণি জ্ঞেয়ানি। মালাশ্চ আভরণস্থা মণয়শ্চ উত্তমর্দ্ধিঃ শোভাসম্পচ্চ তদ্বৎ। সিংহস্যেব যৌ স্কন্ধৌ তয়োস্ত্বিষো হারকুণ্ডলাদিদীপ্তিবিভ্রৎ। সৌভগযুক্তা গ্রীবা যেন তথাভূতঃ কৌস্তুভো যত্র তৎ। অনপায়িন্যা শ্রিয়া লক্ষ্মীরেখয়া হেতুভূতয়া আক্ষিপ্তস্তিরস্কৃতো নিকষাশ্মা স্বর্ণরেখাঙ্কিতো নিকষপাষাণো যেন তাদৃশেন উরসা উল্লসচ্ছোভমানম্। পূররেচকাভ্যাং শ্বাসোচ্ছ্বাসাভ্যাং সংবিগ্নাশ্চঞ্চলা যা বলয়স্তাভির্বল্গু দলবদশ্বত্থপত্রসদৃশমুদরং যত্র তৎ। আবর্ত্তবদ্গম্ভীরয়া নাভ্যা বিশ্বং প্রতি সংক্রাময়ৎ, তয়ৈবোদ্ভূতং পুনস্তয়ৈব স্বস্মিন্ প্রবেশয়দিব স্বসৌন্দর্য্যেণাকর্ষদিব ইত্যর্থঃ। শ্যামশ্রোণ্যা অধিকং রোচিষ্ণু তৎকান্ত্যুচ্চলনযুক্তং যৎপীতদুকূলং তত্র স্বর্ণময়ী মেখলা যস্মিংস্তৎ। সমং তুল্যপ্রমাণঞ্চ চারু সুন্দরঞ্চ অঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরু যত্র তৎ। নখদ্যুভির্নখানাং কান্তিভিরেব অঘমন্ধকারং দূরীকুর্ব্বতা পদা দিব্যদীপকেনৈব স্বীয়ং পদং স্বরূপং স্থানং বা ; যদ্বা, হে প্রভো, তব সর্ব্বাঙ্গলাবণ্য দর্শনং প্রাপ্তং, কিন্তু চরণতলমাধুর্য্যং নোপলব্ধং, তত্র যদ্যপি মহাযোগপীঠে তিষ্ঠতস্তব দ্বয়োঃ পদয়োঃ সামস্ত্যেন দর্শনাসম্ভবস্তদপি একেন পদা ভুবমবষ্টভ্যাপরং পদং কিঞ্চিদুন্নময্য দর্শয়েত্যাহ—পদা এব পদং দর্শয় বামপদা ভুবমবষ্টভ্য দক্ষিণপদং কিঞ্চিত্তিরশ্চিনীকৃতমুন্নময্য প্রদর্শয়, যথা চক্র-ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদিদর্শনেন সংসারভয়ং নিবর্ত্তত ইত্যাহ—অপাস্তেতি। ননু কথমীদৃশী মতিস্তবাজনীতি, তত্র শ্রীগুরুপ্রসাদাদিত্যাহ—হে গুরো, তমো-জুষামজ্ঞান-তিমিরান্ধ-চক্ষুষামস্মাকং মার্গ-গুরুর্ভক্তিমার্গোপদেষ্টা

ত্বমেব গুরুরূপধারীত্যর্থঃ ॥ ৪৪-৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার স্মরণ করিতে করিতে প্রণতির দ্বারাই স্বীয় দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের শুদ্ধিহেতু যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন—নয়টি শ্লোকের দ্বারা। 'দর্শনং দেহি'—আপনি আমাদিগকে দর্শন দান করুন। যদি বলেন—দেখ, তোমাদের অভিমত কিরূপ দর্শন দিব? তাহাতে বলিতেছেন—'ভাগবতার্চ্চিতম্'—ভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা অর্চ্চিত যে রূপ, তাহা, কিন্তু বৌদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা অর্চ্চিত (শূন্যরূপ) নহে, এই অর্থ। 'রূপং'—আপনার নিজ জনের প্রিয়তম রূপের ন্যায় যে রূপ, ইহা বলায় বিড়াট্‌মূর্ত্তির দর্শন ব্যাবৃত্ত হইল। 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্'—রূপাদি সকল ইন্দ্রিয়গুণের দ্বারা অঞ্জন বলিতে ম্রক্ষণ, অর্থাৎ অত্যাসক্তি যেখানে তাদৃশ রূপ, (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে যে গুণ অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্ম—শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আঘ্রাণ প্রভৃতি, তাহাদের অঞ্জন (অভিব্যক্তি) যেখানে, তাদৃশ রূপ দর্শন করান)। ইহাতে ব্রহ্মদর্শনও ব্যাবৃত্ত হইল। অথবা—সকল ইন্দ্রিয়ের 'গুণাঞ্জন' বলিতে গুণযুক্ত হিতকর অঞ্জন, যেখানে মন প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় দুর্ব্বিষয় গ্রহণরূপ অন্ধতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই অর্থ। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে —"চক্ষুষশ্চক্ষুঃ', অর্থাৎ যাঁহার চক্ষু চক্ষুসকলের তেজ-প্রদায়ক, ইত্যাদি। আরও, তাহাতে 'স্নিগ্ধ প্রাবৃড়্-ঘনশ্যামং'—(অর্থাৎ আপনার সেই রূপ বর্ষাকালীন স্নিগ্ধ মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ।) এখানে 'স্নিগ্ধ', ইহা বলায়, স্নেহবত্ত্ব, স্নেহজনকত্ব ও চিক্কণত্ব উক্ত হইল, এবং 'প্রাবৃন্মেঘ', বর্ষকালীন মেঘ—ইহা বলায়, রসবর্ষিত্ব, সর্ব্বতাপোশমকত্ব এবং মনোরূপ চাতকের আনন্দত্ব উক্ত হইল। শ্লেষোক্তিতে—'প্রাবৃট্' বলিতে প্রকর্ষরূপে আ—সম্যক্ প্রকারেই ভক্তজনের মনোরথ বর্ষণ করে যাহা, 'ঘনশ্যাম' বলিতে অতি নিবিড় শ্যামবর্ণ। 'সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সংগ্রহম্'—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু-নিষ্ঠ সকল সৌন্দর্য্যেরই সংগ্রহ যেখানে, তাদৃশ (অর্থাৎ সকল সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ) রূপ। অথবা—সৌন্দর্য্য কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে গ্রহণ, অর্থাৎ আকর্ষণ যেখানে, তাহা, ইহাতেই অন্যত্র তাদৃশ সৌন্দর্য্য নাই, এইরূপ অর্থ বুঝান হইল। কিম্বা—সকল সৌন্দর্য্য কর্ত্তৃক আসক্তি-বশতঃই গ্রহণ যাহার, ইহার দ্বারা সমস্ত সৌন্দর্য্যও নিজ নিজ সাফল্য বিধানের নিমিত্ত যে রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা—এই ভাব। 'চার্ব্বায়ত-চতুর্বাহু'—(চারু অর্থাৎ সুন্দর, আয়ত বলিতে আজানুলম্বিত চারিটি বাহু যাঁহার, সেই রূপ।) এখানে চারিটি দিকে বাহুসকল যাঁহার—ইহা পদ্মনাভের উপাসকগণের। চারিটি বাহু যাঁহার—ইহা বৈকুণ্ঠ-নাথের উপাসকগণের, এবং (পুর) প্রেয়সীগণের সাহচর্য্যেই চতুর্ভুজত্ব—ইহা (দ্বারকায়) শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণের রমণীয় রূপ। 'সুজাত-রুচিরাননম্' সুজাত কমলের ন্যায় রুচির (মনোজ্ঞ) আনন যাঁহার, (তাদৃশ রূপ দর্শন করান)।

'পদ্মকোশ-পলাশাক্ষং'—পদ্মকোশস্থ কোমল পলাশের ন্যায় (অর্থাৎ পদ্মমধ্যস্থ পত্রতুল্য রক্তবর্ণ রেখাযুক্ত সুন্দর) নয়নযুগল যেখানে, (তাদৃশ রূপ)। 'প্রীতি-প্রহসিতাপাঙ্গং'—প্রীতিব্যঞ্জক প্রহসিত (প্রকৃষ্ট মধুর হাস্য) অপাঙ্গে অর্থাৎ বামনেত্র-প্রান্তে যাহার, (তাদৃশ রূপ আমাদিগকে দেখান), ইহার দ্বারা প্রেয়সীগণের সাহচর্য্য সূচনা করিতেছেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—ইহা করচতুষ্টয়ে, অথবা—করতলদ্বয়ে রেখারূপে বর্ত্তমান শঙ্খ, চক্রাদি বুঝিতে হইবে। 'মালা-মণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ' — মাল্যসকল, আভরণস্থিত মণিসমুদয় এবং 'উত্তমর্দ্ধি' অর্থাৎ শোভাসম্পৎ যেখানে, (সেই রূপ দেখান)। 'সিংহস্কন্ধ-ত্বিষঃ'—সিংহের ন্যায় যে স্কন্ধদ্বয়, তাহার কান্তিতেই হার, কুণ্ডলাদির দীপ্তি, তাহাতে ধারণ করিয়াছে যে সৌভাগ্যগ্রীবা, তাহাতে কৌস্তভ যেখানে, তাদৃশ (অর্থাৎ আপনার যে রূপে কণ্ঠদেশে সিংহতুল্য রমণীয় কান্তিবিশিষ্ট হার কুণ্ডলাদি ও কৌস্তভমণি শোভিত), 'শ্রিয়া অনপায়িন্যা' ইত্যাদি—(বক্ষঃস্থলে) লক্ষ্মীদেবীর (স্বর্ণরেখারূপে) নিত্য বিরাজমানতা-হেতু, আক্ষিপ্ত অর্থাৎ তিরস্কৃত (ম্লান) হইয়াছে 'নিকষাশ্মা'—স্বর্ণরেখাঙ্কিত নিকষপাষাণ যাহার দ্বারা, তাদৃশ বক্ষঃস্থলের দ্বারা শোভমান যাহা (সেই রূপ দেখান)। 'পূরক-রেচক' ইত্যাদি—পূরক ও রেচকের দ্বারা, অর্থাৎ শ্বাস ও প্রশ্বাসের দ্বারা, সংবিগ্ন বলিতে চঞ্চল যে বলীসকল (ত্রিবলী), তাহার দ্বারা 'বল্গু' (মনো-

হর) 'দলবৎ'—অশ্বত্থপত্রের ন্যায় উদর যেখানে, তাদৃশ রূপ (অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিতে চঞ্চল ত্রিবলী-সকল অতিশয় কম্পিত হয় বলিয়া উদর অশ্বত্থপত্রের তুল্য প্রকাশ পায় ।) 'নাভ্যা আবর্ত্ত-গভীরয়া'—আবর্ত্তের ন্যায় গম্ভীর নাভির দ্বারা, 'বিশ্বং প্রতিসংক্রাময়ৎ'—নাভি হইতে উদ্ভূত বিশ্ব, পুনরায় তাহার দ্বারাই নিজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবার নিমিত্তই যেন, (অর্থাৎ গভীর আবর্ত্তযুক্ত নাভিহ্রদ এইরূপে স্ফুরিত হইতেছে, যেন এই বিশ্ব উহা হইতে নির্গত হইয়াই আবার উহাতে প্রবেশ করাইবে), ইহাতে নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা যেন আকর্ষণ করি-তেছে—এই অর্থ ।

'শ্যাম-শ্রোণ্যধি'—ইত্যাদি, শ্যামবর্ণ শ্রোণিভাগের দ্বারা, 'অধিকং রেচিষ্ণু'—তাহার কান্তিতে অতিশয় শোভমান যে পীতবসন, তদুপরি স্বর্ণময়ী মেখলা বিরাজমান যেখানে (সেই রূপ) । 'সম-চার্ব্বঙ্ঘ্রি' —ইত্যাদি, 'সমং'—তুল্যপ্রমাণ (সমান), অথচ সুন্দর অঙ্ঘ্রি, জঙ্ঘা ও ঊরু যেখানে, (সেই রূপ দেখান) । 'নখ-দ্যুভিঃ'—নখসমূহের কান্তির দ্বারাই আমাদের হৃদ্গত অন্ধকার বিদূরিত করিতেছে যে চরণকমল, দিব্য প্রদীপের ন্যায় তাহার দ্বারা, 'পদং' —স্বীয় স্বরূপ অথবা স্থান 'প্রদর্শয়'—প্রদর্শন করান। অথবা—হে প্রভো ! আপনার সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু চরণতলের মাধুর্য্য উপলব্ধি করি নাই, সেখানে যদিও মহাযোগপীঠে অবস্থিত আপনার চরণদ্বয়ের সমগ্ররূপে দর্শন অসম্ভব, তথাপি এক চরণের দ্বারা পৃথিবী অবলম্বন করতঃ, অপর চরণ কিছুটা উন্নমিত করিয়া দর্শন করান, ইহা বলিতেছেন —'পদা পদং দর্শয়'—চরণের দ্বারাই চরণ দেখান, অর্থাৎ বাম পদের দ্বারা পৃথিবী অবলম্বন করিয়া, দক্ষিণ চরণ কিছুটা তিরশ্চিন-(তেরছা) ভাবে উন্নমিত করিয়া দেখান, যেরূপে চক্র, ধ্বজা, বজ্র, অঙ্কুশাদি (চিহ্ন) দর্শনে সংসার ভয় নিবর্ত্তিত হয়, ইহা বলিতেছেন— 'অপাস্তসাধ্বসং'— (অপাস্ত অর্থাৎ নিরস্ত হইয়াছে, ভক্তজনের ভয় সেখানে, তাদৃশ চরণ-বিশিষ্ট রূপ আমাদিগকে প্রদর্শন করান) । যদি বলেন—দেখ, এইরূপ মতি তোমাদের কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল ? তাহাতে বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেবের অনুকম্পায় ; হে গুরো ! 'তমোজুষাম্'—অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধচক্ষু আমাদের 'মার্গ-গুরুঃ'—ভক্তিমার্গের উপদেষ্টা আপনিই শ্রীগুরু-রূপধারী, এই অর্থ ॥ ৪৪-৫২ ॥

এতদ্রূপমনুধ্যেয়মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ।
যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মশুদ্ধিম্ (আত্মনঃ শুদ্ধিম্) অভীপ্সতা (ইচ্ছতা ভক্তেন) এতদ্রূপম্ (এতৎ পূর্ব্বোক্তং তব রূপম্) অনুধ্যেয়ং (ধ্যানার্হম্ এব, ন তু প্রত্যক্ষতঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ), যদ্ভক্তিযোগঃ (যৎ যস্য তব ভক্তিযোগ এব) স্বধর্ম্মম্ (আত্মধর্ম্মং ভক্তিম্) অনুতিষ্ঠতাং (কুর্ব্বতাং ভক্তানাম্) অভয়দঃ (মোক্ষদঃ ভবতি) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা আত্মশুদ্ধিলাভে প্রয়াসী, তাঁহারা এই রূপের ধ্যান মাত্র করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ হন না । আর ভক্তির আত্ম-ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ভক্তগণের নিকট এই রূপ ভক্তিযোগ-প্রভাবে অভয়প্রদ হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীরুদ্র এব বিশেষং জ্ঞাপয়িতুমেত-দিতি পদ্যমাহ—যাবৎ দর্শনং ন লভ্যেত সাধকভক্তেন তাবদেতদ্রূপমেব পুনঃ পুনর্দ্ধ্যেয়ম্, আত্মনো জীবস্য শুদ্ধিমবিদ্যা-মালিন্যক্ষালনম্ ইচ্ছতেতি ন তু প্রকা-রান্তরেণ ত্বং-পদার্থ-শুদ্ধির্ভক্তানামুচিতেতি ভাবঃ । যথা বাসুদেবাদিপ্রণতিভি-র্দেহদ্বয়শুদ্ধিরুক্তা, তথা স্নিগ্ধপ্রাবৃড়িত্যাদিধ্যানপৌনঃপুন্যেন জীবস্য চ শুদ্ধিরিয়-মুক্তা । ততো দর্শনং ততঃ পার্ষদত্ব-প্রাপ্তিরিতি শুদ্ধ-ভক্ত-মতং দর্শিতম্ । অত্র কিং মাহাত্ম্যং বাচ্যম্ ? যতঃ স্বস্ব-ধর্ম্মমনুতিষ্ঠতামাশ্রমিণামপি যস্য ভক্তি-যোগ এবাভয়দো ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরুদ্রই বিশেষ জানাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন--'এতৎ রূপম্' ইত্যাদি পদ্য— যতকাল পর্য্যন্ত (শ্রীভগবানের) দর্শন লভ্য না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সাধক ভক্ত এই রূপই পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবেন, 'আত্ম-শুদ্ধিম্ অভীপ্সতা'—আত্মার অর্থাৎ জীবের শুদ্ধি বলিতে অবিদ্যা (অজ্ঞান) জনিত যে মালিন্য, তাহার ক্ষালনের ইচ্ছা করতঃ, কিন্তু

প্রকারান্তরে (জ্ঞানাদির দ্বারা) ত্বং-পদার্থের শুদ্ধি ভক্তগণের উচিত নহে—এই ভাব। যেরূপ বাসুদেবাদির প্রণতির দ্বারা দেহদ্বয়ের শুদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ 'স্নিগ্ধপ্রাবৃট্' ইত্যাদি ধ্যান-পৌনঃপুন্যের দ্বারা জীবেরও এই শুদ্ধি বলা হইয়াছে। তারপর দর্শন, তারপর পার্ষদত্ব প্রাপ্তি—এই শুদ্ধ ভক্তজনের মত প্রদর্শিত হইল। এই বিষয়ে অধিক মাহাত্ম্য কি বক্তব্য? যেহেতু 'স্বধর্ম্মম্ অনুতিষ্ঠতাম্'—নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী আশ্রমিগণেরও ভগবানের ভক্তিযোগই অভয়প্রদ, কিন্তু জ্ঞান, কর্ম্মাদি নহে—এই অর্থ ॥ ৫৩ ॥

ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্ল্লভঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
স্বারাজ্যস্যাপ্যভিমত একান্তেনাত্মবিদ্গতিঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্বারাজ্যস্য অপি (স্বঃ স্বর্গাদিষু রাজ্যং রাজত্বং যস্য সঃ স্বারাজ্যঃ ব্রহ্মা তস্য অপি) অভিমতঃ (স্পৃহণীয়ঃ) একান্তেন (স্বর্গাদিতঃ বিরক্তত্বেন যঃ) আত্মবিদ্গতিঃ (কেবলম্ আত্মবিৎ তস্য গতিঃ গম্যঃ) ভবান্ সর্ব্বদেহিনাং দুর্ল্লভঃ (অপি) ভক্তিমতা (ভগবদ্ভক্তেন) লভ্যঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা স্বর্গের রাজত্ব সম্ভোগ করেন, সেইরূপ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের আপনি স্পৃহণীয় হইলেও যাঁহারা স্বর্গাদিতে বিরক্ত হইয়া ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে আপনার আরাধনা করেন, আপনি সেই সকল আত্মবিদ্গণের অধোক্ষজজ্ঞানগম্য। আপনি সর্ব্বদেহীর নিকট দুর্ল্লভ হইলেও আপনার ভক্তের নিকট সুলভ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপ্যেবং স্তবীতেত্যাহ—ভবানিতি। স্বর্গেষু রাজ্যং রাজত্বং যস্য তস্য ব্রহ্মণোঽপ্যভিমতঃ স্পৃহণীয়ঃ। আত্মবিদ্যাং সনকাদীনামপি গতিরূপঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায়ও এইপ্রকারই স্তব করিবে, ইহা বলিতেছেন—'ভবান্' ইত্যাদি। 'স্বারাজ্যস্য'—স্বর্গাদিতে রাজ্য, অর্থাৎ রাজত্ব যাঁহার, সেই ব্রহ্মারও 'অভিমতঃ'—স্পৃহণীয় (আপনি)। 'আত্মবিদ্গতিঃ'—আত্মতত্ত্বজ্ঞ সনকাদিরও আপনি গতিস্বরূপ (অর্থাৎ তাঁহারাও আপনাকে পাইতে ইচ্ছা করেন) ॥ ৫৪ ॥

মধ্ব—স্বারাজ্যস্য ইন্দ্রাদেঃ ॥ ৫৪ ॥

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ ॥৫৫॥

অন্বয়ঃ—দুরারাধ্যং (দুঃখেন আরাধয়িতুং যোগ্যং) তং (ভগবন্তং) সতাং (সাধূনাম্) অপি দুরাপয়া (দুর্ল্লভয়া) একান্তভক্ত্যা (একান্তয়া নিরন্তরয়া ভক্ত্যা) আরাধ্য (প্রসাদ্য) পাদমূলং (তৎপাদমূলং) বিনা (ততঃ অন্যৎ) বহিঃ (স্বর্গাদিসুখং) কঃ (জনঃ) বাঞ্ছেৎ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—আপনি দুরারাধ্য; যে ঐকান্তিকী ভক্তি সাধুগণেরও দুর্ল্লভ, আপনাকে সেই ভক্তির দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আপনার পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তিই বা অন্য কিছু বহির্বিষয় কামনা করিবেন? ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপি শ্রীরুদ্র এব শ্লোকত্রয়মাহ—তমিতি। বহিঃ স্বর্গাদিসুখম্ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায়ও শ্রীরুদ্রদেবই তিনটি শ্লোক বলিতেছেন—'তম্' ইত্যাদি। 'বহিঃ'—স্বর্গাদি সুখ, (আপনার পাদপদ্ম ভিন্ন বাহ্যিক স্বর্গাদি সুখ কোন্ ব্যক্তি প্রার্থনা করিবেন?) ॥ ৫৫ ॥

যত্র নির্ব্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্য্যশৌর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতভ্রুবা ॥ ৫৬॥

অন্বয়ঃ—বীর্য্যশৌর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতভ্রুবা (বীর্য্যং প্রভাবঃ শৌর্য্যম্ উৎসাহঃ তাভ্যাং বিস্ফূর্জ্জিতয়া ক্ষুভিতয়া ভ্রুবা এব সর্ব্বং) বিশ্বং (ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্তং) বিধ্বংসয়ন (অপি) কৃতান্তঃ (কালঃ) যত্র (ভগবৎপাদমূলে) অরণং (শরণং) নির্ব্বিষ্টং (প্রবিষ্টং জনং) নাভিমন্যতে (অয়ং মম বশ্যঃ ইত্যভিমানং ন করোতি) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—কাল শৌর্য্য-বীর্য্য বিস্ফূরিত ভ্রূযুগল দ্বারা বিশ্বকে বিধ্বংস করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি, আপনারই পাদমূলে শরণাগত হন, কাল

তাঁহাকে তাঁহার বশ্যজনরূপে গণনা করিতে সাহসী হন না ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—সংসারভয়স্তু তস্য নাস্ত্যেবেতি কিং তৎ-প্রার্থনেনেত্যাহ—যত্র পাদমূলে অরণং শরণং প্রবিষ্টং জনং কৃতান্তঃ কালো মমায়মিতি নাভিমন্যতে। বীর্য্যং প্রভাবঃ শৌর্য্যমুৎসাহঃ তাভ্যাং বিস্ফূর্জ্জিতয়া ক্ষুভিতয়া ভ্রুবা বিশ্বং ধ্বংসয়ন্নপি॥৫৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সংসার ভয় ত তাহার নাইই, এইজন্য তদ্বিষয়ে প্রার্থনার কি প্রয়োজন? ইহা বলিতেছেন—'যত্র', আপনার পাদমূলে 'অরণং নির্ব্বিষ্টং'—শরণাগত জনকে, 'কৃতান্তঃ'—কাল 'এই ব্যক্তি আমার বশ্য' এইরূপ মনে না। যে কাল 'বীর্য্য'—প্রভাব, এবং 'শৌর্য্য'—উৎসাহ, তাহাদের দ্বারা 'বিস্ফূর্জ্জিত-ভ্রবা'—ক্ষুভিত চক্ষুর দ্বারা বিশ্ব বিধ্বংস করিতে সমর্থ ॥ ৫৬ ॥

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবতঃ যে সঙ্গিনঃ ভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য) ক্ষণার্দ্ধেনাপি ন স্বর্গম্ অপুনর্ভবং (মোক্ষং চ) ন তুলয়ে (সমং ন গণয়ামি)। মর্ত্ত্যানাং (মনুষ্যাণাম্) আশিষঃ (রাজ্যাদীনি তত্তুল্যানি ন গণয়ামি ইতি) কিমুত (বক্তব্যম্) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল পুরুষ ভগবৎসহচর, যদি ক্ষণার্দ্ধকালও তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা রাজত্ব প্রভৃতি মর্ত্ত্যলোকের সুখের কথা দূরে থাকুক্, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—সৎসঙ্গং তু বাঞ্ছেদেবেত্যাহ—ক্ষণার্দ্ধেনেতি। ভগবৎসঙ্গিনাং সঙ্গস্য ক্ষণার্দ্ধেন, কিমুত? দ্বিত্রাদিক্ষণেন, কিমুততরাং তৎফলভূতয়া ভক্ত্যা, কিমুততমাং ভক্তিফলেন প্রেম্নেতি কৈমুত্যাতিশয়ো দ্যোতিতঃ। স্বর্গং কর্ম্মফলম্ অপুনর্ভবং মোক্ষং জ্ঞানফলমপি ন তুলয়ে, কিমুত জ্ঞানং, কিমুততরাং কর্ম্ম, কিমুততমাং রাজ্যাদ্যা দৃষ্টা আশীষঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু সৎসঙ্গ বাঞ্ছা করা উচিতই, ইহা বলিতেছেন—'ক্ষণার্দ্ধেন' ইত্যাদি। ভগবৎসঙ্গিগণের (আপনার ভক্তজনের) যে সঙ্গ, তাহার ক্ষণকালের দ্বারাও, তাহাতে দুই বা তিন ক্ষণের কথা কি? তাহাতেও তৎফলভূত অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের ফলরূপ ভক্তির দ্বারা কি বক্তব্য? তাহাতেও আবার ভক্তির ফল যে প্রেম, তাহার দ্বারা—এইরূপ কৈমুত্যিকভাবে আতিশয্য দ্যোতিত হইয়াছে। তাহার সহিত স্বর্গ—কর্ম্মফল, অপুনর্ভব—মোক্ষ, জ্ঞানফলও তুলনা করি না, আর জ্ঞানের কথা কি? তাহাতে কর্ম্মের কথা কি বক্তব্য? তাহাতে আবার রাজ্যাদি অর্থাৎ মরণশীল মানবগণের ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব? ॥ ৫৭ ॥

মধ্ব—

সঙ্গো ভাগবতৈর্ভূয়ানপুনর্ভবমাত্রতঃ।
যতো বিশিষ্টমানন্দং মুক্তৌ জনয়তি স্ফুটম্ ॥
ইতি চ ॥ ৫৭ ॥

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোহনুগ্রহ এষ নস্তব ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (তস্মাৎ) অনাঘাঙ্ঘ্রেঃ (অনঘৌ অঘহরৌ পাপনিবর্ত্তকৌ অঙ্ঘ্রী চরণে যস্য তস্য) তব কীর্ত্তিতীর্থয়োঃ (কীর্ত্তিঃ যশঃ তীর্থং গঙ্গা তয়োঃ) অন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাং (ক্রমেণ অন্তর্বহিঃ স্নানাভ্যাং বিধূতঃ পাপ্মা যেষাং তেষাং) ভূতেষু (প্রাণিবর্গেষু) অনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাম্ (অনুক্রোশঃ কৃপা সুসত্ত্বঞ্চ রাগাদিরহিতং চিত্তং শীলঞ্চ আর্জ্জবাদি বিদ্যতে যেষাং তেষাং) সঙ্গমঃ নঃ (অস্মাকং) স্যাৎ। এষঃ (এব) তব অনুগ্রহঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—আপনার শ্রীচরণ যুগল—যাবতীয় পাপনিবর্ত্তক। অভ্যন্তরে আপনার কীর্ত্তি-তীর্থে এবং বাহ্যে গঙ্গাতীর্থে স্নান করিয়া যাঁহাদের অভদ্ররাশি বিধৌত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হইয়াছেন এবং যাঁহাদের রাগ-দ্বেষ-বিরহিত-চিত্তে সরলতাদি সদ্গুণরাশি বিদ্যমান, আপনি কৃপা করুন, যেন তাঁহাদিগের সহিত আমাদের সাহচর্য্য হয়, তাহা

হইলেই আমাদিগের প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহের নিদর্শন দৃষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদেবং প্রার্থনয়া যঃ স্তুবীতেত্যাহ—অথেতি অনঘাঙ্ঘ্রেঃ পাপহরণ-চরণকমলস্য তব কীর্ত্তির্যশস্তীর্থং গঙ্গা তয়োঃ ক্রমেণান্তর্বহিঃস্নানাভ্যাং বিধূতঃ পাপ্মা যেষাম্, অতএব ভূতেষ্বনুক্রোশঃ কৃপা সুসত্ত্বঞ্চ শুদ্ধমন্তঃকরণং শীলঞ্চার্জবাদি বিদ্যতে যেষাং তেষাং সঙ্গমো নোঽস্মাকং স্যাৎ—এষ এব নস্ত্বদনুগ্রহঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এইরূপ প্রার্থনার দ্বারা স্তব করা উচিত—ইহা বলিতেছেন, 'অথ' ইত্যাদি। 'অনঘাঙ্ঘ্রেঃ'—নিখিল পাপ-নিবারক অঙ্ঘ্রিদ্বয় যাঁহার, সেই আপনার কীর্ত্তি বলিতে যশঃ এবং তীর্থ অর্থাৎ গঙ্গাদি, তাহাদের যথাক্রমে অন্তর ও বাহিরের স্নানের দ্বারা, 'বিধূত' অর্থাৎ ক্ষালিত হইয়াছে পাপ যাঁহাদের, সুতরাং সকল প্রাণীর প্রতি অনুক্রোশ বলিতে কৃপা, 'সুসত্ত্ব'—শুদ্ধ অন্তঃকরণ, এবং 'শীলং'—সরলতাগুণ বিদ্যমান যাঁহাদের, তাদৃশ সাধুপুরুষদের সহিত আমার মিলন হউক—ইহাই হইবে আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ ॥ ৫৮ ॥

মধ্ব—অঙ্ঘ্র্যোর্জাতয়োঃ কীর্ত্তিতীর্থয়োঃ ॥ ৫৮ ॥

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং
তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা।
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতং (যেষাং সতাং ভক্তিযোগেন অনুগৃহীতং) বিশুদ্ধং (সৎ) যস্য চিত্তং ন বহিরর্থবিভ্রমং (বাহ্যার্থবিক্ষিপ্তং) (ন ভবতি) তমোগুহায়াঞ্চ (তমোরূপায়াং গুহায়াং ন) চ আবিশৎ (লয়ং ন প্রাপ), ননু (নিশ্চিতং) তত্র (তদৈব) অঞ্জসা (অনায়াসেন এব) সঃ মুনিঃ (মননশীলঃ সন্) তে (তব) গতিং (তত্ত্বং) বিচষ্টে (পশ্যতি নান্যথা) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—পুরুষের চিত্ত যখন ভাগবতগণের প্রতি ভক্তিযোগ-নিবন্ধন সাধুগণের কৃপায় উদ্ভাসিত ও নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, এবং যখন বাহ্য-বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট ও অজ্ঞান-গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া লয়প্রাপ্ত না হয়, তখনই তিনি অনায়াসে মননশীল হইয়া আপনার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বদীয়সাধুসঙ্গাদেব চিত্তং বিশেষতঃ শুদ্ধ্যেৎ, বিশুদ্ধে চ চিত্তে ত্বদ্রূপ-লীলা-লাবণ্যানুভবঃ স্যাদিতি বিশুদ্ধমেব চিত্তং লক্ষয়তি—যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং ন, ত্বদীয়স্মরণশ্রবণাদি-সময়ে বাহ্যার্থবিক্ষিপ্তং ন ভবতি, তমোগুহায়াঞ্চ নাবিশৎ, সুপ্তিগহ্বরেঽপ্যপ্রবিষ্টং, ত্বদীয়শ্রবণস্মরণাদিসময়ে যচ্চিত্তং লয়বিক্ষেপযুক্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—যৎ খলু ভক্তিযোগেনানুগৃহীতং, তৎ শুদ্ধং ভবতি। অয়মাশয়ঃ—দশ নামাপরাধা ভক্ত্যপরাধা এব লয়বিক্ষেপকারকাঃ তেষামপগমে এব ভক্তিদেবী প্রসীদতি। প্রসীদন্ত্যা এব তস্যা অনুগ্রহঃ স্যাৎ, স চ ভক্তিসময়গত-লয়-বিক্ষেপাভাবগম্য ইত্যতস্তত্র শুদ্ধে চিত্তে মুনির্মননশীলঃ সন্ তব গতিং চেষ্টাং লীলালাবণ্যাদিকং বিচষ্টে পশ্যতি ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্বদীয় সাধুজনের সঙ্গেই চিত্ত বিশেষভাবে শুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে আপনার রূপ, লীলা, লাবণ্যাদির অনুভব হয়—এইহেতু বিশুদ্ধ চিত্তই লক্ষিত হইতেছে—'ন যস্য', ইত্যাদি। যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ আপনার স্মরণ, শ্রবণাদিকালে বাহিরের শব্দাদি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না, অজ্ঞান গুহাতেও বিলীন হয় না, সুপ্তিগহ্বরেও প্রবেশ করে না, অর্থাৎ আপনার শ্রবণ স্মরণাদি সময়ে যাঁহার চিত্ত লয়-বিক্ষেপযুক্ত হয় না—এই অর্থ। তাহার কারণ—যে চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ হয়। এই প্রকার আশয়—দশবিধ নামাপরাধ ভক্তির অপরাধই, তাহাই চিত্তের লয় ও বিপেক্ষের কারক, তাহার অপগমেই শ্রীভক্তিদেবী প্রসন্না হন। তাঁহার প্রসন্নতাতেই অনুগ্রহ হয় এবং তাহা (ভক্তি-দেবীর প্রসন্নতা) ভজনকালে চিত্তের লয়-বিক্ষেপের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং সেই শুদ্ধ চিত্তে, 'মুনিঃ'—মননশীল হইয়া, 'তে গতিং বিচষ্টে'—আপনার লীলা-লাবণ্যাদি চেষ্টা উপলব্ধি করিতে পারে ॥ ৫৯ ॥

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ ।
তত্ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥ ৬০॥

অন্বয়ঃ—যত্র ইদং বিশ্বং ব্যজ্যতে (প্রকাশতে) যৎ বিশ্বস্মিন্ (সচ্চিদানন্দরূপেণ) অবভাতি। (তৎ) পরং তত্ত্বং জ্যোতিঃ আকাশম্ ইব বিস্তৃতং ব্রহ্ম (ত্বমসি) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—এই বিশ্বের আধার স্বরূপ শ্রীভগবানে, চিদচিদাত্মক সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত। তিনিই পরমাত্ম-স্বরূপে সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত। ব্রহ্মতত্ত্ব—পরম জ্যোতির্ম্ময় ও আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—যত্তু কশ্চিন্মুনিস্তব ব্রহ্মস্বরূপং বিচষ্টে, তদপি ত্বমেব, তবৈব পরম-মহতস্তন্মহিম-ব্যাপকং তেজ ইত্যাহ—যত্রেতি ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন কোন মুনি যে আপনার ব্রহ্মস্বরূপ অবলোকন করেন, তাহাও আপনিই, তাহাও পরমমহান্ (পরমেশ্বর) আপনার সেই মহিম-প্রকাশক তেজই, ইহা বলিতেছেন—'যত্র' ইত্যাদি ॥ ৬০ ॥

মধ্ব—বিশ্বস্মিন্ স্থিতমপি ন ভাত্যজ্ঞানাম্ ॥৬০॥

যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্-
বিভর্ত্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া
তমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, অবিক্রিয়ঃ যঃ (ভবান্) পুরুরূপয়া (বহুরূপয়া বহুরূপকরণ সমর্থয়া) আত্ম-দুঃস্থয়া (আত্মনি ত্বয়ি দুঃস্থয়া স্বকার্য্যং কর্ত্তুম্ অসমর্থয়া) মায়য়া সৎ ইব (পরমার্থম্ ইব, ন তু সৎ) ইদং (বিশ্বম্) অসৃজৎ। ভূয়ঃ (পুনঃ) বিভর্ত্তি (পালয়তি) ক্ষপয়তি চ। যদ্ভেদবুদ্ধিঃ (যৎ যয়া মায়য়া এব অন্যেষাং ভেদবুদ্ধিঃ ভবতি) তম্ আত্ম-তন্ত্রং (স্বতন্ত্রং ত্বাং) প্রতীমহি (বয়ং জানীমঃ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ আপনি—বিকাররহিত ; আপনি বহুরূপিণী মায়ার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান করিতেছেন। আপনারই মায়া অন্য ব্যক্তিতে ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে, কিন্তু আপনাতে বা আপনার ভক্তে সে তাহার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। হে ভগবন্, আপনি—স্বতন্ত্র পুরুষ ; কৃপা করুন্, যেন আমরা আপনাকেই জানিতে পারি ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—বয়ন্তু ত্বাং ভগবৎস্বরূপমেবানুবুভূষাম্ ইত্যাহ—যো ভবান্ ইদং বিশ্বং পুরুষরূপেণাসৃজৎ, বিষ্ণুরূপেণ বিভর্ত্তি, সঙ্কর্ষণরূপেণ ক্ষপয়তি, মায়য়া কীদৃশ্যা ? আত্মনি ত্বয়ি দুঃস্থয়া স্বকার্য্যং কর্ত্তুমসমর্থয়া যদ্‌যস্য মায়য়া ভেদে ভেদপ্রভেদরূপে জগত্যেব বুদ্ধি-র্জ্ঞানং লোকানাং স্যাৎ, তচ্চ জ্ঞানং সদিব প্রশস্তমিব, ন তু প্রশস্তমিত্যর্থঃ—ক্লীবত্বমার্ষম্। হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ, তং ত্বামাত্মতন্ত্রং প্রতীমহি সাক্ষাদনুভবেমেতি প্রার্থনেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা কিন্তু আপনাকে ভগবৎস্বরূপেই অনুভব করিতে অভিলাষী, ইহা বলিতেছেন—'যঃ মায়য়া', যে আপনি মায়ার দ্বারা পুরুষরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং সঙ্কর্ষণরূপে ধ্বংস করিয়া থাকেন। কিরূপ মায়ার দ্বারা ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মদুঃস্থয়া'—আপনাতে নিজ কার্য্য করিতে অস-মর্থা (অর্থাৎ যাহা আপনাকে অভিভূত করিতে পারে না), অথচ 'যদ্ভেদবুদ্ধিঃ'—যাঁহার মায়ার ভেদ-প্রভেদরূপ জগতেই অন্য লোকসকলের বুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং সেই জ্ঞানও 'সদিব'—পর-মার্থের ন্যায়, কিন্তু উহা প্রশস্ত নহে—এই অর্থ। এখানে 'বুদ্ধিঃ' (স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ), উহার বিশেষণ 'সৎ' —এই ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ আর্ষ। হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! 'তং'—ত্বাম্—আপনাকে আমরা যেন 'আত্মতন্ত্রং'—মায়াক্ষোভ-রহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই অনুভব করিতে পারি—ইহা প্রার্থনা ॥ ৬১ ॥

মধ্ব—যস্য জীবাদিভ্যো ভেদবুদ্ধিঃ। সা দিবা সম্যগ্‌জ্ঞানং সম্যগ্ জ্ঞানি-বিষয়াসত্যোবেত্যর্থঃ। রাত্রিরজ্ঞানমুদ্দিষ্টং সম্যগ্‌জ্ঞানং দিবা স্মৃতম্ ॥ ইতি শব্দনির্ণয়ে।

জীবেভ্যো জড়তশ্চৈব ভেদজ্ঞানং হরেঃ সদা।
বাস্তবং জ্ঞানমুদ্দিষ্টং তেন মুক্তিরবাপ্যতে ॥
ইতি ষাড়্‌গুণ্যে ॥ ৬১ ॥

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—(যে) শ্রদ্ধান্বিতাঃ যোগিনঃ ক্রিয়াকলাপৈঃ (পূজাপ্রকারৈঃ) ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং (ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণৈঃ অস্বতন্ত্রৈঃ যদুপলক্ষ্যতে তৎনিয়ন্তৃরূপম্) ইদমেব (সাকারং তত্ত্বং) সাধু (সম্যক্) সিদ্ধয়ে যজন্তি (পূজয়ন্তি), তে এব বেদে চ তন্ত্রে চ (আগমে) কোবিদাঃ (কুশলাঃ, ন তু এতৎ অনাদৃত্য কেবলং জ্ঞানে প্রবৃত্তাঃ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—আপনি ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিয়ন্তা, যে সকল ভক্তিযোগী সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে ভক্ত্যঙ্গসমূহের দ্বারা আপনার নিত্য-চিদানন্দস্বরূপ ভজনা করেন, তাঁহারাই বেদে ও সাত্বত-তন্ত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু যাঁহারা আপনার সেই নিত্য-স্বরূপের অনাদর করিয়া কেবল জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত, তাঁহারা বিজ্ঞ নহেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—কেচিৎ কর্ম্মযোগিনোঽষ্টাঙ্গযোগিনশ্চ সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিনং প্রথমং পুরুষং ত্বাং যজন্তীতি তন্ত্রেণৈবাহ—ক্রিয়েতি। ইদমেব কিং ? তত্রাহ—ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণৈরস্বতন্ত্রৈর্যদুপলক্ষ্যতে জ্ঞাপ্যতে, তন্নিয়ন্তৃরূপং। তএব কর্ম্মিণাং যোগিনাঞ্চ মধ্যে কোবিদাঃ নান্যে ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন কোন কর্ম্মযোগী ও অষ্টাঙ্গযোগী সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী প্রথম পুরুষ আপনাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহা সংক্ষেপে বলিতেছেন—'ক্রিয়াকলাপৈঃ'—ইত্যাদি। সেই রূপ কিপ্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং'—ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা অস্বতন্ত্ররূপে (তাহাদের প্রবর্ত্তক চেতনত্বরূপে) যাহা উপলক্ষিত, অর্থাৎ জানা যায়, 'তন্নিয়ন্তৃরূপং'—ঐ সকল পদার্থের নিয়ন্তা আপনার সেই সাকার রূপ। তাঁহারাই কর্ম্মী ও যোগিগণের মধ্যে কোবিদ (নিপুণ), অপরে নহে ॥ ৬২ ॥

মধ্ব—ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণৈরুপলক্ষ্যতে ॥ ৬২ ॥

তথ্য—ভাঃ ১০।১৪।৩-৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৬২ ॥

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি-
স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্দ্ধরাঃ
সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—আদ্যঃ ত্বম্ একঃ (এব) পুরুষঃ সুপ্তশক্তিঃ (সুপ্তা মায়াখ্যা শক্তিঃ যস্য সঃ) তয়া (পশ্চাৎ উত্থিতয়া তয়া মায়াশক্ত্যা) রজঃসত্ত্বতমঃ (রজঃসত্ত্বতমসাং শক্তিত্রয়ং) বিভিদ্যতে (পৃথগ্ ভবতি), যতঃ (রজআদেঃ) মহান্ (মহত্তত্ত্বম্) অহম্ (অহঙ্কারঃ) খম্ (আকাশঃ) মরুৎ (পবনঃ) অগ্নিবার্দ্ধরাঃ (অগ্নিঃ বাঃ জলং ধরাঃ পৃথিবী) সুরর্ষয়ঃ (সুরাঃ দেবানাং দেহাঃ ঋষয়ঃ ঋষীণাং দেহাঃ) ভূতগণাঃ (অন্যেষাং সর্ব্বপ্রাণিনাং দেহাশ্চ ভবন্তি এবম্) ইদম্। (অতঃ সর্ব্ব জগৎ ত্বং সৃজসি ইত্যর্থঃ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—আপনিই একমাত্র আদ্য-পুরুষ ; মায়াশক্তি আপনাতে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু কালক্রমে আপনার সেই মায়াশক্তি-প্রভাবেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-নামক গুণত্রয় পরস্পর বিভিন্ন হয়। পরিশেষে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেবতা, ঋষি, ভূতগণ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রাণীর দেহ ও এই জগৎ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হয় ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৈশ্চিত্তু ত্বং প্রকৃত্যন্তর্য্যামী প্রথমপুরুষোঽনুভূয়সে ইত্যাহ—ত্বমিতি। সুপ্তা মায়াখ্যা শক্তির্যস্য, পশ্চাত্তয়ৈব শক্ত্যা প্রবুদ্ধয়া ত্বত্তএব রজআদিকং বিভিদ্যতে, যতো রজ-আদের্মহানহমিত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাহার কাহারও নিকট প্রকৃতির অন্তর্যামী প্রথম পুরুষ আপনি অনুভূত হইয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'ত্বম্' ইত্যাদি। 'সুপ্তশক্তিঃ'—সুপ্তা মায়ানামক শক্তি যাঁহার, (সেই আপনিই একমাত্র আদিপুরুষ)। পরে উত্থিতা সেই মায়াশক্তির দ্বারাই আপনার নিকট হইতেই রজঃ আদি তিন গুণ বিভিন্ন হয়, যে রজঃ আদি গুণত্রয় হইতে মহান্ (মহত্তত্ত্ব), অহঙ্কার তত্ত্ব প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

মধ্ব—

সুপ্তশক্তিঃ স্বাত্মন্যেবাপ্তিশক্তিঃ ।
প্রকৃতেঃ স্বাপ উদিষ্টো হর্য্যন্যস্যাত্বদর্শনম্ ।
বিশেষেণ হরৌ চাপি রতির্জ্ঞানাত্মিকা যতঃ ॥

ইতি সত্যসংহিতায়াম্ ॥ ৬৩ ॥

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্ট-
শ্চতুর্ব্বিধং পুরমাত্মাংশকেন ।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্ত-
র্ভুঙ্‌ক্তে হৃষীকৈর্মধু সারঘং যঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) স্বশক্ত্যা (মায়য়া জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জ-ভেদেন) চতুর্ব্বিধম্ ইদং সৃষ্টং পুরং (শরীরম্) আত্মাংশকেন (স্বাংশকেন জীবাত্মনা) অনুপ্রবিষ্টঃ । অথো (ইতি হেতোঃ) (পুরস্য) অন্তঃ সন্তম্ (অংশং চিদাভাসং পুরি শরীরে শয়নাদ্ধেতোঃ) তং পুরুষং বিদুঃ । যঃ (জীবঃ) হৃষীকৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) সারঘং (সারঘাঃ মধুমক্ষিকাঃ তাভিঃ সৃষ্টং) মধু (ইব অবিদ্যয়া বৃতঃ সন্ তুচ্ছং বিষয়সুখং) ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে আপনি স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা চতুর্ব্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) শরীর সৃষ্টি করিয়া আপনার একাংশে অন্তর্য্যামিরূপে উহাতে প্রবিষ্ট হন এবং উহাতে অবস্থিতি করেন । 'পুর' অর্থাৎ শরীরের মধ্যে শয়নহেতু পণ্ডিতগণ আপনাকে 'পুরুষ' বলিয়া থাকেন ; কিন্তু আপনি জীব নহেন । যেরূপ মধু-মক্ষিকা সকল আত্মসংগৃহীত মধুপান করে, সেইরূপ অবিদ্যায় আবৃত হইয়া যাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-সুখ ভোগ করেন, তাঁহারাই জীব ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—যস্ত্বন্তর্য্যামী সঙ্গী পুরুষো জীবঃ, স তু নোপাস্য ইত্যাহ—সৃষ্টমিতি । ইদং চতুর্ব্বিধং জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপং আত্মা অন্তর্য্যামী অংশকেন যেন নিকৃষ্টাংশেন সহ প্রবিষ্টস্তমপি অন্তঃ সন্তং অন্তরেব, ন তু বহিঃ সন্তং জীবং পুরুষং বিদুঃ । যঃ সারঘং সরঘাভির্মধুমক্ষিকাভিঃ সৃষ্টং মধু হৃষীকৈর্ভুঙ্‌ক্তে। সারঘদৃষ্টান্তেন তন্মক্ষিকাদংশ-সন্তপ্তত্বেঽপি তদ্ভোজনাত্যাগাদাসক্তির্দ্যোতিতা । ততশ্চাতিশয়োক্ত্যলঙ্কারেনাভক্ত্যা স দুঃখং বিষয়সুখং তুচ্ছমবিদ্যাবৃতো যো ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যিনি অন্তর্য্যামীর সহিত (একই শরীরে) অবস্থান করেন, পুরুষ অর্থাৎ জীব, তিনি কিন্তু উপাস্য নহেন—ইহা বলিতেছেন—'সৃষ্টম্' ইত্যাদি । 'ইদং চতুর্ব্বিধং'—(যিনি নিজ মায়াশক্তির দ্বারা) এই জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ-রূপ শরীর (সৃষ্টি করিয়া), 'আত্মাংশকেন'—আত্মা বলিতে অন্তর্যামী পুরুষ, নিজ নিকৃষ্ট অংশের সহিত সেই শরীরে প্রবিষ্ট হন, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ 'পুরুষ' বলিয়া জানেন, তিনি অন্তরেই থাকেন, কিন্তু বাহিরে অবস্থিত জীবকে পুরুষ বলেন না । যে জীব 'সারঘং মধু'—সারঘ বলিতে মধুমক্ষিকা, তাহাদের সৃষ্ট মধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করে। এখানে সারঘ-দৃষ্টান্তের দ্বারা, সেই মক্ষিকার দংশনে সন্তপ্ত হইয়াও তাহার ভোজন ত্যাগ না করার আসক্তিই দ্যোতিত হইয়াছে । এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দ্বারা—অভক্তিবশতঃই দুঃখের সহিত তুচ্ছ বিষয়সুখ অবিদ্যার (অজ্ঞানের) দ্বারা আবৃত হইয়া সেই জীব ভোগ করে, এই অর্থ । শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"তয়োরন্যঃ" (শ্বেতাঃ ৪।৬) ইত্যাদি, অর্থাৎ একই দেহরূপ বৃক্ষের একই শাখায় (হৃদয়াভ্যন্তরে) দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) বাস করে, তাহাদের একজন (জীব) ঐ বৃক্ষের ফল (সুখ-দুঃখ) ভোগ করে, অপর জন (পরমাত্মা) ঐ বৃক্ষের ফল ভোগ না করিয়াও, নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত কিছু দেখেন ॥ ৬৪ ॥

মধ্ব—অবধারণেঽঘ শব্দঃ স্যাৎ সারমাত্রং তু সারঘম্ ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৬৪ ॥

স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো
বিকর্ষসি ত্বং খলু কালয়ানঃ ॥

ভূতানি ভূতৈরনুমেয়তত্ত্বো
ঘনাবলীর্বায়ুরিবাবিষহ্যঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—খলু (নিশ্চিতং) (যঃ বিশ্বং সৃষ্ট্বা তদন্তঃপ্রবিষ্টঃ) সঃ এষঃ অনুমেয়তত্ত্বঃ (শুদ্ধমনসৈব অনুমেয়ম্ এব তত্ত্বং যস্য, ন তু প্রত্যক্ষঃ পরোক্ষঃ বা, সঃ অলক্ষ্যস্বরূপঃ) অতিচণ্ডবেগঃ অবিষহ্যঃ ঘনাবলীঃ (মেঘপঙ্ক্তীঃ) বায়ুঃ ইব ত্বং লোকান্ কালয়ানঃ (কালয়ন্ বিচালয়ম্)ভূতৈঃ এব ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) বিকর্ষসি (সংহরসি) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন আপনিই সেই পুরুষ। আপনার স্বরূপ অলক্ষ্য এবং বেগ অতি প্রচণ্ড। সুদুঃসহ বায়ু যেমন মেঘরাশিকে চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করে, আপনিও সেইরূপ প্রাণিদ্বারা প্রাণিগণের সংহার সাধন করিতেছেন ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—তমেব ভক্তিহীনং জীবং সপরিচ্ছেদমেব কালস্বরূপস্তমাকর্ষসীত্যাহ— স এষ ইতি দ্বাভ্যাম্। কালযানশ্চালয়ন্ লোকান্ ভোগস্থানান্যপি "ভূতানি ভূতৈরি"তি "জীবো জীবস্য জীবনম্" ইতি ন্যায়েনেত্যর্থঃ, অনুমেয়তত্ত্বঃ অলক্ষ্যস্বরূপঃ ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তিহীন সপরিচ্ছিন্ন (অবিদ্যাচ্ছন্ন) জীবকেই কালস্বরূপ আপনি আকর্ষণ করিয়া থাকেন—ইহা বলিতেছেন—'স এষঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'কালযানঃ লোকান্'—কালই যান যাঁহার, অর্থাৎ কালরূপী হইয়া, ভোগস্থান এবং ভূতের দ্বারা ভূতসমূহ বিচলিত করিয়া (আপনি তাহাদের সংহার করিতেছেন)। 'জীবই জীবের জীবন'—ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে, এই অর্থ। 'অনুমেয়তত্ত্বঃ'—আপনার স্বরূপ কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না ॥ ৬৫ ॥

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেহিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইতিকৃত্যচিন্তয়া (ইতি কৃত্যম্ এবম্ ইদং কর্ত্তব্যম্ ইতি চিন্তয়া) উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) প্রমত্তম্ (অসাবধানং) প্রবৃদ্ধলোভং (প্রবৃদ্ধঃ লোভঃ যস্য তং) বিষয়েষু লালসম্ (অতিপ্রসক্তং কামুকং জনম্) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ তত্তৎপ্রাণি কর্ম্মানুসন্ধানঃ) অন্তকঃ (কালসদৃশঃ) ত্বম্ আখুং (মূষিকং) ক্ষুল্লেলিহানঃ (ক্ষুধয়া দ্বিশিখজিহ্বয়া ওষ্ঠ প্রান্তৌ স্পর্শন্) অহিঃ (সর্পঃ) ইব সহসা (অকস্মাদেব) অভিপদ্যসে (আক্রামসি) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—অত্যন্ত বিষয়াসক্তি-নিবন্ধন মনুষ্যের লোভ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, কোন্ কার্য্য কি প্রকারে করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই সে অতিশয় প্রমত্ত হইয়া উঠে। আপনি অপ্রমত্ত থাকিয়া উহাদের অন্তকরূপে ক্ষুধাতুর লোলজিহ্ব সর্প যেমন মূষিককে ধারণ করে, তদ্রূপ ঐসকল জীবকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিকর্ষণপ্রকারমাহ—প্রমত্তমিতি। ইতিকৃত্যং এবমেবমিদং কর্ত্তব্যমিতি তচ্চিন্তয়া প্রমত্তম্। অভিপদ্যসে আক্রামসি, ক্ষুধা লেলিহানঃ জিহ্বয়া ওষ্ঠপ্রান্তৌ অতিশয়েন স্পৃশন্ সর্পঃ আখুং মূষিকমিব ॥ ৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিকর্ষণের প্রকার বলিতেছেন 'প্রমত্তম্' ইত্যাদি। 'ইতিকৃত্য-চিন্তয়া'—এই এই প্রকারে এই কার্য্য আমি করিব, এইরূপ চিন্তাতে যে ব্যক্তি প্রমত্ত, সেই উন্মত্ত বিষয়লোলুপ ব্যক্তিকে আপনি আক্রমণ করিয়া থাকেন, যেমন ক্ষুধায় লোলুপ হইয়া জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় স্পর্শকারী সর্প মূষিককে আক্রমণ করে ॥ ৬৬ ॥

কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো
যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্গুরুরর্চ্চতি স্ম যদ্-
বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দশ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তে (তব) অবমান-ব্যয়মান-কেতনঃ (অবমানঃ অনাদরঃ তেন ব্যয়মানং নাশং প্রাপ্তমিব কেতনং শরীরং যস্য সঃ) পণ্ডিতঃ কঃ ত্বৎপদাব্জং (তব পাদপদ্মং) বিজহাতি (ত্যজতি ন কঃ অপি)। (যৎ) অস্মদ্গুরুঃ (অস্মাকং সর্ব্বেষাং গুরুঃ ব্রহ্মা) বিশঙ্কয়া (নাশশঙ্কয়া) (যৎ

চরণারবিন্দম্) অর্চ্চতি স্ম। (তথা) উপপত্তিং (যুক্তিং) বিনা (দৃঢ়বিশ্বাসেন) চতুর্দ্দশ মনবঃ (যদ্, অর্চ্চন্তি স্ম তৎ ন কোঽপি ত্যজতি ইতি ভাবার্থঃ) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—আপনার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিলে যখন মনুষ্যগণ নাশপ্রাপ্ত হয়, যে নাশভয়ে লোকগুরু ব্রহ্মা পর্য্যন্ত আপনার চরণারবিন্দ অর্চ্চন করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ মনুও দৃঢ়বিশ্বাস-সহকারে যাঁহার সেই অর্চ্চন করিয়া থাকেন, তখন কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিবেন ? ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবম্ভূতং ত্বাং নির্ব্বুদ্ধিরেব ন ভজেদিত্যাহ—ক ইতি। অবমানো দুষ্টজনকৃতোঽনাদরস্তেন ব্যয়মানং কেতনং নাশং প্রাপ্তমিব শরীরং যস্য সঃ। যদস্মদ্গুরুর্ব্রহ্মা অর্চ্চতি স্মেতি সর্ব্বেষাং স্তোতৄণাং বাক্যম্। বিশঙ্কয়া ভববন্ধশঙ্কয়া মনবোঽপি উপপত্তিং যুক্তিং বিনা স্বভাবত এব বিশ্বাসদার্ঢ্যেন ; যদ্বা, কামনাং বিনা ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ আপনাকে নির্ব্বুদ্ধি জনই ভজন করে না, ইহা বলিতেছেন—'কঃ' ইত্যাদি। 'অবমান-ব্যয়মানকেতনঃ' — অবমান অর্থাৎ দুষ্টজন-কৃত অনাদর, তাহার দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্তের ন্যায় শরীর যাহার, তাদৃশ ব্যক্তি। 'যদ্ অস্মদ্-গুরুরর্চ্চতি স্ম'—যেহেতু আমাদের গুরু ব্রহ্মাও (আপনার চরণ কমল) অর্চ্চনা করেন, ইহা সমস্ত স্তোতৃগণের বাক্য। 'বিশঙ্কয়া'—ভববন্ধনের আশঙ্কায় চতুর্দ্দশ মনুও, 'বিনোপপত্তিং'—উপপত্তি, অর্থাৎ যুক্তি বিনাই স্বভাবতঃই বিশ্বাসের দৃঢ়তাবশতঃ, অথবা—কোন কামনা ব্যতীতই (আপনাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্।
বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিদ্ভয়া গতিঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, (হে) পরমাত্মন্ বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তং (রুদ্রাদিভয়েন ধ্বস্তং ধ্বস্তপ্রায়ম্ ইতি) বিপশ্চিতাং (জানতাং) অথ নঃ (অস্মাকং) ত্বম্ (এব) অকুতশ্চিদ্ভয়া (ন কুতশ্চিদ্ ভয়ং যত্র তাদৃশী) গতিঃ অসি ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, এই বিশ্ব রুদ্রের ভয়ে বিধ্বস্ত হইতেছে ; এই সময়ে আপনিই আমাদের গতি। আপনি আমাদের গতি হইলে কোন বস্তু হইতেই আমাদের আর ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি—অথেতি। বিপশ্চিতাং গতিরসি, ন ত্ববিপশ্চিতাং, যতো বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তং, বিশ্ববর্ত্তিনোঽজ্ঞা জীবাঃ কালভয়ধ্বস্তা এবেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপসংহার করিতেছেন—'অথ', ইত্যাদি। 'বিপশ্চিতাং গতিঃ'—তত্ত্বজ্ঞ জনের আপনিই গতি, কিন্তু অবিবেকী জনের নহে। যেহেতু সমগ্র বিশ্বই, 'রুদ্রভয়-ধ্বস্তম্'—রুদ্রের ভয়ে ধ্বস্ত (নাশপ্রাপ্ত), তাহাতে বিশ্ববর্ত্তী অজ্ঞ জীবগণ কালভয়ে (মৃত্যুভয়ে) নাশপ্রাপ্তই—এই অর্থ ॥ ৬৮ ॥

মধ্ব—অস্মাদেতদ্ভগবতীত্যুপপত্ত্যপেক্ষাং বিনাপি স্বভাবত এব ॥ ৬৮ ॥

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ।
স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপনন্দনাঃ, (বর্হিষদঃ পুত্রাঃ, যূয়ং বিশুদ্ধাঃ (রাগাদিরহিতাঃ) স্বধর্ম্মম্ (ভগবদ্ভক্তিম্) অনুতিষ্ঠন্তঃ (কুর্ব্বন্তঃ) ভগবতি অর্পিতাশয়াঃ (অর্পিতঃ আশয়ঃ মনঃ যৈঃ তাদৃশাঃ সন্তঃ) ইদং (ময়োপদিষ্টং স্তোত্রং) জপত, (তেন) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (ভবিষ্যতি) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপনন্দনগণ, তোমরা বিশুদ্ধচিত্তে ভগবানে চিত্ত-সমর্পণপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করিতে করিতে এই স্তোত্র জপ কর। ইহা হইতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ত ইতি প্রচেতসাং কর্ম্মমিশ্রভক্তিমত্ত্বমালক্ষ্যোক্তিঃ ॥ ৬৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তঃ'—স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, ইহা প্রচেতাগণের কর্ম্মমিশ্র ভক্তিমত্ত্বা লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

মধ্ব—অহরহঃ ক্লেশমোক্ষঃ সুপ্তৌ। তাবদ্বেদেত্যাক্ষেপো দৌর্ল্লভ্যজ্ঞাপনার্থম্ ॥ ৬৯ ॥

তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—তমেব (পূর্ব্বোক্তম্) আত্মানম্ (অন্তর্য্যামিনম্) আত্মস্থং (স্বস্মিন্ স্থিতং) সর্ব্বভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু চ) অবস্থিতং হরিম্ অসকৃৎ (নিরন্তরং) ধ্যায়ন্তঃ (তমেব চ) গৃণন্তঃ (স্তুবন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ) চ (সন্তঃ) পূজয়ধ্বম্ (পূজয়তঃ) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—যে আত্মস্থ হরি অন্তর্য্যামিরূপে নিখিলভূতের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, নিরন্তর তাঁহার গুণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিয়া তাঁহারই আরাধনা কর ॥ ৭০ ॥

যোগাদেশমুপাসাদ্য ধারয়ন্তো মুনিব্রতাঃ ।
সমাহিতধিয়ঃ সর্ব্ব এতদভ্যসতাদৃতাঃ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ—যোগাদেশং (নাম এতৎ স্তোত্রম্) উপাসাদ্য (পাঠতঃ মত্তঃ প্রাপ্য মনসা) ধারয়ন্তঃ মুনিব্রতাঃ (মুনীনাং ব্রতানি আহারনিয়মাদীনি যেষাং তে) সমাহিতধিয়ঃ আদৃতাঃ চ (সন্তঃ) সর্ব্বে এতৎ অভ্যসত (অভ্যাসেন জপত) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—তোমরা আমার নিকট হইতে এই স্তোত্র শিক্ষা করিয়া মনোমধ্যে ধারণা কর এবং মুনিব্রত ও সংযতচিত্ত হইয়া আদরপূর্ব্বক ঐ সকল স্তোত্র অভ্যাস কর ॥ ৭১ ॥

বিশ্বনাথ—যোগাদেশং নামৈতৎ স্তোত্রং উপাসাদ্য পাঠতঃ প্রাপ্য ॥ ৭১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগাদেশম্ উপাসাদ্য'—যোগাদেশ নামক এই স্তোত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়া (সংযতচিত্তে মনোমধ্যে ধারণা করতঃ অভ্যাস করিতে থাক ।) ॥ ৭১ ॥

ইদমাহ পুরাস্মাকং ভগবান্ বিশ্বসৃক্‌পতিঃ ।
ভৃগ্বাদীনামাত্মজানাং সিসৃক্ষুঃ সংসিসৃক্ষতাম্ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ঃ—সিসৃক্ষুঃ (প্রজাসর্গমিচ্ছুঃ) ভগবান্ বিশ্বসৃক্‌পতিঃ (বিশ্বসৃজাং পতিঃ ব্রহ্মা) ইদং (স্তোত্রং) পুরা (সৃষ্ট্যাদৌ) সংসিসৃক্ষতাং (প্রজাসর্গমিচ্ছতাম ভৃগ্বাদীনাম্) আত্মজানাং (পুত্রাণাং) অস্মাকম্ (চ) আহ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—পুরাকালে ঐশ্বর্য্যবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া আমাদিগকে এবং সৃষ্টি-কার্য্যোন্মুখ ভৃগু প্রভৃতি আত্মজদিগকে এই স্তোত্র বলিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকং অস্মান্ ॥ ৭২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্মাকং'—অস্মান্, আমাদিগকে (বলিয়াছিলেন) । (এখানে কর্ম্মস্থলে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে ।) ॥ ৭২ ॥

তে বয়ং নোদিতাঃ সর্ব্বে প্রজাসর্গে প্রজেশ্বরাঃ ।
অনেন ধ্বস্ততমসঃ সিসৃক্ষ্মো বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ঃ—তে সর্ব্বে প্রজেশ্বরাঃ বয়ং (চ) প্রজাসর্গে নোদিতাঃ (ব্রহ্মণা প্রেরিতাঃ) অনেন (স্তোত্রাভ্যাসেন) ধ্বস্ততমসঃ (ধ্বস্তাঃ নিরস্তাঃ তমসঃ সর্ব্বদোষরাশয়ঃ যেষাং তে) বিবিধাঃ (নানাপ্রকারাঃ) প্রজাঃ সিসৃক্ষ্মঃ (সৃষ্টবন্তঃ) ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—সেই সকল প্রজাপতি ও আমরা, সকলেই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে প্রেরিত হইয়া এই স্তোত্র-প্রভাবে অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি ॥ ৭৩ ॥

অথেদং নিত্যদা যুক্তো জপন্নবহিতঃ পুমান্ ।
অচিরাচ্ছ্রেয় আপ্নোতি বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অস্মাৎ যঃ) পুমান্ যুক্তঃ (একাগ্রচিত্তঃ) অবহিতঃ (সাবধানঃ বিষয়ানাসক্তঃ) বাসুদেবপরায়ণঃ (বাসুদেবঃ এব পরং কেবলম্ অয়নম্ আশ্রয়ঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) নিত্যদা (নিরন্তরম্) ইদং (স্তোত্রং) জপন্ (ভবতি সঃ) অচিরাৎ (অল্পেনৈব কালেন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণম্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—অতএব যে পুরুষ একাগ্রচিত্তে বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া এবং একমাত্র বাসুদেবকেই আশ্রয়-পূর্ব্বক নিত্যকাল এই স্তোত্র জপ করিবেন, তিনি অবিলম্বেই মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৭৪ ॥

বিশ্বনাথ—অথ অতঃ ॥ ৭৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—অতঃ, অতএব। (এখানে হেতু বুঝাইতে অথ এই অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে।) ॥ ৭৪ ॥

———

শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞান-নৌর্ব্যসনার্ণবম্ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (লোকে) সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাং (মধ্যে) জ্ঞানম্ (এব) পরং নিঃশ্রেয়সং (পরমোৎকৃষ্টং ফলম্)। যতঃ জ্ঞান-নৌঃ (জ্ঞানমেব নৌঃ তরণসাধনং যস্য সঃ জনঃ) দুষ্পারং (দুস্তরং) ব্যসনার্ণবং (দুঃখসাগরং সংসারং) সুখম্ (অনায়াসেন এব) তরতি ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যতপ্রকার কল্যাণ আছে, শুদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞানই তাহাদের মধ্যে চরম মঙ্গল; কারণ, যিনি জ্ঞানরূপ তরণী আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দুস্তর-ব্যসনপূর্ণ সংসার-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥ ৭৫ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানং প্রস্তুতত্বাৎ ভগবদ্রূপগুণৈশ্বর্য্য-সুখং তরতীতি জ্ঞান নৌরিত্যাভ্যাং কৈবল্যোপযোগি-জ্ঞানস্য তু "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" ইতি, "কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশং ষড়্‌বর্গ-নক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তী" ইত্যাভ্যাং দুঃখবহুলত্বস্যাপ্লব-ত্বস্য চ শ্রবণাৎ ॥ ৭৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্ঞানং'— প্রকরণানুসারে এখানে জ্ঞান বলিতে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতে যে সুখ, তাহাই পরম কল্যাণ। 'তরতি'—দুঃখসাগররূপ সংসার উত্তীর্ণ হয়, এবং 'জ্ঞান-নৌঃ'—জ্ঞানরূপ তরী যাঁহার আছে—এই দুইটি বলায়, কৈবল্যোপযোগি জ্ঞানের কিন্তু কেবল ক্লেশই। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" (১২।৫), অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদিগকে সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত ভগবৎকর্ম্মাদি-পরায়ণ সগুণ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করা, দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অতি-শয় কষ্টকর। এবং শ্রীমদ্ভাগবতে—"কৃচ্ছ্রো মহানিহ" (৪।২২।৪০), অর্থাৎ যতিগণ ভগবান্ শ্রী-হরিকে অবলম্বন না করিয়া, নক্র-রূপ কামাদি ষড়্‌বর্গপূর্ণ ভবসমুদ্র দুঃখেই উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাহা পারেন না, ইত্যাদি প্রমাণানুসারে সেই মুক্তিকামী জনের তাদৃশ জ্ঞানের দুঃখ-বহুলত্ব এবং প্লব-রহিতত্বই (অর্থাৎ নিরাশ্রয়ত্বই) শ্রবণ করা যায় ॥ ৭৫ ॥

———

য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্গীতং ভগবৎস্তবম্।
অধীয়ানো দুরারাধ্যং হরিমারাধয়ত্যসৌ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (পুমান্) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ মদ্গীতম্ ইমং ভগবৎস্তবং (ভগবতঃ শ্রীবিষ্ণোঃ স্তবম্) অধীয়ানঃ (ভবতি), অসৌ দুরারাধ্যম্ (অপি) হরিং (সুখেন) আরাধয়তি (প্রসাদয়তি) ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—যে-পুরুষ মদ্গীত এই ভগবৎস্তোত্র শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনি দুরারাধ্য শ্রীহরিকেও অনায়াসে স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন করিতে পারেন ॥ ৭৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব ভক্তিমেবাহ—য ইমমিতি। যোঽধীয়ানো ভবেদসৌ ॥ ৭৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ভক্তিই বলিতেছেন—'যঃ ইমম্' ইত্যাদি। 'অধীয়ানঃ'—যিনি আমার পঠিত এই ভগবানের স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহার শ্রীহরিকে আরাধনা করা হইবে ॥ ৭৬ ॥

———

বিন্দতে পুরুষোঽমুষ্মাদ্ যদ্‌যদিচ্ছত্যসত্বরম্।
মদ্গীতগীতাৎ সুপ্রীতাচ্ছ্রেয়সামেকবল্লভাৎ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্গীতগীতাৎ (ময়া যঃ অয়ং ভবদ্ভ্যঃ গীতঃ উপদিষ্টঃ স্তবঃ তেন গীতাৎ স্তুতাৎ) সুপ্রীতাৎ শ্রেয়সাং (ধর্ম্মাদীনাম্) একবল্লভাৎ (একঃ এব বল্লভঃ প্রিয়ঃ আশ্রয়ঃ তস্মাৎ) অমুষ্মাৎ (হরেঃ সকাশাৎ) অসত্বরম্ (স্থিরঃ সন্) পুরুষঃ যদ্‌যৎ (ফলম্) ইচ্ছতি বিন্দতে (তত্তৎ প্রাপ্নোতি) ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—যে-পুরুষ স্থিরচিত্তে মদ্গীত এই স্তোত্রের দ্বারা নিখিল-মঙ্গলের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে সুপ্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট যাহা

প্রার্থনা করেন তাহাই প্রাপ্ত হন ॥ ৭৭ ॥

বিশ্বনাথ—অসত্বরন্নিতি আচর ক্বিবন্তং, স্থির ইত্যর্থঃ। মদ্‌গীত-গীতাৎ ময়া গীতোহয়ং স্তবো যদি গীতঃ স্যাত্তদামুষ্মাৎ শোভনং প্রীণাতীতি সুপ্রীতস্তস্মাৎ, স্তব এবায়ং তং প্রতি প্রীতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসত্বরন্'—ব্যগ্র না হইয়া, ইহা আচরণ কর, ক্বিবন্ত প্রয়োগ, স্থির হইয়া, এই অর্থ। (এই স্থলে 'অসংত্বরন্'—এই পাঠান্তর আছে।) 'মদ্‌গীত-গীতাৎ'—আমা কর্ত্তৃক গীত এই স্তব যদি গীত হয়, ইহার দ্বারাই 'সুপ্রীত'—শোভন প্রীতি আনয়ন করিবে, অর্থাৎ এই স্তবই তাহার প্রতি প্রীত হইবে, এই অর্থ ॥ ৭৭ ॥

যঃ ইদং কল্য উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়াম্বিতঃ।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যো মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) কল্যে (উষসি) উত্থায় শ্রদ্ধয়াম্বিতঃ প্রাঞ্জলিঃ (সংযোজিতাঞ্জলি সন্) ইদং (স্তোত্রং) শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েৎ (বা, সঃ অসৌ) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মলক্ষণৈঃ বন্ধনৈঃ সংসারহেতুভিঃ) মুচ্যতে ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—যে মনুষ্য উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে এই স্তোত্র শ্রবণ করিবেন বা অপর ব্যক্তিকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি নিখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ॥ ৭৮ ॥

গীতং ময়েদং নরদেবনন্দনাঃ
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ স্তবম্।
জপন্ত একান্তধিয়স্তপো মহৎ-
চরধ্বমন্তে তত আপ্স্যথেপ্সিতম্ ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে রুদ্রগীতং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেবনন্দনাঃ, (বর্হিষদঃ পুত্রাঃ,) (যৎ) ইদং ময়া পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ (হরেঃ) স্তবং গীতং (ভবদ্ভ্যঃ উপদিষ্টং), তৎ একান্তধিয়ঃ (একাগ্রধিয়ঃ সন্তঃ যূয়ং) জপন্তঃ মহৎ তপঃ চরধ্বম্। অন্তে (তপঃপরিপাকদশায়াং) ততঃ (ভগবতঃ) ঈপ্সিতং (মনোবাঞ্ছিতং ফলম্) আপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ) ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপতি-নন্দনগণ, আমি পুরুষোত্তম পরমাত্মা শ্রীহরির এই যে স্তবটী তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, একাগ্রচিত্তে ইহা জপ করিতে করিতে মহতী তপস্যা আচরণ কর। তাহা হইলেই অন্তে তোমাদের অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে ॥ ৭৯ ॥

বিশ্বনাথ—ঈপ্সিতমাপ্স্যথেতি তেষাং সকামত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৭৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈপ্সিতম্ আপ্স্যথ'—অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে পারিবে ; ইহাতে প্রচেতাগণের সকামত্ব ব্যক্ত হইল ॥ ৭৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্ব্বিংশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সঙ্গত চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২৪ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি সন্দিস্য ভগবান্ বার্হিষদৈরভিপূজিতঃ।
পশ্যতাং রাজপুত্রাণাং তত্রৈবান্তর্দধে হরঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রুদ্রোপদেশে প্রচেতাগণ শ্রীহরির তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হির সন্নিধানে শ্রীনারদের আগমন ও 'পুরঞ্জন' কথাচ্ছলে ভগবৎসেবাবিমুখিনী ভোগবুদ্ধির সঙ্গহেতু নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহের অধীশ্বর মনুষ্যের বিবিধ সংসার বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, কর্ম্মের দ্বারা কখনও নিঃশ্রেয়ো-লাভ হয় না। গৃহব্রতগণ কর্ম্মাসক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্র-ধনাদিতে পরমার্থ-বুদ্ধি করিয়া থাকে। যজ্ঞাদিতে যে-সকল পশু হত হয়, উহারা আবার হননকারীর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হির নিকট পুরঞ্জনোপাখ্যান বর্ণন করিয়া কহিলেন যে, 'পুরঞ্জন' নামে এক রাজা পৃথিবীর সর্ব্ব-স্থান ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠস্থান—ভারতবর্ষে নবদ্বারযুক্ত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন একটী পুরী দেখিতে পাইলেন। ঐ পুরী আর কিছুই নহে, উহা বিষয়-ভোগায়তন মনুষ্য শরীর। এ পুরীর বহির্ভাগে উপবনস্থলীয় বিবিধ বিষয়, তরুলতা-স্থানীয় রূপ-বৈচিত্র্য, পক্ষি-কূজনাদি স্থানীয় শব্দ-বৈচিত্র্য,—এই-রূপ পঞ্চবিধ বিচিত্রতা বর্ত্তমান। সেই উপবনে একটি পরমাসুন্দরী ষোড়শী কামিনী প্রবেশ করিলেন। ঐ কামিনীই ভোগবুদ্ধি, উঁহার দশটী ইন্দ্রিয়রূপ ভৃত্য এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরূপা শত শত নায়িকা রহিয়াছে। পঞ্চবৃত্তিরূপ পঞ্চমুণ্ডবিশিষ্ট প্রাণরূপ সর্পই ঐ কামি-নীর শরীর-রক্ষক। ঐ কামিনীর রূপে পুরের অধী-শ্বর পুরঞ্জন মুগ্ধ হইয়া নিজ স্বতন্ত্রইচ্ছায় নিজের সংসারগতি বরণ করিয়া লইলেন। পুরঞ্জন ঐ কামিনীর সহিত তাঁহার নবদ্বারসম্পন্ন পুর হইতে বহির্গত হইয়া শত বৎসরকাল বিবিধ-বিষয়ে ভ্রমণ করিতে থাকিলেন এবং কামিনীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া নিজ সিদ্ধস্বরূপ ভুলিয়া গেলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইতি (প্রচেতোভ্যঃ ভগবৎস্তোত্রং) সন্দিস্য (সম্যক্ উপদিশ্য বর্হিষদৈঃ) (বর্হিষদঃ পুত্রৈঃ) অভিপূজিতঃ ভগবান্ হরঃ (তেষাং) রাজপুত্রাণাং (প্রচেতসাম্) পশ্যতাং (সতাম্) তত্র এব অন্তর্দধে (অন্তর্হিতঃ বভূব) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ রুদ্র প্রাচীনবর্হিতনয় প্রচেতাদিগকে ঐ প্রকার (ভগবৎস্তোত্র) উপদেশ করিলে, তাঁহারাও রুদ্রের পূজা করিলেন; তখন রুদ্র প্রচেতাগণের সমক্ষেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

প্রাচীনবর্হিষং কর্ম্মমগ্নং রাজকথামিষাৎ।
নারদঃ পঞ্চবিংশাদ্যৈঃ পঞ্চভিঃ প্রত্যবোধয়ৎ ॥
পঞ্চবিংশে পুরঞ্জন্যাঃ সঙ্গং প্রাপ্য পুরঞ্জনঃ।
নবদ্বারে পুরে তস্যা রেম ইত্যনুবর্ণ্যতে ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে পাঁচটি অধ্যায়ের দ্বারা দেবর্ষি নারদ কর্ম্মাসক্ত প্রাচীন-বর্হিকে রাজা পুরঞ্জনের কথাচ্ছলে প্রবোধিত করিয়া-ছিলেন ॥ এই পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে পুরঞ্জন নবদ্বার-বিশিষ্ট পুরে পুরঞ্জনীর সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত বিহার করেন—ইহা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

রুদ্রগীতং ভগবতঃ স্তোত্রং সর্ব্বে প্রচেতসঃ।
জপন্তস্তে তপস্তেপুর্বর্ষাণামযুতং জলে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—রুদ্রগীতং (রুদ্রেণ গীতম্ উপদিষ্টং) ভগবতঃ স্তোত্রং জপন্তঃ তে সর্ব্বে প্রচেতসঃ জলে (স্থিতাঃ) বর্ষাণাম্ অযুতং (দশসহস্র-বর্ষপর্য্যন্তং) তপঃ তেপুঃ (তপস্যাং কৃতবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—প্রচেতাগণ ভগবান্ রুদ্রপোদিষ্ট ঐ স্তোত্র জপ করিতে করিতে দশসহস্র বর্ষকাল জলমধ্যে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যদৈব রুদ্রঃ স্বগীতং স্তোত্রং প্রচেতস উপদিদেশ ।। ২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন ভগবান্ রুদ্র প্রচেতাগণকে স্বগীত স্তোত্র উপদেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন ।। ২ ।।

প্রাচীনবর্হিষং ক্ষত্তঃ কর্ম্মস্বাসক্তমানসম্ ।
নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধয়ৎ ।। ৩ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ, (বিদুর), অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ নারদঃ কর্ম্মসু আসক্তমানসং প্রাচীনবর্হিষং প্রত্যবোধয়ৎ (উপদিদেশ) ।। ৩ ।।

অনুবাদ—হে বিদুর, এই সময়ে রাজা প্রাচীনবর্হির চিত্ত কর্ম্মাসক্ত থাকায় আত্মতত্ত্ববিদ্ দেবর্ষি নারদ কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন ।। ৩ ।।

বিশ্বনাথ—তদৈব তৎপিতরং প্রাচীনবর্হিষং নারদোঽপি পুরঞ্জনোপাখ্যানেন জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তীরুপদিদেশেতি, প্রচেতসাং কথামসমাপ্যৈব তৎপিতুঃ কথামাহ —প্রাচীনেতি। হন্ত হন্ত মৎপ্রিয়শিষ্যস্য ধ্রুবস্য বংশোঽয়ং কর্ম্মণি নিমজ্জতি তদিমমুদ্ধরামীতি কৃপালুঃ ।। ৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদৈব'—তৎকালেই (অর্থাৎ শ্রীরুদ্রদেবের উপদেশে প্রচেতাগণ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে), তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হিকে দেবর্ষি নারদও পুরঞ্জনের উপাখ্যানের দ্বারা জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির উপদেশ করিয়াছিলেন। এখানে প্রচেতাগণের কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হির কথা বলিতেছেন—'প্রাচীনবর্হিষং' ইত্যাদি। 'কৃপালুঃ' —হায় ! হায় ! আমার প্রিয় শিষ্য ধ্রুবের এই বংশ কর্ম্মে নিমজ্জিত হইতেছে, অতএব ইহাকে উদ্ধার করি—এইহেতু দয়াপরবশ হইয়া (অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আসিয়া জ্ঞানোপদেশ করিলেন।) ।। ৩ ।।

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে ।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে ।।৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, কর্ম্মণা (কাম্য-কর্ম্মানুষ্ঠানেন) ত্বম্ আত্মনঃ (স্বার্থং) কতমৎ শ্রেয়ঃ (ফলম্) ঈহসে (ইচ্ছসি) ? দুঃখহানিঃ (দুঃখস্য হানিঃ) সুখাবাপ্তিঃ (সুখস্য অবাপ্তিঃ প্রাপ্তিশ্চেতি) শ্রেয়ঃ তৎ ইহ (কর্ম্মমার্গে তৎ উভয়মপি) ন চ ইষ্যতে (লব্ধুং শক্যতে) ।। ৪ ।।

অনুবাদ—(শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—) হে রাজন্, আপনি এই কাম্য-কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কোন্ শ্রেয় কামনা করিতেছেন ? দুঃখ-নিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি—এই দুইটীই শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু কর্ম্মমার্গে ঐ দুইটী ত' লভ্য হইবার নহে ।। ৪ ।।

বিশ্বনাথ—শ্রেয়ো নেষ্যতে ইহ কর্ম্মণি ন লক্ষ্যতে কর্ম্ম-সম্পাদ্যস্য সুখস্যাপি দুঃখমিশ্রত্বাৎ নশ্বরত্বাচ্চ ।।৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রেয়ঃ ন ইষ্যতে'—তোমার এই কর্ম্মে কোন শ্রেয়ঃ লক্ষিত হইতেছে না, যেহেতু কর্ম্মদ্বারা সম্পাদ্য সুখও দুঃখ-মিশ্রিত এবং নশ্বর ।।৪।।

মধ্ব—

যথাবৎ কর্ম্মকর্ত্তুস্তজ্ঞানং সাহায্যকারকম্ ।
অন্যথা কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম নিরয়ায় ভবিষ্যতি ।
অথাপি কর্ম্ম নিন্দন্তি তপতঃ কর্ত্তুমঞ্জসা ।।
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ।। ৪ ।।

শ্রীরাজোবাচ—

ন জানামি মহাভাগ পরং কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ ।
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্ম্মভিঃ ।।৫

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজ উবাচ—(হে) মহাভাগ, কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ (কর্ম্মভিঃ অপবিদ্ধা বিক্ষিপ্তা ধীর্যস্য সঃ অহং) পরং (শ্রেয়ঃ মোক্ষং) ন জানামি, (অতঃ) যেন (অহং) কর্ম্মভিঃ মুচ্যেয় (মুক্তো ভবেয়ম্, তৎ) বিমলং (মোক্ষ-সাধনং) জ্ঞানং মে ব্রূহি ।। ৫ ।।

অনুবাদ—প্রাচীনবর্হি কহিলেন,—হে মহাভাগ, আমার বুদ্ধি কর্ম্মবিদ্ধা হওয়ায় আমি আমার পরম মঙ্গলোপায় জানিতে পারি নাই, এক্ষণে যাহাতে আমি এই কর্ম্মনিবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি আমাকে সেইরূপ নির্ম্মলজ্ঞান উপদেশ করুন ।। ৫ ।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মভিরপবিদ্ধধীর্বিক্ষিপ্তবুদ্ধিঃ ।।৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মাপবিদ্ধ-ধীঃ'—কর্ম্মের দ্বারা বিক্ষিপ্তবুদ্ধি (আমি প্রাচীনবর্হি) ॥ ৫ ॥

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ ।
ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু ॥৬॥

অন্বয়ঃ—গৃহেষু (স্থিতঃ) পুত্রদারধনার্থধীঃ (পুত্রদার-ধনেষু অর্থধীঃ পরমার্থ ইতি ধীর্যস্য সঃ) মূঢ়ঃ কূটধর্ম্মেষু (কাম্য-কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানযুক্তেষু) সংসার-বর্ত্মসু (জন্মমরণাদি সংসারে হেতুভূতেষু মার্গেষু) ভ্রাম্যন্ পরং (মোক্ষং) ন বিন্দতে (ন লভতে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, গৃহব্রত ব্যক্তির পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। তাহা-তেই ঐ মূঢ় ব্যক্তি কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানপর হইয়া সংসারমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে, কখনই পরমার্থ লাভ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহস্থঃ সর্ব্ব এব মাদৃশ ইত্যাহ—গৃহেষ্বিতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গৃহস্থগণ সকলেই আমার ন্যায় (কর্ম্মাসক্ত), ইহা বলিতেছেন—'গৃহেষু', ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

বিবৃতি—যে সকল ভোগি-পুরুষ সাংসারিক দৃশ্য জগৎকে ভোগের উপাদান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা গৃহব্রত-ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। গৃহব্রতগণ ভার্য্যায়, মাতৃপিতৃবর্গে, বন্ধুতে, ভৃত্যে এবং দ্রবিণাদিতে আপ-নাকে পুরুষ অভিমানী ভোগিজ্ঞানে সম্বন্ধ স্থাপন করে। ভগবৎসম্বন্ধচ্যুত হইয়া তাহাদের সংসার ভ্রমণ ঘটে এবং পরমার্থ পথে ভ্রমণ করিবার স্পৃহা হয় না। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর—নামাচার্য্যদ্বয়কে, সাংসারিক লোকের মুক্তির জন্য কৃষ্ণে পতি জ্ঞান, মাতা-পিতৃ-জ্ঞান, বন্ধুজ্ঞান, প্রভুজ্ঞান, দ্রবিণাদিতে পূজ্যবুদ্ধি করা-ইবার জন্য, সকল সম্বন্ধই যে কৃষ্ণে অবস্থিত, এবং নশ্বর ভোগময় সম্বন্ধ যে অকিঞ্চিৎকর, এই বাস্তব-সত্য-প্রচারের উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক গৃহেই প্রেরণ করিয়া-ছিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—
ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে ।
সংজ্ঞপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—ভো প্রজাপতে, ভো রাজন্, নির্ঘৃণেন (নির্দ্দয়েন) ত্বয়া অধ্বরে (যজ্ঞে) সং-জ্ঞপিতান্ (মারিতান্) সহস্রশঃ (অসংখ্যাতান্) জীবসঙ্ঘান্ পশূন্ (অশ্বাদীন্ জীবসমূহান্ ময়া যোগ-বলেন প্রদর্শিতান্) পশ্য ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে প্রজাপালক রাজন্, আপনি নির্দ্দয় হইয়া আপনার যজ্ঞে যে সহস্র সহস্র পশু হত্যা করিয়াছেন, সেই সকল জীব ঐ দেখুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মফলেষু বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতুং যোগ-বলেন যজ্ঞপশূন্ প্রত্যক্ষং প্রদর্শ্যাহ—ভো ভো ইতি, সংজ্ঞপিতান্ মারিতান্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মফলসমূহে বৈরাগ্য উৎপা-দন করাইবার নিমিত্ত দেবর্ষি নারদ স্বীয় যোগবলে (মারিত) যজ্ঞীয় পশুগণকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাইয়া বলিতেছেন—'ভো ! ভো !'—হে প্রজাপতে রাজন্ ! ইত্যাদি। 'সংজ্ঞপিতান্'—মারিত, (অর্থাৎ তুমি নির্দ্দয় হইয়া যে সকল সহস্র সহস্র পশুর প্রাণ সংহার করিয়াছ, সেই জীবকে সম্মুখে অবলোকন কর।) ॥৭॥

বিবৃতি—সংসারে ভ্রাম্যমাণ জীবগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যে তাদৃশ যে-সকল পশুকে হনন করেন, তাহাতে জীবে দয়ার অভাব হয়। সংসার-ভোক্তৃ-মনুষ্যগণ ভার্য্যা, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতিকে নানাপ্রকার ক্লেশ প্রদান করিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিপর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন কিন্তু তাদৃশ যজ্ঞে যে-সকল পশু হত হয়, সেই সকল পশুর কোন প্রকারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় না। এক পক্ষে, স্বার্থপর গৃহব্রত মানবের সুখৈষণার জন্য অপর পক্ষ (বিদ্ধস্ত পশু) তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনস্বরূপে আহুত হয় ; সেই সকল পশু ইন্দ্রিয়তর্পণকারী যাজ্ঞিকগণকে হিংসক জানিয়া হিংসকগণের ভোগান্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, এবং ভোগান্তে আপনাদের নিধন-বিনি-ময়ে উহারাও সমভাবে প্রতিহিংসা লইয়া থাকে ॥৭-৮

এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব ।
সম্পরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতে (পশ্বাদয়ঃ) তব বৈশসং (ত্বৎ-কৃতাং পীড়াং) স্মরন্তঃ (অতএব) উত্থিতমন্যবঃ (প্রজ্বলিত-ক্রোধাঃ) ত্বাং সম্পরেতং (মৃতং কদা অয়ং মৃতঃ সন্ অস্মদ্‌বশবর্ত্তি স্যাৎ ইতি) সন্ প্রতীক্ষন্তে, (ততশ্চ) অয়ঃকূটৈঃ (লৌহযন্ত্রময়ৈঃ) শৃঙ্গৈঃ ত্বাং ছিন্দন্তি (অবিলম্বেন ছেৎস্যন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ আপনি উহাদিগকে যে পীড়ন করিয়াছেন, তাহা স্মরণপূর্ব্বক উহারা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং আপনার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহারা লৌহযন্ত্রময় শৃঙ্গদ্বারা অবিলম্বে আপনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কদায়ং মরিষ্যতীতি ত্বাং প্রতীক্ষন্তে ; বৈশসং ত্বৎকৃতং স্বশরীরচ্ছেদম্। অতঃ সম্পরেতং ত্বাম্ অয়ঃকূটৈঃ লৌহযন্ত্রময়ৈঃ শৃঙ্গৈশ্ছিন্দন্তি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশেনাবিলম্বত এব ছেৎস্যন্তি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কখন এই ব্যক্তি মারা যাইবে—এই অপেক্ষায় ঐ সকল জীব তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছে, 'বৈশসং'—তোমা কর্ত্তৃক নিজ-দেহের ছেদন (স্মরণ করতঃ)। অতএব 'সম্পরেতং', মৃত তোমাকে লৌহময় শৃঙ্গদ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিবে। এখানে 'ছিন্দন্তি'—এই বর্ত্তমান কালের প্রয়োগের দ্বারা অনতিবিলম্বেই ছেদন করিবে, এই অর্থ ॥ ৮ ॥

অত্র তে কথয়িষ্যেঽমুমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
পুরঞ্জনস্য চরিতং নিবোধ গদতো মম ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র (অস্মিন্ সঙ্কটে নিস্তারকং) পুরাতনং পুরঞ্জনস্য চরিতম্ ইতিহাসং (কথাং) তে (তুভ্যম্ অহম্) কথয়িষ্যে, (তম্) অমুং মম গদতঃ (সতঃ) ত্বং নিবোধ (সম্যক্ অবধারয়) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পুরঞ্জনের চরিত্রঘটিত একটী পুরাণ কথাই আপনার এই সঙ্কটে নিস্তারক ; উহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব, আপনি সমাহিতচিত্তে তাহা অবধারণ করুন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৈষয়িক-কথাপ্রিয়মিমং বৈষয়িক-কথয়ৈব প্রবোধয়ামীতি মনসি বিচার্য্য তস্যৈব প্রাচীন-বর্হিষঃ কথামেব কথান্তরকল্পনয়া অপ্রস্তুতপ্রশংসা-লঙ্কারেণ তৎপ্রবোধে কারণীকুর্ব্বন্নাহ—অত্রেতি। স্পষ্টম্ ; বস্তুতস্তু তে তবৈব চরিতং কীদৃশস্য পুর-মেতৎ শরীরং স্বকর্ম্মণা জনয়তীতি তস্য পুরঞ্জনস্য পুরাতনং মাতৃগর্ভপ্রবেশাৎ পূর্ব্বমপ্যারভ্যেত্যর্থঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈষয়িক কথাতে প্রীতিযুক্ত এই রাজাকে বৈষয়িক কথার দ্বারাই প্রবোধিত করিব —এইরূপ মনে বিচার করতঃ সেই প্রাচীনবর্হির ঘটনা-কেই কথান্তরের দ্বারা কল্পনা-পূর্ব্বক 'অপ্রস্তুত-প্রশংসা' অলঙ্কারের সহযোগে তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত করিয়া বলিতেছেন—'অত্র তে' ইত্যাদি, স্পষ্টার্থ (অর্থাৎ এই বিষয়ে একটি পুরাতন ইতিহাস পুরঞ্জন নামক রাজার চরিত্র তোমাকে বলিতেছি, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর)। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু, 'তে'—তোমারই চরিত্র। কিরূপ তোমার ? তাহাতে বলিতেছেন—'পুরঞ্জনস্য', পুর বলিতে এই শরীর, নিজ কর্ম্মফলের দ্বারা যিনি উৎপাদন করেন, তিনি পুরঞ্জন, সেইরূপ তোমার। 'পুরাতনং'—পুরাতন চরিত্র, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে প্রবে-শের পূর্ব্ব হইতেও আরম্ভ করিয়া—এই অর্থ ॥ ৯ ॥

আসীৎ পুরঞ্জনো নাম রাজা রাজন্ বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎ সখাঽবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, বৃহচ্ছ্রবাঃ (মহাযশাঃ) পুরঞ্জনঃ নাম রাজা আসীৎ। অবিজ্ঞাত-চেষ্টিতঃ (ন বিজ্ঞাতং চেষ্টিতং যস্য সঃ তথাভূতঃ) অবিজ্ঞাত-নামা তস্য (পুরঞ্জনস্য) সখা আসীৎ। (অত্র স্বকর্ম্মভিঃ পুরং শরীরং জনয়তি ইতি পুরঞ্জনঃ জীবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পুরঞ্জন-নামে এক মহাযশস্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার এক সখা ছিলেন, তাঁহার নাম বা কার্য্য কাহারও বিদিত ছিল না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—আসীদিতি পুরঞ্জনাদীন্ স্বয়মেব ইতঃ পঞ্চমেঽধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতে। তদপি সুখগ্রহণায় যথোপস্থিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পুরঞ্জনো জীবঃ অধ্যাত্মা-দিভির্বিরাজমানত্বাদ্রাজা। শ্রবো যশঃ দৃষ্টাদৃষ্টসুখ-সাধনকর্ম্মাদিশুশ্রূষুত্বাৎ, শ্রবঃ শ্রবণঞ্চ। অবিজ্ঞাতং

নাম যস্য, ন বিজ্ঞাতং চেষ্টিতং যস্য স ঈশ্বরস্তস্য সখা, যদ্বা, বিজ্ঞাতং চেষ্টিতং জীবপ্রেরণাদিকং যস্য, জীবপারতন্ত্র্যস্যানুভবসিদ্ধত্বাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসীৎ'—ইত্যাদি, পুরঞ্জনাদি নামের যথার্থ্য নিজেই দেবর্ষি নারদ ইহা হইতে পঞ্চম অধ্যায়ে (২৯ অধ্যায়ে) ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হইলেও সহজে অর্থবোধের নিমিত্ত যথোপস্থিত ব্যাখ্যা করিব। পুরঞ্জন বলিতে জীব (অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল অনুসারে ঐ ফল ভোগ করিবার জন্য যে শরীর পরিগ্রহ করে, তাদৃশ মায়াময় জীব), তিনি অধ্যাত্মাদির দ্বারা মায়াতে বিরাজমান বলিয়া রাজা। 'বৃহচ্ছ্রবাঃ'—'শ্রবঃ' বলিতে যশঃ এবং শ্রবণ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সুখসাধন কর্ম্মাদির সেবাকারী বলিয়া বিস্তৃত যশ যাঁহার। সেই রাজার এক সখা ছিলেন, তাঁহার নাম বা কর্ম্ম কাহারও পরিজ্ঞাত ছিল না। 'অবিজ্ঞাত-নামা'—অবিজ্ঞাত নাম যাঁহার, 'অ-বিজ্ঞাত-চেষ্টিতঃ'—যাঁহার চেষ্টিত (কর্ম্ম) কেহ জানিতে পারে না, তিনি ঈশ্বর, তাঁহার সখা। অথবা—বিজ্ঞাত চেষ্টিত, অর্থাৎ জীব-প্রেরণাদি কর্ম্ম যাঁহার, জীব তাঁহারই পরতন্ত্র, ইহা অনুভব-সিদ্ধ ॥ ১০ ॥

মধ্ব—

দেবজীবাভিমানী তু ব্রহ্মৈব তু চতুর্ম্মুখঃ।
মনুষ্যাণাং তু জীবানামভিমানী পুরঞ্জনঃ ॥
স তু রাজা হরেঃ পুত্রশ্চাসুরাণাং কলিঃ স্বয়ম্।
জীবসংসৃতিবত্তস্মাৎ পুরঞ্জনকথাপি তু ॥
তস্মাজ্জীবসৃতিজ্ঞপ্ত্যৈ পুরঞ্জনকথাং মুনিঃ।
নারদোঽশ্রাবয়ত্তস্মান্নৃপং প্রাচীনবর্হিষম্ ॥
প্রায়স্তু তৎকথা জীবো স্থিতা প্রত্যেকশোঽহতি তু।
প্রত্যেকং যত্তু যুজ্যেত তদুন্নেয়ং যথা তথা ॥
উক্তং ভাগবতেঽপ্যেতৎ পুরাণে যাবদিষ্যতে।
প্রত্যেকশস্তু জীবানাং তদন্যত্তস্য কেবলম্ ॥
ইতি তন্ত্র-ভাগবতে ॥ ১০ ॥

সোঽন্বেষমাণঃ শরণং বভ্রাম পৃথিবীং প্রভুঃ।
নানুরূপং যদাবিন্দদভূৎ স বিমনা ইব ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পুরঞ্জনঃ) শরণং (ভোগায়তনং দেহম্) অন্বেষমাণঃ (সর্ব্বাং) পৃথিবীং (ব্রহ্মাণ্ডং) বভ্রাম ; সঃ প্রভুঃ (সমর্থঃ অপি) যদা অনুরূপং (স্বাভিলাষানুরূপং শরণং) ন অবিন্দৎ (ন অলভত), (তদা) বিমনাঃ ইব অভূৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই পুরঞ্জন (লিঙ্গদেহাশ্রিত জীব) স্বীয় স্থূল-দেহের ভোগযোগ্যবস্তুর অন্বেষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও স্বাভিলাষানুরূপ (সর্ব্ববিষয়ে ভোগানুকূল) বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া বড়ই বিমনা হইয়া পড়িলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—শরণং বাসস্থলং সুখভোগায়তনং দেহঞ্চ। বভ্রামেতি নানাজন্মবত্ত্বাৎ নানুরূপমিতি ক্বাপি জন্মনি স্বাভীপ্সিতসমস্তসুখপ্রাপ্ত্যদর্শনাৎ ; ইবেতি শূকরাদিজন্মন্যপি বিষয়ানন্দপ্রাপ্ত্যা, বস্তুতো বিমনস্ত্বাভাবাৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শরণং'—বাসস্থল, অধ্যাত্ম-পক্ষে—সুখ-ভোগায়তন দেহ। 'বভ্রাম'—ভ্রমণ করিলেন (অর্থাৎ জীব নিজের ভোগায়তন শরীর অন্বেষণ করিতে করিতে দেবাদি স্থাবরান্ত) নানা যোনিতে জন্ম লাভ করায় ভ্রমণ করিতে থাকে, 'ন অনুরূপং' কিন্তু কোথাও অনুরূপ আশ্রয় পাইলেন না, অর্থাৎ কোন জন্মেই নিজ অভিলষিত সমস্ত সুখ-প্রাপ্তির অদর্শন-হেতু যেন বিমনা হইয়া পড়িলেন। 'বিমনাঃ ইব'—দুঃখিতের ন্যায় হইলেন, ইহা বলায়, শূকরাদি জন্মেও বিষয়ানন্দের প্রাপ্তিতে বস্তুতঃ বিমনস্কের অভাবই ॥ ১১ ॥

ন সাধু মেনে তাঃ সর্ব্বা ভূতলে যাবতীঃ পুরঃ।
কামান্ কাময়মানোঽসৌ তস্য তস্যোপপত্তয়ে ॥ ১২

অন্বয়ঃ—কামান্ (বিষয়-ভোগান্) কাময়মানঃ অসৌ (পুরঞ্জনঃ) তস্য তস্য (কামস্য) উপপত্তয়ে (প্রাপ্ত্যৈ) ভূতলে যাবতীঃ পুরঃ (স্থানানি অপশ্যৎ), তাঃ সর্ব্বাঃ সাধু (ভোগ্যা) ন মেনে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তিনি বিষয়ভোগ লালসায় ভোগাশ্রয়-স্বরূপ ভূমণ্ডলের যাবতীয় পুরের (দেহের) সন্ধান লইলেন, কিন্তু কোনটীই তাঁহার কামনাসিদ্ধির উপযোগী দেখিতে পাইলেন না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যাবতীর্য্যাবত্যঃ সর্ব্বত্র বিষয়ানন্দ-প্রাপ্তাবপি তস্য তস্য কামস্য উপপত্তয়ে প্রাপ্ত্যৈ সাধু ন

মেনে, গবাদিদেহানাং ভোগসাধনযোগ্যত্বাভাবাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—"তাভ্যো গামানয়ৎ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি।" ইতি তত্তদ্দেহানামসাধুমননঞ্চ, "গর্ভদশায়ামেব মৃতশ্চাহং পুনর্জাতঃ" ইত্যাদি-শ্রুতেস্তত্রৈব বিবেকোৎপত্তেঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবতীঃ'—যাবত্যঃ, পৃথিবীতে যত রকমের (পশ্বাদি) দেহ আছে, সর্ব্বত্র বিষয়ানন্দের প্রাপ্তি হইলেও, সেই সেই দেহ সর্ব্ববিধ কামনাভোগের প্রাপ্তি-বিষয়ে উপযুক্ত মনে করিলেন না (অর্থাৎ বাসনাসিদ্ধির উপযোগী বোধ করিলেন না), গবাদি দেহে ভোগসাধনের যোগ্যতারই অভাব রহিয়াছে। (ঐতরেয় ১।২।২) শ্রুতিতেও উক্ত আছে—তাহাদের জন্য গাভী (গো-দেহ) আনয়ন করিলেন, তাহারা বলিলেন—ইহা আমাদের উপযুক্ত নহে। তাহাদের নিমিত্ত অশ্ব আনয়ন করিলেন, তাহারা বলিলেন—ইহা আমাদের পর্য্যাপ্ত নহে—ইত্যাদি, এইপ্রকারে সেই সেই দেহসকলের অনুপযোগিতাই উপলব্ধি হয়। "মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই আমি মৃত হইয়াছিলাম, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলাম"—ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত হওয়ায়, তৎকালেই বিবেকের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

স একদা হিমবতো দক্ষিণেষ্বথ সানুষু।
দদর্শ নবভির্দ্বাভিঃ পুরং লক্ষিতলক্ষণাম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—অথ সঃ একদা (কদাচিৎ) হিমবতঃ (হিমাচলস্য) দক্ষিণেষু সানুষু (কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে) নবভিঃ দ্বাভিঃ (যুক্তাম্ অতএব) লক্ষিতলক্ষণাং (লক্ষিতানি দৃষ্টানি সর্ব্বাণি লক্ষণানি যস্যাং তাং) পুরং (মনুষ্যশরীরং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥১৩॥

অনুবাদ—অনন্তর একদা তিনি হিমাচলের দক্ষিণ সানুদেশ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, তথায় নবদ্বার-সংযুক্ত সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন একটী 'পুর' (মনুষ্যশরীর) তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—হিমবতো হিমালয়স্য দক্ষিণেষু সানুষু ভারতভূমৌ কর্ম্মক্ষেত্রে তত্রত্য-মনুষ্যদেহস্যৈব ফলসাধনত্বাৎ, পুরং মনুষ্যদেহং লক্ষিতানি দৃষ্টানি লক্ষণানি যস্যামিতি পঙ্গ্বন্ধাদি-দেহস্য ম্লেচ্ছান্ত্যজাদি-দেহস্য চ ব্যাবৃত্তিঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হিমবতঃ দক্ষিণেষু'—হিমালয়ের দক্ষিণ সানুপ্রদেশে, অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে, কারণ সেখানকার মনুষ্যদেহেরই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সাধনযোগ্যতা রহিয়াছে। 'লক্ষিত-লক্ষণাং পুরং'—সুলক্ষণান্বিত (নবদ্বার-বিশিষ্ট) একটি পুর অর্থাৎ মনুষ্যদেহ দেখিতে পাইলেন না। লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত—ইহা বলায়, পঙ্গু, অন্ধ প্রভৃতি এবং ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজাদি দেহের ব্যাবৃত্তি হইল (অর্থাৎ অন্ধ-পঙ্গু প্রভৃতি দোষরহিত নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় এবং মুখ, পায়ু ও উপস্থরূপ নয়টি সুলক্ষণ-লক্ষিত মনুষ্য শরীর দেখিতে পাইলেন।) ॥ ১৩ ॥

প্রাকারোপবনাট্টাল-পরিখৈরক্ষতোরণৈঃ।
স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলাং সর্ব্বতো গৃহৈঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ—প্রাকারোপবনাট্টাল পরিখৈঃ (ত্বগাদয়ঃ শরীরাবয়বাঃ প্রাকারাদি-পুরাবয়বত্বেন নিরূপ্যন্তে) অক্ষতোরণৈঃ (অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি গবাক্ষাঃ তৈঃ তোরণৈশ্চ) স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ (স্বর্ণাদিময়ৈঃ) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ যুক্তৈঃ) গৃহৈঃ (চ) সর্ব্বতো সঙ্কুলাং (পরিব্যাপ্তাং পুরং দদর্শ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুর অর্থাৎ (দেহটী) প্রাচীর (ত্বক্), উপবন (বাহ্যবিষয়) অট্টালিকা (মুখ), পরিখা (গুণত্রয়) গবাক্ষ (রোমকূপ) ও বহির্দ্বার (নেত্র) দ্বারা সুশোভিত এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময়—(পিত্ত, কফ ও বাত,—এই ত্রিধাতুকাত্মক) শিখরযুক্ত গৃহসমূহে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাকারাস্ত্বচঃ উপবনানি বহির্বিষয়াঃ অট্টালো মুখং পরিখা গুণা—পরিখৈরিত্যার্ষম্। অক্ষা গবাক্ষা রোমরন্ধ্রাণি তোরণানি নেত্রাদীনি দ্বারাণি স্বর্ণাদ্যৈঃ শৃঙ্গৈঃ পিত্তকফবাতৈর্ধাতুভিঃ রাজসসাত্ত্বিকতামসৈঃ স্বভাবৈর্বা গৃহৈরাধার-চক্রাদ্যৈঃ সঙ্কুলাং ব্যাপ্তাম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ পুরী প্রাচীর, উপবন ও অট্টালিকা এবং পরিখা প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত।

অধ্যাত্মপক্ষে শরীরের বর্ণনা করিতেছেন—প্রাকার (প্রাচীর) হইতেছে ত্বক (চর্ম্ম), উপবনসমূহ বহির্বিষয়, অট্টালিকা মুখ, পরিখা (রাজধানী প্রভৃতির শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বেষ্টন খাত)—গুণ-ত্রয়। এখানে 'পরিখৈঃ'—ইহা আর্ষ-প্রয়োগ (কারণ পরিখা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, পরিখাভিঃ হওয়া উচিত ছিল)। 'অক্ষ'—গবাক্ষসমূহ রোমছিদ্রসকল, তোরণ—নেত্রাদি বহির্দ্বারসমূহ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহময় শৃঙ্গের দ্বারা, অর্থাৎ পিত্ত, কফ ও বাতরূপ ধাতুর দ্বারা, কিম্বা রাজস, সাত্ত্বিক ও তামস স্বভাবের দ্বারা যুক্ত, এবং 'গৃহৈঃ'—মূলাধারাদি ষট্‌চক্র-রূপ গৃহের দ্বারা ব্যাপ্ত (শরীর)॥ ১৪॥

নীলস্ফটিকবৈদূর্য্য-মুক্তামরকতারুণৈঃ।
ক্লিপ্তহর্ম্ম্যস্থলীং দীপ্তাং শ্রিয়া ভোগবতীমিব॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—নীলস্ফটিকবৈদূর্য্যমুক্তামরকতারুণৈঃ (নীলস্ফটিকাদয়ঃ অরুণং মাণিক্যং চ তৈঃ নাড্যো নীলাদিভাবেন নিরূপ্যন্তে) ক্লিপ্তহর্ম্ম্যস্থলীং (ক্লিপ্তাঃ হর্ম্ম্যস্থল্যঃ যস্যাং তাং স্থলীং—দেহং) শ্রিয়া (শোভা সম্পদা) ভোগবতীং (নাগপুরীম্) ইব দীপ্তাং (তৎ তৎ পুরং দদর্শ)॥ ১৫॥

অনুবাদ—সেই দেহরূপ হর্ম্ম্যস্থলীর অভ্যন্তরভাগ নীলকান্তমণি, স্ফটিক, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও মাণিক্যসদৃশ নাড়ীসমূহদ্বারা নির্ম্মিত ছিল, সুতরাং ঐ পুরটী সৌন্দর্য্যে ভোগবতী (নাগপুরী) সদৃশী হইয়া দীপ্তি পাইতেছিল॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রনীলাদিভিঃ রত্নৈঃ ক্লিপ্তা হর্ম্ম্যস্থল্যো যস্যাং সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বান্ন কপ্‌। অরুণমাণিক্যং স্থল্যো হৃদয়কণ্ঠভ্রূমধ্যস্থানানি নীলাদয়স্তদ্বর্ণা নাড্যো জ্ঞেয়াঃ, ভোগবতীং নাগানাং পুরীং, পক্ষে—ভোগবতী-মিবেতি বস্তুবিচারতো ভোগা অপি তত্র ন সন্তীত্যর্থঃ॥ ১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রনীলাদি রত্নসমূহের দ্বারা ক্লিপ্ত অর্থাৎ রচিত হইয়াছে হর্ম্ম্যস্থলীসকল যাহার, সেই পুরী। (এখানে হৃদয় হর্ম্ম্যস্থল সদৃশ।) সমাসান্ত বিধি অনিত্য বলিয়া এখানে ক্যপ্ প্রত্যয় হয় নাই। অরুণমাণিক্য স্থলীসমূহ—হৃদয়, কণ্ঠ ও ভ্রূ-মধ্যবর্ত্তীস্থান এবং নীলাদি বর্ণ (ঐ হৃদয়গত একশত) নাড়ীসমূহ বুঝিতে হইবে। 'ভোগবতীম্ ইব'—নাগসকলের পুরী অর্থাৎ পাতালপুরীর ন্যায়। পক্ষে—ভোগবতীর (ভোগযুক্তার) ন্যায়, ইহা বলায়, বস্তুবিচারে কিন্তু ভোগসমূহ সেখানে (দেহে) থাকে না—এই অর্থ॥ ১৫॥

সভাচত্বর-রথ্যাভিরাক্রীড়ায়তনাপণৈঃ।
চৈত্যধ্বজপতাকাভির্যুক্তাং বিদ্রুমবেদিভিঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—সভাচত্বররথ্যাভিঃ (সভা সমাজ-স্থানং, চত্বরং চতুষ্পথঃ, রথ্যা রাজমার্গঃ, তৈঃ) আক্রীড়ায়তনাপণৈঃ (আক্রীড়ায়তনং দ্যূত্যাদিস্থানম্ আপণঃ হট্টঃ তৈঃ) চৈত্যধ্বজপতাকাভিঃ (চৈত্যং জনানাং বিশ্রামস্থানং, ধ্বজেষু যাঃ পতাকাঃ তাভিঃ), বিদ্রুম-বেদিভিঃ (বিদ্রুমবেদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ আধারাদি-চক্রগত স্থানানি চ) তৈঃ যুক্তাং (পুরং দদর্শ)॥ ১৬॥

অনুবাদ—সমাজ-স্থান (পুরঞ্জন-নামক রাজার অর্থাৎ জীবের উপবেশন-স্থান হৃদয়), চতুষ্পথ (তালুর অধঃস্থল, মুখ, নাসা, নয়ন ও কর্ণ, এই—চারটী মার্গ), রাজপথত্রয় (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না), দ্যূতাদি ক্রীড়াস্থান (ইন্দ্রিয়গোলকসমূহ), হট্ট (মনোগোলক), বিশ্রাম-স্থান (চিত্তমধ্য), ধ্বজ-দণ্ডসংযুক্ত পতাকা (ভগবদ্‌বৈমুখ্যরূপ ধ্বজদণ্ডে সংলগ্ন পতাকারূপ পঞ্চ-বিধ ক্লেশ), বিদ্রুম-নির্ম্মিত বেদিসমূহ (আধার-চক্রাদি) শোভা পাইতেছিল॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—সভা রাজোপবেশস্থানম্; সা চাত্র হৃদয়ং, তত্রৈব রাজ্ঞঃ পুরঞ্জনস্য জীবস্য স্থিতেঃ; চত্বরং চতুষ্পথং তচ্চাত্র তালবধঃস্থলম্; তত্রৈব মুখনাসা-নয়নকর্ণমার্গাশ্চত্বারঃ, রথ্যা রাজমার্গঃ—ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না। আক্রীড়ায়তনানি দ্যূত্যাদিস্থানানি ইন্দ্রিয়-গোলকাঃ। আপণো হট্টো মনোগোলোকঃ চৈত্যং বিশ্রামস্থানং চিত্তমধ্যং ধ্বজে ভগবদ্বৈমুখ্যরূপে সংযুক্তাঃ পতাকাঃ পঞ্চক্লেশাঃ। বিদ্রুমবেদয় আধারাদি চক্র-মধ্য-স্থলভেদাঃ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সভা—রাজার উপবেশনের স্থান, দেহ-পক্ষে উহা হৃদয়, সেখানেই রাজা পুরঞ্জন-রূপ জীবের অবস্থিতি-হেতু। চত্বর বলিতে চতুষ্পথ,

পক্ষে—তালুর অধঃস্থল, সেখানেই মুখ,নাসিকা, নয়ন ও কর্ণ চারিটি মার্গ (রন্ধ্র) রহিয়াছে। রথ্যা—রাজপথ, পক্ষে—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী তিনটি নাড়ী। আক্রীড় (যথেষ্ট বিচরণস্থান) ও আয়তন (সুখস্থান)—উহা দ্যূতাদি ক্রীড়ার স্থল, পক্ষে—ইন্দ্রিয়-গোলক (অর্থাৎ আক্রীড়—স্বপ্নাবস্থা এবং আয়তন—সুষুপ্ত্যবস্থা)। আপণ—হাট, পক্ষে—মনোগোলোক (জাগরাবস্থা)। চৈত্য—বিশ্রামস্থান, পক্ষে—চিত্তমধ্য (অজ্ঞান)। 'ধ্বজা-পতাকাভিঃ যুক্তাং'—ঐ পুরী ধ্বজা ও পতাকাসকলের দ্বারা যুক্ত, পক্ষে—ধ্বজা—ভগবদ্বিমুখতা এবং পতাকা হইতেছে পঞ্চ ক্লেশ (অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ)। বিদ্রুম-নির্ম্মিত বেদিসমূহ, পক্ষে—আধারাদি চক্রমধ্য-স্থলভেদ ॥ ১৬ ॥

———

পুর্য্যাস্তু বাহ্যোপবনে দিব্যদ্রুমলতাকুলে।
নদদ্বিহঙ্গালিকুল-কোলাহল-জলাশয়ে ॥ ১৭ ॥
হিমনির্ঝরবিপ্রুম্মৎ কুসুমাকরবায়ুনা।
চলৎপ্রবালবিটপ-নলিনীতটসম্পদি ॥ ১৮ ॥
নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ।
আহূতং মন্যতে পান্থো যত্র কোকিলকূজিতৈঃ ॥১৯
যদৃচ্ছয়াগতাং তত্র দদর্শ প্রমদোত্তমাম্।
ভৃত্যৈর্দশভিরায়ান্তীমেকৈকশতনায়কৈঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—পুর্য্যাঃ তু বাহ্যোপবনে (বিষয়বর্গে) দিব্যদ্রুমলতাকুলে (দিব্যৈঃ মনোহরৈঃ দ্রুমৈঃ লতাভিঃ চ আকুলে পরিব্যাপ্তে, পক্ষে—স্রক্‌চন্দনাদৌ) নদদ্বিহঙ্গালিকুল-কোলাহল জলাশয়ে (নদতাং বিহঙ্গালিকুলানাং কোলাহলঃ যেষু তে জলাশয়াঃ যস্মিন্ তস্মিন্) হিমনির্ঝরবিপ্রুম্মৎকুসুমাকরবায়ুনা (হিমনির্ঝরাণাং বিপ্রুষঃ বিন্দবঃ তদ্বতা কুসুমাকরসম্বন্ধিনা বায়ুনা) চলৎপ্রবালবিটপনলিনীতটসম্পদি (চলন্তঃ প্রবালাঃ বিটপাঃ শাখাশ্চ যেষাং তৈঃ বিটপৈঃ বৃক্ষৈঃ নলিনীনাং সরসীনাং তটেষু সম্পৎ সমৃদ্ধিঃ যস্মিন্ তস্মিন্) মুনিব্রতৈঃ (অহিংস্রৈঃ নানারণ্যমৃগব্রাতৈঃ (বিবিধবন্যমৃগকুলৈঃ) অনাবাধে (তৎকৃতবাধা-রহিতে) যত্র (উপবনে) কোকিলকূজিতৈঃ পান্থঃ (মার্গগামী পুরুষঃ আত্মনাম) আহূতং মন্যতে একৈক শত-নায়কৈঃ (প্রত্যেকং শতম্ অনন্তাবৃত্তয়ঃ, তাসাং নায়কৈঃ পতিভিঃ) দশভিঃ ভৃত্যৈঃ (জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ) আয়ান্তীং যদৃচ্ছয়া তত্র (তপোবনে) আগতাং প্রমদোত্তমাং (বিষয়বিবেকবতীং বুদ্ধিং) দদর্শ ॥ ১৭-২০ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরীর বহির্ভাগস্থ উপবন (বিষয়-বর্গ) বিবিধ মনোহর তরুলতা ও জলাশয়ে (রূপ-বৈচিত্র্যে পরিব্যাপ্ত। তত্রস্থ জলাশয়ে জলচর-পক্ষিগণ নানাবিধ কোলাহল (শব্দবৈচিত্র্য) করিতেছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল, যেন জলাশয়ই কোলাহল করিতেছে। ঐ সকল সরোবরের তট-প্রদেশে যে-সকল বৃক্ষ শোভিত ছিল, উহাদের শাখা ও পল্লবসমূহ বিবিধ-কুসুমের গন্ধবাহী (গন্ধ), তুষারবিন্দু (রস)-সংপৃক্ত সমীরণ স্পর্শ দ্বারা বিচলিত হওয়াতে বৃক্ষরাজির নব পল্লব বিধূনন করিয়া উহাদিগের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছিল। ঐ স্থানে বিবিধ হিংস্রজন্তুর বাস থাকিলেও তাহাদিগের স্বভাব মুনিগণের ন্যায় হিংসাবিহীন ছিল। (পুরঞ্জন-নামক জীবের পুণ্যবত্তা হেতু তাঁহার ভোগ্য বিষয়সকল নিষ্কণ্টক ছিল), অতএব ঐ সকল জন্তুর ভয়ে কাহাকেও কাননমধ্যে প্রবেশ করিতে ভীত হইতে হইত না; প্রত্যুত কোকিলকুল তত্রত্য বৃক্ষোপরি এরূপ কূজন করিতেছিল যে, পান্থজন যেন তাহাতে আপনাকে আহূত বলিয়া বোধ করিতেছিল। (পুরঞ্জন-নামক বিষয়-ভোগকারী জীব স্বীয় কুটুম্ব, বন্ধু ও ব্রাহ্মণদিগকে আতিথ্যাদির দ্বারা তাঁহার নিষ্কণ্টক ভোগ্যবিষয়-গুলিকে বিভাগ করিয়া দেহরূপ পুরে বিষয়ভোগ করেন)। অতঃপর পুরঞ্জন (জীব) দেখিতে পাইলেন,—একটী কামিনীরত্ন (বিষয়-বিবেকবতী বুদ্ধি) যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই উপবনে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন। সেই প্রমদার সমভিব্যাহারে দশজন ভৃত্য (দশটী ইন্দ্রিয়) ছিল; উহারা প্রত্যেকেই শত শত নায়িকার (বৃত্তির) পতি ॥ ১৭-২০

বিশ্বনাথ—অত্র বিষয়নিষ্ঠবুদ্ধিযোগেন জীবস্য দেহসম্বন্ধ ইতি বিবক্ষয়া বাহ্যোপবনভূতং বিষয়বর্গং বিশিষ্য বর্ণয়তি—পুর্য্যা ইতি ত্রিভিঃ। বাহ্যোপবনে প্রমদোত্তমাম্ অবিদ্যাবৃত্তিং বুদ্ধিং যদৃচ্ছয়ৈবাগতাং পুরঞ্জনো রাজা দদর্শেতি তয়োঃ প্রাথমিকসম্বন্ধস্য

নির্হেতুত্বমুক্তং তেন, কথা-পক্ষে,—হে রাজন্, যুষ্মদ্বিধৈরুপবনে প্রমদোত্তমা কদাপি নানেতব্যা, কথঞ্চিৎ স্বতএব প্রাপ্ত্যা দৃষ্টা স্পৃষ্টা বা স্যাচ্চেদাত্মধিক্কারঃ কর্ত্তব্যঃ। অধ্যাত্মপক্ষে,—শব্দস্পর্শাদিভোগ্যবস্তুষু বুদ্ধির্ন দেয়া। দৈবাদ্গতা চেদনুতপনীয়মিতি বিধির্ব্যঞ্জিতঃ। কীদৃশে নদদিতি, দিব্যদ্রুমেতি রূপবৈচিত্র্যং নদদ্বিহঙ্গেতি শব্দবৈচিত্র্যম্। হিমনির্ঝরাণাং বিপ্রুষো বিন্দবস্তদ্বতা কুসুমাকরবায়ুনা চলন্তঃ প্রবালা বিটপাঃ শাখাশ্চ যেষাং তৈঃ বৃক্ষৈঃ, নলিনীনাং সরসীনাং তটেষু সম্পৎ সমৃদ্ধির্যস্মিন্; অত্র—হিমনির্ঝরেতি রসঃ, কুসুমাকরেতি গন্ধঃ, বায়ুনেতি স্পর্শঃ, চলৎপ্রবালেতি ব্যঞ্জিতস্য পক্ষিপুষ্পফলাদিসদ্ভাবস্যাবশ্যকত্বাৎ শব্দাদি-বিষয়পঞ্চক-বৈচিত্র্যমেব জ্ঞেয়ম্। অনাবাধে তৎকৃতবাধারহিতে। মুনিব্রতৈরহিংস্রৈঃ। পক্ষে,—পুরঞ্জনস্য পুণ্যবত্ত্বাৎ পাপাভাবাচ্চ ভোগাঃ নিষ্কণ্টকা এব। কোকিলকূজিতৈঃ পান্থঃ আত্মানমাতিথ্যদানার্থম্ আহূতং মন্যতে। অধ্যাত্মপক্ষেঽপি,—তান্নিষ্কণ্টকান ভোগান্ স্বীয়-কুটুম্ববন্ধুব্রাহ্মণাতিথ্যাদিভ্যঃ বিভজ্যৈব যত্র ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ। কূজিতৈঃ যশোভিঃ। কীদৃশৈঃ দশভির্জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ। একৈকং প্রত্যেকং শতং অনন্তা বৃত্তয়স্তাসাং নায়কৈঃ; নায়িকৈরিতি পাঠে নায়িকাঃ স্ত্রিয়ো যেষাং তৈঃ॥ ১৭-২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষয়নিষ্ঠ বুদ্ধির যোগে জীবের দেহ-সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে—ইহা বলিবার অভিপ্রায় বাহ্য উপবনভূত বিষয়সকলকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন—'পূর্যাঃ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। ঐ পুরীর বহির্ভাগস্থিত উপবনে যদৃচ্ছাবশতঃ আগতা একটি প্রমদোত্তমাকে, অর্থাৎ অবিদ্যা-বৃত্তিরূপা বুদ্ধিকে পুরঞ্জন নামক রাজা দেখিতে পাইলেন, ইহাতে তাঁহাদের উভয়ের প্রাথমিক সম্বন্ধের নির্হেতুত্ব উক্ত হইল। কথা-পক্ষে—হে রাজন্! আপনাদের ন্যায় জনগণের উপবনে প্রমদোত্তমা কখনই আনয়ন করা উচিত নহে, যদি কোনক্রমে নিজেই আসে, দৃষ্ট অথবা স্পৃষ্টও হয়, তবে আত্ম-ধিক্কার করাই কর্ত্তব্য। অধ্যাত্ম-পক্ষে—শব্দ, স্পর্শাদি ভোগ্য বস্তুসকলে বুদ্ধি (মন) দেওয়া উচিত নহে, দৈবাৎ যদি মন যায়, তাহা হইলে অনুতপ্ত হওয়াই উচিত, এইরূপ বিধি ব্যক্ত হইল। কিরূপ উপবনে? তাহাতে বলিতেছেন—'নদৎ' ইত্যাদি। দিব্য দ্রুম ইত্যাদি রূপ-বৈচিত্র্য এবং বিহঙ্গ ও অলিকুলের কোলাহল—ইহা শব্দ-বৈচিত্র্য। শীতল নির্ঝরের বিন্দুযুক্ত বিবিধ কুসুমের গন্ধবাহী বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে প্রবাল (নবপত্র) ও বিটপ (শাখাসমূহ) যাহাদের, সেই সকল বৃক্ষের দ্বারা, সরোবরসমূহের তটপ্রদেশে যে সমৃদ্ধি হইয়াছে, তাদৃশ উপবনে। অধ্যাত্ম-পক্ষে—হিম-নির্ঝর এই বিশেষণের দ্বারা রস, কুসুমাকর—ইহার দ্বারা গন্ধ, বায়ু-দ্বারা স্পর্শ, 'চলৎপ্রবাল' ইত্যাদি দ্বারা ব্যঞ্জিত পক্ষি, পুষ্প, ফলাদির সদ্ভাব থাকায় শব্দাদি-বিষয়-পঞ্চকের বৈচিত্র্যই জানিতে হইবে। 'অনাবাধে'—নানাবিধ বন্য জন্তুর দ্বারা বাধারহিত সেই উপবনে। 'মুনিব্রতৈঃ'—মুনিদের ন্যায় ব্রত যাহাদের, অর্থাৎ অহিংস্র বন্যপশুসমূহের দ্বারা বাধারহিত (সেই উপবনে)। পক্ষে—পুরঞ্জনের পুণ্যবত্ত্বা এবং পাপরাহিত্য-হেতু ভোগসকল নিষ্কণ্টকই ছিল। 'কোকিল-কূজিতৈঃ'—কোকিলকুলের কুহূরবে, পথিকগণ সেখানে নিজেকে আতিথ্যদানের জন্য আহূত মনে করিত। অধ্যাত্মপক্ষেও—সেই নিষ্কণ্টক ভোগসমূহ স্বীয় কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, ব্রাহ্মণ ও অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়াই যেখানে ভোগ করা হইত—এইরূপ অর্থ। 'কূজিতৈঃ'—এখানে যশোরাশির দ্বারা। দশজন ভৃত্য কিপ্রকার? জ্ঞান ও কর্ম্ম—এই দশটি ইন্দ্রিয়ের সহিত (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই দশটি ভৃত্য সেই রমণীর সঙ্গে ছিল)। 'একৈকং শত-নায়কৈঃ'—এই ভৃত্যগণের প্রত্যেকেরই শত নায়ক বলিতে অনন্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি। নায়িকৈঃ'—এই পাঠান্তরে, তাহাদের প্রত্যেকেরই শত নায়িকা অর্থাৎ স্ত্রী ছিল। (এখানে প্রমদোত্তমা-বিষয়-বিবেক-বুদ্ধি, জীব—বিষয়বিবেক-বুদ্ধিকে দর্শন করিলেন, ইহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ দশটি ভৃত্য, এই দশ ইন্দ্রিয়ের নায়িকা অনন্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি।) ॥ ১৭-২০॥

পঞ্চশীর্ষাহিনা গুপ্তাং প্রতীহারেণ সর্ব্বতঃ।
অন্বেষমাণামৃষভমপ্রৌঢ়াং কামরূপিণীম্ ॥ ২১॥

সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং বরাননাম্ ।
সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥
পিশঙ্গনীবীং সুশ্রোণীং শ্যামাং কনকমেখলাম্ ।
পদ্ভ্যাং কণদ্ভ্যাং চলতীং নূপুরৈর্দেবতামিব ॥ ২৩ ॥
স্তনৌ ব্যঞ্জিতকৈশোরৌ সমবৃত্তৌ নিরন্তরৌ ।
বস্ত্রান্তেন নিগূহন্তীং ব্রীড়য়া গজগামিনীম্ ॥ ২৪ ॥
তামাহ ললিতং বীরঃ সব্রীড়স্মিতশোভনাম্ ।
স্নিগ্ধেনাপাঙ্গপুঙ্খেন স্পৃষ্টঃ প্রেমোদ্ভ্রমদ্ভ্রুবা ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—পঞ্চশীর্ষাহিনা (পঞ্চশীর্ষাণি বৃত্তয়ঃ যস্য তেন অহিনা সর্পেন, পক্ষে—প্রাণেন) প্রতিহারেণ (দ্বারপালেন) সর্ব্বতঃ গুপ্তাং (রক্ষিতাং) ঋষভং (পতিম্) অন্বেষমাণাম্ অপ্রৌঢ়াং (ষোড়শবার্ষিকাং) কামরূপিণীং (নিত্যবিবিধশৃঙ্গারধারিণীং, পক্ষে—বিবিধবাসনাবতীং) সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং বরাননাং সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং (সমং বিন্যস্তৌ রচিতৌ কর্ণৌ তাভ্যাং) কুণ্ডলশ্রিয়ং (কুণ্ডলশোভাং) বিভ্রতীং (দধতীং) পিশঙ্গনীবীং (পীতাম্বরাং) সুশ্রোণীং (শোভননীতম্ববতীং) শ্যামাং (সুন্দরীং) কনকমেখলাং (কনকস্য মেখলা কটিভূষণং যস্যাঃ তাং) নূপুরৈঃ কণদ্ভ্যাং পদ্ভ্যাং চলতীং (চলন্তীং) দেবতাম্ ইব (শোভমানাং) ব্যঞ্জিতকৈশোরৌ (ব্যঞ্জিতং কৈশোরং যৌবনোপক্রমঃ যাভ্যাং তৌ) সমবৃত্তৌ (সমৌ তুল্যৌ বৃত্তৌ বর্ত্তুলৌ) নিরন্তরৌ (মধ্য-ব্যবধানরহিতৌ এবম্ভূতৌ) স্তনৌ ব্রীড়য়া (লজ্জয়া) বস্ত্রান্তেন নিগূহন্তীম্ (আচ্ছাদয়ন্তীং) গজগামিনীং সব্রীড়স্মিত-শোভনাং (সব্রীড়েন স্মিতেন শোভনাং) তাং (প্রমদাং) প্রেমোদ্ভ্রমদ্ভ্রুবা (প্রেম্না উচ্চৈর্ভ্রমন্তী ভ্রূর্ধনুঃস্থানীয়া যস্মিন্ তেন) স্নিগ্ধেন (স্নেহযুক্তেন) অপাঙ্গপুঙ্খেন (অপাঙ্গঃ এব পুঙ্খঃ মূলপ্রান্তঃ যস্য কটাক্ষস্য বাণস্য তেন) স্পৃষ্টঃ (বিদ্ধঃ) বীরঃ (পুরঞ্জনঃ) ললিতং (মনোহরং যথা ভবতি তথা) আহ (স্ম) ॥ ২১-২৫ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রমদা—ষোড়শী যুবতী (জীবমোহিনী অবিদ্যাবৃত্তিরূপা বুদ্ধি) ও নিত্য বিবিধশৃঙ্গারকারিণী অর্থাৎ বিবিধ বাসনাবতী। এই কামিনীরত্ন তখন স্বামী (উপভোক্তা) অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। পঞ্চ মুণ্ড (বৃত্তিময়) একটী সর্প (প্রাণ) দ্বারপালরূপে ঐ কামিনীর চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছিল। ঐ কামিনীর রূপলাবণ্যের কথা আর কি বলিব। তাঁহার নাসা—সুগঠিত (গন্ধজ্ঞানরূপা বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য), দন্তরাজি—অতীব-শোভন (রসাস্বাদনচর্ব্বণাসক্ত), কপোলযুগল—মনোহর (বুদ্ধির স্বচ্ছতা-প্রতিপাদক) ও আনন (বুদ্ধির অগ্রভাগ) অতীব উৎকৃষ্ট। তাঁহার কর্ণযুগল এরূপ সমানভাবে-বিন্যস্ত রহিয়াছে, যেন তিনি তদ্দ্বারাই কুণ্ডলের শোভা (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ শাস্ত্রার্থ) ধারণ করিয়াছেন। তিনি শ্যামা (মেঘরূপা শ্যামবর্ণা বুদ্ধিদ্বারা জীবাত্মার নিকট কৃষ্ণসূর্য্য আচ্ছাদনযোগ্য), পিঙ্গলবর্ণা (রজোগুণময় সমস্তকর্ম্মাবৃত বুদ্ধি), তাঁহার শ্রোণিভাগ—মনোহর ও কনকমেখলা-বেষ্টিত। তিনি তাঁহার চরণদ্বয়ের দ্বারা (বদ্ধজীবের বুদ্ধির চঞ্চলতা শাস্ত্রে শব্দিত ; তদ্দ্বারা) নূপুর-ধ্বনি করিয়া সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ (বুদ্ধির অস্থিরতা প্রদর্শন) করিতেছিলেন। স্তনদ্বয় (রাগদ্বেষ) ঐ ষোড়শীর নবযৌবনোদ্গম প্রতিপাদন করিতেছিল। উহারা পরস্পর এরূপ সম ও বৃত্ত (পুংমাত্রের মোহনকারী) হইয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যবধান ছিল না (অনুরাগ ও দ্বেষ, উভয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই, উভয়েই সমকালে উদ্ভূত হয়। অতএব সেই গজগামিনী সুন্দরী লজ্জানিবন্ধন বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা বারংবার ঐ স্তনদ্বয়কে আচ্ছাদন করিতেছিলেন (শিষ্টজন লজ্জা ও কপট বিনয়দ্বারা রাগদ্বেষকে গোপন করেন)। ঐ ষোড়শীর স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিশিতবাণ-সদৃশ ; কেন না, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের প্রান্তভাগ পুঙ্খ অর্থাৎ বাণমূলের ন্যায় ; তাঁহার প্রেমভরে ভ্রাম্যমাণ ভ্রূলতা ধনুঃস্থানীয় ছিল। বীর (ভোগোৎসাহী) পুরঞ্জন (জীব) সেই কামিনীর কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া ঈষৎ লজ্জা ও হাস্যযুক্ত সুললিত-বাক্যে সেই সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা জীব স্ব-ইচ্ছায়ই বিনষ্ট হন, ঈশ্বর জীবকে অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা বলাৎকারে বিনাশ করেন না ॥ ২১-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চশীর্ষা অহিঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ তেন প্রতীহারেণ দ্বারপালেন গুপ্তাং রক্ষিতাম্। ঋষভং স্বস্যা উপভোক্তারং পতিং জীবম্ অপ্রৌঢ়ামিত্যপ্রৌঢ়েব কান্তা যথা পতিং মোহয়তি তথৈবাবিদ্যাবৃত্তি-বুদ্ধিজীবমিত্যর্থঃ। কামরূপিণীং নিত্যবিবিধশৃঙ্গার-

ধারিণীং ; পক্ষে—বিবিধবাসনাবতীং, গন্ধজ্ঞানাদি-ভির্বুদ্ধের্বৃত্তিভিরেবাবয়বৈঃ সুনাসত্বাদি রূপ্যতে ; রসাস্বাদচর্ব্বণাসক্তয়ো দন্তাঃ, সুকপোলত্বং বুদ্ধেঃ স্বচ্ছতা, আননং বুদ্ধেরগ্রভাগঃ সমং যথা স্যাত্তথা ধাত্রৈব কৌশলেন বিন্যস্তাবিব যৌ কর্ণৌ তাভ্যাং কুণ্ডলশোভাং বিভ্রতীং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশাস্ত্রার্থমবধারয়ন্তীম্, পিশঙ্গনীবীং পীতাম্বরাং রজোগুণময়সমস্তকর্ম্মাবৃতাং শ্যামামিতি বুদ্ধেঃ শ্যামত্বাৎ, তচ্চ তস্যা জীবান্ প্রতি সূর্য্যস্থানীয়েশ্বরাবরকমেঘস্থানীয়ত্বাৎ, কৃণন্ত্যামিতি চলন্তীমিত্যাভ্যাং বুদ্ধেরস্থৈর্য্যমেব শাস্ত্রেষু শব্দিতমিতি দ্যোতিতম্। নূপুরৈরিতি বহুবচনেন পাদাঙ্গুলীয়াদীন্যপ্যুপলক্ষিতানি ; স্তনৌ রাগদ্বেষৌ ; যদুক্তম্—"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ; ন তয়োর্বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥" ইতি। ব্যঞ্জিতকৈশোরাবিত্যত এব বৃদ্ধস্যাপি রাগদ্বেষৌ নিত্যতরুণাবেব লোকে দৃশ্যেতে ; সমৌ চ বৃত্তৌ বর্ত্তুলৌ চ ; পক্ষে,—সমং তুল্যমেব বৃত্তং পুংমাত্রমোহনং চরিত্রং যয়োস্তৌ, নিরন্তরাবতিপীনত্বান্মূলদেশেঽবকাশশূন্যৌ ; পক্ষে,—বস্তুতস্তয়োরৈক্যোন নির্ভেদৌ ; যদুক্তং "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ" ইতি. নিগূহন্তীমিতি রাগদ্বেষাবপি শিষ্টজনৈর্হ্রীবিনয়াভ্যাং নিহ্নূয়েতে এব। অবিদ্যা-বৃত্ত্যা জীবঃ স্বমিচ্ছয়ৈব বধ্নাতি, ন তু তমীশ্বরস্তয়া বলাৎকারেণ বধ্নাতীতি বক্তুং তয়োঃ সম্বন্ধস্য প্রকারমাহ—তামাহেতি। স্নিগ্ধেন স্নিগ্ধত্বদলেন ধভঙ্গেন অপাঙ্গরূপেণ পুঙ্খেন তৎপর্য্যন্তেনাপি কটাক্ষশরেণ বিদ্ধ ইত্যর্থঃ। যতো বীরঃ বীরত্বাদেব তদপ্যাক্রান্ত ইত্যর্থঃ। পক্ষে,—ভোগোৎসাহবত্ত্বাদ্বীরঃ। অয়মর্থঃ—অবিদ্যা খলু ভোগপদার্থভূতং স্বং দর্শয়তি। জীবস্তত্র সুরসবুদ্ধ্যা ভোক্তৃত্বমঙ্গীকুর্ব্বন্ অনুরজ্যতি। ঈশ্বরস্তু তত্র বিরসবুদ্ধ্যা ততো বিরজ্যতীতি ॥ ২১-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চশীর্ষাহিনা গুপ্তাং'—পাঁচটি মস্তক-বিশিষ্ট সর্প, অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তি-বিশিষ্ট প্রাণ, তাহার দ্বারা দ্বারপালরূপে রক্ষিতা সেই রমণী। 'ঋষভং'—নিজের উপভোক্তা পতিকে, পক্ষে জীবকে (সেই কামচারিণী রমণী সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন)। 'অপ্রৌঢ়াম্'—প্রৌঢ়া নহে, অর্থাৎ নবযুবতী, ইহা বলায়, অপ্রৌঢ়া কান্তা যেমন পতিকে মোহিত করে, তদ্রূপ অবিদ্যাবৃত্তিরূপা বুদ্ধি জীবকে বিমুগ্ধ করে, এই অর্থ। 'কাম-রূপিণীং'—নিত্য বিবিধ শৃঙ্গার-ধারিণী, পক্ষে—বিবিধ বাসনাবতী ঐ বুদ্ধি। এই স্থলে গন্ধজ্ঞানাদি বুদ্ধিবৃত্তিকেই শরীরাবয়ব নাসিকাদিরূপে আরোপিত করিতেছেন। সুদতী—রসাস্বাদ-চর্ব্বণে আসক্ত দন্তসমূহ, সুকপোলত্ব—ইহা বুদ্ধির স্বচ্ছতা, আনন—বুদ্ধির অগ্রভাগ। 'সমবিন্যস্ত-কর্ণাভ্যাম্'—সমভাবে বিধাতাই যেন নৈপুণ্যের সহিত বিন্যস্ত করিয়াছেন যে কর্ণযুগল, তাহার দ্বারা যিনি কুণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছেন, পক্ষে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ শাস্ত্রার্থ অবধারণ-কারিণী। 'পিশঙ্গনীবীম্'—তাহার নীবী পীতাম্বরা (পিঙ্গলবর্ণা), অন্যত্র রজোগুণময় সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা আবৃতা। 'শ্যামাং'—তাহার বর্ণ শ্যাম, পক্ষে—বুদ্ধির শ্যামবর্ণত্ব শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই মেঘরূপা শ্যামবর্ণা বুদ্ধি জীবগণকে সূর্য্যস্থানীয় ঈশ্বরের আবরকরূপে কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ কৃষ্ণসূর্য্যের দর্শনে জীবের দৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন করিতেছে। 'কৃণন্ত্যাম্ চলন্তীং'—তিনি শব্দায়মান নূপুরধ্বনিযুক্ত চঞ্চল চরণে এদিক-ওদিক ভ্রমণ করিতেছেন—ইহার দ্বারা বুদ্ধির অস্থিরতা সমস্ত শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে, ইহা দ্যোতিত হইল। 'নূপুরৈঃ'—এই বহুবচনের দ্বারা চরণযুগলের অঙ্গুলীয়াদিও উপলক্ষিত হইয়াছে। 'স্তনৌ'—স্তনদ্বয়, রাগ ও দ্বেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" (৩।৩৪), অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে, কখনই উহাদের বশীভূততা প্রাপ্ত হইবে না, যেহেতু উহারা জীবের শ্রেয়োমার্গের প্রতিকূল (অর্থাৎ পরম শত্রু)। 'ব্যঞ্জিত-কৈশোরৌ'—নবযৌবনের আরম্ভ সূচিত হইতেছে, ইহা বলায়, বৃদ্ধেরও রাগ ও দ্বেষ নিত্য তরুণের ন্যায় লোকে দৃষ্ট হয়। 'সমবৃত্তৌ'—সমভাবে উন্নত ও বর্ত্তুল (ঐ স্তনদ্বয়), পক্ষে—সম অর্থাৎ তুল্যরূপেই বৃত্ত বলিতে জীবমাত্রেরই মোহনকারী চরিত্র যাহাদের (সেই রাগ ও দ্বেষ)। 'নিরন্তরৌ'—অতি পীন বলিয়া মধ্যে অবকাশশূন্য, পক্ষে

—বস্তুতঃ সেই রাগ ও দ্বেষের ঐক্যবশতঃ নির্ভেদ (ভেদশূন্য), যেমন শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—"কাম এষ ক্রোধ এষঃ" (৩।৩৭), অর্থাৎ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, দুষ্পূরণীয়, অতিশয় উগ্র এই কাম, ইহাই, প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়, এই মোক্ষ-মার্গে ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিও। 'নিগূহন্তীম্'—লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ঐ কুচদ্বয় বারংবার আচ্ছাদন করিতেছে, পক্ষে—রাগ ও দ্বেষকেও শিষ্টজন লজ্জা ও বিনয়ের দ্বারা গোপন করিয়া থাকেন। অবিদ্যা-বৃত্তিহেতু জীব স্বেচ্ছায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর তাহার দ্বারা সেই জীবকে বলপূর্ব্বক বদ্ধ করেন না, ইহা বলিবার জন্য তাহাদের সম্বন্ধের প্রকার বলিতেছেন—'তাম্ আহ' ইতি (অর্থাৎ অবিদ্যার মোহনরূপে মুগ্ধ জীব রাজা পুরঞ্জন, সলজ্জ অথচ ঈষৎ হাস্যময় প্রেমভরে ভ্রমণশীল স্নিগ্ধ কটাক্ষ-রূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া সেই যুবতীকে সুললিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন)। 'স্নিগ্ধেন অপাঙ্গপুঙ্খেন স্পৃষ্টঃ'—স্নেহযুক্ত বলিয়াই মাঝখানে কোন বিরতি নাই, এমন অপাঙ্গরূপ পুঙ্খের দ্বারা, অর্থাৎ তৎপর্য্যন্ত সমগ্রভাবেই কটাক্ষশরের দ্বারা বিদ্ধ, এই অর্থ। 'বীরঃ'—যেহেতু পুরঞ্জন বীর, বীর বলিয়াই তাহাতেও অক্লান্ত, এই অর্থ। পক্ষে—ভোগবিষয়ে উৎসাহ-যুক্ত বলিয়াই বীর। এখানকার এইরূপ আশয়—অবিদ্যা, নিজেকে ভোগ্যপদার্থের মত জীবকে দেখাইয়া থাকে, কিন্তু জীব, অজ্ঞানবশে সুরস-বুদ্ধিতে সেই ভোগ্যবস্তুতে ভোক্তৃত্ব অঙ্গীকার করিয়া অনুরক্ত হইয়া থাকে, অপর দিকে—ঈশ্বর বিরস-বুদ্ধিতে তাহা হইতে বিরক্ত হন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ২১-২৫ ॥

কাং ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কস্যাসীহ কুতঃ সতি।
ইমামুপপুরীং ভীরু কিং চিকীর্ষসি শংস মে ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) কঞ্জপলাশাক্ষি, (হে) সতি, (হে) ভীরু, ত্বং কা কস্য (কন্যা পত্নী বা) অসি (ভবসি)? ইহ (স্থানে) কুতঃ (স্থানাৎ আগতাসি)? উপপুরীং (পুর্য্যাঃ সমীপস্থা উপপুরী ভূঃ তাম্) ইমাম্ (আলক্ষ্য) কিং চিকীর্ষসি (কর্ত্তুমিচ্ছসি? এতৎ সর্ব্বং) মে (মহ্যং) শংস (কথয়) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে পদ্মপলাশলোচনে, তুমি কে, কাহার তনয়া, এবং কোন্ স্থান হইতে এখানে আগমন করিয়াছ? হে ভীরু, তুমি এই পুরীর সন্নিহিত এই উপবনভূমিতে কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমাকে বল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি বুদ্ধ্যাদিভিঃ সহৈব জীবস্য সর্ব্বদা স্থিতিস্তথাপি মনুষ্যশরীরস্থঞ্চিনস্তে বুদ্ধ্যাদয়ো বিলক্ষণা ভবন্তীত্যনুরাগেণ চ তাং বুদ্ধিমপরিচিন্বন্নিব পৃচ্ছতি—কা ত্বমিতি কুতঃ স্থানাদিহাগতাসি? হে সতি, পুর্য্যাঃ সমীপস্থা উপপুরী-ভূমিস্তামবলম্ব্য কিং কর্ত্তুমিচ্ছসি? ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও বুদ্ধ্যাদির সহিত জীবের সর্ব্বদা অবস্থিতি অর্থাৎ পরিচয়, তাহা হইলেও মনুষ্য শরীরবিশেষে ভাবের তারতম্য হয় বলিয়া অপরিচিতের ন্যায় প্রশ্ন করিতেছেন—'কা ত্বম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ অয়ি পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে? তুমি কাহার (কন্যা বা পত্নী)? কোন্ স্থান হইতে এখানে আগমন করিয়াছ? হে সতি! এই পুরীর সমীপবর্ত্তী উপবন-ভূমিতে কি কার্য্য করিতে অভিলাষ করিতেছ? ॥ ২৬ ॥

ক এতেঽনুপথা যে ত একাদশ মহাভটাঃ।
এতা বা ললনাঃ সুভ্রু কোঽয়ং তেঽহিঃ পুরঃসরঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ—(হে) সুভ্রু, একাদশ মহাভটাঃ (বৃহদ্বলত্বেন বক্ষ্যমাণঃ যেষু দশসু একাদশঃ মহাভটাঃ (তে) যে তে (তব) অনুপথাঃ (অনুবর্ত্তিনঃ) তে এতে কে? এতাঃ ললনাঃ (স্ত্রিয়ঃ কাঃ বা)? তে (তব) পুরঃ-সরঃ (অগ্রসরঃ) অহিঃ (সর্পঃ) অয়ং বা কঃ? ॥২৭॥

অনুবাদ—হে সুভ্রু, তোমার অনুবর্ত্তী এই সকল ব্যক্তির (একাদশ ইন্দ্রিয়ের) মধ্যে যে একাদশতম মহাবলবান্ এক ব্যক্তিকে (মনকে) দেখিতেছি, ইনিই বা কে? আর এই সকল ললনা (ইন্দ্রিয়বৃত্তি) এবং তোমার সম্মুখবর্ত্তী ঐ সর্পই (প্রাণই) বা কে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনুপথা অনুবর্ত্তিনঃ একাদশো মহাভটো যেষ্বিতি বৃহদ্বলত্বেন বক্ষ্যমাণং মন আলক্ষ্য, ললনাশ্চেষ্টা ইতীন্দ্রিয়বৃত্তীরালক্ষ্য, অহিঃ ক্রীড়োপকরণীভূত ইতি প্রাণমালক্ষ্য প্রশ্নঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কে এতে অনুপথাঃ'—এই তোমার সহচর একাদশ মহাবীর ইহারা কে? তন্মধ্যে এই একাদশতম বৃহদ্‌বলশালী ব্যক্তিটি কে? (এখানে একাদশ ভট ইন্দ্রিয়-সকল, তন্মধ্যে) মহাবলশালী—ইহা মনকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। আর এই ললনাগণই বা কে? ললনা বলিতে চেটীগণ, ইহা ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। 'অহিঃ'—আর তোমার অগ্রে ক্রীড়ার উপকরণরূপ এই সর্পই বা কে? ইহা প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥

———

ত্বং হ্রীর্ভবান্যস্যথ বাগ্রমা পতিং
বিচিন্বতী কিং মুনিবদ্রহোবনে।
ত্বদঙ্‌ঘ্রিকামাপ্তসমস্তকামং
ক্ব পদ্মকোশঃ পতিতঃ করাগ্রাৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং রহঃ (একান্তে) বনে মুনিবৎ (সংযতা সতী) ত্বদঙ্‌ঘ্রিকামাপ্তসমস্তকামং (ত্বদঙ্‌ঘ্রিকামেনৈব তব চরণ-ভজনাদেব প্রাপ্তাঃ সমস্তাঃ কামাঃ যেন তং) পতিং (স্বপতিং ধর্ম্মং) বিচিন্বতী (অন্বেষমাণা) কিং হ্রীঃ অসি, অথ (অথবা স্বপতিং শিবং বিচিন্বতী) ভবানী অসি, (কিংবা) স্বপতিং (ব্রহ্মাণং বিচিন্বতী) বাক্ (সরস্বতী) অসি, (অথবা স্বপতিং বিষ্ণুং বিচিন্বতী) রমাঃ (লক্ষ্মীঃ অসি)? (যদি রমা অসি, তর্হি তব) করাগ্রাৎ পদ্মকোশঃ (লীলাকমলম্ অসাধারণং চিহ্নং) ক্ব পতিতঃ? ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তুমি কি লজ্জা, না ভবানী (সৌন্দর্য্য), না লক্ষ্মী (মহাসম্পত্তি-বিশিষ্টা), না সরস্বতী (মহাবুদ্ধিমত্তা) যে, মুনিগণের ন্যায় সংযতা হইয়া স্বীয় পতির অন্বেষণে এই নির্জ্জনবনপ্রদেশে (স্বমোহনপ্রপঞ্চে) ভ্রমণ করিতেছ? আহা, তোমার চরণযুগলের সেবা-দ্বারা তোমার পতির যাবতীয় কামনা চরিতার্থ হইতে পারে। তোমার করাগ্র হইতে লীলাকমলটী (জীবের বিবেক) কোথায় পতিত হইয়াছে? (ইহলোকে লোকসমূহ নিজবুদ্ধিবলের অধীন হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া অভিমান করে; স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার জন্য তাহারা নিজবিবেককে দুরে পরিহার করে) ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—লোকে হ্যবিবেকাৎ স্বস্য বুদ্ধিরুৎকৃষ্টেতি সর্ব্বস্যাভিমতিরিতি পুরঞ্জনবাক্যেনাভিব্যঞ্জয়তি। ত্বং হ্রীরিতি তস্যা মুখনেত্রাদ্যাবরণব্যঞ্জিতাং হ্রিয়মালক্ষ্য ন ত্বং হ্রীমতী কিন্তু সাক্ষাৎ স্বয়ং হ্রীরেব মাং মোহয়ন্তী সতী কিং পতিং ধর্ম্মং বিচিন্বতী অত্র বনে রহো বর্ত্তসে ইতি স্ববুদ্ধিবৃত্তিমাধুর্য্যৈঃ স্বমোহনপ্রপঞ্চঃ; অথবা, ভবানীতি সৌন্দর্য্যমালক্ষ্যোক্তিঃ—পতিং শিবং বিচিন্বতী, কিং বাক্ সরস্বতীতি তস্যা মহাবুদ্ধিমত্তামালক্ষ্য পতিং ব্রহ্মাণং, রমা লক্ষ্মীরিতি মহাসম্পত্তিমভিলক্ষ্য পতিং বিষ্ণুং, মুনিরিব সংযতা সতী, কথম্ভূত-পতিং? ত্বদঙ্‌ঘ্রি-কামনয়ৈব প্রাপ্তাঃ সমস্তা কামা যেন তং, লোকেঽপি স্ববুদ্ধিবলাধীনমেব সর্ব্বমৈশ্বর্য্যং সর্ব্বস্যেতি শ্রূবতে। কেতি পদ্মকোশো লীলাকমলং স চ জীবস্য বিবেক এব, তয়া তদলক্ষিতমেব স্বহস্তবশীকৃত্য দূরতঃ ক্ষিপ্ত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জগতে অবিবেকবশতঃ সকলের ধারণা যে তাহার নিজের বুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা—ইহা পুরঞ্জনের বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। 'ত্বং হ্রীঃ'—তুমি কি লজ্জা?—তাহার মুখ, নেত্রাদির আবরণজনিত লজ্জা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—না, তুমি লজ্জাযুক্তা নহ, কিন্তু সাক্ষাৎ স্বয়ং লজ্জাই, আমাকে বিমোহিত করতঃ কি পতি ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিতে এই বনে নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছ? ইহাতে তাহার স্ববুদ্ধি-বৃত্তির মাধুর্য্যের দ্বারা নিজেরই মুগ্ধতা প্রকাশিত হইল। অথবা, তুমি কি ভবানী?—ইহা সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া উক্তি, পতি শিবকে কি অন্বেষণ করিতেছ? কিম্বা—বাক্, সরস্বতী? ইহা তাহার মহাবুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা, পতি ব্রহ্মাকে কি অন্বেষণ করিতেছ? অথবা—তুমি কি লক্ষ্মী? ইহা মহাসম্পত্তি লক্ষ্য করিয়া উক্তি, পতি বিষ্ণুকে কি অন্বেষণ করিতেছ? অথবা—মুনিজনের ন্যায় সংযত হইয়া কিপ্রকার মনোমত প্রাণের পতি অন্বেষণ করিতেছ? তোমার চরণযুগলের সেবা দ্বারাই তোমার পতি সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহলোকে লোকসকল নিজ বুদ্ধিবলের অধীন হইয়াই বলিয়া থাকে—তাহাদের সকলেরই সকল ঐশ্বর্য্যই আছে। 'ক্ব পদ্মকোশঃ' ইত্যাদি,

'পদ্ম-কোশ' লীলাকমল, (তোমার কর-কমল হইতে পদ্মটি কোথায় পতিত হইবে ? অর্থাৎ কোথায় তুমি বরমাল্য প্রদান করিবে ?) এখানে পদ্মকোশ জীবের বিবেকই, সেই অবিদ্যামোহিতা বুদ্ধির দ্বারা তাহার অলক্ষিতভাবেই নিজ-করায়ত্ত করিয়া দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

নাসাং বরোর্ব্বন্যতমা ভুবিস্পৃক্
পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্।
অর্হস্যলঙ্কর্ত্তুমদভ্রকর্ম্মণা
লোকং পরং শ্রীরিব যজ্ঞপুংসা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বরোরু, (যতঃ ত্বং) ভুবিস্পৃক্, (অতঃ) আসাং (হ্র্যাদীনাং মধ্যে) অন্যতমা (অপি ত্বং) ন (সম্ভবসি)। (ন হি দেবতাঃ ভুবং স্পৃশন্তি)। সাকং যজ্ঞপুংসা (বিষ্ণুনা সহ) শ্রীঃ ইব (লক্ষ্মীঃ যথা) পরং লোকং (বৈকুণ্ঠম্ অলঙ্করোতি তথা) বীরবরেণ অদভ্রকর্ম্মণা (অদভ্রম্ অনল্পং কর্ম্ম ত্বৎসঙ্গাদ্ যস্য মম তেন ময়া সহ) ইমাং পুরীম্ অলঙ্কর্ত্তুম্ অর্হসি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অথবা হে বরোরু, আমি লজ্জা প্রভৃতি যাঁহাদের কথা বলিলাম, তুমি তাঁহাদিগের কেহই নহ ; কারণ, তুমি ভূমিস্পর্শ করিয়াই অবস্থান করিতেছ ! (দেবতারা ত' কখনও ভূমি স্পর্শ করেন না।) আমি একজন বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমার কর্ম্মও মহৎ, অতএব লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠ অলঙ্কৃত করেন, তদ্রূপ তুমিও আমার সহিত মিলিত হইয়া এই পুরী অলঙ্কৃত করিতে পার। (পক্ষে—পুরঞ্জন (জীব) নারীরূপা নিজ বুদ্ধিকে বহুমানন করেন, নিত্যানিত্য-বিবেকোদয়ে তাদৃশ ভোগ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা অর্থাৎ সেবাময়ী বুদ্ধিদ্বারা অলঙ্কৃত হইতে বাসনা করেন) ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বদনুরূপোঽহমেবেতি বক্তুং স্বকৃতং সন্দেহং স্বয়মেব নিরস্যতি—নাসামিতি। হে বরোরু, যতস্ত্বং ভুবিস্পৃক্—ন হি দেবতা ভুবং স্পৃশন্তি ; বীরবরেণ ময়া, পরং বৈকুণ্ঠম্। পক্ষে,—কিঞ্চিদ্বিবেক-প্রাপ্ত্যা স্ববুদ্ধিং ন সর্ব্বোৎকৃষ্টাং মন্যতে লোকঃ কিন্তু স্বানুরূপামেবেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার অনুরূপ আমিই—ইহা বলিবার নিমিত্ত নিজকৃত সন্দেহ নিজেই নিরসন করিতেছেন—'নাসাম্' ইত্যাদি। হে বরোরু (সুন্দরি)। তুমি লজ্জা প্রভৃতি দেবপত্নীদিগের মধ্যে কেহই নহ, কারণ, 'ভুবিস্পৃক্'—তুমি ভূমি স্পর্শ করিয়া রহিয়াছ, দেবতারা কখনও ভূমি স্পর্শ করেন না। 'শ্রীরিব'—লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠ পুর অলঙ্কৃত করেন, তদ্রূপ 'বীরবরেণ'—মহৎকর্ম্মা বীরশ্রেষ্ঠ আমার সহিত তুমিও এই পুরী অলঙ্কৃত কর (অর্থাৎ আমার সহিত এই পুরীতে প্রবেশ করিয়া সুখ অনুভব কর)। অধ্যাত্মপক্ষে—মানুষ কথঞ্চিৎ বিবেক প্রাপ্ত হইলে, নিজের বুদ্ধিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করে না, কিন্তু নিজের অনুরূপই মনে করে—এই ভাব ॥ ২৯ ॥

যদেষ তেঽপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং
সব্রীড়ভাবস্মিতবিভ্রমদ্ভ্রুবা।
ত্বয়োপসৃষ্টো ভগবান্ মনোভবঃ
প্রবাধতে মানুগৃহাণ শোভনে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শোভনে, যৎ (যস্মাৎ) তে অপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং (তব অপাঙ্গেন কটাক্ষেণ বিখণ্ডিতং মোহিতম্ ইন্দ্রিয়ং মনো যস্য তং) মা (মাং) সব্রীড় ভাবস্মিতবিভ্রমদ্ভ্রুবা (সব্রীড়ং যদ্ভাবেন প্রেম্না স্মিতং তেন বিভ্রমন্তী যা ভ্রূঃ তয়া করণভূতয়া) ত্বয়া উপসৃষ্টঃ (প্রেরিতঃ) এষঃ ভগবান্ মনোভবঃ (কামঃ) প্রবাধতে (প্রপীড়য়তি) (তস্মাৎ ত্বং) অনুগৃহাণ (ময়ি অনুগ্রহং কৃত্বা ময়া সহ পুরীং প্রবিশ্য রমস্ব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে শোভনে, একে তোমার অপাঙ্গ-দৃষ্টি আমার চিত্তকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, (অর্থাৎ খণ্ডজ্ঞানরূপা বুদ্ধি আমার চিত্তকে সর্ব্বদা মথিত করিতেছে), তাহাতে আবার তোমার সলজ্জ প্রেমহাস্যোল্লাসিত ভ্রূযুগ প্রেরিত এই শক্তিমান্ মদন (বিষয়বাসনা) আমাকে আরও পীড়া দান করিতেছে। অতএব হে সুন্দরি, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর (অর্থাৎ স্বভগ্নী বিদ্যাকে দর্শন করাও) ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যস্মাত্তবাপাঙ্গেন বিখণ্ডিতমিন্দ্রিয়ং চক্ষুর্যস্য তং মাং মনোভবো মদনস্ত্বয়া উপস্পৃষ্টঃ প্রেরিতঃ সন্ বাধতে। পক্ষে,—বিখণ্ডিতজ্ঞানচক্ষুষং মনোভবো বৈষয়িকী বাসনা উপস্পৃষ্টস্ত্বয়ৈবাধিক্যেন নির্ম্মিতো মাং বাধতে; অতোঽনুগৃহাণ ত্বদীয়ান্ শব্দস্পর্শাদীনুপভোক্তুং লভেয়েত্যর্থঃ। বস্তুতস্তনুগৃহাণ স্বভগিনীং বিদ্যাং সন্দর্শয়েতি দৈবঘটিতোঽর্থঃ ॥৩০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্'—যেহেতু তোমার অপাঙ্গনিক্ষেপের দ্বারা যাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় বিখণ্ডিত হইয়াছে, সেই আমাকে তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত, 'মনোভবঃ'—এই শক্তিমান্ কন্দর্প 'প্রবাধতে'—সমাধিক পীড়া দিতেছে। অধ্যাত্মপক্ষে—মনোভব বলিতে বৈষয়িক বাসনা, তাহা তোমার দ্বারাই 'উপস্পৃষ্টঃ'—আধিক্যরূপে নির্ম্মিত হইয়া 'বিখণ্ডিত-জ্ঞানচক্ষুষং', অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুঃহীন আমাকে পীড়া দিতেছে। অতএব 'অনুগৃহাণ'—আমার প্রতি করুণা প্রকাশ কর, যাহাতে তোমার শব্দস্পর্শাদির উপভোগ লাভ করিতে পারি। বস্তুতঃ কিন্তু 'অনুগৃহাণ'—আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজের ভগিনী বিদ্যাকে দেখাও—ইহা দৈবঘটিত অর্থ ॥ ৩০ ॥

ত্বদাননং সুভ্রু সুতারলোচনং
ব্যালম্বি-নীলালকবৃন্দসংবৃতম্।
উন্নীয় মে দর্শয় বল্গুবাচকং
যদ্‌ব্রীড়য়া নাভিমুখং শুচিস্মিতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শুচিস্মিতে (চারুহাসিনি), সুভ্রূসুতার-লোচনং (শোভনে ভ্রুবৌ যস্মিন্ সুতারে শোভনকনীনিকে লোচনে যস্মিন্ তৎ) ব্যালম্বি-নীলালকবৃন্দসংবৃতং (ব্যালম্বিনঃ দীর্ঘাঃ যে নীলাঃ অলকাঃ তেষাং বৃন্দেন সংবৃতং) বল্গুবাচকং (বল্গুনি বাচকানি বাক্যানি যস্মিন্ তৎ) যদ্ (আননং) ব্রীড়য়া (লজ্জয়া) অভিমুখং (মম সম্মুখং) ন (ভবতি), তদাননং (তব মুখম্) উন্নীয় (উৰ্দ্ধমুত্তোল্য) মে দর্শয় ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে চারুহাসিনি, তোমার যে সুচারু নেত্রযুগল-বিভূষিত, গণ্ডস্থলবিলম্বিত শ্যাম-চিক্কণ অলকজালে সংবৃত, সুমধুরভাষি আনন লজ্জাবশতঃ অবনত হইয়া রহিয়াছে, প্রার্থনা করি, তুমি উহা উত্তোলন করিয়া আমার দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। স্মৃতিভ্রষ্ট কামিজীবের চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছেন,—পুরঞ্জন অর্থাৎ জীব অবিদ্যাদ্বারা মোহিত হইয়া চিন্ময় জ্ঞানানন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকেন, অবিদ্যা তাঁহাকে যে স্বীয় ভোগে নিযুক্ত করেন, তাহার অকিঞ্চিৎকর 'আনন' ইত্যাদি ভোগ-প্রার্থনা-ব্যঞ্জক ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—স্মৃতিভ্রষ্টস্য কামিনো জীবস্য বৈয়গ্র্যং দর্শয়তি—ত্বদিতি। বল্গু-মনোহরং যথা স্যাত্তথা বক্তীতি তৎ। যদাননং তদেবং ন মমাভিমুখমিতি ভগবত্যবিদ্যে দেবি মদীয়-চিন্ময়জ্ঞানানন্দভোগাদহং ত্বয়া বঞ্চিত এব, কিন্তু স্বীয়াং রূপাদিবিষয়সম্পত্তিং সম্প্রতি সম্ভোগ্যত্বেনোপকল্পয়। অলমেতাবতা বাম্যেন তত্রাননমিত্যাদিনা রূপরসগন্ধস্পর্শানাং বাচকমিতি শব্দস্য চ ভোগ-প্রার্থনাভিব্যঞ্জিতা ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্মৃতিভ্রষ্ট কামী জীবের ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন—'ত্বদাননং' ইত্যাদি। 'বল্গু-বাচকং'—তোমার যে বদন মনোহর বাক্য বলে, তাহা লজ্জাহেতু আমার অভিমুখে থাকিতেছে না, একবার উন্নত করিয়া আমাকে দেখাও। পক্ষে—হে ভগবতি অবিদ্যে দেবি! আমার চিন্ময় জ্ঞানানন্দ ভোগ হইতে আমি তোমা-কর্ত্তৃক বঞ্চিতই আছি, কিন্তু স্বকীয় রূপাদি বিষয়সম্পত্তি সম্প্রতি সত্বরত্বর ভোগ্যত্বরূপে সম্পাদন কর। এত বাম্যভাবের কোন প্রয়োজন নাই। এখানে 'আনন' ইত্যাদির দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের এবং 'বাচকং'—ইহার দ্বারা শব্দেরও ভোগ-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। (অর্থাৎ এই সকল বাক্যের দ্বারা জীবের সহিত অবিদ্যাবৃত্তির অধ্যাত্মলীলা দেখান হইল।) ॥ ৩১ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—
ইত্থং পুরঞ্জনং নারী যাচমানমধীরবৎ।
অভ্যনন্দত তং বীরং হসন্তী বীর মোহিতা ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(হে) বীর, ইত্থম্ অধীরবৎ যাচমানং (প্রার্থয়মানং) তং বীরং পুরঞ্জনং মোহিতা (সা) নারী হসন্তী (সতী) অভ্যনন্দত

(অভিনন্দনপূর্ব্বকম্ উত্তরং দদৌ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন, হে রাজন্, সেই বীর পুরঞ্জন (ভোগোৎসাহী জীব) এই প্রকার অধীরের ন্যায় (বস্তুতঃ চিদ্রূপত্ব-হেতু স্বরূপতঃ অভীরু হইয়া) ঐ কামিনীর নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিলে উক্ত ললনাও তাহাতে মোহিতা হইলেন, (অর্থাৎ বিষয়-মাধুর্য্যে জীবের চিত্ত যেরূপ আকৃষ্ট হয়, চিন্মাধুর্য্যেও তদ্রূপ হইয়া থাকে) এবং হাস্য করিতে করিতে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অধীরবৎ, বস্তুতস্তু চিদ্রূপত্বাদ্ভীরুমেব। হে বীরেতি তবৈব কথেয়ং কথ্যত ইতি ধ্বনিঃ, মোহিতেতি যথা বিষয়মাধুর্য্যৈস্তয়া জীবোঽনুরঞ্জিতস্তথা চিন্মাধুর্য্যৈর্জীবেনাপি সানুরঞ্জিতেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধীরবৎ'—অধীরের অর্থাৎ অবিজিতেন্দ্রিয়ের ন্যায়, বস্তুতঃ কিন্তু (জীব) চিদ্রূপ বলিয়া ভীরুই। (এখানে পুরঞ্জন (জীব) অধীরের ন্যায় রমণীর (বুদ্ধির) নিকট এই প্রকারে প্রার্থনা করিলে, তাঁহাকে (জীবকে) দর্শন করিয়া ঐ রমণী (বুদ্ধি) হাস্য করিতে করিতে সাদর সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। ইহার দ্বারা পরস্পর পারতন্ত্র্যই সূচিত হইয়াছে।) হে বীর ! (ইহা মহারাজ প্রাচীনবর্হির প্রতি দেবর্ষি নারদের সম্বোধন), অর্থাৎ তোমারই এই কথা কথিত হইতেছে—ইহা ধ্বনিত হইল। 'মোহিতা'—সেই নারীও মোহিতা, ইহা বলায়, যেরূপ বিষয়মাধুর্য্যের দ্বারা অবিদ্যাবৃত্তিরূপা বুদ্ধিকর্ত্তৃক জীব আসক্ত হয়, তদ্রূপ চিন্মাধুর্য্যের দ্বারা জীবকর্ত্তৃকও সেই অবিদ্যাবৃত্তি বুদ্ধি অনুরঞ্জিতা হয়—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

ন বিদাম বয়ং সম্যক্ কর্ত্তারং পুরুষর্ষভ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি গোত্রং নাম চ যৎকৃতম্ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষর্ষভ, আত্মনঃ (মম) পরস্য অপি চ (অন্যস্য চ তবাপি) কর্ত্তারং সম্যক্ বয়ং ন বিদামঃ (ন বিদ্মঃ, তথা) গোত্রং নাম চ যৎ কৃতং (ভবতি তঞ্চ ন বিদ্মঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, আমার ও অপরের (তোমার) কর্ত্তা কে, তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে অবগত নহি এবং যাহা-দ্বারা গোত্র ও নামের উৎপত্তি হয়, তাহাও জ্ঞাত নহি (যাহার স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, তিনি কিরূপে ভগবান্ ও জীব-স্বরূপের বিষয় জানিবেন ?) ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ স্পৃষ্টং—কস্যাসি কাসীতি, তত্রাহ—ন বিদামেতি। কথাপক্ষে,—কস্যাচিন্মুনের্মোহনার্থমায়াতায়াঃ কস্যাশ্চিদপ্সরস ইয়ং কন্যেতি বা জানীতে স্ম। অধ্যাত্মপক্ষে,—যা জীবজ্ঞানমাবৃণীতে সা কথমীশ্বরমহং জানামীতি ব্যাহর্ত্তুমর্হতু ; গোত্রমিতি কিং গোত্রজাহং নামেতি কিং নাম্নী চাহমিতি ন বিদাম ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন —কাহার তুমি ? কে তুমি ?—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন বিদাম, বিদ্মঃ' (অর্থাৎ আমি আমার নিজের (বুদ্ধির) এবং আপনার (জীবের) কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তা, তাহা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত নহি)। কথাপক্ষে—কোনও মুনির বিমোহনের নিমিত্ত আগতা কোন অপ্সরার এই কন্যা—এইরূপ আপনি ধারণা করিতে পারেন। অধ্যাত্মপক্ষে—যে বুদ্ধি জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে, 'ঈশ্বরকে আমি জানি'—ইহা বলিতে সেই বুদ্ধি কি প্রকারে সামর্থ্যা হইবে ? 'গোত্রম্' ইতি—যিনি গোত্র ও নাম করিয়াছেন, তাঁহাকে এবং কোন্ গোত্রজাতা আমি ও কি নাম আমার—ইহাও আমি জানি না ॥৩৩

ইহাদ্য সন্তমাত্মানং বিদাম ন ততঃ পরম্।
যেনেয়ং নির্ম্মিতা বীর পুরী শরণমাত্মনঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর ! ইহ আত্মনঃ (মম) শরণং (স্থানম্) ইয়ং পুরী অদ্য যেন নির্ম্মিতা, (তং তু) ততঃ পরম্ সন্তম্ আত্মানং ন বিদামঃ (ন বিদ্মঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই স্থানই আমার আবাস-স্থল—এই পুরী (দেহ) কাহার দ্বারা নির্ম্মিতা হইয়াছে, সেই মহাত্মা (প্রজাপতিকে) অথবা এই পুরীর মধ্যে যে আমি (আত্মা) বাস করিতেছি, ইহাদের কাহাকেও আমি জানি না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কিং জানাসীত্যত আহ—ইহাদ্যেতি যেনাত্মনঃ স্বস্য মম বা শরণমাস্পদং পুরী নির্ম্মিতা তং ন বিদামেতি। কথাপক্ষে,—তেনৈব

কেনচিন্মুনিনা কর্দ্দমেনৈব বিষয়ভোগার্থং পুরীয়ং যোগবলেন নিৰ্ম্মিতেতি রাজা জানীতে স্ম ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কি জান ? তাহাতে বলিতেছেন—'ইহাদ্য' ইত্যাদি, (অর্থাৎ অদ্য এই স্থানে আমি (আত্মা) যে বর্ত্তমান আছি, এবং এই পুরীতে (শরীরে) প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান তোমাকেও (জীবকেও) জানি না)। 'যেন'—আমার ও তোমার 'শরণং'—আশ্রয়স্বরূপ এই পুরী (শরীর) যিনি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকেও জানি না। কথাপক্ষে—মহর্ষি কর্দ্দমের ন্যায় কোনও মুনি বিষয়ভোগের নিমিত্ত যোগবলে এই পুরী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন—এই-রূপ রাজা বুঝিলেন ।। ৩৪ ।।

———

এতে সখায়ঃ সখ্যো মে নরা নার্য্যশ্চ মানদ ।
সুপ্তায়াং ময়ি জাগর্ত্তি নাগোঽয়ং পালয়ন্ পুরীম্ ।।৩৫

অন্বয়ঃ—(হে) মানদ, এতে নরাঃ মে সখায়ঃ, (এতাঃ) নার্য্যশ্চ মে সখ্যঃ ; অয়ং নাগঃ ময়ি সুপ্তায়াং (মম ইমাং) পুরীং পালয়ন্ জাগর্ত্তি ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—হে মানদ, এই সকল নর ও নারী,—ইহারা আমার সখা (ইন্দ্রিয়সমূহ) ও সখী (ইন্দ্রিয়-বৃত্তি)। আর এই সর্প (প্রাণ)—আমার পুরীর রক্ষাকারী ; আমি নিদ্রিতা হইলে এই সর্প জাগরিত থাকিয়া এই পুরীকে রক্ষা করে (স্বপ্নে ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য-ক্ষমতা না থাকিলে এবং সুষুপ্তিতে মন ও বুদ্ধির লয় হইলে প্রাণ বিরাজিত থাকে) ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—যৎ পৃষ্টং ক এতেঽনুপথা ইতি তত্রাহ—এত ইতি। সখায় ইন্দ্রিয়াণি সখ্যস্তদ্বৃত্তয়ঃ। নাগঃ প্রাণঃ ময়ি সপরিকরায়াং সুপ্তায়াং সত্যাং জাগর্ত্তি। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়াণাং লয়ে সুষুপ্তৌ মনোবুদ্ধ্যোরপি লয়ে প্রাণো বিরাজত এব ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই সহচরগণ কে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'এতে' ইত্যাদি (অর্থাৎ, আমার সহচর এই পুরুষ-সকল আমার সখা, এবং এই নারীগণ আমার সখী, আর এই যে পঞ্চশীর্ষ সর্প দেখিতেছেন, ইনি এই পুরীর পালনকর্ত্তা)। অধ্যাত্মপক্ষে—সখাগণ ইন্দ্রিয়-সকল এবং সখীগণ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ। 'নাগঃ'—প্রাণ, আমি সপরিকরে নিদ্রিতা হইলে, এই প্রাণই জাগরিত থাকে। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়সকলের লয় হইলে এবং সুষুপ্তিতে মন ও বুদ্ধিরও লয় হইলে, প্রাণ বিরা-জিতই থাকে। (অর্থাৎ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি ব্যাপারশূন্য হইলেও প্রাণ সব্যাপার থাকে, ইহা দ্বারা সকলের অপেক্ষা প্রাণের প্রাধান্য বলা হইল।) ।।৩৫

———

দিষ্ট্যাগতোঽসি ভদ্রং তে গ্রাম্যান্ কামানভীপ্সসে ।
উদ্বহিষ্যামি তাংস্তেঽহং স্ববন্ধুভিররিন্দম ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম, দিষ্ট্যা (মম ভাগ্যেন) (ভবান্) অত্র আগতঃ অসি, (ত্বম্ অপি) গ্রাম্যান্ (ইন্দ্রিয়গ্রামার্হন্ রাজসভোগান্) কামান্ অভীপ্সসে (ইচ্ছসি), তান্ (ভোগান্) তে (তুভ্যম্) অহং স্ববন্ধুভিঃ (সখিভিঃ সখীভিশ্চ সহ) উদ্বহিষ্যামি, (অতঃ) তে ভদ্রং (ভবিষ্যতি) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—হে অরিন্দম, তুমি আমার ভাগ্যফলে এইস্থানে আগমন করিয়াছ ; দেখিতেছি, তুমিও আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখ অভিলাষ করিতেছ ; আমি আমার সখা (ইন্দ্রিয়) ও সখীগণের (ইন্দ্রিয়বৃত্তির) সাহায্যে উহা সম্পাদন করিব। অতএব তোমার মঙ্গল হউক্ ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—দিষ্ট্যা ভাগ্যেনৈব আগতঃ মনুষ্য-শরীরং প্রাপ্তোঽসীতি। উদ্বহিষ্যামি সংপাদয়িষ্যামি। স্ববন্ধুভিঃ সখিভিঃ সখীভিশ্চ ।। ৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিষ্ট্যা আগতঃ অসি'—(অর্থাৎ আমার অদ্য পরম সৌভাগ্য যে, আপনি এখানে আগমন করিয়াছেন)। পক্ষে—সৌভাগ্য-বশতঃই আপনি এই মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'উদ্বাহয়িষ্যামি'—আপনার অভীষ্ট ভোগসুখ সম্পা-দন করিব। 'স্ববন্ধুভিঃ'—আমার বন্ধু এই সখা ও সখীগণের সহিত (পক্ষে—ইন্দ্রিয়গণের সহিত)।।৩৬।।

———

ইমাং ত্বমধিতিষ্ঠস্ব পুরীং নবমুখীং বিভো ।
ময়োপনীতান্ গৃহ্ণানঃ কামভোগান্ শতং সমাঃ ।।৩৭

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, ময়া উপনীতান্ (প্রাপি-তান্) কামভোগান্ (বিষয়ান্) গৃহ্ণানঃ (উপভুঞ্জানঃ

সন্) ত্বং শতং সমাঃ (সংবৎসরশতপর্য্যন্তং কালং মনুষ্যদেহপ্রবেশাৎ শতমিত্যুক্তম্) ইমাং নবমুখীং পুরীম্ অধিতিষ্ঠস্ব ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—হে বিভো, আমি তোমাকে যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা উপভোগ কর। তুমি শতবৎসর-কাল (দেহপ্রবেশ হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত মনুষ্যপরমায়ু অবধি) এই নবদ্বার-সম্পন্না পুরীতে অধিষ্ঠিত থাক ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—সমাঃ সম্বৎসরান্ মনুষ্যদেহপ্রবেশাৎ শতমিত্যুক্তম্ ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাঃ'—সম্বৎসর, মনুষ্য-দেহে প্রবেশ করায় শত বৎসর—ইহা বলা হইল ।। ৩৭ ।।

কং নু ত্বদন্যং রময়ে হ্যরতিজ্ঞমকোবিদম্ ।
অসম্পরায়াভিমুখমশ্বস্তনবিদং পশুম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অন্যম্ অরতিজ্ঞং (নৈষ্ঠিকম্) অকোবিদম্ (অনিষিদ্ধসুখত্যাগিনং) অসম্পরায়াভিমুখং (ন সম্পরায়ঃ মৃত্যুঃ তদভিমুখং পরলোক-চিন্তাশূন্যম্) অশ্বস্তনবিদং (শ্বঃ ইদং কর্ত্তব্যম্ ইতি ইহলোকচিন্তাশূন্যম্ অতএব) পশুং (পশুতুল্যং) কং হি নু রময়ে ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষ রতির আস্বাদ অবগত নহে, বা যে সুখ সম্ভোগ করা নিষিদ্ধ নহে, তাহারা তাহাও উপভোগ করে না, অথবা কাহারও বা পরলোক বিষয়ে চিন্তা মাত্র নাই, "কল্য ইহা করিতে হইবে"—ইহা তাহারা একবারও চিন্তা করে না। অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পশু-তুল্য আর কোন্ ব্যক্তির সহিত বিহার করিব ? ।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—কথাপক্ষে,—সম্প্রতি পতিস্বরৈবাহ-মকস্মাৎ প্রাপ্তং স্বসদৃশং ত্বাং পশ্যন্তী নান্যমন্বেষয়া-মীত্যাহ—কমিতি। অধ্যাত্মপক্ষে,—তু বুদ্ধিরিয়ং রাজসী কিঞ্চিৎ সত্ত্বমিশ্রত্বাদ্ধার্ম্মিকৈবেতি তামস্যা সাত্ত্বিক্যা চ বুদ্ধ্যা আবৃতং পুমাংসং নিন্দতি—কমিতি পঞ্চভিঃ। স্থাবরযোনিগতত্বাদরতিজ্ঞং পশ্বাদিযোনি-গতত্বেন রতিজ্ঞত্বেঽপ্যকোবিদম্। বিপ্র-বণিজাদি-জাতিত্বেন কোবিদত্বেঽপি সংপরায়ো যুদ্ধং তদনভি-মুখমবীরমিত্যর্থঃ। ক্ষত্রিয়জাতিত্বেন বীরত্বেঽপি অশ্বস্তনবিদং শ্বঃ পরশ্বো বা মরণানন্তরং মে কিং ভবিষ্যতীতি জ্ঞানশূন্যত্বাদধার্ম্মিকমিত্যর্থঃ। পশু-তুল্যত্বাৎ পশুম্ ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কথাপক্ষে—সম্প্রতি আমি পতিস্বরাই, অকস্মাৎ প্রাপ্ত স্বসদৃশ আপনাকে দেখিতে পাইয়া অন্য কাহাকেও অন্বেষণ করিব না, ইহা বলিতেছেন—'কং নু' ইত্যাদি। অধ্যাত্মপক্ষে—এই নারী রাজসীরূপা বুদ্ধি, কিঞ্চিৎ সত্ত্ব-মিশ্রিতত্ব-হেতু ধার্ম্মিকীর ন্যায়, এইজন্য তামসী ও সাত্ত্বিকী বুদ্ধির দ্বারা আবৃত পুরুষকে নিন্দা করিতেছেন—'কম্' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা। (অর্থাৎ সংসারী জীবের প্রবৃত্তিই স্বভাব বলিয়া, নিবৃত্তি-পক্ষের নিন্দা করতঃ প্রবৃত্তি-পক্ষের প্রশংসা করিতেছেন।) 'অর-তিজ্ঞং'—স্থাবরযোনি প্রাপ্ত জীব অরতিজ্ঞই, পশ্বাদি যোনি প্রাপ্ত হইলে রতিজ্ঞতা থাকিলেও কামবিষয়ে নিপুণতা নাই। ব্রাহ্মণ, বণিক্ প্রভৃতি জাতি কাম-বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও, 'অসম্পরায়াভিমুখং'—সংপ-রায় বলিতে যুদ্ধ, তাহার অনভিমুখ, অর্থাৎ অবীর (যুদ্ধপরাঙ্মুখ কাপুরুষ)—এই অর্থ। ক্ষত্রিয়-জাতিত্ব-হেতু বীরত্ব থাকিলেও 'অশ্বস্তনবিদং'—আগামী কল্য বা পরশ্ব কিম্বা মরণের পর আমার কি হইবে—এই বিষয়ে জ্ঞানশূন্যত্বহেতু অধার্ম্মিক, এই অর্থ। ইহারা সকলে পশুতুল্য বলিয়া পশুই। (অতএব আপনি ভিন্ন অপর কোন্ অরতিজ্ঞ পশুতুল্য পুরুষকে রতি-কার্য্যে বরণ করিব ?) ।। ৩৮ ।।

তথ্য—অধ্যাত্ম-পক্ষে ব্যাখ্যা,—এই স্থানে ঐ কামিনী রাজসীরূপা বুদ্ধি কিঞ্চিৎ সত্ত্বমিশ্রা বলিয়া ধার্ম্মিকীরূপে অভিনয়কারিণী, সুতরাং তামসী ও সাত্ত্বিকবুদ্ধিদ্বারা আবৃত পুরুষকে নিন্দা করিতেছে। 'অরতিজ্ঞ'-শব্দ এই স্থানে স্থাবরযোনিগত জীব। রতিজ্ঞতা-সত্ত্বেও কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ—পশুযোনিগত জীব। বিপ্র বণিক্ প্রভৃতি জাতি কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াও সম্পরায় অর্থাৎ পরকালের প্রতি অনভিমুখ। ক্ষত্রিয়জাতিত্ব-হেতু বীর হইলেও, অদ্য বা মরণান্তে কি হইবে, তদ্বিষয়ে জ্ঞানশূন্যত্ব হেতু অধার্ম্মিক, সুত-রাং ইহারা পশুতুল্য (চক্রবর্ত্তী) ।। ৩৮ ।।

ধর্ম্মো হ্যত্রার্থকামৌ চ প্রজানন্দোঽমৃতং যশঃ।
লোকা বিশোকা বিরজা যান্ ন কেবলিনো বিদুঃ ॥৩৯

অন্বয়ঃ—অত্র (গার্হস্থ্যে) ধর্ম্মঃ অর্থকামৌ চ প্রজানন্দঃ (রত্যুত্থ আনন্দঃ, পুত্রপৌত্রাদিজননলালনরূপ আনন্দঃ) অমৃতম্ (অদনীয়ং যজ্ঞশিষ্টাদি) যশঃ বিশোকাঃ বিরজাঃ (শুদ্ধাঃ) লোকাঃ (যোগাদিপ্রাপ্যাঃ) যান্ (ধর্ম্মাদীন্) কেবলিনঃ (যতয়ঃ) ন বিদুঃ (ন জানন্তি)॥ ৩৯॥

অনুবাদ—এই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, রত্যুত্থ-পুত্র-পৌত্রাদি লালনপালনরূপ আনন্দ, যজ্ঞাবশেষউপভোগ, যশ এবং যাগাদিদ্বারা প্রাপ্য শোকরহিত ও শুদ্ধ যে-সকল পুণ্যলোক বর্ত্তমান আছে, কৈবল্যাদি-যতিগণ ঐ সকলের নামমাত্রও জানে না। (অবিদ্যা-ত্রিবর্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সাত্ত্বিকীবুদ্ধিকেও নিন্দা করিতেছে)॥ ৩৯॥

বিশ্বনাথ—ত্রিবর্গসাধকং গার্হস্থ্যমভিনন্দতি—ধর্ম্ম ইতি। প্রজার্থকো রত্যুত্থ আনন্দঃ পুত্রপৌত্রাদিলালনরূপ আনন্দো বা অমৃতম্ অদনীয়ং যজ্ঞশিষ্টাদি। "অমৃতং যজ্ঞশেষে স্যাৎ পীযূষে সলিলে ঘৃতে" ইতি মেদিনী। লোকা যাগাদিপ্রাপ্যাঃ। কেবলিনো যতয়ো যান্ন বিদুরিত্যতিদুঃখপ্রাপ্যস্য চতুর্থপুরুষার্থস্যানভিনন্দনাৎ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিরপি নিন্দিতা। অধ্যাত্মপক্ষে,—ত্রিবর্গস্যোপপাদনমবিদ্যয়ৈবেত্যুক্তম্॥ ৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রিবর্গ-সাধক গার্হস্থ্য আশ্রমের অভিনন্দন করিতেছেন—'ধর্ম্মঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং 'প্রজানন্দোঽমৃতম্'—প্রজার্থক রত্যুত্থ আনন্দ, পুত্র, পৌত্রাদির লালন-পালনরূপ আনন্দ, অথবা অমৃত অর্থাৎ ভক্ষণীয় যজ্ঞাবশিষ্টাদি। মেদিনী কোষে উক্ত আছে—অমৃত শব্দে যজ্ঞশেষ, পীযূষ, সলিল ও ঘৃত। 'লোকাঃ'—যাগাদির দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহ। 'কেবলিনঃ'—মুক্তিকামী যতিগণ, এ সকলের নামও জানেন না। এখানে অতিশয় কষ্টসাধ্য চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের প্রশংসা না করায়, সাত্ত্বিকী বুদ্ধিরও নিন্দা করা হইয়াছে। অধ্যাত্মপক্ষে—ত্রিবর্গের, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সমর্থন করায়—ইহা অবিদ্যার দ্বারা উক্ত, ইহা বুঝিতে হইবে॥ ৩৯॥

—৫৫

পিতৃদেবর্ষিমর্ত্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চ হ।
ক্ষেমং বদন্তি শরণং ভবেঽস্মিন্ যদ্গৃহাশ্রমঃ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—গৃহাশ্রমঃ (ইতি) যৎ (এতদেব) অস্মিন্ ভবে (সংসারে) পিতৃদেবর্ষিমর্ত্ত্যানাং ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আত্মনঃ চ (আত্মনশ্চেতি সর্ব্বেষাম্ অপি) ক্ষেমং (নির্ব্বাহকং) শরণম্ (আশ্রয়ং) বদন্তি হ (শাস্ত্রজ্ঞা ইতি)॥ ৪০॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ বলেন, এই সংসারে যে গৃহস্থাশ্রম, ইহা পিতৃ, দেবতা, ঋষি, মানব এবং প্রাণিগণেরও আত্মার (দেহের)—এই সকলেরই দেহনির্ব্বাহক আশ্রয়স্থল॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ—গৃহাশ্রমস্তু সর্ব্বেষাং সুখদ ইত্যাহ—পিত্রিতি। অস্মিন্ ভবে মনুষ্যজন্মনি যৎ ক্ষেমং শরণং বদন্তি স গৃহাশ্রমঃ॥ ৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই গৃহস্থাশ্রম সকলেরই সুখপ্রদ, ইহা বলিতেছেন—'পিতৃ-দেবর্ষি' ইত্যাদি। 'অস্মিন্ ভবে'—এই মনুষ্যজন্মে, 'যৎ ক্ষেমং'—যাহা মঙ্গলকর আশ্রয় স্থান বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা এই গৃহস্থাশ্রম॥ ৪০॥

কা নাম বীর বিখ্যাতং বদান্যং প্রিয়দর্শনম্।
ন বৃণীত প্রিয়ং প্রাপ্তং মাদৃশী ত্বাদৃশং পতিম্ ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, (লোকে) বিখ্যাতং (প্রসিদ্ধং) বদান্যম্ (উদারচিত্তং) প্রিয়দর্শনম্ (অতিসুন্দরং) প্রিয়ং ত্বাদৃশং (গুণালয়ং) পতিং (স্বয়ং) প্রাপ্তং (মাং বৃণীষ্ব ইতি প্রার্থয়মানং) মাদৃশী (গুণজ্ঞা যা) ন বৃণীত, (সা) কা নাম (প্রসিদ্ধা লোকে ন কাপীত্যর্থঃ)॥ ৪১॥

অনুবাদ—হে বীর, তুমি বিখ্যাত, উদার চিত্ত এবং দেখিতেও অতি সুন্দরপুরুষ। অতএব তোমার ন্যায় প্রিয় পতি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে আমার ন্যায় গুণজ্ঞা কামিনী আর কাহাকেই বা পতিত্বে বরণ করিবে?॥ ৪১॥

কস্যা মনস্তে ভুবি ভোগিভোগয়োঃ
স্ত্রিয়া ন সজ্জেদ্ভুজয়োর্মহাভুজ।

যোঽনাথবর্গাধিমলং ঘৃণোদ্ধত-
স্মিতাবলোকেন চরত্যপোহিতুম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভুজ, ভোগি-ভোগয়োঃ (ভোগী সর্পঃ তস্য ভোগঃ দেহঃ তৎসদৃশয়োঃ) তে (তব) ভুজয়োঃ ভুবি (পৃথিব্যাং) কস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ মনঃ ন সজ্জেৎ, (অপি তু সর্ব্বস্যাঃ এব),—যঃ (ভবান্) ঘৃণোদ্ধতস্মিতাবলোকেন (ঘৃণয়া কৃপয়া উদ্ধতঃ অতিশয়িতঃ যঃ স্মিতপূর্ব্বকঃ অবলোকঃ তেন) অনাথ-বর্গাধিমলম্ (অনাথবর্গানাং রক্ষকরহিতানাম্ অস্মাকম্ আধিং মনঃপীড়াম্) অলম্ (অত্যর্থম্) অপোহিতুং (নিবর্ত্তয়িতুং) চরতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো, পৃথিবীতে এরূপ কোন্ রমণী আছে, যাহার মন তোমার সর্পদেহ-সদৃশ সুগঠিত ভুজযুগলের আলিঙ্গন প্রার্থনা না করে? তুমি সাধারণ ব্যক্তি নহ; তোমার কারুণ্যামৃতপরিপূর্ণ ঈষদ্ধাস্যযুক্ত অববোকন অনাথ-জীবের মনঃপীড়া সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্য বিচরণ করিতেছে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ভোগিভোগয়োঃ সর্পশরীরাকারয়োস্তব ভুজয়োঃ কস্যাঃ স্ত্রিয়া মনো ন স্যাৎ ভবচ্চ সৎ কস্যা ন সজ্জেদিত্যাবৃত্ত্যা অন্বয়ঃ। যো ভবান্ অনাথবর্গাণামস্মদাদীনামাধিমন্তঃপীড়াম্ অপোহিতুং দূরীকর্ত্তুং চরতি। কেন স্মিতাবলোকেন। হে ঘৃণোদ্ধত, কৃপয়া উদ্দণ্ড; অধ্যাত্মপক্ষে,—চৈতন্যেনৈব বুদ্ধ্যাদয়ঃ সনাথা ভবন্তীত্যুক্তম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভোগি-ভোগয়োঃ ভুজয়োঃ'—সর্পদেহের আকারসদৃশ আপনার ভুজযুগলে কোন্ রমণীর অভিলাষ না জাগে, আর তাহা হইলেও কাহার তাহাতে মন আসক্ত না হয়? এইরূপ 'আবৃত্ত্যা'—ঘুরাইয়া অন্বয় করিতে হইবে। যে আপনি আমাদের ন্যায় দীনজনের মনোব্যথা একেবারে দূর করিবার জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'স্মিতাবলোকেন', সহাস্য অবলোকনের দ্বারা। 'হে ঘৃণোদ্ধত'!—কৃপাতে উদ্দণ্ড। অধ্যাত্মপক্ষে-চৈতন্যের দ্বারাই বুদ্ধি প্রভৃতি নাথযুক্ত হয়, (অর্থাৎ চৈতন্য লাভেই বুদ্ধির দীনতা অপগত হয়)—ইহা বলা হইল ॥ ৪২ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—
ইতি তৌ দম্পতী তত্র সমুদ্য সময়ং মিথঃ।
তাং প্রবিশ্য পুরীং রাজন্ মুমুদাতে শতং সমাঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(হে) রাজন্, ইতি (ইত্যেবং) তৌ দম্পতী (স্ত্রীপুরুষৌ) তত্র (বনে) সময়ং (সঙ্কেতং) মিথঃ (পরস্পরং) সমুদ্য (সমুদীর্য্য) তাং (নবমুখীং) পুরীং প্রবিশ্য শতং সমাঃ মুমুদাতে (সুখেন স্থিতবন্তৌ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন্, এই প্রকারে ঐ দম্পতী সেই স্থানে পরস্পর সঙ্কেত করিয়া সেই নবমুখ-পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এব শতবর্ষকাল অমোদপ্রমোদে কাটাইতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—সময়ং সঙ্কেতং সমুদ্য সমুদীর্য্য ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সময়ং সমুদ্য'—পরস্পর সঙ্কেত করিয়া ॥ ৪৩ ॥

উপগীয়মানো ললিতং তত্র তত্র চ গায়কৈঃ।
ক্রীড়ন্ পরিবৃতঃ স্ত্রীভির্হ্রদিনীমবিশচ্ছুচৌ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র তত্র (স্থানে) গায়কৈঃ (সূতমাগধৈঃ) ললিতং (মনোহরং যথা ভবতি তথা) উপগীয়মানঃ (স্তূয়মানঃ) স্ত্রীভিঃ (চ) পরিবৃতঃ ক্রীড়ন্ (বভূব; ততশ্চ) শুচৌ (নিদাঘকালে) হ্রদিনীং (সরসীম্) অবিশৎ (প্রবিষ্টবান্; পক্ষে,—হ্রদিনীং হৃদয়াকাশং স্বাপস্থানম্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরের স্থানে-স্থানে গায়কগণ মনোহর সঙ্গীতে পুরঞ্জনের যশোগান করিতে লাগিল। পুরঞ্জন নিদাঘকালে (সুষুপ্তিতে) কামিনীকুল-পরিবৃত হইয়া সরসীতে (হৃদয়াকাশে স্বপ্নমধ্যে) অবগাহনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র মুমুদাতে শতং সমা ইত্যাদিনা জাগ্রদবস্থাং সংক্ষেপেণোক্তা। স্বপ্নাবস্থামাহ—ক্রীড়ন্নিতি। স্ত্রীভির্বৃত ইতি স্বপ্নে ইন্দ্রিয়াণামবসন্নত্বাৎ তৎসংস্কারেণ তদ্বৃত্তীনামেব তত্তৎকার্য্যকারিত্বাৎ, সুষুপ্ত্যবস্থামাহ—হ্রদিনীং নদীং হৃদয়াকাশং স্বাবস্থানঞ্চ। শুচৌ নিদাঘে সুষুপ্তৌ চ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই নবদ্বার-বিশিষ্ট পুরীতে (শরীরে) প্রবেশপূর্ব্বক সেই দম্পতী শত বৎসর

আমোদ-প্রমোদ করিলেন—ইত্যাদির দ্বারা জাগ্রদবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, স্বপ্নাবস্থা বলিতেছেন—'ক্রীড়ন্' ইত্যাদি। 'স্ত্রীভিঃ বৃতঃ'—স্ত্রীগণে (ইন্দ্রিয়গণে) পরিবৃত হইয়া—ইহা নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়সকলের অবসন্নতাহেতু তাহার সংস্কারবশতঃ তাহাদের বৃত্তিসমূহেরও সেই সেই কার্য্যকারিত্ব বিদ্যমান থাকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুষুপ্তির অবস্থা বলিতেছেন—'হ্রদিনীং'—সরোবরে, পক্ষে—হৃদয়াকাশে, যাহা নিদ্রাকালে নিজের অবস্থিতি-স্থান। 'শুচৌ'—গ্রীষ্মকালে, পক্ষে—সুষুপ্তি অবস্থায় ॥ ৪৪ ॥

সপ্তোপরি কৃতা দ্বারঃ পুরস্তস্যাস্তু দ্বে অধঃ।
পৃথগ্বিষয়গত্যর্থং তস্যাং যঃ কশ্চনেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥
পঞ্চ দ্বারস্তু পৌরস্ত্যা দক্ষিণৈকা তথোত্তরা।
পশ্চিমে দ্বে অমূষাং তে নামানি নৃপ বর্ণয়ে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যা (পুরি) যঃ কশ্চন ঈশ্বরঃ (স্বামী) অস্ত (আত্মনঃ সম্যগ্‌বিজ্ঞানাৎ) তস্য পৃথগ্‌বিষয়গত্যর্থং (পৃথগ্‌বিষয়ে দেশে গতার্থং) তস্যাঃ পুরঃ উপরি কৃতাঃ দ্বারঃ সপ্ত (নেত্রে নাসিকে শ্রোত্রে মুখঞ্চ ইতি সপ্ত) (তস্যাঃ) অধঃ দ্বে (লিঙ্গপায়ূ); (হে) নৃপ, (তাসু সপ্তসু) পঞ্চদ্বারস্তু পৌরস্ত্যাঃ (পূর্ব্বদিগ্‌ভবাঃ) একা দক্ষিণা (দক্ষিণস্যাং দিশি বর্ত্তমানা) তথা (একা) উত্তরা (উত্তরদিগ্‌ভবাঃ) (যে) দ্বে (অধঃ) তে (তু) পশ্চিমে (পশ্চিমদিগ্‌ভবে অমূষাং (দ্বারাং) নামানি তে (তুভ্যমহং) বর্ণয়ে ॥ ৪৫-৪৬॥

অনুবাদ—সেই পুরীতে যে কেহ অধীশ্বর হইবেন, তিনি উহা হইতে বহির্গত হইয়া যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উপভোগ করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে সেই পুরীর উপরি ভাগে সাতটী (নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখ,—এই সপ্ত) এবং অধোভাগে দুইটী দ্বার (পায়ু ও শিশ্ন) আছে। হে নৃপ, ঐ উপরিভাগস্থ সাতটী দ্বারের মধ্যে পাঁচটী পূর্ব্ব, একটী দক্ষিণ এবং আর একটী উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী; এতদ্ভিন্ন পশ্চিমদিকে আরও দুইটী দ্বার আছে, উহাদের নাম আপনার নিকট পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিতেছি ॥ ৪৫-৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং নবদ্বারপ্রদর্শনপূর্ব্বকং জাগ্রদবস্থাং বিস্তরেণ হ—সপ্তেতি। তস্যাঃ পুরঃ পুর্য্যাঃ উপরি ঊর্দ্ধ্বপ্রদেশে অক্ষ্ণ্রে শ্রোত্রে নেত্রে নাসিকে মুখেঞ্চেতি সপ্তদ্বারঃ। অধো গুদলিঙ্গে ইতি দ্বে দ্বারৌ য ঈশ্বরঃ পুরঞ্জনঃ তস্য। তাসু সপ্তসু মধ্যে পঞ্চদ্বারঃ পৌরস্ত্যাঃ পূর্ব্বাভিমুখ্যঃ দক্ষিণা একা দক্ষিণাভিমুখী দক্ষিণকর্ণরূপা উত্তরাভিমুখী বামকর্ণরূপা ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্প্রতি নয়টি দ্বারের কথা বলিয়া বিস্তৃতরূপে জাগ্রৎ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—সপ্ত ইত্যাদি। 'তস্যাঃ পুরঃ-পূর্য্যাঃ'—সেই পুরীর (শরীরের) উপরিভাগে শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় এবং মুখ—এই সাতটি দ্বার রহিয়াছে। 'অধঃ'—নিম্নভাগে গুহ্য ও লিঙ্গ—এই দুইটি দ্বার আছে। 'যঃ ঈশ্বরঃ'—যিনি এই পুরীর (শরীরের) অধিপতি পুরঞ্জন (জীব), তাহার (পৃথক্ পৃথক্ বিষয় ভোগের জন্য এই দ্বারগুলি বিরচিত হইয়াছে)। সেই সাতটি দ্বারের মধ্যে পূর্ব্বাভিমুখী পাঁচটি (মুখ, নাসিকারন্ধ্রদ্বয় ও চক্ষুর্দ্বয়), দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ কর্ণরূপ একটি এবং উত্তর দিকে বামকর্ণরূপ একটি দ্বার আছে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

খাদ্যোতাবির্ম্মুখী চ প্রাগ্‌দ্বারাবেকত্র নির্ম্মিতে।
বিভ্রাজিতং জনপদং যাতি তাভ্যাং দ্যুমৎসখঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—খদ্যোতা আবির্ম্মুখী (খদ্যোতবৎ অল্পপ্রকাশা বামনেত্ররূপা আবিঃ প্রকটং মুখং যস্যাঃ সা দক্ষিণনেত্রলক্ষণা) চ (দ্বে) দ্বারৌ একত্র (সংলগ্নে) প্রাক্ (পূর্ব্বস্যাং দিশি) নির্ম্মিতে তাভ্যাং দ্যুমৎসখঃ (দ্যুমতঃ তন্নাম দেশাভিজ্ঞস্য সখা সঃ, যদ্বা চক্ষুঃসহিতঃ পুরঞ্জনঃ) বিভ্রাজিতং (রূপং নাম) জনপদং (দেশবিশেষং) যাতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—খদ্যোতের ন্যায় অল্পপ্রকাশযুক্ত বামনেত্র এবং বহুপ্রকাশযুক্ত দক্ষিণ-নেত্ররূপ যে দুইটী দ্বার, ইহারা একত্র সংলগ্ন। পূর্ব্বদিকে নির্ম্মিত সেই দ্বারসাহায্যে দ্যুমানের (দর্শনেন্দ্রিয়ের) সখা পুরঞ্জন (জীব) 'বিভ্রাজিত' (রূপ)-নামক জনপদে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—খদ্যোতবদল্পপ্রকাশা বামনেত্ররূপা আবির্ম্মুখী বহুপ্রকাশা দক্ষিণনেত্ররূপা "তস্মাদ্দক্ষিণাঙ্গমাত্মনো বীর্য্যবত্তরম্" ইতি শ্রুতেঃ। একত্র সংলগ্নে,

বিভ্রাজিতং রূপম্। দ্যুমৎসখঃ চক্ষুঃসহিতঃ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খদ্যোতাবির্মুখী'—খদ্যোতের (জোনাকির) ন্যায় অল্পপ্রকাশযুক্ত বাম-নেত্র, আর বহুপ্রকাশযুক্ত দক্ষিণ-নেত্র। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তস্মাদ্ দক্ষিণাঙ্গম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ জীবাত্মার দক্ষিণাঙ্গ অধিক শক্তিযুক্ত। পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী ঐ দুই দ্বার একত্র সংলগ্ন। 'বিভ্রাজিত' বলিতে রূপ। 'দ্যুমৎসখঃ'—চক্ষুর সহিত। (দ্যুমান্ বলিতে সূর্য্য, তিনি যাহার অধিষ্ঠাতা, সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ও দ্যুমৎ, তাহা সখা যাহার, অথবা—দ্যুমানের (চক্ষুর) সহিত বর্ত্তমান জীব, ঐ দুই দ্বার দিয়া যে রূপের প্রকাশ হয়, সেই রূপ চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করেন) ॥ ৪৭ ॥

নলিনী নালিনী চ প্রাগ্‌দ্বারাবেকত্র নির্ম্মিতে।
অবধূতসখস্তাভ্যাং বিষয়ং যাতি সৌরভম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—নলিনী নালিনী চ (বাম-দক্ষিণ-নাসিকে) (দ্বে) দ্বারৌ প্রাক্ (পূর্ব্বস্যাং দিশি) একত্র-নির্ম্মিতে তাভ্যাম্ অবধূত-সখঃ (অবধূত-সংজ্ঞেন সখ্যা সহ) সৌরভং বিষয়ং (দেশং) যাতি (পক্ষে—অবধূতঃ বায়ু ধিষ্ঠিতঘ্রাণঃ তেন জীবঃ সৌরভং বিষয়ং গন্ধং যাতি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—ঐ পূর্ব্বদিকে আরও দুইটী দ্বার একত্রে নির্ম্মিত রহিয়াছে, উহার একটীর নাম 'নলিনী' (বাম নাসা) ও অপরটীর নাম 'নালিনী' (দক্ষিণ নাসা)। 'অবধূত' (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) নামক সখার সাহায্যে পুরঞ্জন (জীব) ঐ দ্বারদ্বয়ের সাহায্যে 'সৌরভ'-নামক প্রদেশে গমন করেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—নল-নালশব্দৌ ছিদ্রবচনৌ তদ্বত্যৌ বামদক্ষিণনাসিকে প্রাঙ্মুখৌ অবধূতো বায়ুধিষ্ঠিতো ঘ্রাণঃ; কথাপক্ষে,—বিষয়ং দেশং, বহুসুরভিমত্ত্বাৎ সৌরভং পক্ষে গন্ধম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নলিনী নালিনী চ'—নল ও নাল শব্দ ছিদ্র-বাচক, অর্থাৎ অল্পছিদ্রযুক্ত বামনাসাপুট এবং অধিকছিদ্রযুক্ত দক্ষিণ নাসাপুট—এই পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দ্বারদ্বয় একত্র সংলগ্ন। অবধূত বলিতে বায়ুতে অধিষ্ঠিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়। কথাপক্ষে—বিষয় বলিতে দেশ, 'সৌরভং'—বহু সুরভিযুক্ত বলিয়া সৌরভ, পক্ষে—গন্ধ। (অর্থাৎ বায়ুধিষ্ঠিত জীব, নলিনী ও নালিনী এই দুই দ্বারযোগে গন্ধ গ্রহণ করেন।) ॥ ৪৮ ॥

মুখ্যা নাম পুরস্তাদ্দ্বাস্তয়াপণবহূদনৌ।
বিষয়ৌ যাতি পুররাড্‌রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—পুরস্তাৎ (পূর্ব্বতঃ) (একা) মুখ্যা নাম (প্রধানাং) দ্বাঃ (মুখং) তয়া পুররাট্ (পুরঞ্জনঃ) রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ (রসজ্ঞং রসনেন্দ্রিয়ং বিপণঃ বাগেন্দ্রিয়ং তাভ্যাম্ অন্বিতঃ সন্) আপণবহূদনৌ (আপণঃ ভাষণং বহূদনং চিত্রমন্নং তৌ) বিষয়ৌ (দেশৌ) যাতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বদিকের সম্মুখবর্ত্তী যে একটী প্রধান দ্বার (মুখ) আছে, পুরীর অধিশ্বর 'পুরঞ্জন' (দেহস্থ চিদাভাস মনোধর্ম্মী জীব) ঐ দ্বারদ্বারা 'রসজ্ঞ' (রসনা) ও 'বিপণে'র (বাগেন্দ্রিয়ের) সহিত বহূদন (বিবিধ অন্ন) এবং 'আপণ' (ভাষণ) নামক প্রদেশে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বদ্বারমুখ্যত্বাৎ সর্ব্বসঞ্জীবকত্বাচ্চ মুখ্যা, তয়া একয়ৈব আপণবহূদনৌ দ্বৌ দেশৌ অন্যত্র দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামেকদেশং যাতীত্যপি মুখ্যত্বে হেতুঃ। পক্ষে,—মুখ্যা আস্যম্ আপণো ভাষণং বহূদনশ্চিত্রমন্নং বহ্বোদন ইত্যনুক্তিঃ পরোক্ষবাদত্বাৎ, রসজ্ঞং রসনেন্দ্রিয়ং বিপণো বাগিন্দ্রিয়ং তাভ্যাং যুক্তঃ ॥৪৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুখ্যা'—সমস্ত দ্বারের মধ্যে প্রধান এবং সকলের সঞ্জীবকত্ব-হেতু মুখ্যা, সেই একটি দ্বার দ্বারাই আপণ ও বহূদন নামক দুইটি দেশে গমন করেন, অন্যত্র দুই দুইটি দ্বারের সহযোগে একটি দেশে গমন করেন—ইহাও মুখ্যত্বের কারণ। পক্ষে—ঐ শরীরের সম্মুখবর্ত্তী মুখ-স্বরূপ প্রধান দ্বার। আপন বলিতে ভাষণ এবং বহূদন অর্থাৎ বিবিধ অন্ন, এখানে পরোক্ষরূপে বর্ণনা করায় 'বহ্বোদন' (বহু অন্ন ভোজনকারী)—এইরূপ প্রয়োগ হয় নাই। 'রসজ্ঞ' বলিতে রসনেন্দ্রিয়, এবং 'বিপণ' অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়, তাহাদের দ্বারা যুক্ত (অর্থাৎ জীব, বাগিন্দ্রিয়

ও রসনেন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যে ঐ মুখরূপ দ্বার দ্বারা বহুবিধ অন্ন ও বহুবিধ বাক্য গ্রহণ করিয়া থাকেন) ॥ ৪৯ ॥

পিতৃহূর্নৃপ পুর্য্যা দ্বার্দক্ষিণেন পুরঞ্জনঃ।
রাষ্ট্রং দক্ষিণপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, পুর্য্যাঃ দক্ষিণেন (দক্ষিণস্যাং) দিশি (যা) পিতৃহূঃ (নাম) দ্বাঃ (তয়া) পুরঞ্জনঃ শ্রুতধরান্বিতঃ (শ্রুতধর-সংজ্ঞকেন দেশাভিজ্ঞেন সহিতঃ) দক্ষিণপঞ্চালং রাষ্ট্রং (দেশং) যাতি, (পক্ষে —পঞ্চালং শাস্ত্রং শ্রবণকালে বলাধিক্যাৎ দক্ষিণকর্ণ প্রথমং প্রবর্ত্ততে, শাস্ত্রে চ প্রথমং শ্রোতব্যং কর্ম্মকাণ্ডম্ ইতি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, ঐ পুরীর দক্ষিণ দিকে যে দ্বারটী আছে উহার নাম—'পিতৃহূ' (দক্ষিণকর্ণ)। পুরঞ্জন ঐ দ্বার দিয়া শ্রুতিধরের (শ্রবণেন্দ্রিয়) সহিত দক্ষিণ পঞ্চালরাজ্যে (কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক শাস্ত্রে) গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—হে নৃপ, দক্ষিণেন দক্ষিণস্যাং দিশি দক্ষিণমুখীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে নৃপ! 'দক্ষিণেন'—দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণমুখী—এই অর্থ। (ঐ শরীরের দক্ষিণদিকে 'পিতৃহূ' নামক আর একটি দ্বার আছে। 'পিতৃহূ' বলিতে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা পিতৃলোকের আহ্বান করা যায়, তন্নামক দ্বার, অর্থাৎ দক্ষিণ কর্ণ) ॥ ৫০ ॥

মধ্ব—

দক্ষিণ শ্রোত্রমার্গেণ দেবলোকং ব্রজত্যসৌ।
বাম-শ্রোত্রেণ পিতৃণামিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥
ইতি প্রবৃত্তি তন্ত্রে ॥ ৫০-৫১ ॥

দেবহূর্নাম পুর্য্যা দ্বারুত্তরেণ পুরঞ্জনঃ।
রাষ্ট্রমুত্তরপঞ্চালং যাতি শ্রুতিধরান্বিতঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—পুর্য্যাঃ উত্তরেণ (উত্তরস্যাং দিশি) দেবহূঃ নাম দ্বাঃ (তয়া) পুরঞ্জনঃ শ্রুতধরান্বিতঃ (শ্রুতিধরেণৈব দেশাভিজ্ঞেন অন্বিতঃ সন্) উত্তর পঞ্চালং রাষ্ট্রং (দেশং) যাতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরীর উত্তরদিকের দ্বারটীর নাম—'দেবহূ' (বামকর্ণ)। পুরঞ্জন ঐ দ্বার দিয়া শ্রুতিধরেরই সহিত উত্তর-পঞ্চাল-রাজ্যে (জ্ঞানকাণ্ড-প্রতিপাদক শাস্ত্রে) গমন করেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তরেণ উত্তরস্যাং দিশি শ্রুতধরঃ শ্রুতং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং, দক্ষিণকর্ণেন বলাধিক্যাৎ প্রাথম্যাচ্চ কর্ম্মকাণ্ডশ্রবণং, বামকর্ণেন জ্ঞানকাণ্ডশ্রবণমিতি দ্বারদেশয়োর্নামভেদঃ কৃতঃ। পঞ্চানামপি বিষয়াণাং শ্রোত্রেণৈব প্রথমমবগমাৎ পঞ্চালমতি সংজ্ঞা জ্ঞেয়া ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত্তরেণ'—ঐ পুরীর উত্তর দিকে ('দেবহূ' নামক অর্থাৎ বামকর্ণ, একটি দ্বার আছে)। 'শ্রুতধরান্বিতঃ'—শ্রুত বলিতে শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণবিষয় শব্দ, যাহার দ্বারা ধারণ করা হয়, তাহা শ্রুতধর, তাহার সহিত যুক্ত, অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া। বলাধিক্য ও প্রথম বলিয়া দক্ষিণকর্ণ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডশ্রবণ এবং বামকর্ণ দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডশ্রবণ হয় বলিয়া দ্বার ও দেশদ্বয়ের নামভেদ করা হইয়াছে। 'পঞ্চালং'—পাঁচটি বিষয় শ্রোত্রের দ্বারাই প্রথম অবগত হওয়া যায় বলিয়া 'পঞ্চাল'—এই নামকরণ বুঝিতে হইবে। (পাঁচটি বিষয়—উপাসক, কৃপা, ফল, ভক্তিরস এবং তদ্বিরোধী পদার্থসকলের প্রকাশনবিষয়ে 'অলং'—সমর্থ বলিয়া পঞ্চাল, অর্থাৎ নিবৃত্তিশাস্ত্র। কর্ম্মকাণ্ড বিচারের পর শ্রোতব্য বলিয়া 'উত্তর-পঞ্চাল' উক্ত হইয়াছে) ॥ ৫১ ॥

আসুরী নাম পশ্চাদ্দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ।
গ্রামকং নাম বিষয়ং দুর্ম্মদেন সমন্বিতঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—আসুরী নাম পশ্চাৎ (পশ্চিম-দিগ্‌ভবা) দ্বাঃ (অসুরাঃ ইন্দ্রিয়ারামাঃ তেষাম্ ইয়ম্ ইতি আসুরী শিশ্নাদ্বাঃ) তয়া দুর্ম্মদেন (গুহ্যেন্দ্রিয়েণ) সমন্বিতঃ (সন্) পুরঞ্জনঃ গ্রামকং গ্রামস্থ-জনানাং কং সুখং ব্যবায়ং) বিষয়ং যাতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরীর পশ্চিমদিকে যে দ্বার 'শিশ্ন', উহার নাম—'আসুরী'; পুরঞ্জন (জীব) ঐ দ্বার দ্বারা দুর্ম্মদের (উপস্থেন্দ্রিয়ের) সাহায্যে গ্রামক (গ্রাম্যজনোচিত রতিসুখ) নামক প্রদেশে গমন করেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অসুরা ইন্দ্রিয়ারামাস্তেষামিয়মাসুরী শিশ্নদ্বাঃ। গ্রামকং গ্রামস্থজনানাং কং সুখং ব্যবায়ং দুর্ম্মদেন উপস্থেন্দ্রিয়েণ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসুরী'—অসুর বলিতে ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ (উপস্থসুখ-লুব্ধ) যাহারা, তাহাদের সম্বন্ধীয় বলিয়া আসুরী, এই নাম, অর্থাৎ শিশ্নদ্বার। 'গ্রাম-কং'—গ্রাম্যজনোচিত 'কং' বলিতে সুখ, গ্রাম্যসুখ (অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ-জন্য মৈথুনাদি সুখ) দুর্দ্দমনীয় উপস্থেন্দ্রিয়ের দ্বারা (জীব গ্রহণ করে) ॥ ৫২ ॥

নির্ঋতির্নাম পশ্চাদ্দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ।
বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—নির্ঋতিঃ নাম (গুদঃ মৃত্যুদ্বারত্বাৎ) পশ্চাৎ (পশ্চিমদিগ্‌ভবা) দ্বাঃ ত্বয়া লুব্ধকেন (পায়ুনা) সমন্বিতঃ (সন্) পুরঞ্জনঃ বৈশসং (মলবিসর্গং) নাম বিষয়ং যাতি ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—পশ্চাদ্দিকে আর একটী দ্বার আছে, উহার নাম—'নির্ঋতি'; পুরঞ্জন লুব্ধকের (পায়ু-ইন্দ্রিয়ের)সহিত ঐ দ্বার দিয়া বৈশস (পুরীষ-ত্যাগ)-নামক বিষয়ে গমন করেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ঋতির্গুদং মৃত্যুদ্বারত্বাৎ। বৈশসং মলবিসর্গং লুব্ধকেন পায়ুনা তেনোৎক্রান্তস্য দুঃখপ্রাপ্তের্লুব্ধকসাম্যম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ঋতি'—গুহ্যদ্বার, মৃত্যুর দ্বার বলিয়া ঐ নাম। 'বৈশসং'—মলত্যাগ, 'লুব্ধকেন'—পায়ু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। পায়ু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাণ উৎক্রামণকালে দুঃখ-প্রাপ্তি হয় বলিয়া 'লুব্ধক' অর্থাৎ ব্যাধ—এই সাম্য-বশতঃ ঐরূপ নামকরণ ॥ ৫৩ ॥

অন্ধাবমীষাং পৌরাণাঃ নির্ব্বাক্‌পেশস্কৃতাবুভৌ।
অক্ষণ্বতামধিপতিস্তাভ্যাং যাতি করোতি চ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—অমীষাং পৌরাণাং (পুরদ্বারাণাং মধ্যে) নির্ব্বাক্‌পেশস্কৃতৌ (নির্ব্বাক্ পাদঃ পেশস্কৃৎ হস্তঃ তৌ) উভৌ অন্ধৌ (বহির্নির্গমছিদ্ররহিতৌ) তাভ্যাম্ অক্ষণ্ববতাম (ইন্দ্রিয়বতাং দেহানাম্) অধিপতিঃ (পুরঞ্জনঃ) যাতি করোতি চ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, এই সকল পুরবাসীর (ইন্দ্রিয়বর্গের) মধ্যে পদ ও হস্ত—এই দুইজন অন্ধ (অর্থাৎ ছিদ্রবিহীন)। ঐ পুরীর অধীশ্বর পুরঞ্জন এই দুই-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গমন ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—অমীষাং মধ্যে নির্ব্বাক্ পাদঃ পেশস্কৃৎ হস্তঃ তাবুভাবপ্যন্ধৌ ছিদ্রাভাবাৎ। অক্ষণ্বতামিন্দ্রিয়বতাং দ্বারাণামধিপতিঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ব্বাক্-পেশস্কৃতৌ'—ঐ পুরীতে (শরীরে) যত প্রকার দ্বার আছে, তাহার মধ্যে 'নির্ব্বাক্'—হস্ত, এবং 'পেশস্কৃৎ'—পদ, উহারা উভয়েই অন্ধ, ছিদ্রশূন্য (ও জ্ঞান-ক্রিয়া রহিত) বলিয়া। 'অক্ষণ্বতাং'—ইন্দ্রিয়যুক্ত দ্বারসমূহের (অর্থাৎ দেহের) অধিপতি (জীব পুরঞ্জন ঐ দুই অন্ধ হস্ত ও পদ দ্বারা গ্রহণ-ক্রিয়া এবং গমনরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন) ॥ ৫৪ ॥

স যর্হ্যন্তঃপুর-গতো বিষূচীনং সমন্বিতঃ।
মোহং প্রসাদং হর্ষং বা যাতি জায়াত্মজোদ্ভবম্ ॥৫৫॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পুরঞ্জনঃ) বিষূচীনং (সর্ব্বতোমুখং মনঃ) সমন্বিতঃ যর্হি (যদা) অন্তপুরং-গতঃ (অন্তপুরং গতঃ তদা তত্র) জায়াত্মজোদ্ভবং (জায়া বুদ্ধিঃ আত্মজাঃ ইন্দ্রিয়-পরিণামাঃ তদুদ্ভবং) মোহং প্রসাদং হর্ষং (তমঃসত্ত্বরজঃকার্য্যাণি) বা যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—সেই পুরঞ্জন যখন অন্তঃপুরে (হৃদয়ে) প্রবিষ্ট হন, তখন বিষূচীনের (মনের) সহিত জায়া (বুদ্ধি), আত্মজ (ইন্দ্রিয়জনিত সুখ) দ্বারা সমদ্ভূত মোহ, প্রসাদ বা হর্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তঃপুরং হৃদয়ং বিষু সর্ব্বতোহঞ্চতীতি বিষূচীনং মনস্তদ্‌যুক্তঃ। মোহ-প্রসাদহর্ষাস্তমঃসত্ত্বরজঃকার্য্যাণি জায়া বুদ্ধিঃ আত্মজাঃ সামান্যবিশেষনিশ্চয়জ্ঞানাদয়স্তদুত্থম্ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তঃপুরং'—হৃদয়। 'বিষূচীনং সমন্বিতঃ'—যাহা বিষু (সর্ব্বত্র) অঞ্চতি, গমন

করে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র গমনশীল মন, তাহার সহিত যুক্ত হইয়া। মোহ, প্রসাদ, হর্ষ—ইহারা যথাক্রমে তমঃ, সত্ত্ব ও রজোগুণের কার্য্য। জায়া বলিতে বুদ্ধি, আত্মজা—সামান্য বিশেষ নিশ্চয় ব্যাপারে জ্ঞানাদি (ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল)—তাহা হইতে উত্থিত মোহাদি, (অর্থাৎ সেই পুরঞ্জন জীব, যখন হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তখন সর্ব্বতোমুখ মনের সহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পরিণামোদ্ভব মোহ বা প্রসাদ, অথবা হর্ষ অনুভব করেন।)॥ ৫৫ ॥

এবং কর্ম্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোঽবুধঃ।
মহিষী যদ্‌যদীহেত তৎ তদেবান্ববর্ত্তত ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (জায়াদ্যর্থং) কর্ম্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা অবুধঃ বঞ্চিতঃ (মোহিতঃ পুরঞ্জনঃ) মহিষী যৎ যৎ ঈহেত (করোতি স্ম) তৎ তৎ এব অন্ববর্ত্তত (অনুকরোতি স্ম)॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে জায়ার (বুদ্ধির) জন্য কর্ম্মাসক্ত হইয়া বঞ্চিত ও মোহিত পুরঞ্জন (দেহাবদ্ধ জীব) তাঁহার মহিষী যাহা যাহা করেন, তাহারই অনুকরণ করিতে থাকেন॥ ৫৬॥

ক্বচিৎ পিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ।
অশ্নন্ত্যাং ক্বচিদশ্নাতি জক্ষত্যাং সহ জক্ষিতি ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ (তস্যাং মদিরাং) পিবন্ত্যাং (স্বয়মপি পুরঞ্জনঃ) মদিরাং পিবতি, (ততশ্চ) মদবিহ্বলঃ (মদেন বিহ্বলঃ সর্ব্বানুসন্ধানশূন্যঃ ভবতি); ক্বচিৎ অশ্নন্ত্যাম্ (ওদনাদি-ভুঞ্জানায়াং) (সহ) অশ্নাতি, জক্ষত্যাং (মোদকাদি চর্ব্বন্ত্যাং সত্যাং) তয়া) সহ জক্ষিতি (ভক্ষয়তি)॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—জায়া মদ্য পান করিতে থাকিলে পুরঞ্জনও মদিরা পান করেন এবং মদবিহ্বল হইয়া সর্ব্বানুসন্ধানশূন্য হইয়া পড়েন; কখনও বা মহিষী অন্নাদি ভোজন অথবা মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে থাকিলে পুরঞ্জনও পত্নীর সহিত ভোজন করিতে থাকেন। (জড়া প্রকৃতিতে আসক্ত জীব প্রাকৃতাহঙ্কারবিমূঢ়-স্বরূপে নিজেকে প্রকৃতির গুণ ও ক্রিয়মাণ কার্য্যের কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করেন)॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—জীবস্যোপাধি-ধর্ম্মাধ্যাসং প্রপঞ্চয়তি—ক্বচিদিত্যাদি। যদুক্তং—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈরাত্মনি মন্যতে" ইতি, জক্ষন্ত্যাং চর্ব্বন্ত্যাম্॥৫৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের উপাধি ধর্ম্মের অধ্যাস বর্ণনা করিতেছেন—'ক্বচিৎ' ইত্যাদি। যেমন শ্রী-গীতাতে উক্ত হইয়াছে—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" (৩।২৭) ইত্যাদি, অর্থাৎ দেহাদিতে অহং বুদ্ধি দ্বারা বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি, প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ কার্য্য ইন্দ্রিয়-কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ যে সকল কর্ম্ম, তাহা আমিই করিতেছি, এইরূপ মনে করে। 'জক্ষন্ত্যাং' —সেই বুদ্ধিরূপা রমণী মোদকাদি চর্ব্বণ করিতে থাকিলে জীব পুরঞ্জনও তৎকার্য্যই করিতেন॥৫৭॥

ক্বচিদ্‌গায়তি গায়ন্ত্যাং রুদন্ত্যাং রোদিতি ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ধসন্ত্যাং হসতি জল্পন্ত্যামনুজল্পতি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ গায়ন্ত্যাং (তস্যাং) গায়তি ক্বচিৎ রুদন্ত্যাং (তস্যাং) রোদিতি, ক্বচিৎ হসন্ত্যাং (তস্যাং) হসতি, জল্পন্ত্যাম্ অনুজল্পতি॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—পত্নী গান করিতে থাকিলে গান, পত্নী রোদন করিলে রোদন, পত্নী হাস্য করিলে হাস্য, গল্প করিলে পুরঞ্জন উহারই অনুকরণ করেন॥ ৫৮ ॥

ক্বচিদ্ধাবতি ধাবন্ত্যাং তিষ্ঠন্ত্যামনুতিষ্ঠতি।
অনুশেতে শয়ানায়ামন্বাস্তে ক্বচিদাসতীম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ ধাবন্ত্যাং (তস্যাং) ধাবতি, তিষ্ঠন্ত্যাং (তস্যাম) অনুতিষ্ঠতি, শয়ানায়াং (তস্যাম্) অনুশেতে, ক্বচিৎ আসতীম্ (আসীনাম্) অনু (পশ্চাৎ) আস্তে (উপবিশতি)॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—কখনও পত্নী ধাবিত হইতে থাকিলে ধাবিত হন, অবস্থিতা হইলে অবস্থান করেন, শয়ন করিলে তৎপশ্চাৎ শয়ন ও উপবেশন করিলে তদনু-করণ করেন॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—আসতীমাসীনাম্॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসতীম্'—আসীনাং (এখানে আস্ ধাতু আত্মনেপদী বলিয়া শানচ্ প্রত্যয়ে

স্ত্রীলিঙ্গে আসীনা হইবে, দ্বিতীয়ার এক বচন আসীনাং)। সেই পত্নী উপবেশন করিলে পুরঞ্জনও উপবেশন করিতেন ॥ ৫৯ ॥

কুচিৎ শৃণোতি শৃণ্বন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনুপশ্যতি ।
কুচিজ্জিঘ্রতি জিঘ্রন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি কুচিৎ ॥৬০॥

অন্বয়ঃ—কুচিৎ শৃণ্বন্ত্যাং (তস্যাং) শৃণোতি, পশ্যন্ত্যাং (তস্যাং) অনুপশ্যতি ; কুচিৎ জিঘ্রন্ত্যাং (তস্যাং) জিঘ্রতি (জিঘ্রাতি ঘ্রাণং গৃহ্ণাতি) কুচিৎ স্পৃশন্ত্যাং (তস্যাং) স্পৃশতি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—কখনও বা পত্নী শ্রবণ করিলে শ্রবণ করেন, দর্শন করিলে দর্শন করেন, ঘ্রাণ লইলে ঘ্রাণ গ্রহণ করেন এবং কখনও বা স্পর্শ করিলে স্পর্শ করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

কুচিচ্চ শোচতী জায়ামনুশোচতি দীনবৎ ।
অনুহৃষ্যতি হৃষ্যন্ত্যাং মুদিতামনুমোদতে ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—কুচিৎ চ শোচতীং জায়াং (দৃষ্ট্বা) দীনবৎ (অনাথঃ ইব) অনুশোচতি (অনু পশ্চাৎ শোকং করোতি) হৃষ্যন্ত্যাম্ (আনন্দিতায়াং তস্যাম্) অনুহৃষ্যতি (অনু পশ্চাৎ সন্তুষ্যতি) মুদিতাং (হৃষ্টাম্) অনুমোদতে (পশ্চাৎ হৃষ্যতি) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—পত্নী শোক করিতে থাকিলে পুরঞ্জনও অনাথের ন্যায় অনুশোচনা করিয়া থাকেন ; জায়া আনন্দিতা হইলে পুরঞ্জনও তাহা দেখিয়া আনন্দিত হন, পত্নী হৃষ্টা হইলে তৎপশ্চাৎ তিনিও হৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥

বিপ্রলব্ধো মহিষ্যৈবং সর্ব্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ ।
নেচ্ছন্ননুকরোত্যজ্ঞঃ ক্লৈব্যাৎ ক্রীড়ামৃগো যথা ॥৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—এবং মহিষ্যা বিপ্রলব্ধঃ (প্রতারিতঃ) (অতএব) সর্ব্বপ্রকৃতি-বঞ্চিতঃ (সর্ব্বা অসঙ্গত্বাদিলক্ষণা প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ বঞ্চিতা যস্য সঃ) অজ্ঞঃ (সঃ) ক্রীড়ামৃগঃ যথা (গৃহবানরঃ যথা) ক্লৈব্যাৎ (পারবশ্যাৎ) নেচ্ছন্ (অনিচ্ছন্ অপি স্ত্রিয়ম্) অনুকরোতি স্ম (অনুকূলবদাচরতি স্ম) ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ—এইরূপে মহিষীর (বুদ্ধির) দ্বারা প্রতারিত হইয়া পুরঞ্জন জড়ে স্বীয় অনাসক্তস্বরূপ (কেননা, জীবাত্মার নিত্যস্বরূপ কখনও জড়ে আসক্ত নহেন) হইতে বঞ্চিত হন। তখন সেই মূর্খ দেহাসক্ত জীব ক্রীড়ামৃগের ন্যায় পরবশ হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও স্ত্রীর (বুদ্ধির) কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ জীব স্বীয়প্রকৃতি বা বুদ্ধির ধর্ম্ম নিজের উপর আরোপ করিয়া থাকেন) ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বিশেষেণ প্রকর্ষেণ এবমনেন প্রকারেণ লব্ধঃ প্রাপ্তঃ। সর্ব্বয়া প্রকৃত্যা স্বভাবেন জ্ঞানানন্দাদিরূপয়া বঞ্চিতস্ত্যাজিতঃ। নেচ্ছন্ একেন স্ব-স্বভাবেন বস্তুতস্তত্তদনিচ্ছন্নপি ক্লৈব্যাৎ পারবশ্য-প্রাপকাদপরস্মাৎ স্বভাবাৎ অনুকরোতি তদ্ধর্ম্মমাত্মন্যধ্যস্যতি ॥ ৬২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রলব্ধঃ'—প্রকৃষ্টরূপে এই প্রকারে মোহ প্রাপ্ত হইয়া, 'সর্ব্ব-প্রকৃতি-বঞ্চিতঃ', নিজের সকলপ্রকার জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি স্বভাবের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেন, (অর্থাৎ মায়ামুগ্ধ জীব পুরঞ্জন তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য হইলেন)। 'নেচ্ছন্'—একজনের স্বভাব বস্তুতঃ ইচ্ছা না থাকিলেও 'ক্লৈব্যাৎ' —পারবশ্য-হেতু (অর্থাৎ অত্যন্ত বিষয়াত্মিকা বদ্ধির বশহেতু) অপরে অনুকরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অপরের সেই সেই ধর্ম্ম নিজেতে আরোপিত করে। (কথাপক্ষে—এইরূপে রাজা পুরঞ্জন, নিজের মহিষীকর্তৃক প্রতারিত হইয়া, আপনার স্বভাব হইতে বঞ্চিত হইলেন, সুতরাং তিনি স্ত্রীপরবশ হইয়া ক্রীড়ামৃগের

ন্যায় ইচ্ছা না থাকিলেও স্ত্রীর কার্য্যের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন) ॥ ৬২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২৫ ॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ও তদনুগ শ্রীমদ্‌বিজয়ধ্বজ তীর্থ এই অধ্যায়ে নিম্নোল্লিখিত শ্লোকটী অতিরিক্ত পাঠরূপে স্থির করিয়া তাহা স্বকৃত-টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

তেষাং পরিবৃঢ়ো রাজন্ সর্ব্বেষাং বলিমুদ্বহন্।
সস্ত্রীকানাং সখা তস্যা বহুরূপেঽগ্রণীঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ বহুরূপঃ অগ্রণীঃ সখা তেষাং সর্ব্বেষাং সস্ত্রীকাণাং (পুরুষাণাং) পরিবৃঢ়ঃ (সন্) বলিম্ উদ্বহন্ (স্থিতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—সেই প্রমদোত্তমার বহুরূপধারী এক-জন প্রধান সখা ছিলেন। তিনিই সেই সকল সস্ত্রীক পুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া পূজোপহারাদি সম্পাদন করিতেন ॥ ১ ॥

মধ্ব—

যে পুরঞ্জনভৃত্যাদ্যা ভার্য্যাদ্যাঃ সর্ব্ব এব চ।
তেঽপি মানুষবুদ্ধ্যাদের্বিজ্ঞেয়া অভিমানিনঃ ॥
গায়ত্র্যাদ্যাস্তু দেবানাং তেঽপি চৈতেষু সংস্থিতাঃ।
অলক্ষ্মীদ্বাপরাদ্যাস্তু আসুরাস্তেঽপি মানুষাঃ ॥
ইতি চ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে তাৎপর্য্যে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের পুরঞ্জনোপাখ্যানে উপদিষ্ট রূপকটী এই—

পুরঞ্জন—জীব। রাজা—ইন্দ্রিয়াধিপতি মন, তদভিমানী জীব। বৃহচ্ছ্রবাঃ—দৃষ্টাদৃষ্ট-সুখের নিমিত্ত কর্ম্মাদি-শ্রবণেচ্ছু জীব। সখা—ভগবান্ "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ উঃ ও ভাঃ ১১।১১।৬ দ্রষ্টব্য)। শরণ—ভোগোপযোগী শরীর। পুর—মনুষ্যদেহ। প্রাচীর—ত্বগিন্দ্রিয়। উপবন—বাহ্যবিষয়। অট্টালিকা—মুখ। পরিখা—ত্রিগুণ। অক্ষ (গবাক্ষ)—লোমকূপ। তোরণ (বহির্দ্বার)—নেত্র। স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহময়শৃঙ্গবিশিষ্ট গৃহ—বাত-পিত্ত-কফময় শরীর, অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় দেহ। নীল-স্ফটিকবৈদূর্য্যমুক্তামাণিক্যদ্বারা নির্ম্মিত হর্ম্ম্যস্থলী—হৃদয়, কণ্ঠ ও ভ্রূমধ্যস্থিত রক্ত ও নীলবর্ণের নাড়ীর দ্বারা সজ্জিত দেহাভ্যন্তরপ্রদেশ। সভা—জীবের হৃদয়। চত্বর (চতুষ্পথ)—মুখ, নাসা, নয়ন, কর্ণ। আক্রীড়ায়তন (দ্যূতক্রীড়াস্থান)—ইন্দ্রিয়তর্পণাদি। আপণ (হট্ট)—মনোময়চক্র। চৈত্য (বিশ্রাম-স্থান)—চিত্ত। ধ্বজা—ভগবদ্বৈমুখ্য। পতাকা—পঞ্চক্লেশ। বিদ্রুম-বেদী—আধারচক্র। হিমনির্ঝর—রস। কুসুমাকর—গন্ধ। বায়ু—স্পর্শ। পঞ্চশীর্ষা অহি—পঞ্চপ্রাণ। প্রমদোত্তমা (পুরঞ্জনী)—বিষয়বিবেক-বতী বুদ্ধি, অথবা অবিদ্যা বৃত্তি। দশটী ভৃত্য—দশেন্দ্রিয়। শত নায়িকা—অসংখ্য-ইন্দ্রিয়বৃত্তি। কাম-রূপিণী—বিবিধবাসনাবতী বুদ্ধি। অপ্রৌঢ়—অজ্ঞান-বিমূঢ়-জীবের বুদ্ধি। পিশঙ্গনীবী—রজোগুণময় আব-রণ। শ্যামা—অজ্ঞানতমসাবৃতা। স্তনদ্বয়—রাগদ্বেষ। নির্জ্জন বন—স্বমোহন প্রপঞ্চ। ভবানী—সৌন্দর্য্য। বাক্ (সরস্বতী)—বুদ্ধিমত্তা। রমা—মহা-সম্পত্তি। পদ্মকোশ—জীবের বিবেক। অপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়—খণ্ড জ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু-রহিত। মনোভব—বৈষয়িকী বাসনা। আনন, সুভ্রূ, সুতার-লোচন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ। হৃদিনী—হৃদয়াকাশ। পুরীর ঊর্দ্ধ-দেশ—দুইকর্ণ, দুই চক্ষু, মুখ ও নাসারন্ধ্রদ্বয়, এই সপ্তদ্বার। পুরীর অধোভাগ—গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ। পঞ্চাল—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দস্পর্শাদি পঞ্চপ্রকার বিষয়। অন্তঃপুর—হৃদয়। বিষূচীন—ইন্দ্রিয়াধিপতি মন।

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

স একদা মহেষ্বাসো রথং পঞ্চাশ্বমাশুগম্‌ ।
দ্বীষং দ্বিচক্রমেকাক্ষং ত্রিবেণুং পঞ্চবন্ধুরম্‌ ॥ ১ ॥
একরশ্ম্যেকদমনমেকনীড়ং দ্বিকূবরম্‌ ।
পঞ্চপ্রহরণং সপ্ত-বরূথং পঞ্চবিক্রমম্‌ ॥ ২ ॥
হৈমোপস্করমারুহ্য স্বর্ণবর্ম্মাক্ষয়েষুধিঃ ।
একাদশ-চমূনাথঃ পঞ্চপ্রস্থমগাদ্বনম্‌ ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষড়বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পুরঞ্জন মৃগয়াচ্ছলে জীবের স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা এবং সদ্বুদ্ধি-পরিত্যাগফলে সংসারাসক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক রাজা পুরঞ্জনের (জীবের) সদ্বুদ্ধিরূপা জায়াকে পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ পঞ্চ-অশ্বসংযুক্ত স্বপ্নদেহরূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়রূপ 'পঞ্চপ্রস্থ' নামক বনে গমন, রাগদ্বেষাদির অভিনিবেশরূপ শরদ্বারা ভোগ্যবিষয়রূপ বনস্থ-পশু-সংহার (ভোগ), অবশেষে নিজকৃত দুষ্কর্ম্মস্মরণ জন্য ব্যাকুলতারূপ শ্রান্তি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন, প্রায়শ্চিত্তরূপ স্নান, অমেধ্যভোজন-পরিত্যাগরূপ উচিত আহারাদি করিয়া ধর্ম্মজ্ঞনাদির উপদেশরূপ ধূপচন্দনাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া শয্যায় শয়ন, ধর্ম্মশীলা-বুদ্ধিরূপা স্ত্রীর সহবাসেচ্ছা, জায়াকে দেখিতে না পাইয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপিণী অন্তঃপুরচারিণীদিগকে জায়ার বিষয়ে প্রশ্ন, বিষ্ণুভক্তিরূপা মাতা ও ধর্ম্মশীলা-বুদ্ধিরূপা জায়া-বিরহিত দেহরূপ গৃহ যে বাসের অযোগ্য, তৎসমুদয় উপদেশ-কথন, অন্তঃপুরচারিণীগণকর্ত্তৃক পুরঞ্জনীর অনাবৃত ভূমিতলে অবস্থিতি-নির্দ্দেশ, তদ্দর্শনে পুরঞ্জনের সদ্বুদ্ধিরূপা জায়ার পাদযুগলস্পর্শ অর্থাৎ অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্বুদ্ধির সম্মান এবং ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক অর্থাৎ সদ্বুদ্ধিকে হৃদয়ে পুনঃস্থাপন করিয়া নানাভাবে সান্ত্বনা-প্রদান এবং জায়ার মুখমণ্ডলে পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্নতা না দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমা ভিক্ষা এবং সম্ভোগদানদ্বারা কৃতার্থ করিবার জন্য অনুনয়-বিনয়াদি বর্ণিত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—একদা সঃ মহেষ্বাসঃ (মহান্‌ ইষ্বাসঃ ধনুঃ, পক্ষে,—কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিনিবেশঃ যস্য সঃ) স্বর্ণবর্ম্মা (স্বর্ণময়ং কবচং যস্য সঃ, পক্ষে,—রজোগুণকৃতং বর্ম্ম আবরকং যস্য সঃ) অক্ষয়েষুধিঃ (অক্ষয়ঃ সদা বাণপূর্ণঃ ইষুধিঃ অহঙ্কারোপাধিঃ যস্য সঃ) একাদশচমূনাথঃ (একাদশঃ মনোরূপঃ চমূনাথঃ সেনাপতিঃ যস্য সঃ, পক্ষে,—একাদশঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকঃ মনঃ এব জ্ঞানকর্ম্মভেদেন দশেন্দ্রিয়লক্ষণা যা চমূঃ তস্যাঃ নাথঃ যঃ সঃ পুরঞ্জনঃ) পঞ্চাশ্বং (পঞ্চ অশ্বাঃ যস্য তং, পক্ষে,—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ানি অশ্বাঃ যস্য তম্‌) আশুগং (শীঘ্রগামিনং) দ্বীষং (দ্বে অহন্তা-মমতে ঈষে দণ্ডিকে যস্য তং) দ্বিচক্রং (দ্বে পুণ্যপাপে চক্রে যস্য তম্‌) একাক্ষম্‌ (একং প্রধানম্‌ অক্ষঃ যস্য তং) ত্রিবেণুং (ত্রয়ঃ গুণাঃ বেণবঃ ধ্বজাঃ যস্য তং) পঞ্চবন্ধুরং (পঞ্চ-প্রাণাঃ বন্ধুরাণি বন্ধনানি যস্য তম্‌) একরশ্মিঃ (একং মনঃ রশ্মিঃ প্রগ্রহঃ যস্য তম্‌) একদমনম্‌ (একা বুদ্ধিঃ দমনঃ সূতঃ যস্য তম) একনীড়ম্‌ (একং হৃদয়ং নীড়ং রথিনঃ উপবেশনস্থানং যস্মিন্‌ তং) দ্বিকূবরং (দ্বৌ শোকমোহৌ কুবরৌ যুগবন্ধনস্থানং যস্য তং) পঞ্চপ্রহরণং (পঞ্চশব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ প্রহ্রিয়ন্তে প্রক্ষিপ্যন্তে যস্মিন্‌ তং) সপ্তবরূথং (সপ্তধাতবঃ বরূথাঃ রক্ষণার্থং চর্ম্মাদ্যাবরণানি যস্য তং) পঞ্চবিক্রমং (পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বিক্রমা গতিপ্রকারা যস্য তং) হৈমোপস্করং (সৌবর্ণভরণং) রথং (স্বপ্নদেহম্‌) আরুহ্য পঞ্চপ্রস্থং (পঞ্চশব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ প্রস্থাঃ সানবঃ যস্মিন্‌ তৎ) বনং (ভজনীয়দেশম্‌) অগাৎ (গতবান্‌) ॥ ১-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—(হে রাজন্‌,) একদা সেই পুরঞ্জন (জীব) মহদ্‌ধনু (কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিনিবেশ) হস্তে গ্রহণ করিয়া, স্বর্ণময় কবচ (রজোগুণ কৃত আবরণ) ধারণপূর্ব্বক এবং পৃষ্ঠদেশে অক্ষয় তূণীর (অনন্ত ভোগবাসনা-রূপ অহঙ্কারোপাধি) বন্ধন করিয়া একটী রথে (স্বপ্নদেহে) 'পঞ্চপ্রস্থ' (শব্দাদি পঞ্চবিষয়) নামক বনে গমন

করিলেন। ইন্দ্রিয়াধিপতি 'মন' নামক সেনাপতি পুরঞ্জনের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। ঐ রথে পাঁচটী অশ্ব (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) সংযুক্ত থাকাতে উহা অতীব শীঘ্রগামী। ঐ রথের দুইটী দণ্ড ('অহংতা' ও 'মমতা'), দুইটি চক্র (পাপ ও পুণ্য), একটী অক্ষ বা ধুর (প্রধান), তিনটী ধ্বজ-দণ্ড (ত্রিগুণ), পাঁচটী বন্ধন (পঞ্চপ্রাণ), একগাছি রজ্জু (মন), একজন সারথি (বুদ্ধি), একটীমাত্র রথীর উপবেশন-স্থান (হৃদয়) এবং দুইটী যুগ (জোয়াল)-বন্ধন-স্থান (শোক ও মোহ); উহাদ্বারা শব্দাদি পঞ্চবিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়। ঐ রথের সাত খানি আবরণ-বস্ত্র (সপ্তধাতু) এবং উহার পঞ্চবিধ গতি ॥ ১-৩ ॥

বিশ্বনাথ—

ধার্ম্মিকস্যাপি জীবস্য দৈবাৎ তামস-ভাবতঃ।
ষড়্‌বিংশে সদ্ধিয়স্ত্যাগঃ পুনঃ প্রাপ্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥০॥

ধার্ম্মিকস্য বিবেকিনোঽপি জীবস্য কদাচিদ্দৈববশাৎ তামস-ভাবোদ্গমেনাবিবেকতো নিষিদ্ধবিষয়াসক্তিঃ স্যাদিতি দর্শয়ন্ বিষয়লৌল্যাতিরেকার্থমেব দেহং রথরূপত্বেন বর্ণয়তি—স এবৈকস্মিন্ সময়ে রথমারুহ্য পঞ্চপ্রস্থং বনমগাৎ ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। মহানিষ্বাসো ধনুঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য সঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যশ্বা যস্য, আশুগং শীঘ্রগতিম্। দ্বে অহংতা-মমতে ঈষে দণ্ডিকে যস্য, দ্বে পুণ্যপাপে চক্রে যস্য; একং প্রধানমক্ষো যস্য ত্রয়ো গুণা বেণবো ধ্বজা যস্য; পঞ্চ প্রাণা বন্ধুরাণি নিবন্ধনানি যস্য; একঃ মনো রশ্মিঃ প্রগ্রহো যস্য সঃ। একা বুদ্ধির্দমনঃ সূতো যস্য তং চ। একং হৃদয়ং নীড়ং রথিন উপবেশস্থানং যত্র, দ্বৌ শোকমোহৌ কূবরৌ যুগবন্ধনস্থানং যস্য; পঞ্চ ইন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ শ্রবণাদয়ঃ প্রহরণান্যস্ত্রাণি যস্য; সপ্তধাতবো বরূথা রথরক্ষার্থং চর্ম্মাদ্যাবরণানি যস্য, পঞ্চবিক্রমং; কথাপক্ষে—বিস্তৃতবিক্রমং "পচি বিস্তারে"; অধ্যাত্মপক্ষে—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বিক্রমা গমনানি যস্য, হৈমোপস্করং স্বর্ণময়পরিচ্ছদম্; অধ্যাত্মপক্ষে—হৈমা হিমসম্বন্ধিন উপস্করা অতিজাড্যাদস্ফূর্ত্তয় পরিচ্ছদা যস্য। স্বর্ণবর্ম্মা রজোগুণকবচঃ অক্ষয়েষুধিঃ অনন্তবাসনঃ। একাদশ চমূনাথাঃ সেনান্যো যস্য সঃ; পক্ষে—একাদশো মনোরূপশ্চমূপতির্যস্য সঃ। বাসনাহেতোর্মনসঃ প্রগ্রহত্বং সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকস্য মনসো বৃহদ্বলত্বেন বক্ষ্যমাণস্য চমূনাথত্বমিতি বিভাগঃ। পঞ্চপ্রস্থং পঞ্চপ্রস্থসংজ্ঞম্; পক্ষে—পঞ্চশব্দাদিমদ্বস্তূনি প্রস্থাঃ সানবো যত্র তৎ ॥ ১-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে ধার্ম্মিক জীবেরও দৈববশতঃ তামসিক ভাব হইতে সদ্বুদ্ধির ত্যাগ এবং পুনরায় তাহার প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

ধর্ম্মপরায়ণ বিবেকবান্ জনেরও কখন আকস্মিক তামস ভাবের উদ্গম হওয়ায় অবিবেচনাবশতঃ নিষিদ্ধ বিষয়ে আসক্তি হইয়া থাকে—ইহা প্রদর্শন করাইতে বিষয়-লোলুপতার প্রবলতা-হেতু দেহকে রথরূপে বর্ণনা করিতেছেন—'স একদা' ইত্যাদি। সেই রাজা পুরঞ্জন (জীব) কোন এক সময় রথে আরোহণপূর্ব্বক 'পঞ্চপ্রস্থম্ অগাৎ'—পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করিয়াছিলেন, ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'মহেষ্বাসঃ'—মহান্ ধনু অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি অভিনিবেশ যাহার, সেই জীব পুরঞ্জন। 'পঞ্চাশ্বং'—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) অশ্বসকল যাহার, তাদৃশ শরীররূপ রথ। 'আশুগং'—শীঘ্রগামী, 'দ্বীষং'—অহঙ্কার ও মমতারূপ দুইটি দণ্ড যাহার, 'দ্বিচক্রম্'—পাপ ও পুণ্যরূপ চক্রদ্বয় যাহার, 'একাক্ষং'—একটি প্রধান (প্রকৃতি) অক্ষ যাহার, 'ত্রি-বেণুং'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ তিনটি বেণু অর্থাৎ ধ্বজা যাহার, 'পঞ্চ-বন্ধুরম্'—পঞ্চ প্রাণরূপ বন্ধন যাহার, তাদৃশ দেহরূপ রথে আরোহণ করিয়া, (অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার পর ঐ জীব, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অভিমানবিশিষ্ট হইয়া, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ অশ্বযুক্ত, দ্রুতগামী এবং অহঙ্কার ও মমতারূপ দণ্ডদ্বয়-নিবদ্ধ, পাপ-পুণ্যরূপ চক্রদ্বয়-বিশিষ্ট, প্রকৃতি-যুক্ত সত্ত্ব-রজস্তমোরূপ তিনটি ধ্বজা-সমন্বিত পঞ্চ-প্রাণরূপ বন্ধনবিশিষ্ট স্বপ্নদেহরূপ রথ অবলম্বন করিয়া শব্দ-আদি পঞ্চ বিষয়বিশিষ্ট ভোগস্থান প্রাপ্ত হইলেন)।

'একরশ্মিঃ'—(ঐ স্বপ্নদেহরূপ রথের) মনোরূপ একটি রশ্মি অর্থাৎ প্রগ্রহ (অশ্বরজ্জু), 'একদমনং'—একজন বুদ্ধিরূপ দমন অর্থাৎ সারথি যাহার, 'এক-নীড়ং'—একটি হৃদয়রূপ নীড় অর্থাৎ সারথির উপ-

বেশন স্থান যেখানে, 'দ্বি-কূবরম্'—দুইটি শোক ও মোহরূপ কূবর অর্থাৎ যুগবন্ধনের স্থান যাহার, 'পঞ্চ-প্রহরণম্'—পাঁচটি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার-রূপ প্রহরণ, অর্থাৎ অস্ত্র যাহার, 'সপ্ত-বরূথং'—সপ্ত ধাতুই বরূথ, অর্থাৎ রথের রক্ষার নিমিত্ত চর্ম্মাদির আবরণ যাহার, 'পঞ্চ-বিক্রমং'—কথাপক্ষে, বিস্তৃত বিক্রম যাহার, পচ্ ধাতু বিস্তার অর্থে, অধ্যাত্মপক্ষে—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ বিক্রম বলিতে গতি যাহার (তাদৃশ দেহরূপ রথ)। (পুনরায় শরীরেরই বর্ণনা করিতেছেন—ঐ রথের অর্থাৎ স্বপ্নদেহের মনোরূপ একটি রশ্মি, বুদ্ধি সারথি, হৃদয়—রথির উপবেশন স্থান, শোক-মোহ দুইটি যুগন্ধর, শব্দাদি পাঁচটি বিষয়রূপ প্রহরণ-সমন্বিত, রক্ষার্থ চর্ম্মরূপ সপ্তাবরণযুক্ত, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ গতি-বিশিষ্ট স্বপ্নদেহ অবলম্বন করতঃ পঞ্চপ্রস্থ নামক বন, অর্থাৎ যে স্থানে শব্দাদি পঞ্চ-বিষয়ের ভোগ করা যায়, তাদৃশ স্থান জীব (পুরঞ্জন) প্রাপ্ত হইলেন।)

'হৈমোপস্করম্'—স্বর্ণময় আভরণ, অধ্যাত্মপক্ষে—হিম-সম্বন্ধীয় উপস্কর, অর্থাৎ অতিশয় জাড্যবশতঃ অস্ফূর্ত্তিরূপ পরিচ্ছদ যাহার। 'স্বর্ণবর্ম্মাক্ষয়েষুধিঃ'—স্বর্ণময় বর্ম্ম বলিতে রজোগুণ-বিশিষ্ট কবচ এবং অক্ষয় ইষুধি বলিতে অনন্ত বাসনা যাহার। 'একাদশ-চমূনাথঃ'—এগার জন চমূনাথ বলিতে সেনাসমূহ যাহার, অধ্যাত্মপক্ষে—একাদশ (পূরণবাচী) মনোরূপ সৈন্যাধিপতি যাহার। এখানে বাসনাহেতু মনের প্রগ্রহত্ব, এবং পরে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের অত্যধিক বলবত্ত্বা-হেতু চমূ-নাথত্ব (সেনাধ্যক্ষত্ব)—এই বিভাগ করা হইয়াছে। 'পঞ্চপ্রস্থ'—বলিতে পঞ্চপ্রস্থ নামক বন, অধ্যাত্মপক্ষে—পঞ্চ শব্দাদি বস্তুতে প্রস্থ বলিতে সমতলভূমি, অর্থাৎ যেখানে শব্দাদি বিষয় আছে, তাদৃশ ভোগস্থান। (ঐ জীব কি কি গুণবিশিষ্ট এবং স্বপ্নদেহ কি প্রকার, তাহাই পুনরায় বলিতেছেন—অনন্ত বাসনাশ্রয় অহঙ্কার-বিশিষ্ট একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মনেরও কর্ত্তা সেই জীব, সুবর্ণাভরণযুক্ত স্বপ্নদেহ আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন।) ॥ ১-৩ ॥

চচারো মৃগয়াং তত্র দৃপ্ত আর্ত্তেষু-কার্ম্মুকঃ।
বিহায় জায়ামতদর্হাং মৃগব্যসনলালসঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—আর্ত্তেষু-কার্ম্মুকঃ (আর্ত্তাঃ গৃহীতাঃ ইষবঃ কার্ম্মুকঞ্চ যেন সঃ, পক্ষে, ইষবঃ রাগাদয়ঃ দোষাঃ অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা চ ইত্যভিনিবেশরূপং কার্ম্মুকং যেন সঃ) মৃগব্যসনলালসঃ (মৃগে মৃগয়ায়াং মৃগমাংসাদনে বা ব্যসনং তত্র লালসা অতিস্পৃহা যস্য সঃ, পক্ষে, মৃগ্যন্তে ইতি মৃগাঃ বিষয়াঃ তেষু ব্যসনং ভোগাসক্তিঃ তেন লালসা অতিস্পৃহা যস্য সঃ পুরঞ্জনঃ) অতদর্হাং (ত্যাগাযোগ্যাং) জায়াং (স্ত্রিয়ং, পক্ষে, বিবেকবতীং বুদ্ধিং) বিহায় দৃপ্তঃ (সন্) তত্র (তত্র বনে) মৃগয়াং চচার ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—পুরঞ্জন সেই বনে উপস্থিত হইলেন এবং ত্যাগের অযোগ্যা স্ত্রীকে (বিবেকবতী বুদ্ধি) পরিত্যাগ করিয়া মৃগয়া-ব্যসন-লালসায় (বিষয়ভোগ-লালসায়) ধনুর্ব্বাণ (রাগদ্বেষাদি এবং 'অহং কর্ত্তা', 'অহং ভোক্তা' রূপ অভিনিবেশ) গ্রহণপূর্ব্বক সদর্পে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—মৃগয়াং পরদারগমনাদিপাপম্। ইষবো রাগদ্বেষাদয়ঃ। কার্ম্মুকং ভোগাভিনিবেশরূপম্। জায়াং ধর্ম্মশীলাং বুদ্ধিম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃগয়াং'—মৃগয়া বলিতে পরদার গমনাদিরূপ পাপ। 'ইষবঃ'—ইষু বলিতে রাগ-দ্বেষাদি এবং কার্ম্মুক ভোগাদিতে অভিনিবেশ-রূপ (ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক), 'জায়াং'—জায়া অর্থাৎ ধর্ম্মশীলা বুদ্ধিকে (পরিত্যাগ করতঃ পুরঞ্জন সেই বনে পাপ-কার্য্যাদি করিতে লাগিলেন) ॥ ৪ ॥

আসুরীং বৃত্তিমাশ্রিত্য ঘোরাত্মা নিরনুগ্রহঃ।
ন্যহনন্নিশিতৈর্বাণৈর্বনেষু বনগোচরান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—নিরনুগ্রহঃ (কৃপারহিতঃ অতঃ) আসুরীং (ক্রূরাং) বৃত্তিম্ আশ্রিত্য ঘোরাত্মা (ভয়ঙ্করস্বরূপঃ সন্) বনেষু (ভোগযোগ্যদেশেষু) বনগোচরান্ (পক্ষে, ভোগ্যবিষয়ান্) নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) বাণৈঃ (শরৈঃ, পক্ষে,—রাগাদিভিঃ) ন্যহনৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—নির্দ্দয় পুরঞ্জন আসুরীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভয়ঙ্কর স্বরূপ ধারণ করিলেন এবং শাণিত

শর (রাগদ্বেষাদি) দ্বারা অরণ্যে (ভোগের উপযোগি-দেশে) যত বনচারী (ভোগ্য বিষয়) ছিল, তৎসমুদয়ই সংহার (আত্মসাৎ) করিলেন ।। ৫ ।।

বিশ্বনাথ—ন্যহনন্নিতি বাণাদিকরণক-হিংসাদি-পাপং কৃতবানিত্যর্থঃ ।। ৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন্যহণৎ'—বাণাদির দ্বারা হিংসাদি পাপ করিতে লাগিলেন—এই অর্থ ।। ৫ ।।

———

তীর্থেষু প্রতিদৃষ্টেষু রাজা মেধ্যান্ পশূন্ বনে ।
যাবদর্থমলং লুব্ধো হন্যাদিতি নিয়ম্যতে ।। ৬ ।।

অন্বয়ঃ—(যদি) অলম্ (অত্যর্থং) লুব্ধঃ (মাংসাসক্তঃ সন্ পক্ষে, বিষয়াসক্তঃ) পশূন্ হন্যাৎ (পক্ষে, বিষয়ান্ ভুঞ্জীত, তর্হি) তীর্থেষু (শ্রাদ্ধাদিষু এব, পক্ষে, উচিত-কালদেশাদিষু এব হন্যাৎ, তত্রাপি) প্রতিদৃষ্টেষু (শাস্ত্রেণ উপদিষ্টেষু যেষু হননং শাস্ত্রেণ বিহিতং, তেষু এব ন নিত্যশ্রাদ্ধাদিষু পক্ষে, ঋতু-কালাদিষু অপি) রাজা মেধ্যান্ (বিহিতান্ এব নান্যান্) বনে এব (বিহিতকালদেশাদৌ ন অন্যত্র) তত্রাপি যাবদর্থং (যাবদুপযোগমেব, ন অধিকম্) ইতি নিয়ম্যতে ।। ৬ ।।

অনুবাদ—যদি অত্যন্ত মাংসাসক্ত (বিষয়াসক্ত) হইয়া কেহ পশুহত্যা করিতে চান (বিষয়-ভোগে উদ্যত হন), তাহা হইলে তিনি শাস্ত্রের সংযত নিয়মানুসারে পশুহনন (বিষয়-ভোগ) করিতে পারেন, (কিন্তু ইহা বিধি নহে, উদ্দাম ভোগপ্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করাই উদ্দেশ্য)। সেই পশুহননও আবার সর্ব্বকালে বিধেয় নহে, কোনও কোনও শ্রাদ্ধাদিতে উচিত অকাল-দেশাদিতে—যেমন, কলিকালে মানবের যজ্ঞীয়-পশু প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত করিবার শক্তি না থাকায় উহা তৎকালে বিধি নহে); আবার শ্রাদ্ধাদিতে বিধি হইলেও শাস্ত্রোপদিষ্ট কোনও বিশেষ বিশেষ শ্রাদ্ধেই বিধি, নিত্য শ্রাদ্ধাদিতে নহে (যেমন, ঋতুকালেই বৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বিধি)। লুব্ধ রাজার পক্ষে মৃগয়া বিধি হইলেও বিহিত দেশ-কাল অর্থাৎ বনেই উহার বিধি এবং যাবন্মাত্র আবশ্যক তাবন্মাত্র-গ্রহণই শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত (অর্থাৎ জীবের বিষয়সেবা যাবন্মাত্র তাহার দেহযাত্রার জন্য প্রয়োজন, তাবন্ মাত্রই কর্ত্তব্য ; অধিক গ্রহণ—শাস্ত্রের আদেশ নহে)।।৬।।

বিশ্বনাথ—ননু কথাপক্ষে,—রাজ্ঞো মৃগয়া বিহিতৈব ; আধ্যাত্মপক্ষেঽপি— জীবস্য ভোক্তৃত্বাদ্বিষয়ভোগ উচিত এবেতি কিমিতি নিন্দ্যত ইত্যত আহ—তীর্থেষ্বিতি ত্রিভিঃ। অয়ং ভাবঃ—ন হি মৃগয়া বিধীয়তে রাগপ্রাপ্তত্বাৎ, কিন্তু নিয়ম্যতে প্রবৃত্তিঃ সঙ্কোচ্যতে। নিয়মমেব ষড়্বিধং দর্শয়তি—যদ্যলমত্যর্থং লুব্ধো রাগী সন্ হন্যাৎ, তর্হি তীর্থেষু শ্রাদ্ধাদিষ্বেব ; তত্রাপি শ্রুতিদৃষ্টেষু প্রখ্যাতেষ্বেব ন নিত্যশ্রাদ্ধাদিষু ; তত্রাপি রাজৈব মেধ্যানেব বন এব যাবদুপযোগমেবেতি। এবং জীবস্য বিষয়সেবাপি যাবদুপযোগমেব ন যথেষ্টমিত্যভ্যনুজ্ঞা-রূপো নিয়ম এবেত্যর্থঃ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কথা-পক্ষে—মৃগয়া রাজাদিগের শাস্ত্র-সম্মতই, অধ্যাত্মপক্ষেও—জীব ভোক্তা বলিয়া তাহার বিষয়ভোগ উচিতই, সুতরাং কিজন্য নিন্দা করা হইতেছে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'তীর্থেষু' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। এই তাৎপর্য্যার্থ—মৃগয়া করা বিধান করা হয় নাই, কারণ উহা রাগতঃ (আসক্তিবশতঃ) প্রাপ্তই, কিন্তু নিয়ম, অর্থাৎ প্রবৃত্তির সঙ্কোচন করা হইয়াছে। এই শ্লোকে ছয় প্রকার নিয়মই দেখাইতেছেন—'অলং লুব্ধঃ'—রাজা যদি মাংসাদিতে অত্যন্ত লুব্ধ, অর্থাৎ আসক্ত হন, তবে পশু বধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলেও 'তীর্থেষু'—শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদনার্থই। তাহাতেও 'শ্রুতিদৃষ্টিতে'—প্রসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ শ্রাদ্ধাদিতে, কিন্তু নিত্য শ্রাদ্ধাদিতে নহে, তাহাতেও রাজাই, মেধ্য (পবিত্র) মৃগাদি পশুই, বনেই এবং 'যাবৎ'—যতটা প্রয়োজন, আবশ্যক মত (শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পশু বধ করিতে পারিবেন)। এই প্রকার জীব বিষয়-ভোগও যথোপযুক্তরূপেই করিতে পারিবে, কিন্তু যথেষ্ট নহে—এইরূপ অভ্যনুজ্ঞা-রূপ (সম্মতি-সূচক) নিয়মই করা হইয়াছে (অর্থাৎ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই, কিন্তু বিষয়ে অত্যাসক্ত হইবে না – ইহাই শাস্ত্র-বিধি)।। ৬।।

মধ্ব—অলুব্ধো লোকোপকারার্থং ম্লান্নাত্মার্থাদধিকমপি হন্যাৎ ।। ৬ ।।

———

য এবং কর্ম্ম নিয়তং বিদ্বান্ কুর্ব্বীত মানবঃ।
কর্ম্মণা তেন রাজেন্দ্র জ্ঞানেন ন স লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, যঃ মানবঃ এবং (পূর্ব্বোক্তং নিয়তং কর্ম্ম) বিদ্বান্ (জানন্) নিয়তং (শাস্ত্রেণ নিয়মিতম্ এব) কর্ম্ম (পরলোকার্থং লোক-নির্ব্বাহার্থঞ্চ) কুর্ব্বীত সঃ তেন (নিয়মেন অনুষ্ঠিতেন) কর্ম্মণা (জাতেন) জ্ঞানেন (হেতুনা সংসার-বন্ধনৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণৈঃ) ন লিপ্যতে (ন নিবধ্যতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, যে-মানব এইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিধান জানিয়া পরলোকার্থ শাস্ত্র-নিয়মিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান (ভোগ) করেন, তিনি তত্তৎ কর্ম্মলব্ধ জ্ঞান-হেতু সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা (সংসার-বন্ধনে) বদ্ধ হন না ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—স তেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে। জ্ঞানেনেতি তৎকর্ম্মজন্যেন জ্ঞানেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স তেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে' —যে ব্যক্তি, সেই শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম নিয়মিত জানিয়া অনুষ্ঠান করিবে, সেই অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি কদাচ বিষয়ে লিপ্ত হইবে না, 'জ্ঞানেন'—সেই বিহিত কর্ম্ম-জনিত জ্ঞান-হেতু—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

মধ্ব—উপকারঃ সতাং যেন তৎ কৃত্বা নৈব দুষ্যতি।
অতীব নিন্দিতমপি বহুহিংসাযুগেব বা।
অথবা জ্ঞানিনঃ কর্ম্ম ন দুষ্টমপি লিপ্যতে ॥
ইতি অধ্যাত্মে ॥ ৭ ॥

অন্যথা কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মানারূঢ়ো নিবধ্যতে।
গুণপ্রবাহপতিতো নষ্টপ্রজ্ঞো ব্রজত্যধঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যথা (শাস্ত্রনিয়মোল্লঙ্ঘনেন যঃ) মানারূঢ় (মানঃ অভিমানঃ তেন আরূঢ়ঃ যুক্তঃ সন্) কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ ভবতি (সঃ) নিবধ্যতে (তৈঃ অনুষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মভিঃ বধ্যতে) (ততশ্চ) গুণপ্রবাহপতিতঃ (গুণপ্রবাহে সংসারে পতিতঃ নিষিদ্ধানুষ্ঠানবৎ) নষ্টপ্রজ্ঞঃ (সন্) অধঃ (নরকং) ব্রজতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আর যে-ব্যক্তি শাস্ত্রনিয়ম উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অভিমানে আরূঢ় হইয়া কর্ম্ম (ভোগ) করেন, সে ব্যক্তি তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর গুণপ্রবাহে (সংসারে) পতিত হইয়া হতজ্ঞান হওয়ায় তিনি নরকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যথা নিয়মোল্লঙ্ঘনেন অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যভাবাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানমারূঢ়ঃ। কর্ম্মভিরনুবধ্যতে, ততশ্চ গুণপ্রবাহপতিতোঽধো ব্রজতি; তেনাধ্যাত্মপক্ষেঽপি,—নিষিদ্ধেতর-বিষয়ভোগ এব জীবস্যোক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যথা'—অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি অন্তঃকরণের অশুদ্ধি-হেতু, 'মানারূঢ়ঃ'—কর্ত্তৃত্বের অভিমানে আরূঢ় হইয়া, কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয়, এবং তারপর গুণ-প্রবাহে পতিত হইয়া, 'অধঃ ব্রজতি'—অধোলোকে (নরকে) গমন করে। সেইরূপ অধ্যাত্মপক্ষেও—নিষিদ্ধ বিষয় ভিন্ন (অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিত) বিষয়-ভোগেই জীবের নিয়ম করা হইয়াছে—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

তত্র নির্ভিন্নগাত্রাণাং চিত্রবাজৈঃ শিলীমুখৈঃ।
বিপ্লবোঽভূদ্ দুঃখিতানাং দুঃসহঃ করুণাত্মনাম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—তত্র (বনে পুরঞ্জনস্য) চিত্রবাজৈঃ (চিত্রাঃ বাজাঃ পক্ষাঃ যেষাং তৈঃ) শিলীমুখৈঃ (বাণৈঃ) নির্ভিন্নগাত্রাণাং (নির্ভিন্নানি গাত্রাণি যেষাং তেষাং) দুঃখিতানাম্ (অতীবার্ত্তানাং পশূনাং) বিপ্লবঃ (নাশঃ) করুণাত্মনাং (দয়াবতাং সাধূনাং) দুঃসহঃ (দুঃখেনাপি সোঢ়ুমশক্যঃ, পীড়াপ্রদ ইত্যর্থঃ) অভূৎ (জাতঃ; পক্ষে, বিবিধদোষযুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ হিংসাদিপাপম্ অভূৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সেই বনে (বিষয়-ভোগস্থানে) পুরঞ্জনের (জীবের) চিত্রপক্ষ-বিশিষ্ট শর (বিবিধ-দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়) দ্বারা নির্ভিন্ন-দেহ আর্ত্ত মৃগকুলের (বিষয়সমূহের) বিনাশ করুণহৃদয় (পরদুঃখদুঃখী সাধুগণেরও দুঃসহ হইয়াছিল) অর্থাৎ সাধুগণ জানেন যে, যাবতীয় বিষয় কৃষ্ণতোষণে নিযুক্ত হইলেই বিষয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, কিন্তু সেই সমস্ত বিষয়ের অপব্যবহার ও বিনাশ দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের করুণার উদ্রেক হইল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমাহ—তত্রেতি। বিচিত্রপক্ষৈঃ শরৈর্বিপ্লবো নাশঃ ; পক্ষে,—বিবিধদোষযুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবিধহিংসাদি-পাপং করুণাত্মনাং কৃপালূনামস্মাদৃশাং দুঃসহঃ। অতএব ত্বমেব প্রবোধ্যস ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাসঙ্গিক কথা সমাপন করিয়া প্রকৃত মৃগয়ার ঘটনা বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। 'চিত্র-বাজৈঃ'—বিচিত্র পক্ষ-বিশিষ্ট বাণের দ্বারা প্রাণিগণের বিনাশে (তাহাদের আর্ত্তনাদ করুণহৃদয় সাধুগণেরও দুঃসহ হইয়াছিল)। অধ্যাত্মিক-পক্ষ—বিবিধ দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবিধ হিংসাদি পাপ-কার্য্য, 'করুণাত্মনাং'—আমাদের ন্যায় কৃপালু জনগণেরও দুঃসহ। অতএব (এই নিমিত্তই) তোমাকে প্রতিবোধিত করিতেছি—এই ভাব ॥ ৯ ॥

শশান্ বরাহান্ মহিষান্ গবয়ান্ রুরুশল্যকান্।
মেধ্যানন্যাংশ্চ বিবিধান্ বিনিঘ্নন্ শ্রমমধ্যগাৎ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—তত্র শশান্ বরাহান্ (শূকরান্) মহিষান্ গবয়ান্ রুরুশল্যকান্ অন্যান্ চ বিবিধান্ মেধ্যান্ (যজ্ঞার্হান্ পশূন্) বিনিঘ্নন্ (নাশয়ন্) শ্রমম্ অধ্যগাৎ (পক্ষে, স্বপ্নে, নানাবিধবিষয়ান্ সম্পাদয়ন্ শ্রান্তঃ জাতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই বনে পুরঞ্জন—শশক, বরাহ, মহিষ, গবয়, রুরু, শল্যক ও অপরাপর অনেক যজ্ঞোপযুক্ত পশু (নানাবিধ বিষয়) সংহার করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন (স্বপ্নে নানাবিধ বিষয় আত্মসাৎ করিয়া ক্লান্ত হইলেন) ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রমমধ্যগাদিতি ধার্ম্মিক-জীবো হি কথঞ্চিদ্দৈববশাৎ কঞ্চিৎ কালমধর্ম্মং কৃত্বা অনুতাপং প্রাপ্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রমম্ অধ্যগাৎ'—(রাজা পুরঞ্জন সবিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।) অধ্যাত্মপক্ষে—ধার্ম্মিক জীবও কোনও দৈব-বশতঃ কিছু কাল অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অনুতাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন —এই অর্থ ॥ ১০ ॥

ততঃ ক্ষুত্তৃট্‌পরিশ্রান্তো নিবৃত্তো গৃহমেয়িবান্।
কৃতস্নানোচিতাহারঃ সংবিবেশ গতক্লমঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ ক্ষুত্তৃট্‌পরিশ্রান্তঃ ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং পরিশ্রান্তঃ) নিবৃত্তঃ (সন্) গৃহম্ এয়িবান্ (আগতঃ) ; (ততশ্চ) কৃতস্নানোচিতাহারঃ (কৃতং স্নানম্ উচিতঃ আহারঃ চ যেন সঃ) সংবিবেশ (শয্যাম্ আশ্রিতঃ ততশ্চ) গতক্লমঃ (জাতঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর রাজা পুরঞ্জন (জীব) ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় (দুষ্কর্ম্মের অনুশোচনায়) কাতর হইয়া মৃগয়া (পাপকর্ম্ম) হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং গৃহে (ধর্ম্মপথে) প্রত্যাগমন করিলেন। (প্রায়শ্চিত্ত তৎপরে স্নান) ও সমুচিত আহার সমাপন (অমেধ্য-ভক্ষণ পরিত্যাগ) করিয়া শয্যাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিলেন (সুস্থ হইলেন) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষুত্তৃট্‌পরিশ্রান্ত ইতি কৃতানাং দুষ্কৃতানাং স্মরণব্যাকুল ইত্যর্থঃ। নিবৃত্ত ইতি পাপেভ্যো বিরত ইত্যর্থঃ। গৃহমেয়িবানিত্যধর্ম্ম-মর্য্যাদাং বিহায় পুনর্ধর্ম্মমর্য্যাদায়াং স্থাতুমিয়েষেত্যর্থঃ। কৃতস্নান ইতি ব্রাহ্মণানামন্ত্র্য পাপপ্রায়শ্চিত্তং কৃতবানিত্যর্থঃ। উচিতাহারঃ মাংস-মদিরাদ্যশুচিভক্ষণং তত্যাজেত্যর্থঃ। সংবিবেশ কিঞ্চিৎ স্থিরীবভূবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুত্তৃট্‌-পরিশ্রান্তঃ'—অর্থাৎ রাজা পুরঞ্জন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অধ্যাত্মপক্ষে—কৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের স্মরণে ব্যাকুল—এই অর্থ। 'নিবৃত্তঃ'—পাপ-কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া—এই অর্থ। 'গৃহম্ এয়িবান্' —গৃহে ফিরিলেন—ইহার দ্বারা অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ধর্ম্মপথে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন—এই অর্থ। 'কৃত-স্নানঃ'—ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন—এই অর্থ। 'উচিতাহারঃ'—মাংস, মদ্যাদি অপবিত্র ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলেন—এই অর্থ। 'সংবিবেশ'—ইহাতে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, এই অর্থ ॥ ১১ ॥

আত্মানমর্হয়াঞ্চক্রে ধূপালেপস্রগাদিভিঃ।
সাধ্বলঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গো মহিষ্যামাদধে মনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ধূপালেপস্রগাদিভিঃ (ধূপঃ আলেপঃ

চন্দনং তদাদিভিঃ) আত্মানম্ অর্হয়াঞ্চক্রে (অলঙ্কৃতবান্) সাধ্বলঙ্কৃত সর্ব্বাঙ্গঃ (যদা সাধু সম্যক্ অলঙ্কৃত-সর্ব্বাঙ্গঃ জাতঃ, তদা) মহিষ্যাং মনঃ আদধে ।।১২।।

অনুবাদ—(অনন্তর) রাজা পুরঞ্জন ধূপ, চন্দন ও মাল্যাদি (ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি নানা মঙ্গলকর উপদেশসমূহ) দ্বারা নিজের দেহ (অন্তঃকরণ) অলঙ্কৃত (শোধিত) করিলেন। উত্তমরূপে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত (শাস্ত্রোপদেশের প্রতি সর্ব্বচিত্তবৃত্তি স্থাপিত করিয়া মহিষীর (পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্তা ধর্ম্মশীলা সুবুদ্ধির) প্রতি চিত্ত সন্নিবেশ করিলেন ।। ১২ ।।

বিশ্বনাথ—আত্মানমর্হয়াঞ্চক্র ইতি সাধূন্ মুনীন্ বিদুষশ্চ সম্মান্যানীয় তৈঃ স্বান্তঃকরণং শোধয়ামাসেত্যর্থঃ। কৈঃ ধূপাদিভিরিতি ধর্ম্ম-জ্ঞানবৈরাগ্যাদি-নানোপাখ্যানোপদেশৈঃ। সাধ্বলঙ্কৃত-সর্ব্বাঙ্গ ইতি শাস্ত্রানুসরণীকৃত সর্ব্বচিত্তবৃত্তিক ইত্যর্থঃ। মহিষ্যামিতি পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তায়াং ধর্ম্মশীলায়াং স্ববুদ্ধাবিত্যর্থঃ ।। ১২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানম্ অর্হয়াঞ্চক্রে'—সাধু, মুনি এবং বিদ্বান্-দিগকে সম্মান পুরঃস্বর আনয়ন করতঃ তাঁহাদের দ্বারা নিজের অন্তঃকরণ শোধন করিলেন—এই অর্থ। কিসের দ্বারা? তাহাতে বলিতেছেন—ধূপাদির দ্বারা, অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির নানা উপাখ্যানের উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা। 'সাধ্বলঙ্কৃত-সর্ব্বাঙ্গঃ'—সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া, অর্থাৎ নিজের চিত্তের বৃত্তিসকলকে শাস্ত্রানুযায়ী করিয়া, 'মহিষ্যাং'—মহিষীতে মন দিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্ব অবস্থাপ্রাপ্ত ধর্ম্মশীলা স্ববুদ্ধিতে চিত্ত নিহিত করিলেন, এই অর্থ ।। ১২ ।।

———

দৃপ্তো হৃষ্টঃ সুতৃপ্তশ্চ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ।
ন ব্যচষ্ট বরারোহাং গৃহিণীং গৃহমেধিনীম্ ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—(ভোজনেন) তৃপ্তঃ হৃষ্টঃ (ধূপালেপাদিভিঃ সন্তুষ্টঃ) দৃপ্তঃ (গর্ব্বিতঃ) কন্দর্পাকৃষ্ট-মানসঃ (কন্দর্পেণ কামেন আকৃষ্টং মানসং যস্য সঃ তাদৃশঃ অপি পুরঞ্জনঃ) গৃহমেধিনীং (গৃহনির্ব্বাহিকাং) বরারোহাং গৃহিণীং (ভার্য্যাং) ন ব্যচষ্ট (ন অপশ্যৎ, পক্ষে, প্রাক্তনী-ধর্ম্মপ্রযোজিকা বুদ্ধিরীপ্সিতাপি ন শীঘ্রমাবির্ভবেদিত্যেব বিবক্ষিতম্) ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—ভোজনের দ্বারা সুতৃপ্ত, ধূপ-চন্দনাদির লেপনদ্বারা সন্তুষ্ট ও অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত হইয়া রাজা পুরঞ্জন গর্ব্বিত হইলেন। সুতরাং কন্দর্প তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিলে কামাকৃষ্টচিত্ত পুরঞ্জন (রাজসী বুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত জীব) আপনার গৃহকর্ম্ম-নির্ব্বাহিকা সর্ব্বোত্তমা ভার্য্যাকে (প্রাক্তনী ধর্ম্ম-প্রযোজিকা বুদ্ধিকে) দেখিতে পাইলেন না (আগন্তুক পাপকৃত মনোমালিন্য নিঃশেষ না হওয়ায় জীব ইচ্ছা করিলেও প্রাক্তনী ধর্ম্মপ্রযোজিকা বুদ্ধি শীঘ্র আবির্ভূত হইল না) ।। ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—দৃপ্ত ইত্যাদিনা অধর্ম্ম-সংস্কারোঽপগম উক্তঃ। কন্দর্পাকৃষ্টমানস ইতি পূর্ব্বদশাবর্ত্তিনীং ধর্ম্মনিষ্ঠাবতীং বুদ্ধিং যুবতিমিব প্রাপ্তুমত্যুৎসুক ইত্যর্থঃ। ন ব্যচষ্টেতি, কথাপক্ষে—মৃগয়াব্যাজেন বনং গত্বা কামপি কামিনীং রময়ামাসেতি পুরঞ্জনী মানিনী বভূবেতি হেতোরিতি ভাবঃ। অধ্যাত্মপক্ষে—আগন্তুকপাপকৃতমনোমালিন্যস্য নিঃশেষানপগমাৎ প্রাক্তনী ধর্ম্ম-প্রযোজিকা বুদ্ধিরীপ্সিতাপি ন শীঘ্রমাবির্ভবেদিত্যেব বিবক্ষিতম্ ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃপ্তঃ'—গর্ব্বিত ইত্যাদির দ্বারা অধর্ম্ম সংস্কারের অপগম উক্ত হইল। 'কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ'—কামাকৃষ্টচিত্ত পুরঞ্জন—ইহা বলায়, ইহার পূর্ব্ব অবস্থায় ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী নিজের বুদ্ধিকে যুবতীর ন্যায় প্রাপ্ত হইতে অতিশয় উৎসুক হইলেন—এই অর্থ। 'ন ব্যচষ্ট'—দেখিতে পাইলেন না, কথাপক্ষে—রাজা পুরঞ্জন মৃগয়াচ্ছলে বনে গমন করিয়া কোন কমিনীর সহিত রতি-বিহার করিয়াছিলেন—ইহাতে পুরঞ্জনী মানিনী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না—এই ভাব। অধ্যাত্মপক্ষে—আগন্তুক পাপকৃত মনের মালিন্য নিঃশেষরূপে অপসারিত না হওয়ায়, প্রাক্তনী ধর্ম্ম-প্রযোজিকা বুদ্ধি অভীপ্সিতা হইলেও শীঘ্র আবির্ভূতা হন না—ইহাই এখানে বিবক্ষিত হইয়াছে ।। ১৩ ।।

———

অন্তঃপুরস্ত্রিয়োঽপৃচ্ছদ্বিমনা ইব বেদিষৎ।
অপি বঃ কুশলং রামাঃ সেশ্বরীণাং যথা পুরা ।।১৪।।

ন তথৈতর্হি রোচন্তে গৃহেষু গৃহসম্পদঃ।
যদি ন স্যাদ্ গৃহে মাতা পত্নী বা পতিদেবতা।
ব্যঙ্গে রথ ইব প্রাজ্ঞঃ কো নামাসীৎ দীনবৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বেদিষৎ, (হে প্রাচীনবর্হিঃ) বিমনাঃ ইব (যদা ভার্য্যাং তাদৃশাবস্থায়াংনাপশ্যৎ, তদা বিচলিতমনাঃ সন্ অন্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ (তৎসখীঃ) অপৃচ্ছৎ। (হে) রামাঃ, সেশ্বরীণাং (স্বামিনী-সহিতানাং) বঃ (যুষ্মাকম্) অপি (কিং) কুশলম্? যথা পুরা (মৃগয়ার্থং বনগমনাৎ পূর্ব্বং) গৃহসম্পদঃ (অরোচন্তঃ) তথা এতর্হি গৃহেষু (গৃহসম্পদঃ) ন রোচন্তে (ন শোভন্তে)। যদি মাতা বা পতিদেবতা (পতিব্রতা) পত্নী গৃহে ন স্যাৎ, (তদা) কঃ নাম প্রাজ্ঞঃ ব্যঙ্গে (চক্রাদ্যঙ্গরহিতে) রথে ইব (তত্র গৃহে) দীনবৎ আসীৎ? (পক্ষে—যদি মাতৃবৎ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিঃ, পত্নীবৎ রাজসী বুদ্ধির্বা ন স্যাৎ তদা তামস্যা বুদ্ধ্যা পশুত্ববত্ত্যা কিং শরীরেণ)? ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রাচীনবর্হিঃ, রাজা পুরঞ্জন (জীব) মহিষীর (ধর্ম্মপ্রযোজিকা বুদ্ধির) অদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া অন্তঃপুরচারিণী সখীগণকে (ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে) জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে রামাগণ, তোমাদের অধীশ্বরীর (সাত্ত্বিকী বুদ্ধির) সহিত তোমরা কুশলে আছ ত'? বনে (শব্দাদি ভোগ্য বিষয়ে) গমনের পূর্ব্বে গৃহসম্পত্তি আমার যেরূপ রুচিকর বোধ হইত, এখন আর তেমন বোধ হইতেছে না। গৃহে (আত্মায়) যদি মাতা (বিষ্ণুভক্তি) বা পতিপরায়ণা ভার্য্যা (ধর্ম্মাভিমুখিনী বুদ্ধি) না থাকেন, তাহা হইলে কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে বাস করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন? চক্রাশ্বাদি-বিহীন রথে কোন্ ব্যক্তিই বা সুস্থির হইয়া উপবেশন করিয়া থাকেন? ॥১৪-১৫॥

বিশ্বনাথ—বেদিষৎ হে প্রাচীনবর্হিঃ, সেশ্বরীণাং স্বামিনী-সহিতানাম্ এতর্হি ইদানীং তাং বিনেত্যর্থঃ; পক্ষে—অন্তঃপুরস্ত্রীঃ অন্তঃকরণবৃত্তীঃ পূর্ব্বদশাবস্থাঃ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনীর্মনাক্ প্রাদুর্ভূতা বীক্ষ্য পরামমর্শ। হন্তৈতাদৃশ্য এব মম বুদ্ধিবৃত্তয়ো যদি সাম্প্রতিক-পাপ-সংস্কারানুচ্ছিদ্যমানাঃ স্থিরাঃ স্যুস্তদৈব মমোদ্ধার ইতি কুশলপ্রশ্নস্যার্থঃ। ননু বিষয়ভোগেন সুখী ভব, কিং তে ধর্ম্মেণেত্যাত আহ—এতর্হি ইদানীং নিষিদ্ধবিষয়া ন রোচন্তে। মাতা—বিষ্ণুভক্তিঃ, পত্নী—ধর্ম্মশীলা বুদ্ধিঃ। ব্যঙ্গে চক্রাদিহীনে ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদিষৎ'—হে প্রাচীনবর্হি! (ইহা দেবর্ষি কর্ত্তৃক রাজার প্রতি সম্বোধন)। 'সেশ্বরীণাং'—রাজা পুরঞ্জন অন্তঃ-পুরচারিণী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের অধীশ্বরীর সহিত তোমাদের মঙ্গল ত? 'এতর্হি'—এখন তাঁহাকে বিনা গৃহস্থিত ধন-সম্পত্তি পূর্ব্বের ন্যায় রুচিকর হইতেছে না। অধ্যাত্মপক্ষে—অন্তঃপুরচারিণী বলিতে নিজের অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল, পূর্ব্বদশাস্থিত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিকা সেই বৃত্তিসকল সামান্য একটু অন্তঃকরণে প্রাদুর্ভূত দেখিয়া পুরঞ্জন (জীব) বিবেচনা করিতেছেন—হায়! হায়! এতাদৃশী আমার বুদ্ধিবৃত্তিসকল যদি সাম্প্রতিক পাপ-সংস্কারসমূহকে উচ্ছেদ করিয়া স্থির হইত, তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হইত—ইহা কুশল জিজ্ঞাসার অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, বিষয়ভোগেই সুখী হও, তোমার ধর্ম্মের কি অপেক্ষা? তাহাতে বলিতেছেন—'এতর্হি'—এখন আর নিষিদ্ধ বিষয়-সকল আমার রুচিপ্রদ হয় না। এখানে মাতা—বিষ্ণুভক্তি, পত্নী—ধর্ম্মশীলা বুদ্ধি। 'ব্যঙ্গে রথে ইব'—অঙ্গহীন, অর্থাৎ চক্রাশ্বাদি-বিহীন রথে যেরূপ কেহই স্থির থাকিতে পারে না, তদ্রূপ গৃহে যদি মাতা (বিষ্ণুভক্তি) বা ধর্ম্মশীলা পত্নী (বুদ্ধি) না থাকে, (কোন্ ব্যক্তির দুঃখভোগ না হয়?) ॥ ১৪-১৫ ॥

ক্ব বর্ত্ততে সা ললনা মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে।
যা মামুদ্ধরতে প্রজ্ঞাং দীপয়ন্তী পদে পদে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ মম) প্রজ্ঞাং দীপয়ন্তী (উদ্ধারোপায়ং প্রতিবোধয়ন্তী) যা ব্যসনার্ণবে (দুঃখসাগরে) মজ্জন্তং মাং পদে পদে (ক্ষণে ক্ষণে) উদ্ধরতে, সা ললনা ক্ব বর্ত্ততে? ১৬ ॥

অনুবাদ—যিনি আমার প্রজ্ঞাকে সমুজ্জ্বলা করিয়াছেন, আমি ব্যসন সাগরে মগ্ন হইলে যিনি আমাকে প্রতি পদে-পদে উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই ললনা (বিবেকাত্মিকা বুদ্ধি) কোথায় অবস্থান করিতেছেন? ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ব বর্ত্ততে ইতি বুদ্ধিবৃত্তয় এব কাশ্চন নানুভূয়ন্তে, ন তু বস্তুতঃ সা বুদ্ধিরিতি মনসি খিদ্যতি স্ম ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ব বর্ত্ততে'—সেই ললনা (আমার পত্নী, পক্ষে-বিবেকাত্মিকা বুদ্ধি) এখন কোথায় আছেন ? এখানে কোন কোন বুদ্ধি-বৃত্তি অনুভূত হইতেছে না, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা বুদ্ধি নয়, এইজন্য খেদ করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

রামা উচুঃ—

নরনাথ ন জানীমস্ত্বৎপ্রিয়া যদ্ব্যবস্যতি ।
ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—রামাঃ উচুঃ—(হে) নরনাথ, (রাজন্,) ত্বৎপ্রিয়া যদ্ব্যবস্যতি (নিশ্চিনোতি, তদ্ বয়ং) ন জানীমঃ (হে) শত্রুহন্, নিরবস্তারে (আস্তরণ-রহিতে) ভূতলে শয়ানাং (তাং) পশ্য ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—রমণীগণ কহিলেন,—হে নৃপতি, আপনার প্রেয়সী (বিবেকাত্মিকা বুদ্ধি) কি অভিপ্রায়ে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। (আমরা বুদ্ধিকে জানি, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা অবগত নহি)। হে শত্রুদমনকারিন্, (ত্যক্তপাপ), আপনার প্রিয়া (বুদ্ধি), ঐ দেখুন, আস্তরণ-রহিত ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন (জীবের হৃদয়ই বিবেক-বতী বুদ্ধির পুষ্পপর্য্যঙ্ক সদৃশ বিশ্রামস্থল, তাহা হইতে বিচ্যুত হইলে সদ্বুদ্ধি অনাবৃত ভূতলে পড়িয়া থাকে) ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—নিরবস্তারে আস্তরণরহিতে ; পক্ষে—তব হৃদয়মেব তস্যাঃ পুষ্পপর্য্যঙ্কস্তস্মাদ্বিচ্যুতিরেব তস্যাঃ সদ্বুদ্ধের্নিরবস্তারে ভূতলে শয়নম্। শত্রুহন্, হে বীর ; পক্ষে—ত্যক্তপাপ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিরবস্তারে'—আস্তরণ-রহিত ভূমিতলে। অধ্যাত্মপক্ষে—তোমার (জীবের) হৃদয়ই বিবেকাত্মিকা বুদ্ধির পুষ্পশয্যা-সদৃশ, তাহা হইতে বিচ্যুতিই সেই সদ্বুদ্ধির অনাবৃত ভূমিতলে শয়ন। 'শত্রুহন্'—হে বীর !, পক্ষে—ত্যক্তপাপ, অর্থাৎ যিনি পাপকার্য্য পরিহার করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

পুরঞ্জনঃ স্বমহিষীং নিরক্ষ্যাবধৃতাং ভুবি ।
তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানো বৈক্লব্যং পরমং যযৌ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(তদা) পুরঞ্জনঃ স্বমহিষীং ভুবি অবধৃতাং (পতিতাং ত্যক্তদেহাদরাং) নিরীক্ষ্য তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানঃ (তৎসঙ্গেন উন্মথিতং শিথিলীকৃতং জ্ঞানং যস্য সঃ) পরমং বৈক্লব্যং (ব্যাকুলত্বং) যযৌ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—(তখন) পুরঞ্জন (জীব) স্বীয় ভার্য্যাকে (বিবেকবতী বুদ্ধিকে) দেহের প্রতি অনাদরযুক্ত হইয়া ভূতলে পতিতা দেখিতে পাইলেন এবং পত্নীর সহিত মিলিত হইবার জন্য আত্মহারা ও অত্যন্ত ব্যাকুল (দৈন্যময়) হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অবধৃতং ত্যক্তদেহাদরাম্ ; পক্ষে—স্বেনৈব স্বহৃদয়াৎ চ্যাবিতত্বাৎ খণ্ডিতাং নিরীক্ষ্য হন্ত মমৈবায়ং মহাপরাধ ইতি বিচার্য্য তৎসঙ্গেন তস্যাঃ পুনরাদিৎসয়া উন্মথিতজ্ঞানঃ তিরস্কৃত-স্বদুর্বুদ্ধিক ইত্যর্থঃ। বৈক্লব্যং দৈন্যম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবধৃতাং'—যিনি নিজের দেহের প্রতি আদর (যত্ন) পরিত্যাগ করিয়াছেন। পক্ষে—নিজের দ্বারাই স্বহৃদয় হইতে বিচ্যুত করায়, খণ্ডিতা সেই বিবেকবতী বুদ্ধিকে বিশেষভাবে অব-লোকন করতঃ, হায় ! হায় ! আমারই এই মহান্ অপরাধ—এইরূপ বিচার করিয়া, 'তৎসঙ্গোন্মথিত-জ্ঞানঃ'—পুনরায় তাহার সঙ্গ পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ নিজের দুর্বুদ্ধিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—এই অর্থ। 'বৈক্লব্যং' —দৈন্য (ব্যাকুলভাব, শোকাভিভূত—এই অর্থ) ॥ ১৮

সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হৃদয়েন বিদূয়তা ।
প্রেয়স্যাঃ স্নেহসংরম্ভলিঙ্গমাত্মনি নাধ্যগাৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিদূয়তা (উপতপ্তেন) হৃদয়েন (উপ-লক্ষিতঃ) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) বাচা সান্ত্বয়ন্ (তাং) প্রেয়স্যা (তস্যাঃ মহিষ্যাঃ) স্নেহসংরম্ভলিঙ্গং (স্নেহ-সংরম্ভস্য প্রণয়-কোপস্য লিঙ্গং কারণং কুটিলদৃষ্ট্যা-দিকং যস্মিন্ তস্মিন্) আত্মনি (স্বস্মিন্) ন অধ্য-

গাৎ (ন জ্ঞাতবান্ ; পক্ষে—প্রাক্তনবুদ্ধেঃ শৈথিল্যস্য হেতুং ন জ্ঞাতবান্)।। ১৯ ।।

অনুবাদ—পরিতপ্ত-হৃদয়ে, (স্বীয় সদ্বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করায় অনুতপ্ত-হৃদয়) মনোজ্ঞ সুমধুর-বচনে প্রেয়সীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রণয়কোপের কোন চিহ্নই পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না (জীব প্রাক্তনী বুদ্ধির শৈথিল্যের কারণ জানিতে পারিলেন না) ।। ১৯ ।।

বিশ্বনাথ—সান্ত্বয়ন্নিতি মদ্ভাগ্যাদিয়ং মে প্রাক্তনী বুদ্ধিঃ পুনরপ্যাবির্ভবতি যাং বিনৈব মম দুর্গতিরিতি মনোঽনুলাপঃ। প্রেমসংরম্ভচিহ্নং নাধ্যগাদিতি মমাপ্যেবং পাপাচরণং কেন কারণেনাভূদিতি ক্ষণং পরামমর্শ ।। ১৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সান্ত্বয়ন্'—অনুনয় করিতে করিতে, পক্ষে—আমার সৌভাগ্য-বশতঃ আমার এই প্রাক্তনী সদ্বুদ্ধি পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছে, যাহাকে বিনা আমার এই দুর্গতি, এইরূপ মনের আলোচনা। 'প্রেমসংরম্ভ-লিঙ্গং'—প্রণয়ের যে সংরম্ভ বলিতে কোপ, তাহার কারণ নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, ইহাতে আমারই এই প্রকার পাপাচরণ কি কারণে হইল, ইহা ক্ষণকাল পরামর্শ (বিবেচনা) করিলেন। (অর্থাৎ জীব, রজোগুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রেয়সী বুদ্ধির নিজের প্রতি প্রেমের হ্রাসের কারণ বুঝিতে পারিলেন না।) ।। ১৯ ।।

অনুনিন্যেঽথ শনকৈর্বীরোঽনুনয়-কোবিদঃ।
পস্পর্শ পাদযুগলমাহ চোৎসঙ্গলালিতাম্ ।। ২০ ।।

অন্বয়ঃ—অথ অনুনয়কোবিদঃ (অনুনয়ে বিনয়ে কোবিদঃ পণ্ডিতঃ) বীরঃ (পুরঞ্জনঃ তাং ভার্য্যাং) শনকৈঃ অনুনিন্যে (তত্র প্রথমং তস্যাঃ) পাদযুগলং পস্পর্শ (শিরসা নমশ্চকার) (পশ্চাৎ) উৎসঙ্গলালিতাম্ (উৎসঙ্গম ক্রোড়ম্ আরোপ্য লালিতাং তাম্) আহ (ঊচে, পক্ষে—বুদ্ধিং স্বস্থাং কৃতবান) ।। ২০ ।।

অনুবাদ—অনন্তর অনুনয়-বিনয়ে অতিশয় নিপুণ পুরঞ্জন সেই ভার্য্যাকে একে একে বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন (অদ্য হইতে পুনরায় আমি (জীব) আর দুর্ব্বিষয়ভোগে বুদ্ধি করিব না ইত্যাদি)। প্রথমে পুরঞ্জন ভার্য্যার (সদ্‌বুদ্ধির) পদযুগল স্পর্শ (স্বীয় অহঙ্কার-ত্যাগ ও সাধুজন-সম্মান) করিলেন। তৎপর ভার্য্যাকে (সদ্‌বুদ্ধিকে) ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া (স্বহৃদয়-সমীপে আনিয়া) আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ।। ২০ ।।

বিশ্বনাথ—অনুনিন্যে ইতি পুনরদ্যারভ্য দুর্ব্বিষয়-ভোগে বুদ্ধির্ম্ময়া নৈব কার্য্যেতি। পস্পর্শ পাদযুগলমিতি অহঙ্কারত্যাগ-সাধুজনসম্মানাবেব তস্যাঃ পাদৌ পস্পর্শ প্রাপ। উৎসঙ্গলালিতাং স্বহৃদয়নিকটমেবানীতাম্ ।। ২০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুনিন্যে'—অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, পক্ষে—অদ্য হইতে পুনরায় দুর্ব্বি-ষয় ভোগে বুদ্ধি আমি আর কখনই করিব না—এইরূপ (নিজের বুদ্ধির নিকট অনুনয় করিলেন)। 'পস্পর্শ পাদযুগলম্'—পাদযুগল ধারণ করিলেন, ইহাতে জীবের অহঙ্কার ত্যাগ এবং সাধুজনের প্রতি সম্মাননাই বিবেকবতী বুদ্ধির পাদ-স্পর্শন। দ্বয়, তাহার 'উৎসঙ্গলালিতাম্'—নিজের হৃদয়ের নিকট আনয়ন করতঃ ধারণ করিলেন (অর্থাৎ স্ববশীকৃত বিবেকা ত্মিকা বুদ্ধির সহিত মিলিত হইলেন) ।। ২০ ।।

পুরঞ্জন উবাচ—

নূনং ত্বকৃতপুণ্যাস্তে ভৃত্যা যেম্বীশ্বরাঃ শুভে।
কৃতাগঃস্বাত্মসাৎ কৃত্বা শিক্ষাদণ্ডং ন যুঞ্জতে ।।২১।।

অন্বয়ঃ—পুরঞ্জনঃ উবাচ—(হে) শুভে, কৃতা-গঃসু (কৃতাপরাধেষু অপি) যেষু (ভৃত্যেষু) ঈশ্বরাঃ (স্বামিনঃ) আত্মসাৎ কৃত্বা (অস্মদধীনঃ অয়ম্ ইতি মত্বা) শিক্ষাদণ্ডং (শিক্ষার্থং দণ্ডং) ন যুঞ্জতে (ন কুর্ব্বন্তি তে) ভৃত্যাঃ (সেবকাঃ) নূনং (নিশ্চিতম্) অকৃতপুণ্যাঃ (সুকৃতরহিতা ইতি) ।। ২১ ।।

অনুবাদ—পুরঞ্জন কহিলেন,—হে কল্যাণি, (হে সদ্‌বুদ্ধে,) প্রভুগণ যে-সকল অপরাধী ভৃত্যকে "ইহারা আমার অধীন" অর্থাৎ আপন ভাবিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দণ্ড বিধান না করেন, ঐ সকল ভৃত্য নিশ্চয়ই মন্দভাগ্য ।। ২১ ।।

বিশ্বনাথ—কথাপক্ষে,—প্রিয়ে, মহ্যং যৎ কোপ-রূপং দণ্ডং করোষি, তৎ কৃপয়া সাপরাধমপি নিজ-

দাসমবুধং শিক্ষয়স্যতস্ত্বামেতজ্জন্মনি কদাপি ন ত্যক্ষ্যামীত্যর্থান্তরন্যাসেনাহ—নূনমিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মসাৎ কৃত্বা অস্মদধীনোঽয়মিতি মত্বা শিক্ষার্থং দণ্ডং যেষু ন কুর্ব্বন্তি, তে ভৃত্যা মন্দভাগ্যাস্তেন ; যেষু দণ্ডং কুর্ব্বন্তি তে ভূরিভাগ্যা ইত্যহং তে দণ্ডপাত্রী-ভবন্নাত্মানং ভূরিভাগ্যমেব মন্য ইতি ভাবঃ। অধ্যাত্ম-পক্ষে,—হন্ত হন্ত প্রতিষ্ঠিতস্যাপি মম কাদাচিৎক-পাপাচরণেন সম্প্রতি যল্লোকনিন্দা-চিত্তাপ্রসাদৌ পরম-দুঃসহাবভূতাং, তৎ পরমেশ্বরেণৈব মহ্যং শিক্ষাদণ্ডো দত্তস্তদহমেতজ্জন্মনি পুনঃ কদাপি সদ্বুদ্ধিং ন ত্যক্ষ্যামীতি তাং সদ্বুদ্ধিমেব মনসা সম্বোধ্যাহ—নূন-মিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কথাপক্ষে—হে প্রিয়ে! তুমি আমার প্রতি যে কোপরূপ দণ্ডবিধান করিলে, সেই কৃপার দ্বারা অপরাধী হইলেও নিজ দাস মূর্খ আমাকে যে শিক্ষা দিতেছ, তাহাতে তোমাকে এই জন্মে আর কখনও পরিত্যাগ করিব না, ইহাই অর্থান্তরন্যাসে বলিতেছেন—'নূনম্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'আত্মসাৎ কৃত্বা'—এই ব্যক্তি আমার অধীন ইহা মনে করিয়া, শিক্ষার নিমিত্ত যাহাদের প্রতি দণ্ডবিধান করা হয় না, সেই ভৃত্যগণ মন্দভাগ্য, আর যাহাদের প্রতি দণ্ড-দান করা হয়, তাহারা ভূরিভাগা (প্রভূত ভাগ্যশালী) —ইহাতে আমি তোমার দণ্ডের পাত্র হইয়া নিজেকে ভূরিভাগ্যবান্ বলিয়াই মনে করিতেছি—এই ভাব। অধ্যাত্মপক্ষে—হায়! হায়! লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও আমার কোন কালে কৃত পাপাচরণের দ্বারা সম্প্রতি যে লোকনিন্দা ও চিত্তের অপ্রসন্নতা পরম দুঃসহ হইয়াছে, তাহা পরমেশ্বরই আমাকে শিক্ষাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন, অতএব আমি এই জন্মে পুনরায় কখনও স্বীয় সদ্বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিব না—এইরূপে সেই সদ্বুদ্ধিকেই মনে মনে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'নূনম্', ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা ॥ ২১ ॥

পরমোঽনুগ্রহো দণ্ডো ভৃত্যেষু প্রভুণার্পিতঃ।
বালো ন বেদ তৎ তন্বি বন্ধুকৃত্যমমর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তন্বি, ভৃত্যেষু (কৃতাগঃসু যঃ) প্রভুণা (স্বামিনা) অর্পিতঃ (কৃতঃ) দণ্ডঃ, (সঃ পুনরপরাধান্তরপ্রতিবন্ধকত্বাৎ) পরমঃ অনুগ্রহঃ এব, তত্র যস্তু দণ্ডিতঃ সন্) অমর্ষণঃ (ক্রোধী ভবতি) সঃ তু বালঃ (অজ্ঞঃ) এব, (যতঃ) তৎ বন্ধুকৃত্যং (শিক্ষাকরণং) ন বেদ (ন জানাতি) ॥

অনুবাদ—হে কৃশাঙ্গি, ভৃত্যগণের প্রতি প্রভুর দণ্ডপ্রদানই পরম অনুগ্রহ। যে ভৃত্য তাহাতে ক্রোধ করে, সে নিশ্চয়ই অজ্ঞ, যেহেতু সে বন্ধুর কৃত্য জানে না। (তোমার এই দণ্ড—আমার প্রতি অনু-গ্রহ। কারণ, ইহাদ্বারা আমার আর পাপে আসক্তি হইবে না) ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—যস্তু দণ্ডিতো বিষীদতি সোঽজ্ঞ ইত্যাহ —বাল ইতি। অমর্ষণঃ ক্রোধী ; পক্ষে—সদ্বুদ্ধিং প্রতি স্বগতমাহ—ত্বাং সদ্বুদ্ধিং ত্যক্তবতো মম যঃ সাম্প্রতিকোঽনুতাপঃ এষ এব ত্বদ্দত্তো দণ্ডঃ পরমো মমানুগ্রহ এব, যতঃ পুনরপি পাপাসক্তির্নাভাবিনীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়া বিষণ্ণ হয়, সে ব্যক্তি নিতান্তই অজ্ঞ—ইহা বলিতেছেন 'বাল' ইতি। 'অমর্ষণঃ'—ক্রোধী (অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ক্রোধী অজ্ঞ বালকই)। পক্ষে—সদ্বুদ্ধির প্রতি স্বগত বলিতেছেন—সদ্বুদ্ধি তোমাকে পরিত্যাগকারী আমার যে সাম্প্রতিক অনুতাপ—ইহাই তোমার প্রদত্ত দণ্ড, ইহা আমার প্রতি পরম অনুগ্রহই হইয়াছে, যেহেতু পুনরায় আমার পাপে আসক্তি হইবে না, এই ভাব ॥ ২২ ॥

সা ত্বং মুখং সুদতি সুভ্রূনুরাগভার-
ব্রীড়াবিলম্ববিলসদ্ধসিতাবলোকম্।
নীলালকালিভিরুপস্কৃতমুন্নসং নঃ
স্বানাং প্রদর্শয় মনস্বিনি বল্গুবাক্যম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুদতি, (হে) মনস্বিনি, (হে) সুভ্রু, সা ত্বম্ (অস্মাকং স্বামিনী অতঃ) স্বানাং (স্বকীয়ানাং) নঃ (অস্মাকম্) অনুরাগভারব্রীড়া-বিলম্ববিলসদ্ধসিতাবলোকং (অনুরাগস্য ভারঃ, তেন ব্রীড়া তয়া যঃ বিলম্বঃ মন্থরতা তেন বিলসন্ হসিতা-বলোকঃ যস্মিন্ তৎ) নীলালকালিভিঃ (নীলাঃ অলকাঃ তৈঃ) উপস্কৃতং (ভূষিতম্) উন্নসম্ (উচ্চ-

নাসিকং) বল্গুবাক্যং (বল্গু মনোজ্ঞং বাক্যং যস্মিন্ তৎ) মুখং (স্বমুখং) প্রদর্শয় ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে সুদর্শনে, হে শুভশালিনি, হে মনস্বিনি, তুমি আমাদিগের অধীশ্বরী। তুমি আমাদিগকে আপন জানিয়া তোমার বদনকমল প্রদর্শন কর ; তোমার ঐ মুখপদ্মে অনুরাগ-জনিত যে লজ্জা জন্মিয়াছে, তজ্জন্য মন্দ-মন্দ হাস্য করিয়া তুমি যে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছ, তাহা দ্বারা তোমার বদনকমল কি শোভাই না বিস্তার করিতেছে! কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশরূপ মধুকর তোমার ঐ মুখপদ্মকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উন্নত শোভননাসিকা এবং মনোজ্ঞ বাক্য ঐ বদনকমলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। (অধ্যাত্মপক্ষে—'সর্ব্বপ্রকারে পুরঞ্জনের (জীবের) প্রাক্তনী বুদ্ধি আনুকূল্য হইয়া স্থিরা হউক'—এইরূপ বারংবার প্রার্থনাই সূচিত হইতেছে) ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—দণ্ডস্তু দত্ত এব সম্প্রতি প্রসীদেত্যাহ—সা ত্বমিতি। সা প্রসিদ্ধা ত্বমস্মাকং স্বামিনী। অনুরাগভরেণ ব্রীড়য়া যো বিলম্বঃ মন্থরতা তেন বিলসন্ হসিতাবলোকো যস্মিন্, বল্গুনি বাক্যানি যস্মিন তৎ ; অধ্যাত্মপক্ষে,—সর্ব্বেণৈব প্রকারেণ সৈবেয়ং মে প্রাক্তনী বুদ্ধিরনুকূলীভূয় স্থিরা ভবত্বিতি মুহুঃ প্রার্থনা ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দণ্ড ত প্রদান করিয়াছই, সম্প্রতি প্রসন্ন হও, তাহাই বলিতেছেন—'সা ত্বং' ইত্যাদি। সেই তুমি প্রসিদ্ধা আমাদের স্বামিনী (অধীশ্বরী)। 'অনুরাগভার'-ইত্যাদি—প্রেমভরে যে লজ্জা, সেই লজ্জা-বশতঃ যে বিলম্ব অর্থাৎ মন্থরতা, তাহাতে বিলসিত হইতেছে সহাস্য অবলোকন যাহাতে, এবং সুমধুর বাক্যাবলি যাহাতে, তাদৃশ মুখখানি কৃপাপূর্ব্বক একবার দেখাও। অধ্যাত্মপক্ষে—সর্ব্বপ্রকারেই আমার (জীবের) সেই এই প্রাক্তনী বুদ্ধি আমার অনুকূলা হইয়া সুস্থির হউক—ইহা বারংবার প্রার্থনা ॥ ২৩ ॥

তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি
যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তম্।
পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যা-
মন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীরপত্নি, (বীরস্য মম ভার্য্যে,) যঃ তব কৃতকিল্বিষঃ (কৃতাপরাধঃ ভবেৎ), তস্মিন্ অহং ভূসুরকুলাৎ (ব্রাহ্মণ কুলাৎ) অন্যত্র (অন্যস্মিন্ প্রাণিনি) মুররিপোঃ দাসাৎ (বৈষ্ণবাৎ) ইতরতত্র (চ) দমং (দণ্ডং) দধে (করোমি), (কিন্তু) তং বীতভয়ং (নির্ভয়ম) উন্মুদিতম্ (উৎ উচ্চৈঃ মুদিতং) ত্রিলোক্যাম্ অন্যত্র বৈ (লোকত্রয়াদ্বহিরপি) ন পশ্যে (ন পশ্যামি ; যস্তে অপরাধী, সঃ যত্র কুত্রাপি গতঃ, মত্তয়াদেব মরিষ্যতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরী, আমি—বীর (পুণ্যময়-ভোগে উৎসাহী), তুমি—আমার ভার্য্যা (বুদ্ধি), সুতরাং কেহ তোমার শত্রুতা (সদ্বুদ্ধির সহিত বিরোধ) করিলে আমি তাঁহার দণ্ড (দান-পুণ্য-ব্রতাদির দ্বারা উপশান্তি) প্রদানে সমর্থ। কেহ যদি তোমার চরণে অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা আমাকে বল। তিনি যদি ব্রাহ্মণ বা মুররিপু-শ্রীকৃষ্ণের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব না হন, (যেহেতু ব্রাহ্মণের কোপ ও বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধারলাভ—দুরূহ), তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার দণ্ডবিধান করিব ; কিন্তু তোমার প্রতি অপকার করিয়া হৃষ্টচিত্তে জীবিত থাকিতে পারেন, এরূপ নির্ভীক পুরুষ ত্রিলোকে বা উহার বহির্ভাগে ত' কোথায়ও দেখি না! (অধ্যাত্মপক্ষে—যদি প্রাক্তন সংস্কার বা কোন পাপাচরণবশতঃ জীবের সদ্বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুণ্যাত্মা ভোগিজীব দান ও পুণ্যব্রতাদির দ্বারা তাঁহার দুর্বুদ্ধির দণ্ড প্রদান করিতে পারেন ; কিন্তু যদি ব্রাহ্মণকোপ বা বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু সদ্বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহা হইলে উঁহাদের নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা এবং তাঁহাদের প্রসন্নতালাভ ব্যতীত উক্ত কোপ বা অপরাধ দূর করিবার আর অন্য উপায় নাই ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে বীরপত্নি, বীরস্য মম ভার্য্যে, যদন্যঃ কশ্চিন্মদীয়স্তব প্রাতিকূল্যমকরোৎ। তস্মিন্ দমং দণ্ডং দধে করোমি, যতস্তবাহং ত্বদধীনত্বাত্ত্বদীয় ইত্যর্থঃ। কিন্তু ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্র মুররিপোর্দাসাদিতরত্র তদ্দ্বয়োর্মম নাস্তি প্রভুতেতি পুরঞ্জনস্যাস্য প্রাচীনবর্হিষ্ট্বাৎ প্রাচীনবর্হিষশ্চ পিতৃপৈতামহধর্ম্মমর্য্যাদানুল্লঙ্ঘনাৎ, সা মর্য্যাদা চ "অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ" ইতি পৃথুচরিতোক্তের্ব্রাহ্মণবৈষ্ণবয়োঃ

করদণ্ডাদ্যগ্রহণরূপৈবেতি বিবেচনীয়ম্। অতো ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাভ্যামন্যত্র ত্রিলোক্যাং ত্রিলোকীমধ্যে অন্যত্র ত্রিলোক্যা বহির্বা বীতভয়ম্ বিগতভয়ম্ উৎ উচ্চৈর্ম্যুদিতং ন পশ্যামি। মত্তয়াদেবাসৌ মরিষ্যতীতি ভাবঃ। অধ্যাত্মপক্ষে—যদি প্রাচীনাদৈহিকাদ্বা পাপাচরণাত্তব প্রাতিকূল্যং, তদা হে সদ্বুদ্ধে, দমং তদুপশমকং দান-পুণ্যব্রতাদিকং করোমি। যদি তু ব্রাহ্মণকোপাৎ বৈষ্ণবাপরাধাদ্বা, তদা তু তৌ দুরুপশমাবেবেত্যাহ—ভূসুরকুলাদন্যত্রেত্যাদি। তদ্দ্বয়াপরাধস্য তদ্দ্বয়প্রসাদাদেবোপশান্তির্নান্যথেতি ভাবঃ। বীতভয়মিত্যাদ্যধর্ম্ম-নির্ম্মূলনে সাটোপে ক্তিঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে বীরপত্নি! বীর আমার পত্নী তুমি, যদি মদীয় অপর কেহ তোমার প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমি দণ্ড বিধান করিব। 'তব'—যেহেতু আমি তোমারই, তোমার অধীন বলিয়া আমি তোমারই জন, এই অর্থ। কিন্তু ব্রাহ্মণকুল এবং মুরারি শ্রী-হরির দাস ভিন্ন (অন্যের প্রতি দণ্ডবিধান করিব), কারণ সেই দুই স্থানে আমার কোন প্রভুত্ব নাই। এই পুরঞ্জন প্রাচীনবর্হিই (তাঁহার চরিত্রই কথান্তরের দ্বারা দেবর্ষি বর্ণনা করিতেছেন), প্রাচীনবর্হির পিতা (বিজিতাশ্ব) এবং পিতামহ (মহারাজ পৃথু) কখনও ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। সেই ধর্ম্ম-মর্য্যাদা হইতেছে—"অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদ্ অন্যত্রাচ্যুত-গোত্রতঃ" (৩।২১।১২), অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুল এবং বৈষ্ণব-গণের উপর তিনি কখন কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই, এই মহারাজ পৃথু-চরিত্রের উক্তি অনু-সারে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের উপর কর ও দণ্ডাদি অগ্রহণরূপাই এই মর্য্যাদা, ইহা এখানে বিবেচ্য। অতএব ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ ব্যতীত 'ত্রিলোক্যাং'—এই ত্রিভুবনের মধ্যে বা বাহিরে কোথাও এইরূপ নির্ভয় ব্যক্তি দেখিতে পাই না, যে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়া 'উন্মুদিতং'—উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে, আমার ভয়েই সেই ব্যক্তি মৃত হইবে—এই ভাব। অধ্যাত্মপক্ষে—যদি প্রাক্তন সংস্কার, অথবা ঐহিক পাপাচরণের দ্বারা তোমার প্রাতিকূল্য হয়, তাহা হইলে, হে সদ্বুদ্ধে! 'দমং'—তাহার উপশমক দান, পুণ্য ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান আমি করিব, কিন্তু যদি ব্রাহ্মণকোপ অথবা বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সেই প্রাতিকূল্য (দুর্বুদ্ধির উদয়) হয়, তাহা হইলে কিন্তু তাহা দুরুপশমনীয়ই, ইহা বলিতেছেন—'ভূসুরকুলাদ্ অন্যত্র' ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ ব্যতীত। সেই দুই জনের অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুল এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি অপরাধ হইলে, তাহাদের অনুকম্পাতেই তাহার উপশান্তি হইবে, অন্য কোন প্রকারে নহে—এই ভাব। 'বীত-ভয়ম্'—ইত্যাদি অধর্ম্মের নির্ম্মূলন (উচ্ছেদ) ব্যাপারে সদর্প ভাষণ ॥ ২৪ ॥

বক্ত্রং ন তে বিতিলকং মলিনং বিহর্ষং
সংরম্ভভীমমবিমৃষ্টমপেতরাগম্।
পশ্যে স্তনাবপি শুচোপহতৌ সুজাতৌ
বিম্বাধরং বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ইতঃপূর্ব্বং কদাপি) তে (তব) বক্ত্রং বিতিলকং মলিনং বিহর্ষং (হর্ষরহিতং) সংরম্ভভীমং (সংরম্ভেণ কোপাবেশেন ভীমং ভয়ঙ্করম্) অবিমৃষ্টম্ (অনুজ্জ্বলম্) অপেতরাগং (স্নেহশূন্যং) ন পশ্যে (নাপ-শ্যম্); (তথা) সুজাতৌ (শোভনৌ তে) স্তনাবপি শুচোপহতৌ (শোকাশ্রুভিঃ উপহতৌ অভিষিক্তৌ ইতঃপূর্ব্বং নাপশ্যং), (তথা) বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগং (বিগতঃ কুঙ্কুমপঙ্কতুল্যস্তাম্বূলরাগঃ যস্মাৎ তাদৃশং) বিম্বাধরং (বিম্বফলাকারম্ অধরঞ্চ) (অপি ইতঃ পূর্ব্বং নাপশ্যম্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(হে সুন্দরি,) ইতঃপূর্ব্বে কখনও ত' তোমার তিলকহীন বদন দেখি নাই? কখনও ত' এরূপ হর্ষরহিত, ক্রোধহেতু ভয়ঙ্কর, অনুজ্জ্বল ও স্নেহশূন্য মুখ দর্শন করি নাই! আরও দেখিতেছি যে, শোকজনিত নেত্রবারিদ্বারা তোমার কুচযুগল প্লাবিত হইয়াছে—পূর্ব্বে ত' কখনও এরূপ দেখি নাই! পূর্ব্বের মত ত' তোমার বিম্বাধরে কুঙ্কুম-পঙ্কতুল্য তাম্বূলরাগের রক্তিমা নাই! (অধুনা সদ্-বুদ্ধির পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রসন্নতা নাই—ইহাই উক্ত হইতেছে)॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বক্ত্রং বিতিলকং কদাপি ন পশ্যামি, সম্প্রতি মদ্দৌর্ভাগ্যাদেব পশ্যামীতি ভাবঃ। বিগতঃ

কুঙ্কুমপঙ্কস্যেব তাম্বূলস্য রাগো যত্র তং বিম্বাধরং। বিন্দামি শমিতি পাঠে বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগাবিতি স্তনয়োর্বিশেষণম্ ; পক্ষে—বিতিলকত্বাদিভিরুপলক্ষ্যমাণা অপি সদ্বুদ্ধেঃ পূর্ব্ববৎ প্রসাদাভাবো দ্যোতিতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বক্তুং বিতিলকং'—তোমার মুখখানি কখনও তিলকশূন্য মলিন দেখি নাই, সম্প্রতি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃই দেখিতেছি—এই ভাব। 'বিগত-কুঙ্কুম-পঙ্করাগম্'—বিগত হইয়াছে কুঙ্কুমপঙ্কের ন্যায় তাম্বূলের রাগ যেখানে, তাদৃশ বিম্বাধর (অর্থাৎ কুঙ্কুমপঙ্কতুল্য তাম্বূলরাগ বিবর্জ্জিত বিম্বফলাকার অধর কখন দেখি নাই)। এই স্থলে 'বিন্দামি শম্' ইত্যাদি পাঠান্তরে—'বিগতকুঙ্কুম-পঙ্করাগৌ', ইহা স্তনদ্বয়ের বিশেষণ (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য)। অধ্যাত্মপক্ষে—তিলকশূন্যত্বাদির দ্বারা প্রাপ্ত হইলেও সদ্বুদ্ধির পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্নতার অভাবই দ্যোতিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

———

তন্মে প্রসীদ সুহৃদঃ কৃতকিল্বিষস্য
স্বৈরং গতস্য মৃগয়াং ব্যসনাতুরস্য।
কা দেবরং বশগতং কুসুমাস্ত্রবেগ-
বিস্রস্তপৌংস্নমুশতী ন ভজেত কৃত্যে ॥ ২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) স্বৈরং (স্বেচ্ছয়া ত্বাম্ অপৃষ্ট্বা) মৃগয়াং গতস্য ব্যসনাতুরস্য (মৃগয়ানুরক্তস্য অতএব) কৃতকিল্বিষস্য (কৃতাপরাধস্য অপি) সুহৃদঃ (প্রিয়স্য) মে প্রসীদ (অপরাধক্ষমাং কৃত্বা প্রসাদং কুরু); দেবরং (দেবঃ দেবনং ক্রীড়ারতিঃ তাং রাতি দদাতীতি দেবঃ কান্তঃ তং) কুসুমাস্ত্রবেগবিস্রস্তপৌংস্নং (কুসুমাস্ত্রস্য কামস্য বেগেন বিস্রস্তং গতং পৌংস্নং পৌরুষং ধৈর্য্যং যস্য তং) বশগতম্ (অতএব তব বশীভূতম্) উশতী (কাময়মানা) কৃত্যে (ভজনং কর্ত্তুং যোগ্যে অর্থে দেশে কালে) কা ন ভজেত? (নাঙ্গীকুর্য্যাৎ? এবম্ভূতা ন কাপীত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব যদিও তোমার (সদ্বুদ্ধির) অনুমতি না লইয়া নিজের স্বতন্ত্র-ইচ্ছাতেই মৃগয়া ব্যসনে আসক্ত হইয়া তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি তথাপি সুহৃৎ ভাবিয়া আমার ত্রুটী মার্জ্জনাপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যে-কান্ত প্রিয়তমাকে তাহার অভিলষিত রতিদানে উন্মুখ, যে-কান্ত কুসুমশরের অর্থাৎ অনঙ্গবাণের প্রহারে ধৈর্য্য হারাইয়া কান্তার বশীভূত, এরূপ কান্তকে কাময়মানা কোন্ কামিনী কামভজনযোগ্য দেশ কালে প্রাপ্ত হইয়াও ভজনা না করে? (সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ অপরাধী কান্তকে পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ, হে সদ্বুদ্ধে, তুমিও জীব) (আমাকে পরিত্যাগ করিও না) ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেয়স্যাঃ প্রসাদং প্রার্থয়তে—তন্ম ইতি। কিল্বিষমেবাহ—স্বৈরমিত্যাদি। দেবো দেবনং ক্রীড়া তং রাতি দদাতীতি দেবরঃ কান্তস্তং, স্মরশরবেগেনৈব বিস্রস্তং পৌংস্নং পুরুষার্হং স্বাতন্ত্র্যং যস্য তম্। উশতী কমনীয়া কৃত্যে কান্তবিষয়কস্নেহোচিতে কর্ম্মণি কা ন ভজেত? পক্ষে—সদ্বুদ্ধিমেব সাক্ষাৎকৃত্যাহ—প্রসীদ প্রসন্না ভবন্তী মম হৃদি বিরাজস্ব। মম কীদৃশস্য? স্বৈরং নিরঙ্কুশমেব কৃতকিল্বিষস্য মৃগয়াং গতস্য ব্যাধস্যেব পাপিন ইত্যর্থঃ। "ব্যাধো মৃগবধজীবো মৃগয়ুর্লুব্ধকো হি সঃ" ইত্যভিধানাৎ। সদ্বুদ্ধেঃ স্বস্মিন্নবস্থিতিং অর্থান্তরন্যাসেনাহ—কেতি। স্ত্রী যথা কান্তং সাপরাধমপি ন জহাতি, তথৈব, হে সদ্বুদ্ধে, মাং ত্বং ন জহীহীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ষড়্বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রেয়সীর প্রসন্নতা (অনুগ্রহ) প্রার্থনা করিতেছেন—'তন্মে' ইত্যাদি (অর্থাৎ আমার প্রতি প্রসন্ন হও)। অপরাধই বলিতেছেন—'স্বৈরম্' ইত্যাদি (তোমাকে না বলিয়া স্বেচ্ছায় মৃগয়ায় আসক্ত হইয়াছিলাম, ইহা তোমার নিকট আমার দারুণ অপরাধ)। 'দেবরং'—দেব, দেবন, অর্থাৎ ক্রীড়া, তাহা যিনি দান করেন, তিনি দেবর অর্থাৎ কান্ত, তাহাকে। কামশরের বেগেই যাহার 'পৌংস্নং'—পুরুষোচিত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়াছে, তাহাকে (অর্থাৎ কামবাণে বিলুপ্তধৈর্য্য সেই স্বামীকে), 'উশতী'—

কমনীয়া, কৃত্যে—কান্তবিষয়ক স্নেহোচিত কর্ম্মে কে না ভজনা করে? (অর্থাৎ তাদৃশ স্বামীকে কোন্ কামবতী কামিনী ভজনা না করে?)। অধ্যাত্মপক্ষে—সদ্বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেছেন—'প্রসীদ'—তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদয়ে বিরাজ কর। কিপ্রকার আমার? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বৈরং গতস্য'—নিরঙ্কুশভাবেই পাপ করিয়াছে যে, সেই আমার। 'মৃগয়াং গতস্য'—ব্যাধের মতই পাপী আমি, এই অর্থ। অভিধানে উক্ত আছে—ব্যাধ, মৃগবধ-জীব (পশু বধই যাহার জীবিকা), মৃগয়ু, লুব্ধক—ইহা পর্য্যায়বাচী শব্দ। সদ্বুদ্ধির নিজেতে অবস্থিতি লক্ষ্য করতঃ অর্থান্তরন্যাসে বলিতেছেন—'কা' ইত্যাদি, স্ত্রী যেরূপ স্বামী অপরাধ করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ, হে সদ্বুদ্ধে! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না—এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ষড়্বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২৬ ॥

তথ্য—ষড়্বিংশ-অধ্যায়ে পুরঞ্জনের উপাখ্যানে যে রূপকটী উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই—

ধনুক—কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিনিবেশ। রথ—দেহ। পঞ্চ অশ্ব—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। রথদণ্ডদ্বয়—অহংতা ও মমতা। দুইটী চক্র—পুণ্য ও পাপ একটী অক্ষ (ধুর্)—প্রধান। তিনটী ধ্বজদণ্ড—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। পাঁচটী বন্ধন—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ-বায়ু। এক গাছি রজ্জু—মন। একজন সারথী—বুদ্ধি। একটী উপবেশন-স্থান—হৃদয়। দুইটী যুগবন্ধন-স্থান—শোক ও মোহ। পাঁচখানি অস্ত্র—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ—এই পঞ্চপ্রকার বিষয়। চর্ম্মাদিদ্বারা নির্ম্মিত সাতটী আবরণ—সপ্তধাতু। পঞ্চ বিক্রম অর্থাৎ গতি—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গতি। স্বর্ণময় পরিচ্ছেদ—অত্যধিক জড়াভিনিবেশ জন্য স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি। স্বর্ণ-কবচ—রজোগুণ। অক্ষয়তুণীর—অনন্ত বাসনা। একাদশ চমূপতি (সেনানায়ক)—একাদশ-ইন্দ্রিয়াধিপতি মন। পঞ্চপ্রস্থ-নামক বন—পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়। মৃগয়া—পরদার-গমনাদি পাপ। অর্থাৎ বাণ—রাগদ্বেষাদি। কার্ম্মুক অর্থাৎ ধনুক—ভোগাভিনিবেশ। জায়া—ধর্ম্মশীলা বুদ্ধি। বন—বিষয়-ভোগের স্থান বনস্থ পশু—ভোগ্য বিষয়। নিয়ম—যথাযোগ্যবিষয়-ভোগ। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর—নিজকৃত দুষ্কর্ম-স্মরণে ব্যাকুলতা। গৃহে প্রত্যাগমন—অনিত্যধর্ম্মাদি-পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অবস্থান। স্নান—প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা শুদ্ধি। উচিতাহার—অমেধ্যাদিভোজন-পরিত্যাগ। ধূপচন্দনাদি—ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদির উপদেশপূর্ণ নানাবিধ উপাখ্যান। অলঙ্কার—শাস্ত্রোপদেশ। মহিষী—পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্তা ধর্ম্মশীলা বুদ্ধি। অন্তঃপুরস্ত্রী—অন্তঃকরণ বৃত্তি। মাতা—বিষ্ণুভক্তি। পত্নী—ধর্ম্মশীলা বুদ্ধি। পাদযুগলস্পর্শ—অহঙ্কার-পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্বুদ্ধির সম্মান। ক্রোড়ে স্থাপন-(সদ্বুদ্ধিকে) হৃদয়ে স্থাপন।

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের ষড়্বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—
ইত্থং পুরঞ্জনং সধ্র্যগ্‌বশমানীয় বিভ্রমৈঃ।
পুরঞ্জনী মহারাজ রেমে রময়তী পতিম্‌ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিনিবন্ধন পুরঞ্জনের আত্মবিস্মৃতি এবং কাল-কন্যাদির উপাখ্যানদ্বারা জীবের জরা-রোগাদিবিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

'পুরঞ্জন'-নামক জীবের বুদ্ধিরূপা ধর্ম্মশীলা পত্নীতে পুনরাসক্তি, পত্নীর সহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নির্ব্বাহরূপা মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া বিবেক অর্থাৎ পরমার্থানুশীলনরূপা প্রবৃত্তির বিলোপ-সাধন, তথা বৈরাগ্যজ্ঞানযুক্ত-ভক্তির অভাবে তাঁহার মনুষ্যজীবনের দুর্ল্লভত্বাদি-ধারণায় অক্ষমতা, তাহাতে বিষয়ভোগেচ্ছার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও নিত্য নবনবায়মান ভোগোপায়-সৃষ্টি, মহিষীর ভুজলতা-রূপা অবিদ্যার আশ্রয়ে পুণ্যাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া ধারণা হওয়ায়, কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান-বিষয়ে অজ্ঞানতা, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বুদ্ধিরূপা পত্নীর গর্ভে বিবেক-নির্ণয় সংশয়াদি একাদশ শত পুত্র ও লজ্জা উৎকণ্ঠাদি একশত দশটী কন্যা-উৎপাদন, পুত্রদিগকে মতি ধৃতি প্রভৃতি পত্নীর সহিত, এবং কন্যাদিগকে বিনয়-প্রণয়াদি বরের সহিত বিবাহদান, কালক্রমে পুরঞ্জনের পুণ্যাচরণাদি পৌত্রের আবির্ভাব এবং তদ্দারা পঞ্চাল-রাজ্যরূপ শব্দাদি-বিষয়ে পুরঞ্জনের বংশবৃদ্ধি, পুরঞ্জনের বিবেকাদিরূপ পুত্রে, অভিমানাদিরূপ দায়াদবর্গে, ইন্দ্রিয়-প্রাণাদিরূপ ভৃত্যবর্গে, আধারচক্রাদিরূপ গৃহে, উদরকুক্ষিরূপ ভাণ্ডারে ও শব্দাদিরূপ বিষয়ে আসক্তি, পরে পশুহিংসাবহুল যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিগণের পূজা এবং কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তিনিবন্ধন আত্মহিত-সাধক ভগবদারাধনাদি-কার্য্যে অমনোযোগ, কর্ম্মবিনির্ম্মিত পুরী অর্থাৎ দেহের উপর কালপ্রভাবে নানাপ্রকার আধিব্যাধির আক্রমণ এবং কাল-কন্যাজরার উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত শ্রীনারদ যখন ব্রহ্মলোক হইতে ভূতলে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন ঐ কালকন্যা শ্রীনারদকে 'প্রাকৃত জীব' ভাবিয়া তাঁহার পত্নী হইবার জন্য নারদের নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু নারদ ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় 'জরা' তাঁহাকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন যে, 'নারদ কোথাও সুস্থিরভাবে থাকিতে পারিবেন না'। অনন্তর নারদের আজ্ঞাক্রমে 'জরা' মৃত্যুকে পতিরূপে বরণ করিতে চাহিলে, মৃত্যু জরাকে কর্ম্মবিনির্ম্মিত প্রাণিশরীরকে বলাৎকারে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে পতি করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। এই উপাখ্যানদ্বারা, ভগবদ্ভক্তগণ যে জরার আক্রমণযোগ্য নহেন, (যেহেতু তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত-লোকের ন্যায় কর্ম্মবিনির্ম্মিত নহে), প্রাকৃত ব্যক্তিগণই যে জরার আক্রমণযোগ্য, এবং ভক্তগণ যে নারদের ন্যায় নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন,—সেই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(হে) মহারাজ, পুরঞ্জনী ইত্থং বিভ্রমৈঃ (বিলাসৈঃ) পুরঞ্জনং সধ্র্যক্ (সম্যক্) বশমানীয় (স্ববশমানীয়) (তং) পতিং রময়তী (স্বয়ং) রেমে (পক্ষে,—ভোগে জীবস্য বুদ্ধিপারতন্ত্র্যং দর্শিতম্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে মহারাজ, পুরঞ্জনী এইরূপ হাবভাববিলাস দ্বারা পুরঞ্জনকে সম্যক্ প্রকারে স্ববশে আনয়ন করিলেন এবং সেই পতির অনুরাগ উৎপাদন করিয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন (অধর্ম্মে মতি পরিত্যাগ করিয়া জীব পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মবুদ্ধিতে আসক্ত হইলেন) ॥১॥

বিশ্বনাথ—

সদ্বুদ্ধ্যা সহিতস্যাস্য সুকৃতান্যপি কুর্ব্বতঃ।
সপ্তবিংশে জরারোগাদ্যুপাখ্যানেন কথ্যতে ॥ ০ ॥

তদেবং ধার্ম্মিকস্যাপি জীবস্য কদাচিদন্তরায়ে প্রাপ্তে বিবিধদুষ্কৃতদূষিতান্তঃকরণস্যাপি পুনর্লব্ধবিবেকস্য দানব্রততপঃপ্রায়শ্চিত্তাদিকং কৃতবতোঽপি মনোমালিন্যানপগমাদনুপদমনুতাপসহস্রবিদীর্ণস্য ভাগ্য-

বশাদেব পুনরপি সদ্বুদ্ধিপ্রাপ্তিঃ প্রপঞ্চিতা। ইদানীং পূর্ব্ববদেব ধর্ম্মবুদ্ধিমতঃ সদাচারস্য তস্য গার্হস্থ্যমাহ—ইত্থমিতি। সধ্র্যক্ সম্যক্ বিভ্রমৈর্বিলাসৈঃ। পক্ষে,—অধর্ম্মে মতিং পরিত্যজ্য পূর্ব্ববদ্ধর্ম্মবুদ্ধাবেবাসক্তো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তবিংশ অধ্যায়ে পুরঞ্জন সদ্বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পুণ্য কর্ম্মাদি করিলেও জরা, রোগাদির উপাখ্যানের দ্বারা তাহার কথা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

এই প্রকারে ধার্ম্মিক জীবেরও কিছুকাল ব্যাবধানে বিবিধ দুষ্কর্ম্ম-জনিত অন্তঃকরণ দূষিত হইলেও পুনরায় বিবেক প্রাপ্ত হইয়া দান, ব্রত, প্রায়শ্চিত্তাদি করিলেও, মনের মালিন্য অপগত না হওয়ায় প্রতিক্ষণেই অনুতাপসহস্রে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকিলে, ভাগ্যবশতঃই পুনরায়ও সদ্বুদ্ধি প্রাপ্তি হইতে পারে—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায়ই ধর্ম্মে মতিমান্ সদাচার-সম্পন্ন সেই জীবের গার্হস্থ্য আচরণ বলিতেছেন—'ইত্থং' ইত্যাদি। 'সধ্র্যক্'—সম্যক্‌রূপে, 'বিভ্রমৈঃ'—বিলাসের দ্বারা (অর্থাৎ এইরূপে মহিষী হাব-ভাব ও বিলাসাদির দ্বারা রাজা পুরঞ্জনকে অতিশয় বশীভূত করিয়া, তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন)। অধ্যাত্মপক্ষে—জীব অধর্ম্মে বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের মত ধর্ম্মবুদ্ধিতে আসক্ত হইলেন—এই অর্থ ॥ ১ ॥

স রাজা মহিষীং রাজন্ সুস্নাতাং রুচিরাম্বরাম্।
কৃতস্বস্ত্যয়নাং তৃপ্তামভ্যনন্দদুপাগতাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সঃ রাজা (পুরঞ্জনঃ অপি) সুস্নাতাং রুচিরাম্বরাং (মনোরমবস্ত্রাং) কৃতস্বস্ত্যয়নাং কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলং কুঙ্কুমসিন্দুরাদিভিঃ যস্যাঃ তাং) তৃপ্তাম্ (অন্নাদিভোজনেন তৃপ্তাম্) উপাগতাং (স্বসমীপম্ আগতাং স্বমহিষীম্ দৃষ্ট্বা অভ্যনন্দৎ (ভোগার্থম্ অঙ্গীকৃতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই রাজা পুরঞ্জনও সুস্নাতা, মনোরম-বসনা এবং কুঙ্কুম-সিন্দুরাদিদ্বারা মঙ্গলানুষ্ঠানপূর্ব্বক সমাগতা (সদ্বুদ্ধির প্রসন্নতা-দ্যোতক) পানভোজনাদিদ্বারা পরিতৃপ্তা ও স্বসমীপে আগতা মহিষীকে ভোগার্থ গ্রহণ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সুস্নাতেত্যাদিনা স্বীয়সদ্বুদ্ধেঃ প্রসন্নতামালক্ষ্য বিগতমনোমালিন্যঃ কৃতার্থো বভূবেত্যুক্তম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুস্নাতা'—ইত্যাদির দ্বারা (জীব) স্বীয় সদ্বুদ্ধির প্রসন্নতা দেখিয়া নিজের মনোমালিন্য দূর করতঃ কৃতার্থ হইল—ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

তয়োপগূঢ়ঃ পরিরব্ধকন্ধরো
রহোঽনুমন্ত্রৈরপকৃষ্টচেতনঃ।
ন কালরংহো বুবুধে দুরত্যয়ং
দিবা নিশেতি প্রমদাপরিগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তয়া (স্ত্রিয়া) উপগূঢ়ঃ (আলিঙ্গিতঃ) পরিরব্ধকন্ধরঃ (পরিরব্ধা গৃহীতা কন্ধরা গ্রীবা তস্যাঃ যেন সঃ) রহোঽনুমন্ত্রৈঃ (রহঃ একান্তে তয়া অনুমন্ত্রৈঃ অনুকূলৈঃ গুহ্যভাষণৈঃ) অপকৃষ্টচেতনঃ (অপকৃষ্টা চেতনা বিবেকঃ যস্য সঃ, অতএব) প্রমদাপরিগ্রহঃ (সা প্রমদা এব পরিগ্রহঃ নঃ জ্ঞানভক্ত্যাদিসাধনং যস্য সঃ) দুরত্যয়ম্ (অত্যেতুম্ অশক্যং) দিবা নিশা ইতি (ইত্যেবং লক্ষণং) কালরংহঃ কালস্য রংহঃ বেগম্ আয়ুর্ব্যয়ং) ন বুবুধে (পক্ষে বিষয়াসক্তস্য আয়ুর্ব্যয়বোধঃ ন ভবতি) ॥৩॥

অনুবাদ—প্রেয়সী যেমন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, পুরঞ্জনও অমনি বাহুযুগলদ্বারা কামিনীর স্কন্ধদেশ বেষ্টন করিলেন। ঐ রমণী নির্জ্জনে যে-সকল অনুকূল গুহ্য-ভাষণ (ধর্ম্মকর্ম্ম-নির্ব্বাহিকা মন্ত্রণা) করিতে লাগিলেন, তাহাতেই পুরঞ্জনের চেতনা (বিবেক) বিলুপ্ত হইতে থাকিল। অতএব সেই প্রমদার সহিত ক্রীড়োন্মত্ত হইয়া তাঁহার দিবা-রাত্র-জ্ঞান থাকিল না; ক্ষণে-ক্ষণে যে তাঁহার আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না—(জীব বুদ্ধির সহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নির্ব্বাহিকা মন্ত্রণা করিয়া বিবেক অর্থাৎ পরমার্থানুশীলন প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলেন এবং বৈরাগ্যযুক্ত-ভক্তির অভাবে মনুষ্য-জীবনের দুর্ল্লভত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না) ॥৩॥

বিশ্বনাথ—অনুমন্ত্রৈঃ অনুকূলগুহ্যভাষণৈঃ; পক্ষে

—ধর্ম্মকর্ম্মনির্ব্বাহমন্ত্রণাভিঃ। অপকৃষ্টা বিলুপ্তীকৃতা চেতনা সংসারতরণলক্ষণা বুদ্ধির্যস্য সঃ। কালস্য রংহো বেগং বৈরাগ্যাভাবান্ন বুবুধে ; কীদৃশম্ ? ইদং দিবা গতম্, ইয়ং নিশা আগতেতি এতৎপ্রকারকমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুমন্ত্রৈঃ'—অনুকূল রহস্য কথার দ্বারা। অধ্যাত্মপক্ষে—ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি নির্ব্বাহবিষয়ে নানাবিধ মন্ত্রণার (পরামর্শের) দ্বারা। 'অপকৃষ্ট-চেতনঃ'—অপকৃষ্ট অর্থাৎ বিলোপসাধন করা হইয়াছে, চেতনা বলিতে সংসার-তারণরূপা বুদ্ধি যাঁহার, সেই রাজা পুরঞ্জন (জীব)। 'কাল-রংহঃ' —দুর্জ্জয় কালের বেগ বৈরাগ্যের অভাবেই বুঝিতে পারিলেন না। কিরূপ ? 'দিবা নিশেতি'—এই দিন অতিবাহিত হইল, রাত্রি আগমন করিল—এই প্রকার, অর্থাৎ তাঁহার দিবা-রাত্র জ্ঞানও থাকিল না—এই অর্থ ॥ ৩ ॥

শয়ান উন্নদ্ধমদো মহামনা
মহার্হতল্পে মহিষীভুজোপধিঃ।
তামেব বীরো মনুতে পরং যত-
স্তমোঽভিভূতো ন নিজং পরঞ্চ যৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ মরণাদিভয়াভাবাৎ) উন্নদ্ধমদঃ (অতি বৃদ্ধমদঃ) মহামনাঃ (নানাপ্রকারসঙ্কল্পবিকল্পবান্) মহার্হতল্পে (উৎকৃষ্টশয্যায়াং) শয়ানঃ মহিষীভুজোপধিঃ (মহিষ্যাঃ ভুজঃ এব উপধিঃ উপধানম্ উচ্ছীর্ষকং যস্য সঃ) তমোঽভিভূতঃ (তমসা অজ্ঞানেন অভিভূতঃ অন্ধীভূতঃ) বীরঃ (প্রৌঢ়ঃ পুরঞ্জনঃ) তামেব (তাং স্ত্রিয়মেব) পরং (পরমং পুরুষার্থং) মনুতে (অমন্যত) ; ন (তু,) নিজং (স্বরূপং), (ন) চ পরং (পরমেশ্বরং পুরুষার্থম্ অমন্যত) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(অতএব মরণাদিভয়ের কথা চিন্তা না করিয়া) পুরঞ্জন (জীব) ভোগ্যবিষয়ে উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ-মদ হইলেন এবং ভোগের জন্য নানাপ্রকার সংকল্প বিকল্প করিতে থাকিলেন। বীর (ভোগোৎসাহী) পুরঞ্জন মহিষীর ভুজলতাকে (অবিদ্যাকে) উপধান (উপাধি) করিয়া মহামূল্য-শয্যায় (পুণ্যকর্ম্মে) শয়নপূর্ব্বক (মগ্ন হইয়া) রতিক্রীড়ায় মত্ত হইলেন (অজ্ঞানে অভিভূত হইলেন) এবং সেই স্ত্রীকেই (ধর্ম্মপত্নীর সঙ্গ-বশতঃ ধর্ম্মাসক্তিহেতু পুণ্যাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মকেই) পরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন ; কিন্তু স্বীয় স্বরূপ ও পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ) সম্বন্ধজ্ঞানকে 'পরম পুরুষার্থ' বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—মহিষ্যা ভুজ এব উপধিরুপধানং যস্য সঃ। অবিসর্গ-পাঠে শয়নক্রিয়াবিশেষণম্। তামেব ব্যবায়তো হেতোর্মনুতে—স্ত্রীসঙ্গসুখমেব পুরুষার্থমমন্যত। অমনুতেতি চ পাঠঃ। ন তু নিজং পরঞ্চ কিমপি অমনুত অগণয়দিত্যর্থঃ। তমসা অজ্ঞানেন যতোঽভিভূতঃ। অধ্যাত্মপক্ষে,—ব্যবায়তো ধর্ম্মপত্নীসঙ্গতো ধর্ম্মাসক্ত্যা ধর্ম্মমেব পুরুষার্থম্ অমন্যত, ন তু মোক্ষং, যতো ন নিজং জীবস্বরূপং, নাপি পরং পরমেশ্বরস্বরূপম্ ; ধার্ম্মিক ইত্যুন্নদ্ধমদঃ, মহামনা দানশীলঃ, মহার্হতল্পে পুণ্যকর্ম্মণি শয়ানো মগ্নঃ। মহিষীভুজোপধিরবিদ্যোপাধিঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহিষীভুজোপাধিঃ'—মহিষীর ভুজলতাই উপাধান (বালিশ) যাহার, সেই পুরঞ্জন। 'অবিসর্গ-পাঠে', অর্থাৎ 'ভুজোপাধি'—এইরূপ পাঠান্তরে, উহা শয়ন-ক্রিয়ার বিশেষণ। 'তামেব ব্যবায়তঃ'—তাহাকেই ব্যবায়হেতু অর্থাৎ সেই স্ত্রীসঙ্গ-জনিত সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিলেন। এখানে 'অমনুত'—এইরূপ পাঠও রহিয়াছে। কিন্তু নিজেকে অথবা পরকে (অর্থাৎ নিজের স্বরূপ কিম্বা পরব্রহ্মস্বরূপ) কিছুই গণনা করিলেন না। 'তমোঽভিভূতঃ'—যেহেতু অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন। অধ্যাত্মপক্ষে—'ব্যবায়তঃ' বলিতে ধর্ম্মপত্নী-সঙ্গত হইয়া ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ ধর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে করিত, কিন্তু মোক্ষকে নহে, যেহেতু 'ন নিজং ন পরং'—অর্থাৎ নিজ জীবস্বরূপ, কিম্বা পরমেশ্বরের স্বরূপ, কিছুই জানিত না। 'উন্নদ্ধমদঃ'—আমি ধার্ম্মিক, এই প্রকার অহংকারে গর্ব্বিত। 'মহামনাঃ'—দানশীল। 'মহার্হতল্পে শয়ানঃ'—পুণ্যকর্ম্মে অত্যন্ত মগ্ন। 'মহিষীভুজোপধিঃ' —অবিদ্যার উপাধিতে আসক্ত জীব ॥ ৪ ॥

তথ্য—পাঠান্তর, (৩য় চরণে) "তামেব বীরোহমনুত ব্যবায়তঃ ।।" ৪ ।।

———

তয়ৈবং রমমাণস্য কামকশ্মলচেতসঃ ।
ক্ষণার্দ্ধমিব রাজেন্দ্র ব্যতিক্রান্তং নবং বয়ঃ ।। ৫ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, কামকশ্মলচেতসঃ (কামমোহিতচিত্তস্য) তয়া (স্ত্রিয়া সহ) এবং রমমাণস্য (তস্য পুরঞ্জনস্য) নবং বয়ঃ (যুবাবস্থোপলক্ষিতঃ কালঃ) ক্ষণার্দ্ধমিব ব্যতিক্রান্তম্ (অজ্ঞাতম্ এব গতম্) ।। ৫ ।।

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, এইরূপেই সেই প্রমদার সহিত কামক্রীড়া করিতে করিতে কামমোহিতচিত্ত-পুরঞ্জনের নবযৌবন ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যেন অতিক্রান্ত হইল ।। ৫ ।।

———

তস্যামজনয়ৎ পুত্রান্ পুরঞ্জন্যাং পুরঞ্জনঃ ।
শতান্যেকাদশ বিরাড়ায়ুষোহর্দ্ধমথাত্যগাৎ ।। ৬ ।।

অন্বয়ঃ—তস্যাং পুরঞ্জন্যাং (ভার্য্যায়াং) বিরাট্ (সম্রাট্) পুরঞ্জনঃ একাদশ শতানি পুত্রান্ অজনয়ৎ ; অথ (তেন চ) আয়ুষোহর্দ্ধং (সংবৎসরপঞ্চাশদাত্মকং কালম্) অত্যগাৎ (অতিক্রান্তবান্) ।। ৬ ।।

অনুবাদ—সেই সম্রাট্ পুরঞ্জন দেহের একচ্ছত্র ভোক্তাভিমানী ও গৃহমেধ-ধর্ম্মপরায়ণ জীব) ভার্য্যা পুরঞ্জনীর গর্ভে একাদশ শত পুত্র (বিবেক-নির্ণয়-সংশয়াদি) উৎপাদন করিলেন ; তাহাতে তাঁহার পরমায়ুর অর্দ্ধ ভাগ (পঞ্চাশৎবর্ষ পর্য্যন্ত গৃহমেধি-ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগলাম্পট্যের আতিশয্য দৃষ্ট হয়) অতিবাহিত হইল ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—পুত্রান্ বিবেকনির্ণয়সংশয়াদীন্ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রান্'—বিবেক, নির্ণয়, সংশয় প্রভৃতি, একশত এগার জন পুত্র (ইন্দ্রিয় পরিণাম-রূপ) উৎপাদন করিলেন ।। ৬ ।।

———

দুহিতৄর্দশোত্তরশতং পিতৃমাতৃযশস্করীঃ ।
শীলৌদার্য্যগুণোপেতাঃ পৌরঞ্জন্যঃ প্রজাপতে ।। ৭ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) প্রজাপতে, (সঃ পুরঞ্জনঃ তস্যাং) পিতৃমাতৃযশস্করীঃ শীলৌদার্য্যগুণোপেতাঃ (শীলং শান্তভাবঃ ঔদার্য্যং মহত্ত্বং তাভ্যাম্ উপেতাঃ যুক্তাঃ) দশোত্তরশতং দুহিতৄ (পুরঞ্জনকন্যাত্বাৎ) পৌরঞ্জন্যঃ (নাম খ্যাতাঃ অজনয়ৎ) ।

অনুবাদ—হে প্রজাপতে, সেই পুরঞ্জন পুঞ্জনীর গর্ভে একশত দশটী কন্যাও (লজ্জা-উৎকণ্ঠা-চিন্তাদি) উৎপাদন করিলেন। ঐ সকল কন্যা পিতামাতার যশস্করী এবং শীল ও ঔদার্য্যাদি সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন ।। ৭ ।।

বিশ্বনাথ—দুহিতৄর্লজ্জোৎকণ্ঠাচিন্তাদ্যাঃ পুত্রসংখ্যা-বাহুল্যমাত্রবিবক্ষয়া দুহিতৃসংখ্যা তু পুত্রেভ্যো ন্যূনত্বেন গার্হস্থ্যসৌন্দর্য্যার্থম্, বিরাট্ সম্রাট্ জীবশ্চ, আয়ুষোহর্দ্ধ-মত্যগাদিতি পঞ্চাশদ্বর্ষপর্য্যন্তং বিষয়ভোগ-লাম্পট্য-মধিকমিতি বিবক্ষয়া, পিতৃমাতৃযশস্করীরিতি তাসাং পুণ্যক্রিয়াহেতুরূপত্বাৎ। পুরঞ্জনকন্যাত্বাৎ তাঃ পৌরঞ্জন্য উচ্যন্তে ইতি শেষঃ ।। ৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুহিতৄঃ'—লজ্জা, উৎকণ্ঠা, চিন্তা প্রভৃতি একশত দশ জন কন্যা (বুদ্ধিবৃত্তি) উৎপাদন করিলেন। পুত্রসংখ্যার বাহুল্যমাত্র বিবক্ষায়, কন্যার সংখ্যা পুত্র অপেক্ষা ন্যূনরূপে বর্ণনা, গার্হস্থ্যের সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত। 'বিরাট্'—সম্রাট্, পক্ষে—জীব। 'আয়ুষোহর্দ্ধম্'—শতবৎসর সংখ্যাত্মক পরমায়ুর অর্দ্ধেক পঞ্চাশৎ বৎসর কাল চলিয়া গেল, ইহা পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিষয়ভোগের লাম্পট্যের আধিক্য থাকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'পিতৃ-মাতৃ-যশস্করীঃ'—পিতার (জীবের) ও মাতার (সদ্‌বুদ্ধির) যশোবর্দ্ধন-শীলা কন্যাকাগণ, ইহা মাতা-পিতার পুণ্যক্রিয়া-হেতু। পুরঞ্জনের কন্যা বলিয়া ঐ কন্যাগণ 'পুরঞ্জনী' নামে খ্যাত হইল ।। ৭ ।।

———

স পঞ্চালপতিঃ পুত্রান্ পিতৃবংশবিবর্দ্ধনান্ ।
দারৈঃ সংযোজয়ামাস দুহিতৄঃ সদৃশৈর্বরৈঃ ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ পঞ্চালপতিঃ (পুরঞ্জনঃ) পিতৃবংশবিবর্দ্ধনান্ (স্ববংশগৌরবান্) পুত্রান্ দারৈঃ সংযোজয়ামাস (তান্ বিবাহিতবান্) দুহিতৄঃ (কন্যাশ্চ) সদৃশৈঃ (শীলাদিগুণযুক্তৈঃ) বরৈঃ

(সংযোজয়ামাস, পক্ষে, দারৈঃ মতি-ধৃত্যাদিভিঃ বরৈঃ বিনয়প্রণয়াদিভিঃ সহ যোজয়ামাস) ।। ৮ ।।

অনুবাদ—সেই পঞ্চালপতি পুরঞ্জন স্ববংশ-গৌরব পুত্রদিগকে উপযুক্ত পত্নীর (মতি, ধৃতি প্রভৃতির) সহিত সংযোগ করিয়া দিলেন এবং কন্যা-দিগকে সদৃশবরের (বিনয়-প্রণয়াদির) সহিত বিবাহ দিলেন ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—দারৈর্মতিধৃত্যাদিভিঃ বরৈর্বিনয়প্রণয়া-দিভিঃ ।। ৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দারৈঃ'—মতি, ধৃতি প্রভৃতি উপযুক্ত পত্নীর সহিত পুত্রগণের, এবং বিনয়, প্রণয় প্রভৃতি উপযুক্ত বরের সহিত কন্যাগণের বিবাহ দিলেন। (অধ্যাত্মপক্ষে—জীব, ইন্দ্রিয়পরিণামরূপ পুত্রদিগকে হিতাহিত চিন্তাপরা উপযুক্ত ভার্য্যার সহিত যোজনা করিলেন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপা কন্যাদিগকে উপযুক্ত বিষয়ভোগরূপ বরের সহিত যোজনা করিয়া দিলেন।) ।। ৮ ।।

পুত্রাণাঞ্চাভবন্ পুত্রা একৈকস্য শতং শতম্ ।
যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেষু সমেধিতঃ ।। ৯ ।।

অন্বয়ঃ—পুত্রাণাং চ একৈকস্য (প্রত্যেকং) শতং শতং পুত্রাঃ অভবন্। যৈঃ বৈ (যৈঃ এব পুত্র-পৌত্রাদিভিঃ) পৌরঞ্জনঃ বংশঃ (পুরঞ্জনস্য বংশঃ পঞ্চালেষু পঞ্চালসংজ্ঞকদেশেষু) সমেধিতঃ (বৰ্দ্ধিতঃ জাতঃ ; পক্ষে—পুত্রাণাঞ্চ পুত্রাঃ পুণ্যাচরণাদয়ঃ পঞ্চালেষু বিষয়েষু বৰ্দ্ধিতাঃ) ।। ৯ ।।

অনুবাদ—পুরঞ্জনের ঐ সকলের পুত্রের প্রত্যেকের আবার শত শত পুত্র (পুণ্যাচরণাদি) জন্মিল। ঐ সকল পুত্র ও পৌত্রাদির দ্বারাই পঞ্চাল-রাজ্যে (শব্দাদি-বিষয়ে) পুরঞ্জনের বংশ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে ।। ৯ ।।

বিশ্বনাথ—পুত্রাণাং পুত্রাঃ পুণ্যাচরণাদয়ঃ। পঞ্চা-লেষু শব্দাদিষু ।। ৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রাণাং পুত্রাঃ'—পুত্রগণের পুণ্যাচরণ প্রভৃতি শত শত পুত্র জন্মিল। 'পঞ্চালেষু' —পঞ্চালরাজ্যে অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ে (পুরঞ্জনের বংশ বৃদ্ধি পাইল) ।। ৯ ।।

তেষু তদ্‌রিক্‌থহারেষু গৃহকোশানুজীবিষু ।
নিরূঢ়েন মমত্বেন বিষয়েষ্বন্ববধ্যত ।। ১০ ।।

অন্বয়ঃ—তেষু (পুত্রেষু) তদ্‌রিক্‌থহারেষু (তস্য পুরঞ্জনস্য যে রিক্‌থহারাঃ পুত্রাঃ তেষু চ) গৃহকোশানুজীবিষু (গৃহেষু কোশেষু অনুজীবিষু ভৃত্যাদিষু চ) নিরূঢ়েন (অতিদৃঢ়েন) মমত্বেন (হেতুনা) বিষয়েষু (তেষাং স্বস্য চ ভোগসম্পাদনার্থং বিষয়েষু শব্দাদিষু) অন্ববধ্যত (নিতরাম্ অভ্যা-সক্তঃ জাতঃ ; পক্ষে—পুত্রাঃ পৌত্রাঃ কর্ম্মাণি গৃহাঃ আধারাদিচক্রাণি কোশাঃ উদরকুক্ষ্যাদয় অনুজীবনঃ ইন্দ্রিয়প্রাণাদয়ঃ তেষু নিতরাম্ আসক্তঃ জাতঃ) ।।১০।।

অনুবাদ—পুরঞ্জন সেই সকল পুত্রে (বিবেকা-দিতে ও তাঁহার দায়াদবর্গে (অভিমানাদি), এবং গৃহ (আধারাদি চক্র), ভাণ্ডার (উদরকুক্ষি প্রভৃতি) ও ভৃত্যবর্গে (ইন্দ্রিয়প্রাণাদিতে) প্রগাঢ় মমতা করিয়া বিষয়ে (শব্দাদিতে) অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন ।। ১০ ।।

বিশ্বনাথ—তেষু বিবেকাদিষু পুত্রেষু তস্য পুরঞ্জ-নস্য রিক্‌থহারেষু অভিমানাদি-ধনহর্ত্তৃষু গৃহানুজীবিষু প্রাণেষু কোষানুজীবিষু সহ-ওজ-আদিষু ।। ১০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেষু'—সেই বিবেক প্রভৃতি পুত্রগণে, 'তদ্-রিক্‌থহারেষু'—যাহারা সেই পুরঞ্জনের দায়াদবর্গ, অর্থাৎ অভিমানাদি ধনের অপহরণকারী, তাহাতে এবং 'গৃহকোষানুজীবিষু'—(গৃহ শরীর) গৃহানুজীবী প্রাণসকলে ও কোষানুজীবী (কোষ, অহংতা ও মমতারূপের আশ্রয় অহঙ্কার, তাহাদের অনুজীবী ইন্দ্রিয়াদিতে, অর্থাৎ) সহ, ওজঃ প্রভৃতিতে (পুরঞ্জন অতিশয় আসক্ত হইলেন) ।। ১০ ।।

ঈজে চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দীক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ ।
দেবান্ পিতৄন্ ভূতপতীন্ নানাকামো যথা ভবান্ ।।১১

অন্বয়ঃ—নানাকামঃ (বহুকামনাবান্) দীক্ষিতঃ (কৃতসঙ্কল্পঃ সন্) ভবান্ (ত্বং প্রাচীনবর্হিঃ) যথা ইয়াজ (তথা সঃ পুরঞ্জনঃ) ঘোরৈঃ (শাস্ত্রাননুমতৈঃ) পশুমারকৈঃ (পশুহিংসাপ্রধানৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) দেবান্ পিতৄন্ ভূতপতীন্ (ভৈরবাদীন্) চ ঈজে (পূজয়ামাস) ।। ১১ ।।

অনুবাদ—হে প্রাচীনবর্হিঃ, পুরঞ্জন আপনারই ন্যায় বহুকামনা-সাধনে দীক্ষিত হইয়া ভয়ানক পশু-হিংসাপ্রধান যজ্ঞসমূহদ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতি ও ভৈরবাদিকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ঈজ ইতি পক্ষদ্বয়ে সাম্যং, যথা ভবানিতি তবৈব কথেয়ং কথ্যতে—তব দৃষ্টান্তত্বং তু সঙ্গোপনার্থমেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈজে'—অর্চ্চনা করিলেন, ইহা উভয় পক্ষেই সমান। 'যথা ভবান্'—যেরূপ আপনি (প্রাচীনবর্হি, হিংসাপ্রধান ভয়ঙ্কর যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নানা কামনায় দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিদিগের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন)। ইহার দ্বারা আপনারই কথা বলা হইতেছে, কেবল সঙ্গোপনের নিমিত্তই আপনার দৃষ্টান্ত—এই ভাব ॥ ১১ ॥

———

যুক্তেষ্বেবং প্রমত্তস্য কুটুম্বাসক্তচেতসঃ।
আসসাদ স বৈ কালো যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়যোষিতাম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—এবং কুটুম্বাসক্তচেতসঃ (কুটুম্বেষু আসক্তং চেতঃ যস্য তস্য) যুক্তেষু (কর্ত্তুং যোগ্যেষু ভগবদারাধনাদিষু আত্মহিতেষু কর্ম্মসু) প্রমত্তস্য (অনবহিতস্য পুরঞ্জনস্য) প্রিয়যোষিতাং (প্রিয়াঃ যোষিতঃ যেষাং তে প্রিয়-যোষিতঃ তেষাং) যঃ অপ্রিয়ঃ (অনভিপ্রেতঃ) কালঃ (জরাসময়ঃ) সঃ বৈ আসসাদ সমাগতঃ) ॥১২॥

অনুবাদ—এইরূপভাবে কুটুম্বাসক্তচিত্ত হইয়া পুরঞ্জন আত্মহিতসাধক ভগবদারাধনাদি-কার্য্যে অমনোযোগী হইলেন; কিন্তু যে কাল কামিনীপ্রিয়-ব্যক্তিগণের অপ্রিয়, সেইকাল অর্থাৎ জরা আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং যুক্তেষু ভক্তিবৈরাগ্যাদিষ্বাত্মহিতেষু প্রমত্তস্যানবহিতস্য। স কালঃ জরাসময়ঃ। প্রিয়যোষিতাং কান্তাজনানাম্ অপ্রিয়ঃ সম্ভোগপ্রাতিকূল্যাৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং'—এইরূপে কুটুম্বাসক্তচিত্ত পুরঞ্জন, 'যুক্তেষু প্রমত্তস্য'—যাহা করণীয় ভক্তি, বৈরাগ্যাদি আত্মহিতকর কার্য্য, তাহাতে অনবহিত হইলেন। 'স কালঃ আসসাদ'—সেই কাল, অর্থাৎ জরাসময় আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল, যে কাল 'প্রিয়যোষিতাং'—কামিনীপ্রিয় কান্তজনের অতিশয় অপ্রিয়, সম্ভোগের প্রতিকূল বলিয়া ॥ ১২ ॥

———

চণ্ডবেগ ইতি খ্যাতো গন্ধর্ব্বাধিপতির্নৃপ।
গন্ধর্ব্বাস্তস্য বলিনঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ১৩ ॥
গন্ধর্ব্ব্যস্তাদৃশীরস্য মৈথুন্যশ্চ সিতাসিতাঃ।
পরিবৃত্ত্যা বিলুম্পন্তি সর্ব্বকামবিনির্ম্মিতাম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ, গন্ধর্ব্বাধিপতিঃ (গন্ধর্ব্বাণাম্ অধিপতিঃ) রাজা চণ্ডবেগঃ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (বিখ্যাতঃ কশ্চিদস্তি) তস্য বলিনঃ (মহাবলবন্তঃ) ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ং (ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়সংখ্যাকাঃ) গন্ধর্বাঃ (সন্তি; পক্ষে—চণ্ডবেগঃ সংবৎসরলক্ষণঃ কালঃ, গন্ধর্ব্বাঃ দিবসাঃ সন্তি) অস্য (চণ্ডবেগস্য) গন্ধর্ব্ব্যঃ তাদৃশীঃ (তাদৃশ্যঃ ইত্যর্থঃ, ছন্দসত্বাৎ) মৈথুন্যঃ (দিবসৈঃ মিথুনীভূয় স্থিতাঃ) সিতাসিতাঃ (শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণবত্যঃ) সর্ব্বকামবিনির্ম্মিতাং (সর্ব্বৈঃ কামৈঃ ভোগবিষয়ৈঃ বিনির্ম্মিতাং পুরঞ্জনপুরীং) পরিবৃত্ত্যা (পরিভ্রমণেন) বিলুম্পন্তি (অপহরন্তি, পক্ষে—গন্ধর্বাঃ রাত্রয়ঃ সিতঃ শুক্লে অসিতাঃ কৃষ্ণে আয়ুর্নাশং কুর্ব্বন্তি) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, চণ্ডবেগ ('সংবৎসর'রূপ কাল)-নামে একজন গন্ধর্ব্বাধিপতি রাজা আছেন। তাঁহার অধীনে তিনশত ষষ্টি বলবান্ গন্ধর্ব্ব (দিবস) আছে এবং কৃষ্ণ (কৃষ্ণপক্ষ) ও শুক্লবর্ণ (শুক্লপক্ষ) রূপী ততগুলি গন্ধর্ব্বী (রাত্রিও) আছে। ঐসকল গন্ধর্ব্ব মিথুনীভূত হইয়া অবস্থান করে এবং পর্য্যায়-ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া নিখিল কামদ্বারা বিনির্ম্মিত পুরীকে (দেহকে) লুণ্ঠন করে (জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন আয়ুর্হরণ করে) ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, চণ্ডবেগঃ সম্বৎসর ইতি খ্যাতো যো গন্ধর্ব্বাধিপতিস্তস্য গন্ধর্ব্বা দিবসাঃ পুরীং বিলুম্পন্তীত্যন্বয়ঃ। গন্ধর্ব্ব্যো রাত্রয়ঃ। তাবতীস্তাবত্যঃ মৈথুন্যঃ দিবসৈর্মিথুনীভূয় স্থিতাঃ। সিতাশ্চাসিতাশ্চ শুক্লকৃষ্ণপক্ষীয়াঃ। পরিবৃত্ত্যা পরিভ্রমণেন পুরীমপহরন্তীতি জন্মারভ্য প্রতিদিনমায়ুরপহার এব পুর্য্যা অপহার উপচরিতঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সম্বৎসররূপ সেই-কাল 'চণ্ডবেগ' এই নামে বিখ্যাত, যিনি 'গন্ধর্বাধিপতিঃ'—গন্ধর্ব্ব বলিতে দিবস, তাহাদের অধীশ্বর, সেই তিনশত ষাট্‌টী গন্ধর্ব্ব (দিবস), 'পুরীং বিলুম্পন্তি'—(পর্য্যায়ক্রমে পুরঞ্জনের (জীবের) বহুবিধ কামনায় নির্ম্মিত) পুরীকে (দেহকে) লুণ্ঠন করিয়া থাকে। 'গন্ধর্ব্ব্যঃ'—গন্ধর্ব্বগণের পত্নী রাত্রিসকল, 'তাবতীঃ-তাবত্যঃ'—সেই দিবসের সমতুল্য সংখ্যা, 'মৈথুন্যঃ'—দিবসের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করে, তাহারা 'সিতাঃ অসিতাঃ চ'—শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ-স্বরূপ। 'পরিবৃত্ত্যা'—পরিভ্রমণ করতঃ পর্য্যায়ক্রমে পুরী লুণ্ঠন করিয়া থাকে। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন আয়ুর অপহরণকে (ক্ষয়কে)—এখানে পুরীর (দেহের) লুণ্ঠন বলিয়া উপচারিত হইয়াছে ॥ ১৩-১৪ ॥

তে চণ্ডবেগানুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং যদা।
হর্ত্তুমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎ প্রজাগরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—তে চণ্ডবেগানুচরাঃ (গন্ধর্ব্বাঃ) যদা পুরঞ্জনপুরং হর্ত্তুম্ আরেভিরে, তত্র (তদা) প্রজাগরঃ (পুরপালকত্বেন স্থিতঃ পঞ্চশিরাঃ নাগঃ) প্রত্যষেধৎ (পুরবিনাশনাৎ নিবারিতবান, পক্ষে—প্রজাগরঃ প্রাণঃ তৎস্থিত্যা মরণং নিরুধ্যতে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—চণ্ডবেগের অনুচর ঐসকল গন্ধর্ব্ব (দিবস) যখন পুরঞ্জনের পুরী (দেহ) লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তত্রস্থ পুরপালক পঞ্চশীর্ষ নাগ (পঞ্চপ্রাণ) তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যদা পঞ্চাশদ্বর্ষানন্তরং পুরং দেহমপি হর্ত্তুমারেভিরে তদা প্রজাগরঃ প্রাণ এব প্রত্যষেধৎ। মা পুরমরে ময়ি তিষ্ঠতি লুম্পতেতি সটোপমাহ ইতি। পঞ্চাশদ্বর্ষানন্তরমপি দ্বিত্রবর্ষপর্য্যন্তং বলং নাপযাতীত্যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(সেই চণ্ডবেগের অনুচরগণ) যদা—যখন, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের পর, 'পুরং'—পুরঞ্জনের পুরীকেও (জীবের দেহকেও) লুণ্ঠন করিতে উদ্‌যোগ করিল, তখন 'প্রজাগরঃ'—তত্রত্য অধ্যক্ষ মুখ্য প্রাণই বাধা প্রদান করিল, অর্থাৎ 'অরে! আমি অবস্থিত থাকিতে পুরীকে (দেহকে) লুণ্ঠন করিও না'—এইরূপ সগর্ব্বে তাহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিল। পঞ্চাশ বৎসরের পরেও আরও দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণের বল অপগত হয় না—এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

স সপ্তভিঃ শতৈরেকো বিংশত্যা চ শতং সমাঃ।
পুরঞ্জন-পুরাধ্যক্ষো গন্ধর্ব্বৈর্যুযুধে বলী ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বলী (বলবান্) সঃ পুরঞ্জনপুরাধ্যক্ষঃ (পুরঞ্জনপুরস্য অধ্যক্ষঃ পালকঃ) একঃ (এব) সপ্তভিঃ শতৈঃ বিংশত্যা চ গন্ধর্ব্বৈঃ সহ শতং সমাঃ (শত-সংবৎসরপর্য্যন্তং) যুযুধে (পক্ষে—প্রাণস্থিতিরেব যুদ্ধম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ঐ বলবান্ পুরঞ্জন-পুর (দেহ)-রক্ষক (প্রাণ) একাকীই শতবৎসর (মনুষ্য-পরমায়ুকাল) ধরিয়া সাতশত বিশ জন গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বীদিগের (দিবা-রাত্রির) সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ—যুদ্ধন্তু প্রজাগরস্য তৈঃ সার্দ্ধং জন্মারভ্যৈবাভূদিত্যাহ—সপ্তভিঃ শতৈর্বিংশকেন চেতি বর্ষগতানাং দিনানাং রাত্রীণাঞ্চ তাবত্ত্যেব সংখ্যা দর্শিতা। শতং সমা যাবৎ পরমায়ুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রজাগরের (প্রাণের) তাহাদের (চণ্ডবেগানুচর গন্ধর্ব্বগণের অর্থাৎ দিবসের) সহিত যুদ্ধ কিন্তু জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়াই হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'সপ্তভিঃ শতৈঃ বিংশত্যা চ'—সাতশত বিশ জন (গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন); ইহার দ্বারা বর্ষগত দিন ও রাত্রির সেইরূপ সংখ্যা (৩৬০×২=৭২০) দেখান হইল। 'শতং সমাঃ'—সেই প্রজাগর (প্রাণ) একাকী হইয়াও শত বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ করিল, অর্থাৎ শত বৎসর পরমায়ু, ইহা উক্ত হইল ॥ ১৬ ॥

ক্ষীয়মাণে স্ব-সম্বন্ধ একস্মিন্ বহুভির্যুধি।
চিন্তাং পরাং জগামার্ত্তঃ স রাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—বহুভিঃ (বিংশত্যধিকৈঃ সপ্ততিঃ শতৈঃ

সহ) যুধি (যুদ্ধে বহুকালপর্য্যন্তেন) একস্মিন্ (তস্মিন্ তস্মিন্) স্বসম্বন্ধে (স্বসম্বন্ধিনি পুররক্ষকে) ক্ষীয়মাণে (সতি) সঃ রাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ (রাষ্ট্রস্য পুরস্য চ বান্ধবঃ স্বামী সঃ পুরঞ্জনঃ) আর্ত্তঃ (সন্) পরাং (মহতীং) চিন্তাং জগাম (পক্ষে—দেহাদ্যসামর্থ্যেন প্রাণাসামর্থ্যম্ অনুমায় চিন্তাকুলঃ অভূৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যখন ঐ পুররক্ষক (প্রাণ) বহুসংখ্যক সৈন্যের (দিবারাত্রির) সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র একাকী স্বপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িল, তখন পুরঞ্জন ও তাহার বন্ধুবান্ধব রাষ্ট্রবাসী ব্যক্তিগণ (শব্দাদি বিষয়) পীড়িত হইয়া সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন (ত্রিপঞ্চাশদ্বর্ষ পর্যান্ত প্রাণের প্রায়ই পরাজয় হয় না, তৎপর উত্তরোত্তর পরাজয় হইতে থাকে) ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিপঞ্চাশদ্বর্ষপর্য্যন্তং প্রজাগরস্য প্রায়ঃ পরাজয়ো নাভূৎ। তদনন্তরং তু তস্যোত্তরোত্তরং পরাজয় এবেত্যাহ—ক্ষীয়মাণে স্বসম্বন্ধে স্বসম্বন্ধিনি প্রাণে আর্ত্তঃ পুরঞ্জনঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিপঞ্চাশৎ'—তেপ্পান্ন বৎসর পর্য্যন্ত প্রজাগরের (প্রাণের) প্রায়ই পরাজয় হয় নাই, তাহার পর উত্তরোত্তর তাহার পরাজয় হইতে থাকে, ইহা বলিতেছেন—'ক্ষীয়মাণে স্বসম্বন্ধে'—নিজ সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ নিজ সামর্থ্যরূপ প্রাণ ক্ষীণপ্রাপ্ত হইলে, রাজা পুরঞ্জন (দেহাধিপতি জীব) 'আর্ত্তঃ'— অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ১৭ ॥

———

স এব পুর্য্যাং মধুভুক্ পঞ্চালেষু স্বপার্ষদৈঃ।
উপনীতং বলিং গৃহ্ণন্ স্ত্রীজিতো নাবিদদ্ভয়ম্ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) সঃ (পুরঞ্জনঃ তস্যাং) পুর্য্যাং পঞ্চালেষু (বহির্দ্দেশেষু চ) মধুভুক্ (মধুতুল্য-বিষয়সুখ-ভোক্তা) এব স্বপার্ষদৈঃ উপনীতং (প্রাপিতং) বলিং গৃহ্ণন্ (ভুঞ্জানঃ) স্ত্রীজিতঃ (স্ত্রিয়াজিতঃ) ভয়ং ন অবিদৎ (ন আপ্তবান্, পক্ষে পার্ষদৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়াসক্তঃ সন্ আয়ুঃ ক্ষয়ং ন জ্ঞাতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—রাজা পুরঞ্জন ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার পুরীতে (দেহে) এবং পঞ্চাল প্রদেশে (বহির্বিষয়ে) মধুভুকের ন্যায় (মধুতুল্য বিষয়সুখ-ভোক্তার ন্যায়) বাস করিতেন। তাঁহার অনুচরগণ (ইন্দ্রিয়বর্গ) পঞ্চাল রাজ্যের নানাস্থান হইতে তাঁহার নিকট বহুবিধ ভোগসামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিত। স্ত্রী-জিত (কর্ম্মমার্গীয় ভোগ বুদ্ধির বশীভূত) পুরঞ্জন সেই সকল ভোগ্যবস্তু সম্ভোগ করিতেন, সুতরাং উত্তরকালের কোনওপ্রকার ভয়ের কথা অবগত ছিলেন না (ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা বিষয়াসক্ত হইয়া জীব আয়ুঃক্ষয় পারে না) ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মধুভুক্ ক্ষুদ্রসুখভোক্তা স্বপার্ষদৈরিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মধুভুক্'—মধুতুল্য ক্ষুদ্র সুখভোক্তা (পুরঞ্জন), 'স্বপার্ষদৈঃ'—ইন্দ্রিয়গণরূপ নিজ অনুচরবৃন্দের দ্বারা (আহৃত বিষয়ভোগে রত থাকিয়া কালভয় একবারও চিন্তা করেন নাই।) ॥১৮॥

———

কালস্য দুহিতা কাচিৎ ত্রিলোকীং বরমিচ্ছতীম্।
পর্য্যটন্তীং ন বর্হিষ্মন্ প্রত্যনন্দত কশ্চন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বর্হিষ্মন্, (প্রাচীনবর্হিঃ,) কালস্য কাচিৎ দুহিতা (কন্যা অস্তি তাং) বরমিচ্ছন্তীং (বরান্বেষণার্থং) ত্রিলোকীং পর্য্যটন্তীম্ (অপি) কশ্চনঃ (কঃ অপি) ন প্রত্যনন্দত (অসীতং মত্বা নাঙ্গীকৃতবান্, পক্ষে—কালস্য কন্যা জরা, তাং ন কঃ অপি অঙ্গীকৃতবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রাচীনবর্হিঃ, কালের জনৈকা দুহিতা (জরা) পতির অন্বেষণে ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাহাকে পত্নীত্বে অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ করিলেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকটমেব জরা-প্রবেশমুপাখ্যানেনাহ—কালস্যেতি। হে বর্হিষ্মন্, কোঽপি ন প্রত্যনন্দৎ নৈচ্ছৎ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃত জরার প্রবেশই ভঙ্গীক্রমে উপাখ্যানের দ্বারা বলিতেছেন—'কালস্য' ইত্যাদি। 'হে বর্হিষ্মন্'—প্রাচীনবর্হি ! 'ন প্রত্যনন্দত'—সেই কলকন্যা জরাকে গ্রহণ করিতে কেহই ইচ্ছা করিল না ॥ ১৯ ॥

———

দৌর্ভাগ্যেনাত্মনো লোকে বিশ্রুতা দুর্ভগেতি সা।
যা তুষ্টা রাজর্ষয়ে বৃতাদাৎ পূরবে বরম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মনঃ (স্বস্য) দৌর্ভাগ্যেন (দুর্ভগতয়া) সা লোকে (সর্ব্বত্র) দুর্ভগা ইতি (নাম্না) বিশ্রুতা (প্রসিদ্ধা)। যা (কালকন্যা জরা যযাতি-পুত্রেণ পূরুণা) বৃতা (সতী) তুষ্টা (তস্মৈ) রাজর্ষয়ে পূরবে বরং (ত্বং রাজা ভব ইতি বরম্) অদাৎ। (যযাতিঃ শুক্রশাপাৎ জরাৎ প্রাপ্য পুত্রান্ উবাচ, ইমাং জরাং গৃহ্নীত ইতি তাং চ জ্যেষ্ঠাঃ চত্বারঃ ন জগৃহুঃ ; পুরুস্তু জগৃহে, ততঃ যযাতিঃ তস্মৈ রাজ্যং দদৌ ইতি জরৈব অদাদিত্যুক্তম) ॥২০॥

অনুবাদ—স্বীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ কন্যা লোকমধ্যে 'দুর্ভগা'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। রাজর্ষি পুরু-দুর্ভগ'কে বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ রমণী সন্তুষ্ট হইয়া রাজর্ষিকে বর প্রদান করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—পূরবে যযাতিপুত্রায় তেন বৃতা সতী বরমদাদিতি যযাতিস্তস্মৈ স্বীয়-জরাগ্রাহিণে তুষ্টো রাজ্যমদাদিতি জরৈবাদাদিত্যুক্তম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পূরবে'—যযাতিপুত্র পুরুকে, 'বৃতা অদাৎ পূরবে বরম্'—পুরু সেই দুর্ভগা নাম্নী কালকন্যা জরাকে বরণ করায়, সেই জরা তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহারাজ যযাতি স্বীয় জরা গ্রহণ করায় পুরুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন, ইহা জরাই দিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইল ॥ ২০॥

কদাচিদটমানা সা ব্রহ্মলোকান্মহীং গতম্।
বব্রে বৃহদ্‌ব্রতং মান্তু জানতী কামমোহিতা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সা কামমোহিতা কদাচিৎ (বরান্বেষণায় সর্ব্বত্র) অটমানা ব্রহ্মলোকাৎ মহীং গতং (প্রাপ্তং) মাং বৃহদ্ব্রতং (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ) জানতী (অপি) মাং তু বব্রে (ত্বং মম ভর্ত্তা ভব, মাম্ অঙ্গীকুরু ইতি উক্তবতী, পক্ষে—ব্রহ্মচর্য্যাদিকম্ অপি ন ত্যজতী) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই কালনন্দিনী একদা কামাসক্ত হইয়া বরান্বেষণার্থ ত্রিলোক পর্য্যটন করিতেছিল। সেই সময় আমি ব্রহ্মলোক হইতে ভূতলে আসিতে-ছিলাম। আমি যে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, ইহা সেই কামিনী জানিয়াও তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করি-বার জন্য প্রার্থনা জানাইল ; (ভূতলে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাকৃত-মনুষ্য-ভ্রমে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা কোন মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিকেই জরা পরিত্যাগ করিতে চাহে না) ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মহীং গতমিতি প্রাকৃতমনুষ্যভ্রান্ত্যে-ত্যর্থঃ। বৃহদ্ব্রতং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণং সন্ন্যাসিনং বা মহাপ্রভাববন্তং বা সা কমপি ন ত্যজতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহীং গতং'—ব্রহ্মলোক হইতে এই মহীতলে আগত আমাকে (দেবর্ষি নারদকে) প্রাকৃত মনুষ্য-ভ্রান্তিতে, (সেই কালকন্যা জরা পতিত্বে বরণ করিতে চাহিল)। 'বৃহদ্‌ব্রতং'—আমাকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জানিয়াও, ইহার দ্বারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কিম্বা সন্ন্যাসী, অথবা মহাপ্রভাবশালী যে কেউ হউন, সেই জরা কাহাকেও পরিত্যাগ করে না, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

তথ্য—এই শ্লোকের ৩য় চরণের পূর্ব্বে কোথাও "প্রত্যাখ্যাতা ময়া সা তু কালকন্যা বিশাম্পতে" এই চরণদ্বয় দেখা যায় ॥ ২১ ॥

ময়ি সংরভ্য বিপুলমদাচ্ছাপং সুদুঃসহম্।
স্থাতুমর্হসি নৈকত্র মদ্‌যাচ্ঞাবিমুখো মুনে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(বৃহদ্ব্রতত্বাৎ প্রত্যাখ্যাতবতি) ময়ি সংরভ্য (ক্রোধং কৃত্বা) (হে) মুনে, (যতঃ ত্বং) মদযাচঞাবিমুখঃ (মাং নাঙ্গীকরোষি, অতঃ) একত্র (স্থানে) স্থাতুং নার্হসি (ইতি) বিপুলং (মহান্তং) সুদুঃসহং শাপং (মহ্যম্) অদাৎ (পক্ষে—শ্রীনারদস্য নিত্যসচ্চিদানন্দময়ী শুদ্ধা ভাগবতী তনুরতস্ত-স্যাপ্রাকৃতদেহত্বাৎ তত্র জরাপ্রবেশাসম্ভবাৎ লোকো-পকারায় পর্য্যটনমেব শাপফলত্বেন উৎপ্রেক্ষিতম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করাতে সে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ দুঃসহ শাপ প্রদান করিল,—'হে মুনে, যেহেতু আপনি আমার প্রার্থনা

পূরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন, এই জন্য আপনি কখনও এক-স্থানে স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিবেন না। (নারদের অপ্রাকৃত-দেহে জরা-প্রবেশ অসম্ভব, তিনি লোকোপকারের জন্য সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকেন—ইহাই শাপের তাৎপর্য্য)।

বিশ্বনাথ—ময়ি প্রত্যাখ্যাতবতি সংরভ্য ক্রোধং কৃত্বা, পক্ষে—মদ্দেহস্য কর্ম্মারব্ধত্বাভাবাৎ ষড়ূর্মিরাহিত্যেন তস্যাঃ প্রবেশাসামর্থ্যমেব মৎপ্রত্যাখ্যানত্বেন কৃপালুত্বেন সর্ব্বত্র মম গমনমেব তস্যাঃ শাপফলত্বেনোৎপ্রেক্ষিতমিদং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ময়ি'—আমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, 'সংরভ্য'—সেই কালকন্যা জরা অতিশয় ক্রোধ করিয়া, (আমাকে বিপুল অথচ দুঃসহ অভিশাপ প্রদান করিল—হে মুনে ! আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় তুমি কখনও একত্র স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে না)। পক্ষে—আমার (দেবর্ষি শ্রীনারদের) দেহ কর্ম্মের দ্বারা আরব্ধ নহে বলিয়া, (শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই) ষড়ূর্মির রাহিত্যহেতু সেই জরার প্রবেশের অসামর্থ্যই আমা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যানরূপে, এবং কৃপাপরবশ হইয়া আমার সর্ব্বত্র গমনই—তাহার শাপের ফল বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২২ ॥

ততো বিহতসঙ্কল্পা কন্যকা যবনেশ্বরম্ ।
ময়োপদিষ্টমাসাদ্য বব্রে নাম্না ভয়ং পতিম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (মৎপ্রত্যাখ্যানানন্তরং) বিহতসঙ্কল্পা (বিহতঃ বিনষ্টঃ মদ্বিষয়কঃ সঙ্কল্পঃ যস্যাঃ সা) কন্যকা (কালকন্যা) ময়া উপদিষ্টং (জ্ঞাপিতং) নাম্না ভয়ং (ভয়নামানং) যবনেশ্বরং (যবনানাম্ ঈশ্বরম্) আসাদ্য (গত্বা) পতিং বব্রে (পক্ষে —যবনেশ্বরং যবনা আধয়ঃ ব্যাধয়শ্চ তেষাম্ ঈশ্বরঃ মৃত্যুঃ তং, তস্য সর্ব্বভয়ঙ্করত্বাৎ সঃ এব ভয়-নামা, তস্য জরাজ্বরাদিদ্বারা মরণহেতুত্বাৎ, বব্রে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ কাল-কন্যার সঙ্কল্প পূর্ণ না হওয়ায় আমার উপদেশক্রমে ঐ কন্যাকা 'ভয়' নামক যবনে-শ্বরের ('যবন'-শব্দে আধি-ব্যাধি, মৃত্যুই উহাদের ঈশ্বর) নিকট গমন করিয়া তাহাকে পতিরূপে প্রার্থনা করিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ময়োপদিষ্টমিতি লোকানাং ভয়মেব জরয়া জীর্ণং ভবত্বিতি স্বস্য দয়ালুত্বং সূচিতম্ ॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ময়া উপদিষ্টম্'—আমার উপদেশক্রমে, অর্থাৎ 'লোকদের ভয়ই জরা কর্ত্তৃক জীর্ণ হউক'—এই উপদেশ অনুসারে, ইহার দ্বারা দেবর্ষির দয়ালুত্বই সূচিত হইল ॥ ২৩ ॥

ঋষভং যবনানাং ত্বাং বৃণে বীরেপ্সিতং পতিম্ ।
সঙ্কল্পস্ত্বয়ি ভূতানাং কৃতঃ কিল ন রিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, যবনানাম্ ঋষভং ত্বাম্ ঈপ্সিতং পতিং বৃণে। (যতঃ) ত্বয়ি কৃতঃ (অর্পিতঃ) ভূতানাং সঙ্কল্পঃ কিল ন রিষ্যতি, (নশ্যতি, বিফলঃ ন ভবতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে বীর, তুমি যবনদিগের (আধি-ব্যাধির) মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি তোমাকে অভিলষিত পতিরূপে বরণ করিলাম ; যেহেতু তোমাকে বিশ্বাস করিয়া প্রাণিগণ যে সংকল্প করে, তাহা কখনও বিফল হয় না ('ভূত'-শব্দে এই স্থানে 'ভগবদ্ভক্ত' ; ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্কল্প বিনষ্ট হয় না, 'লোকসমূহের ভয় জীর্ণ হউক্'—নারদ-কৃত এই সঙ্কল্প অন্যথা হইতে পারে না, অতএব হে মৃত্যু, তুমি আমার পতি হও, যেন আমি তোমাকে ভোগ করিতে পারি)॥২৪॥

বিশ্বনাথ—যবনানামাধি-ব্যাধীনাং ন রিষ্যতি ন নশ্যতি ; পক্ষে—ভূতানাং ভগবদ্ভক্তানাং সঙ্কল্পো ন রিষ্যতি লোকানাং ভয়ং জীর্ণং ভবত্বিতি নারদেন যঃ সঙ্কল্পঃ কৃতঃ সোঽন্যথা ভবিতুং নার্হতীতি ত্বং মে পতির্ভব যথা ত্বামহং ভুঞ্জে। ভূত-শব্দেন ভগবদ্ভক্তোঽপ্যুচ্যতে ; যদুক্তং—"ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য" ইতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যবনানাং'—যবনদিগের অর্থাৎ আধি ও ব্যাধির মধ্যে (শ্রেষ্ঠ তোমাকে অভিলষিত পতিরূপে বরণ করিলাম, যেহেতু তোমাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণের সংকল্প) 'ন রিষ্যতি'—কখন বিনষ্ট (বিফল) হয় না। পক্ষে—'ভূতানাং'—ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্কল্প কখনই ব্যর্থ হয় না। 'লোক-

দের ভয় জীর্ণ হউক'—এইরূপ নারদ কর্ত্তৃক যে সঙ্কল্প করা হইয়াছে, তাহা কখনই অন্যথা হইতে পারে না, অতএব তুমি আমার পতি হও, যাহাতে তোমাকে আমি ভোগ করিতে পারি। 'ভূত' শব্দের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত—এইরূপ অর্থও উক্ত হইয়াছে, যেমন শ্রীভাগবতে "ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য"—(৩।৫।৩), অর্থাৎ জনগণের দুঃখবিমোচনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তগণ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন, ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

দ্বাবিমাবনুশোচন্তি বালাবসদবগ্রহৌ।
যল্লোকশাস্ত্রোপনতং ন রাতি ন তদিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ লোকশাস্ত্রোপনতং তৎ (লোকতঃ বেদতশ্চ যদ্দেয়ত্বেন গ্রাহ্যত্বেন চ উপনতং প্রাপ্তং তদ্‌যাচ্যমানং দেয়ং যঃ) ন রাতি (দদাতি, যশ্চ দীয়মানং) ন ইচ্ছতি (ন গৃহ্ণাতি তৌ) বালৌ (অজ্ঞৌ) অসদবগ্রহৌ (অসন্ অবগ্রহঃ হঠঃ যয়োঃ তৌ) ইমৌ দ্বৌ (পুরুষৌ) অনুশোচন্তি (সজ্জনাঃ ইতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—লোকতঃ ও বেদতঃ যে-বস্তু দেয় ও গ্রাহ্য বলিয়া সম্মত, কেহ প্রার্থনা করিলে যে-ব্যক্তি প্রার্থীকে সেই বস্তু দান না করেন অথবা কেহ দান করিতে ইচ্ছা করিলে যিনি উহা গ্রহণ না করেন, তাঁহারা উভয়েই অজ্ঞ ; তাহাদিগের অভিপ্রায় ভাল নহে। সজ্জনগণ এই উভয়ের অজ্ঞতার জন্য অনুশোচনা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বালাবজ্ঞৌ সন্তোহনুশোচন্তি। লোকশাস্ত্রয়োরুপনতমুচিতং বস্তু দেয়ং ন দদাতি, গ্রাহ্যং ন গৃহ্ণাতীতি, তেন কন্যাহং স্বয়ম্বরা অকস্মাৎ ত্বদ্‌গৃহমাগতা গৃহস্থেন ত্বয়া গ্রাহ্যৈবেতি ভাবঃ ; পক্ষে—লোকেষু কৃপালুনা নারদেন যদভিলষিতং ভয়ং জীর্ণং ভবত্বিতি তল্লোকশাস্ত্রোচিতমেবাতস্ত্বং মাং গৃহাণেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বালৌ'—ঐ দুই জন বালক, অর্থাৎ অজ্ঞই, তাহাদের জন্য সাধুগণ অনুশোচনা (দুঃখ) করিয়া থাকেন। 'যল্লোক-শাস্ত্রোপনতং'—এই জগতে লোকত ও শাস্ত্রত যে বস্তু দেয়, তাহা যিনি প্রার্থীকে দান না করেন, এবং কেহ দান করিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি গ্রহণ না করেন, তাহারা দুইজন অজ্ঞই। সেইহেতু আমি স্বয়ম্বরা কন্যা, অকস্মাৎ তোমার গৃহে আসিয়াছি, সুতরাং গৃহস্থ তোমা কর্ত্তৃক আমি গ্রাহ্যই—এই ভাব। পক্ষে—জীবের জন্য কৃপালু নারদের যে অভিলাষ, 'ভয় জীর্ণ হউক'—ইহা লোকত ও শাস্ত্রত উপযুক্তই, অতএব আমাকে গ্রহণ কর, এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—অলৌকিকং চ শাস্ত্রীয়ং কর্ত্তব্যং লৌকিকং কুতঃ।
লোকার্থং শাস্ত্রহা যাতি নিরয়স্তিতরঃ সুরান্ ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ২৫ ॥

অথো ভজস্ব মাং ভদ্র ভজন্তীং মে দয়াং কুরু।
এতাবান্ পৌরুষো ধর্ম্মো যদার্ত্তাননুকম্পতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (তস্মাৎ) (হে) ভদ্র, ভজন্তীং (ত্বাম্ অনুবর্ত্তমানাৎ) মাং (ত্বং) ভজস্ব মে (ময়ি) দয়াং কুরু ; যদার্ত্তান (যৎ আর্ত্তান্ দুঃখিতাম্) অনুকম্পতে, এতাবান্ (এব) পৌরুষঃ (পুরুষৈরনুষ্ঠেয়ঃ) ধর্ম্মঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ভদ্র, আমি তোমাকে অভিলাষ করিয়াছি, তুমিও আমাকে ভজনা কর ; আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর। আর্ত্ত-ব্যক্তির প্রতি করুণা প্রকাশ করাই পুরুষের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পৌরুষঃ পুরুষেণ নির্ব্বৃত্তঃ ; পক্ষে—স্ববলং প্রকাশ্যাপি ত্বয়া জরাং ন গৃহ্ণামীতি বক্তুমশক্যং নারদোক্তিবলাত্ত্বামহং লগন্তী সংহরিষ্যাম্যেবেতি স্বগতং বদন্তী বহির্বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসমাহ—অথো ইতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৌরুষঃ'—পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত, (অর্থাৎ দুঃখিতের দুঃখ দূর করাই পুরুষের ধর্ম্ম)। পক্ষে—নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়াও 'জরাকে আমি গ্রহণ করিব না'—এইরূপ তুমি বলিতে অসমর্থ, যেহেতু নারদের বাক্যের বলেই আমি যুক্ত হইয়া তোমাকে সংহার করিব—ইহা মনে মনে ভাবনা করতঃ বাহিরে বক্রোক্তির দ্বারা উৎসাহিত হইয়া বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ হে ভদ্র !

আমি প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমাকে ভজনা কর) ॥ ২৬ ॥

কালকন্যোদিতবচো নিশম্য যবনেশ্বরঃ ।
চিকীর্ষুর্দেবগুহ্যং স সস্মিতং তামভাষত ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেবগুহ্যং (দেবানাং গুহ্যং গুপ্তং কিঞ্চিৎ কার্য্যং) চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ) সঃ যবনেশ্বরঃ (ভয়্-নামা) কালকন্যোদিতবচঃ (কালকন্যয়া উদিতম্ উক্তং বচঃ) নিশম্য (শ্রুত্বা) সস্মিতং তাম্ অভাষত (পক্ষে—দেবগুহ্যং সংসারচক্রপ্রবর্ত্তনং মরণং বা, তদ্ধি প্রাণিনাং বৈরাগ্যানুদয়ায় দেবৈঃ গোপ্যতে মরণে জাতে বৈরাগ্যোদয়াৎ প্রাণিনঃ মুচ্যেরন। তদ্ধি দেবতানাং ন রোচতে তদারাধনোচ্ছেদাৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দেবগুহ্য কিঞ্চিৎ কার্য্যসাধনে (সংসারচক্র প্রবর্ত্তনে) যবনেশ্বর (মৃত্যু) কাল-কন্যার উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ধাস্যবদনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—দেবস্য পরমেশ্বরস্য গুহ্যং রহস্যং সংসারচক্রপ্রবর্ত্তনং চিকীর্ষুঃ। সস্মিতমিতি ত্বদ্বচনমিদমপ্রত্যাখ্যেয়মিতি স্মিতেন জ্ঞাপয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবগুহ্যং'—দেব বলিতে পরমেশ্বরের সংসারচক্র প্রবর্ত্তনরূপ গূঢ় রহস্য, 'চিকীর্ষুঃ'—সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক হইয়া (অর্থাৎ ইহার দ্বারাই মরণ হইবে, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া)। 'সস্মিতং'—তোমার বাক্য প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য——ইহা স্মিত হাস্যের দ্বারা জানাইতে তাহাকে বলিলেন, এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

ময়া নিরূপিতস্তুভ্যং পতিরাত্মসমাধিনা ।
নাভিনন্দতি লোকোঽয়ং ত্বামভদ্রামসম্মতাম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তুভ্যং (ত্বাং) পতিঃ ময়া আত্মসমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) নিরূপিতঃ (বিচারিতঃ, যতঃ) অয়ং লোকঃ (যাচ্যমানঃ) অভদ্রাং (দুঃখপ্রদাম্) অসম্মতাং চ ত্বাং নাভিনন্দতি (নাঙ্গীকরোতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তোমার যিনি পতি হইবেন (তোমার ভোগস্থান) আমি আত্ম-সমাধিদ্বারা তাহা অগ্রেই নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি—অমঙ্গলরূপা ও অপ্রিয়া বলিয়া তোমাকে কোন লোকই অঙ্গীকার করে নাই ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তুভ্যং ত্বাং ভোজয়িতুমিত্যর্থঃ। আত্মসমাধিনা মনসো ভাবনয়া অয়ং ভূর্লোকস্থো লোকঃ ত্বাং নেচ্ছতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুভ্যং'—তোমাকে ভোগ করাইবার জন্য, এই অর্থ। 'আত্ম-সমাধিনা'—মনের ভাবনার দ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অগ্রেই তোমার যিনি পতি হইবেন, তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছি)। 'লোকোঽয়ং'—এই ভূলোকস্থ কেহই তোমাকে ভজনা করিতে চাহিতেছে না ॥ ২৮ ॥

ত্বমব্যক্তগতির্ভুঙ্ক্ষ্ব লোকং কর্ম্মবিনির্মিতম্ ।
যা হি মে পৃতনা-যুক্তা প্রজানাশং প্রণেষ্যসি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তগতিঃ (কথম্ আগতা ইতি অব্যক্তা গতিঃ যস্যা তথাভূতা সতী) ত্বং কর্ম্মবিনির্ম্মিতং (কর্ম্মভিঃ বিনির্ম্মিতং) লোকং (প্রাণি-শরীরং বলাৎ) ভুঙ্ক্ষ্ব। (এবং সতি সর্ব্বঃ অপি লোকঃ তব পতিঃ স্যাৎ ; নাপি কিঞ্চিৎ ত্বয়া ভেতব্যম্)। হি (নিশ্চিতং। মে (মম) পৃতনাযুক্তা (যবনসেনা তয়া যুক্তা ত্বং লোকং) যাহি, (তত্র) প্রজানাশং প্রণেষ্যসি (করিষ্যসি, পক্ষে—মৃত্যুসেনা রাগাদিসমূহঃ, তদ্‌যুক্তয়া জরয়া প্রজানাশঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতএব তুমি অলক্ষিতগতি হইয়া কর্ম্মবিনির্ম্মিত লোকসমূহকে (প্রাণিশরীরকে) বলাৎকারে আক্রমণপূর্ব্বক ভোগ কর। (এইরূপ করিলে সকলকেই তুমি পতি বা ভোগ্যবিষয়ক রিতে পারিবে), তুমি আমার সেনার (আধিব্যাধির) সহিত মিলিত হইয়া যাও। তুমি নিশ্চয়ই প্রজা নাশ করিতে সমর্থ হইবে। (আধি-ব্যাধির সহিত যুক্ত হইয়া জরা প্রজা নাশ করিয়া থাকে) ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্ত্বমব্যক্তগতিঃ কুতঃ প্রাপ্তেত্যলক্ষিতগতিঃ সতী লোকমাক্রম্য বলাৎকারেণ সর্ব্ব এব লোকস্তব পতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। প্রতিকূলাং মাং লোকো হনিষ্যতীতি বিভেষি চেৎ, মৎপৃতনা যবন-

সেনা, তয়া যুক্তা সতী যাহীতি প্রজানাং ত্বয়া ভুক্তানাং নাশং ত্বং প্রণেষ্যসি ; ত্বাং হন্তুং পুনঃ কঃ প্রভবেদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব 'অব্যক্তগতিঃ'—তুমি কোথা হইতে আসিলে ইহা না জানাইয়া, অর্থাৎ অলক্ষিত গতি হইয়া সমস্ত লোককেই জোর করিয়া আক্রমণ করতঃ ভোগ কর, ইহাতে সকল লোকই তোমার পতি হইবে, এই অর্থ। প্রতিকূলা আমাকে লোকে বধ করিবে—এইরূপ ভয় করিও না, 'মে পৃতনা-যুক্তা'—আমার যবনসেনার সহিত (আধি-ব্যাধির সহিত) তুমি মিলিত হইয়া যাও, তোমার দ্বারা ভুক্ত প্রজাগণের নাশ, তুমিই করিবে, কিন্তু তোমাকে বিনাশ করিতে কে সক্ষম হইবে?—এই ভাব ॥ ২৯ ॥

———

প্রজ্বারোঽয়ং মম ভ্রাতা ত্বঞ্চ মে ভগিনী ভব।
চারাম্যুভাভ্যাং লোকেঽস্মিন্নব্যক্তো ভীমসৈনিকঃ ॥৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অয়ং প্রজ্বারঃ (প্রজ্বারসংজ্ঞকঃ) মম ভ্রাতা (অস্তি) ত্বং চ মে (মম) ভগিনী ভব (ইত্থম্) উভাভ্যাং (যুবাভ্যাং) ভীমসৈনিকঃ (ভীমাঃ ভয়ঙ্করাঃ সৈনিকাঃ যবনা যস্য স অহং) অস্মিন্ লোকে (প্রজা-নাশং কুর্ব্বন্) অব্যক্ত (অলক্ষিত এব) চরামি (পক্ষে—প্রজ্বারঃ বৈষ্ণবঃ, অন্তকঃ জ্বরঃ, মাহেশ্বরস্য ব্যাধ্যন্তঃপাতিত্বাৎ জরা, জ্বরাদিদ্বারৈর মরণম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই প্রজ্বার (বিষ্ণুজ্বর)—আমার ভ্রাতা, তুমি (জরা)—আমার ভগ্নী, তোমাদের উভয়কে সৈনিক করিয়া আমি (মৃত্যু) সসৈন্যে লোকের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করিব (অধর্ম্মবংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভগ্নীকে ভার্য্যা করিয়া থাকে, সুতরাং নারদের উক্তি প্রমাণ করিবার জন্য প্রজ্বার জরার পতি হইবে। জরা যে-প্রকার নারদকে পতি অর্থাৎ তাহার ভোগ্যবস্তুরূপে পরিণত করিতে পারে নাই, তদ্রূপ অন্যান্য ভগবদ্ভক্তের চিদানন্দ দেহকেও ভোগ করিতে পারিবে না—কর্ম্ম-বিনির্ম্মিত শরীরকেই জরা বলাৎকারে আক্রমণ করিবে; ভক্তগণের দেহ ভগবানে সমর্পিত বলিয়া কর্ম্মবিনির্ম্মিত নহে। সুতরাং তাহা কখনও জরায় ভোগ্য-সামগ্রী হইতে পারে না) ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ প্রজ্বার ইতি মারকো বৈষ্ণবজ্বরঃ মাহেশ্বরস্য তু ব্যাধ্যন্তঃপাতিত্বাৎ, মম ভগিনী কাপি নাস্তীতি ত্বমেব ভগিনী ভব। ননু নারদোক্তমন্যথা ভবিতুং নার্হতীতি ত্বং মে পতিরেব ভবেতি সত্যম্। অধর্ম্মবংশোদ্ভবানামস্মাকং ভগিন্যপি ভার্য্যা স্যাদতস্তব ভ্রাতাপ্যহং পতিস্তস্মান্নারদোক্তমপি প্রমাণী-করণীয়ং ভগবদ্ভক্তানাং নিকটমহং যামি চেৎ মামপি নির্ভরং ভুক্তা সংহর। নারদং যথা পতিং নাকৃথা-স্তথান্যমপি ভগবদ্ভক্তং ত্বমপি পতিং ন কুরুষ্ব। অতএব ময়োক্তং ত্বমব্যক্তগতির্ভুঙ্ক্ষ্ব লোকং কর্ম্মবিনির্ম্মিতমিতি। ভক্তানাং কর্ম্মবিনির্ম্মিতত্বাভাবাৎ তে তব পতয়ো ন ভবন্তীতি তেষু তেম্বহমেব তে পতিরিতি নারদোক্তমপি সুসঙ্গতমভূদিতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজ্বারঃ'—এই প্রজ্বার, অর্থাৎ মারক বিষ্ণুজ্বর আমার ভ্রাতা, মাহেশ্বর জ্বর ব্যাধির অন্তঃপাতি-হেতু। আমার কোন ভগিনী নাই, অতএব তুমিই আমার ভগিনী হও। যদি বল—দেখুন, দেবর্ষি নারদের উক্তি কখনও অন্যথা হইতে পারে না, অতএব আপনিই আমার পতি হউন, ইহাতে উত্তরে বলিতেছেন, সত্য, অধর্ম্মের বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের ভগিনীও ভার্য্যা হইয়া থাকে, তাহাতে তোমার ভ্রাতা হইলেও আমি পতি, ইহার দ্বারা নারদের উক্তিও প্রমাণীকৃত হইবে। ভগবদ্ভক্ত-গণের নিকট আমি যদি যাই, তাহা হইলে আমাকেও নির্ভয়ে ভোগ করিয়া সংহার করিও। কিন্তু নারদকে যেমন তুমি পতি কর নাই, সেইরূপ অন্য ভগবদ্ভক্ত-কেও তুমি পতিত্বে বরণ করিও না। এইজন্যই আমি বলিয়াছি—তুমি অলক্ষিত-গতি হইয়া ভোগ কর, তাহাতেও 'লোকং কর্ম্ম-বিনির্ম্মিতং'—কর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত শরীরকে, অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী লোক-সকলকে ভোগ কর। ভগবদ্ভক্তগণের দেহ কর্ম্মের দ্বারা বিনির্ম্মিত নহে (উহা ভক্তিদেবীর করুণায় চিদানন্দময়), তজ্জন্য তাঁহারা তোমার পতি হইতে

পারেন না। সেই সকল স্থানে আমিই তোমার পতি, ইহার দ্বারা দেবর্ষি নারদের উক্তিও সুসঙ্গত হইবে ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার চতুর্থস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২৭ ॥

তথ্য—সপ্তবিংশ অধ্যায়ের পুরঞ্জনোপাখ্যানে উপদিষ্ট রূপকটী এইঃ—

পুত্র —বিবেকনির্ণয়ে সংশয়াদি। দুহিতা—লজ্জা, উৎকণ্ঠা ও চিন্তাদি। দাত—মতি, ধৃতি। বর—বিনয়াদি। পুত্রগণের পুত্র—পুণ্যাচরণাদি। পঞ্চাল-দেশ—শব্দাদি বহির্বিষয়। পন্ধর্ব্বাধিপতিকাল—সংবৎসরাদি। মধুভুক্—তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-সুখের ভোক্তা। স্বপার্ষদ—ইন্দ্রিয়বর্গ। স্ত্রীজিত—কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধির বশীভূত। যবনেশ্বর—যবন শব্দে আধি-ব্যাধি, উহাদের অধিপতি মৃত্যু। ভূত—ভগবদ্ভক্ত।

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব্য, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ —

সৈনিকা ভয়-নাম্নো যে বর্হিষ্মন্ দিষ্টকারিণঃ।
প্রজ্বার-কাল-কন্যাভ্যাং বিচেরুরবনীমিমাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিদর্ভ-নন্দিনীর আখ্যান-প্রসঙ্গে স্ত্রী-চিন্তন-দ্বারা পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি এবং কৃষ্ণভক্তের সঙ্গপ্রভাবে পুরঞ্জনের স্ব স্বরূপের পুনরুপলব্ধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তরাজ নারদ প্রাচীনবর্হিকে পুরঞ্জনকথাচ্ছলে অধ্যাত্মজ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য কহিলেন যে, একদা আধিব্যাধিরূপা যবনসেনা, বিষ্ণুজ্বর ও কালকন্যা জরার সহিত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে পুরঞ্জনের দেহরূপ পুরীকে আক্রমণ করিল; উহাতে পুরঞ্জনপুরের শ্রী ভ্রষ্ট হইল। পুরঞ্জন ঐরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও বিবেকাদিরূপ পুত্র, গাম্ভীর্য্যাদিরূপ পৌত্র, মন্বাদি অমাত্যবর্গের প্রতিকূলাচরণ এবং বুদ্ধিরূপা পত্নীর প্রীতির অভাব লক্ষ্য করিয়াও মন্ত্রৌষধিদ্বারা কোনও প্রতিকারের উপায় দেখিতে না পাইয়া অধিকন্তু কালকন্যা জরা ও যবন-সেনাগণের আক্রমণে তাঁহার পুরী বিধ্বংসিত দেখিতে পাইয়া ঐ দেহরূপা পুরী পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যু-সময়ে পুরঞ্জনের পূর্ব্বসখা পরম-হিতকারী পরমাত্মা শ্রীভগবানের স্মরণ হইল না। পুরঞ্জন যজ্ঞাদিকর্ম্মে যে সকল পশু হত্যা করিয়াছিলেন, সেই সকল পশু-গণ পুরঞ্জনকে যমালয়ে দেখিতে পাইয়া প্রতিশোধ লইতে লাগিল। স্ত্রীচিন্তা করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি ঘটিল। তিনি তাঁহার পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গাদি ভোগ করিবার পর পরজন্মে বিদর্ভরাজসিংহের অর্থাৎ জনৈক কর্ম্মিশ্রেষ্ঠের গৃহে তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পশু-দেশোদ্ভব 'মলয়ধ্বজ' নামক কৃষ্ণভক্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। মলয়ধ্বজ বিদর্ভনন্দিনীর গর্ভে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তিরূপা অসিত-নয়না কন্যা এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গরূপ সাতটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ সাতটী পুত্র জ্ঞানকর্ম্মাদিরূপ সর্ব্ব-মতবাদ-বিজেতা; তাঁহাদের আবার প্রত্যেকের অসংখ্য সেবা-ভেদ ও তত্ত্ব ভেদরূপ বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ইঁহারা এই পৃথিবী মন্বন্তর-কাল ও তৎপরেও ভোগ করি-বেন। অগস্ত্য অর্থাৎ শুদ্ধমন মলয়ধ্বজের প্রথমা

কন্যা কৃষ্ণসেবাভিরুচিকে গ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যার গর্ভে 'দৃঢ়চ্যুত' (অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত অন্যসাধ্য-সাধন স্পৃহা-রাহিত্য) নামক একটী পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের নাম 'ইধ্মবাহ' বলিয়া অগস্ত্য 'ইধ্মবাহাত্মজ' নামে খ্যাত। অনন্তর মলয়ধ্বজ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ পুত্রগণের মধ্যে শ্রবণাদি-ভক্তিভেদরূপ স্থান বিভাগ করিয়া দিয়া কুলাচল বা ভক্তিপ্রদ একান্ত-স্থানে কৃষ্ণ-ভজনের জন্য গমনে উদ্যত হইলে বৈদর্ভীও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ পুত্র, নির্জ্জন ভজনস্থানরূপ গৃহ এবং ভজনানন্দরূপ ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়াও মহাভাগ-বত গুরুরূপ পতির সেবার জন্য পতীর অনুগামিনী হইলেন এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা গুরুদেবের অপ্র-কট কালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত সেবা করিতে থাকিলেন। গুরুর অপ্রকটে গুরুর গুণ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে থাকিলে তাঁহার পূর্ব্বসখা অর্থাৎ জীবাত্মার অনাদি সহচর ও সেব্য পরমেশ্বর আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে কিরূপে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও স্থূললিঙ্গদেহপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিলেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সখার ন্যায় একত্রে বাস করেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্ম এবং তাহাতেই জীবের স্বরূপাব-স্থিতিরূপা মুক্তি।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—(হে) বর্হিষ্মন্, যে ভয়নামুঃ দিষ্টকারিণঃ (দিষ্টং দৈবং কুর্ব্বন্তি অধি-কুর্ব্বন্তি ইতি তথা মৃত্যোঃ আজ্ঞাকারিণঃ বা) সৈনিকাঃ (যোদ্ধারঃ) প্রজ্বারকাল-কন্যাভ্যাং (সহ লোকবিনা-শার্থম্) ইমাম্ অবনীং বিচেরুঃ (সর্ব্বত্র পর্যটন্তি স্ম) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে প্রাচীনবর্হিঃ, মৃত্যুর আজ্ঞানুবর্ত্তী (দুরদৃষ্টফলোৎপাদক) যোদ্ধৃগণ (ব্যাধিসমূহ) লোকবিনাশার্থ প্রজ্বার (বিষ্ণুজ্বর) ও কালকন্যার (জরার) সমভিব্যাহারে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্যক্ত্বা শীর্ণাং পুরীং স্ত্রীত্বং প্রাপ্তঃ সৎসঙ্গতো হরেঃ।
ভক্ত্যা পুরঞ্জনঃ প্রাপ তমষ্টাবিংশকে স্ফুটম্ ॥০॥

ইদানীং জীবস্য স্থূল-শরীরপরিত্যাগপ্রকারমাহ —সৈনিক ইত্যাদি পুরীং বিহায়োপগত ইত্যন্তেন। সৈনিকা ব্যাধয়ঃ। দিষ্টকারিণঃ দুরদৃষ্টফলোৎ-পাদকাঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে পুরঞ্জন (জীব), শীর্ণ পুরীকে (স্থূলদেহকে) পরি-ত্যাগ করতঃ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া সৎসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীহরির ভক্তিতে তাঁহাকেই লাভ করিলেন—ইহা বর্ণিত হইতেছে।। ০ ॥

এক্ষণে জীবের স্থূল-শরীরের পরিত্যাগের প্রকার বলিতেছেন—'সৈনিকাঃ', ইত্যাদি হইতে 'পুরীং বিহায়োপগতঃ' (২৪ শ্লোক)—অর্থাৎ পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এই পর্য্যন্ত। 'সৈনিকাঃ'—ব্যাধিসমূহ। 'দিষ্টকারিণঃ'—মৃত্যুর আদেশপালন-কারী সৈনিকগণ, যাহারা দুরদৃষ্টফলের উৎপাদক (অর্থাৎ জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মফলের সাধক।) ॥১॥

ত একদা তু রভসা পুরঞ্জনপুরীং নৃপ।
রুরুধুর্ভৌমভোগাঢ্যাং জরৎপন্নগ-পালিতাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ। একদা তু তে ভৌম-ভোগাঢ্যাং (ভৌমভোগেন আঢ্যাং সম্পূর্ণাং) জরৎ-পন্নগপালিতাং (জরতা ক্ষীণ-বলেন পন্নগেণ সর্পেণ পালিতাং) পুরঞ্জনপুরীং (পুরঞ্জনস্য পুরীং) রভসা (বেগেন) রুরুধুঃ (পক্ষে,—জরাদয়ঃ দুর্ব্বলপ্রাণং শরীরং গ্রস্তবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, একদা (দেহারম্ভক-প্রারব্ধের অবসান হইলে) ঐ সকল সেনা (আধি-ব্যাধিসমূহ) পার্থিব ভোগসম্ভার-পরিপূর্ণা (শব্দাদি-বিষয়ভোগযুক্ত) ক্ষীণবল সর্প (প্রাণ)-কর্ত্তৃক রক্ষিত পুরঞ্জনের পুরীকে (দেহকে) বলপূর্ব্বক অধিকার করিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—জরৎপন্নগেন জীর্ণপ্রাণেন পালিতাম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জরৎপন্নগেন পালিতাং'—বৃদ্ধ সর্প-কর্ত্তৃক (প্রাণ-কর্ত্তৃক) পালিত (সুরক্ষিত) পুরঞ্জনের পুরীকে (জীব-দেহকে ঐ আধি, ব্যাধি প্রভৃতি সৈন্যগণ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন।) ॥২॥

কালকন্যাপি বুভুজে পুরঞ্জনপুরং বলাৎ।
যয়াভিভূতঃ পুরুষঃ সদ্যো নিঃসারতামিয়াৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—কালকন্যাপি বলাৎ পুরঞ্জনপুরং বুভুজে (স্বাধীনীকৃতবতী); যয়াভিভূতঃ (পুরপ্রবেশ-ভোগাদিনা তিরস্কৃতঃ) পুরুষঃ সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ এব) নিঃসারতাং (নির্জীবত্বম্) ইয়াৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যে কালকন্যা (জরা) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবা মাত্র জীব সদ্য নির্জীবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কাল-নন্দিনীও বলপূর্ব্বক পুরঞ্জন-পুরীকে (দেহকে) তাহার অধীনে আনয়ন করিল ॥ ৩ ॥

তয়োপভুজ্যমানাং বৈ যবনাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
দ্বার্ভিঃ প্রবিশ্য সুভৃশং প্রার্দ্দয়ন্ সকলাং পুরীম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ— যবনাঃ বৈ তয়া (কালকন্যয়া) উপ-ভুজ্যমানাং সকলাং পুরীং সর্ব্বতঃ দিশং দ্বার্ভিঃ প্রবিশ্য সুভৃশং প্রার্দ্দয়ন্ (পীড়িতবন্তঃ; পক্ষে—জরয়া গ্রস্তে দেহে চক্ষুরাদিভিঃ দ্বার্ভিঃ রোগাদয়ঃ প্রবিশ্য অন্ধত্বাদি সম্পাদিতবন্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যবনগণ (ব্যাধিসকল) কালকন্যাকে (জরাকে) পুরঞ্জনপুরী (দেহ) ভোগ করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকস্থ দ্বার (চক্ষুরাদি-দ্বার)-সাহায্যে পুরীর সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত পীড়া প্রদান করিতে লাগিল (জরাগ্রস্ত দেহে চক্ষুরাদি দ্বারা রোগাদি প্রবিষ্ট হইয়া অন্ধত্বাদি পীড়া প্রদান করিয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বার্ভিশ্চক্ষুরাদিভিঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বার্ভিঃ'—চক্ষুরাদি দ্বার দিয়া ॥ ৪ ॥

তস্যাং প্রপীড্যমানায়ামভিমানী পুরঞ্জনঃ।
অবাপোরুবিধাংস্তাপান্ কুটুম্বী মমতাকুলঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং (পুর্য্যাং) প্রপীড্যমানায়াং কুটুম্বী (পুত্রাদিমান্) মমতাকুলঃ (তেষু মমতয়া আকুলঃ বিবশঃ) অভিমানী পুরঞ্জনঃ উরুবিধান (বহুপ্রকারান্) তাপান অবাপ (পক্ষে—জীবঃ দেহে পীড়িতে তদধ্যা-সাৎ দুঃখী বভূব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পুরঞ্জন অভিমানী, স্বজনপ্রণয়ী ও মমতায় আকুলচিত্ত ছিলেন। পুরমধ্যে এইরূপ পীড়ন আরম্ভ হওয়ায়, তিনি বহুপ্রকার ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। (জীব পীড়াগ্রস্ত হইলে দেহাত্মবুদ্ধি-বশতঃ নিজকে দুঃখী মনে করেন) ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অভিমানীতি পুর্য্যামভিমানবশাদেব ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিমানী'—পুরীতে (দেহে) অভিমানবশতঃ, অর্থাৎ আমার এই পুরী, ইত্যাকার অভিমানশালী (পুরঞ্জন) ॥ ৫ ॥

কন্যোপগূঢ়ো নষ্টশ্রীঃ কৃপণো বিষয়াত্মকঃ।
নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্যো গন্ধর্ব্বযবনৈর্বলাৎ ॥ ৬ ॥
বিশীর্ণাং স্বপুরীং বীক্ষ্য প্রতিকূলাননাদৃতান্।
পুত্রান্ পৌত্রানুগামাত্যান্ জায়াঞ্চ গতসৌহৃদাম্ ॥ ৭ ॥
আত্মানং কন্যয়া গ্রস্তং পঞ্চালানরিদূষিতান্।
দুরন্তচিন্তামাপন্নো ন লেভে তৎপ্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কন্যোপগূঢ়ঃ (কন্যয়া কালকন্যয়া উপগূঢ়ঃ আশ্লিষ্টঃ) নষ্টশ্রীঃ কৃপণঃ (দীনঃ) বিষয়াত্ম-কঃ (বিষয়েষু আত্মা মনঃ যস্য সঃ) নষ্টপ্রজ্ঞঃ গন্ধর্ব্বৈঃ যবনৈশ্চ বলাৎ হৃতৈশ্বর্য্যঃ (হৃতম্ ঐশ্বর্য্যং যস্য সঃ পুরঞ্জনঃ) স্বপুরীং বিশীর্ণাং বীক্ষ্য পুত্রান্ পৌত্রান্ অনুগামাত্যান্ (অনুগান অমাত্যাংশ্চ) প্রতি-কূলান্ (অভীষ্টবিরোধিনঃ) অনাদৃতান্ (আদর-রহি-তাংশ্চ) বীক্ষ্য জায়াঞ্চ গতসৌহৃদাং (স্নেহরহিতাং বীক্ষ্য) আত্মানঞ্চ কন্যয়া (কালকন্যয়া) গ্রস্তং (বীক্ষ্য) পঞ্চালান্ (দেশান্) অরিদূষিতান্ (অরিভিঃ দূষিতান্ বীক্ষ্য) দুরন্তচিন্তাং (দুরন্তাং চিন্তাম্) আপন্নঃ (সন্) তৎপ্রতিক্রিয়াং (তস্য পূর্ব্বোক্ত দুঃখস্য প্রতিক্রিয়াম্ উপায়ং) ন লেভে (পক্ষে—অনুগাঃ ইন্দ্রিয়াণি অমাত্যাঃ ইন্দ্রিয়দেবাঃ গতসৌহৃদাম্ অধ্যবসায়া-ভাবাৎ জরাগ্রস্তঃ রোগাদিভিঃ হৃতসামর্থ্যঃ শরীরং শিথিলং পুত্রাদীন্ ইন্দ্রিয়পরিণামাদীন্ স্ব-স্ব-ভোগা-সম্পাদকান্ বীক্ষ্য বিষয়ান্ সুখাজনকান্ চ বীক্ষ্য তদু-পায়ং ন লেভে) ॥ ৬-৮ ॥

অনুবাদ—কাল-কন্যার (জরার) আলিঙ্গনে পুরঞ্জ-নের (দেহের) শ্রী ভ্রষ্ট হইল। দীন, বিষয়াসক্ত, হতবুদ্ধি পুরঞ্জন, গন্ধর্ব্ব (দিবারাত্র) ও যবনাদি

(আধি-ব্যাধি) দ্বারা বলপূর্ব্বক আক্রান্ত হইয়া, সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হইলেন। তিনি দেখিলেন, স্বীয় পুরীর (দেহের) সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, পুত্র (বিবেকাদি), পৌত্র (গাম্ভীর্য্যাদি) ও পূর্ব্বানুগত অমাত্যবর্গ (মন ও তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা চন্দ্রাদি) প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে। পত্নীরও (বুদ্ধিরও) আর তাঁহার প্রতি তাদৃশ প্রেম নাই (অধ্যবসায়াদি রহিতা হইয়াছে)। কালকন্যা (জরা) আসিয়া তাহাকে আক্রমণ এবং শত্রুগণ (রোগাদি) পঞ্চালরাজ্য (শব্দাদি বিষয়) অধিকার করিয়াছে। ইহা দেখিয়া পুরঞ্জন দুরন্ত-চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; কিন্তু ঐসকল দুঃখের প্রতিকার (মন্ত্রৌষধি-দ্বারা নিরাময়) করিবার কোনও উপায় পাইলেন না ॥ ৬-৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিশীর্ণাং বিশীর্য্যমাণাং প্রতিকূলান্ শোকাদীন্ অনাদৃতান্ আদরমকুর্ব্বাণান্ সর্ব্বথা নিগিলিতুমুপক্রান্তানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ বিবেকাদীন্ পৌত্রান্ ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদীন্ অনুগানিন্দ্রিয়াণি অমাত্যান্ মন-আদ্যধিষ্ঠাতৃদেবাংশ্চন্দ্রাদীন্ চকারাৎ গতসৌহৃদান্ স্ব-স্ব কৃত্যাদি সম্যগকুর্ব্বাণান্ জায়াং বুদ্ধিঞ্চ গতসৌহাদাম্ অধ্যবসায়াদি-রহিতাং, কন্যয়া জরয়া পঞ্চালান্ শব্দাদীন্ অরিভিঃ রোগাদিভিঃ তেষাং তেষাং প্রতিক্রিয়াং মন্ত্রৌষধাদিভিরপি কৃতৈর্ন লেভে ॥ ৬-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশীর্ণাং'—স্বীয় পুরী যবনাদি দ্বারা বিশীর্ণা ও সর্ব্বপ্রকারে গ্রাস করিতে উদ্যুক্ত, এবং পুত্র, পৌত্র ও অনুগত ভৃত্যাদিগকে প্রতিকূল (বিরুদ্ধ আচরণশীল) ও স্নেহশূন্য দেখিয়া (তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না)। পুত্র—বিবেকাদি, পৌত্র—ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদি, অনুগ—অনুগত ইন্দ্রিয়াদি, অমাত্য—মন আদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্রাদি—ইহাদিগকে 'গতসৌহৃদান্'—স্ব স্ব করণীয় কার্য্য সম্যক্‌রূপে করিতে পরাঙমুখ, এবং 'জায়াং চ' —পত্নীকেও অধ্যবসায়াদিরহিত স্নেহশূন্য দেখিয়া, এবং কালকন্যা জরা কর্ত্তৃক নিজেকে গ্রাস করিতে উদ্যত, আর পঞ্চালদেশকেও (শব্দাদি বিষয়-ভোগকেও) রোগাদি শত্রু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া, 'তৎপ্রতিক্রিয়াম্'—সেইসকলের মন্ত্র, ঔষধাদির দ্বারাও কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৬-৮ ॥

কামানভিলষন্ দীনো যাতযামাংশ্চ কন্যয়া।
বিগতাত্মগতিস্নেহঃ পুত্রদারাংশ্চ লালয়ন্ ॥ ৯ ॥
গন্ধর্ব্বযবনাক্রান্তাং কালকন্যোপমর্দ্দিতাম্।
হাতুং প্রচক্রমে রাজা তাং পুরীমনিকামতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কন্যয়া (কালকন্যয়া হেতুভূতয়া) যাতযামান্ (গতরসান্ অপি) কামান্ (বিষয়ান্) অভিলষন্ বিগতাত্মগতিস্নেহঃ (বিগতা অসিদ্ধা সাধনানুষ্ঠালাভাৎ আত্মনঃ গতিঃ পারলৌকিকী তথা ঐহিকঃ পুত্রাদিস্নেহশ্চ যস্য সঃ তথাভূতঃ অপি) পুত্রদারান্ চ লালয়ন্ দীনঃ রাজা (পুরঞ্জনঃ) তাং গন্ধর্ব্বযবনাক্রান্তাং (গন্ধর্ব্বযবনাদিভিঃ আক্রান্তাং বশীকৃত্যাং) কালকন্যোপমর্দ্দিতাং (কালকন্যয়া চ উপমর্দ্দিতাং ভগ্নাম্ অপি) পুরীম্ অনিকামতঃ (অনিচ্ছয়া অপি) হাতুং (ত্যক্তুং) প্রচক্রমে (উপক্রান্তবান্; (পক্ষে—জরয়া বিষয়াণাং সুখাজনকত্বং ইন্দ্রিয়াদীনাং বিফলতায়াং শরীরত্যাগেচ্ছা ইতি) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—পুরঞ্জন দেখিলেন, কালকন্যা (জরা) যেসকল ভোগ্যবিষয়ের (মিষ্টভোজনাদির সারভাগ উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহাকে সেই-সকল সারহীন বস্তুই (ক্ষুন্মান্দ্যাদি-হেতু) ভোগ করিতে হইতেছে; আত্মার ঐহিক ও পারত্রিক গতি এবং বন্ধুবান্ধবের স্নেহমমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া পুত্র-কলত্রাদিকে লালন করিতে হইতেছে। আরও, গন্ধর্ব্ব ও যবনসেনাগণ ঐ পুরী আক্রমণ এবং কাল-নন্দিনী উহাকে বিধ্বংসিত করিয়াছে; অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও দীন ভাবাপন্ন রাজা পুরঞ্জন ঐ পুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—কামান্ মিষ্টভোজনাদীন্ যাতযামানপি ক্ষুন্মান্দ্যাদি-হেতোরিত্যর্থঃ। বিগতা আত্মনো গতিঃ পারলৌকিকী, ঐহিকঃ পুত্রাদি-স্নেহশ্চ যস্য সঃ। স্নেহাদিতি চ পাঠ। অনিকামতঃ অনিচ্ছয়াপি ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামান্'—কালকন্যা জরা কর্তৃক অধিকৃত যে বিষয়সমূহ, সেই সকল সারহীন মিষ্টভোজনাদিই ক্ষুধামান্দ্যহেতু কামনা করিতে হইতেছে। 'বিগতাত্মগতি-স্নেহঃ'—বিগত হইয়াছে আত্মার পারলৌকিকী গতি এবং ঐহিক পুত্রাদির স্নেহ যাহার, সেই পুরঞ্জন। 'অনিকামতঃ'—অনিচ্ছাসত্ত্বেও (সেই পুরীকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেন।) ॥ ৯-১০ ॥

ভয়নাম্নোঽগ্রজো ভ্রাতা প্রজ্বারঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
দদাহ তাং পুরীং কৃৎস্নাং ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥১১॥

অন্বয়ঃ—ভয়-নাম্নঃ অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠঃ) ভ্রাতা প্রজ্বারঃ (প্রজ্বার-সংজ্ঞকঃ) পুরীং প্রত্যুপস্থিতঃ (প্রত্যাগতঃ সন্) ভ্রাতুঃ (ভয়-নাম্নঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়স্য পুরীনাশস্য চিকীর্ষয়া) তাং কৃৎস্নাং (সকলাং) পুরং দদাহ (পক্ষে—দেহনাশং চিকীর্ষুঃ প্রজ্বারঃ জ্বরঃ দেহে দাহমুৎপাদিতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভয়ের অগ্রজ ভ্রাতা প্রজ্বার (বিষ্ণুজ্বর) সেই পুরীতে প্রত্যাগত হইল এবং ভ্রাতার প্রিয়সাধনে ইচ্ছুক হইয়া সেই পুরীকে দগ্ধ করিতে লাগিল (দেহকে বিনাশ করিবার জন্য 'জ্বর' দেহে বিষম গাত্রদাহ উপস্থিত করিল) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজ্বারো বিষ্ণুজ্বরঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজ্বারঃ'—বিষ্ণুজ্বর ॥১১॥

তস্যাং সন্দহ্যমানায়াং সপৌরঃ সপরিচ্ছদঃ।
কৌটুম্বিকঃ কুটুম্বিন্যা উপাতপ্যত সান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং (পুর্য্যাং) সন্দহ্যমানায়াং (সত্যাং) সপৌরঃ (পুরজন-সহিতঃ) স-পরিচ্ছদঃ (ভৃত্যবর্গাদি সহিতঃ) কৌটুম্বিকঃ (কুটুম্বেন দীব্যতীতি কৌটুম্বিকঃ) কুটুম্বিন্যা (ভার্য্যয়া চ সহিতঃ) সান্বয়ঃ (পুত্রপৌত্রাদিযুক্তঃ পুরঞ্জনঃ) উপাতপ্যত (নিতরাং দুঃখমভজত); (পক্ষে—সপৌরঃ সপ্তধাতু-সহিতঃ স-পরিচ্ছদঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ সহ জীবঃ অতপ্যত) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরী এইরূপে দগ্ধ হইতে থাকিলে, পুরঞ্জন (জীব) পুরের অধিবাসী—পৌরজন (সপ্তধাতু), ভৃত্যবর্গ (ইন্দ্রিয়াদি), কুটুম্ব, ভার্য্যা ও পুত্র-পৌত্রাদির সহিত অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে থাকিলেন ॥১২॥

বিশ্বনাথ—স-পৌরঃ সপ্তধাতু-সহিতঃ। স-পরিচ্ছদঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-ভৃত্যবর্গ-সহিতঃ। কুটুম্বেন দীব্যতীতি কৌটুম্বিকঃ। কুটুম্বিন্যা বুদ্ধ্যা সহ—সন্ধ্যভাব আর্ষঃ; সান্বয়ঃ পুত্রপৌত্রাদিযুক্তঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স-পৌরঃ'—সপ্ত ধাতুর সহিত। 'স-পরিচ্ছদঃ'—সকল ইন্দ্রিয়রূপ ভৃত্যবর্গের সহিত। 'কৌটুম্বিকঃ'—কুটুম্বের সহিত যাহারা ক্রীড়া করে এবং কুটুম্বিনী বুদ্ধির সহিত। 'কুটুম্বিন্যা উপতপ্যত'—এই স্থলে সন্ধির অভাব আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া। 'সান্বয়ঃ'—পুত্র ও পৌত্রাদিযুক্ত (পুরঞ্জন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।) ॥ ১২ ॥

যবনোপরুদ্ধায়তনো গ্রস্তায়াং কালকন্যয়া।
পুর্য্যাং প্রজ্বারসংসৃষ্টঃ পুরপালোঽন্বতপ্যত ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—কালকন্যয়া পুর্য্যাং গ্রস্তায়াং যবনোপরুদ্ধায়তনঃ (যবনৈঃ উপরুদ্ধানি আয়তনানি যস্য সঃ) প্রজ্বারসংসৃষ্টঃ (প্রজ্বারেণ সংসৃষ্টঃ পীড়িতঃ) পুরপালঃ (পঞ্চশিরাঃ নাগঃ অপি) অন্বতপ্যত (অনুক্ষণম্ অতপ্যত; পক্ষে—দেহস্য অন্তঃকালে রোগাদিভিঃ স্থানে রুদ্ধে শীতজ্বরপীড়িতঃ প্রাণঃ অতপ্যত) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কালকন্যা (জরা) ঐ পুরঞ্জন পুরী (দেহ) অধিকার করিলে, যবনসৈন্যগণ (আধিব্যাধি) উহার আয়তন (শরীর ও নাড়ী প্রভৃতি) অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল এবং প্রজ্বার উহাকে দগ্ধ করিতে থাকিল। ইহা দেখিয়া পুররক্ষক (পঞ্চপ্রাণ) অত্যন্ত শোককাতর হইয়া পড়িল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—পুরপালঃ প্রজাগরঃ প্রাণঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরপালঃ'—সেই পুরীর পালক প্রজাগর, অর্থাৎ দেহরক্ষী মুখ্য প্রাণ ॥ ১৩ ॥

ন শেকে সোঽবিতুং তত্র পুরুকৃচ্ছ্রোরুবেপথুঃ।
গন্তুমৈচ্ছৎ ততো বৃক্ষকোটরাদিব সানলাৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুকৃচ্ছ্রোরুবেপথুঃ (পুরু বহু কৃচ্ছ্রং তেন উরুঃ বেপথুঃ যস্য স অতএব) তত্র (স্থিতঃ অপি) অবিতুং (তাং রক্ষিতুং) সঃ (পুরপালঃ) ন শেকে (সমর্থঃ ন জাতঃ অতঃ যথা) সানলাৎ (অগ্নিনা দহ্যমানাৎ) বৃক্ষকোটরাৎ (সঃ নির্গন্তুম্ ইচ্ছতি তৎ) ইব (তথা সঃ) ততঃ (বহিঃ) গন্তুম্ ঐচ্ছৎ (পক্ষে—জরাদিভিঃ উপদ্রুতঃ প্রাণঃ বহিঃ গন্তুম্ ঐচ্ছৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পুরীমধ্যে বহুক্লেশ উপস্থিত হওয়ায়, সেই পুরপালের (প্রাণের) গাত্রকম্প উপস্থিত হইল। সুতরাং সে পুরীমধ্যে অবস্থান করিয়াও পুরী (দেহ) রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। অগ্নি-সংযুক্ত বৃক্ষ-কোঠরস্থ সর্প যেমন বৃক্ষ-কোটর হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ ঐ পুরপালক সর্পও (প্রাণ) সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিল ; (জরাদি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া প্রাণ মনুষ্য-শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য যোনি আশ্রয় করিতে বাধ্য হইল) ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—স পুরপালঃ অবিতুং রক্ষিতুং বৃক্ষ-কোটরাদিব সর্পঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই পুরপাল (প্রাণ), 'অবিতুং'—পুরী (দেহ) রক্ষা করিতে সমর্থ না হওয়ায়, অনলযুক্ত বৃক্ষকোটরস্থ সর্প যেমন স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৪ ॥

শিথিলাবয়বো যর্হি গন্ধর্ব্বৈর্হৃতপৌরুষঃ।
যবনৈররিভী রাজন্নুপরুদ্ধো রুরোদ হ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, যর্হি (যদা) গন্ধর্ব্বৈঃ হৃতপৌরুষঃ (হৃতং পৌরুষং যস্য সঃ) শিথিলা-বয়বঃ (শিথিলাঃ অবয়বাঃ কর-চরণাদয়ঃ যস্য সঃ) যবনৈঃ অরিভিঃ (কণ্ঠে) উপরুদ্ধঃ (ঝটিতি কণ্ঠে উপরুদ্ধঃ সন্ সঃ নাগঃ) রুরোদ হ (ঘুর্ঘুরধ্বনিং চকার ; পক্ষে—জীর্ণত্বেন মন্দক্রিয়ঃ কফাদি-রুদ্ধঃ গন্তুম্ অপি অসক্তঃ প্রাণঃ কণ্ঠে ঘুর্ঘুর-ধ্বনিম্ অক-রোৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যখন গন্ধর্বগণ (দিবারাত্র) পুরঞ্জনের পৌরুষ অপহরণ করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল করিয়া ফেলিল এবং যবনশত্রুগণ (আধি-ব্যাধি) তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল, তখন পুরপালক (প্রাণ) 'ঘুরঘুর' শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—রুরোদ আসন্নমৃত্যুর্ঘুরঘুরধ্বনিং চকার ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রুরোদ'—আসন্নমৃত্যু পুরঞ্জন কণ্ঠ হইতে 'ঘুর, ঘুর' ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

দুহিতৄঃ পুত্রপৌত্রাংশ্চ যামিজামাতৃপার্ষদান্।
স্বত্বাবশিষ্টং যৎ কিঞ্চিদ্গৃহকোষপরিচ্ছদম্ ॥ ১৬ ॥
অহং মমেতি স্বীকৃত্য গৃহেষু কুমতির্গৃহী।
দধ্যৌ প্রমদয়া দীনো বিপ্রয়োগ উপস্থিতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—কুমতিঃ (রজঃক্রান্তমতিঃ) গৃহী (পুরঞ্জনঃ) প্রমদয়া (স্ত্রিয়া সহ) বিপ্রয়োগে (বিশ্লেষে) উপস্থিতে (আগতে) দীনঃ (সন্) গৃহেষু (গৃহাদিষু) অহং মম ইতি স্বীকৃত্য দুহিতৄঃ পুত্রপৌত্রান্ (পুত্রান্ পৌত্রান্ চ) যামিজামাতৃপার্ষদান্ (যামীঃ স্নুষাঃ জামাতৄন্ পার্ষদান্ চ) স্বত্বাবশিষ্টম্ (স্বত্বমাত্রেণ অবশিষ্টং) যৎকিঞ্চিৎ (অন্যচ্চ যৎ কিঞ্চিৎ অব-শিষ্টং ভোগস্য প্রাগেব ক্ষীণত্বাৎ) গৃহকোষপরিচ্ছদং (গৃহাঃ কোষাঃ ধনাগারাণি পরিচ্ছদাঃ গৃহোপকরণানি চ) দধ্যৌ (চিন্তয়ামাস, পক্ষে—মরণ সময়ে মম-তাস্পদানাং চিন্তা প্রসিদ্ধা এব ; প্রমদা চ অত্র মম-তাস্পদং ব্যবহারিকী এব ভার্য্যা ন পুরঞ্জনী, জীবস্য স্থূলশরীরবিয়োগে বুদ্ধিবিয়োগাভাবাৎ। এবং দুহিত্রা-দয়ঃ অপি ব্যবহারিকা এব, মরণকালে বুদ্ধিবিবেকা-দীনাং স্মৃত্যভাবাৎ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—কুমতি গৃহব্রত পুরঞ্জন, স্ত্রীর সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে, অতিশয় কাতর হইলেন এবং গৃহাদিতে 'অহং-মম' বুদ্ধি করিয়া কন্যা, পুত্র, পৌত্র, বধূ, জামাতা পার্ষদবর্গ এবং গৃহ, ভাণ্ডার, পরিচ্ছদাদি যাহা কিছু স্বত্বমাত্র অবশিষ্ট ছিল, উহাদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যাময়োঽত্র স্নুষাঃ। প্রমদয়া স্ত্রিয়া সহ বিপ্রয়োগে উপস্থিত ইতি জীবস্য স্থূলশরীরভঙ্গে বুদ্ধ্যা বিচ্ছেদাভাবাৎ প্রমদেয়ং ন পুরঞ্জনী, কিন্তু

সংসারিণো জীবস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্ভোগ্যা মমতাস্পদীভূতা ব্যবহারিক্যেব ভার্য্যা ব্যাখ্যেয়া, দুহিত্রাদয়োঽপ্যত্র তৎসম্বন্ধিন্যো ন ত্বধ্যাত্মপক্ষীয়া ব্যাখ্যেয়াঃ। মরণ-কালে চ জীবস্য স্ত্রী-পুত্রাদীনামেব স্মরণং সম্ভবতি, ন তু বুদ্ধিবিবেকাদীনামিতি কেচিদাহুঃ। অন্যে তু ধর্ম্মবতী বুদ্ধিরেব পুরঞ্জনীত্বেন পূর্ব্বং প্রস্তুতেত্যতো মৃত্যুসময়ে ধর্ম্মবুদ্ধ্যা বিচ্ছেদো বুদ্ধ্যন্তরেণ সংযোগঃ। ন ময্যনাশিতে ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাদিকং তু সদ্বুদ্ধিবিচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমেব যদুক্তং, তদেবাগ্রে বক্ষ্যতে। তচ্চ মমাধুনাপি ধর্ম্মাচরণে তৃপ্তির্ন জাতা, কিং করোমি,—মরণমুপ-স্থিতমিত্যেতস্যৈবার্থস্যোৎপ্রেক্ষয়া বিবরণং জ্ঞেয়মিত্যা-চক্ষ্যতে ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাময়ঃ'—এখানে পুত্রবধূ-গণ। 'প্রমোদয়া বিপ্রয়োগে উপস্থিতে'—পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে,—এখানে জীবের স্থূলশরীরের ভঙ্গ হইলে বুদ্ধির সহিত বিচ্ছেদের অভাববশতঃ এই প্রমদা তাহার বুদ্ধিরূপিণী স্ত্রী পুরঞ্জনী নহেন, কিন্তু সাংসারিক জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যা মমতার পাত্রী ব্যবহারিকী ভার্য্যাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কন্যা প্রভৃতিও এখানে তাহার সম্বন্ধিনীই বুঝিতে হইবে, কিন্তু অধ্যাত্মপক্ষীয়া এই ব্যাখ্যা নহে। কেহ কেহ বলেন—মরণকালে জীবের স্ত্রী, পুত্রাদিরই স্মরণ হইয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধি, বিবে-কাদির নহে। অপরের মতে কিন্তু ধর্ম্মবতী বুদ্ধিই এখানে পূর্ব্বে পুরঞ্জনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতএব মৃত্যুসময়ে ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত বিচ্ছেদ হইলেও অপর বুদ্ধির সহিত সংযোগ আছে। 'ন ময্যনাশিতে ভুঙ্‌ক্তে' —অর্থাৎ আমি ভোজন না করিলে, সেই স্ত্রীও ভোজন করেন না, ইত্যাদি বাক্য কিন্তু সদ্বুদ্ধির সহিত বিচ্ছে-দের পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যাহা এখানে পরে (১৯ শ্লোকে) বলা হইবে। তাহা, আমার এখনও ধর্ম্ম আচরণে পরিতৃপ্তি জন্মিল না, কি করি, মরণকাল উপস্থিত হইয়াছে—এইরূপ অর্থই উৎপ্রেক্ষার দ্বারা এখানে বিবৃত হইয়াছে—ইহাই এখানে জানিতে হইবে (ইহা অপরে বলেন) ॥ ১৬-১৭ ॥

তথ্য—মৃত্যুসময়ে জীবের মমতাস্পদ বস্তুর জন্যই চিন্তা প্রসিদ্ধ। এইস্থলে 'প্রমদা'-শব্দে ব্যবহারিক ভার্য্যাই বুঝিতে হইবে,—সদ্বুদ্ধিরূপা পুরঞ্জনী নহে। কেহ কেহ বলেন,—মৃত্যুসময়ে সংসারাসক্ত জীবের স্ত্রী-পুত্রাদির জন্যই চিন্তা হয়; কিন্তু বুদ্ধি-বিবেকাদির চিন্তা হয় না ॥ ১৬-১৭ ॥

লোকান্তরং গতবতি ময্যনাথা কুটুম্বিনী।
বর্ত্তিষ্যতে কথন্ত্বেষা বালকাননুশোচতী ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ধ্যানমেবাহ—) ময়ি (স্বামিনি) লোকান্তরং গতবতি এষা (মম ভার্য্যা) অনাথা (নাথেন বিরহিতা) কুটুম্বিনী (পুত্রাদি-কুটুম্ববতী) বালকান্ অনুশোচতী (সতী) কথং তু বর্ত্তিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—(চিন্তার বিষয় বলিতেছেন,—) আমি লোকান্তর গমন করিলে, আমার এই ভার্য্যা অনাথা হইয়া এতগুলি পুত্র-পৌত্রাদির পালন-ভার গ্রহণপূর্ব্বক উহাদের দুরবস্থা-দর্শনে শোকে মুহ্যমান হইয়া কিরূপে অবস্থান করিবে? ॥ ১৮ ॥

ন ময্যনাশিতে ভুঙ্‌ক্তে নাস্নাতে স্নাতি মৎপরা।
ময়ি রুষ্টে সুসন্ত্রস্তা ভর্ৎসিতে যতবাগ্ভয়াৎ ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—মৎপরা (মদেকাশ্রয়া সা) ময়ি অনাশিতে (অভোজিতে সতি) ন ভুঙ্‌ক্তে; (ময়ি) অস্নাতে (সতি স্বয়ং) ন স্নাতি; ময়ি রুষ্টে (সতি স্বয়ং) সুসন্ত্রস্তা (ভবতি, ময়ি) ভর্ৎসিতে (ভর্ৎসনে কৃতে সতি) ভয়াৎ যতবাক্ (গৃহীতমৌনা) ভবতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমি ভোজন না করিলে মদেকাশ্রয়া ঐ কামিনী ভোজন করে না, আমি অস্নাত থাকিলে স্নান করে না, আমি ক্রুদ্ধ হইলে ঐ রমণী নিতান্ত ভীতা-ত্রস্তা হইয়া অবস্থান করে, আমি কখনও তিরস্কার করিলে সে ভয়ে একটীমাত্রও বাক্য ব্যয় করে না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অনাশিতে অভোজিতে ভর্ৎসিতে ভর্ৎসনং কৃতবতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনাশিতে'—আমি ভোজন না করিলে, (আমার পত্নী ভোজন করে না)।

'ভর্ৎসিতে'—আমি ভর্ৎসনা করিলে, (ভয়ে বাক্য-মাত্রও ব্যয় করে না) ॥ ১৯ ॥

প্রবোধয়তি মাবিজ্ঞং ব্যুষিতে শোককর্শিতা।
বর্ত্মৈতদ্গৃহমেধীয়ং বীরসূরপি নেষ্যতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—মাবিজ্ঞং (মাম্ অবিজ্ঞম্ অবিবেকিনং) প্রবোধয়তি (কদাচিৎ বিস্মৃতব্যাপারং বোধয়তি) ব্যুষিতে (ময়ি দেশান্তরং গতে) শোককর্শিতা (মদ্-বিয়োগ-শোকেন কর্শিতা ভবতি ; সা এবম্ভূতা মৎ-পরায়ণা) এতদ্ গৃহমেধীয়ং বর্ত্ম (গৃহস্থমার্গং) বীরসূঃ অপি (পুত্রবত্যপি কিং) নেষ্যতি (অনু-বর্ত্তয়িষ্যতি ? কিংবা, মদ্বিরহমসহমানা মরিষ্যত্যেব ইত্যর্থঃ। পক্ষে—দেহনাশে মতেরপি মোহঃ স্যাৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আমি বিবেক হইতে ভ্রষ্ট হইলে, ঐ কামিনী আমাকে প্রবোধ দান করে, আমি বিদেশে গমন করিলে আমার বিরহশোকে কাতরা হয়। যদিও সে বীর পুত্র প্রসব করিয়াছে, তথাপি আমার বিয়োগে কাতরা হইয়া আর কি সে এইসকল গৃহধর্ম্ম পালন করিতে ইচ্ছা করিবে ? (দেহ বিনষ্ট হইলে মতিরও মোহ হইবে) ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—মাম্ অবিজ্ঞং ব্যুষিতে প্রবাসং গতে সতি। অপি কিং নেষ্যতি অনুবর্ত্তয়িষ্যতি ? যুক্ত-মেতৎ, যতো বীরসূঃ পুত্রবতী কিংবা মদ্বিরহমসহ-মানা মরিষ্যত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাম্ অবিজ্ঞং'—আমার বিবেক নষ্ট হইলে, (আমাকে উপদেশ দিয়া থাকে)। 'ব্যুষিতে'—আমি বিদেশে গমন করিলে, (শোকে কাতর হয়)। 'অপি কিং নেষ্যতি'—আর কি এই সকল গৃহস্থ ধর্ম্মে অনুবর্ত্তন করিবে ? ইহা যুক্তি-যুক্তই, যেহেতু 'বীরসূঃ'—বীরপুত্র-প্রসবিনী, কিম্বা—আমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া মারাই যাইবে —এই অর্থ ॥ ২০ ॥

কথং নু দারকা দীনা দারিকা বা পরায়ণাঃ।
বর্ত্তিষ্যন্তে ময়ি গতে ভিন্ননাব ইবোদধৌ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অপরায়ণাঃ (ন বিদ্যতে পরম্ অন্যনম্ আশ্রয়ং যেষাং তে) (যদ্বা পরায়ণাঃ—পরাশ্রয়াঃ) দারকাঃ (পুত্রাঃ) দারিকাঃ (কন্যাঃ) ময়ি গতে (সতি) দীনাঃ (ভূত্বা) উদধৌ (সমুদ্রে) ভিন্ননাবঃ ইব (ভিন্না নৌঃ যেষাং তাদৃশাঃ জনাঃ) ইব কথং নু বর্ত্তিষ্যন্তে ? ২১ ॥

অনুবাদ—যেরূপ সমুদ্রের মধ্যভাগে নৌকা ভগ্ন হইলে আরোহিগণ নিরাশ্রয় হইয়া বিপদে পতিত হয়, তদ্রূপ আমি পরলোকে গমন করিলে অন্যাশ্রয়রহিত আমার পুত্রকন্যাগণও কাতর হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ? ২১ ॥

বিশ্বনাথ—দারিকৌর্দারিকাঃ কন্যাঃ পরায়ণাঃ বৃদ্ধস্য মমাতিস্নেহেন প্রতিক্ষণ-সেবৈকনিষ্ঠাঃ কথং বর্ত্তিষ্যন্তে ? রুদিত্বা রুদিত্বৈব মরিষ্যন্তীত্যর্থঃ, ভিন্না বিদীর্ণা নৌর্য্যেষাং ত ইব ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দারিকৌঃ'—দ্বরিকাঃ, কন্যা-গণ। 'পরায়ণাঃ'—বৃদ্ধ আমার প্রতি অতিশয় স্নেহ-বশতঃ প্রতিক্ষণে সেবৈকনিষ্ঠ (সেবাপরায়ণ) সেই পুত্র, কন্যাগণ কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে ? কাঁন্দিতে কাঁন্দিতেই মারা যাইবে, এই অর্থ। 'ভিন্ন-নাবঃ ইব'—যেরূপ সমুদ্রের মধ্যভাগে নৌকা ভগ্ন হইলে (আরোহী লোকসকল নিরাশ্রয় হইয়া বিপদ্-গ্রস্ত হয়, তদ্রূপ তাহাদের অবস্থা হইবে।) ॥ ২১ ॥

এবং কৃপণয়া বুদ্ধ্যা শোচন্তমতদর্হণম্।
গ্রহীতুং কৃতধীরেনং ভয়নামাভ্যপদ্যত ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—এবং কৃপণয়া (মোহিতয়া) বুদ্ধ্যা শোচন্তম্ অতদর্হণং (রাজত্বাৎ শোকানর্হম্) এনং (পুরঞ্জনং) গ্রহীতুং কৃতধীঃ (কৃতা ধীঃ যেন সঃ) ভয়-নামা (ভয়সংজ্ঞকঃ মৃত্যুঃ) অভ্যপদ্যত (আজগাম ; পক্ষে—চৈতন্যরূপত্বেন শোকানর্হত্বে অপি রাজসাধ্যাসেন শোচন্তং গ্রহীতুং মৃত্যুঃ আজগাম:) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পুরঞ্জন স্বরূপতঃ চৈতন্যবস্তু ; সুতরাং শোকাদি-ধর্ম্ম তাঁহার যোগ্য নহে ; কিন্তু তিনি এই-রূপ মোহিতবুদ্ধি হইয়া শোক করিতে আরম্ভ করিলে

তাঁহাকে পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া 'ভয়'-সংজ্ঞক মৃত্যু আসিয়া আশ্রয় করিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অতদর্হণং তস্য চৈতন্যরূপত্বেন শোকানৌচিত্যাৎ ; যদ্বা, ধার্ম্মিকত্বেন ভয়কর্ত্তৃকগ্রহণানর্হমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতদর্হণম্'—পুরঞ্জন (জীব) চৈতন্যরূপত্বহেতু (শ্রীভগবানের চিৎকণ বলিয়া) শোকের অযোগ্যই, কিম্বা—ভয় কর্ত্তৃক তাহার গ্রহণ অনুপযুক্তই, এই অর্থ ॥ ২২ ॥

———

পশুবদ্‌যবনৈরেষ নীয়মানঃ স্বকং ক্ষয়ম্ ।
অন্বদ্রবন্নন্নুপথাঃ শোচন্তো ভৃশমাতুরাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা) যবনৈঃ পশুবৎ (পাশৈঃ বদ্ধা) এষঃ (পুরঞ্জনঃ) স্বকং ক্ষয়ং (স্থানং প্রতি) নীয়মানঃ (জাতঃ তদা যে অস্য) অনুপথাঃ (অনুসারিণঃ অনুজীবিনঃ ভৃত্যাঃ নাগাদয়ঃ তে অপি) ভৃশমাতুরাঃ (অত্যন্তব্যাকুলাঃ সন্তঃ) শোচন্তঃ অন্বদ্রবন্ (অন্বগচ্ছন্ ; পক্ষে—যদা যবনৈঃ যমদূতৈঃ অয়ং নরকান্ অনীয়ত, তদা প্রাণাদয়ঃ অপি তম্ অন্বগচ্ছন্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যবনগণ (যমদূতগণ) যখন তাঁহাকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বস্থানে লইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহার অনুচরবর্গ (প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ) অতিশয় ব্যাকুল হইয়া শোক করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। (যখন যমদূতগণ জীবকে যমালয়ে আনয়ন করে, তখন প্রাণাদিও তাঁহার অনুসরণ করে) ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চৈষ পশুবন্নীয়মানোঽভূৎ যবনৈর্যমদূতৈঃ তমনুপ্রাণাদ্যা অদ্রবন্। অনুপথা অনুবর্ত্তিনঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"তমনুক্রামন্তং প্রাণোঽনুক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনুক্রামন্তি" ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর যমদূতগণ তাহাকে পশুর ন্যায় লইয়া যাইতে থাকিলে, প্রাণ প্রভৃতিও তাহার অনুগমন করিল। 'অনুপথাঃ'—অনুবর্ত্তী প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ)। শ্রুতিতেও সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—"তমনুক্রামন্তং প্রাণোঽনুক্রামতি", ইত্যাদি, অর্থাৎ জীবাত্মা দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে থাকিলে, প্রাণও তাহার অনুগমন করে, তৎপশ্চাৎ অন্যান্য অপানাদি প্রাণসকল সেই প্রাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

———

পুরীং বিহায়োপগত উপরুদ্ধো ভুজঙ্গমঃ ।
যদা তমেবানু পুরী বিশীর্ণা প্রকৃতিং গতা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—উপরুদ্ধঃ (যবনৈঃ আক্রান্তঃ) ভুজঙ্গমঃ (প্রাণঃ) যদা দেহং বিহায় ত্যক্ত্বা উপগতঃ (বহিঃ নির্গতঃ, তদা) তমেব অনু (তৎপশ্চাদেব সা) পুরী স্থূলশরীরং) বিশীর্ণা (জীর্ণা সতী) প্রকৃতিং (মহাভূতাত্মতাং) গতা (লীনা জাতা ; পক্ষে—প্রাণাদিনির্গমানন্তরং শীর্ণঃ দেহঃ ভূম্যাদৌ লীনঃ স্যাৎ) ॥২৪

অনুবাদ—যবনগণ (আধি-ব্যাধি)-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যখন পুররক্ষক সর্প (প্রাণ) পুরী (দেহ) পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইল, তৎপশ্চাতেই সেই পুরী (স্থূল শরীর) বিশীর্ণা হইয়া পঞ্চভূতে বিলীন হইল (প্রাণ-নির্গমের পর শীর্ণ দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়) ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যবনৈরুপরুদ্ধঃ প্রকৃতিং মহাভূতাত্মতাম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যবনৈঃ উপরুদ্ধঃ'—যবনগণ (আধি-ব্যাধি) ঐ পুরীকে (দেহকে) আক্রমণ করিলে ; (ঐ পুরীরক্ষক প্রাণ ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইল, তখনই ঐ পুরী অর্থাৎ স্থূলশরীর ভগ্ন হইয়া) 'প্রকৃতিং গতা'—মহাভূতের সহিত মিলিত হইল ॥ ২৪ ॥

———

বিকৃষ্যমাণঃ প্রসভং যবনেন বলীয়সা ।
নাবিন্দৎ তমসাবিষ্টঃ সখায়ং সুহৃদং পুরঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—বলীয়সা (প্রবলেন) যবনেন প্রসভং (বলাৎকারেণ) বিকৃষ্যমাণঃ (অপি পুরঞ্জনঃ) তমসাবিষ্টঃ (তমসা অজ্ঞানেন আবিষ্টঃ ব্যাপ্তঃ সন্) পুরঃ (পূর্ব্বং) সুহৃদং (হিতকর্ত্তারং) সখায়ং (সন্তম্ ঈশ্বরং) নাবিন্দৎ (ন সস্মার) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—প্রবল—পরাক্রান্ত যমদূতগণ যখন পুরঞ্জনকে (জীবকে) বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে-

ছিল, তখন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় পুরঞ্জন তাঁহার পূর্ব্ব সখা ও পরম হিতকারী পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারেন নাই ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তমসা অজ্ঞানেন নাবিন্দৎ সখায়ং পুরঃ সন্তমপীশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'তমসাবিষ্টঃ'—অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় তখন তিনি, 'নাবিন্দৎ সখায়ং পুরঃ'—সামনে অবস্থিত থাকিলেও পরম-সুহৃৎ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে নাই ॥ ২৫ ॥

———

তং যজ্ঞপশবোঽনেন সংজ্ঞপ্তা যেঽদয়ালুনা ।
কুঠারৈশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রুদ্ধাঃ স্মরন্তোঽমীবমস্য তৎ ॥২৬

অন্বয়ঃ—অনেন আদয়ালুনা (দয়া-রহিতেন) যে যজ্ঞপশবঃ (যজ্ঞে পশবঃ) সংজ্ঞপ্তাঃ (হতাঃ কাম্য-কর্ম্মসু ছিন্নাঃ তে) অস্য তৎ অমীবং (তস্য পাপং ক্রৌর্য্যং বা) স্মরন্তঃ (তেন উৎপাদিতাং স্বপীড়াং বা স্মরন্তঃ) ক্রুদ্ধাং (নানা-ভয়ঙ্কর-বেশধারিণঃ সন্তঃ) কুঠারৈঃ (লৌহময়ৈঃ কুঠারৈঃ তং) চিচ্ছিদুঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পুরঞ্জন নির্দ্দয় হইয়া যে-সকল যজ্ঞ-পশুকে হত্যা করিয়াছিলেন, তিনি যমালয়ে উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণ স্মরণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া, কুঠারদ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যে সংজ্ঞপ্তাঃ কাম্যকর্ম্মসু খড়্গৈশ্ছিন্নাস্তে তং কুঠারৈঃ। অমীবমপরাধম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে সংজ্ঞপ্তাঃ'—পূর্ব্বে পুরঞ্জন কাম্য কর্ম্মাদিতে খড়্গের দ্বারা যাহাদের ছেদন করিয়াছিলেন, এখন সেই সকল পশুই, যমালয়ে নীত তাঁহাকে কুঠারের ন্যায় শৃঙ্গদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। 'অমীবম্'—অপরাধ, (অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বপ্রদত্ত নিষ্ঠুর ক্রূরতা স্মরণ করতঃ) ॥ ২৬ ॥

———

অনন্তপারে তমসি মগ্নো নষ্টস্মৃতিঃ সমাঃ ।
শাশ্বতীরনুভূয়ার্ত্তিং প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ ॥ ২৭ ॥
তামেব মনসা গৃহ্ণন্ বভূব প্রমদোত্তমা ।
অনন্তরং বিদর্ভস্য রাজসিংহস্য বেশ্মনি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রমদা-সঙ্গদূষিতঃ (প্রমদা-সঙ্গেন দূষিতঃ অনন্তপারে (অতিমহতি) তমসি মগ্নঃ (নিমগ্নঃ) নষ্টস্মৃতিঃ (নষ্টা পূর্ব্বস্মৃতিঃ যস্য সঃ) শাশ্বতীঃ সমাঃ (অনন্তান্ বর্ষান্) আর্ত্তিং (পীড়াম্) অনুভূয়ঃ তামেব (প্রমদাং পুরঞ্জনীং) মনসা গৃহ্ণন্ (স্মরন্) অনন্তরং (পীড়াভোগানন্তরং) বিদর্ভস্য (বিশিষ্টদর্ভোপলক্ষিতস্য কর্ম্ম যস্য) রাজসিংহস্য বেশ্মনি (গৃহে) প্রমদোত্তমা বভূব ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—প্রমদা সঙ্গজনিত দোষ নিবন্ধন অসীম অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইল। তিনি তদবস্থায় বহুবৎসর পর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। সেই পুরঞ্জন কামিনীর স্মরণ করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য যমযাতনা-ভোগানন্তর তিনি বিদর্ভরাজার (বিশিষ্ট দর্ভ দ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ কর্ম্মিরাজ-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির) গৃহে উত্তম ললনা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন (স্ত্রী-চিন্তা দ্বারা জীবের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ঘটে ; দুঃখাতিশয্যহেতু মোহ-বশতঃ মৃত্যুকালে সদ্-বুদ্ধি-ত্যাগ অল্পকালের জন্যই হয় ; বস্তুতঃ পুণ্যকর্ম্ম-দ্বারা লব্ধ-সর্গভোগান্তে পুণ্যশেষে তাদৃশ ধর্ম্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরই ধার্ম্মিক-গৃহে জন্মপ্রাপ্তি) ॥২৭-২৮॥

বিশ্বনাথ—অনন্তপারে অন্তপারশূন্যে তমসি দুঃখে। ঈজে চ বহুভির্যজ্ঞৈরিত্যুক্তত্বাৎ বহুকালং স্বর্গসুখ-মপ্যনুভূয়েতি জ্ঞেয়ম্। তস্যানুক্তিঃ প্রাচীনবর্হিষো বৈরাগ্যার্থা। স্ত্রীস্মরণাৎ স্ত্রী বভূব। অধ্যাত্মপক্ষে—দুঃখাতিশয়প্রযুক্তমূর্চ্ছাবশাদেব মৃত্যুকালে সদ্বুদ্ধি-ত্যাগঃ ক্ষণিক এবোক্তঃ ; বস্তুতস্তু স্বর্গভোগান্তে পুণ্য-শেষেণ তাদৃশ-ধর্ম্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এব ধার্ম্মিকগৃহে জন্ম লেভে ইত্যেতাবদেব বিবক্ষিতং স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্বাদিকং ত্ববিবক্ষিতমেব ; যদ্বক্ষ্যতে,—"কৃচিৎ পুমান্ কচ্চিচ স্ত্রী কৃচিন্নোভয়মন্দধীঃ। দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথা-কর্ম্মগুণং ভবঃ ইতি ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনন্তপারে তমসি'—পার-শূন্য অসীম দুঃখে। 'ঈজে চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ'—(৪।২৭। ১১), অর্থাৎ বহু বহু যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন—ইহা উক্ত হওয়ায়, বহুকাল স্বর্গসুখও অনুভব করিয়া—ইহা বুঝিতে হইবে, এখানে তাহার অনুক্তি প্রাচীনবর্হির বৈরাগ্য উৎ-

পাদনের নিমিত্ত। স্ত্রী-চিন্তনের ফলে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অধ্যাত্মপক্ষে—দুঃখাতিশয়-প্রযুক্ত মূর্চ্ছা-বশতঃই মৃত্যুকালে তাহার সদ্বুদ্ধি-ত্যাগ ক্ষণকালের নিমিত্তই—ইহা উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু স্বর্গ-ভোগের অন্তে পুণ্য শেষ হওয়ায়, তাদৃশ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধার্ম্মিকের গৃহেই জন্ম লাভ করিলেন, ইহাই এখানে বিবক্ষিত, কিন্তু স্ত্রীত্ব বা পুংস্ত্বাদি অবিবক্ষিতই, যেহেতু পরে বলিবেন—"কৃচিৎ পুমান্ কৃচিচ্চ স্ত্রী" (৪।২৯।৩০), ইত্যাদি, অর্থাৎ অতিশয় মন্দভাগ্য কর্ম্মাসক্ত জীব, কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন বা ক্লীব হইয়া, দেব অথবা মনুষ্য, কিম্বা তির্য্যগ্যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ফলতঃ যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও গুণ থাকে, তদনুসারেই জীবের জন্মাদি হইয়া থাকে ॥ ২৭-২৮ ॥

তথ্য—বিদর্ভ-রাজসিংহ—বিশিষ্ট-দর্ভদ্বারা উপলক্ষিত কর্ম্মঠ রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (শ্রীধর)। দর্ভ-শব্দে—দূর্ব্বা, শ্যামাক, কুশ, কাশ, বল্বজ, মৌঞ্জ,—এই ষড়্বিধ তৃণ অর্থাৎ এইসকল বস্তু কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদি-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বিদর্ভরাজ-শব্দের দ্বারা যিনি কর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ কুশল—ইহাই সূচিত হইতেছে।

যং যং বাপি স্মরণং ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"
—গীতা ৮।৬ ॥ ২৮ ॥

উপযেমে বীর্য্যপণাং বৈদর্ভীং মলয়ধ্বজঃ।
যুধি নির্জ্জিত্য রাজন্যান্ পাণ্ড্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(তং) বৈদর্ভীং (বিদর্ভরাজপুত্রীং) বীর্য্যপণাং (বীর্য্যং প্রভাবঃ এব পণঃ বৈবাহিকং দেয়ং যস্যাঃ তাং) পাণ্ড্যঃ (পণ্ডা নিশ্চয়বুদ্ধিঃ, তাম্ অর্হতীতি পাণ্ড্যঃ পাণ্ডুদেশাধিপতিঃ) পরপুরঞ্জয়ঃ (মহাপরাক্রমঃ) মলয়ধ্বজঃ যুধি রাজন্যান্ নির্জ্জিত্য উপযেমে (বিবাহিতবান্; পক্ষে—মলয়োপলক্ষিতে ভগবদ্ভক্তিপ্রধানে দক্ষিণ-দেশে পরমভাগবতত্বেন ধ্বজঃ ইব প্রসিদ্ধঃ মলয়ধ্বজঃ, পণ্ডা ভগবদ্ভজনাদেব পুরুষার্থ-সিদ্ধিঃ ইতি শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়েন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ তাম্ অর্হতীতি পণ্ড্যঃ, সঃ এব পাণ্ড্যঃ। অতএব পরপুরঞ্জয়ঃ অন্যমতজনিতঃ সংশয়খণ্ডন-দক্ষঃ, অতএব রাজন্যান্ অন্যমতপরান্ বাদিনঃ যুধি শাস্ত্রার্থ-সভায়াং নির্জ্জিত্য উপযেমে তং শিষ্যত্বেন অঙ্গীকৃতবান্) ॥২৯॥

অনুবাদ—বিদর্ভরাজকন্যার বিবাহে বীর্য্যই (কৃপালক্ষণ স্বপ্রভাবই) পণরূপে নির্দিষ্ট হইল। তাহাতে পণ্ড্যদেশোদ্ভব ('পণ্ডা' শব্দে সদসৎ-বিবেচনা অথবা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি অথবা ভগবদ্ভজন হইতেই যে জীবের পুরুষস্বার্থ-সিদ্ধিলাভ হয়, এইরূপ শাস্ত্র-যুক্তিমূলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি; তাদৃশ গুণ-পরিচায়ক স্থান) পর-পুরঞ্জয় (পরমাত্মার পুর বা বাসস্থলীকে বা শরীরকে অর্থাৎ দেহাত্মবোধকে যিনি জয় করিতে পারিয়াছেন, অথবা 'পর'-শব্দে বিষ্ণুর পুর বা বৈকুণ্ঠ-ধামকে যিনি ভক্তির দ্বারা জয় করিয়াছেন, অথবা মতান্তরোত্থ-সন্দেহচ্ছেদী) মলয়ধ্বজ (মলয়-পবন যেরূপ অপর বৃক্ষকে সারচন্দনে পরিণত করে, তদ্রূপ সাধুগণও অপর জীবকে ভগবদ্ভক্ত করিয়া থাকেন,—মলয়তুল্য সাধুগণের মধ্যে যিনি ধ্বজার ন্যায় শ্রেষ্ঠ; অথবা মলয়-পর্ব্বতোপলক্ষিত ভূমণ্ডলের সারভূত ভারতবর্ষে ধ্বজার ন্যায় শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত; অথবা মলয়োপলক্ষিত দক্ষিণ-দেশ—বিষ্ণু-ভক্তিপ্রধান, সেই দেশে ধ্বজার ন্যায় যিনি সর্ব্বজন-দৃষ্টি-আকর্ষণকারী অর্থাৎ বিখ্যাত মহাভাগবত) যুদ্ধ-স্থলে (শাস্ত্রার্থ-সভায় বা শাস্ত্রযুক্তিতে) রাজন্যবর্গকে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি বা অন্যান্য পরস্পর বিবদমান মতবাদসমূহকে অথবা পাপা-পরাধ-কালকর্ম্মাদিকে) পরাজয় করিয়া (খণ্ডন অথবা নির্ম্মূলিত করিয়া) বৈদর্ভীকে (কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মানু-ষ্ঠাতার আত্মজা অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে) বিবাহ করিলেন কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যত্বে অঙ্গিকার করিলেন অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রবৃত্তির কর্ম্মভাব ঘুচাইয়া উঁহাকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিলেন)॥ ২৯॥

বিশ্বনাথ—অথৈবং জীবস্য যাবদ্ভক্তির্ন ভবেত্তাবন্নৈব সংসারাদুদ্ধারঃ। সা চ ভক্তির্য্যাদৃচ্ছিকী যাদৃচ্ছিক-সাধুসঙ্গাৎ যাদৃচ্ছিক্যৈব সাধুকৃপয়া ভবতীতি দর্শয়ন্ তজ্জন্মনি তস্য সাধুসঙ্গো বভূবেত্যাহ—উপযেমে ইতি। আদরণীয়ত্বেন মলয়তুল্যেষু সাধুষু ধ্বজ ইব শ্রেষ্ঠঃ। উপযেমে কৃপয়া শিষ্যত্বেনাঙ্গী-চকার। বীর্য্যপণামিতি কৃপালক্ষণঃ স্বপ্রভাব এবাত্র

হেতুর্ন ত্বন্যঃ কশ্চিদিতি ; যদুক্তং—"মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া" ইতি "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ" ইতি ন্যায়েন কস্মিংশ্চিজ্জন্মনি জীবস্যাকস্মাদেব সাধুসঙ্গমো ভবেদিতি বিবক্ষিতম্। রাজন্যান্ বিজিত্য তদীয় পাপাপরাধ-কালকর্ম্মাদীন্ নির্ম্মূলীকৃত্য পাণ্ড্যঃ পণ্ডদেশোদ্ভবঃ ; পক্ষে—সদসদ্বিবেচনা পণ্ডা তামর্হতীতি পণ্ড্যঃ, পণ্ড্য এব পাণ্ড্যঃ। পর-পুরঞ্জয়ঃ শত্রুপুরজেতা ; পক্ষে—মতান্তরোত্থ-সন্দেহচ্ছেদী ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে জীবের যতদিন শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় না হয়, ততদিন কোনক্রমেই সংসার (জন্ম-মরণ-প্রবাহ) হইতে উদ্ধার নাই। এবং সেই ভক্তি যাদৃচ্ছিকী, যাদৃচ্ছিক সাধুসঙ্গ-বশতঃই, সাধুজনের যাদৃচ্ছিকী (অহৈতুকী) কৃপার দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত সেইজন্মে তাহার (পুরঞ্জনের, অর্থাৎ স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত জীবের) সাধু-সঙ্গ হইয়াছিল—ইহাই বলিতেছেন—'উপযেমে' ইত্যাদি। 'মলয়ধ্বজঃ'—আদরণীয়ত্বহেতু মলয়তুল্য সাধুগণের মধ্যে যিনি ধ্বজার ন্যায় শ্রেষ্ঠ। 'উপযেমে' —কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যত্বরূপে অঙ্গীকার করিলেন। 'বীর্য্যপণাম্'—বীর্য্য বলিতে কৃপালক্ষণ স্বপ্রভাবই এখানে হেতু, কিন্তু অন্য কিছু নহে। যেমন উক্ত হইয়াছে—"মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া"—অর্থাৎ যদৃচ্ছায় (যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ সাধুসঙ্গ হইতে) আমার ভক্তি লভ্য হয়। "ভবাপবর্গো ভ্রমতঃ" ইত্যাদি (১০।৫১। ৫৩), অর্থাৎ মহারাজ মুচুকুন্দ বলিলেন—হে অচ্যুত ! জন্মমরণ-প্রবাহরূপ সংসারে পরিভ্রমণকারী জীবের যখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখন সংসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জীবের যখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখনই মুমুক্ষুগণের প্রাপ্য ও উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সকলের অধীশ্বর আপনার প্রতি জীবের ভক্তি জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথমতঃ জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়, সাধুসঙ্গের ফলে আপনার প্রতি ভক্তি জন্মে এবং ঐ ভক্তির ফলে সংসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই ন্যায় অনুসারে কোনও জন্মে জীবের অকস্মাৎই সাধুজনের সহিত মিলন ঘটিয়া থাকে—ইহাই এখানে বিবক্ষিত। 'রাজন্যান্ বিজিত্য'—রাজন্যদিগকে বলিতে তদীয় পাপ, অপরাধ, কাল ও কর্ম্মাদি সমস্ত কিছু সমূলে নির্ম্মূল করিয়া। 'পাণ্ড্যঃ'—পাণ্ড্য বলিতে পণ্ডদেশোদ্ভব, পক্ষে—পণ্ডা বলিতে সদসৎ বিবেচনা, তাহা যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি পণ্ড্য, তদ্যুক্ত, পণ্ডই পাণ্ড্য, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিশালী। 'পর-পুরঞ্জনঃ'—শত্রুপুরের বিজেতা, পক্ষে—মতান্তর হইতে উত্থিত সন্দেহের ছেদনকারী ॥ ২৯ ॥

তস্যাং স জনয়াঞ্চক্রে আত্মজামসিতেক্ষণাম্।
যবীয়সঃ সপ্ত সুতান্ সপ্ত দ্রবিড়-ভূ-ভৃতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং (বৈদর্ভ্যাং) সঃ (মলয়ধ্বজঃ) অসিতেক্ষণাং (নীলকটাক্ষাম্) আত্মজাং (কন্যাং) জনয়াঞ্চক্রে। (তথা ততঃ) যবীয়সঃ (কনিষ্ঠান্) সপ্ত সুতান্ অপিজনয়াঞ্চক্রে ; (তে চ) সপ্ত দ্রবিড়ভূভৃতঃ (দ্রবিড়দেশে ভূভৃতঃ রাজানঃ জাতাঃ ; পক্ষে—তস্মিন্ শিষ্যে সঃ গুরুঃ অসিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণং যয়া তাং ভগবৎকথাশ্রবণ-সেবাদিরুচিং তদনন্তরভাবিনঃ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যম্" ইতি সপ্তভক্তিপ্রকারান্ চ উৎপাদয়ামাস। সখ্যাত্মনিবেদনয়োস্তু-পদার্থ-জ্ঞানোত্তরকালত্বাৎ তস্য চ ভগবতৈবোত্তরত্র উপদেক্ষ্যমাণত্বাৎ ইদানীম্ অনুৎপত্তেঃ সপ্তইত্যুক্তম্। ভগবদ্ধর্ম্মরুচ্যা তৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকং জাতমিত্যর্থঃ। দ্রবিড়-ভূমিহি শ্রবণাদি-ভক্তিভিঃ এব সুরক্ষিতা অস্তি ইতি প্রসিদ্ধম্) ॥৩০॥

অনুবাদ—সেই মলয়ধ্বজ (কৃষ্ণভক্ত মহাভাগবত) বিদর্ভনন্দিনী গর্ভে একটী অসিতলোচনা তনয়া (অসিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে যাহার দ্বারা দর্শন করা যায় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি) এবং ঐ কন্যার কনিষ্ঠ (পরে জাত অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হইবার পর যে-সকল ভক্ত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহাই নিষ্কপট ; কিন্তু সেবা-প্রবৃত্তি-বিরহিত ভোগপর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর এবং শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল) সাতটী পুত্র (শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য,—এই সপ্তবিধ ভক্ত্যঙ্গ, সখ্য ও আত্ম-নিবেদনের প্রথমে দুষ্করত্ব-হেতু, ঐ সপ্তবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে উত্তরকালে সহজেই ঐ ভক্ত্যঙ্গদ্বয়

আত্মবৃত্তিতে আবির্ভূত হয়) উৎপাদন করিলেন। ঐ সপ্ত পুত্র দ্রাবিড়-প্রদেশের ভূ-পালকরূপে বিরাজিত (অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদি সর্ব্ব-মতবাদ-বিজেতা শুদ্ধ-ভক্তিপরায়ণ, অথবা দ্রাবিড়-দেশ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সপ্তবিধ ভক্তিদ্বারা সুরক্ষিত বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ) ।। ৩০ ।।

বিশ্বনাথ—অসিতেক্ষণা-নাম্নীং কন্যাং, পক্ষে অসিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণং যয়া তাং শ্রীকৃষ্ণসেবা-রুচিমিত্যর্থঃ ; শ্রীমদ্‌গুরুকৃপয়া জীবস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবারুচিরভূদিত্যর্থঃ। যবীয়সস্তদুত্তরকালভবান্ সপ্ত শ্রবণস্মরণকীর্ত্তনপাদসেবার্চ্চনবন্দনদাস্যরূপান্। সখ্যাত্মনিবেদনয়োঃ প্রথমং দুষ্করত্বাদুত্তরত্র স্বতএব জনিষ্যমাণত্বাচ্চ নোল্লেখঃ। কীদৃশান্?—দ্রবিড়-ভূমিপালান্ ; পক্ষে—দ্রবিড়দেশে জ্ঞানকর্ম্মাদিসর্ব্ব-বিজেতৃত্বাদ্ভূভৃতো নৃপানিব বিরাজমানান্, দ্রবিড়দেশস্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তিপ্রধানত্বাৎ ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসিতেক্ষণাং'—অসিতেক্ষণা নাম্নী কন্যাকে, পক্ষে—অসিতের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন যাহার দ্বারা হয়, তাহাকে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবায় রুচিরূপা, এই অর্থ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতে সেই জীবের শ্রীকৃষ্ণসেবাতে রুচি উৎপন্ন হইল, এই অর্থ। 'যবীয়সঃ'—তাহার কনিষ্ঠ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা-রুচির পরে উৎপন্ন সপ্তবিধ শ্রবণ, স্মরণ, কীর্ত্তন, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন ও দাস্যরূপ (ভক্ত্যঙ্গ)—পক্ষে সপ্ত পুত্র। এখানে সখ্য ও আত্মনিবেদনের প্রথমে দুষ্করত্ব-হেতু এবং উত্তরকালে (ঐ ভক্ত্যঙ্গ যাচন করিতে করিতে) স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কিপ্রকার পুত্রগণ? তাহাতে বলিতেছেন—'দ্রবিড়-ভূভৃতঃ', দ্রবিড় নামক সপ্ত স্থানের অধিপতি। পক্ষে—দ্রবিড়দেশে জ্ঞান, কর্ম্মাদি সকল মতের বিজেতা নৃপতির ন্যায় বিরাজমান, দ্রবিড়দেশে শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্তির প্রাধান্যই প্রসিদ্ধ ।। ৩০ ।।

একৈকস্যাভবৎ তেষাং রাজন্নর্ব্বুদমর্ব্বুদম্।
ভোক্ষ্যতে যদ্‌বংশধরৈর্মহী মন্বন্তরং পরম্ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তেষাং (পুত্রাণাম্) একৈকস্য (পুত্রস্য পুত্রাণাম্) অর্ব্বুদম্ অর্ব্বুদম্ অভবৎ ; যদ্বংশধরৈঃ (যেষাং পুত্রাণাং বংশপ্রভবৈঃ ততঃ) মন্বন্তরং (মন্বন্তরপর্য্যন্তং) পরং (ততঃ পরং সর্ব্ব-দেত্যর্থঃ) মহী ভোক্ষ্যতে (পক্ষে—নিরন্তরমভ্যস্যমানানাং শ্রবণাদীনাং প্রত্যেকমনন্তপ্রকারাঃ জাতাঃ। যেষাং বংশধরৈঃ প্রকারভেদৈঃ মহী ভোক্ষ্যতে মহীবর্ত্তিনঃ প্রাণিনঃ অবিদ্যা-কামকর্ম্মভ্যঃ রক্ষিষ্যন্তে) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—তাঁহাদিগের (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের) প্রত্যেকের এক এক অর্ব্বুদ পুত্র (শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের প্রত্যেকের নাম লীলাদি-ভেদদ্বারা ও নামাদির প্রত্যেক অবতার ভেদ দ্বারা এবং অবতারগণের দাস্যসখ্যাদি সেবা ভেদ ও তত্ত্ব-ভেদ দ্বারা অসংখ্য প্রকার) জন্মিল। উঁহাদের বংশধরগণ এই পৃথিবী মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও ভোগ করিবেন (শ্রবণাদি ভক্তির প্রকার হইতেই বিবিধ শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রকটিত হইবেন এবং উঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম ও অবিদ্যা কামকর্ম্ম হইতে পৃথিবীস্থ জীবকে রক্ষা করিবেন) ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—তেষামেকৈকস্যার্ব্বুদমর্ব্বুদমিতি পুত্র-পৌত্রাদিভেদান্ ; পক্ষে—শ্রবণাদীনাং প্রত্যেকং নাম-লীলাদি-ভেদৈর্নামাদীনাঞ্চ প্রত্যেকমবতারভেদৈস্তে-ষামপি দাস্য-সখ্যাদ্যভিরুচি-তত্ত্বভেদৈরিত্যেবমসংখ্যা এব প্রকারা ইত্যর্থঃ। যৎ উক্তং—"ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে" ইতি। যেষাং বংশ-ধরৈর্যতঃ প্রবৃত্তৈঃ সম্প্রদায়ভেদৈঃ কৃৎস্না মহী মন্ব-ন্তরং ততঃ পরঞ্চ ভোক্ষ্যতে অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভ্যোঽপি রক্ষিষ্যতে ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই পুত্রগণের প্রত্যেকের অর্ব্বুদ-সংখ্যক পুত্র জন্মিল। 'অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদ'—ইহা পুত্র, পৌত্রাদির ভেদ বলা হইল। পক্ষে—শ্রবণ কীর্ত্তনাদির প্রত্যেকে নাম, লীলাদিভেদে এবং নামা-দিরও প্রত্যেকে অবতারভেদে, আবার তাহাদেরও দাস্য, সখ্যাদি, অভিরুচি, তত্ত্ব প্রভৃতি ভেদে—এইরূপ অসংখ্য প্রকার, এই অর্থ। যেমন উক্ত হইয়াছে—"ভক্তিযোগো বহুবিধঃ" (৩।২৯।৭) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিলেন—হে মাতঃ! ভক্তি-যোগ বহুবিধ, তাহা বিশেষ বিশেষ মার্গের দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, স্বাভাবিক বুদ্ধিভেদে পুরুষের ভক্তির

ভেদ হয়। 'যদ্বংশধরৈঃ'—যাহাদের বংশধরগণের দ্বারা, পক্ষে—যাহা হইতে প্রবৃত্ত বিবিধ ভক্তি-সম্প্রদায়ের ভেদের দ্বারা, সমগ্র পৃথিবী মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও ভোগ করিবেন (অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি প্রকারেই নানা সম্প্রদায়ে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইবে)। তাহারা অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম প্রভৃতি হইতে এই পৃথিবীকে রক্ষা করিবেন ॥ ৩১ ॥

অগস্ত্যঃ প্রাগ্দুহিতরমুপযেমে ধৃতব্রতাম্।
যস্যাং দৃঢ়চ্যুতো জাত ইধ্মবাহাত্মজো মুনিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ইধ্মবাহাত্মজঃ (ইধ্মবাহঃ আত্মজঃ যস্য তাদৃশঃ) অগস্ত্যঃ প্রাক্ (প্রথমাং) ধৃতব্রতাং মলয়জস্য দুহিতরম্ উপযেমে, যস্যাং দৃঢ়চ্যুতঃ (নাম) মুনিঃ জাতঃ; (পক্ষে—অগানি নিষ্ক্রিয়াণি গাত্রাণি স্ত্যায়তি সংঘাতয়তি ইতি অগস্ত্যঃ মনঃ, ধৃতানি ব্রতানি শমদমাদীনি যয়া তাং সঃ প্রাক্ প্রথমজাতাং দুহিতরং কৃষ্ণসেবারুচিম্ উপযেমে; তস্য মনঃ শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়াং রতিং ববন্ধ ইত্যর্থঃ; যস্যাং দৃঢ়েভ্যঃ সত্যলোকাদিভ্যঃ অপি চ্যুতঃ নিঃস্পৃহঃ মুনিঃ ভোগবিরাগঃ জাতঃ। "সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধা সমিদ্বহনোপলক্ষিতা গুরূপসত্তিঃ বৈরাগ্যাৎ অভূৎ, নহি অবিরক্তস্য গুরূপসত্তিঃ সম্ভবতি)॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্য (মন) মলয়ধ্বজের (কৃষ্ণভক্তের) প্রথমা কন্যাকে (কৃষ্ণসেবারুচিকে) বিবাহ করিলেন (মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়রতির দ্বারা বন্ধন করিলেন)। ঐ কন্যাটী—নৈষ্ঠিকব্রতপরায়ণা (শমদমাদি-ব্রতযুক্তা); ঐ কন্যার গর্ভে 'দৃঢ়চ্যুত' (সত্যাদিলোক হইতে চ্যুতি-রহিত অথবা ইহামুত্র-ভোগে বিরক্ত, কিংবা জ্ঞানাদি ও তৎসাধ্য মোক্ষাদি হইতেও চ্যুত অর্থাৎ শুদ্ধমনের বা আত্মবৃত্তির কৃষ্ণসেবারুচিতে একান্ত আসক্তি-নিবন্ধন অন্য সাধন সাধ্য-স্পৃহা-রাহিত্য) নামক মুনি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই অগস্ত্যের পুত্রের নাম 'ইধ্মবাহ' বলিয়া অগস্ত্য—'ইধ্মবাহাত্মজ' নামে প্রসিদ্ধ ॥৩২॥

বিশ্বনাথ—প্রাগ্দুহিতরং প্রথমজাতাং দুহিতরং অগস্ত্য উপযেমে; পক্ষে—অগানি স্বতো গত্যসমর্থানীন্দ্রিয়াণি স্ত্যায়তি সংঘাতয়তি স্বেন মিলিতীকরোতীত্যগস্ত্যো মনঃ স কৃষ্ণসেবারুচিং স্বীচকার। ধৃতানি দয়াক্ষমাদীনি ব্রতানি যস্যাং যতো বা মহৎকৃপয়া জীবস্য মনঃ কৃষ্ণসেবাসক্তং বভূবেত্যর্থঃ। যস্যামসিতেক্ষণায়াং দৃঢ়েভ্যঃ সত্যলোকাদিভ্যোঽপি চ্যুতস্তদ্রহিতঃ—ইহামুত্রভোগে বিরাগো জাত ইত্যর্থঃ; যদ্বা, দৃঢ়েভ্যো জ্ঞানাদিভ্যস্তৎসাধ্যেভ্যো মোক্ষাদিভ্যশ্চ চ্যুতঃ, মনসঃ কৃষ্ণসেবারুচ্যেকতানত্বাদন্য-সাধন-সাধ্য-স্পৃহা-রাহিত্যং জাতমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতঃ ?—ইধ্মবাহ আত্মজো যস্য সঃ। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধা সমিদ্বহনোপলক্ষিতা গুরূপসত্তিরভূদিত্যর্থঃ। কথাপক্ষে—অগস্ত্যস্য পুত্রো দৃঢ়চ্যুতঃ তস্য পুত্রো ইধ্মবাহ ইতি মলয়ধ্বজস্য কন্যাবংশ উক্তঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাগ্-দুহিতরং'—প্রথমজাতা কন্যাকে অগস্ত্য বিবাহ করিলেন। পক্ষে—'অগ' বলিতে যাহারা নিজে চলিতে অসমর্থ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল, তাহাদিগকে যে মিলন করিয়া দেয়, তাহা অগস্ত্য, অর্থাৎ মন, কৃষ্ণসেবারুচিকে স্বীকার করিলেন। 'ধৃতব্রতাম্'—ধৃতব্রতা বলিতে যিনি শম, দমাদি (অথবা দয়া, ক্ষমাদি) ব্রত ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে। কিম্বা—যাহা হইতে মহৎকৃপাবশতঃ সেই জীবের মন শ্রীকৃষ্ণসেবাতে আসক্ত হইয়াছিল—এই অর্থ। 'যস্যাং'—যে অসিতেক্ষণাতে 'দৃঢ়চ্যুত' নামে এক মুনি জন্মগ্রহণ করিল। 'দৃঢ়চ্যুত'—দৃঢ় সত্যলোকাদি হইতেও চ্যুতিরহিত, অর্থাৎ যিনি ইহলোক ও পরলোকের ভোগে বিরক্ত, অথবা—দৃঢ় জ্ঞানাদি এবং জ্ঞানাদি-সাধ্য মোক্ষাদি হইতে চ্যুত, অর্থাৎ মনের কৃষ্ণসেবা-রুচিতে একান্ত আসক্তিহেতু অন্য সাধ্য-সাধন স্পৃহারহিত—এই অর্থ। কি-প্রকার? তাহাতে বলিতেছে—'ইধ্মবাহাত্মজঃ'—ইধ্মবাহ নামক পুত্র যাহার, সেই দৃঢ়চ্যুত। ইধ্ম বলিতে সমিধ্ তাহা যে বহন করে ইধ্মবাহ। শ্রুতিতে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে—'তদ্বিজ্ঞানার্থং', (মুণ্ডক ১।২।১২) অর্থাৎ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া (সমিধ্ যজ্ঞকাষ্ঠ, তাহা হস্তে লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নিকটই গমন করিবে,

ইত্যাদি বাক্য অনুসারে সমিদ্বহনোপলক্ষিতা গুরূপসত্তি তাহার হইয়াছিল, এই অর্থ। কথাপক্ষে—অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত, তাঁহার পুত্র ইধ্মবাহ—ইহা মলয়ধ্বজের কন্যাবংশ উক্ত হইল ॥ ৩২ ॥

বিভজ্য তনয়েভ্যঃ ক্ষ্মাং রাজর্ষির্মলয়ধ্বজঃ।
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং স জগাম কুলাচলম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততশ্চ) কৃষ্ণম্ আরিরাধয়িষুঃ (সন্) সঃ রাজর্ষিঃ মলয়ধ্বজঃ তনয়েভ্যঃ (স্বপুত্রেভ্যঃ) ক্ষ্মাং (পৃথ্বীং) বিভজ্য (বিভাগেন দত্ত্বা স্বয়ং) কুলাচলং (পর্ব্বতং) জগাম (পক্ষে—তনয়েভ্যঃ ক্ষ্মাং বিভজ্য পৃথিব্যাং শ্রবণাদিভক্তিভেদান্ ব্যবস্থাপ্য মলয়ধ্বজঃ গুরুঃ কুলাচলং পুণ্যক্ষেত্রম্ একান্তদেশং জগাম) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই রাজর্ষি মলয়ধ্বজ (গুরুরূপ কৃষ্ণভক্ত মহাভাগবত) শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-কামনায় স্বীয় পুত্রগণের মধ্যে (শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে) পৃথিবী বিভাগ করিয়া দিয়া (শ্রবণাদি-ভক্তিভেদ-ব্যবস্থা করিয়া) স্বয়ং কুলাচলে (ভক্তিপ্রদ একান্ত নির্জ্জন-স্থলে বা ব্যেঙ্কটাদ্রিতে) গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষ্মাং বিভজ্য তত্র তত্র শ্রবণাদি ভক্তিভেদং প্রবর্ত্ত্যেত্যর্থঃ। কুলাচলমেকান্তস্থলং ভক্তিপ্রদং ব্যেঙ্কটাদিপর্ব্বতং বা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষ্মাং বিভজ্য'—পৃথিবী বিভাগ করিয়া, পক্ষে—সেখানে সেখানে শ্রবণাদি ভক্তিভেদ প্রবর্ত্তন করিয়া, এই অর্থ। 'কুলাচলম্'—ভক্তিপ্রদ একান্তস্থল, অথবা ব্যেঙ্কটাদি পর্ব্বত ॥ ৩৩ ॥

হিত্বা গৃহান্ সুতান্ ভোগান্ বৈদর্ভী মদিরেক্ষণা।
অন্বধাবত পাণ্ড্যেশং জ্যোৎস্নেব রজনীকরম্ ॥ ৩৪॥

অন্বয়ঃ—মদিরেক্ষণা (মদয়তীতি মদিরম্ ঈক্ষণং যস্যাঃ সা যুবতিঃ অপি বৈদর্ভী গৃহান্ সুতান্ ভোগান্ (চ) হিত্বা জ্যোৎস্না (চন্দ্রিকা) রজনীকরং (চন্দ্রম্) ইব পাণ্ড্যেশং (মলয়ধ্বজং স্বপতিম্) অন্বধাবত (অনুজগাম); (পক্ষে—বৈদর্ভী পূর্ব্বং পুরঞ্জনত্বেন উক্তা ইদানীং বিদর্ভগৃহে স্ত্রী-রূপেণ জাতা; শিষ্যতাং প্রাপ্তো জীবঃ পাণ্ড্যেশং গুরুম্ অন্বধাবত। "পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাম্" ইতি পতিঃ গুরুবদুক্তঃ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—চন্দ্রিকা যেরূপ চন্দ্রের অনুগমন করে, সেরূপ মদির-নয়না বিদর্ভ-নন্দিনীও গৃহ, পুত্র এবং ভোগ্যসামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ড্যরাজের অনুগামিনী হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সুতান্ হিত্বেতি পতিব্রতা পত্যুরিব গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিত-বিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষেত—শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ। মাদ্যতি হৃষ্যতীতি মদিরা বাণী হৃষ্যন্ত্যাং বাণ্যাং বেদলক্ষণায়ামেব ঈক্ষণং যস্যাঃ। গুরুসেবায়া এব বেদেন সর্ব্বাধিক্যসোক্তত্বাদিত্যর্থঃ। "মদয়তীতি মদিরং শ্রীভগবদ্রূপং তত্রেক্ষণং যস্যাঃ" ইতি সন্দর্ভঃ; কথাপক্ষে তু—মদিরা ঈক্ষণয়োর্যস্যাঃ সা পরমতারুণ্যমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুতান্ হিত্বা'—পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পতিব্রতা রমণী যেমন পতির অনুগমন করে, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিও, 'ভোগান্'—ভোগ্যবস্তুসমূহ, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে উত্থিত প্রেমানন্দকেও, 'গৃহান্'—গৃহকে, অর্থাৎ ভজনোচিত নির্জ্জন স্থানকেও কখনও অপেক্ষা করিবে না, শ্রীগুরুদেবের সেবার দ্বারাই অনায়াসে সমস্ত সাধ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত এই উপদেশ ব্যক্ত হইল। 'মদিরেক্ষণা'—'মাদ্যতি', অর্থাৎ যাহা আনন্দ দান করে, তাহা (মৎ-ইরা) মদিরা বলিতে ভগবানের বাণী, বেদরূপা সেই আনন্দ-প্রদা বাণীতে যাঁহার ঈক্ষণ, তাদৃশী রমণী। বেদে শ্রীগুরু-সেবারই সর্ব্বাধিক্য উক্ত হইয়াছে, এই অর্থ। অথবা—'মদয়তীতি মদিরং', যাহা সকলকে আনন্দিত করে, তাহা মদির, অর্থাৎ শ্রীভগবানের রূপ, তাহাতে ঈক্ষণ যাঁহার—ইহা ক্রমসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে। কথাপক্ষে—যাঁহার লোচনদ্বয়ে মদিরা (মাদকতা) রহিয়াছে, তিনি, পরম তারুণ্যও, এই অর্থ (অর্থাৎ তিনি তাঁহার যৌবন, গৃহ, পুত্রাদি সমস্ত

ভোগ্যসামগ্রী পরিত্যাগ করতঃ পতি পাণ্ড্যরাজ মলয়ধ্বজের পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন)॥ ৩৪ ॥

তত্র চন্দ্ররসা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা।
তৎ পুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্রাত্মনো মৃজন্ ॥ ৩৫ ॥
কন্দাষ্টিভির্মূলফলৈঃ পুষ্পপর্ণৈস্তৃণোদকৈঃ।
বর্ত্তমানঃ শনৈর্গাত্রকর্ষণং তপ আস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (দেশে) চন্দ্ররসা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা (চেতি নদ্যঃ) তৎপুণ্যসলিলৈঃ (তাসাং পুণ্যৈঃ সলিলৈঃ) নিত্যম্ উভয়ত্র (অন্তর্বহিঃ) আত্মনঃ (মলং) মৃজন্ (ক্ষালয়ন্) কন্দাষ্টিভিঃ (কন্দৈঃ অষ্টিভিঃ—অস্যতে ভূমৌ ক্ষিপ্যতে ইত্যষ্টিঃ তৈঃ বীজৈঃ) মূলফলৈঃ (মূলৈঃ ফলৈঃ) পুষ্পপর্ণৈঃ (পুষ্পৈঃ পর্ণৈঃ) তৃণোদকৈঃ (তৃণৈঃ উদকৈশ্চ) বর্ত্তমানঃ (দেহাদিস্থিতিং সম্পাদয়ন্ সঃ) শনৈঃ গাত্রকর্ষণং (শরীরশোষকং) তপঃ আস্থিতঃ (কৃতবান্) (পক্ষে—গুরুতপসি স্থিতা) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—সেই কুলাচল-পর্ব্বতে চন্দ্ররসা, তাম্রপর্ণী, বটোদকা-নাম্নী স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা ছিল। মলয়ধ্বজ প্রত্যহ সেই সকল নদীর পুণ্যসলিলে বাহ্য ও অভ্যন্তরের মল, স্নান ও পানাদির দ্বারা স্খালনপূর্ব্বক কন্দ, অষ্টি, মূল, ফল, পুষ্প, পত্র, তৃণ এবং জলমাত্র ভোজন ও পান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ; তাহাতে ধীরে ধীরে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া আসিল ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়ত্র অন্তর্বহিশ্চাত্মনো মলং ক্ষালয়ংস্তপ আস্থিতঃ। তস্য তপশ্চরণং পৃথুবদত্যুৎকণ্ঠামূলকমেব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উভয়ত্র আত্মনঃ মৃজন্'—উভয়ত্র, অর্থাৎ অন্তর ও বাহিরের মালিন্য ক্ষালন করিয়া, মলয়ধ্বজ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যাচরণ মহারাজ পৃথুর ন্যায় উৎকণ্ঠামূলকই—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি ক্ষুৎপিপাসে প্রিয়াপ্রিয়ে।
সুখদুঃখে ইতি দ্বন্দ্বান্যজয়ৎ সমদর্শনঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—সমদর্শনঃ (সঃ) শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি (শীতোষ্ণে বাতবর্ষে) ক্ষুৎপিপাসে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখে ইতি দ্বন্দ্বানি অজয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সমদর্শী মলয়ধ্বজ, শীত-উষ্ণ, বাত-বর্ষা, ক্ষুধা-পিপাসা, প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বধর্ম্ম, সকলই জয় করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তপসা বিদ্যয়া পক্ব-কষায়ো নিয়মৈর্যমৈঃ।
যুযুজে ব্রহ্মণ্যাত্মানং বিজিতাক্ষানিলাশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—তপসা বিদ্যয়া (উপাসনয়া) নিয়মৈঃ যমৈঃ পক্ব-কষায়ঃ (পক্বাঃ নির্দ্দগ্ধাঃ কষায়াঃ গৈরিকাদি কষায়রূপবৎ দুর্নিবারাঃ কামক্রোধাদয়ঃ মলানি যস্য সঃ) বিজিতাক্ষানিলাশয়ঃ (অক্ষানি ইন্দ্রিয়াণি, অনলঃ প্রাণঃ, আশয়ঃ চিত্তং, বিজিতাঃ অক্ষাদয়ঃ যেন সঃ) ব্রহ্মণি আত্মানং যুযুজে (আত্মনঃ ব্রহ্মতাং ভাবয়ামাস) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তপস্যা, উপাসনা, যম ও নিয়মাদির দ্বারা তাঁহার কামাদি বাসনা দগ্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত জয় করিয়া আত্মাকে পরব্রহ্মে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মণি উত্তরশ্লোক-স্পষ্টীভূতার্থে বাসুদেবে আত্মানং মনঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মণি আত্মানং যুযুজে'—আত্মাকে ব্রহ্মে সমাহিত করিলেন, অর্থাৎ পরবর্ত্তী শ্লোকের স্পষ্টীভূত অর্থানুযায়ী, পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে মন সমর্পণ করিলেন— এই অর্থ ॥ ৩৮ ॥

আস্তে স্থাণুরিবৈকত্র দিব্যং বর্ষশতং স্থিরঃ।
বাসুদেবে ভগবতি নান্যদ্বেদোদ্বহন্ রতিম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) স্থিরঃ (অনুদ্বিগ্নচিত্তঃ সন্) দিব্যং বর্ষশতং স্থাণুরিব একত্র (স্থানে) আস্তে, (ততশ্চ) ভগবতি বাসুদেবে রতিং (প্রীতিম্) উদ্বহন্ অন্যৎ (দেহাদিপ্রপঞ্চং) ন বেদ ; (পক্ষে—বর্ষশতমিতি জ্ঞানস্য দুঃসাধতাং দর্শয়তি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তিনি স্থাণুর ন্যায় স্থির হইয়া দিব্য-পরিমিত শতবৎসর একস্থানে অবস্থান করিলেন

এবং ভগবান বাসুদেবে রতি নিযুক্ত করিয়া তদ্ভিন্ন আর কিছুই জানিলেন না ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশ-স্মরণ-ভক্ত্যা ভগবতি রতিরব্যবচ্ছিন্না জাতেত্যাহ—আস্ত ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ স্মরণাঙ্গ ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানে তাঁহার অব্যবচ্ছিন্না রতি উৎপন্ন হইল—ইহা বলিতেছেন—'আস্তে' ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি একস্থানে স্থাণুর ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৩৯ ॥

———

স ব্যাপকতয়াত্মানং ব্যতিরিক্ততয়াত্মনি।
বিদ্বান স্বপ্ন ইবামর্শ-সাক্ষিণং বিররাম হ। ৪০॥

অন্বয়ঃ—সঃ (এবং বর্ত্তমানঃ) আত্মনি (কার্য্যকারণসংঘাতে) আত্মানম্ আমর্শ-সাক্ষিণম্ (অন্তঃকরণবৃত্তেঃ সাক্ষিণং যথা) স্বপ্নে ইব (মম ইদং শিরশ্চিন্নম্ ইত্যাদি প্রতীতৌ তদ্ব্যতিরিক্তম্ আত্মানং ছিন্নশিরস্কস্য প্রকাশকং বেত্তি তদ্বৎ) ব্যাপকতয়া (দেহাদি-প্রকাশকত্বেন) ব্যতিরিক্ততয়া (দেহাদি-ব্যতিরিক্তত্বেন চ) বিদ্বান্ (অন্যস্মাৎ) বিররাম হ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—স্বপ্নে 'আমার শিরশ্ছিন্ন হইয়াছে' এইরূপ প্রতীতিতে যেরূপ আমাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানা যায়, তদ্রূপ তিনি (মলয়ধ্বজ) স্বশরীরে বর্ত্তমান দেহাতিরিক্ত দেহাদির প্রকাশক দ্রষ্টা আত্মাকে জানিয়া ইতর বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান হইতে বিরত হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশ-রত্যা চ সর্ব্বত্র ভগবৎস্ফূর্ত্তিরভূদিত্যাহ—স ইতি। ব্যাপকতয়া জাতরতিত্বেন সর্ব্বাস্বেব দিক্ষু স্ফুরদ্রূপতয়া বিদ্বান্ জানন্, তদপ্যাত্মনি স্বস্মিন্ ব্যতিরিক্ততয়া বিযুক্তত্বেনৈব জানন্ প্রেমোৎকণ্ঠা-তাপেন বিররাম, মূর্চ্ছাং প্রাপেত্যর্থঃ। বিরহোত্থ-স্ফূর্ত্তিজনিত-ভগবদ্দর্শনেন বিরহো ন শাম্যতীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—স্বপ্ন ইব জানন্; ন হি স্বপ্নে ভুক্তেনোদনাদিনা স্বপ্নোত্থিতস্য জনস্য ক্ষুধা শাম্যতীত্যর্থঃ। ননু স্ফূর্ত্তৌ কিং প্রমাণমিত্যতো বিশিনষ্টি—আমর্শো নামান্তঃকরণবৃত্তিঃ, স এব সাক্ষী, ন তু লোচনং যত্র তম্। অন্তঃকরণবৃত্তীনাং বিরহসন্তাপানপগমাৎ লোচনাভ্যাং তৎদর্শনমপি তৎস্ফূর্ত্তিজনিতমেবেত্যনুভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ রতিতে সর্ব্বত্র তাঁহার ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'স' ইতি। 'ব্যাপকতয়া'—ব্যাপকত্বরূপে, অর্থাৎ জাতরতিত্ব বলিয়া সমস্ত দিকেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত পরমেশ্বরকে জানিয়া, এবং তাহাও 'আত্মনি ব্যতিরিক্ততয়া'—নিজ দেহাদি হইতে পৃথক্‌রূপে জানিয়া, প্রেমোৎকণ্ঠা-তাপহেতু (অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার হইতে) নিরস্ত হইলেন, অর্থাৎ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, এই অর্থ। বিরহ হইতে উত্থিত স্ফূর্ত্তি-জনিত ভগবদ্দর্শনের দ্বারা কখনও বিরহ উপশমপ্রাপ্ত হয় না, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'স্বপ্ন ইব', স্বপ্নের ন্যায় জানিয়া, অর্থাৎ স্বপ্নে অন্নাদির দ্বারা ভুক্ত হইলেও স্বপ্নোত্থিত জনের কখনও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, স্ফূর্ত্তিতে কি প্রমাণ? তাহাতে বলিতেছেন—'আমর্শ-সাক্ষিণং', আমর্শ বলিতে অন্তঃকরণের বৃত্তি, তাহাই সাক্ষী, সেখানে কিন্তু লোচন সাক্ষী নয়, তাদৃশ পরমাত্মাকে জানিলেন। অন্তঃকরণ-বৃত্তিসমূহের বিরহ-সন্তাপ অপগত না হওয়ায়, নয়নের দ্বারা সেই দর্শনও তৎস্ফূর্ত্তিজনিতই অনুভব করিলেন—এই ভাব ॥৪০

মধ্ব—শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ। স্বপ্ন ইবেতি দৃষ্টান্তস্তত্ত্বেনোচ্যতে—স্বপ্নো হি জীবস্যাস্বাতন্ত্র্যং প্রসিদ্ধম্। অতস্তত্র পরমেশ্বরাধীনত্বং প্রসিদ্ধমেব। অতো জীব-ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সিদ্ধঃ।

যতঃ স্বপ্নো ন স্বতন্ত্রস্ততস্তদ্দর্শকঃ পরঃ।
জীবাদন্যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স বিষ্ণুরবধার্যতাম্ ॥

ইতি বারাহে ॥ ৪০ ॥

———

সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ।
বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৪১ ॥
পরে ব্রহ্মণি চাত্মানং পরং ব্রহ্ম তথাত্মনি।
ঈক্ষমাণো বিহায়েক্ষামস্মাদুপররাম হ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ, সাক্ষাৎ গুরুণা ভগবতা হরিণা উক্তেন (অন্তঃকরণে প্রকাশিতেন) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোমুখং যথা ভবতি তথা) স্ফুরতা (প্রকাশমানেন অনবচ্ছিন্নেন) বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন (হেতুনা)

পরে ব্রহ্মণি আত্মানম্ ঈক্ষমানঃ তথা পরং ব্রহ্ম (ইতি) আত্মনি ঈক্ষমানঃ ঈক্ষাম্ (ঈক্ষণ-বৃত্তিমপি) বিহায় অস্মাৎ (সংসারাৎ) উপররাম (মুক্তোহভূৎ) হ (স্ফুটম্) ।। ৪১-৪২ ।।

অনুবাদ— হে রাজন্, স্বয়ং ভগবান্ই গুরুরূপে তাঁহার (মলয়ধ্বজের) হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই সর্ব্বত্রই তাঁহার সেই জ্ঞান পরিস্ফুরিত হইত ; তাহার প্রভাবে তিনি আশ্রয়তত্ত্ব পরমব্রহ্মে আশ্রিততত্ত্ব জীবাত্মার এবং শুদ্ধজীবাত্মায় পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ।। ৪১-৪২ ।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তস্যোৎপন্নপ্রেম্নো ভগবতঃ সাক্ষাদ্দর্শনমপ্যভূদিত্যাহ—সাক্ষাদেব ভগবতা হরিণা সন্তাপহারিণা বিশ্বতো মুখং স্ফুরতা সমন্তাদেব প্রস্ফুরত্তেজসা গুরুণা সতা উক্ত উপদিষ্টো যো জ্ঞান-দীপঃ স্বমাধুর্য্যানুভবপ্রকারস্তেন তস্মিন্নেব পরে ব্রহ্মণি আত্মানং ঈক্ষমাণঃ "বাসুদেবে ভগবতি নান্যদ্বেদোদ্ব-হন্ রতিম্" ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ ভগবতি স্বরতিমুদ্ব-হন্তমনুরাগিণং পশ্যন্নিত্যর্থঃ ; তথৈব "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইতি ভগবদুক্তেঃ। আত্মনি স্বস্মিংশ্চ পরব্রহ্ম সানুরাগমীক্ষমাণঃ তৎক্ষণ এব প্রবলিতানন্দমূর্চ্ছাবশাদীক্ষাং বিহায় অস্মাৎ স্থূলসূক্ষ্মোপাধিদ্বয়াৎ হ স্পষ্টমেব বিররাম। ঐশ্বর্য্য-পক্ষীয়াস্তু শ্লোকত্রয়মিদমেবং ব্যাচক্ষে—স মলয়ধ্বজ আত্মানং পরমেশ্বরং সর্ব্বব্যাপকতয়া সর্ব্বস্মাচ্চ ব্যাপ্যাজ্জগতো ব্যতিরিক্ততয়া চ আত্মনি স্বস্মিন্নধিষ্ঠা-তারং বিদ্বান্ জানন্ বিররাম সংসারাদিত্যর্থঃ। ব্যাপকত্বে ব্যতিরিক্তত্বে চ দৃষ্টান্তঃ—আমর্শ-সাক্ষিণং মনআদি-দ্রষ্টারং জীবমধ্যাত্মাদিব্যাপকম্, অথচ স্বপ্নে সুষুপ্তাবধ্যাত্মাদিব্যতিরিক্ত মিব সুখমহমস্বাপ্সমিত্যত্র তত্তদ্ব্যতিরিক্তস্য কেবলস্যাত্মন এবানুভবাদিতি। নন্বেতজ্জ্ঞানং কুতোহসাববাপেতি তত্রাহ—সাক্ষা-দিতি, "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি ভগবদুক্তেঃ। তেনৈব জ্ঞানদীপেন পরে ব্রহ্মণি ভগবত্যাশ্রয়তত্ত্বে আত্মানং শুদ্ধজীবমাশ্রিতম্ ঈক্ষ-মাণঃ, তথা আত্মনি শুদ্ধজীবে চ তমেব পরং ব্রহ্ম ভগবন্তমধিষ্ঠাতারম্ ঈক্ষমাণঃ। বিহায়েক্ষামিতি জাতপ্রেমস্বাদস্তে তং পরামর্শমপি বিহায়েত্যর্থঃ। শ্রীভাগবতস্য মোহিনীত্বাদিতোহপ্যন্যথা কেচিদ্ব্যাচ-ক্ষতে, তত্তু এব গৃহ্নন্তি ন সন্তঃ ।। ৪১-৪২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনও হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন, 'সাক্ষাৎ' ইতি। সাক্ষাদ্রূপেই সন্তাপহারী ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দিকে নিজতেজ বিকিরণ করতঃ শ্রীগুরুরূপে যে জ্ঞানপ্রদীপ অর্থাৎ স্বমাধুর্য্য অনুভবের প্রকার তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা সেই পরব্রহ্মেই নিজেকে দর্শন করতঃ, অর্থাৎ 'বাসুদেবে ভগবতি' (৩৯ শ্লোক)—ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি অনুরাগাত্মিকা ভক্তি স্থাপন করিয়া, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তি-হেতু ভগবানে নিজেকে স্বরতি স্থাপনকারী অনুরাগীই দেখিলেন—এই অর্থ। সেই-রূপ শ্রীগীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" (৪।১১), অর্থাৎ যাহারা যে প্রকারে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইপ্রকারেই ভজন-ফল প্রদান করিয়া থাকি। এবং নিজেতে 'পরং ব্রহ্ম'—পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্কে সানুরাগে দর্শন করতঃ, তৎক্ষণেই প্রবল আনন্দবশতঃ সেই দর্শনও পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় হইতে স্পষ্টই বিরত হইলেন। ঐশ্বর্য্যপক্ষীয় ভক্তগণ কিন্তু এই শ্লোক তিনটিকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—সেই নৃপতি মলয়ধ্বজ 'আত্মানং'—পরমেশ্বরকে সর্ব্ব-ব্যাপকরূপে এবং সমস্ত ব্যাপ্য জগৎ হইতে পৃথক্-রূপে, 'আত্মনি'-নিজেতে নিজের অধিষ্ঠাতারূপে জানিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন—এই অর্থ। ব্যাপকত্বে এবং ব্যতিরিক্তত্বে দৃষ্টান্ত—'আমর্শ-সাক্ষিণং', মন আদির দ্রষ্টা জীবকে অধ্যাত্মাদি-ব্যাপক, অথচ 'স্বপ্নে'—সুষুপ্তিতে অধ্যাত্মাদি হইতে পার্থক্যের ন্যায় দেখিলেন। যেমন সুষুপ্তিদশায় জীব 'সুখমহম্ অস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্', অর্থাৎ আমি সুখেই নিদ্রিত হইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই—ইত্যাদি স্থলে সেই সেই দেহাদিব্যতিরিক্ত কেবল আত্মারই অনুভব হইয়া থাকে। যদি বলেন—দেখুন, এই জ্ঞান তিনি কি করিয়া লাভ করিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'সাক্ষাৎ'— প্রত্যক্ষরূপে তিনিই এই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, যেমন শ্রীগীতায় শ্রীভগ-বান্ বলিয়াছেন—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং" (১০।১০)

ইত্যাদি, অর্থাৎ নিত্য-ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতি-পূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়বৃত্তিতে আমিই উদ্ভূত হইয়া থাকি, সেই বুদ্ধিযোগ স্বতঃ অথবা অন্য কোথা হইতেও প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু একমাত্র আমিই প্রদান করি এবং তাঁহারাই গ্রহণ করে—এই ভাব। যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করে, অর্থাৎ সাক্ষাদ্রূপে আমার নৈকট্যই প্রাপ্ত হয়। সেই জ্ঞানদীপের দ্বারাই পরব্রহ্ম, অর্থাৎ আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবানে, 'আত্মানং'—আশ্রিত শুদ্ধ জীবকে দর্শন করিয়া, তদ্রূপ 'আত্মনি'—সেই শুদ্ধজীবে, সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবানকে দর্শন করতঃ, 'বিহায়েক্ষাং'—জাতপ্রেম-হেতু পরিশেষে সেই পরামর্শকেও (চিন্তনকেও) পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন, এই অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের মোহিনীস্বরূপত্ব-হেতু ইহা হইতে অন্যপ্রকারে (অভেদাদি-রূপে) কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা কিন্তু সাধুজন গ্রহণই করেন না ॥ ৪১-৪২ ॥

———

পতিং পরমধর্ম্মজ্ঞং বৈদর্ভী মলয়ধ্বজম্।
প্রেম্না পর্য্যচরদ্ধিত্বা ভোগান্ সা পতিদেবতা ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—পতিদেবতা (পত্যা সহ আগতা পতি-দেবতা পতিব্রতা সা) বৈদর্ভী ভোগান্ হিত্বা পরম-ধর্ম্মজ্ঞং পতিং (স্বপতিং) মলয়ধ্বজং প্রেম্না পর্য্যচরৎ (সেবিতবতী ; পক্ষে—শিষ্যঃ পতিব্রতাবদ্ভক্ত্যা গুরুং সেবিতবান্ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—সেই পতি-দেবতা (গুরুদেবতাত্মা শিষ্য) বিদর্ভনন্দিনী যাবতীয় ভোগবিলাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক পরম-ধর্ম্মজ্ঞ স্বামী মলয়ধ্বজকে (শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সদ্‌গুরুকে) ভক্তিসহকারে সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং শ্রীগুরুদেবস্য সিদ্ধিদশাপর্যন্তং শিষ্যস্তং পরিচরন্নেব বর্ত্তেতেতি দর্শয়তি—পতিমিতি চতুর্ভিঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধিদশা পর্য্যন্ত শিষ্য তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে করিতেই অবস্থান করেন—ইহা দেখাইতেছেন—'পতিম্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকের দ্বারা ॥ ৪৩ ॥

———

চীরবাসা ব্রতক্ষামা বেণীভূতশিরোরুহা।
বভাবুপপতিং শান্তা শিখা শান্তমিবানলম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—চীরবাসাঃ (চীরং জীর্ণং বাসঃ যস্যাঃ সা) ব্রতক্ষামা (ব্রতেন ক্ষামা দুর্ব্বলা) বেণীভূত-শিরোরুহা (বেণীভূতাঃ প্রসাধনাভাবাৎ জটিলীভূতাঃ শিরোরুহাঃ কেশাঃ যস্যাঃ সা) উপপতিং (পত্যুঃ সমীপে, যদ্বা, পত্যুঃ কিঞ্চিন্মাত্রং ন্যূনা তৎসমানা সতী) শান্তম্ (অঙ্গারাবস্থম্) অনলং শান্তা (উপশান্তা শুদ্ধা ধূমরহিতা) শিখা (জ্বালা) ইব বভৌ (পক্ষে —গুরুণা সহ শিষ্যোঽপি তদ্বজ্জাতঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—চীরবসন-পরিধান এবং অনশনাদি ব্রতানুষ্ঠানে তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়াছিল। সংস্কারা-ভাবে তাঁহার শিরোদেশে কেশকলাপ জটাবদ্ধ বেণী হইয়া লম্বমান হইতেছিল। তিনি স্বামীর সন্নিধানে নির্ধূম অনলের অনুগামিনী শিখার ন্যায় বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—পতিম্ উপ "উপোঽধিকে হীনে চ" ইতি কর্ম্মপ্রবচনীয়স্তদ্‌যোগে দ্বিতীয়া ; পত্যুঃ সকাশাৎ কিঞ্চিন্মাত্রন্যূনেত্যর্থঃ। শান্তমঙ্গারাবস্থং নির্ধূমমনলমুপ-শান্তা শুদ্ধা জ্বালা যথা ভাতি তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপ-পতিম্'—স্বামীর নিকটে, 'উপোঽধিকে হীনে চ'—অর্থাৎ অধিক বা হীন বুঝাইতে উপ শব্দ কর্ম্মপ্রবচনীয়-সংজ্ঞ হয়, তাহার যোগে দ্বিতীয়া হয়, এই সূত্র অনুসারে এখানে পতিম্ উপ হইয়াছে। অথবা, স্বামী অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূনা। 'শান্তম্ অনলম্ ইব'—অঙ্গারাবস্থ নির্ধূম অনল যেমন শান্ত শুদ্ধ জ্বালা-বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই বৈদর্ভী পর-লোকগত স্বামীর নিকটে প্রশান্ত অনলের পার্শ্ববর্তিনী শিখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

———

অজানতী প্রিয়তমং যদোপরতমঙ্গনা।
সুস্থিরাসনমাসাদ্য যথাপূর্ব্বমুপাচরৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (সা) অঙ্গনা (বৈদর্ভী) উপরতং (প্রপঞ্চলীলা-ত্যক্তবন্তং) প্রিয়তমং (পতিম্) অজানতী (সা তদা) সুস্থিরাসনম্ আসাদ্য (অবলম্ব্য) যথাপূর্ব্বম্ উপাচরৎ (অসেবত) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—সেই ভামিনী বিদর্ভনন্দিনী স্বামীর প্রপঞ্চলীলার কথা জানিতে না পারা পর্য্যন্ত স্থিরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায়ই পতিসেবা করিতে থাকিলেন ॥ ৪৫ ॥

———

যদা নোপলভেতাঙ্‌ঘ্রাবুষ্মাণং পত্যুরর্চ্চতী ।
আসীৎ সংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী যথা ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ—পত্যুঃ (অঙ্‌ঘ্রিম্) অর্চ্চতী যদা (তস্মিন্) অঙ্‌ঘ্রৌ উষ্মাণং নোপলভেত (নাপশ্যৎ, তদা) যূথভ্রষ্টা মৃগীবৎ সংবিগ্নহৃদয়া (ব্যাকুলচিত্তা) আসীৎ ; (পক্ষে—শিষ্যঃ গুরোঃ প্রপঞ্চত্যাগং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলঃ জাতঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—কিন্তু তিনি পতির চরণ সেবা করিতে করিতে তাঁহার পাদদ্বয়ে উষ্ণতা অনুভব না করিয়া যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন ॥৪৬॥

বিশ্বনাথ—অর্চ্চতী অর্চ্চয়ন্তী নোপলভেত নোপালভেত ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্চ্চতী'—অর্চ্চয়ন্তী, স্বামীর চরণদ্বয় সেবা করিতে করিতে, 'নোপলভেত'—নোপালভেত, যখন চরণদ্বয়ের উষ্ণতা অনুভব করিতে পারিলেন না ॥ ৪৬ ॥

———

আত্মানং শোচতী দীনমবন্ধুং বিক্লবাশ্রুভিঃ ।
স্তনাবাসিচ্য বিপিনে সুস্বরং প্ররুরোদ সা ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) সা বিপিনে অবন্ধুং (পত্যাদিরহিতং) দীনম্ আত্মানং শোচতী বিক্লবাশ্রুভিঃ স্বস্তনৌ আসিচ্য সুস্বরং প্ররুরোদ ; (পক্ষে—গুরুবিয়োগে শিষ্যঃ রুরোদ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—সেই বিদর্ভনন্দিনী কানন-মধ্যে স্বীয় বৈধব্য-দশার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে অশ্রুধারায় স্বীয় স্তনযুগল অভিষিক্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন (পতির বিচ্ছেদে পতিব্রতা রমণীর ন্যায় গুরুর অপ্রকটে শিষ্য তদ্বিচ্ছেদকাতর হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—'আমাকে এখন হইতে কে শাসন ও রক্ষা করিবেন'?) ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—গুরোঃ সাধকশরীরাপগমে সতি, পত্যুবিচ্ছেদে পতিব্রতেব শিষ্যস্তদ্বিচ্ছেদসন্তপ্তো বিলাপমগ্নো ভবতীত্যাহ—আত্মানং শোচতী মামতঃ পরং কস্ত্রাস্যত ইত্যতঃ শোকাকুলা ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুদেবের সাধকশরীরের অপগম হইলে, পতির বিচ্ছেদে পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায়, শিষ্য তাঁহার বিচ্ছেদে সন্তপ্ত হইয়া বিলাপমগ্ন হয়, ইহা বলিতেছেন—'আত্মনং শোচতী'—নিজের উদ্দেশ্যে শোক করিতে করিতে, অর্থাৎ অতঃপর কে আমাকে রক্ষা করিবে—এইহেতু শোকাকুলা হইলেন ॥ ৪৭ ॥

———

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে ইমামুদধিমেখলাম্ ।
দস্যুভ্যঃ ক্ষত্রবন্ধুভ্যো বিভ্যতীং পাতুমর্হসি ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজর্ষে, (ত্বম্) উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ । দস্যুভ্যঃ (চৌরেভ্যঃ) ক্ষত্রবন্ধুভ্যঃ (অধার্ম্মিকেভ্যঃ ক্ষত্রিয়েভ্যঃ) বিভ্যতীম্ উদধিমেখলাম্ (উদধিপর্য্যন্তাম্) ইমাং (পৃথ্বীং) পাতুং (রক্ষিতুম্) অর্হসি (পক্ষে—বিশুদ্ধ-মতাবলম্বিভ্যঃ স্বমতপদ্ধতিং রক্ষিতুম্ অর্হসি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজর্ষে, উঠুন, উঠুন, দেখুন—জলধিবেষ্টিতা এই ধরিত্রী অধার্ম্মিক দস্যু ও ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে ভীতা হইয়াছেন, ইহাকে উদ্ধার করা আপনার কর্ত্তব্য ; (অধ্যাত্ম-পক্ষে—হে গুরুদেব, এই পৃথিবী অর্থাৎ আপনার প্রবর্ত্তিতা শ্রবণাদি-ভক্তিগতি শুদ্ধভক্তি-বিরোধি-মতবাদরূপ বহু দস্যু দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে) ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তিষ্ঠেতি, পক্ষে—হে শ্রীগুরো, ইমাং পৃথ্বীং তৎপ্রবর্ত্তিত-শ্রবণাদি-ভক্তিগতিং দস্যুভ্যঃ ভক্তিবিরোধিমতেভ্যো বিভ্যতীম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ'—হে রাজর্ষে ! উঠ, উঠ, দেখ, পক্ষে—হে শ্রীগুরুদেব ! এই পৃথিবী,

অর্থাৎ আপনার প্রবর্ত্তিত শ্রবণাদি ভক্তির গতি, ভক্তি-বিরোধি মতবাদী দস্যুগণের ভয়ে ভীতা হইয়াছেন, ইহা দেখুন ॥ ৪৮ ॥

এবং বিলপতী বালা বিপিনেঽনুগতা পতিম্ ।
পতিতা পাদয়োর্ভর্ত্তু রুদত্যশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—পতিম্ অনুগতা বালা বিপিনে (বনে) এবং বিলপতী ভর্ত্তুঃ পাদয়োঃ পতিতা রুদতী (চ সতী) অশ্রূণি অবর্ত্তয়ৎ (মুমোচ ; পক্ষে—শিষ্যঃ অশ্রূণি মুমোচ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—পতির অনুগামিনী সেই পতিব্রতা বিদর্ভনন্দিনী নির্জ্জন-কান্তারে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পতির পদযুগলে পতিতা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—অবর্ত্তয়ৎ প্রবর্ত্তয়ামাস ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবর্ত্তয়ৎ'—অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

চিতিং দারুময়ীং চিত্বা তস্যাং পত্যুঃ কলেবরম্ ।
আদীপ্য চানুমরণে বিলপন্তী মনো দধে ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—দারুময়ীং চিতিং চিত্বা (কৃত্বা) তস্যাং পত্যুঃ কলেবরং (নিধায় অগ্নিনা) আদীপ্য চ বিলপন্তী (স্বয়মপি) অনুমরণে (চিতিপ্রবেশেন মরণে) মনঃ দধে ; (পক্ষে—শিষ্যঃ গুরুদেহক্রিয়াং কৃত্বা জীবনে আসক্তিং ত্যক্তবান্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি দারুময়ী চিতা রচনা-পূর্ব্বক তাহাতে পতির কলেবর প্রদীপ্ত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে স্বামীর অনুসরণে (সহমরণে) সঙ্কল্প করিলেন ; (গুরুর সমাধি দান করিয়া শিষ্য তাঁহার গুণানুস্মরণময় শোকদাবাগ্নিতে দগ্ধ-দেহ হইয়া স্বীয় জীবনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যধামে শ্রীগুরুর নিত্যসেবা লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন) ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাং নিধায় অগ্নিদানেনাদীপ্য চ ; পক্ষে—শ্রীগুরোর্দেহসংস্কারং কৃত্বা শ্রীমদ্‌গুরুচরণ-বিযুক্তোঽহং তদীয়গুণানুস্মরণময়-শোক-দাবাগ্নিদগ্ধ-দেহো প্রাণং ধর্ত্তুমশক্ত বংস্তদুপদিষ্ট-শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তৌ নৈব শক্তিং ধাস্যামি । তস্মাদদ্যৈব মরিষ্যামীতি শিষ্যো মনসি নিশ্চিনোতীতি দর্শয়ামাস ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যাং'—সেই চিতাতে স্বামীর দেহ স্থাপন করিয়া এবং অগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করতঃ (নিজেও তাহাতে মরিতে ইচ্ছা করিলেন)। পক্ষে—শ্রীগুরুদেবের দেহকে সংস্কার (ভূষিত করিয়া), [সৎকার পাঠে তাঁহার প্রাকৃত দেহকে সৎকার করিয়া], শ্রীমদ্‌গুরুচরণ হইতে বিযুক্ত হইয়া আমি তদীয় গুণানুস্মরণময় শোকরূপ দাবাগ্নিতে দগ্ধদেহ হওয়ায় প্রাণ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি, তাঁহার উপদিষ্ট শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্তিতেও কোনরূপে মন স্থির করিতে পারিতেছি না, অতএব অদ্যই আমি মৃত হইব—এইরূপ শিষ্য মনে মনে নিশ্চয় করে—ইহাই দেখান হইল ॥ ৫০ ॥

তত্র পূর্ব্বতরঃ কশ্চিৎ সখা ব্রাহ্মণ আত্মবান্ ।
সান্ত্বয়ন্ বল্গুনা সাম্না তামাহ রুদতীং প্রভো ॥৫১॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, তত্র (তস্মিন্ দেশে কালে চ) আত্মবান্ (অন্তরাচ্ছন্নীকৃত-স্বস্বরূপযুক্তঃ) কশ্চিৎ পূর্ব্বতরঃ সখা (অনাদিরীশ্বরঃ) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণবেশধরঃ) তাং রুদতীং বল্গুনা (মনোহরেণ) সাম্না (প্রিয়বাক্যেন) সান্ত্বয়ন্ (সম্বোধয়ন্) আহ ; (পক্ষে—পূর্ব্বতরঃ অনাদিঃ সখা অন্তর্য্যামী আত্মবান্ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চ উক্তবান্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, সেইস্থানে ও সেইকালে স্ব-স্বরূপযুক্ত কোনও পূর্ব্বতন সখা (অনাদি ঈশ্বর পরমাত্মা) ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া সেই রোদন-পরায়ণা বৈদর্ভীকে (গুরুগত-প্রাণ শিষ্যকে) মনোহর ও প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ — স্বগুরুবিরহব্যাকুলীভাবদশায়ামিব শিষ্যস্য ভগবদ্দর্শনং স্যাদিতি দ্যোতয়তি—তত্রেতি । পূর্ব্বতরঃ অনাদিরীশ্বরঃ সখা—"দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ । ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণবেশধারীতি সাক্ষাৎ স্বীয়-স্বরূপদর্শনং প্রেম্না বিনা ন ভবতীতি জ্ঞাপয়তি স্মেতি ভাবঃ । আত্মবান্ অন্তরাচ্ছন্নীকৃত-স্ব-স্বরূপযুক্তঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বগুরুদেবের বিরহে ব্যাকুলীভাব-দশাতেই যেন শিষ্যের ভগবদ্দর্শন হইতে পারে—ইহা দ্যোতনা করিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। 'পূর্ব্বতরঃ সখা'—পুরাতন সখা (আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণবেশধারী) অনাদি, ঈশ্বর। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"দ্বা সুপর্ণা" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬ এবং মুণ্ডক ৩।১।১) ইত্যাদি, অর্থাৎ দুইটি পরস্পর যুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) বিভিন্ন স্বাদ-যুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছুই ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন করেন। 'ব্রাহ্মণঃ'—ব্রাহ্মণ-বেশধারী, সাক্ষাদ্রূপে স্বীয় স্বরূপের দর্শন প্রেম ব্যতিরেকে কখনই হয় না—ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন, এই ভাব। 'আত্মবান্'—অন্তরে যিনি নিজের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তদ্‌যুক্ত হইয়া ॥ ৫১ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

কা ত্বং কস্যাসি কো বায়ং শয়ানো যস্য শোচসি।
জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ হ ॥৫২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—ত্বং কা অসি (কিন্নামা অসি), কস্য (সম্বন্ধিনী অসি),—যস্য ('ষং শেষে' ষষ্ঠী) শোচসি ? (সঃ) অয়ং শয়ানঃ (তব) কো বা ? মাং সখায়ং কিং জানাসি ? যেন (সহ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং) বিচচর্থহ (ময়ি স্থিতত্বেন সখ্যসুখমনুভূতবানসি ; পক্ষে—গুরুভক্তং সংসারাদ্বিরক্তং বিশুদ্ধান্তঃকরণং শিষ্যম্ অন্তর্য্যামী ভগবান্ কৃপয়া আবির্ভূয় প্রতিবোধয়তি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—তুমি কে এবং কাহার ? তুমি এই যে শায়িত পুরুষের জন্য শোক করিতেছ, ইনিই বা কে ? তুমি কি আমায় চিনিতে পারিয়াছ ? আমি তোমার সখা। তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত সখ্যসুখ অনুভব করিয়াছিলে ; (গুরুভক্ত, সংসার-বিরক্ত বিশুদ্ধান্তঃকরণ শিষ্যকে, অন্তর্য্যামী ভগবান্ পরমাত্মা কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া, জীবের স্বরূপ, ভগবদভিন্ন প্রকাশ শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ, এবং ভগবৎস্বরূপ জানাইয়া দিয়া তাঁহার হৃদয়ে শান্তি বিধান করেন) ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—কোঽয়ং শয়ান ইতি প্রশ্নে মম শ্রীগুরুরয়মিতি ; কথাপক্ষে—মম পতিরয়মিতি চেৎ, মাং কিং জানাসীতি ? ননু ত্বমেব বিপ্রো মম ক ইত্যত আহ—সখায়মিতি। কথং ত্বয়া সহ মম সখ্যমিত্যত আহ—যেন ময়া সহ অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বিচচর্থ। ময্যেব মিলিত্বা মৎসঙ্গেন সুখমনুভূতবান্ ত্বমেবাসীরিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কোঽয়ং শয়ানঃ'—যিনি শায়িত রহিয়াছেন, এই ব্যক্তি কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে—আমার শ্রীগুরুদেব, কথাপক্ষে—ইনি আমার স্বামী, এইরূপ বলিলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'মাং কিং জানাসি ?—আমাকে কি জান ? দেখুন—আপনি একজন ব্রাহ্মণ, আমার আবার কে ?—ইহাতে বলিতেছেন—'সখায়ম্'—আমি তোমার সখা। কিপ্রকারে আপনার সহিত আমার সখ্য হইতে পারে ?—ইহাতে বলিতেছেন—'যেন অগ্রে বিচচর্থ'—যে আমার সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে বিচরণ করিয়াছিলে, আমাকে অবলম্বন করিয়া আমার সঙ্গে পূর্ব্বে তুমি সখ্যসুখ অনুভব করিয়াছিলে—এই অর্থ ॥ ৫২ ॥

অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে।
হিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ ॥৫৩

অন্বয়ঃ—(হে) সখে, (যদ্যপি মাং ন জানাসি তথাপি) আত্মানং, (ত্বামপি) অবিজ্ঞাতসখম্ (অবিজ্ঞাতস্য কস্যচিৎ সখাস্মীতি) এবং কিং স্মরসি ? মাং হিত্বা (পরিত্যজ্য) পদম্ অন্বিচ্ছন্ (ভোগস্থানং দেবমনুষ্যাদিশরীরম্ অভিলষন্) ভৌমভোগরতঃ (ভৌমভোগে রতঃ আসক্তঃ) গতঃ (অভূঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে সখে, যদিও তুমি আমাকে চিনিতে পার না, তথাপি তোমার কি এরূপ স্মরণ হয় যে, কোনও কালে তোমার কোনও সখা (জীবাত্মার ভজনীয় পরমাত্মা) ছিল ? তুমি আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক (স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়া) তোমার ভোগস্থান (দেবমনুষ্যাদির ভোগ-

যোগ্যস্থূল শরীর) অন্বেষণ করিতে অভিলাষী হইয়া প্রাকৃত-ভোগে (শব্দাদি বিষয়ে) আসক্ত হইয়া পড়িয়াছ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বহং কিমপি ন জানামীতি তত্রাহ—অপীতি। যদ্যপি মাং ন জানাসি তদপ্যাত্মানং স্বমবিজ্ঞাতসখমবিজ্ঞাতঃ কশ্চিন্মে সখাস্তীত্যেবং কিং স্মরসি?—বহুব্রীহাবপি ট আর্ষঃ; অবিজ্ঞাতস্য সখায়মিতি বা। সখীত্যপ্রযুজ্য সখে ইতি পুংস্ত্বনির্দ্দেশঃ প্রাক্তনপুংস্ত্বং স্মারয়ন্ এবমগ্রেহপি, ত্বমেব স্মারয় চেদত আহ—হিত্বেতি। সৃষ্ট্যারম্ভে প্রাচীনকর্ম্মবশাদেবেত্যর্থঃ। পদং স্থানম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমি কিছুই জানি না (অর্থাৎ কিছুই মনে করিতে পারিতেছি না), তাহাতে বলিতেছেন—'অপি স্মরসি?' ইত্যাদি, অর্থাৎ যদিও তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না, তথাপি তোমার নিজেকে এবং একজন অবিজ্ঞাতনামা তোমার বন্ধু ছিল, তাহাকে স্মরণ করিতে পার? 'অবিজ্ঞাতসখং'—এখানে বহুব্রীহি সমাস (অবিজ্ঞাত সখা যাহার) করিলেও ট-প্রত্যয় আর্ষপ্রয়োগ। অথবা 'অবিজ্ঞাতস্য সখায়ম্'—অবিজ্ঞাতের সখাকে—এইরূপ করিতে হইবে। 'হে সখে'!—এখানে হে সখি!—এইরূপ প্রয়োগ না করিয়া, সখে—এইরূপ পুংলিঙ্গ-নির্দ্দেশ পূর্ব্বজন্মের পুংস্ত্ব (পুরঞ্জনরূপে) স্মরণ করাইবার নিমিত্ত, এইরূপ পরেও বলিবেন। যদি বলেন—আপনিই স্মরণ করাইয়া দিন, তাহাতে বলিতেছেন—'হিত্বা' ইতি, অর্থাৎ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, সৃষ্টির আরম্ভকালে প্রাচীন কর্ম্মবশতঃই—এই অর্থ। 'পদং'—স্থানের (ভোগস্থান দেব, মনুষ্যাদি শরীরের অন্বেষণ করিতে অভিলাষী হইয়া পার্থিব ভোগে আসক্ত হইয়া আগমন করিয়াছ।) ॥ ৫৩ ॥

হংসাবহঞ্চ ত্বঞ্চার্য্য সখায়ৌ মানসায়নৌ।
অভূতামন্তরা বৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আর্য্য, (শ্রেষ্ঠ,) অহঞ্চ ত্বঞ্চ (দ্বাবপি) হংসৌ (পক্ষিণৌ) সখায়ৌ মানসায়নৌ (মানসসরসি কৃতনিবাসৌ) সহস্র-পরিবৎসরান্ (সহস্রবৎসরপর্য্যন্তম্) ওকঃ (গৃহম্) অন্তরা (বিনা এব) অভূতাম্; (পক্ষে—হংসৌ শুদ্ধৌ সখায়ৌ মানসং হৃদয়ম্ অয়নং যয়োঃ তৌ পূর্ব্বং যাবৎ মহাপ্রলয়ঃ তাবৎ সহস্রপরিবৎসরান্ ওকঃ বিনৈব অভূতাম্; দেহাদিসংঘাতস্য স্থানস্য তদানীং ব্রহ্মণি বিলয়াৎ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে আর্য, তুমি ও আমি,—এই দুইটী হংস (জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী শুদ্ধ পক্ষী) মানসসরোবরে (হৃদয়ে) একত্র বাস করিতাম। আমরা গৃহ (প্রাকৃত স্থূল শরীর) ব্যতীতই সহস্র পরিবৎসর যাবৎ (মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত) বাস করিয়াছিলাম ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—হংসৌ শুদ্ধাবাত্মানৌ মানসং হৃদয়ময়নং যয়োস্তৌ; কথাপক্ষে—মানস-সরসি স্থিতৌ পক্ষিণাবভূতাং জাতৌ, ওকো গৃহং অন্তরা বিনৈব, বা শব্দ এবার্থে সহস্রং পরিবৎসরান্ মহাপ্রলয়ো যাবদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হংসৌ—তুমি ও আমি, আমরা দুইজন শুদ্ধ আত্মাই, 'মানসায়নৌ'—মানস বলিতে হৃদয়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরস্থ হৃৎপদ্মই আমাদের উভয়ের বাসস্থান ছিল। কথাপক্ষে—মানসসরোবরে স্থিত দুইটি পক্ষিরূপে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। 'ওকঃ অন্তরা'—গৃহ ব্যতীতই (পক্ষে-স্থূল শরীর বিনাই)। 'বা'—শব্দ এখানে এবার্থে, অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে। 'সহস্র-পরিবৎসরান্'—সহস্র বৎসর, অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত (একত্র বাস করিয়াছিলাম)—এই অর্থ ॥ ৫৪ ॥

স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতো গ্রাম্যমতির্ম্মহীম্।
বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিন্নির্ম্মিতং স্ত্রিয়া ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বন্ধো, সঃ (হংসঃ এব) ত্বং গ্রাম্যমতিঃ (বিষয়সুখে মতিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) মাং (পরহিতকারিণং) বিহায় মহীং গতঃ (তত্র) বিচরন্ কয়াচিৎ স্ত্রিয়া নির্ম্মিতং পদং (পুরম্) তদ্রাক্ষীঃ (দৃষ্টবান্); (পক্ষে—গ্রাম্যমতিঃ বিষয়সুখাভিলাষী মাং বিহায় বিস্মৃত্য মহীং ত্রিলোকীং গতঃ দেবতির্য্যগাদি-যোনিষু বিচরন্ কয়াচিৎ স্ত্রিয়া অনির্ব্বাচ্যয়া-

মায়য়া নির্ম্মিতং পুরং মনুষ্যশরীরং ত্বম্ অদ্রাক্ষীঃ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে সখে, হংস হইলেও (স্বরূপতঃ 'শুদ্ধ' হইলেও) তুমি (অনাদি বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে) প্রাকৃত-বিষয়ে ভোগ অভিলাষ করিয়া আমাকে (নিত্যভজনীয় পরমাত্মাকে) পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিলে এবং বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে (লিঙ্গ-শরীরের কামনা পূরণোপযোগী স্থূলশরীর অনুসন্ধান করিতে করিতে) কোনও স্ত্রী (প্রকৃতিকর্ত্তৃক) বিনির্ম্মিত একটী পুরী (মনুষ্য-দেহ) দর্শন করিয়াছিলে ॥৫৫॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রিয়া মায়য়া ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ত্রিয়া'—(স্ত্রীলোক-রূপিণী) মায়ার দ্বারা (নির্ম্মিত একটি স্থান, অর্থাৎ মনুষ্যদেহ দেখিয়াছিলে) ॥ ৫৫ ॥

পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্ ।
ষট্কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্ ॥ ৫৬ ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো ।
তেজোঽবন্নানি কোষ্ঠানি কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥
বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তির্ভূতপ্রকৃতিরব্যয়া ।
শক্ত্যধীশঃ পুমানত্র প্রবিষ্টো নাববুধ্যতে ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—পঞ্চারামং (পঞ্চ আরামাঃ উপবনানি যস্মিন্ তৎ) নবদ্বারং (নব দ্বারাণি যস্মিন্ তৎ) একপালম্ (একঃ পালঃ যস্মিন্ তৎ) ত্রিকোষ্ঠকং (ত্রীণি কোষ্ঠানি প্রকারাঃ যস্মিন্ তৎ) ষট্কুলং (ষট্কুলানি অভীষ্টবিষয়প্রাপকাঃ বণিজঃ যস্মিন্ তৎ) পঞ্চবিপণং (পঞ্চবিপণাঃ হট্টাঃ যস্মিন্ তৎ) পঞ্চপ্রকৃতি (পঞ্চসংখ্যা প্রকৃতিঃ উপাদানকারণং যস্মিন্ তৎ) স্ত্রীধবং (স্ত্রী ধবঃ পতিঃ স্বামিনী যস্মিন্ তৎ) (পক্ষে—পঞ্চ শব্দাদয়ঃ আরামাঃ উপবনানি যস্মিন্ তৎ পঞ্চারামম্; নব দ্বারাণি প্রাণচ্ছিদ্রাণি যস্মিন্ তৎ নবদ্বারম্; একঃ প্রাণঃ পালঃ যস্মিন্ তৎ একপালম্; ত্রীণি পৃথিব্যপ্তেজাংসি কোষ্ঠানি প্রাকারাঃ যস্মিন্ তৎ ত্রিকোষ্ঠকম্; ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়-মনাংসি কুলানি অভীষ্টবিষয়সমর্পকাঃ বণিজঃ যস্মিন্ তৎ ষট্কুলং, পঞ্চ বিপণাঃ হট্টাঃ; কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি যস্মিন্ তৎ পঞ্চবিপণম্; পঞ্চভূতানি প্রকৃতিঃ উপাদান-কারণং যস্য পঞ্চপ্রকৃতি; স্ত্রীবুদ্ধিরেব ধবঃ পতিঃ স্বামিনী যস্মিন্ তৎ স্ত্রীধবম্), (হে) প্রভো, পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ (পঞ্চেন্দ্রিয়াণাম্ অর্থাঃ বিষয়াঃ রূপরসাদয়ঃ) আরামাঃ (জ্ঞেয়াঃ) দ্বারঃ নবপ্রাণাঃ (নবপ্রাণাঃ ইন্দ্রিয়দ্বারাণি জ্ঞেয়ানি) তেজোঽবন্নানি (পৃথিব্যাপ্-তেজাংসি) কোষ্ঠানি (জ্ঞেয়ানি) কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি এবং মনঃ ইতি ষট্কুলং জ্ঞেয়ম্;) ক্রিয়াশক্তিঃ (ক্রিয়াসু শক্তিঃ যস্য সঃ) বিপণঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গঃ জ্ঞেয়ঃ) ভূতপ্রকৃতিঃ (পঞ্চ মহা-ভূতানি এব প্রকৃতিঃ উপাদানকারণং) অব্যয়া (আপ্র-লয়ং নাশাভাবাৎ সা অব্যয়া) শক্ত্যধীশঃ (মায়াশক্তি-কার্য্যভূতা বুদ্ধিঃ এব অধীশাঃ যস্য সঃ) পুমান্ অত্র (শরীরলক্ষণে পুরে) প্রবিষ্টঃ (সন্ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদৌ অহংতা-মমতাধ্যাসেন আত্মানং) ন অববুধ্যতে (ন জানাতি) ॥ ৫৬-৫৮ ॥

অনুবাদ—সেই পুরীর (মনুষ্যশরীরের) পাঁচটী উপবন, নয়টী দ্বার, একজন রক্ষক (প্রাণ), তিনটী কোষ্ঠ ছয়টী কুল, পাঁচটী হট্ট, পাঁচটী উপাদান, এবং একটী স্ত্রী (বুদ্ধি) উহার অধিশ্বরী। হে সখে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়—উহার পাঁচটী উপবন; নয়টী প্রাণ-চ্ছিদ্র (দুই চক্ষু, দুই নাসিকা, দুই কর্ণ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—নয়টী দ্বার); (তেজ, জল ও পৃথিবী—এই তিনটী উহার কোষ্ঠ); (মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—সাকুল্যে এই ছয়টী উহার ছয়টী কুল); (পাঁচটী ক্রিয়া-শক্তি বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ই উহার পাঁচটী হট্ট); (এবং মহা-প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিত পঞ্চ মহাভূত উহার পাঁচটী উপাদান)। পুরুষই (অণুচৈতন্য জীবাত্মা) মায়া-কার্য্যভূতা বুদ্ধির বশীভূত হইয়া এই পুরীতে প্রবেশ করিয়া আত্মস্বরূপ জানিতে পারেন না ॥ ৫৬-৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চবিষয়া আরামা উপবনানি যত্র; নব দ্বারাণি প্রাণচ্ছিদ্রাণি যত্র; একঃ প্রাণ এব পালো যত্র; ত্রীণি পৃথিব্যপ্তেজাংসি কোষ্ঠানি যত্র; ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়মনাংসি কুলানি বণিজো যত্র তৎ; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বিপণা হট্টা যত্র তৎ; পঞ্চ মহাভূতানি প্রকৃতিরুপাদানকারণং যস্য তৎ; স্ত্রী বুদ্ধিরেব ধবঃ পতিঃ স্বামিনী যস্মিন্ তৎ। শ্লোকমিমং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে—পঞ্চ ইতি; প্রাণাঃ প্রাণাচ্ছিদ্রাণি নব।

কুলম্ ইতি বণিজামেবার্থতঃ প্রাপ্তং ভূতানি পঞ্চৈব প্রকৃতিঃ কারণম্। অত্র পদে প্রবিষ্টঃ পুমান্ মুহ্যতি। কীদৃশী শক্তিঃ ?—বুদ্ধিরেব অধীশা যস্য স ইতি স্ত্রীধবমিত্যস্য ব্যাখ্যানম্। তৎপদং স্ত্রীস্বামিকমিতি কিং বাচ্যং তত্র প্রবিষ্টঃ পুমানপি স্ত্রীস্বামিক এব ভবেদিত্যর্থস্য দোতনার্থং পুংবিশেষণত্বেনোপন্যস্তম্ ॥ ৫৬-৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(সেই স্থানের অর্থাৎ শরীরের বিষয় বর্ণন করিতেছেন)—'পঞ্চারামং'—ঐ পুরীর (শরীরের) পাঁচটি উপবন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয়, নয়টি দ্বার অর্থাৎ প্রাণের ছিদ্র (ইন্দ্রিয়-ছিদ্র) যেখানে, 'এক-পালং'—একটি প্রাণই সেখানে পাল (রক্ষক), 'ত্রিকোষ্ঠকং'—তিনটি কোষ্ঠ, অর্থাৎ পৃথিবী, জল ও তেজঃ যেখানে, 'ষট্‌কুলং'—(কুল বলিতে কুৎসিৎ বিষয়গ্রাহক) মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল, তদ্রূপ বণিক্‌গণ যেখানে। 'পঞ্চ-বিপণং'—পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ই পাঁচটি হাট যেখানে (তাদৃশ শরীর), 'পঞ্চ-প্রকৃতি'—পঞ্চ মহাভূতই পাঁচটি প্রকৃতি, অর্থাৎ উপাদান কারণ যেখানে (তাদৃশ শরীর), 'স্ত্রী-ধবম্'—স্ত্রী অর্থাৎ বুদ্ধিই ধব বলিতে পতি, স্বামিনী যেখানে, তাহা। এই শ্লোক স্বয়ংই ব্যাখ্যা করিতেছেন—'পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ' ইত্যাদি। প্রাণাঃ—প্রাণের ছিদ্রসকল নব দ্বার। কুল বলিতে বণিক্-গণের কুলই অর্থতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ভূত-প্রকৃতিঃ'—পঞ্চভূতই প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ। 'অত্র'—এই স্থানে পুরুষ প্রবিষ্ট হইয়া মোহিত হয় (অর্থাৎ আত্মাকে জানিতে পারে না)। কিপ্রকার শক্তি ? শক্তি বলিতে বুদ্ধি, তিনিই (বুদ্ধিই) অধীশ্বর যাহার, ইহা 'স্ত্রীধবম্'—ইহার ব্যাখ্যা। 'তৎপদং'—সেই স্থান স্ত্রী-স্বামিক (অর্থাৎ স্ত্রী (বুদ্ধি) যাহার প্রভু)—ইহা আর অধিক কি, সেখানে প্রবিষ্ট হইলে পুরুষও স্ত্রী-স্বামিকই অর্থাৎ স্ত্রী-রূপা বুদ্ধির বশীভূত হইয়া থাকে, ইহা দ্যোতনা করিবার জন্য পুংলিঙ্গ বিশেষণের দ্বারা উপন্যস্ত করা হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৮ ॥

মধ্ব—ইন্দ্রিয়াণি যত্র সংগৃহ্যন্তে স গোলকেন্দ্রিয়-সংগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥

তথ্য—পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির অন্তর্গত তেজ, জল ও অন্ন দেহারম্ভক বলিয়া 'প্রকৃতি' নামে এবং অস্থি-রুধিরাদি মাংসরূপে পরিণত হওয়ায় 'কোষ্ঠ' নামে উক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন,—"ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হয়; তাহার স্থূলভাগ পুরীষ এবং মধ্যমভাগ মাংসরূপে পরিণত হয়।" এইরূপ জল পীত হইয়া তিনভাগে পরিণত হয়; তন্মধ্যে, স্থূলভাগ—মূত্র, মধ্যমভাগ লোহিতরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ তৈজস-দ্রব্য ভক্ষিত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়; তাহার স্থূলভাগ অস্থিরূপে পরিণত হয়। পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে তেজ, জল ও অন্নের প্রাধান্যবশতঃ ত্রিকোষ্ঠের উল্লেখ হইয়াছে; বায়ু ও আকাশের উল্লেখ হয় নাই।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥
—গী ১৩।১৯

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥
—শ্বেঃ উঃ ৪।৫ ॥ ৫৬-৫৮ ॥

**তস্মিংস্ত্বং রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোঽশ্রুতস্মৃতিঃ।
তৎসঙ্গাদীদৃশীং প্রাপ্তো দশাং পাপীয়সীং প্রভো ॥৫৯**

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, তস্মিন্ (শরীরলক্ষণে পুরে) ত্বং (প্রবিষ্টঃ) রাময়া (বুদ্ধিলক্ষণয়া স্ত্রিয়া) স্পৃষ্টঃ (অভিভূতঃ তয়া) রমমাণঃ (তস্যাং কৃতাত্মাধ্যাসঃ) অশ্রুতস্মৃতিঃ (ন বিদ্যতে শ্রুতে ব্রহ্মত্বে স্মৃতিঃ যস্য সঃ) তৎসঙ্গাৎ (রাজসবুদ্ধিসঙ্গাৎ) ঈদৃশীং (তবাযোগ্যাং) পাপীয়সীং (দুঃখবহুলাং) দশাং প্রাপ্তঃ (অসি) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে সখে, তুমি এই দেহরূপ পুরীতে বিষয়বুদ্ধিরূপা স্ত্রীদ্বারা অভিভূত হইয়া তাহাতেই (বিষয়ে) আসক্ত হইয়াছিলে, তজ্জন্যই তোমার ভগবদ্‌বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। তাহার সঙ্গ হইতেই তোমার ঈদৃশী পাপীয়সী দশা উপস্থিত হইয়াছে ॥৫৯॥

বিশ্বনাথ—ন শ্রুতা ন শ্রবণবিষয়ীকৃতা স্মৃতিঃ স্বজ্ঞানং যেন সঃ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশ্রুত-স্মৃতিঃ'—অশ্রুত, অর্থাৎ শ্রবণের বিষয়ীভূত করা হয় নাই স্মৃতি

বলিতে স্ব-জ্ঞান (নিজবিষয়ক ও পরব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান) যাহা কর্ত্তৃক, সেই তুমি ।। ৫৭ ।।

ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়ং বীরঃ সুহৃৎ তব।
ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জন্যা রুদ্ধো নবমুখে যয়া ।।৬০।।

অন্বয়ঃ—ত্বং বিদর্ভদুহিতা ন (অসি); অয়ং বীরঃ চ (মলয়ধ্বজঃ) তব সুহৃৎ (পতিঃ) ন যয়া নবমুখে (নবদ্বারে পুরে ত্বং) রুদ্ধঃ (তস্যাঃ) পুরঞ্জন্যাঃ পতিঃ (অপি) ত্বং ন (ভবসি) ।। ৬০ ।।

অনুবাদ—তুমি বিদর্ভরাজের (প্রাকৃত-জীবের) দুহিতা নহ—(কিন্তু ভগবচ্ছক্তিরূপ জীব), এবং এই মলয়ধ্বজও তোমার হিতকারী পতি নহে। (আমিই এই মলয়ধ্বজরূপে তোমার গুরু হইয়া স্বভক্তি উপদেশপূর্ব্বক তোমার সখানুরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম)। যে-পুরঞ্জনীদ্বারা তুমি নবদ্বারপুরে (দেহে) রুদ্ধ হইয়াছিলে, তুমিও সেই পুরঞ্জনীর পতি নহ (কিন্তু অবিদ্যাবশীভূত চেতনময় জীবই তাহার পতি ছিল)।

বিশ্বনাথ—নন্বেবং যদ্যহমশ্রুতস্মৃতিরেবাস্মি, তর্হি মৎস্মৃতিং ত্বমেব শ্রাবয়েত্যত আহ—নেতি। ত্বং বিদর্ভস্য প্রাকৃতজীবস্য কস্যাপি ন দুহিতা নাপত্যং, কিন্তু মচ্ছক্তিরূপো জীবোঽসীতি ভাবঃ। অয়ং বীরোঽপি ন তে সুহৃৎ হিতকারী কিন্ত্বহমেব এতদ্রূপেণ তদ্গুরুর্ভূত্বা স্বভক্তিমুপদিশ্য সখ্যানুরূপং কৃত্যমকরবম্। ইতি পক্ষদ্বয়ং পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যাতং যয়া নবমুখে পুরে ত্বং রুদ্ধস্তস্যাঃ পুরঞ্জন্যাস্ত্বং ন পতিঃ কিন্তু অবিদ্যোপহিতং চৈতন্যমসি কথাপক্ষে স্পষ্টমেব ।। ৬০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমি যদি অশ্রুত-স্মৃতিই হইয়া থাকি (অর্থাৎ স্ব-পর-যাথাত্ম্যজ্ঞান শ্রবণ না করিয়াই থাকি), তাহা হইলে আমার স্মৃতি আপনিই শ্রবণ করান, ইহাতে বলিতেছেন—'ন ত্বং' ইত্যাদি। তুমি 'বিদর্ভদুহিতা'—বিদর্ভের, অর্থাৎ কোন প্রাকৃতজীবের দুহিতা অর্থাৎ অপত্য নও, কিন্তু আমার শক্তিরূপ (তটস্থা শক্তিরূপ) জীবই তুমি—এই ভাব। এই বীরও তোমার সুহৃৎ, অর্থাৎ হিতকারী নহে, কিন্তু আমিই ইহার রূপে তোমার গুরু হইয়া, স্বভক্তি উপদেশ করিয়া সখ্যের অনুরূপ কার্য্যই করিয়াছি। এই দুইটি পক্ষই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—যাহার দ্বারা (যে রমণীর দ্বারা) নবদ্বার-বিশিষ্ট পুরীতে (শরীরে) তুমি রুদ্ধ (আসক্ত) হইয়াছিলে, সেই পুরঞ্জনীর তুমি পতি নহ, কিন্তু তুমি অবিদ্যার দ্বারা উপহিত (আচ্ছন্ন) চৈতন্যই, কথাপক্ষে—স্পষ্টার্থ ।। ৬০ ।।

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ পুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্।
মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈ হংসৌ পশ্যাদ্য নৌ গতিম্ ।।৬১

অন্বয়ঃ—যৎ (যতঃ) পুরুষঃ কদাচিৎ জন্মনি পুমাংসং সতীং (শ্রেষ্ঠাং) স্ত্রিয়ং (বা) মন্যসে ন উভয়ং (ন স্ত্রিয়ং ন বা পুরুষং নপুংসকমিত্যর্থঃ); (সা) এষা মায়া (হি) ময়া সৃষ্টা (বিরচিতা)—যৎ (যস্মাৎ) বৈ (নিশ্চয়েন আবাং) হংসৌ (শুদ্ধৌ, অতঃ) নৌ (আবয়োঃ বক্ষ্যমাণাং) গতিং (স্বরূপং) অদ্য পশ্য ।। ৬১ ।।

অনুবাদ—তুমি যে আত্মাকে কখনও পুরুষ, কখনও শ্রেষ্ঠা স্ত্রী, কখনও বা নপুংসক বলিয়া মনে করিতেছ, তাহার কারণ—মায়া, তাহা আমারই শক্তি; বস্তুতঃ আমরা (জীব ও ভগবান্) উভয়েই শুদ্ধ অর্থাৎ চিন্ময়; আমাদের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি; তুমি তাহা উপলব্ধি কর ।। ৬১ ।।

বিশ্বনাথ—ননু যদ্যেবং তর্হি কথং মে তথা তথা প্রতীতিস্তত্রাহ—মায়েতি। যদ্‌যতঃ কদাচিৎ স্বং পুমাংসং মন্যসে কদাচিৎ সতীং স্ত্রিয়ং কদাচিন্নোভয়ং নপুংসকমিত্যর্থঃ। উপলক্ষণমেতৎ কদাচিন্মনুষ্যং কদাচিদ্দেবতির্য্যগাদিকং চ যদ্‌যস্মাদ্বৈ নিশ্চিতমাবাং হংসৌ শুদ্ধৌ আবয়োর্গতিং বক্ষ্যমাণং স্বরূপং পশ্য ।। ৬১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—যদি এইরূপই হয়, তবে কেন আমার ঐরূপ প্রতীতি হইয়াছিল? তাহাতে বলিতেছেন—'মায়া' ইতি (অর্থাৎ এই যে মায়া দেখিতেছ, ইহা আমারই অর্থাৎ ঈশ্বরেরই সৃষ্ট)। 'যৎ'—যে মায়া দ্বারা তুমি নিজেকে কোন জন্মে পুরুষ, কোন জন্মে স্ত্রী বা কোন জন্মে নপুংসক বলিয়া অভিমান করিয়াছিলে—এই অর্থ। ইহা উপলক্ষণ, কোন জন্মে মানুষ, কখনও দেবতা এবং তির্য্যগাদিও

অভিমান করিয়াছিলে। বস্তুতঃ তুমি স্ত্রীও নও, বা পুরুষও নও, আমরা দুইজনেই 'হংসৌ'—শুদ্ধস্বরূপ, আমাদের উভয়ের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, দেখ (অর্থাৎ শ্রবণ কর) ॥ ৬১ ॥

অহং ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ (সখে) অহম্ (এব) ভবান্ ত্বং ন চ অন্যঃ ; ত্বম্ এব অহম্ (ইতি) বিচক্ষ্ব ;—(যতঃ উপাদানগত-ভেদঃ নাস্তি অতঃ) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) নৌ (আবয়োঃ) মনাক অপি (ঈষদপি) ছিদ্রম্ (অন্তরং ভেদং) জাতু (কদাচিদপি) ন পশ্যন্তি ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—আমি—পরমাত্মা এবং তুমি—জীব। আমার চৈতন্যস্বরূপ হইতে তুমি ভিন্ন নহ। অতএব হে সখে, স্বরূপতঃ তুমি যে আমা হইতে অভিন্ন, ইহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ। তত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদের (জীব ও ভগবানের) মধ্যে কিছুমাত্র বাস্তব-ভেদ-জাতীয়ত্বে দর্শন করেন না ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—অহং পরমাত্মৈব ভবান্ জীবঃ ন চান্যঃ মত্তশ্চৈতন্যস্বরূপান্ন ভিন্ন ইত্যর্থঃ। ননু কিমেতন্মদসহ্যং শৃণ্বে তত্রাহ—ভো মচ্ছুদ্ধভক্ত অহং অকোপং যথা স্যাত্তথা ত্বমেব বিচক্ষ্ব সবিমর্শং পশ্য। "হস্তু কোপে সমাখ্যাতঃ শিবে চ কুক্কুরেঽপি চ" ইতি মেদিনী। ননু ত্বদ্দাসস্য মম তথা মৎপ্রভোস্তবাপি নাতঃ পরোঽন্যঃ কলঙ্কো যদাবয়োরভেদ ইতি তত্রাহ—নেতি। নৌ আবয়োশ্ছিদ্রমীদৃশং কলঙ্কং জাতু কদাচিদপি মনাগীষদপি কবয়ো বিজ্ঞা ন পশ্যন্তি কিন্ত্ববিজ্ঞা এব ভেদং পশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি পরমাত্মাই, আর তুমি জীবই, অন্য কেহ নও, আমার চৈতন্যস্বরূপ হইতে তুমি অভিন্ন, এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, এইরূপ কি অসহনীয় বাক্য বলিতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—*হে আমার শুদ্ধভক্ত! 'অ-হং'—'হ' শব্দের* **অর্থ কোপ,** অকোপ যেরূপে হয় সেরূপে, অর্থাৎ ক্রুদ্ধ না হইয়া, 'বিচক্ষ্ব'—তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ। মেদিনী অভিধানে 'হ'-শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে— "হ-শব্দ কোপ অর্থে, শিবে ও কুক্কুরেও সমাখ্যাত হইয়াছে।" দেখুন—আপনার দাস আমি এবং আমার প্রভু আপনি—আমাদের উভয়েরই ইহা অপেক্ষা অধিক কলঙ্ক নাই, যাহা আমাদের অভেদ। ইহাতে বলিতেছেন—'ন' ইতি। 'নৌ ছিদ্রং'—আমাদের দুইজনের মধ্যে এইরূপ কলঙ্ক (অভেদ) কখনও 'মনাক্ অপি'—অণুমাত্রও বিজ্ঞজন দর্শন করেন না, কিন্তু যাহারা অবিজ্ঞ, তাহারাই ভেদ দর্শন করিয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ৬২ ॥

মধ্ব—জীবসত্তা-প্রদত্বাচ্চ সদৃশত্বাচ্চ কেশবঃ।
কথ্যতে তদভেদেন ন তু জীবঃ স্বরূপতঃ ॥
ইতি চ ॥ ৬২ ॥

যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা পুরুষঃ একম্ (এব) আত্মানং (স্ব দেহম্) আদর্শচক্ষুষোঃ (আদর্শে নির্ম্মলে নির্ম্মলং মহান্তং স্থিরঞ্চ অবেক্ষেত ; পরস্য চক্ষুষি চ তদ্বিপরীতং সমলং তুচ্ছং নিস্তেজসম্ এবং) দ্বিধাভূতং (দ্বিপ্রকারম্) অবেক্ষেত (পশ্যতি) তথা আবয়োঃ (জীবেশ্বরয়োঃ) অন্তরং (প্রভেদং জানীহি) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—পুরুষ যেরূপ মণিময় দর্পণে প্রতিফলিত নিজ-দেহকে আপনা হইতে অভিন্ন দর্শন করেন, কিন্তু অন্যের চক্ষে দুইজন পুরুষেরই প্রতীতি হয়, তদ্রূপ ঔপাধিকধর্ম্মে লিপ্ত ও অলিপ্ত ধর্ম্ম-ভেদে আমাদের (জীব ও ভগবানের) মধ্যে পার্থক্য আছে ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বহং ভবানিতি ত্বদুক্তিরেব সোঢুমশক্যা, তত্র মাকুপ্যাবধেহীত্যাহ—যথেতি। পুরুষো জীব আত্মানং স্বমেকমপি মোক্ষদশায়াং বদ্ধদশায়াঞ্চ ক্রমেণ আদর্শচক্ষুষোর্দ্বিধাভূতম্ আদর্শে মণিময়দর্পণে যথোচিতপ্রমাণং সংপূর্ণতেজস্কং মহান্তমচঞ্চলম্ ঈক্ষেত, চক্ষুষি তু অত্যল্পপ্রমাণম্ অল্পতেজস্কম্ অতিক্ষুদ্রং *চঞ্চলঞ্চ ঈক্ষেত। যথেতি যথা একস্যাপি দ্বিধা*ভূতত্বম্ উপাধিধর্ম্মালিপ্তত্ব-লিপ্তত্বাভ্যাং ভেদমীক্ষেত, তথৈব আবয়োঃ পরমাত্ম-জীবাত্মনোঃ সদৈব দ্বিধাভূতয়োরন্তরং সদৈব ভেদম্ ঈক্ষেত। "অন্তরমবকাশাবধিপরিধানান্তর্দ্ধি-ভেদতাদর্থ্যে" ইত্যমরঃ।

অহং দেহমধ্যে পরমাত্মস্বরূপেণ বর্ত্তে ত্বঞ্চ জীবো বর্ত্তসে, তত্রাহং স্বতো নিরুপাধিরপি স্বৈরতয়া সকল-লোকদেহগতঃ সন্নন্তর্য্যামী স্বসমুচিতপ্রমাণঃ সংপূর্ণ-তেজস্কো মহানিশ্চলো মুক্তজীব ইব সদৈব নির্লেপ এব, ত্বন্তু জীবঃ অত্যল্পপ্রমাণ এব অত্যল্পতেজস্কোঽতি-ক্ষুদ্রঃ সদৈব উপাধিধর্ম্মগ্রস্তঃ কদাচিদেব মুক্তিদশায়াম-লিপ্ত ইতি সদৈবাবয়োর্ভেদং জানীয়াদিত্যর্থঃ। যদুক্তং —"অহং ভবান্ন চান্যঃ" ইতি তৎ খলু অহং যথা চিৎ তথা মদ্ভক্তো ভবানপি চিন্নতু জড়া মায়েত্যর্থঃ। এতৎপদ্যয়োরর্থান্তরন্ত শাস্ত্রস্যাস্য মোহিনীত্বখ্যাপক-মসুরৈরেব গ্রাহ্যম্, একাত্মবাদস্য ভগবদনভিমতত্বাৎ। যদুক্তং তৃতীয়ে ভগবতৈব—"যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূ-ম্যাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাৎ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥ ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীব-সংজ্ঞিতাৎ। আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্ম-সংজ্ঞিতঃ" ইতি, শ্রুত্যা চ—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি" ইতি, স্মৃত্যাচ—"একদেশে স্থিত-স্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা" ইতি। তথা সচ্চিদানন্দবিগ্রহো ভগবান্ নিরুপাধিরেব তস্য বিদ্যোপাধিত্বমপ্যসুরম-তেনৈবোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্॥৬৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—'অহং ভবান্' (৬২ শ্লোক) ইতি, অর্থাৎ তুমি এবং আমি—এই যে আপনার অভেদ উক্তি, ইহাই ত সহ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাতে বলিতেছেন—ক্রোধ করিও না, অনুধাবন কর—'যথা' ইত্যাদি। 'পুরুষঃ আত্মানম্ একম্'—জীব একমাত্র নিজেকেই মোক্ষদশায় ও বন্ধদশায় যথাক্রমে 'আদর্শ-চক্ষুষোঃ'—মণিময় দর্পণে যথো-চিত-প্রমাণ সম্পূর্ণ-তেজস্ক, মহান্ ও অচঞ্চল দেখে, কিন্তু চক্ষুতে অতি অল্পপ্রমাণ, অল্পতেজস্ক; অতিক্ষুদ্র ও চঞ্চলই দেখিয়া থাকে। যথা একটি বস্তুরই দ্বিধা-ভূতত্ব, উপাধিধর্ম্মের অলিপ্তত্ব ও লিপ্তত্বের দ্বারা ভেদ-দর্শন হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মা আমাদের মধ্যেও সর্ব্বদা দ্বিধা-ভূতত্ব, 'অন্তরং'—সর্ব্বদাই ভেদ দর্শন হইয়া থাকে। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—অন্তর শব্দে 'অন্তর, অবকাশ, অবধি, পরিধান, অন্তর্দ্ধি (অন্তর্দ্ধান), ভেদ, তাদর্থ্য ইত্যাদি। আমি দেহমধ্যে পরমাত্মা-স্বরূপে অবস্থান করি এবং জীব তুমিও সেখানে অবস্থান করিয়া থাক, তন্মধ্যে আমি স্বতঃ নিরুপাধি হইলেও স্বেচ্ছায় (স্বৈরলীলাবশতঃ) সমস্ত জীবদেহে গমন করিলেও, অন্তর্যামী; নিজ সমুচিত-প্রমাণ, সম্পূর্ণতেজস্ক, মহানিশ্চল মুক্ত জীবের ন্যায় সর্ব্বদাই নির্লিপ্তই থাকি, কিন্তু জীব তুমি, অত্যল্প-প্রমাণই, অতিশয় অল্পতেজস্ক, অতিক্ষুদ্র সর্ব্বদাই উপাধিধর্ম্ম-গ্রস্ত, কদাচিৎ মুক্তিদশাতে অলিপ্ত—এই-রূপই সর্ব্বদা আমাদের মধ্যে ভেদ জানিবে, এই অর্থ। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি—'আমি তুমিই, অন্য কেহ নয়'—ইত্যাদি। তাহা আমি যেমন চিৎস্বরূপ, তদ্রূপ আমার ভক্ত তুমিও চিৎ-স্বরূপ (চিৎকণ), কিন্তু তুমি জড়া (জড়ীয়া) মায়া নহ, এই অর্থ।

এই পদ্যদ্বয়ের অর্থান্তর (অর্থাৎ অভেদ ব্রহ্ম-ভাব) কিন্তু, এই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের মোহিনীত্ব-খ্যাপক অসুরগণের দ্বারাই গ্রহণীয়, যেহেতু একাত্মবাদ শ্রীভগবানের অনভিমত। যেমন তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীভগ-বান্ নিজেই বলিয়াছেন—"যথোল্মুকাদ্" (৩।২৮।৪০-৪১), ইত্যাদি, অর্থাৎ যেমন জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম, অগ্নি-স্বরূপে অভিমত হইলেও, দাহক ও প্রকাশক অগ্নি, ঐ ধূম ও জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃ-করণ এবং জীব—এই সকল হইতে দ্রষ্টা আত্মা পৃথক্, জীবসংজ্ঞক আত্মা হইতে ব্রহ্মসংজ্ঞক আত্মা পৃথক্, এইরূপ প্রধান অপেক্ষা তাহার প্রবর্ত্তক ভগ-বানও পৃথক্। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গগুলি বিস্ফুরিত হয়। স্মৃতিতেও উক্ত আছে—"একদেশে স্থিতস্যাগ্নেঃ", অর্থাৎ একদেশে স্থিত অগ্নির কিরণ যেমন চারিদিকে বিস্তারিত হয়—ইত্যাদি। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ নিরুপাধিই, তাঁহার অবিদ্যার উপাধিত্ব (অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্নত্ব, মায়োপহিতত্ব)—ইত্যাদি অসুরমতেই উক্ত হইয়াছে—ইহা জানিতে হইবে॥ ৬৩॥

—৬৩

এবং স মানসো হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ।
স্বস্থস্তদ্ব্যভিচারেণ নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্॥ ৬৪॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (উক্তপ্রকারেণ যঃ পুরঞ্জনত্বেন ইদানীং বৈদর্ভীত্বেন চোক্তঃ) সঃ মানসঃ (মানস-সরো-নিবাসী) হংসঃ (হংসেন সখ্যা) প্রতিবোধিতঃ, (অতঃ) স্বস্থঃ (পতিবিয়োগজনিতং শোকং বিহায় সাবধানচিত্তঃ সন্) তদ্ব্যভিচারেণ (তদ্বিচ্ছেদেন) নষ্টাম্ (আত্মনঃ) স্মৃতিং (স্বরূপজ্ঞানং) পুনঃ (অপি) আপ (প্রাপ্তবান্) ; (পক্ষে—হংসঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ হংসেন পরমাত্মনা প্রতিবোধিতঃ সন্ স্বস্থ আত্মনি স্থিতঃ সন্ চিরং ধ্যাত্বা তদ্ব্যভিচারেণ ঈশ্বরবিয়োগেন বিষয়াভিলাষবুদ্ধ্যা নষ্টাং স্মৃতিং জ্ঞানং পুনঃ আপ) ।।৬৪।।

অনুবাদ—এই প্রকারে মানস-সরোবরে অবস্থিত একটী হংস (জীব) অপর হংস অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা প্রবোধিত হইয়া তাঁহার ভগবদ্বৈমুখ্য-জন্য যে স্মৃতি নষ্ট হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হন ।। ৬৪ ।।

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি—এবমিতি । স্বস্থঃ প্রাধানিকাবেশ-রহিতঃ । তদ্ব্যভিচারেণ ভগবদ্বৈমুখ্যেন নষ্টাং স্মৃতিং পূর্ব্বমেব শ্রীগুরুভক্ত্যা প্রাপ্তমেব পুনঃ প্রাপ । অত্রাস্যা সাযুজ্যকথনাৎ সুপর্ণশ্রুতের্বলবত্ত্বাচ্চ প্রেমবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্তিরেব শ্রীনারদেন পরমপুরুষার্থোঽভিমতো জ্ঞেয়ম্ ।। ৬৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কথার উপসংহার করিতেছেন —'এবং' ইত্যাদি । 'স্বস্থঃ'—স্বরূপে অবস্থিত হইলেন, অর্থাৎ অবিদ্যার আবেশরহিত হইলেন । 'তদ্ব্যভিচারেণ'—ভগবদ্বৈমুখ্যহেতু 'নষ্টাং স্মৃতিং'—পূর্ব্বের বিলুপ্ত স্মৃতি (আত্মতত্ত্ব), পূর্ব্বেই শ্রীগুরুভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হইলেন । কেহ কেহ ইহার সাযুজ্য মুক্তি হইল, বলিয়া থাকেন, কিন্তু 'সুপর্ণ'-শ্রুতির (দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি ৫১ শ্লোকে ব্যাখ্যাত) বলবত্ত্বাহেতু প্রেমযুক্ত ভগবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্তিই দেবর্ষি শ্রীনারদের পরমপুরুষার্থ বলিয়া অভিমত জানিতে হইবে ।। ৬৪ ।।

বর্হিষ্মন্নেতদধ্যাত্মং পারোক্ষ্যেণ প্রদর্শিতম্ ।
যৎ পরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।।৬৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) বর্হিষ্মন্, পারোক্ষ্যেণ (রাজকথামিষেণ) এতৎ অধ্যাত্মম্ (আত্মতত্ত্বং) প্রদর্শিতং (প্রকাশিতম্) (অতঃ কথামাত্রম্ এতদিতি ধিয়ং মা কৃথাঃ) যৎ (যতঃ) দেবঃ বিশ্বভাবনঃ ভগবান্ পরোক্ষপ্রিয়ঃ (পরোক্ষকথনং প্রিয়ং যস্য তাদৃশঃ অস্তি সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান-কথাকথনে তব চেতসি কথা নায়াতীতি ভাবঃ) ।। ৬৫ ।।

অনুবাদ—হে বর্হিষ্মন্, বিশ্বভাবন ভগবান্ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া পুরঞ্জনের উপাখ্যানচ্ছলে আমি তোমার নিকট এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলাম (ইহাতে অন্য বুদ্ধি করিবে না) ।। ৬৫ ।।

বিশ্বনাথ—কথামাত্রমিদমিতি বুদ্ধিং মা কৃথা ইত্যাহ—বর্হিষ্মন্নিতি । পারোক্ষ্যেণ রাজকথামিষেণ ; তত্র হেতুঃ—যদ্যস্মাৎ তবৈব ত্রৈকালিকীয়ং কথা কথিতেতি ভাবঃ ।। ৬৫ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি যাহা বলিলাম উহাতে কথামাত্রবুদ্ধি করিও না, ইহা বলিতেছেন—'হে বর্হিষ্মন্' ইত্যাদি । 'পারোক্ষ্যেণ'—রাজকথার ছলে (অধ্যাত্মতত্ত্বই উপদেশ করিলাম) । তাহার কারণ —তোমারই ত্রৈকালিকী এই কথা কথিত হইল, এই ভাব ।। ৬৫ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ২৮ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৪।২৮ ।।

অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য

তথ্য—ইধ্মবাহ—ইন্ধ্ ধাতুর অর্থ—প্রজ্জ্বলিত করা বা দগ্ধ করা ;—ইন্ধ্+মক্—ণ-ইধ্ম, অর্থাৎ যাহাকে বা যাহা দ্বারা দগ্ধ করা যায়—জ্বালানি-কাষ্ঠ বা সমিধ্ (হোমাদি-জ্বালনার্থ কাষ্ঠ বা তৃণাদি) । 'ইধ্মবাহ' শব্দের দ্বারা 'ইধ্ম' বা সমিধ্ যিনি বহন করেন । "সেই তত্ত্ববস্তুসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সমিৎপাণি হইয়া, গুরুসন্নিধানে

কায়মনোবাক্যে গমন করিবে। সেই গুরু বা আচার্য্যের লক্ষণ এই যে, তিনি বেদাদিশাস্ত্রের প্রকৃত-সিদ্ধান্তবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং ভগবৎসেবায় নিরন্তর অবস্থিত"—এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্য হইতে সমিদ্বহনোপলক্ষিত গুরূপসত্তি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে গুরুপাদাশ্রয় কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য হইতেই আবির্ভূত হয়। কৃষ্ণেতর-বিষয়ে প্রমত্ত অবিরক্ত ব্যক্তির কখনও সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের জন্য স্পৃহা হয় না (শ্রীধর ও চক্রবর্ত্তী)।

'ইধ্মবাহ' অর্থাৎ শিষ্যীভূত বৈষ্ণবগণই বহু আত্মজ অর্থাৎ সহায় যাঁহার, তিনিই 'ইধ্মবাহাত্মজ' (শ্রীজীব)।

'ইধ্মবাহ' শব্দটী মহাভারতে বনপর্ব্ব ৯৭ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। বিদর্ভকন্যা লোপামুদ্রার গর্ভে ও তপোধনাগ্রগণ্য অগস্ত্যের ঔরসে মহাকবি 'দৃঢ়স্যু' বা 'দৃঢ়চ্যুত' জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে পিত্রালয়ে 'ইধা' অর্থাৎ অগ্নিসন্দীপন-কাষ্ঠের ভার বহন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ইধ্মবাহ' হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

তথ্য—বৈদর্ভী—কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মানুষ্ঠাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবাবৃত্তি ও নিজের স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া কর্ম্মপ্রবৃত্তিকেই 'আত্মস্বরূপ' বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মলয়ধ্বজের ন্যায় মহাভাগবত পতির সঙ্গে অর্থাৎ গুরুর চরণাশ্রয়েই তাঁহার উপদেশে তাঁহার লুপ্ত স্বরূপ উদ্‌বুদ্ধ হয়। তখন তিনি সর্ব্বতোভাবে গুরুসেবায় প্রবৃত্ত হন।

সুত—বিদর্ভনন্দিনীর গর্ভে মলয়ধ্বজের ঔরসজাত পুত্র বা শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ।

ভোগ—শ্রবণকীর্ত্তনোত্থ প্রেমানন্দ। গৃহ—নির্জ্জন ভজনোচিত বিবিক্ত স্থানাদি।

মদিরেক্ষণা—পরমতরুণী; অধ্যাত্মপক্ষে—মদিরে অর্থাৎ শ্রীভগবদ্রূপে ঈক্ষণ (দর্শন) যাঁহার অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবে অভিন্নভগবদ্ভাবের উপলব্ধিকারিণী (শ্রীজীব); মদ্‌-ধাতুর অর্থ হর্ষ প্রাপ্ত হওয়া। মৎ-ইরা (বাণী)=মদিরা অর্থাৎ গুরুভক্তিপ্রতিপাদক বেদবাক্যে দৃষ্টি যাঁহার,—বেদে গুরুসেবারই সর্ব্বাধিক্য উক্ত হইয়াছে।

মদিরনয়না বৈদর্ভী পুত্র, গৃহ, ভোগ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন—এই রূপকের দ্বারা গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি নির্জ্জনভজনোপযোগি বিবিক্ত স্থান প্রভৃতি, এমন কি, ভজনানন্দকেও গুরুসেবার জন্য পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না অর্থাৎ গুরুসেবার দ্বারাই জীবের সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ হয়। বেদাদি শাস্ত্রে গুরুসেবারই সর্ব্বাধিক্য উক্ত হইয়াছে (শ্রীচক্রবর্ত্তী)। (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মুঃ ১।২।১২)।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২) ॥ ৩৪ ॥

২৮শ অধ্যায়ে যে রূপকটি উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই—

সৈনিক—আদি-ব্যাধি। আদেশকারী—দুরদৃষ্ট-ফলোৎপাদক। প্রজ্বার—বিষ্ণুজ্বর। কালকন্যা—জরা। জীর্ণ সর্প—জীর্ণ প্রাণ। দ্বার—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ। পুত্র—বিবেকাদি। পৌত্র—ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি। যবন—যমদূত। ভৃত্য—ইন্দ্রিয়বর্গ। অমাত্য—ইন্দ্রিয়াধিদেবতা মন। জায়া—বুদ্ধি। সৌহৃদ্য—অধ্যবসায়। পঞ্চাল—শব্দাদি বিষয়। অরি—রোগাদি বিঘ্ন। প্রতিক্রিয়া—মন্ত্রৌষধাদির ক্রিয়া। কাম—মিষ্ট ভোজনাদি। যাতযাম—ক্ষুধামান্দ্যাদি। পুরীদাহ—জ্বরাধিক্যহেতু গাত্রদাহ। পৌরজন—সপ্ত ধাতু। পরিচ্ছদ—সর্ব্বেন্দ্রিয়। কুটুম্বিনী—বুদ্ধি। পুরপালক—প্রাণ। মলয়ধ্বজ—মলয়তুল্য সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিদর্ভ-রাজসিংহ—বিশিষ্ট-দর্ভদ্বারা উপলক্ষিত কর্ম্মিরাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বীর্য্য—কৃপালক্ষণ স্বপ্রভাব। বৈদর্ভী—স্ত্রীচিন্তা-দ্বারা স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত জীব। অসিতেক্ষণা—শ্রীকৃষ্ণসেবায় রুচি। সপ্ত সুত—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চ্চন, দাস্য। দ্রবিড়রাজ—ভক্তিরাজ্যের অধিকারী। অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ—শ্রবণ-

কীর্ত্তনাদি নাম, রূপ, গুণ লীলাদি ও ভেদে বহুপ্রকার। অগস্ত্য—মন। 'ইধ্মবাহ'—সমিধ্-হস্তে গুরু সন্নিধানে উপস্থিত শিষ্যই 'ইধ্মবাহ'। কুলাচল—নির্জ্জন স্থান। মদিরেক্ষণা—বেদলক্ষণা দৃষ্টি।

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃত সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপ্রাচীনবর্হিরুবাচ—
ভগবংস্তে বচোঽস্মাভির্ন সম্যগবগম্যতে।
কবয়স্তদ্বিজানন্তি ন বয়ং কর্ম্মমোহিতাঃ॥ ১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পরোক্ষ উপাখ্যানের অর্থ দ্বারা পুরঞ্জনোপাখ্যানের তাৎপর্য্যের উপসংহার এবং স্ত্রীসঙ্গহেতু স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত জীবের পুনরায় ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গ-ফলে সংসারমুক্তির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রাচীনবর্হিঃ শ্রীনারদকে পুরঞ্জনোপাখ্যানের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীনারদ তাঁহাকে পুরঞ্জনোপাখ্যানের প্রত্যেকটী কথার তাৎপর্য্য একে একে বলিলেন এবং জীবের কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ নানাযোনিভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া, কেবল কর্ম্মদ্বারা যে ত্রিতাপের আত্যন্তিক প্রতীকার হইতে পারে না, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। ভারবাহী পুরুষ যেরূপ তাহার শিরঃপীড়া ও শান্তিলাঘবের জন্য শিরোধৃত ভার স্কন্ধে রাখিয়াই শ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা করে, জীবের দুঃখ-প্রতীকার-চেষ্টাও তদ্রূপ। স্বপ্নদৃষ্ট নানাবিধ দুঃখ যেরূপ জাগ্রদাবস্থা ব্যতীত বিদূরিত হয় না, তদ্রূপ জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি ও শ্রীবাসুদেবে পরমা ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি অন্য কোন উপায়েই তাহার মঙ্গল হইতে পারে না। সন্মুখরিত হরিকথা-পীযূষ-বাহিনীর সেবা করিলেই জীব ক্ষুৎ, পিপাসা, শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি যাবতীয় ত্রিতাপের হস্ত হইতে আনুষঙ্গিকভাবে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া জীবের পরম প্রয়োজন ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারেন। কর্ম্মকাণ্ড কখনই প্রকৃত বেদ-তাৎপর্য্য নহে। শ্রীবাসুদেবই একমাত্র বেদ-প্রতিপাদ্য পুরুষ। স্বরূপে সকলেরই নিত্য ভগবল্লোকে স্থিতি; স্বর্গাদি অনিত্য লোক নিত্যস্বরূপের প্রাপ্যস্থান নহে। হরি-তোষণপর কার্য্যই জীবের একমাত্র 'কৃত্য', এবং যাহা দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয়, তাহাই 'বিদ্যা'। শ্রীহরিই একমাত্র শরণ্য। আত্মভাবিত ভগবান্ যখন কোন প্রপন্ন জীবের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখনই সেই কৃপাপ্রাপ্ত জীব লৌকিক ও বৈদিক নিষ্ঠার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। যিনি—বিদ্বান্, তিনিই গুরু। গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিতে চিত্ত-স্থাপনই জীবের কর্ত্তব্য। গুরুব্রুবগণ এই সকল আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন। সদ্গুরুই জীবের সংশয় ছেদন করিতে পারেন। বাসনাময় লিঙ্গদেহই জীবের বিষয়ভোগের কারণ। স্থূলদেহ-বিনাশেও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না। লিঙ্গদেহের নানা প্রকার অভিমান-বশতঃ জীব কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করিতে থাকেন। লিঙ্গদেহই জীবের হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখের কারণ। মনই জীবের সংসারপ্রাপ্তির কারণ। জগতের জীব, সকলেই মনোধর্ম্মে আসক্ত। দেহান্তর লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মনোধর্মী জীব পূর্ব্বদেহের অভিমান পরিত্যাগ করে না। মহাভাগবত নারদ প্রাচীনবর্হিকে জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলে, প্রাচীনবর্হি-রাজা সমস্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কপিলাশ্রমে ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদারাধনা করিয়া ভগবৎসারূপ্য লাভ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রাচীনবর্হিঃ উবাচ,—হে ভগবন্,

তে (তব) বচঃ অস্মাভিঃ সম্যক্ ন অবগম্যতে, (যতঃ) বিবেকিনঃ কবয়ঃ তদ্বিজানন্তি। বয়ং তু কর্ম্মমোহিতাঃ (কর্ম্মণা মোহিতাঃ আত্মবিদ্যায়াম্ অকৃতাভ্যাসাঃ অতঃ) ন (বিজানীমঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—প্রাচীনবর্হিঃ কহিলেন,—হে প্রভো, আমরা আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য সম্যক্রূপে অনুভব করিতে পারিলাম না, যেহেতু বিবেকি-পণ্ডিতগণই উহা বুঝিতে পারেন। আমরা কর্ম্মাসক্ত-চিত্ত; সুতরাং আপনার কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের সাধ্য নাই ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একোনত্রিংশকেঽধ্যাত্ম-পক্ষব্যাখ্যানমুচ্যতে।
কর্ম্মপ্রশ্নোত্তরং রাজ্ঞো বৈরাগ্যার্থং কথা পরা ॥০॥
সম্যগিতি কিঞ্চিদবগতঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উনত্রিংশ অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত কথার আধ্যাত্মিক পক্ষের ব্যাখ্যা, রাজা প্রাচীনবর্হির কর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর এবং বৈরাগ্যের নিমিত্ত অপর উৎকৃষ্ট কথা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'সম্যক্'—সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিলাম না, ইহা বলায়, কিছু অবগত হইয়াছেন—এই অর্থ ॥ ১ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাদ্ যদ্ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরম্।
এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(স্বকর্ম্মণা পুরং জনয়তীতি পুরঞ্জনং) পুরঞ্জনং পুরুষং (জীবং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ); যদ্ (যতঃ সঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদং বহু-পাদম্ অপাদকং (ন বিদ্যন্তে পাদা যস্য তৎ তাদৃশং) চ পুরং (শরীরং) ব্যনক্তি (প্রকটয়তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—পুরঞ্জনকে 'পুরুষ' অর্থাৎ 'জীব' বলিয়া জানিবে। পুরুষ স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে স্বীয় একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ ও পদশূন্য পুর অর্থাৎ শরীর প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে 'পুরঞ্জন' বলা হয় ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষং জীবম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষং'—আমি যাহাকে পুরঞ্জন বলিলাম, তাহাকেই পুরুষ অর্থাৎ জীব বলিয়া জানিও ॥ ২ ॥

যোঽবিজ্ঞাতাহৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বরঃ।
যন্ন বিজ্ঞায়তে পুংভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অবিজ্ঞাতাহৃতঃ (অবিজ্ঞাত-শব্দেন আহৃতঃ ব্যাহৃতঃ উক্তঃ যঃ সঃ) তস্য পুরুষস্য (পুরঞ্জনস্য) সখা ঈশ্বরঃ (ইতি বিদ্যাৎ); যৎ (যস্মাৎ) পুংভিঃ (কর্তৃভিঃ) নামভিঃ ক্রিয়াগুণৈঃ (ক্রিয়াভিঃ গুণৈশ্চ) ন বিজ্ঞায়তে (ন জায়তে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহাকে আমি 'অবিজ্ঞাত'-শব্দে অভিহিত করিয়াছি, তিনিই সেই পুরুষের সখা ঈশ্বর। পুরুষগণ প্রাকৃত নাম, গুণ ও ক্রিয়াদির দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারেন না বলিয়াই তিনি 'অবিজ্ঞাত' শব্দে উক্ত হইয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবিজ্ঞাত-শব্দেন আহৃতো ব্যাহৃতো যঃ স ঈশ্বরঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিজ্ঞাতাহৃতঃ'—অবিজ্ঞাত শব্দের দ্বারা পূর্ব্বে আমি যাঁহাকে বলিয়াছি, তিনি ঈশ্বর ॥ ৩ ॥

যদা জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ কার্ৎস্নেন প্রকৃতের্গুণান্।
নবদ্বারং দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রিং তত্রামনুত সাধ্বিতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যদা পুরুষঃ (জীবঃ) কার্ৎস্নেন (সাকল্যেন) প্রকৃতেঃ গুণান্ জিঘৃক্ষন্ (গৃহীতুমিচ্ছন্ জাতঃ তদা) তত্র (তেষু পরেষু মধ্যে) নবদ্বারং (নবেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি দ্বারাণি যস্মিন্ তৎ) দ্বি-হস্তাঙ্ঘ্রিং (দ্বৌ হস্তৌ অঙ্ঘ্রী চ যস্মিন্ তৎ মনুষ্যশরীরং) সাধু ইতি অমনুত ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যে কালে জীব প্রকৃতির গুণসমূহকে সমগ্ররূপে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দেহগণের মধ্যে যে দেহটী নবদ্বার, দ্বিহস্ত ও পদদ্বয়বিশিষ্ট, সেইরূপ দেহকেই উপযোগী বলিয়া মনে করেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তেষু পুরেষু তির্য্যগাদিষু মধ্যে ॥৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সেই সকল পুরীতে, অর্থাৎ তির্য্যগাদি শরীরের মধ্যে ॥ ৪ ॥

বুদ্ধিন্তু প্রমদাং বিদ্যান্মমাহমিতি যৎকৃতম্ ।
যামধিষ্ঠায় দেহেঽস্মিন্ পুমান্
ভুঙ্‌ক্তেঽক্ষভির্গুণান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রমদাং তু বুদ্ধিম্ (অবিদ্যাং) বিদ্যাৎ ; যৎকৃতং (দেহেন্দ্রিয়াদিষু যয়া বুদ্ধ্যা কৃতং মমাহমিতি ভবতি) যাং (বুদ্ধিম্) অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) অস্মিন্ দেহে পুমান্ (জীবঃ) অক্ষভিঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) গুণান (রূপরসাদীন্ বিষয়ান্) ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আমি যাহাকে 'প্রমদা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকে 'বুদ্ধি' বা 'অবিদ্যা' বলিয়া জানিবে। এই অবিদ্যারূপা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়াই এই দেহে জীব 'অহং', 'মম'—এইরূপ অভিমান এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা রূপরসাদি বিষয় ভোগ করিতে চেষ্টা করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিমবিদ্যাম্। অক্ষভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বুদ্ধিম্'—যাহাকে পুরঞ্জনের প্রমদা বলিয়াছি, তাহাকে বুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যা বলিয়া জানিবে। 'অক্ষভিঃ'—ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ॥ ৫ ॥

সখায় ইন্দ্রিয়গণা জ্ঞানং কর্ম্ম চ যৎকৃতম্ ।
সখ্যস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ প্রাণ পঞ্চবৃত্তির্যথোরগঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যৎকৃতং (যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ জনিতং) জ্ঞানং কর্ম্ম চ (ভবতি তে) ইন্দ্রিয়গণাঃ (দশ) সখায়ঃ (জ্ঞেয়াঃ)। তদ্‌বৃত্তয়ঃ (তেষাম্ উভয়-বিধেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ঃ) সখ্যঃ (জ্ঞেয়াঃ) পঞ্চবৃত্তিঃ (প্রাণাপানাদিভেদেন পঞ্চবৃত্তয়ঃ যস্য সঃ) প্রাণঃ যথা (পঞ্চশিরাঃ) উরগঃ (ইব ভবতি, সঃ এব পুরপালকঃ পঞ্চবৃত্তিত্বাৎ পঞ্চশিরাঃ নাগঃ জ্ঞেয়ঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণই পুরঞ্জনের সখা ; উহাদিগের দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ পুরঞ্জনের সখী। আমি যে পঞ্চশিরা সর্পের কথা বলিয়াছি পঞ্চবৃত্তিশালী প্রাণই ঐ সর্প ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চবৃত্তিত্বাৎ পঞ্চশিরাঃ সর্প ইব ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চবৃত্তিঃ'—অপনাদি পঞ্চবৃত্তি-বিশিষ্ট বলিয়া, প্রাণই পঞ্চশিরা সর্পের ন্যায় ॥ ৬ ॥

বৃহদ্বলং মনো বিদ্যাদুভয়েন্দ্রিয়নায়কম্ ।
পঞ্চালাঃ পঞ্চ বিষয়া যন্মধ্যে নবখং পুরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—উভয়েন্দ্রিয়নায়কম্ (একাদশ মহাভটাঃ ইত্যনেন একাদশ মহাভট-নায়কম্। উভয়েন্দ্রিয়-নায়কত্বেন) বৃহদ্বলং (বৃহৎ বলং যস্য তৎ মহাবলং) মনঃ বিদ্যাৎ। পঞ্চালঃ পঞ্চবিষয়াঃ (পঞ্চালশব্দেন কথিতাঃ দেশবিশেষাঃ রূপরসাদয়ঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়াঃ জ্ঞেয়াঃ) যন্মধ্যে (যেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে) নবখং (নব খানি দ্বারাণি যস্মিন্ তৎ) পুরং (শরীরং ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—একাদশ মহাভটের 'নায়ক' শব্দে যাহাকে বলা হইয়াছে, তাহাকে জ্ঞান ও কর্ম্ম—এই উভয় ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর মহাবলী 'মন' বলিয়া জানিবে। 'পঞ্চাল' শব্দে রূপরসাদি পঞ্চ বিষয়, ঐ পঞ্চল-রাজ্য বা পঞ্চ বিষয়ের মধ্যভাগে নবদ্বারযুক্ত পুর অর্থাৎ দেহ বিরাজিত আছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—একাদশ মহাভটা ইত্যনেনৈকাদশো মহাভটো নায়ক ইত্যুক্তম্, তং ব্যাচষ্টে—বৃহদ্বলং যস্য তন্মনঃ, নব খানি দ্বারাণি যস্য ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃহদ্বলং মনঃ'—পূর্ব্বে যাহাকে একাদশ মহাভটের নায়ক বলা হইয়াছে, তাহাকে বলিতেছেন, বৃহৎ বল যাহার, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিপতি মহাবলী মন। 'নব-খং'—নব দ্বার যাহার, তাদৃশ পুর ॥ ৭ ॥

অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ মুখং শিশ্নগুদাবিতি ।
দ্বে দ্বে দ্বারৌ বহির্যাতি যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ (ইতি) দ্বে দ্বে দ্বারৌ (একত্র নির্ম্মিতে) মুখং শিশ্নগুদৌ (শিশ্নং গুদঞ্চ) ইতি (পৃথক তত্র) যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ (সঃ আত্মা তাভিঃ দ্বাভিঃ) বহিঃ যাতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, কর্ণদ্বয়—এই সকল

দুই দুইটী দ্বার একত্রে নির্মিত। মুখ, শিশ্ন পায়ু,—এই সকল পৃথক্ পৃথক্ দ্বার। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত জীব ঐ সকল দ্বারসাহায্যে বহির্দেশে গমন করেন অর্থাৎ রূপরসাদি বাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৮॥

বিশ্বনাথ—দ্বে দ্বে দ্বারৌ মুখাদিকমেকৈকা চ দ্বাস্তাভির্দ্বাভির্বহির্য্যাতি কঃ যস্তত্তদিন্দ্রিয়যুক্তো জীব ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বে দ্বে দ্বারৌ'—পূর্ব্বে যে দুই দুই দ্বারের কথা বলিয়াছি, তাহা চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকা-ছিদ্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয়, অর্থাৎ এই সকলের দুই দুইটি দ্বার একত্র নিৰ্ম্মিত, এবং মুখাদি (মুখ, শিশ্ন, পায়ু)—ইহাদের এক একটি দ্বার, সেই সকল দ্বার দ্বারা যিনি গমন করেন। কে গমন করেন? তাহাতে বলিতেছেন—যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব (অর্থাৎ জীব ঐ সকল দ্বার দ্বারা বাহিরের বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া থাকে)—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

অক্ষিণী নাসিকে আস্যমিতি পঞ্চ পুরঃ কৃতাঃ।
দক্ষিণা দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরা চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
পশ্চিমে ইত্যধোদ্বারৌ গুদং শিশ্নমিহোচ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অক্ষিণী নাসিকে আস্যম্ ইতি পঞ্চ পুরঃ (দ্বারাঃ পূর্ব্বভাগে) কৃতাঃ। দক্ষিণঃ কর্ণঃ দক্ষিণা (দক্ষিণদ্বাঃ স্মৃতা কথিতা)। উত্তরঃ (কর্ণঃ) উত্তরা স্মৃতঃ। (যে) দ্বারৌ পশ্চিমে ইতি (উক্তে তে) ইহ অধঃ গুদং শিশ্নম্ উচ্যতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—দুইটী চক্ষু, দুই কর্ণ ও মুখ—এই পঞ্চদ্বার পুরীর পূর্ব্বভাগে বিনিৰ্ম্মিত। দক্ষিণ কর্ণ 'দক্ষিণ দ্বার' বলিয়া কথিত; বামকর্ণ 'উত্তর দ্বার' বলিয়া উক্ত। যে-দুইটী দ্বার পশ্চিম-দিগ্‌বর্ত্তী বলিয়া কথিত, উহারা এই পুরীর অধোদেশে 'পায়ু ও উপস্থ' নামে পরিচিত ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুরঃ প্রাঙ্মুখস্য পুরঞ্জনপুরস্য পূর্ব্বভাগে কৃতাঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরঃ কৃতাঃ'—(এই সকল দ্বারের মধ্যে দুই চক্ষু, দুই নাসাবিবর এবং মুখ—এই পাঁচটি) পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দ্বার পুরঞ্জন-পুরীর পূর্ব্বভাগে নিৰ্ম্মিত, অর্থাৎ অবস্থিত ॥ ৯ ॥

খদ্যোতাবির্ম্মুখী চাত্র নেত্রে একত্র নিৰ্ম্মিতে।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে চক্ষুষেশ্বরঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(যে চ) খদ্যোতাবির্ম্মুখী (প্রাক্) একত্র নিৰ্ম্মিতে (দ্বারৌ ইত্যুক্তে তে) অত্র (শরীরে) নেত্রে (জ্ঞেয়ে); বিভ্রাজিতং (যঃ জনপদঃ উক্তঃ তৎ) রূপং (জ্ঞেয়ম্); (যঃ দ্যুমান্ নাম সখা উক্তঃ তচ্চক্ষুরিন্দ্রিয়ম্। তৎসখঃ পুরঞ্জনঃ তদীশ্বরঃ জীবঃ জ্ঞেয়ঃ)। তাভ্যাং (নেত্রাভ্যাং) ঈশ্বরঃ চক্ষুষা (রূপং) বিচষ্টে (পশ্যতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—'খদ্যোতা ও আবির্ম্মুখী'—এই দুই দ্বারের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহা এই শরীরে একত্র বিনিৰ্ম্মিত চক্ষুর্দ্বয় বলিয়া জানিবে। 'বিভ্রাজিত' নামক যে-জনপদের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাকে 'রূপ' বলিয়া জানিবে। (যাহাকে 'দ্যুমান্' নামক সখা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়; দ্যুমানের সখা পুরঞ্জন, ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর জীব। জীব চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা 'রূপ' দর্শন করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—খদ্যোতাদীনাং ব্যাখ্যা নেত্রে ইতি রূপমিতি চক্ষুষেতি দ্যুমদিত্যস্য ব্যাখ্যা ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—খদ্যোতাদির ব্যাখ্যা নেত্রদ্বয় (অর্থাৎ খদ্যোতা ও আবির্ম্মুখী যে দুই দ্বারের কথা বলিয়াছি, তাহা একত্র অবস্থিত নেত্রদ্বয়)। 'রূপ ও চক্ষুর দ্বারা'—ইহা পূর্ব্বোক্ত দ্যুমান্ কথার ব্যাখ্যা (অর্থাৎ যাহাকে দ্যুমান্ নামক সখা বলা হইয়াছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়। জীব চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সমন্বিত হইয়া, ঐ নেত্রদ্বয়-দ্বারা প্রকাশিত রূপসকল গ্রহণ করিয়া থাকে।) ॥ ১০ ॥

নলিনী নালিনী নাসে গন্ধঃ সৌরভ উচ্যতে।
ঘ্রাণোঽবধূতো মুখ্যাস্যং বিপণো বাগ্‌রসবিদ্‌রসঃ ॥১১

অন্বয়ঃ—(যে) নলিনী নালিনী (ইতি দ্বে দ্বারৌ একত্র উক্তে তে) নাসে (নাসিকাচ্ছেদে জ্ঞেয়ে)। (যঃ) সৌরভঃ (সৌরভদেশঃ উক্তঃ সঃ) গন্ধঃ উচ্যতে। অবধূতঃ ঘ্রাণঃ (অবধুনোতি ইতি অবধূতঃ বায়ুঃ, তদাত্মকেন উচ্ছ্বাসেন সহ একস্থানত্বাৎ ঘ্রাণঃ অবধূতঃ ইতি জ্ঞেয়ঃ)। মুখ্যা (দ্বাঃ) আস্যং (মুখং জ্ঞেয়ম্)। (রসজ্ঞঃ বিপণান্বিত ইত্যত্র)

বিপণঃ (বাগিন্দ্রিয়ম্ ইতি জ্ঞেয়ং) রসবিৎ (শব্দোক্ত-'রসজ্ঞ' শব্দেন) রসঃ (রসনেন্দ্রিয়ং জ্ঞেয়ম্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—'নলিনী' ও 'নালিনী' নামে যে দুইটী দ্বারের কথা বলিয়াছি, উহা নাসাদ্বয় বলিয়া জানিবে। যাহাকে 'সৌরভ দেশ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই গন্ধ-নামে কথিত হয়। 'অবধূত'-শব্দদ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় বুঝিবে। 'মুখ্য' নামক যে দ্বার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অর্থ—মুখ। 'বিপণ' শব্দে বাগিন্দ্রিয় ও 'রসবিৎ' শব্দে রসনেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অবধুনোত্যবধূতো বায়ুস্তদাত্মকেনোচ্ছ্বাসেন সহৈকস্থানত্বাদ্ঘ্রাণোঽপ্যবধূত উচ্যতে। মুখ্যা ইত্যস্য ব্যাখ্যা আস্যমিতি, রসনবিপণান্বিত ইত্যস্য ব্যাখ্যা বাগিতি, রসজ্ঞ ইত্যস্য ব্যাখ্যা রসবিদিত্যনুবাদঃ রস ইতি। ব্যাখ্যা তু রসো রসনেন্দ্রিয়ম্। নবাক্ষরৈকপাদোঽয়মনুষ্টুব্ভেদঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবধূতঃ'—যাহা কম্পিত করে, তাহা অবধূত, অর্থাৎ বায়ু। তদাত্মক উচ্ছ্বাসের সহিত একত্র অবস্থানহেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও অবধূত শব্দের দ্বারা উক্ত হয়। 'মুখ্যা'—ইহার ব্যাখ্যা—মুখ, অর্থাৎ প্রধান দ্বার মুখ। রসন ও বিপন যুক্ত ইহার ব্যাখ্যা বাগিন্দ্রিয়, 'রসজ্ঞ'—ইহার ব্যাখ্যা রসবিৎ এবং ইহার অনুবাদ রস, ইহার ব্যাখ্যা—রস বলিতে রসনেন্দ্রিয়, (অর্থাৎ বিপণ ও রসজ্ঞ বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা বাগিন্দ্রিয়ের সহিত রসনাকেই জানিবে)। এই শ্লোকের এক পাদ অর্থাৎ শেষ চরণে নবাক্ষর রহিয়াছে, ইহা নবাক্ষর-বিশিষ্ট অনুষ্টুপ্ ছন্দের একটি ভেদ ॥ ১১ ॥

আপণো ব্যবহারোঽত্র চিত্রমন্ধো বহূদনম্।
পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—আপণঃ (দেশঃ) অত্র ব্যবহারঃ (বাগ্ব্যাপারঃ ভাষণং জ্ঞেয়ম্) বহূদনম্ (অত্র) চিত্রং (নানাবিধম্) অন্ধঃ (অন্নং জ্ঞেয়ম্)। পিতৃহূঃ (নাম দক্ষিণস্যাং দ্বাঃ ইতি) দক্ষিণঃ কর্ণঃ (জ্ঞেয়ঃ)। (উত্তরদিশি) দেবহূঃ (দ্বাঃ ইত্যনেন) উত্তরঃ কর্ণঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই পুরীতে 'আপণ' শব্দের অর্থ—ভাষণ এবং 'বহূদন' শব্দের অর্থ—বিচিত্র অন্ন। আর 'পিতৃহূ' শব্দে দক্ষিণ কর্ণ এবং 'দেবহূ' শব্দে বাম কর্ণ উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্রমন্ধশ্চতুর্ব্বিধমন্নম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিত্রম্ অন্ধঃ'—চতুর্ব্বিধ অন্ন ॥ ১২ ॥

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতম্।
পিতৃযানং দেবযানং শ্রোত্রাচ্ছ্রুতধরাদ্ ব্রজেৎ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ (দক্ষিণপঞ্চালং যাতীত্যত্র) পঞ্চাল-সংজ্ঞিতং প্রবৃত্তং শাস্ত্রং (কর্ম্মকাণ্ডাত্মকং জ্ঞেয়ম্); (উত্তরপঞ্চালং যাতীত্যত্রাপি চ) পঞ্চালসংজ্ঞিতং নিবৃত্তং শাস্ত্রম্ (উত্তরকাণ্ডাত্মকং জ্ঞেয়ম্); (যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ইত্যত্র শ্রুতধরশব্দিতং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং জ্ঞেয়ম্; যতঃ প্রবৃত্তং শাস্ত্রং শ্রুত্বা তদুক্তং কর্ম্মানুষ্ঠায় পিতৃভিঃ আহূতঃ) পিতৃযানং (ব্রজতি; নিবৃত্তং চ শাস্ত্রং শ্রুত্বা তদুক্তোপাসনাদ্যনুষ্ঠায় দেবৈঃ আহূতঃ) দেবযানং চ (ব্রজতীতি পরম্পরয়া) শ্রুত-ধরাৎ (শ্রুতধরাখ্যাৎ) শ্রোত্রাদেব (নিষ্ক্রিতাৎ পুমান্) ব্রজেৎ (ব্রজতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—'পঞ্চাল'-সংজ্ঞক যে শাস্ত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ক শাস্ত্র। 'দক্ষিণ পঞ্চাল' শব্দদ্বারা দক্ষিণমার্গীয় বা কর্ম্মকাণ্ডাত্মক শাস্ত্র এবং 'উত্তর পঞ্চাল' শব্দদ্বারা নিবৃত্তি-প্রতিপাদক জ্ঞান-কাণ্ডীয় শাস্ত্র। শব্দগ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা পুরুষ ঐ দুই শাস্ত্র শ্রবণপূর্ব্বক পিতৃলোক প্রাপক পিতৃযান এবং দেবলোকপ্রাপক দেবযানে গমন করেন। শ্রুতধর-শব্দে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ই জানিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ শ্রুতধর-পদ-ব্যাখ্যা শ্রোত্রাদিতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ'—শ্রুতধরের সহিত যুক্ত হইয়া গমন করে, এইস্থলে শ্রুতধর পদের ব্যাখ্যা 'শ্রোত্রাৎ'—শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের হেতু (অর্থাৎ শব্দগ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ক শাস্ত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া, যথাক্রমে পিতৃ-

লোক-প্রাপক 'পিতৃযান' এবং দেবলোক-প্রাপক 'দেবা-যান' প্রাপ্ত হইয়া থাকে।) ॥ ১৩ ॥

আসুরী মেঢ্রমর্ব্বাগ্দ্বার্ব্যবায়ো গ্রামিণাং রতিঃ।
উপস্থো দুর্ম্মদঃ প্রোক্তো নির্ঋতির্গুদ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অর্ব্বাক্ (নীচৈঃ) আসুরী দ্বাঃ (ইতি) মেঢ্রং (জ্ঞেয়ম্) ; গ্রামিণাং (দুর্ম্মদেন গ্রামকং নাম বিষয়ং যাতীত্যত্র গ্রামকশব্দোক্ত-গ্রামিণাং) রতিঃ ব্যবায়ঃ (স্ত্রীসঙ্গঃ জ্ঞেয়ঃ) ; দুর্ম্মদঃ (দুর্ম্মদেন সমন্বিতঃ ইতি দুর্ম্মদ-শব্দেন) উপস্থঃ প্রোক্তঃ ; নির্ঋতিঃ (তচ্ছব্দেন) গুদঃ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আমি পুরীর অধোভাগে যে 'আসুরী' নামক দ্বারের উল্লেখ করিয়াছি, উহা 'মেঢ্র' ; গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের রতিকেই স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখ বলিয়া জানিবে। 'দুর্ম্মদ' শব্দে উপস্থেন্দ্রিয় ও 'নির্ঋতি' শব্দে মলদ্বার উক্ত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রামকং নাম বিষয়মিত্যত্র গ্রামকমিত্যস্য গ্রামিণাং রতিরিত্যনুবাদঃ। ব্যাখ্যা তু ব্যবায় ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রামকং নাম বিষয়ং'—গ্রামক নামক বিষয় প্রাপ্ত হয়, 'গ্রামক' শব্দের অনুবাদ 'গ্রামিণাং রতিঃ'—গ্রাম্য রতি, উহার ব্যাখ্যা কিন্তু 'ব্যবায়ঃ'—স্ত্রীসঙ্গ-জনিত সুখ ॥ ১৪ ॥

বৈশসং নরকং পায়ুর্লুব্ধকোঽন্ধৌ তু মে শৃণু।
হস্তপাদৌ পুমাংস্তাভ্যাং যুক্তো যাতি করোতি চ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—বৈশসং (যাতীতি) নরকং (যাতীতি জ্ঞেয়ম্) ; (লুব্ধকেন সমন্বিতঃ ইতি) লুব্ধকঃ পায়ুঃ (জ্ঞেয়ঃ) ; অন্ধৌ (দ্বারৌ উক্তে তে) হস্তপাদৌ (জ্ঞেয়ৌ) ; মে শৃণু পুমান্ তাভ্যাং যুক্তঃ যাতি করোতি চ (তত্র পাদেন যুক্তঃ যাতি চলতি হস্তেন যুক্তশ্চ কর্ম্ম করোতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—'পুরঞ্জন বৈশসে গমন করেন'—পুর্ব্বে এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা 'তিনি নরকে গমন করেন'—ইহা জানিতে হইবে। ('লুব্ধকের সহিত একত্র হইয়া গমন করে'—এই বাক্যে যে) 'লুব্ধক'-শব্দ, তাহা দ্বারা 'পায়ু' বুঝিতে হইবে। পুর্ব্বে যে দুইটী অন্ধ দ্বারের কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকে হস্ত-পদ বলিয়া জানিবে। পুরুষ এই দুই ইন্দ্রিয়-(হস্ত ও পদ) যুক্ত হইয়াই গমনাগমন ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

অন্তঃপুরঞ্চ হৃদয়ং বিষূচির্ম্মন উচ্যতে।
তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্গুণৈঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(সঃ যর্হ্যন্তঃ পুরগতঃ ইত্যত্র) অন্তপুরং চ হৃদয়ং (জ্ঞেয়ম্) ; (বিষূচীন সমন্বিতঃ ইতি) বিষূচিঃ মনঃ উচ্যতে ; তত্র তদ্গুণৈঃ (মনোগুণৈঃ) মোহং প্রসাদং হর্ষং বা প্রাপ্নোতি ; (তমসা মোহং, সত্ত্বেন প্রসাদং, রজসা চ হর্ষমিতি বিভাগঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—'অন্তঃপুর' শব্দের অর্থ—'হৃদয়' জানিবে। আর 'বিষূচি' (সর্ব্বত্রগামী) শব্দে 'মন' উক্ত হইয়াছে। মনোমধ্যে পুরুষ ঐ মনেরই গুণসমূহদ্বারা মোহ, প্রসন্নতা বা হর্ষাদি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষূচীন ইত্যনুবাদো বিষূচিরিতি ব্যাখ্যা তু মন ইতি। তদ্গুণৈর্মনো-গুণৈস্তমঃসত্ত্বরজোভিঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষূচীনঃ'—ইহার অনুবাদ 'বিষূচিঃ', অর্থাৎ সর্ব্বত্রগামী মন। 'তদ্গুণৈঃ'—ঐ মনের গুণ যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, তাহার দ্বারাই (জীব, ঐ পুরীমধ্যে অর্থাৎ শরীরে মোহ, প্রসন্নতা বা হর্ষাদি লাভ করিয়া থাকে।) ॥ ১৬ ॥

যথা যথা বিক্রিয়তে গুণাক্তো বিকরোতি বা।
তথা তথোপদ্রষ্টাত্মা তদ্বৃত্তীরনুকার্য্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যথা যথা বিক্রিয়তে (বুদ্ধিঃ স্বপ্নে জাগ্রতি) বিকরোতি বা (ইন্দ্রিয়াণি পরিণময়তি তদা) গুণাক্তঃ (তস্যাঃ গুণৈঃ অক্তঃ লিপ্তঃ) আত্মা তথা তথা তদ্বৃত্তীঃ (দর্শনস্পর্শনাদ্যাঃ কেবলম্) উপদ্রষ্টা

(এব সঃ বলাৎ তয়া বুদ্ধ্যৈব হেতুকর্ত্র্যা) অনুকার্য্যতে (ন হি বুদ্ধ্যাদিব্যতিরেকেণ কেবলে আত্মনি তস্মিন্ কশ্চিৎ বিকারঃ অস্তি) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে মহিষীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুদ্ধি ; ঐ বুদ্ধি স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় যেমন যেমন বিকার করাইয়া দেয়, বুদ্ধির গুণে আসক্ত হইয়া জীব দ্রষ্টৃমাত্রস্বরূপে সেই বুদ্ধিরই তদ্রূপ অনুকরণ করিয়া থাকেন ।। ১৭ ।।

বিশ্বনাথ—মহিষী যদ্‌যদীহেতেত্যাদের্ব্যাখ্যানমাহ,—যথা বুদ্ধিঃ স্বপ্নে বিক্রিয়তে জাগরে বিকরোতি ইন্দ্রিয়াণি বিপরিণময়তি, তথা তথা গুণাক্তস্তস্যা গুণৈর্লিপ্ত আত্মা তস্যা বৃত্তীর্দর্শনস্পর্শনাদ্যাঃ কেবলমুপদ্রষ্টৈবাপি সন্ বলাদনুকার্য্যতে বুদ্ধ্যৈব হেতুকর্ত্র্যেত্যর্থঃ ।।১৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহিষী যদ্ যদ্ ঈহেত' (৪।২৫।৫৬ শ্লোক)—মহিষী যাহা যাহা করিতেন, ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা বলিতেছেন—ঐ মহিষী বুদ্ধিই, বুদ্ধি যেমন স্বপ্নে 'বিক্রিয়তে'—বিকার উৎপন্ন করে এবং জাগরণের অবস্থায় 'বিকরোতি'—ইন্দ্রিয়সকলের বিপরিণাম ঘটায়, সেই সেই ভাবেই 'গুণাক্তঃ'—সেই বুদ্ধির গুণে লিপ্ত হইয়া আত্মা (জীব), 'তদ্‌বৃত্তীঃ'—সেই বুদ্ধিরই দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি বৃত্তিগুলির, 'উপদ্রষ্টা'—কেবল দ্রষ্টামাত্র হইয়াও বলপূর্ব্বক তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। এখানে বুদ্ধিই হেতুকর্ত্রী, অর্থাৎ বুদ্ধিই তাহাকে প্রেরণ করিতেছে, এই অর্থ ।। ১৭ ।।

দেহো রথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্বঃ সংবৎসর-রয়োঽগতিঃ।
দ্বিকর্ম্মচক্রস্ত্রিগুণ-ধ্বজঃ পঞ্চাসুবন্ধুরঃ ।। ১৮ ।।
মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূতো হৃন্নীড়ো দ্বন্দ্বকূবরঃ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ ।। ১৯ ।।
আকৃতির্বিক্রমো বাহ্যো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি।
একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ পঞ্চসূনা-বিনোদকৃৎ।
সংবৎসরশ্চণ্ডবেগঃ কালো যেনোপলক্ষিতঃ ।। ২০ ।।

অন্বয়ঃ—(স্বপ্নে) দেহঃ রথঃ (জ্ঞেয়ঃ) ; ইন্দ্রিয়াশ্বঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অশ্বা যস্মিন্ সঃ) ; (আশুগমিতি ব্যাচষ্টে) সংবৎসর-রয়ঃ (সংবৎসরস্যেব অপ্রতিহতঃ রয়ঃ বেগঃ প্রতীতঃ যস্য সঃ তথা বস্তুতঃ) অগতিঃ (স্বপ্নশরীরাদের্বুদ্ধাবেব বিবৃতত্বেন দেশান্তরগতাভাবাৎ) ; দ্বিকর্ম্মচক্রঃ (দ্বে পুণ্যপাপাত্মকে কর্ম্মণী চক্রে যস্য সঃ) ; (ত্রিবেণুমিতি ব্যাচষ্টে—) ত্রিগুণধ্বজঃ (ত্রয়ঃ গুণাঃ এব ধ্বজাঃ যস্য সঃ) ; পঞ্চাসুবন্ধুরঃ (পঞ্চ অসবঃ প্রাণাঃ বন্ধুরাণি বন্ধনানি যস্য সঃ) মনোরশ্মিঃ (মনঃ রশ্মিঃ প্রগ্রহঃ যস্য সঃ) বুদ্ধিসূতঃ (বুদ্ধিঃ এব সূতঃ সারথিঃ যস্য সঃ) হৃন্নীড়ঃ (হৃদয়মেব নীড়ং রথিনঃ উপবেশস্থানং যস্মিন্ সঃ) দ্বন্দ্বকূবরঃ (দ্বন্দ্বৌ সুখদুঃখৌ অথবা শোকমোহৌ কূবরৌ যুগবন্ধনস্থানে যস্য সঃ)। (পঞ্চপ্রহরণমিতি ব্যাচষ্টে—) পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ (পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রক্ষিপ্যন্তে অস্মিন্নিতি তথা সঃ) সপ্তধাতুবরূথকঃ (সপ্তধাতবঃ ত্বগাদয়ঃ বরূথাঃ রক্ষার্থম্ আবরণানি যস্য সঃ) ; (পঞ্চবিক্রমমিতি ব্যাচষ্টে—) আকৃতিঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং) বাহ্যঃ বিক্রমঃ (জ্ঞেয়ঃ) ; একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ (একাদশেন্দ্রিয়াণ্যেব চমূঃ যস্য সঃ) পঞ্চসূনা-বিনোদকৃৎ (পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ সূনা বিনোদমিব অন্যায়েন বিষয়সেবাং করোতি ইতি পঞ্চসূনা-বিনোদকৃৎ সঃ জীবঃ) মৃগতৃষ্ণাং (মৃগতৃষ্ণাবৎ স্বপ্নে মিথ্যাভূতানেব বিষয়ান্) প্রধাবতি (অনেন 'চচার মৃগয়াং তত্র' ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্) ; যেন কালঃ উপলক্ষিতঃ (ভবতি) সংবৎসরঃ চণ্ডবেগঃ (ইতি জ্ঞেয়ঃ) ।। ১৮-২০ ।।

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে রথের কথা বলিয়াছি, দেহই সেই রথ এবং ইন্দ্রিয়গণই উহার অশ্ব ; সম্বৎসরের ন্যায় ইহার গতি—অপ্রতিহতা, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহার গতি নাই, পাপ ও পুণ্যই উহার দুই চক্র ; গুণত্রয়ই উহার ধ্বজদণ্ড, পঞ্চপ্রাণই উহার পঞ্চবন্ধন, মনই রশ্মি, বুদ্ধিই সারথি, হৃদয়ই রথীর উপবেশনস্থান এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব অথবা শোক-মোহই যুগবন্ধনের স্থান, পঞ্চেন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়সমূহই উহা দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সপ্তধাতুই রথের সপ্তআবরণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ই উহার বাহ্যবিক্রম, একাদশ ইন্দ্রিয়ই ঐ পুরুষের সেনা, তন্মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা তিনি বিষয়ের সেবা করেন। সেই জীব ঐ রথে আরূঢ় হইয়া মৃগতৃষ্ণারূপ মৃগয়ায় অর্থাৎ মিথ্যাভূত বিষয়-ভোগে ধাবিত হন ।। ১৮-২০ ।।

বিশ্বনাথ—সংবৎসরস্য রয়ো বেগ এব গতি-

রিত্যাশুগ-পদব্যাখ্যা ; পাঠান্তরে, সম্বৎসরশ্চ তৎকৃতং বয়শ্চ তে এব গতির্যস্য ত্রিগুণধ্বজ ইতি ত্রিবেণু-পদ-ব্যাখ্যা ; ত্রয়ো গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ ধ্বজো যস্য ; পঞ্চ-প্রহরণ ইত্যস্য ব্যাখ্যা পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণামর্থেষু শব্দাদিষু স্ব-স্ব-ব্যাপারাণাং প্রক্ষেপঃ ; শ্রবণাদীনি পঞ্চ প্রহরণানীত্যর্থঃ। আকৃতিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বিক্রমমিতি পঞ্চবিক্রমমিত্যস্য ব্যাখ্যা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ সূনাবিনোদমিবান্যায়েন বিষয়সেবাং করোতি ইতি পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ। অনেন 'চচার মৃগয়াং তত্র' ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৮-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংবৎসর-রয়ঃ'—সংবৎসরের 'রয়ঃ' অর্থাৎ বেগই গতি, ইহা আশুগ-পদের ব্যাখ্যা। এইস্থলে 'সংবৎসর-বয়ো গতিঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে—সংবৎসর এবং তৎকৃত যে বয়স, ঐ উভয়ই গতি যাহার (অর্থাৎ পুরঞ্জনের রথরূপ দেহ)। 'ত্রিগুণ-ধ্বজঃ'—ইহা 'ত্রি-বেণু'-পদের ব্যাখ্যা, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় ঐ রথের ধ্বজা। 'পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ-প্রক্ষেপঃ'—ইহা 'পঞ্চ-প্রহরণ'—পদের ব্যাখ্যা, পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণের শব্দাদি স্ব-স্ব ব্যাপারের প্রক্ষেপ, শ্রবণাদি পঞ্চ প্রহরণ এই অর্থ, (শ্রবণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, তাহাতে প্রক্ষেপ)। 'আকূতি-বিক্রমঃ'—আকূতি হইতেছে কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক, 'বিক্রমং'—ইহা 'পঞ্চ-বিক্রমং' এই পদের ব্যাখ্যা, অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহার বাহ্য বিক্রম। 'পঞ্চসূনা-বিনোদকৃৎ'—পঞ্চসূনা বলিতে হিংসা, তাহাই বিনোদের ন্যায় যিনি আচরণ করেন, অর্থাৎ অন্যায়ের দ্বারা যিনি বিষয় ভোগ করিয়া আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা 'চচার মৃগয়াং তত্র' (৪।২৬।৪)—অর্থাৎ মৃগয়া-ব্যসনের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ইহার ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১৮-২০ ॥

মধ্ব—সুখবদ্দূরতো দৃশ্যং তৎ কালে দুঃখমেব যৎ।
মৃগতৃষ্ণেত্যতঃ প্রাহুর্ভোগং বৈষয়িকং বুধাঃ ॥
ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ২০ ॥

তস্যাহানীহ গন্ধর্ব্বা গন্ধর্ব্ব্যো রাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
হরন্ত্যায়ুঃ পরিক্রান্ত্যা ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (সংবৎসরস্য) অহানি ইহ (কথাপক্ষে—) গন্ধর্ব্বাঃ (ইতি) রাত্রয়শ্চ গন্ধর্ব্বাঃ (ইতি) স্মৃতাঃ (কথিতাঃ)। (তে চ সর্ব্বে সমুদিতাঃ) ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ং পরিক্রান্ত্যা (পরিভ্রমণেন পুরুষস্য) আয়ুঃ হরন্তি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—('চণ্ডবেগ' নামক যে কালের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই 'সম্বৎসর')। সম্বৎসরের দিবসসমূহই উপাখ্যানে 'গন্ধর্ব্ব' এবং রাত্রিসকল 'গন্ধর্ব্বী' বলিয়া কথিত। ঐ তিনশত ষষ্ঠিসংখ্যক দিবা ও রাত্রি পরিভ্রমণপূর্ব্বক পুরুষের আয়ুঃহরণ করিতেছে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—পরিক্রান্ত্যা পরিভ্রমণেন ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিক্রান্ত্যা'—পরিভ্রমণের দ্বারা (অর্থাৎ পূর্ব্বে 'চণ্ডবেগ' নামক যে কালের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সম্বৎসর, তাহারই দিবা-রাত্রিরূপ গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বীগণ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া পুরুষের পরমায়ুঃ হরণ করিয়া থাকে।) ॥ ২১ ॥

কালকন্যা জরা সাক্ষাল্লোকস্তাং নাভিনন্দতি।
স্বসারং জগৃহে মৃত্যুঃ ক্ষয়ায় যবনেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কালকন্যা (যা উক্তা সা) জরা (ইতি জ্ঞেয়া) ; লোকঃ (প্রাণিবর্গঃ) তাং সাক্ষাৎ ন অভিনন্দতি (নাঙ্গীকরোতি অতঃ যঃ) যবনেশ্বরঃ (ইত্যুক্তঃ সঃ) মৃত্যুঃ (লোকস্য) ক্ষয়ায় (নাশায় তাং) স্বসারং (স্বসৃত্বেন) জগৃহে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে কাল-কন্যার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই 'জরা'। প্রাণিগণ জরাকে সাক্ষাৎভাবে স্বীকার করিতে চায় না। যবনেশ্বর মৃত্যু লোকবিনাশার্থ তাহাকে স্বীয় ভগ্নীরূপে স্বীকার করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—লোকানাং ক্ষয়ায় স্বসারং সস্বৃত্বেন জগৃহে ; পক্ষে—স্বস্য ক্ষয়ায় স্বসারমপি তাং জগৃহে অধর্ম্মবংশোদ্ভবত্বাৎ। স্বসুরপি তস্যাঃ স্বয়মেব পতির্ভূদিতি, কালকন্যা বৈষ্ণবজনেশ্বতি-কৃপালোর্নারদস্যাজ্ঞয়া মৃত্যুমেব তরয়তীতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষয়ায়'—লোকসকলের বিনাশের নিমিত্ত (যবনেশ্বর মৃত্যু সেই কালকন্যা

জরাকে) ভগিনীরূপে গ্রহণ করিল। পক্ষে—নিজের বিনাশের জন্যই ভগিনী হইলেও তাহাকে (পত্নীত্বে) গ্রহণ করিল, অধর্ম্মবংশোদ্ভূত বলিয়া সেই ভগিনীর নিজেই পতি হইল। বৈষ্ণবজনের প্রতি অতিকৃপালু শ্রীনারদের আজ্ঞাবশতঃ সেই কালকন্যা জরা মৃত্যুকেই আক্রমণ পূর্ব্বক ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

আধয়ো ব্যাধয়স্তস্য সৈনিকা যবনাশ্চরাঃ।
ভূতোপসর্গাশু-রয়ঃ প্রজ্বারো দ্বিবিধো জ্বরঃ ॥ ২৩ ॥
এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্দৈবভূতাত্মসম্ভবৈঃ।
ক্লিশ্যমানঃ শতং বর্ষং দেহে দেহী তমোবৃতঃ ॥২৪॥
প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্য নির্গুণঃ।
শেতে কাম-লবান্ ধ্যায়ন্ মমাহমিতি কর্ম্মকৃৎ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(যে চ) তস্য (যবনেশ্বরস্য) চরাঃ (সঞ্চারিণঃ আজ্ঞাকারিণঃ) সৈনিকাঃ যবনাঃ (প্রোক্তাঃ তে) আধয়ঃ (মনোব্যথাঃ) ব্যাধয়ঃ (দেহব্যথাশ্চ জ্ঞেয়াঃ)। ভূতোপসর্গাশু-রয়ঃ (ভূতানাম্ উপসর্গে পীড়ায়াম্ আশু শীঘ্রং মৃত্যুহেতুঃ রয়ঃ বেগঃ যস্য সঃ, শীতোষ্ণরূপভেদেন) দ্বিবিধঃ জ্বরঃ প্রজ্বারঃ (ইতি জ্ঞেয়ঃ) এবং বহুবিধৈঃ (অনন্তপ্রকারৈঃ) দৈবভূতাত্মসম্ভবৈঃ (আধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকভেদভিন্নৈঃ) দুঃখৈঃ ক্লিশ্যমানঃ তমোবৃতঃ (তমসা অজ্ঞানেন আবৃতঃ) দেহী (জীবঃ) প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মান্ (অশনাপিপাসাদীন্ প্রাণধর্ম্মান্ অন্ধত্বাদিইন্দ্রিয়ধর্ম্মান্, কামাদীন্ মনোধর্ম্মান্ চ স্বয়ং) নির্গুণঃ (অপি) আত্মনি অধ্যস্য (আরোপ্য দেহাদৌ) মমাহমিতি (কৃত্বা) কাম-লবান্ (বিষয়সুখলেশান্) ধ্যায়ন্ (মম স্যুঃ ইতি চিন্তয়ন্) কর্ম্মকৃৎ (তদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্) দেহে শতং বর্ষং (শতং বর্ষাণি) শেতে ॥ ২৩-২৫ ॥

অনুবাদ—সেই যবনেশ্বরের আজ্ঞাকারী চরগণই 'যবনসেনা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মানসিক ও শারীরিক পীড়াসকলকে ঐ যবন-সেন্য বলিয়া জানিতে হইবে। আর শীত ও উষ্ণভেদে দ্বিবিধ জ্বরই প্রজ্বার; উহার বেগ পীড়াকালে প্রাণিগণের অতি শীঘ্র মৃত্যুর হেতুস্বরূপ হয়। এইরূপ বহুবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখসমূহ দ্বারা পরিক্লিষ্ট হইয়াও অজ্ঞানাবৃত জীব, প্রাণধর্ম্ম যে সকল ক্ষুৎপিপাসাদি, ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম যে সকল অন্ধত্বাদি এবং মনোধর্ম্ম যে সকল কামাদি, তাহা স্বরূপতঃ নির্গুণ জীবাত্মস্বরূপে আরোপপূর্ব্বক দেহাদিতে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি করিয়া বিষয়সুখসমূহ চিন্তা করিতে করিতে তুচ্ছ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ দেহে শত বৎসর কাল অবস্থান করেন ॥ ২৩-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—চরাঃ সঞ্চারিণঃ। ভূতসম্বন্ধ্যুপসর্গাঃ পবন-জল-হিমাগ্নি-সূর্য্যাতপ-কুপথ্যাদি-কৃতাঃ শ্বাস-তন্দ্রাপ্রলাপাদয়ঃ আশু রয়াঃ শীঘ্রবেগা যস্য সঃ। দ্বিবিধো জ্বরঃ শীতোষ্ণভেদাৎ। 'ভূতোপসর্গাস্ত্বরয়ঃ' ইতি পাঠে ভূতকৃতাঃ রাজচৌরকৃমিজলাদিকৃতা উপসর্গাঃ পীড়াস্ত অরয়ঃ অনেন অরিভিরুপরুদ্ধ ইত্যরিপদব্যাখ্যা। কথেয়ং বৈরাগ্যার্থেত্যাহ—এবমিতি। দেবেত্যাধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকৈঃ, প্রাণধর্ম্মান্ ক্ষুৎপিপাসাদীন্ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মান্ অন্ধত্বাদীন্ মনোধর্ম্মান্ কামাদীন্। নির্গুণেঽপ্যাত্মন্যধ্যস্য ॥ ২৩-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চরাঃ'—সঞ্চারশীল, অস্থির (অর্থাৎ আধি ও ব্যাধিরূপ মৃত্যুর সৈন্যগণ অতিশয় বেগবান্) 'ভূতোপসর্গাশুরয়ঃ'—প্রাণিগণের উপসর্গ অর্থাৎ ক্লেশদানে শীঘ্র বেগ যাহার, তাদৃশ মারক প্রজ্বার। প্রাণিগণের সম্বন্ধি উপসর্গসকল—বায়ু, জল, হিম, অগ্নি ও সূর্য্যের তাপ ও কুপথ্যাদি কৃত শ্বাস, তন্দ্রা, প্রলাপাদি, এই সকল শীঘ্র বেগ যাহার। জ্বর—দুই প্রকার, শীত ও উষ্ণভেদে (অর্থাৎ প্রবেশ ও নির্গমভেদে)। এই স্থলে 'ভূতোপসর্গাঃ তু অরয়ঃ'—এই পাঠান্তরে, ভূতকৃত অর্থাৎ রাজা, চৌর, কৃমি (সর্পাদি), জলাদি কৃত যে সকল উপসর্গ বলিতে পীড়া, তাহাই শত্রুগণ, ইহার দ্বারা 'অরিভিরুপরুদ্ধঃ' (৪।২৮।১৫)—শত্রুগণের দ্বারা উপরুদ্ধ, এই স্থলের শত্রু-পদের ব্যাখ্যা করা হইল। এই আখ্যান বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত, ইহা বলিতেছেন—'এবং' ইত্যাদি (অর্থাৎ এই প্রকার বহুবিধ দুঃখ দ্বারা পরিক্লিষ্ট জীব শত বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে)। 'দেবভূতাত্ম-সম্ভবৈঃ দুঃখৈঃ'—বহুবিধ দুঃখ বলিতেছেন, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। 'প্রাণেন্দ্রিয়-মনোধর্ম্মান্'—প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা-পিপাসাদি, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম অন্ধত্বাদি, এবং মনের ধর্ম্ম যে সকল

কামাদি, তাহা নির্গুণ হইলেও আত্মাতে আরোপ করতঃ (বিষয়সুখ ধ্যান করিয়া, আমি, আমার ইত্যাকার বোধে জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়)।। ২৩-২৫।।

যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্।
পুরুষস্তু বিষজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্।। ২৬।।
গুণাভিমানী স তদা কর্ম্মাণি কুরুতেঽবশঃ।
শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথাকর্ম্মাভিজায়তে।।২৭।।

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ (জীবঃ) তু (বস্তুতঃ) স্বদৃক্ (স্বপ্রকাশস্বভাবঃ অপি) যদা পরং গুরুং আত্মানম্ ভগবন্তং অবিজ্ঞায় (তথা পরম্ উৎকৃষ্টং গুরুং জ্ঞান-প্রকাশকং ভগবন্তং চ অবিজ্ঞায়) প্রকৃতেঃ গুণেষু (বিষয়েষু) বিষজ্জেত (আসক্তঃ ভবতি)। তদা সঃ (এব) অবশঃ গুণাভিমানী (দেহাদিপরতন্ত্রঃ সন্) শুক্লং (সাত্ত্বিকং পুণ্যজনকং) কৃষ্ণং (তামসং তাপ-জনকং) লোহিতং (রাজসং মিশ্রং বা) কর্ম্মাণি কুরুতে। (ততশ্চ) যথাকর্ম্ম (তত্তৎ কর্ম্মানুসারেণ) অভিজায়তে (জন্ম প্রাপ্নোতি)।। ২৬-২৭।।

অনুবাদ—জীব স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ-স্বভাব হইলেও যখন তিনি পরম গুরু সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রকৃতির গুণসমূহে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন, তখন প্রাকৃত-গুণাভিমান-হেতু দেহাদি-পরতন্ত্র হইয়া কখনও পুণ্যজনক সাত্ত্বিক কর্ম্ম, কখনও তাপজনক তামসিক কর্ম্ম, কখনও বা রাজস কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং যেরূপ কর্ম্ম করেন, তৎতৎ-কর্ম্মানুসারে তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হন।। ২৬-২৭।।

বিশ্বনাথ—আত্মানং পরমাত্মানম্; শুক্লং সাত্ত্বিকং কৃষ্ণং তামসং লোহিতং রাজসম্।। ২৬-২৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানম্ অবিজ্ঞায়'—আত্মা বলিতে পরমাত্মাকে না জানিয়া (অর্থাৎ পুরুষ নিজে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অংশ হইয়াও ভগবান্ পরমগুরু-স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে না পারিয়া প্রকৃতির গুণে আসক্ত হয়।) শুক্ল বলিতে সাত্ত্বিক, কৃষ্ণ—তামসিক এবং লোহিত-রাজসিক (ইহার মধ্যে যে কোন গুণপ্রধান যোনিতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে।) ।। ২৬-২৭।।

শুক্লাৎ প্রকাশভূয়িষ্ঠাঁল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃশোকোৎকটান্ কৃচিৎ।। ২৮।।

অন্বয়ঃ—শুক্লাৎ (কর্ম্মণঃ) প্রকাশভূয়িষ্ঠান্ (প্রকাশঃ ভূয়িষ্ঠঃ যেষু তান্) লোকান্ (দেবাদি-লোকান্) কর্হিচিৎ আপ্নোতি; (লোহিতাৎ কর্ম্মণঃ) দুঃখোদর্কান্ (দুঃখম্ উদর্কঃ উত্তরফলং যেষু তান্) ক্রিয়ায়াসান্ (ক্রিয়য়া আয়াসঃ যেষু তান্ মনুষ্যাদি লোকান্ কর্হিচিৎ আপ্নোতি তথা কৃষ্ণাৎ কর্ম্মণঃ) তমঃ শোকোৎকটান্ (তমঃ-শোকৌ উৎকটৌ যেষু তান্ তির্য্যগাদিলোকান্) কৃচিৎ (আপ্নোতি)।। ২৮।।

অনুবাদ—যাঁহারা সাত্ত্বিক বা পুণ্যজনক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা প্রকাশবহুল জ্যোতির্ম্ময় দেবাদি-লোক প্রাপ্ত হন; যাঁহারা রাজসিক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা—দুঃখই যেখানে উত্তরফল এবং যে-লোকে কার্য্য করিতে হইলে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হয়—এইরূপ মনুষ্যাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আর যাঁহারা তামসিক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা উৎকট শোক-মোহাদিপ্রধান তির্য্যগাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ—দুঃখমুদর্ক উত্তরফলং যেষু সুখ-পদার্থেষু তান্ ক্রিয়য়া আয়াসশ্চ যেষু তান্ লোহিতা-নাপ্নোতি, তমঃ-শোকাবেব উৎকটৌ যেষু তান্ কৃষ্ণা-নিতি জ্ঞেয়ম্।। ২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুঃখোদর্কান্'—যে সকল সুখপদার্থের মধ্যে দুঃখই উত্তরফল, তাহা, এবং 'ক্রিয়ায়াসান্'—ক্রিয়ার দ্বারা পরিশ্রম যেখানে, তাদৃশ রাজসিক লোক (মনুষ্যাদি দেহ) লাভ করে। 'তমঃ-শোকোৎকটান্'—তমঃ এবং শোক যাহাতে উৎকট, তাদৃশ তামসিক লোক (তির্য্যগাদি)—ইহা জানিতে হইবে।। ২৮।।

কৃচিৎ পুমান্ কৃচিচ্চ স্ত্রী কৃচিন্নোভয়মন্ধধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্ বা যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ।।২৯

অন্বয়ঃ—(একঃ এব) অন্ধধীঃ (অন্ধা অজ্ঞানা-বৃতা ধীঃ যস্য সঃ জীবঃ) কৃচিৎ পুমান্ (ভবতি); কৃচিৎ স্ত্রী (ভবতি); কৃচিৎ নোভয়ং (নপুংসকঃ

ভবতি ; কুচিৎ) দেবঃ (ভবতি ; কুচিৎ) মনুষ্যঃ (ভবতি ; কুচিৎ বা) তির্য্যক্ বা (ভবতি) ; যথাকর্ম্ম-গুণং (কর্ম্মগুণাননতিক্রম্য) ভবঃ (জন্ম ভবতি) ॥২৯॥

অনুবাদ—অজ্ঞানাবৃতা-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও বা জীব, কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, কখনও বা তির্য্যক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্মের গুণানুসারেই জন্ম হইয়া থাকে ॥২৯॥

বিশ্বনাথ—পুরঞ্জনঃ পরস্মিন্ জন্মনি স্ত্রী কথং বভূবেত্যত আহ—কুচিদিতি। নোভয়ং নপুংসকং, কর্ম্মগুণাবনতিক্রম্য যথাকর্ম্মগুণম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরঞ্জন পর জন্মে কিজন্য স্ত্রী হইয়াছিল ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কুচিৎ' ইত্যাদি। 'নোভয়ং'—বলিতে পুরুষ বা স্ত্রী নহে, অর্থাৎ নপুংসক। 'যথাকর্ম্ম-গুণম্'—কর্ম্ম এবং গুণ অতিক্রম না করিয়া (অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও গুণ থাকে, তদনুসারেই জীবের জন্মাদি হইয়া থাকে) ॥ ২৯ ॥

তথ্য—"চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময়ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণে দেখি, কৃষ্ণে করেন আদর ॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা জীব ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়া-গ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব-উদয় ॥
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার 'নফর' হঞা চিরদিন বুলে ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন ॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
'কেন বা ভজিনু মায়া',—করে হায় হায় ॥
কেঁদে বলে,—'ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ ॥"
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার ॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-পায় ॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ-চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্ব্বল ॥
'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম'—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥
—'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত'

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে, কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পঃ ॥ ২৯-৩৩ ॥

ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্।
চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা ॥ ৩০
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্।
উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥৩১

অন্বয়ঃ—ক্ষুৎপরীতঃ (ক্ষুধাব্যাপ্তঃ) দীনঃ সারমেয়ঃ (শ্বা) যথা গৃহং (গৃহং) চরন্ দণ্ডং (দণ্ডেন তাড়নম্) ওদনম্ (অন্নং) এব বা যদ্দিষ্টং (স্বপ্রারব্ধানুসারেণ ঈশ্বরেণ নির্ম্মিতং তদেব) বিন্দতি (লভতে, ন তু স্বাভিলষিতম্) তথা কামাশয়ঃ (কামব্যাপ্তঃ আশয়ঃ যস্য সঃ) জীবঃ (অপি) উচ্চাবচপথা (বিহিত প্রতিষেধলক্ষণেন বিবিধমার্গেণ) উপরি (দেবলোকে) অধঃ (নরকাদিলোকে) মধ্যে (মনুষ্যাদিলোকে) বা ভ্রমন্ (গচ্ছন্) প্রিয়াপ্রিয়ং (প্রিয়ং সুখম্ অপ্রিয়ং দুঃখং বা) দিষ্টং (ভাগ্যং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—ক্ষুধায় কাতর, দীন কুক্কুর যেরূপ গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া উহার প্রারব্ধানুসারে কোথাও বা দণ্ড দ্বারা তাড়িত, কোথায়ও একমুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কামনা-পরিব্যাপ্তচিত্ত জীবও উচ্চ ও নীচ

বিবিধ মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবাদি উর্দ্ধলোক, নরকাদি অধোলোক, অথবা মনুষ্যাদি মধ্যলোকগামী হইয়া সুখদুঃখরূপ ভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তেষু জন্মসু দৈববশাদেব সুখদুঃখে প্রাপ্নোতীতি সদৃষ্টান্তমাহ—দ্বাভ্যাম্। দীন ইতি রাজকীয়সারমেয়ব্যাবৃত্ত্যর্থং, সারমেয়ঃ শ্বা ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সমস্ত জন্মের মধ্যে অদৃষ্টবশতঃই জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন, দুইটি শ্লোকে। 'দীনঃ সারমেয়ঃ'—দীন কুকুর (যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে আপন অদৃষ্টবশতঃ কোথাও দণ্ডদ্বারা তাড়িত, কোথাও বা অন্ন পাইয়া থাকে)। এখানে দীন বলায়, রাজকীয় সারমেয়ের ব্যাবৃত্তি বুঝাইতেছে, সারমেয় বলিতে কুকুর। (সম্প্রতিকালেও তথাকথিত ধনীজনের গৃহে অতিথি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব অপেক্ষা তাহাদের পালিত কুকুরের সমাদর দৃষ্ট হয়।) ॥ ৩০ ॥

দুঃখেষ্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু।
জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেৎ তত্তৎপ্রতিক্রিয়া ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদ্যপি) তত্তৎপ্রতিক্রিয়া (তস্য তস্য দুঃখস্য প্রতিক্রিয়া-নিবারণোপায়ঃ) স্যাৎ (শাস্ত্রাদৌ প্রদর্শিতঃ অস্তি তথাপি) দৈবভূতাত্মহেতুষু (আধিদৈবিকাদিষু) দুঃখেষু (মধ্যে) একতরেণাপি (দুঃখেন) জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ (বিয়োগঃ নাস্তি) ॥৩২॥

অনুবাদ—যদিও সেই সেই দুঃখের প্রতিকারের উপায় শাস্ত্রাদিতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে একটী দুঃখ হইতেও বদ্ধজীবের নিস্তার নাই ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নির্বুদ্ধিঃ শ্বা দণ্ডপ্রহারং প্রাপ্নোতি বুদ্ধিমাংস্তু দুঃখস্য কারণমেব ন করোতি দৈবাৎ প্রাপ্তো রোগাদিদুঃখস্য প্রতিকারঞ্চ করোতীতি তত্রাহ—দুঃখেষু ত্রিবিধেষু মধ্যে একতরেণাপি ন ব্যবচ্ছেদো ন বিরহঃ। তত্তদ্দুঃখস্য প্রতিক্রিয়াপি স্যাচ্চেত্তদপি ন, প্রতিক্রিয়াণামপি দুঃখরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নির্ব্বোধ কুকুর দণ্ডপ্রহার পাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃখলাভের কারণই করেন না, কদাচিৎ দৈববশতঃ প্রাপ্ত রোগাদি দুঃখের প্রতীকারও করিয়া থাকে, তাহাতে বলিতেছেন—'দুঃখেষু'—ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে একটা না একটার কখনই একান্ত বিরহ হয় না। সেই সেই দুঃখের প্রতীকার করা হইলেও, একটা না একটা ক্লেশ থাকেই, কারণ তাহার প্রতীকারও দুঃখরূপ—এই ভাব ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—তৎপ্রতিক্রিয়াপি দুঃখম্ ॥ ৩২ ॥

বিবৃতি—আত্মপ্রতীতির অভাবে জীবের ত্রিবিধ দুঃখ উপস্থিত হয়। সেই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি করিতে হইলে, যে সকল প্রতিকার কর্ম্মাশ্রয় করিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহাও ন্যূনাধিক ত্রিবিধ দুঃখেরই প্রকার-ভেদ। আত্মধর্ম্মের উপলব্ধির অভাবে অনাত্মপ্রতীতিতে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যদিও দুঃখের প্রতিকারের জন্য সুখের আশায় আমরা ধাবিত হই, তাহা হইলেও তাদৃশ সুখের চেষ্টায় ন্যূনাধিক দুঃখ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে ॥ ৩২ ॥

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—হি (প্রসিদ্ধম্ এতৎ) যথা পুরুষঃ গুরুং ভারং শিরসা উদ্বহন্ (যদা শ্রান্তঃ ভবতি, শিরঃপীড়য়া তদা) সঃ তং (ভারং) স্কন্ধেন আধত্তে (তথাপি ভারস্য অনপগতত্বাৎ শ্রাম্যত্যেব) তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ (সর্ব্বে দুঃখনিবৃত্ত্যুপায়াঃ একান্ততঃ দুঃখনিবর্ত্তকাঃ ন ভবন্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পুরুষ মস্তকে গুরুভার বহন করিতে করিতে যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন শিরঃপীড়া লাঘব করিবার জন্য সে যেরূপ সেই ভার স্কন্ধে রাখিয়াই শ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ যে কিছু দুঃখ প্রতিকারের উপায় আছে, তাহাতে ঐকান্তিক দুঃখের কিছুমাত্র নিবৃত্তি হয় না ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা হীতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'যথা হি', ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

বিবৃতি—মস্তকের ভার-লাঘবের জন্য গুরুভার বস্তুকে মস্তক হইতে স্কন্ধে স্থানান্তরিত করা হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা মস্তকের ক্লেশের লাঘব হইলেও স্কন্ধদেশে ভারবশতঃ দেহেরই অন্যস্থানে দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং কর্ম্ম যে অনুপাদেয় দুঃখ আনয়ন করে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার মানসে আমরা অপর কর্ম্মের আবাহন করিয়াও অন্যান্যপ্রকারে দুঃখ লাভ করি ॥ ৩৩ ॥

———

নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্ম্মণাং কর্ম্ম কেবলম্।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে), অনঘ, (নিষ্পাপ) কেবলং (জ্ঞানরহিতং) কর্ম্ম কর্ম্মণাং (দুরিতানাম্) একান্ততঃ (অত্যন্তং) ন প্রতিকারঃ (নিবর্ত্তকং ন ভবতি) ; হি (যতঃ) দ্বয়ং (দুরিতলক্ষণং তন্নিবর্ত্তকং চোভয়মপি কর্ম্ম) অবিদ্যোপসৃতম্ (অবিদ্যয়া উপসৃতং প্রাপ্তং); (যথা) স্বপ্নে (দৃষ্টঃ) স্বপ্নঃ ইব (প্রবোধং বিনা তং স্বপ্নম্ অত্যন্তং ন প্রতিকরোতি অর্থাৎ স্বাপ্নিকং দুঃখং ন নিবর্ত্তয়েত তথা অবিদ্যাদশায়াং মোহেন কর্ম্মণি বিঘ্নস্য পুনঃ দুরাচারস্য চ সম্ভবাৎ ন সর্ব্বথা দুঃখ-নিবৃত্তিঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ, কেবল কর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞানরহিত কর্ম্ম দুঃখের আত্যন্তিক প্রতিকার নহে ; যেহেতু, দুঃখ ও তন্নিবর্ত্তক কর্ম্ম,—উভয়ই অবিদ্যাজনিত। যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্টস্বপ্নের অর্থাৎ স্বাপ্নিক দুঃখের জাগরণ ব্যতীত প্রতিকার হয় না, তদ্রূপ অবিদ্যাদশায় মোহবশতঃ দুঃখ প্রতিকারার্থ যে-সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে বিঘ্ন ও পুনরায় দুরা-চারের সম্ভাবনা-হেতু উহাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে দুঃখ-নিবৃত্তি হয় না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যস্মাদ্দুঃখস্য কারণং দুষ্কৃতকর্ম্মৈব তস্মাৎ সর্ব্বদুষ্কৃতক্ষয়কামনয়া কস্মিংশ্চিদ্বৃহতি যাগকর্ম্মণি কৃতে সর্ব্বদুঃখনাশঃ স্যাদেবেতি তত্রাহ—নৈকান্তত ইতি। দ্বয়ং দুষ্কৃতং কর্ম্ম দুষ্কৃতনিবর্ত্তকঞ্চ কর্ম্মেতি দ্বিতয়ং অবিদ্যামুপসৃতমাশ্রিতং, তদ্দ্বয়স্য তমোরজোগুণজনকত্বাদিতি ভাবঃ। তদ্যথা রজসি সত্ত্বাংশেন তমসো নিবর্ত্তকেঽপি তমোঽংশস্তিষ্ঠতি, তথা সর্ব্বদুষ্কৃতনিবর্ত্তকেঽপি যাগকর্ম্মণি পশুহিংসা-লক্ষণং দুষ্কৃতং তিষ্ঠত্যেবেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—স্বপ্নে পুত্রো মৃত ইতি দুঃখপ্রাপ্তিস্তৎস্বপ্নমধ্য এব পুনঃ স্বপ্নে পুত্রো জীবতীতি তদ্দুঃখোপশমঃ। কিঞ্চ, তদৈব তং পুত্রং সর্পো দশতীতি পুনর্দুঃখপ্রাপ্তিরিতি প্রবোধং বিনা যথা স্বাপ্নিকং দুঃখং ন নিবর্ত্ততে, তথা সংসারনিবৃত্তিং বিনা সাংসারিকং দুঃখং ন নিবর্ত্তত ইত্যুক্তম্ ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যেহেতু দুঃখের কারণ দুষ্কৃত কর্ম্মই, অতএব সমস্ত দুষ্কৃত কর্ম্মের ক্ষয় কামনা করিয়া, কোনও বৃহদ্ যাগাদি কর্ম্ম করা হইলে সকল দুঃখেরই নাশ হইতে পারে, তাহাতে বলিতেছেন— 'নৈকান্ততঃ', না, আত্যন্তিকরূপে প্রতীকার হইতে পারে না। কারণ 'দ্বয়ং হি অবিদ্যোপসৃতম্'—দুষ্কৃত কর্ম্ম এবং দুষ্কৃত-নিবর্ত্তক কর্ম্ম—এই দুইটিই অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া রহি-য়াছে, অর্থাৎ ঐ দুইটিই তমঃ ও রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—এই ভাব। যেমন রজোগুণে সত্ত্বাংশের দ্বারা তমোগুণের নিবর্ত্তক হইলেও, উহাতে তমোগুণের অংশ থাকেই, সেইরূপ সকল দুষ্কৃতের নিবর্ত্তক হইলেও, যাগকর্ম্মে পশুহিংসা-জনিত দুষ্কৃত থাকিবেই, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'স্বপ্নে স্বপ্নঃ ইব', স্বপ্নাবস্থায় কেহ দেখিলেন—তাহার পুত্র মারা গিয়াছে, তাহাতে দুঃখপ্রাপ্তি, এবং সেই স্বপ্নমধ্যেই পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন – পুত্র জীবিত রহিয়াছে, ইহাতে সেই দুঃখের উপশম হইল। আরও, তৎকালেই আবার স্বপ্নে দেখিলেন—একটি সর্প সেই পুত্রকে দংশন করিয়াছে, ইহাতে পুনরায় দুঃখ-প্রাপ্তি, কাজেই জাগরণ ব্যতিরেকে যেমন স্বাপ্নিক দুঃখের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, তদ্রূপ সংসারের নিবৃত্তি ব্যতীত সাংসারিক দুঃখের কখনই প্রতীকার হইতে পারে না, ইহাই বলা হইল ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—কেবল কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের ঐকান্তিক প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। সত্যপ্রতীতির বিপর্য্যয় এবং বাসনা,—এই উভয় প্রকার ব্যাপারই জীবের চেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহার। স্বপ্নকালীন যে ক্লেশের উদয় হয়, তাহা স্বপ্নাভ্যন্তরে নিরাকৃত হয় না, সেই-প্রকার কর্ম্মের আবাহনে কর্ম্মবিপাক দূরীভূত হইতে পারে না। কর্ম্ম—নশ্বর ও অপূর্ণ, তজ্জন্য কর্ম্ম

জ্ঞানের অভাব বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হয়। আত্মার স্বভাব—জ্ঞানময়, অনাত্মার প্রকৃতি—অজ্ঞানপুষ্ট। সুতরাং অজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিরস্ত হইতে পারে না ।।৩৪।।

———

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—মনসা লিঙ্গরূপেণ (উপাধিভূতেন দুঃখ-হেতুনা) স্বপ্নে বিচরতঃ (পুরুষস্য) যথা অর্থে অবিদ্যমানে অপি (তদা দৃষ্টব্যাঘ্রসর্পচৌরাদিপদার্থে অবিদ্যমানে অপি জাগরণেন নিদ্রাদোষাপগমম্ অন্তরেণ উপায়ান্তরেণ ব্যাঘ্রাদিদর্শনজং দুঃখং) ন নিবর্ত্ততে, (তথা জাগরণে অপি দুঃখপ্রদবিষয়স্য অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ অবিদ্যানিবৃত্তিং বিনা) সংসৃতিঃ (ন নিবর্ত্ততে) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—উপাধিভূত (দুঃখ-হেতু) মন দ্বারা স্বপ্নে বিচরণশীল পুরুষের যেরূপ ব্যাঘ্র-সর্প-চৌরাদি বস্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান না থাকিলেও জাগরণ-দ্বারা নিদ্রাদোষের অপগমন ব্যতীত অন্য উপায়ে ঐ ব্যাঘ্রাদি-দর্শনজনিত দুঃখ নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ অবিদ্যা-নিবৃত্তি ব্যতীত প্রাকৃত কর্ম্মদ্বারা সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে না ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—ননু সুখদুঃখাদের্দেহধর্ম্মত্বাদ্বস্তুতস্ত্বসঙ্গস্য জীবাত্মনো দুঃখাদিকং নৈব বিদ্যত ইত্যবিদ্যমানস্য দুঃখস্য কিং নিবর্ত্তনপ্রয়াসেনেত্যত আহ—অর্থে দুঃখাদৌ জীবাত্মনোঽবস্তুভূতেঽপি তন্নিবর্ত্তনং বিনা সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে,—যথা স্বপ্নে লিঙ্গরূপেণোপাধিভূতেন মনসা সহ বিচরতো জীবস্যাসত্যমপি সর্পাদিকং বস্তু দুঃখদমেব প্রবোধং বিনা ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সুখ-দুঃখাদির দেহধর্ম্মত্ব-হেতু বস্তুতঃ অসঙ্গ জীবাত্মার দুঃখাদি কখনই থাকে না, অতএব অবিদ্যমান দুঃখের নিবর্ত্তনের প্রয়াসের কি প্রয়োজন ? ইহাতে বলিতেছেন—'অর্থে' ইত্যাদি। জীবাত্মার দুঃখাদি অবস্তু-ভূত হইলেও (অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া দুঃখাদি বর্ত্তমান না থাকিলেও), তাহার (সেই উপাধি-কৃত বাসনার) নিবর্ত্তন বিনা কখনই সংসারের নিবর্ত্তন হইতে পারে না, যেমন স্বপ্নে 'লিঙ্গরূপেণ মনসা'—উপাধিভূত মনের সহিত বিচরণশীল জীবের জাগরণ ব্যতিরেকে অসত্য সর্পাদি বস্তু দুঃখপ্রদই হইয়া থাকে। (বস্তু বর্ত্তমান না থাকিলেও মনই বিষয় সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে।) ।। ৩৫ ।।

মধ্ব—

সংসৃতেঃ স্বপ্নসাম্যন্তু যথার্থজ্ঞান-বর্জ্জনমিতি চ ।।
জাগ্রত্যবিদ্যমানস্তু দেহাত্মত্বং তু কেবলম্।
অবিদ্যমানং স্বপ্নে তু জাগ্রত্ত্বজ্ঞানমেব চ ।।
ইতি ষাড়্গুণ্যে ।। ৩৫-৩৬ ।।

বিবৃতি—যেরূপ স্বপ্নকালে বিষয়ের অভাব বর্ত্তমান থাকিলেও তদুপলব্ধি ঘটে, সেইপ্রকার ভোগ্য-বিষয়ের অভাবে জীবের ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হয় না। বিষয়ের অপ্রাপ্তি হইলেও মানসী চেষ্টা বিষয়সংগ্রহে যত্নবতী হয় ।। ৩৫ ।।

———

অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থপরম্পরা।
সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ ।। ৩৬ ।।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ—অথ (তস্মাৎ) অর্থভূতস্য (পুরুষার্থ-ভূতস্য) আত্মনঃ (জীবস্য) যতঃ (অজ্ঞানাৎ) অনর্থ-পরম্পরা (জন্মমরণাদিদুঃখলক্ষণা) সংসৃতিঃ (ভবতি) ; তদ্ব্যবচ্ছেদঃ (তৎ তস্য অজ্ঞানস্য ব্যবচ্ছেদঃ বিনাশঃ) গুরৌ (গুরুরূপে বাসুদেবে) পরময়া ভক্ত্যা (ভবতি নান্যথা) ভগবতি বাসুদেবে সমাহিতঃ (সম্যক্‌কৃতঃ) ভক্তিযোগঃ সধ্রীচীনেন (সমীচীনেন প্রকারেণ অনায়াসেন) বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ।। ৩৬-৩৭ ।।

অনুবাদ—অতএব পুরুষার্থস্বরূপ জীবাত্মার যে অজ্ঞান হইতে জন্মমরণাদি দুঃখ লক্ষণাত্মক সংসার-গতি হইয়া থাকে, একমাত্র পরমগুরু ভগবান্ বাসু-দেবের প্রতি পরমভক্তি দ্বারাই সেই অজ্ঞানের সম্যক-রূপ বিনাশ হইতে পারে। ভগবান্ বাসুদেবেই সম্যক্‌রূপে ভক্তি অর্থাৎ একমাত্র ভগবৎসুখ-তাৎপর্য্য বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণকল্পে (আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছার

জন্য নহে) ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে সমীচীনভাবে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবজ্জ্ঞান (নির্বেদ-জ্ঞান নহে) আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি সংসারনিবৃত্তিরেব কথং ভবেত্তত্রাহ—অথেতি। ভক্তিপ্রকরণারম্ভে আত্মনো জীবস্য পরমার্থভূতস্য যত এবাবিদ্যাতোঽনর্থপরম্পরা সংসৃতিস্তস্যা বিচ্ছেদো গুরৌ ভক্ত্যেতি "গুরুর্ন স স্যাৎ" ইত্যাদিনা হরিভক্ত্যুপদেশকস্যৈব গুরুত্ববিধানাদ্ গুরৌ হরৌ চ ভক্ত্যেত্যায়াতম্। ততশ্চ পুরঞ্জনস্যাপরস্মিন্ জন্মনি গুরৌ হরৌ চ ভক্ত্যা নিস্তারো বিখ্যাতঃ। সাধনভক্ত্যা প্রেমপর্য্যন্তা ভক্তির্ভবতীত্যাহ—বাসুদেব ইতি দ্বাভ্যাম্। ভক্তিযোগঃ প্রেমা ভগবত্যেব সম্যগাহিত ইতি ভজনস্য তৎসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্বসুখে। সধ্রীচীনেন সমীচীনেন প্রকারেণ যজ্জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদিতি সাযুজ্যপ্রয়োজনকয়োর্জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ব্যাবৃত্তিঃ ; যদুক্তং—"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥" ইতি তত্রাপ্যহৈতুকপদোপন্যাসেন অতএব জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্ত্যুত্থত্বাত্তদর্থং ভক্তৈর্ন পৃথক্ প্রযতনীয়ত্বমিতি দ্যোতিতম্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে সংসারনিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি (অর্থাৎ পুরুষার্থস্বরূপ আত্মার যে অজ্ঞান হইতে অনর্থপরম্পরা-বহুল সংসার হইয়া থাকে, পরমগুরু পরমেশ্বর বাসুদেবের প্রতি দৃঢ়া ভক্তি করিয়াই ঐ সংসারের একেবারে বিনাশ করা কর্ত্তব্য।) ভক্তিপ্রকরণের আরম্ভে 'আত্মনঃ'—পরমার্থভূত জীবের, 'যতঃ'—যে অবিদ্যা হইতে অনর্থপরম্পরা-রূপ সংসার হইয়া থাকে, সেই অবিদ্যার বিচ্ছেদ, 'গুরৌ ভক্ত্যা'—শ্রীগুরুদেবে পরম ভক্তির দ্বারাই হয়। "গুরু র্ন সঃ স্যাৎ" (৫।৫।১৮), অর্থাৎ সম্প্রাপ্ত মৃত্যুরূপ সংসারকে যিনি ভক্তিমার্গের উপদেশের দ্বারা মোচন করেন না, সেই গুরুদেব গুরুদেবপদ বাচ্য নহেন, সেইরূপ পিত্রাদি—শ্রীভগবান্ ঋষভদেবের এই উক্তি অনুসারে, যিনি হরিভক্তির উপদেষ্টা, তাঁহারই গুরুত্ব-বিধান হেতু শ্রীগুরুদেবে এবং শ্রীহরিতে ভক্তির দ্বারা—এইরূপ অর্থই বোধগম্য হয়। তারপর এই পুরঞ্জনের পরজন্মে শ্রীগুরুতে ও শ্রীহরিতে ভক্তির দ্বারাই নিস্তার হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ।

সাধন ভক্তির দ্বারা প্রেম পর্য্যন্ত ভক্তি হয়—ইহা বলিতেছেন—'বাসুদেবে' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা। ভক্তিযোগ বলিতে প্রেম, সেই প্রেম শ্রীভগবানেই সম্যক্‌রূপে আহিত অর্থাৎ কৃত হইলে, ইহা বলায় ভজনের তৎসুখেই (শ্রীভগবানের সুখেই) তাৎপর্য্য, কিন্তু নিজসুখে নহে। 'সধ্রীচীনেন'—সেই ভক্তিযোগ (প্রেম) সমীচীন প্রকারে (অনায়াসেই) জ্ঞান ও বৈরাগ্য উৎপন্ন করে, ইহার দ্বারা সাযুজ্য-প্রয়োজনক জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ব্যাবৃত্তি হইল। যেমন উক্ত হইয়াছে—"বাসুদেবে ভগবতি" (১।২।৭) অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে, আশু বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানে শুষ্ক তর্কাদি প্রবেশ করিতে পারে না, ইত্যাদি। এই স্থলে 'অহৈতুক'—অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত, এই পদের উপন্যাসহেতু, অতএব ভক্তি হইতেই জ্ঞান ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাহাদের (সেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের) নিমিত্ত ভক্তগণের পৃথক্‌রূপে কোন প্রযত্ন করিতে হইবে না—ইহাই দ্যোতিত হইল ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বিবৃতি— মন হইতেই অনর্থসমূহ উৎপত্তি লাভ করে ; উহাই—সংসার। পুরুষের আত্মচেষ্টার দ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তুতে পরা-ভক্তিক্রমে সংসারের ক্ষয় হয়। ভজনীয়-বস্তু বাসুদেবের সেবাক্রমেই সকল অনর্থ নিবৃত্ত হয়। নিত্যবস্তুর সেবাপ্রবৃত্তির অভাবেই জীবের অনর্থময়ী ভোগচেষ্টা। জীব—নিত্যভগবদ্দাস, তাঁহার ভগবৎসেবাই একমাত্র কৃত্য, সেবাচেষ্টা-রাহিত্যই জীব-প্রবৃত্তিতে সংসারভোগ। ভগবান্ বাসুদেবে সর্ব্বতোভাবে সেবা বিধান করিলে জীব ভোগবাসনা-রহিত হইয়া স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তৎকালেই তাঁহার ভগবদিতর বস্তুতে ভোগপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণোন্মুখতাই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রসূতি ॥ ৩৬-৩৭ ॥

সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুতকথাশ্রয়ঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদা স্যাদধীয়তঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজর্ষে, শ্রদ্দধানস্য (শ্রদ্ধাবতঃ)

নিত্যদা (নিরন্তরং) শৃণ্বতঃ (ভগবৎকথাঃ শৃণ্বতঃ) অধীয়তঃ (ভগবদ্ধর্ম্মানধীয়ানস্য শ্রবণাদি-ভক্তি-ত্রয়াত্মকমাত্রং জ্ঞেয়ম্) অচ্যুতকথাশ্রয়ঃ (অচ্যুতস্য ভগবতঃ কথাদিভিঃ সম্পাদিতঃ) সঃ (ভক্তিযোগঃ) অচিরাদেব (শীঘ্রমেব) স্যাৎ ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—হে রাজর্ষে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর হরিকথাশ্রবণ এবং ভগবদ্ধর্ম্ম অধ্যয়ন করেন, ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের কথা-আশ্রয়কারী সেই ভক্তিযোগ অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া থাকে ।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—অস্য ভক্তিযোগস্য সাধনমপি ভক্তি-যোগ এবেত্যাহ—সোঽচিরাদিতি। অচ্যুতকথামাশ্রয়ত ইতি তজ্জন্য ইত্যর্থঃ। কস্য স্যাত্তদাহ—শৃণ্বত ইতি। অধীয়তঃ ভগবদ্ধর্ম্মানধীয়ানস্য শ্রবণাদিভক্তিত্রয়াত্মক-মাত্রং জ্ঞেয়ম্ ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভক্তিযোগের সাধনও ভক্তিযোগই, ইহা বলিতেছেন—'সঃ অচিরাৎ' ইত্যাদি। 'অচ্যুত-কথাশ্রয়ঃ'—অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা আশ্রয় করিয়াই, অর্থাৎ শ্রীহরি-কথা আশ্রয়-জনিতই এই ভক্তিযোগ অচিরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাহার হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—'শৃণ্বতঃ' ইতি, অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য শ্রবণ, এবং 'অধীয়তঃ' —ভগবদ্ধর্ম্মের অধ্যয়ন যাহারা করেন, তাহাদের ভক্তিযোগ উৎপন্ন হয়। এখানে শ্রবণাদি (শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অর্চ্চন) ভক্তিত্রয়াত্মক মাত্রই জানিতে হইবে ।। ৩৮ ।।

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ ।
ভগবদ্গুণানুকথন-শ্রবণ-ব্যগ্রচেতসঃ ।। ৩৯ ।।
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি ।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ।। ৪০ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, যত্র সাধবঃ (সদাচারাঃ) বিশদাশয়াঃ (শুদ্ধচেতসঃ) ভগবদ্গুণানুকথনশ্রবণ-ব্যগ্রচেতসঃ (ভগবতঃ গুণানুকথনে শ্রবণে চ ব্যগ্রং সত্বরং চেতঃ যেষাং তে) ভাগবতাঃ (স্যুঃ) ; (হে) নৃপ, তস্মিন্ মহন্মুখরিতাঃ (মহদ্ভিঃ ভাগবতৈঃ মুখ-রিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ) মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ (মধুভিদঃ ভগবতঃ চরিত্রম্ এব পীযূষম্ অমৃতং, তদেব শিষ্যতে ইতি শেষঃ যাসু তাঃ কথালক্ষণাঃ সরিতঃ অসারাংশরহিতাঃ শুদ্ধামৃতবাহিন্যঃ নদ্যঃ) পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) স্রবন্তি। তাঃ (সরিতঃ) যে অবিতৃষঃ (অলংবুদ্ধিশূন্যাঃ সন্তঃ) গাঢ়কর্ণৈঃ (গাঢ়ৈঃ সাবধানৈঃ কর্ণৈঃ) পিবন্তি (সেবন্তে) অশনতৃড়্ভয়-শোকমোহাঃ (অশন শব্দেন ক্ষুল্লক্ষ্যতে ; তে অশনা-দয়ঃ) তান্ ন স্পৃশন্তি (ভক্তিরসিকান্ ন বাধন্তে) ।। ৩৯-৪০ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, যে স্থানে সদাচার-সম্পন্ন, বিশুদ্ধচিত্ত ও ভগবদ্গুণানুবাদ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ব্যাকু-লিত-চিত্ত ভাগবতগণ অবস্থান করেন, হে নৃপ, সেই-স্থানে মহতের মুখ-বিগলিত মধুরিপুর চরিতামৃত-ধারাবাহিনী সরিৎ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিতা থাকে। যাঁহারা অতৃপ্ত ও অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই পীযূষ-বাহিনী স্রোতস্বিনীর সেবা করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ স্পর্শ করিতেও পারে না ।। ৩৯-৪০ ।।

বিশ্বনাথ—কুত্র স্যাত্তদাহ—যত্রেতি। যথৈব গৃহাসক্তা গৃহকর্ম্মব্যগ্রাস্তথৈব হন্তায়মনুকথনস্য সময়ঃ হা হা শ্রবণস্য সময়ো ব্যতীতঃ, সংপ্রতি কীর্ত্তনস্য সময়োঽভ্যেতি। হা হন্ত মন্দভাগ্যোঽহং নিদ্রালস্য-দুর্দৈহিককৃত্য-গমিতসময়ঃ শীঘ্রগতিরেব ভক্তসমাজং কেন প্রকারেণ গচ্ছামীত্যেবং ব্যগ্রং চেতো যেষাং তে, যত্র ভাগবতাস্তত্রৈব ভগবৎকথা ইতি কোঽয়ং নিয়ম ইতি চেত্তত্রাহ—তস্মিন্ মহৎ-সদসি মুখং রান্তি গৃহ্ণন্তীতি মুখরাঃ মহদ্ভির্মুখরাঃ কৃতা ইতি মুখরিতাঃ স্বয়মেব মুখপ্রাপ্তীকৃতাঃ যা মহতাং মুখে সদা তিষ্ঠন্তী-ত্যর্থঃ। তা এব কাস্তত্রাহ—মধুভিচ্চরিত্র-পীযূষাণাং যে শেষাঃ মহদ্ভিরাস্বাদ্যাস্বাদ্য মহাপ্রসাদীকৃতাস্ত এব সরিতো মহানদ্যঃ পরিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু প্রতিভক্তাগ্র এব স্রবন্তি তা যে পিবন্তীতি তাসাং স্বাদাধিক্যাৎ তেষাঞ্চ তৃষ্ণাধিক্যং সূচিতম্। তা ইতি তাসামেকমপি কণং পরিত্যক্তুং ন শক্নুবন্তীত্যনুরাগো ব্যঞ্জিতঃ। অবিতৃষঃ অলং বুদ্ধিশূন্যা গাঢ়ৈরিতি দৃঢ়ত্বেন স্রবসম্ভাবনাশূন্যৈঃ। অশনতৃট্ কুত্রাদ্য ভুঞ্জে ইতি ভোজনাকাঙ্ক্ষা ভয়াদয়শ্চ ন স্পৃশন্তীতি ভক্তৈরেব কৃপয়া পরস্পরং ভোজিতত্বাৎ,

আকিঞ্চন্যেনৈব ভয়াভাবাৎ, 'তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মি'ত্যাদুক্ত্যা বিস্মৃতমমতাস্পদত্বেনৈব শোক-মোহাদ্যভাবাদিতি ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথায় এই ভক্তিযোগ লভ্য হয়? তাহাতে বলিতেছেন—'যত্র' ইতি (অর্থাৎ যে স্থানে ভগবানের গুণকথাশ্রবণে ব্যগ্রচিত্ত নির্ম্মলান্তঃ-করণ সাধুগণ বর্ত্তমান আছেন, সেই স্থানে)। যেরূপ গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র, তদ্রূপই হায়! হায়! এই আমার অনুকথনের সময়, হায়! হায়! শ্রবণের সময় অতীত হইল, সম্প্রতি কীর্ত্ত-নের সময় হইতেছে, হায়! হায়! মন্দভাগ্য আমি নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি দুঃখময় দৈহিক কৃত্যেই সময়ের অপব্যবহার করিলাম, শীঘ্র (তাড়াতাড়ি) ভক্তজনের সমাজে কি প্রকারে যাই—এইরূপ ব্যগ্র চিত্ত যাঁহাদের, সেই সকল (সাধুগণ যেখানে আছেন)। যদি বলেন —দেখুন, 'যেখানে ভাগবতগণ (ভগবদ্ভক্তগণ), সেখা-নেই ভগবৎ-কথা'—এই বিষয়ে কি নিয়ম? তাহাতে বলিতেছেন—'তস্মিন্', সেই মহদ্গণের সভাতে, 'মহন্মুখরিতাঃ'—সাধুগণের মুখ-বিনির্গত শ্রীভগ-বানের কথা, মুখকে গ্রহণ করে যাহা, তাহা মুখর, মহদ্গণের দ্বারা যাহা মুখর করা হইয়াছে (সমুচ্চা-রিত হইয়াছে) তাহা মুখরিতা, অর্থাৎ স্বয়ংই যে ভগবৎ-কথা সাধুজনের মুখকে প্রাপ্ত হইয়াছে, মহদ্-গণের মুখে সর্ব্বদাই ভগবৎ-কথা থাকে, এই অর্থ। 'মধুভিচ্চরিত্র-পীযূষ-শেষ-সরিতঃ'—ভগবান্ মধু-সূদন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্ররূপ অমৃতসমূহের যে শেষ (সারাংশ), তাহা মহদ্গণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতঃ মহাপ্রসাদী করা হইয়াছে, তাহাই 'সরিতঃ'—মহানদী, সেই অমৃতধারাবাহিনী নদী, 'পরিতঃ'—চারিদিকে প্রতি ভক্তজনের অগ্রেই প্রবা-হিত হইতেছে, তাহা (সেই স্রোতস্বতীর জল) যাঁহারা নিরন্তর শ্রদ্ধাসহকারে পান করেন, (অর্থাৎ সাদরে শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়াদি স্পর্শ করিতে পারে না)। ইহাতে সেই নদীরূপা অচ্যুত-কথার স্বাদাধিক্য-হেতু, সেই ভক্তগণেরও তৃষ্ণাধিক্য সূচিত হইল। 'তাঃ'-ইতি, সেই কথার এক কণাও পরিত্যাগ করিতে ভক্তগণ সমর্থ নহেন, ইহাতে তাঁহাদের অনুরাগ ব্যঞ্জিত হইল। 'অবিতৃষঃ'—অবিতৃষ্ণ, অর্থাৎ অলংবুদ্ধি-শূন্য, 'গাঢ়-কর্ণৈঃ'—দৃঢ়বন্ধনযুক্ত কর্ণের দ্বারা, দৃঢ়ত্ব-হেতু সেই কর্ণ হইতে ক্ষরিত হইবার সম্ভাবনাশূন্য। 'অশন-তৃট্' —ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি, অর্থাৎ আজ কোথায় ভোজন করিব, এইরূপ ভোজনাকাঙ্ক্ষা, এবং ভয়াদিও (ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতিও) তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ ভক্তগণের দ্বারাই কৃপাপূর্ব্বক ভোজনকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং অকিঞ্চন বলিয়াই তাঁহাদের ভয়শূন্যতা। 'তে ন স্মরন্ত্যতি-তরাং' (৪।৯।১২), অর্থাৎ শ্রীধ্রুব বলিলেন—হে ঈশ, হে কমলনাভ! যাঁহারা আপনার চরণকমলের সুগন্ধে লুব্ধহৃদয়, তাঁহাদের সহিত যে-সকল ব্যক্তি সঙ্গ করেন, তাঁহারা অত্যন্ত প্রিয় এই দেহ এবং এই দেহের অনুবর্ত্তী গৃহ, ধন, পুত্র, কলত্র,—ইহার কিছুই চিন্তা করেন না। এই উক্তি অনুসারে মমতাস্পদ বস্তুসমূহের বিস্মৃতি-হেতুই শোক, মোহাদির অভাব হইয়া থাকে ॥ ৩৯-৪০ ॥

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—স্বভাবজৈঃ এতৈঃ (ক্ষুৎতৃড়্ভয়শোক-মোহাদিভিঃ) নিত্যম্ উপদ্রুতঃ জীবলোকঃ নূনং (নিশ্চিতং) হরেঃ (ভগবতঃ) কথামৃতনিধৌ (কথা-রূপে অমৃতনিধৌ অমৃতসমুদ্রে) রতিং (প্রীতিং) ন করোতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—এই সকল স্বভাবজ ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা নিত্য উপদ্রুত হইয়াই জীব হরিকথামৃতসিন্ধুতে আসক্তি প্রকাশ করে না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—সৎসঙ্গমন্তরেণ স্বয়মেব হরিকথা-চিন্তনাদালস্যাদিনা রসাবেশাভাবাচ্চ ক্ষুৎপিপাসাদ্যভি-ভূতস্য ভক্তির্ন প্রায়ো বিকসতীতি ব্যঞ্জিতমেবার্থম-ভিধয়াপ্যাহ—এতৈরিতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৎসঙ্গ ব্যতিরেকে নিজে নিজেই হরিকথা চিন্তনের ফলে আলস্যাদির দ্বারা ও রসাবেশের অভাব-বশতঃ ক্ষুধা, পিপাসাদির দ্বারা অভিভূত ব্যক্তির ভক্তি প্রায়শঃই বিকসিত হয় না, এই ব্যঞ্জিতার্থই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—'এতৈঃ'

ইত্যাদি, (অর্থাৎ এইরূপ না হইলে, এই স্বভাবজ আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদির দ্বারা নিত্য অভিভূত হইয়া জীব, হরিকথামৃত-সিন্ধুতে আসক্তি করিতে পারে না, অর্থাৎ মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হয় না।) ॥ ৪১ ॥

প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ ॥৪২॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৩ ॥
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রজাপতিপতিঃ (প্রজাতীনাং পতিঃ ব্রহ্মা) গিরিশঃ মনুঃ প্রজাধ্যক্ষাঃ দক্ষাদয়ঃ নৈষ্ঠিকাঃ (ঊর্দ্ধরেতসঃ) সনকাদয়ঃ, মরীচিঃ, অত্র্যাঙ্গিরসৌ, পুলস্ত্যঃ, পুলহঃ, ক্রতুঃ, ভৃগুঃ, বশিষ্ঠঃ ইতি এতে মদন্তাঃ অহং নারদঃ অন্তে যেষাং তে) ব্রহ্মবাদিনঃ ; (অন্যে চ) বাচস্পতয়ঃ (বাচাং পতয়ঃ অপি) তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ (উপায়ৈঃ) পশ্যন্তঃ (বিচিন্বন্তঃ অপি) পশ্যন্তং (সর্ব্বসাক্ষিণং) পরমেশ্বরম্ অদ্যাপি ন পশ্যন্তি (ন বিদুঃ) ॥ ৪২-৪৪ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতিগণেরও পতি সাক্ষাৎ পরম ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি সকল, ঊর্দ্ধরেতা সনকাদি-মুনিগণ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং আমার ন্যায় অন্যান্য ব্রহ্মবাদী পুরুষসকল ও বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন নাই ॥ ৪২-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতের্জ্ঞানিনাং কিং ভক্ত্যেতি তত্র কৈমুত্যন্যায়েন জ্ঞানিনো নৈব জানন্তীত্যাহ—প্রজেতি চতুর্ভিঃ। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ মদন্তা ইতি ন কেবলং তানেব নিন্দামি, অপি ত্বাত্মানমপি এতে তপোবিদ্যা-সমাধিভির্ন পশ্যন্তীতি ভক্ত্যা তু পশ্যন্তীত্যর্থঃ। এতেষাং ভক্তিমত্ত্বস্যাপি প্রসিদ্ধেঃ, এতে বয়ং ভক্ত্যা বিনা কে বরাকা ইতি ভাবঃ। বাচস্পতয় ইতি অন্যান্ প্রতি শাস্ত্রার্থমুপদেষ্টুং সরস্বতীপতয়ো ভবন্তি, স্বয়ন্তু শাস্ত্রার্থং নৈব জানন্তি, ভক্তিং বিনা ব্যাখ্যানাদিতি ভাবঃ। অদ্যাপীতি তপ আদীনাং পরিপাকশ্চ জ্ঞাপিতঃ। অজ্ঞানস্য লক্ষণং পশ্যন্তোঽপি বিচিন্বন্তোঽপি ন পশ্যন্তীতি ॥ ৪২-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ", অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শোক অতিক্রম করে, ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, জ্ঞানিগণের ভক্তির কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? তাহাতে কৈমুত্যিক ন্যায়ের দ্বারা জ্ঞানিগণ কখনই জানেন না—ইহা বলিতেছেন—'প্রজাপতি' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকের দ্বারা। ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা হইতে আমি (নারদ) পর্য্যন্ত, অদ্যাবধি যাঁহাকে জানিতে পারি নাই। ইহাতে কেবল তাঁহাদেরই নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে, কিন্তু নিজেকেও। এই সকল ব্রহ্মবাদিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধির দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু ভক্তির দ্বারাই জানিতে পারিয়াছেন—এই অর্থ। এই ব্রহ্মাদি সকলের ভক্তিমত্তারও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, এই সকল আমরা ভক্তি ব্যতীত কোন্ ছার্ (অর্থাৎ অতি তুচ্ছ)—এই ভাব। 'বাচস্পতয়ঃ'—বৃহস্পতি-তুল্য পণ্ডিতগণ, ইঁহারা অন্যের প্রতি শাস্ত্রার্থ উপদেশ করিতে সরস্বতী-পতি হইয়া থাকেন, নিজে কিন্তু শাস্ত্রার্থ কখনই জানেন না, ভক্তি ব্যতীত ব্যাখ্যানহেতু, এই ভাব। 'অদ্যাপি'—আজ পর্য্যন্ত, ইহা বলায়, তপস্যা প্রভৃতির পরিপাকও জ্ঞাপিত হইল (অর্থাৎ তপস্যাদি আজ পর্য্যন্ত পরিপক্বতা লাভ করে নাই—ইহা বুঝান হইল)। অজ্ঞানের লক্ষণই হইতেছে—'পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি', অর্থাৎ অন্বেষণ করিয়াও যাহা জানিতে পারা যায় না ॥ ৪২-৪৪ ॥

মধ্ব—প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা বিরিঞ্চশ্চেতি কথ্যতে ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৪২ ॥

তথ্য—গীঃ ১০।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪২-৪৪ ॥

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—দুষ্পারে (অর্থতঃ অপি পারশূন্যে)

উরুবিস্তরে (উরুঃ বিস্তরঃ যস্য, শব্দতঃ অপি দুষ্পারে) শব্দব্রহ্মণি (বেদাখ্যে) চরন্তঃ (শ্রমেণ তদর্থং বিচারয়ন্তঃ অপি) মন্ত্রলিঙ্গৈঃ (মন্ত্রাণাং লিঙ্গৈঃ বজ্রহস্তত্বাদিগুণযুক্তবিবিধদেবতাভিধানসামর্থ্যৈঃ) ব্যবচ্ছিন্নং (পরিচ্ছিন্নমেব ইন্দ্রাদিরূপং) ভজন্তঃ (অপি তং) পরং (পরমেশ্বরং তত্ত্বতঃ) ন বিদুঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—অপার অনন্ত শব্দব্রহ্মে বিচরণ করিয়াও এবং বেদের মন্ত্রার্থানুসারে বজ্রহস্তাদি-চিহ্নধারী পরিচ্ছিন্ন দেবতাসকলকে উপাসনা করিয়াও আমরা পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারি নাই ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মিণস্তু সুতরামেব ন জানন্তীত্যাহ—শব্দব্রহ্মণি বেদে দুষ্পারে অর্থতঃ উরু বিস্তর ইতি শব্দতোহপি দুষ্পারে মন্ত্রলিঙ্গৈর্বজ্রহস্তত্বাদিচিহ্নৈর্বিশিষ্টমিন্দ্রাদিকং ভজন্তঃ পরং পরমেশ্বরং ন বিদুঃ ॥৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানিগণই যখন জানিতে পারেন না, তাহাতে কর্ম্মিগণ ত আরও জানেন না, ইহা বলিতেছেন—'শব্দব্রহ্মণি' ইত্যাদি। শব্দব্রহ্ম বলিতে শব্দাত্মক বেদ, 'দুষ্পারে'—দুরধিগম্য এবং 'উরু-বিস্তরে'—অতিমহৎ, অর্থতঃ বিস্তৃত এবং শব্দতঃও দুষ্পারণীয় (বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র-বাহুল্য-বশতঃ)। সেই বেদে ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মিগণ, 'মন্ত্রলিঙ্গৈঃ'—বজ্রহস্তাদি চিহ্নধারী ইন্দ্রাদি দেবতাকে ভজন করিয়া, 'পরং ন বিদুঃ'—পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন না ॥ ৪৫ ॥

মধ্ব—

মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং বেদশব্দোক্তমাত্রকম্।
বেদো বদন্নপি হরিং ন সম্যগুক্তি কুত্রচিৎ ॥
নারোহয়ত্যনুভবমপ্রসিদ্ধস্বরূপতঃ।
তথাপ্যনুভবারোহঃ প্রসন্নে কেশবে ভবেৎ।
কিঞ্চিদেব সুসম্যক্ চ স্বয়ং ত্বনুভবত্যমুম্ ॥
ইতি বারাহে ॥ ৪৫ ॥

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥৪৬

অন্বয়ঃ—যদা ভগবান্ (পরিপূর্ণৈশ্বর্য্যঃ) আত্মভাবিতঃ (জীবাত্মসমর্পণেন প্রসন্নঃ সন্ অথবা আত্মনি মনসি ভাবিতঃ ধ্যাতঃ সন্) যস্য (যং ভক্তং প্রতীত্যর্থঃ) অনুগৃহ্ণাতি (তদা) সঃ (ভক্তঃ ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাত্বা) লোকে (লৌকিকব্যবহারে) বেদে চ (কর্ম্মকাণ্ডে) পরিনিষ্ঠিতাম্ (আসক্তাং) মতিং জহাতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—যখন পরিপূর্ণ-ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান কোনও জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক-ব্যবহার ও বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদি জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণশ্চ ন জানন্তি, তদা কস্তং জানাতি?—ভক্ত এবেতি চেৎ স ভক্ত এব কথং স্যাৎ, কেন বা চিহ্নেন স জ্ঞেয় ইত্যত আহ—যদেতি। আত্মনি মনসি ভাবিতঃ অর্থাদ্ভক্তৈরেব হে ভগবন্নিমং জনং সংসারাদুদ্ধরন্নঙ্গীকুর্ব্বিতি স্বভক্তৈর্মনসি নিবেদিতো ভগবান্ যদা যস্য যমনুগৃহ্ণাতি তদৈব স ভক্তঃ লোকে লৌকিকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিতামপি মতিং ত্যজতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—যদি জ্ঞানিগণ ও কর্ম্মিগণ না জানেন, তবে কে তাঁহাকে জানেন? যদি বলেন ভক্তই জানেন, তাহাতে সেই ভক্তই কিপ্রকারে হওয়া যায় এবং কি চিহ্নের (লক্ষণের) দ্বারা সেই ভক্তকে জানিতে পারা যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। 'আত্মভাবিতঃ'—আত্মাতে অর্থাৎ মনে ভাবিত হইয়া, অর্থাৎ ভক্তের দ্বারাই, "হে ভগবন্! এই অধম জনকে সংসার হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক নিজদাস্যে অঙ্গীকার কর"—এইরূপ স্বভক্ত কর্ত্তৃক মনে নিবেদিত হইয়া ভগবান্ যখন 'যস্য অনুগৃহ্নাতি'—যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তৎকালেই সেই ভক্ত, 'লোকে বেদে চ'—লৌকিক ব্যবহারে এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিতা হইলেও সেই মতিকেও (অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে অত্যাসক্তি) পরিত্যাগ করেন ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—যদা ত্বনুভবীভূয়াচ্ছব্দমাত্রানুরোধনম্।
ত্যক্ত্বাথ তং বিদুঃ প্রাজ্ঞাস্ত্যক্তবেদ ইতি স্ম হ।
যদৈব ত্যক্তবেদঃ স্যাদথাস্মান্মুচ্যতে ভয়াৎ ॥

প্রায়স্তু বৈদিকা এব রুদ্রাদ্যা অপি বৈ পুরা।
বৈদিকস্ত্যক্তবেদশ্চ ব্রহ্মৈবৈকঃ প্রজাপতিঃ ॥
ততস্তু কেশবং ভক্ত্যা সম্পূজ্য বহুজন্মসু।
ত্যক্তবেদত্বমাপন্নাঃ প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥

ইতি মহাসংহিতায়াম্।

কেবলং বেদ-শব্দেন জানন্ বৈদিক্ উচ্যতে।
বেদং বিনাপ্যনুভবাজ্জানংস্তু ত্যক্ত-বৈদিকঃ ॥

ইতি অধ্যাত্মে।

তত্ত্বং বেদানুসারেণ চিন্তয়ন্ বৈদিকো ভবেৎ।
বেদ উহামনুসরেদ্যস্য স ত্যক্তবৈদিকঃ ॥

ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ৪৬ ॥

বিবৃতি—সর্ব্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র ইচ্ছা-সম্পন্ন ভগবান্ নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধের বাধ্য করিয়া এই প্রাকৃত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কৃষ্ণবিমুখ জীব স্বরূপ-জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া এখানে লৌকিক ও বৈদিক বিধি-নিষেধের অন্তর্গত হন। লৌকিক ও পারত্রিক কর্ম্মফল-বন্ধন হইতে ভোগপর বদ্ধজীব নিজের স্বতন্ত্রতা ক্রমে এই প্রাকৃত-রাজ্যের সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয়। লৌকিক ক্রিয়াকলাপে ভোগময় জগতে থাকিতে থাকিতেই বৈদিক অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ তাহার উপলব্ধির বিষয় হয়; বৈদিক অনুষ্ঠানে বিফল-মনোরথ হইয়া আবার লৌকিকী চেষ্টায় রত হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি বলেন—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥

লৌকিক ও বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণ ভগবৎসেবায় বিমুখ। কিন্তু যে-কালে স্বতন্ত্র-ইচ্ছাময় কৃপা করিয়া কোন জীবকে তাহার স্বরূপধর্ম্মের উন্মেষ করাইয়া আত্মসাৎ করেন, সেই কালেই জীব লৌকিকী ও বৈদিকী চেষ্টা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হন। জীব প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের দ্বারা ভগবানের অনুশীলন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল স্ব-স্বরূপের উপলব্ধিতেই আত্মবৃত্তিরূপা ভক্তিদ্বারা ভজনীয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের চিন্ময়-রসগত সেবায় অধিকার-লাভ ঘটে। সেই কালেই জীব লৌকিক ও বৈদিক উপাধিগত চেষ্টাসমূহ হইতে অবসর লাভ করেন।

অনাত্মভাবিত বদ্ধজীব প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ভগবানের যে সেবন-চেষ্টার অনুকরণ করে, তদ্দ্বারা তাহারা কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষের গর্ত্তে দিন দিন অধোগামী হয়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদাশ্রয়েই দিব্যজ্ঞান লাভ ঘটে। চৈত্ত্য-গুরু জীবকে আত্মভাবিত করিয়া আত্মবিদ্গণের সঙ্গসুখ লাভ করাইয়া দেন। সেই সাধুসঙ্গ-ফলেই জীবের সংসার-বাসনা ক্ষীণা হয়। সেই কালে জীব ভগবদ্ভক্ত-সহ মিত্রতা করেন এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ পরিহার করিয়া অসৎ স্বজনসঙ্গ ছাড়িয়া দেন। সেইকালে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া অধোক্ষজ-সেবারূপ শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মে নিত্য অধিষ্ঠিত হন ॥ ৪৬ ॥

———

তস্মাৎ কর্ম্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু।
মার্থদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) বর্হিষ্মন্, তস্মাৎ অজ্ঞানাৎ অর্থকাশিষু (পরমার্থত্বেন প্রকাশমানেষু, স্বর্গাদিসুখসাধনত্বরূপপ্ররোচনায় কেবলং) শ্রোত্রস্পর্শিষু (বস্তুতস্তু) অস্পৃষ্টবস্তুষু (ন স্পৃষ্টং বস্তু পরমতত্ত্বং যৈঃ তেষু) কর্ম্মসু অর্থদৃষ্টিং (পরমার্থসাধনবুদ্ধিং) মা কৃথাঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে বর্হিষ্মন্, অতএব অজ্ঞানতাহেতু পরমার্থরূপে প্রতীয়মান, কেবল কর্ণাভিরাম, বস্তুতঃ বাস্তব-বস্তুর সহিত সম্পর্কমাত্ররহিত কর্ম্মসমূহে পরমার্থ বুদ্ধি করিও না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থা ইব প্রকাশন্ত ইত্যর্থকাশিনস্তেষু অর্থদৃষ্টিং পুরুষার্থবুদ্ধিং প্ররোচনায় কেবলং শ্রোত্রপ্রিয়েষু ন স্পৃষ্টং বস্তু যৈস্তেষু ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থকাশিষু'—পুরুষার্থের ন্যায় যাহা প্রকাশ পায়, তাহাতে, (অর্থাৎ ফলশ্রুতিপরিপূর্ণ কর্ম্মমার্গে) 'অর্থদৃষ্টিং'—পুরুষার্থ-বুদ্ধি করিও না। 'শ্রোত্র-স্পর্শিষু'—উহা প্রবৃত্তির নিমিত্ত কেবল শ্রোত্রপ্রিয়, এবং 'অস্পৃষ্ট-বস্তুষু'—স্পৃষ্ট হয় না বস্তু যাহাদের দ্বারা, তাহাতে, (অর্থাৎ যথার্থ বস্তুর

সম্পর্কমাত্র-রহিত সেই সকল কর্ম্মে অত্যাসক্তি-বশতঃ তাহাতে পরমার্থ-বুদ্ধি করিও না।) ॥ ৪৭ ॥

তথ্য—গীঃ ২।৪২-৪৩, ৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।।৪৭-৪৮।।

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—(যে) ধূম্রধিয়ঃ (মলিনবুদ্ধয়ঃ) বেদং সকর্ম্মকং (কর্ম্মপরম্) আহুঃ, (তে) বৈ অতদ্বিদঃ (বেদার্থানভিজ্ঞাঃ, যতঃ তে) যত্র জনার্দ্দনঃ দেবঃ (অস্তি) তং লোকং (বৈকুণ্ঠং) স্বং (স্বীয়ং স্বপ্রাপ্যং) লোকং ন বিদুঃ (নৈব জানন্তি, কিন্তু স্বর্গমেব স্বং বিদুরিত্যর্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যাহারা মলিনমতি, তাহারাই বেদকে কর্ম্মপর বলিয়া থাকে। নিশ্চয়ই তাহারা বেদের তাৎপর্য্য অবগত নহে ; যেহেতু তাহারা, যে-স্থানে ভগবান্ জনার্দ্দন বিরাজ করেন, সেই বৈকুণ্ঠাদি লোককে, স্ব-স্বরূপের প্রাপ্যলোক বলিয়া জানিতে পারিতেছে না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কথমেতে মৎপুরোধসো মুনয়ো বিদ্বাংসো মাং যাগাদিকর্ম্মৈব কারয়ন্তীতি তত্রাহ—স্বমিতি। যত্র জনার্দ্দনো দেবো বর্ত্ততে তং লোকং বৈকুণ্ঠং স্বং স্বীয়ং স্বপ্রাপ্যং ন বিদুঃ, কিন্তু স্বর্গমেব স্বং বিদুরিত্যর্থঃ ; যতো ধূম্রধিয়ো মলিন-বুদ্ধয়ো বেদং সকর্ম্মকং কর্ম্মপরমেবাহুঃ। অতদ্বিদঃ বেদার্থানভিজ্ঞাঃ ; যদুক্তং ভগবতা—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥" ইতি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কি প্রকারে আমার পুরোহিত এই সকল বিদ্বান্ মুনিগণ আমাকে যাগাদি কর্ম্মই করাইতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বম্' ইতি। 'যত্র'—যে স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ জনার্দ্দন বিরাজিত, সেই বৈকুণ্ঠধাম স্বীয় প্রাপ্য বলিয়া তাঁহারা জানেন না, কিন্তু স্বর্গকেই স্বীয় প্রাপ্য স্থান বলিয়া মনে করেন—এই অর্থ। যেহেতু তাঁহারা 'ধূম্রধিয়ঃ'—মলিন বুদ্ধি-সম্পন্ন, এইজন্য 'বেদং সকর্ম্মকম্ আহুঃ'—বেদকে কর্ম্মপরই বলিয়া থাকেন। 'অতদ্বিদঃ'—তাঁহারা বেদার্থে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য জানেন না। যদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং" (১১।১৪।৩), অর্থাৎ হে উদ্ধব ! এই বেদনাম্নী বাণী প্রলয়কালে নষ্ট হইয়াছিল, অনন্তর সৃষ্টির আদিতে আমি প্রজাপতি ব্রহ্মাকে তাহা বলিয়াছিলাম, 'ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ'—যে বেদবাণীতে আমার স্বরূপভূত ধর্ম্মই কথিত হইয়াছে, ইত্যাদি ॥ ৪৮ ॥

আস্তীর্য্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ কার্ৎস্ন্যেন ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
স্তব্ধো বৃহদ্বধান্মানী কর্ম্ম নাবৈষি যৎ পরম্ ।
তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—প্রাগগ্রৈঃ দর্ভৈঃ (কুশৈঃ) কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) ক্ষিতিমণ্ডলম্ আস্তীর্য্য (আচ্ছাদ্য) বৃহদ্বধাৎ (বহুপশুবধাৎ) মানী (মহাযজ্বা অহম্ ইত্যভিমানী অতএব) স্তব্ধঃ (অবিনীতঃ সন্) যচ্চ পরং কর্ম্ম (ভগবদারাধনা-লক্ষণং বিদ্যাস্বরূপং হরি-সেবানুকূলকর্ত্তব্যং তৎ), ন অবৈষি (ন বেৎসি) ; যতঃ হরিতোষং (হরিং তোষয়তীতি হরিতোষং তদ্ধেতুকং) যৎ তদেব কর্ম্ম (তস্যৈব কর্ত্তব্যত্বা-দিতি ভাবঃ) ; যয়া তন্মতিঃ (তস্মিন্ হরৌ মতিঃ ভবতি) সা (এব) বিদ্যা ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্), পূর্ব্বাগ্রকুশদ্বারা সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল আচ্ছাদন ও বহুপশু বধ করিয়া আপনি নিজকে 'মহাযজ্বা' বলিয়া অভিমান করিতেছেন। তাই, আপনি দাম্ভিক হইয়া ভগবদারাধনা-লক্ষণ হরিসেবানুকূল কর্ত্তব্যকেই একমাত্র পরম কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে পারেন নাই। যাহা দ্বারা হরিতোষণ হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং যাহা দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হয়, তাহাই বিদ্যা ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং তু তৈরনভিজ্ঞৈরধ্যাপিতো মহামূর্খ এবেত্যাহ—আস্তীর্য্যেতি। বৃহদ্বধাৎ বৃহৎপশুবধাৎ। মানী মহাযজ্বাহমিত্যহঙ্কারী স্তব্ধোঽবিনীতঃ। ননু তর্হি পরমেব কর্ম্ম কিং তদিতি কৃপয়া ত্বমেব ব্রূহীত্যত আহ—তদিতি। অন্যৎ পুনঃ কর্ম্মৈব নোচ্যত ইতি ভাবঃ। সেতি অন্যা পুনর্বিদ্যৈব নোচ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্ ! তুমি কিন্তু সেই সকল অনভিজ্ঞ জনের দ্বারা অধ্যাপিত (শিক্ষিত) হইয়া মহামূর্খই হইয়াছ, ইহা বলিতেছেন—'আস্তীর্য্য' ইতি। 'বৃহদ্বধাৎ'—অসংখ্য পশু বধ করিয়া, 'মানী' —আমি একজন 'মহাযজ্বা' (মহা যাগকারী) বলিয়া অহঙ্কারী হইয়াছ। 'স্তব্ধঃ'—তুমি অবিনীত। দেখুন —তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম কি ? তাহা আপনিই কৃপাপূর্ব্বক বলুন, ইহাতে বলিতেছেন—'তৎ নাবৈষি' —সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম তুমি জান না, 'হরিতোষং যৎ তদেব কর্ম্ম'—যাহার দ্বারা হরিতোষণ হয় (অর্থাৎ হরিকে তুষ্ট করা যায়), তাহাই কর্ম্ম, তাহা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম, কর্ম্মই নহে—এই ভাব। 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'—যাহার দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয়, তাহাই বিদ্যা, অন্য বিদ্যাকে বিদ্যাই বলা যায় না, (কারণ উহা অবিদ্যারই নামান্তর)—এই ভাব।। ৪৯ ।।

———

হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ।। ৫০ ।।

অন্বয়ঃ—হরিঃ দেহভৃতাং (প্রাণিনাম্) আত্মা স্বয়ম্ (এব) প্রকৃতিঃ (সর্ব্বেষাং কারণম্) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা চ) অতঃ তৎপাদমূলং (তৎ তস্য পাদমূলম্ এব) ইহ (সংসারে) নৃণাং শরণম্ (আশ্রয়ঃ) যতঃ (যস্মিন্ পাদাশ্রয়ণাৎ) ক্ষেমঃ (কালাদিভয়নিবৃত্তিঃ ভবতি) ।। ৫০ ।।

অনুবাদ—শ্রীহরি দেহধারি-জীবগণের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। তিনিই একমাত্র সকলের কারণ ও নিয়ন্তা। অতএব এই সংসারে তাঁহার পাদমূলই মনুষ্যগণের একমাত্র আশ্রয়ের বস্তু। শ্রীহরিচরণাশ্রয় হইতেই জীবের সকল প্রকার মঙ্গল হয় ।। ৫০ ।।

বিশ্বনাথ—দেহভৃতামাত্মেতি তত্তোষং বিনা স্বস্য কথং সন্তোষো ভবত্বিতি ভাবঃ। প্রকৃতিরীশ্বর ইতি প্রকৃতিপুরুষৌ সর্ব্বজগন্মাতা-পিতরাবপি হরিরেবেত্যর্থঃ ।। ৫০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেহভৃতাম্ আত্মা'—শ্রীহরিই সকল দেহধারী প্রাণিগণের আত্মা, তাঁহার সন্তোষ ব্যতীত নিজের (জীবাত্মার) কি করিয়া সন্তোষ হইতে পারে ?—এই ভাব। 'প্রকৃতিরীশ্বরঃ'—প্রকৃতি এবং পুরুষ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের মাতা-পিতাও শ্রীহরিই—এই অর্থ ।। ৫০ ।।

তথ্য—

তাহারে সে বলি 'বিদ্যা', 'মন্ত্র-অধ্যয়ন'।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন ।।
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বৃত্তি রয় ।।
'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে, সেই বিদ্যা সত্য কহে ।।
—চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ অঃ।

পড়ে কেনে লোক, কৃষ্ণভক্তি জানিবারে ?
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ?
—চৈঃ ভাঃ আদি ১২শ অঃ।

তাহারে সে বলি 'কর্ম্ম', 'ধর্ম্ম', 'সদাচার'।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে,—সম্মত সবার ।।
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ।

প্রভু কহে, কোন্ 'বিদ্যা'—বিদ্যামধ্যে সার ?
রায় কহে, 'কৃষ্ণভক্তি' বিনা 'বিদ্যা' নাহি আর ।।
—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ ।। ৫০-৫১ ।।

———

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি ।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ।।৫১।।

অন্বয়ঃ—যতঃ (যত্র ভগবতি) অণু অপি ভয়ং ন ভবতি। (যতঃ) সঃ বৈ (সঃ এব) প্রিয়তমঃ আত্মা। ইতি (যঃ) বেদ সঃ (এব) বিদ্বান্। যঃ (এবং) বিদ্বান্ সঃ (এব) গুরুঃ (সঃ এব) হরিশ্চ ।। ৫১ ।।

অনুবাদ—ভগবদ্ভজনে ভয়ের লেশমাত্রও নাই। কারণ ভগবান্‌ই সর্ব্বজীবের প্রিয়তম আত্মা—ইহা যিনি জানেন, তিনিই বিদ্বান্, যিনি বিদ্বান্ তিনিই গুরু, আর যিনি গুরু, তিনিই হরি হইতে অভিন্ন ।। ৫১ ।।

বিশ্বনাথ—স হরিরেব প্রিয়তম আত্মা অসৌ জীবস্তু প্রিয় এবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—যতো যদ্ভজনাৎ, অস্য জীবাত্মনস্তু স্বর্গাদিভোগপ্রদানরূপাত্তজনাদ্দুঃখ-

মেব ভবতীত্যর্থঃ। ইতি বিভেদেনৈবাত্মদ্বয়ং যো বেদ স এব বিদ্বাংস্ত্বয়া জ্ঞেয়ঃ। য এবং বিদ্বান্ স এব ত্বয়া গুরুরাশ্রয়ণীয়ঃ। য এবং গুরুঃ, স এব হরিস্ত্বয়োপাসনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স বৈ প্রিয়তমঃ'—সেই শ্রীহরিই প্রিয়তম আত্মা, আর জীব কিন্তু প্রিয়ই—এই অর্থ। তাহার কারণ—'যতঃ'—যাঁহার ভজনের দ্বারা লেশমাত্রও ভয় নাই। আর এই জীবাত্মার স্বর্গাদি ভোগপ্রদান-রূপ ভজন হইতে দুঃখই হইয়া থাকে—এই অর্থ। 'ইতি'—এই বিভেদের দ্বারাই আত্ম-দ্বয়কে যিনি জানেন, তিনিই বিদ্বান্. তাঁহাকেই তুমি জানিবে। যিনি এইরূপ বিদ্বান্, তিনিই তোমার গুরুরূপে আশ্রয়ণীয়। যিনি এই প্রকার গুরু, তিনিই হরি, তাঁহাকে তুমি উপাসনা করিবে—এই অর্থ। (অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীহরিরই প্রকাশ বলিয়া সেবা করিতে হইবে।) ॥ ৫১ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রশ্ন এবং হি সংছিন্নো ভবতঃ পুরুষর্ষভ।
অত্র মে বদতো গুহ্যং নিশাময় সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদ উবাচ,—(হে) পুরুষর্ষভ, এবং হি ভবতঃ প্রশ্নঃ সংছিন্নঃ (কৃতোত্তর দত্তোত্তরঃ ইতি) অত্র সুনিশ্চিতং (মহদ্ভিঃ নির্দ্ধারিতং) গুহ্যং (বেদৈঃ গোপিতং বদতঃ মে (মম বচনং) নিশাময় (শৃণু) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান করিলাম। এখন সাধু-সম্মত বেদগুহ্য আর একটী বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থমুপসংহরতি—প্রশ্নঃ সংছিন্নঃ পরিহৃতঃ। তদেবং পুরঞ্জনোপাখ্যানেন বৈরাগ্যভক্তিভ্যামাত্মন উদ্ধারপ্রকারমবগম্যাপি প্রস্থাপ্যমানৈর্দূতৈঃ পুত্রানানীয় রাজ্যেঽভিষিচ্য প্রব্রজিষ্যামীতি মনসি বিচারয়ন্তং রাজানমভিমৃশ্য তং সদ্য এব গৃহান্নিঃসারয়িতুং পুনর্হরিণরূপককথামাহ—অত্র বদতো মে গুহ্যং বচঃ শৃণু ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত কথার উপসংহার করিতেছেন—'প্রশ্নঃ সংছিন্নঃ'—প্রশ্ন পরিহৃত হইল (অর্থাৎ আপনি যাহা যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর আমি যথাযথ প্রদান করিলাম)। এই প্রকারে পুরঞ্জনের উপাখ্যানের দ্বারা বৈরাগ্য ও ভক্তি হইতে আত্মার উদ্ধারের প্রকার জানিয়াও, দূতগণকে পাঠাইয়া পুত্রদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব—এইরূপ মনে মনে বিবেচনাকারী রাজাকে বুঝিতে পারিয়া, (পরম কৃপালু দেবর্ষি নারদ) সদ্যই তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিবার জন্য পুনরায় হরিণের রূপকের দ্বারা বলিতে লাগিলেন—'অত্র বদতো মে'—এই বিষয়ে আমি একটি গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥

———

ক্ষুদ্রংচরং সুমনসাং শরণে মিথিত্বা
রক্তং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামসু লুব্ধকর্ণম্।
অগ্রে বৃকানসুতৃপোঽবিগণয্য যান্তং
পৃষ্ঠে মৃগং মৃগয় লুব্ধকবাণভিন্নম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষুদ্রংচরং (ক্ষুদ্রম্ অল্পং চরতীতি তথা-তং) সুমনসাং (পুষ্পাণাং) শরণে (আশ্রমে বাটিকায়াং) মিথিত্বা (মিথঃ পরস্পরং স্ত্রিয়া সহ মিলিত্বা তত্রৈব) রক্তম্ (আসক্তং) ষড়্ঙ্ঘ্রিগণসামসু (ষড়ঙ্ঘ্রয়ঃ ভ্রমরাঃ তেষাং গণাঃ তেষাং সামসু গীতেষু) লুব্ধকর্ণং (লুব্ধঃ কর্ণঃ যস্য তং) অসুতৃপঃ (পরেষাং মাংসাদিভিঃ স্বকীয়ান্ অসূন্ তর্পয়ন্তি যে তে অসুতৃপঃ তান্) বৃকান্ অগ্রে (গচ্ছতঃ অজ্ঞানাৎ) অবিগণয্য (অগণয়িত্বা) যান্তং (বিচরন্তং) পৃষ্ঠে (পৃষ্ঠতঃ) লুব্ধকবাণভিন্নং (লুব্ধকস্য ব্যাধস্য বাণেন ভিন্নং ভিন্নপ্রায়ং) মৃগং মৃগয় (অন্বেষয়) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনি ঐ ক্ষুদ্রসুখান্বেষী, পুষ্পোদ্যানে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাতে আসক্ত এবং ভ্রমর-গীতে লুব্ধকর্ণ ঐ মৃগটির বিষয় আলোচনা করুন। সে, পরপ্রাণ দ্বারা নিজের তৃপ্তি-সাধনকারী ব্যাঘ্র সকলকে সম্মুখে দেখিয়াও উহাদের প্রতি দৃক্-পাত না করিয়া চলিয়া যাইতেছে পশ্চাদ্ভাগে ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হ'তেও উহার আর অধিক বিলম্ব নাই। ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষুদ্রমিতি। মৃগং হরিণং মৃগয়স্ব বিপত্তিমজানন্তং সদ্য এব মরিষ্যন্তং অন্বেষয়। কীদৃশং ক্ষুদ্রং দূর্ব্বাদি যবসং চরতীতি তথা তম্—মুমাগম আর্ষঃ। সুমনসাং পুষ্পাণাং শরণে উদ্যানে মিথিত্বা স্ত্রিয়া সহ মিথুনীভূয় রক্তমাসক্তং, সামসু সঙ্গীতেষু, অগ্রে তং ভক্ষয়িতুমেব নিলীনান্ বৃকান্ অজ্ঞানাদেব অবিগণষ্য যান্তং পৃষ্ঠে তু নিলীয় বর্ত্তমানস্য লুব্ধকস্য বাণৈর্ভিন্নং ভিন্নপ্রায়ম্ অন্বেষয়। তেন শীঘ্রমিমং পুষ্পোদ্যানাদন্যত্র নয়, অন্যথা বৃকা লুব্ধকাশ্চৈনং হনিষ্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুদ্রম্ ইতি। 'মৃগং মৃগয় —মৃগয়স্ব'—হে মহারাজ! এই হরিণটিকে একবার নিজেই অন্বেষণ কর, যে হরিণ নিজের বিপত্তি না জানায় সদ্যই মৃতপ্রায় (মরণোমুখ), তাহার বিষয় একবার বিবেচনা কর। কি প্রকার মৃগ? তাহাতে বলিতেছেন—'ক্ষুদ্রংচরং'—ক্ষুদ্র, অতি সামান্য দূর্ব্বাদি ঘাস যে খাইতেছে, তাহাকে (পক্ষে—অতি তুচ্ছ বিষয়ভোগে যে লোলুপ), এখানে সমাসে মুম্ আগম আর্ষপ্রয়োগ। 'সুমনসাং শরণে'—পুষ্পসমূহের উদ্যানে, মিথিত্বা রক্তং'—স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া (মিথুনীভাবে) যে আসক্ত। 'অগ্রে বৃকান্'—তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্যই অগ্রভাগে লুক্কায়িত বৃকসকলকে, 'অবিগণয্য যান্তং'—অজ্ঞানবশতঃই গণনা (বিবেচনা) না করিয়া গমন করিতেছে (যে মৃগ, তাহাকে)। 'পৃষ্ঠে'—পৃষ্ঠভাগে লুক্কায়িতভাবে বর্ত্তমান ব্যাধের বাণের দ্বারা বিদ্ধ-প্রায় ঐ মৃগটিকে অবলোকন কর। অতএব শীঘ্রই এই মৃগটিকে পুষ্পোদ্যান হইতে অন্যত্র লইয়া যাও, নতুবা বৃকসকল ও ব্যাধগণ ইহাকে বধ করিবেই—এই ভাব। (প্রকৃতার্থে—ব্যাঘ্রাদির ন্যায় ভীষণ আয়ুর্হরণকারী অহোরাত্রাদি দ্বারা আক্রান্ত ও মৃত্যুপাশগ্রস্ত নিজেকে একবার মনে কর।) ॥ ৫৩ ॥

———

সুমনঃসমধর্ম্মাণাং স্ত্রীণাং শরণ আশ্রমে পুষ্প-মধুগন্ধবৎ ক্ষুদ্রতমং কাম্যকর্ম্মবিপাকজং কাম-সুখলবং জৈহ্ব্যৌপস্থ্যাদি বিচিন্বন্তং মিথুনীভূয় তদভিনিবেশিত-মনসং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামগীতবদতিমনোহরবনিতাদি-জনালাপেষ্বতিতরামতিপ্রলোভিতকর্ণমগ্রে বৃকযূথবদাত্মন আয়ুর্হরতোঽহোরাত্রান্তান্ কাল-লববিশেষান্ বিগণয্য গৃহেষু বিহরন্তং পৃষ্ঠত এবপরোক্ষমনুপ্রবৃত্তো লুব্ধকঃ কৃতান্তোঽন্তঃশরেণ যমিহ পরাবিধ্যতি তমিমমাত্মানমহো রাজন্ ভিন্নহৃদয়ং দ্রষ্টুমর্হসীতি যথা মৃগয়ুহতং মৃগমিতি ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—সুমনঃসমধর্ম্মণাং (সুমনোভিঃ সমানঃ ধর্ম্মঃ পরিণামবিরসত্বং যাসাং তাসাং) স্ত্রীণাং শরণে আশ্রমে (গৃহে) পুষ্পমধুগন্ধবৎ ক্ষুদ্রতমম্ (অতিতুচ্ছং) কাম্যকর্ম্মবিপাকজং (কাম্যকর্ম্মণাং বিপাকজং ফলরূপং) জৈহ্ব্যোপস্থ্যাদিকামসুখলবং বিচিন্বন্তম্ (অন্বেষয়ন্তং স্ত্রীভিঃ সহ) মিথুনীভূয় তদভিনিবেশিতমনসং (তাসু স্ত্রীষু এব অভিনিবেশিতং মনঃ যেন তং) ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামগীতবৎ অতিমনোহরবনিতাদিজনালাপেষু (অতিমনোহরেষু বনিতাপুত্রাদিজনালাপেষু) অতিতরাম অতিপ্রলোভিতকর্ণম্ (অতিপ্রলোভিতঃ কর্ণঃ যস্য তম্) অগ্রে বৃকযূথবৎ (অসুতৃপঃ) আত্মনঃ আয়ুর্হরতঃ অহোরাত্রান্ তান্ কাললববিশেষান্ অবিগণয্য গৃহেষু যান্তং (বিহরন্তং) পৃষ্ঠতঃ এষ পরোক্ষম্ অনুপ্রবৃত্তঃ লুব্ধকঃ কৃতান্তঃ (মৃত্যুঃ) যম্ ইহ অন্তঃ (অন্তঃকরণে হৃদয়ে) শরেণ পরাবিধ্যতি (দূরাদেব বেদ্ধুমিচ্ছতি) তম্ ইমম্ ভিন্ন হৃদয়ং (মৃতপ্রায়ং) আত্মানম্ অহো রাজন্, মৃগয়ুহতং (মৃগয়ুনা ব্যাধেন হতং) মৃগং যথা দ্রষ্টুমর্হসীতি ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যিনি অগ্রে সুখদ ও পরিণামে দুঃখজনক পুষ্পের ন্যায় সমান-ধর্ম্মশালিনী স্ত্রীগণের গৃহে কাম্যকর্ম্মজনিত যে পুষ্প—মধুগন্ধবৎ অতিশয় তুচ্ছ কাম সুখ লেশ,—তাহাই জিহ্বা ও উপস্থাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সতত অন্বেষণ করিতেছেন; যিনি স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাতে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন; যাঁহার কর্ণ, স্ত্রীপুত্রাদির মধুপঝঙ্কারবৎ মনোহর আলাপেই লুব্ধ হইয়াছে; মৃগের অগ্রে ঐ বৃকযূথের ন্যায় দিবারাত্র কাল যাঁহার আয়ু হরণ করিতেছে; তথাপি যিনি সে সকলের প্রতি দৃকপাত না করিয়া গৃহমধ্যেই বিহার করিতেছেন এবং ব্যাধতুল্য কৃতান্ত যাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ অলক্ষিতভাবে থাকিয়া দূর হইতে শরসন্ধান-পূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে

ইচ্ছা করিতেছেন, সেই মৃগের ন্যায় মরণোন্মুখ আত্মার বিষয় বিচার করুন্ ।। ৫৪ ।।

বিশ্বনাথ—শ্লোকমিমং প্রস্তুতং যোজয়ন্ ব্যাচষ্টে। অত্র সুমনসাং শরণে ইত্যস্য ব্যাখ্যা সুমনঃসমধর্ম্মণামিতি। পরিণাম-বিরসত্বাৎ নবমালিকাপুষ্পতুল্যানাং ক্ষুদ্রং চরন্তমিত্যস্য ব্যাখ্যা পুষ্পমধ্বিত্যাদি মিথিত্বেত্যস্য ব্যাখ্যা মিথুনীভূয় স্ত্রীভিঃ সহেতি শেষঃ। রক্তমিত্যস্য ব্যাখ্যা তাসু স্ত্রীষ্বেব অভিনিবেশিতশ্চিত্তং অসুতৃপ্ ইত্যস্য ব্যাখ্যা আয়ুর্হরত ইতি যান্তমিত্যস্য ব্যাখ্যা বিহরন্তমিতি অতিতরামিত্যস্যৈব বিশেষণং অন্তঃশরেণ অন্তর্নালিকায়াং গূঢ়েন শরেণ অলক্ষিতেন মরণব্যাপারেণেত্যর্থঃ। দ্রষ্টুমর্হসীতি দৃষ্ট্বা চ শীঘ্রমিমমঙ্গনাশ্রমাদ্বহিষ্কুরু। তদৈবান্তকহস্তাদসৌ বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ।। ৫৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই শ্লোকটিকে প্রকৃতার্থে যোজনা করতঃ ব্যাখ্যা করিতেছেন—এখানে পূর্ব্বশ্লোকের 'সুমনসাং শরণে'—ইহার ব্যাখ্যা 'সুমনঃসম-ধর্ম্মণাং' ইত্যাদি, পরিণামে বিরস বলিয়া নবমালিকা পুষ্পের তুল্য (রমণীগণের আশ্রমে থাকিয়া), 'ক্ষুদ্রং চরন্তং'—ইহার ব্যাখ্যা 'পুষ্প-মধু' ইত্যাদি, (অর্থাৎ পুষ্পমধু-গন্ধবৎ ক্ষণস্থায়ী এবং কাম্য কর্ম্মের পরিপাকজন্য যে যৎকিঞ্চিৎ কামসুখ, তাহাই জিহ্বা ও উপস্থাদি দ্বারা ভোগ করতঃ সতত অন্বেষণ করিতেছেন)। 'মিথিত্বা' ইহার ব্যাখ্যা স্ত্রীর সহিত মিলিত থাকিয়া। 'রক্তং'—ইহার ব্যাখ্যা, সেই রমণীগণেই অভিনিবেশিত (আসক্ত) চিত্ত যাহার, তাহাকে। 'অসুতৃপ্'—ইহার ব্যাখ্যা—'আয়ুর্হরতঃ' ইতি, অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় পরের বিনাশপটু অহোরাত্রাদি নিয়তঃ আয়ু হরণ করিতেছে। 'যান্তং'—গমন করিতেছে, ইহার ব্যাখ্যা—'বিহরন্তং'— বিহার করিতেছেন, (অর্থাৎ ঐ আয়ুঃক্ষয়াদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গৃহমধ্যেই, অর্থাৎ দেহেই অভিমানবশতঃ ভ্রমণ করিতেছেন)। 'অতিতরাম্'—ইহা 'বিহরন্তং' —ইহারই বিশেষণ (অর্থাৎ ভ্রমরকুলের সঙ্গীতের ন্যায় স্ত্রী-পুত্রাদির আলাপ শ্রবণে প্রলোভিত কর্ণ হইয়া সেই গৃহমধ্যেই অতিশয়রূপে বিহার করিতেছেন)। 'অন্তঃশরেণ'—হৃদয়ের অন্তর্নালিকায় গূঢ় শরের দ্বারা, অর্থাৎ অলক্ষিতভাবে মরণব্যাপারের দ্বারা (অর্থাৎ ব্যাধের ন্যায় কৃতান্ত পৃষ্ঠভাগে অলক্ষিতরূপে দূর হইতে শরসন্ধানপূর্ব্বক আত্মার বিনাশ করিবে যাহাকে), 'দ্রষ্টুম্ অর্হসি'—সেই মৃগকে তোমার দেখা উচিৎ, (অর্থাৎ এইরূপ তুমি ব্যাধহত হরিণের ন্যায় নিজেকে মনে কর)। এখানে নির্ভিন্নহৃদয় আত্মাই, অর্থাৎ তুমি নিজেই ব্যাধহত হরিণ, ইহা মনে কর)। এইরূপ দেখিয়া শীঘ্রই ইহাকে রমণীগণের আশ্রম হইতে বাহিরে লইয়া যাও, তাহা হইলেই ঐ হরিণ (অর্থাৎ তুমি) অন্তকের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইবে—এই ভাব ।। ৫৪ ।।

স ত্বং বিচক্ষ্য মৃগচেষ্টিতমাত্মনোঽন্ত-
শ্চিত্তং নিযচ্ছ হৃদি কর্ণধুনীঞ্চ চিত্তে।
জহ্যঙ্গনাশ্রমমসত্তমযূথগাথং
প্রীণীহি হংসশরণং বিরম ক্রমেণ ।। ৫৫ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ ত্বং মৃগচেষ্টিতং বিচক্ষ্য (কথিতমৃগবৃত্তান্তেন আত্মানং মৃগপ্রায়ং বিচার্য্য) আত্মনঃ অন্তঃ হৃদি চিত্তং নিযচ্ছ (স্থাপয়)। চিত্তে কর্ণধুনীঞ্চ (কর্ণয়োঃ শ্রবণয়োঃ ধুনীং নদীম্ ইব স্থিতাং ধ্বনিনা নদীমিব শ্রূয়মাণাং কর্ম্মসু রুচ্যুৎপাদিকামর্থভাবাত্মিকাং শ্রুতিম্) অসত্তমযূথগাথম্ (নিযচ্ছ কর্ম্মসুরুচিং তজ্জেত্যর্থঃ) (অসত্তমানাম্ অতিকামুকানাং যানি যূথানি তেষাং গাথা বার্ত্তা যস্মিন্) অঙ্গনাশ্রমং (গৃহাশ্রমং) জহি (ততঃ) হংসশরণং (হংসানাং শুদ্ধানাং জীবানাং শরণম্ ঈশ্বরং) প্রীণীহি (প্রসাদয় এবং) ক্রমেণ (সংসার-দুঃখাৎ) বিরম (নিবৃত্তঃ ভব) ।। ৫৫ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনি মৃগের চেষ্টিত বিষয় বিচার করিয়া আত্মাতে চিত্ত সন্নিবেশ করুন্ এবং কর্ণানন্দদায়িনী কলনাদিনী স্রোতস্বিনীস্বরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় ফলশ্রুতিতে আসক্তি পরিত্যাগ করুন্ আর কামুকগণের অসদ্বার্ত্তায় মুখরিত গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবকুলের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরিতে প্রীতিস্থাপন করুন্ এবং ক্রমে ক্রমে সংসারপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হউন্ ।। ৫৫ ।।

বিশ্বনাথ—ব্যঞ্জিতমর্থমভিধয়াপি স্পষ্টমাহ—স ত্বমিতি। বিচক্ষ্যেত্যার্ষ্যং বিচার্য্য অন্তর্হৃদি চিত্তং মনো

নিযচ্ছ কর্ণয়োর্ধুনীং নদীমিব "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদিফলশ্রুতিং চিত্তে নিযচ্ছ লীনীকুর্ব্বিতি ফলশ্রুতেবিচারাসহত্বেন বৈয়র্থ্যাদিতি ভাবঃ। হংসানাং শরণং পর্ণশালাং ভগবন্তং প্রতি প্রীণীহি প্রীণয়েতি বা ক্রমেণ বিষয়ানন্দাদ্বিরম্ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্যঞ্জিত অর্থই অভিধার দ্বারা স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—'স ত্বম্' ইত্যাদি। 'বিচক্ষ্য'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ (চক্ষ্ ধাতুর ল্যপ্ প্রত্যয়ে আখ্যায় পদ হয়), বিচারপূর্ব্বক দেখিয়া (অর্থাৎ তোমার নিজের হৃদয়ে আত্মার মৃগতুল্য চেষ্টার বিষয় চিন্তা করিয়া), 'চিত্তং নিযচ্ছ'—তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে মনকে নিরুদ্ধ কর এবং 'কর্ণধুনীং চ'—শ্রবণদ্বয়ের নদীস্বরূপ, 'আমরা সোমপান করিব এবং অমর হইব'—ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি চিত্তে লীন করিয়া দাও, কারণ ঐরূপ ফলশ্রুতি বিচারাসহ এবং বৈয়র্থ্য, এই ভাব। 'হংস-শরণং'—হংস অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণের শরণ বলিতে আশ্রয়, পর্ণশালাতে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি স্থাপন কর এবং ক্রমশঃ বিষয়ের আনন্দ হইতে বিরত হও ॥ ৫৫ ॥

মধ্ব—চিতির্বুদ্ধিরিতি জ্ঞেয়া চিত্তং তু স্মৃতিকারণম্—ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৫৫ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

শ্রুতমন্বীক্ষিতং ব্রহ্মন্ ভগবান্ যদভাষত।
নৈতজ্জানন্ত্যুপাধ্যায়াঃ কিং ন ব্রূয়ুর্বিদুর্যদি ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্, (নারদ), ভগবান্ ভবান্ যৎ (আত্মতত্ত্বম্) অভাষত (তন্ময়া) শ্রুতম্ অন্বীক্ষিতং (বিচারিতঞ্চ চ) এতৎ (ত্বদুক্তম্ আত্মতত্ত্বম্) উপাধ্যায়াঃ (যে মম কর্ম্মোপদেষ্টারঃ আচার্য্যাঃ) ন জানন্তি। যদি বিদুঃ (জানন্তি তর্হি) কিং ন ব্রূয়ুঃ (কথং নোপদিষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ) ॥৫৬॥

অনুবাদ—রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম এবং আপনার কথিত বিষয় বিচার করিয়া দেখিলাম যে, আমার কর্ম্মোপদেষ্টা গুরুগণও জানিতেন না। যদি তাঁহারা উহা জানিতেন, তবে কেন আমাকে বলিলেন না? ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্ভবানভাষত তৎশ্রুতম্ অনু পশ্চাদীক্ষিতং বিচার্য্য সাক্ষাৎকৃতং চ। যে মুনয়োঽত্রত্যা মাং কর্ম্মাধ্যাপয়ন্তি তে এতন্ন জানন্তি; যদি চ জানন্তি তর্হি কিং ন ব্রূয়ুরতোঽদ্যারভ্য ত্বমেব মে গুরুরভূরিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রুতম্ অনু ঈক্ষিতং'—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলাম এবং 'অনু'—পরে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। এখানে যে মুনিগণ আমাকে কর্ম্মের উপদেশ করিতেন, তাঁহারা ইহা (আপনার কথিত আত্মতত্ত্ব) জানিতেন না, যদি জানিতেন, তবে কেন আমাকে বলেন নাই? অতএব আজ হইতে আপনিই আমার গুরু হইলেন—এই ভাব ॥ ৫৬ ॥

———

সংশয়োঽত্র তু মে বিপ্র সংছিন্নস্তৎকৃতো মহান্।
ঋষয়োঽপি হি মুহ্যন্তি যত্র নেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্র! অত্র (আত্মতত্ত্বে) তু তৎকৃতঃ (উপাধ্যায়কৃতঃ তদ্বাক্যবিরোধেন অসম্ভাবনারূপঃ) মহান্ সংশয়ঃ মে (মম আসীৎ সঃ ত্বয়া) সংছিন্নঃ (নিরস্তঃ)। যত্র (যেষু) ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ন (প্রভবন্তি, যে জিতেন্দ্রিয়া ইত্যর্থঃ, তে) ঋষয়ঃ অপি মুহ্যন্তি এব ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র! আমার কর্ম্মোপদেষ্টা গুরুগণের বাক্যের সহিত আপনার বাক্যের বিরোধ হওয়াতে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-বিষয়ে অসম্ভাবনারূপ আমার যে মহান্ সংশয় ছিল, তাহা আপনি বিশেষরূপে ছিন্ন করিলেন। তদ্বিষয়ে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণেরও মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তৎকৃত উপাধ্যায়কৃতঃ তদ্বাক্যবিরোধেন ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যেষ্বসম্ভাবনারূপো যঃ সংশয় আসীৎ স ত্বয়া বিশেষেণ প্রকর্ষেণ সম্যক্প্রকারেণ ছিন্নঃ, যত্র যেষু ইন্দ্রিয়বৃত্তয়োঽপি ন প্রভবন্তি, যে জিতেন্দ্রিয়া ইত্যর্থঃ। তে ঋষয়োঽপি হি নিশ্চিতং মুহ্যন্তি মোহাদেব কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি মদ্বিধান্ কর্ম্ম কারয়ন্তি চ তর্হি মদ্বিধানাং কা বার্ত্তেতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব 'তৎকৃতঃ সংশয়ঃ'—আমার উপাধ্যায়গণকৃত যে সংশয়, অর্থাৎ তাঁহা-

দের বাক্যের বিরোধে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যবিষয়ে অসম্ভাবনারূপ আমার যে সন্দেহ ছিল, তাহা আপনি সম্যক্‌প্রকারে ছিন্ন করিয়াছেন। 'যত্র'—যে অধ্যাত্মতত্ত্বে ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তিসমূহও প্রবেশ করিতে পারে না। 'ঋষয়ঃ'—যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, সেই সকল ঋষিগণও নিশ্চয়ই তাহাতে বিমুগ্ধ হন, যেহেতু মোহবশতঃই তাঁহারা কর্ম্ম করেন এবং আমাদের ন্যায় ব্যক্তিকে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের মত লোকের কি অবস্থা?—এই ভাব ॥ ৫৭ ॥

কর্ম্মণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায় তম্।
অমুত্রান্যেন দেহেন জুষ্টানি স যদশ্নুতে ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (দেহেন) ইহ (অস্মিন্ লোকে) পুমান্ কর্ম্মাণি আরভতে (করোতি) তম্ (অত্রৈব) বিহায় অমুত্র (স্বর্গনরকাদৌ লোকান্তরে) অন্যেন (কর্ম্মোপস্থাপিতেন) দেহেন জুষ্টানি (উপভুক্তানি) সঃ (জীবঃ) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—জীব ইহলোকে যে দেহ দ্বারা কর্ম্ম করেন, তাহা ইহলোকেই পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে স্বর্গ-নরকে ভিন্নদেহ লাভ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, কর্ম্মবর্ত্ম্যন্যোকঃ সংশয়ো বর্ত্ততে তমপি সংছিন্ধীত্যাহ—কর্ম্মাণি যেন দেহেন কুরুতে পুমান্ জীবস্তং দেহমিহৈব বিহায় অমুত্র লোকান্তরে অন্যেন দেহেন জুষ্টানি উপভুক্তানি স্বর্গনরকাদীনি অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ইতি বাদঃ শ্রূয়তে, স কথং সঙ্গচ্ছতে? ন হ্যন্যেন ক্রিয়তেঽন্যেন ভুজ্যতে ইত্যুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর, এই কর্ম্মমার্গে আমার একটি সংশয় রহিয়াছে, তাহাও আপনি কৃপাপূর্ব্বক ছেদন করুন, ইহা বলিতেছেন—'কর্ম্মাণি' ইত্যাদি। জীব এই পৃথিবীতে যে দেহের দ্বারা কর্ম্ম করে, সেই দেহ এইখানেই পরিত্যাগ করিয়া, 'অমুত্র'—পরলোকে (কর্ম্মোপস্থাপিত) অন্য দেহের দ্বারা, 'জুষ্টানি'—উপভোগ্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি ফল ভোগ করিয়া থাকে—এই কথা শোনা যায়, তাহা কিপ্রকারে সম্ভব? এক দেহের দ্বারা কর্ম্ম করে, আর অপর দেহের দ্বারা তাহার ফলভোগ করে—ইহা সঙ্গত হইতে পারে না, এই ভাব ॥ ৫৮ ॥

ইতি বেদবিদাং বাদঃ শ্রূয়তে তত্র তত্র হ।
কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে ॥৫৯॥

অন্বয়ঃ—যৎ ইতি বেদবিদাং বাদঃ তত্র তত্র (শাস্ত্রে) শ্রূয়তে হ (প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ ইতি শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ ইতি কর্ত্তৃভোক্তৃদেহভেদেন কৃত নাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ কথং সঙ্গচ্ছতে? সংশয়ান্তরম্ আহ)। প্রোক্তং (বেদোক্তং) কর্ম্ম (যজ্ঞাদি) যৎ (জনৈঃ) ক্রিয়তে (তচ্চ নিরন্তরক্ষণে এব) পরোক্ষম্ (অদৃশ্যং সৎ) ন প্রকাশতে। (অতঃ কর্ম্মণঃ নষ্টত্বাৎ তদ্ভোগঃ অপি অতি দুর্ঘটঃ ইতি) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—বেদবিদ্‌গণের বাক্যে ইহাও শুনা যায় যে, বেদোক্ত কর্ম্ম যাহা করা যায়, তাহা পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহার ফলভোগ কিরূপে সম্ভব হয়? ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—সংশয়ান্তরমাহ—কর্ম্ম প্রোক্তং বেদোক্তং ক্রিয়তে জনৈঃ। তচ্চ সমনন্তরক্ষণ এব পরোক্ষং স্যাত্তজ্জন্যমদৃষ্টং যত্তস্যাপি সত্ত্বে প্রমাণাদর্শনাত্তদপি ন প্রকাশতে, অতো লোকান্তরে কথং তৎফলস্য ভোগ ইতি ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর সংশয়—'কর্ম্ম প্রোক্তং', জীবগণ বেদোক্ত যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহা পরক্ষণেই পরোক্ষ (অর্থাৎ অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়ের অগোচর) হইয়া যায় এবং তজ্জনিত যে অদৃষ্ট, তাহারও বিদ্যমানতার কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না বলিয়া, তাহাও প্রকাশ পায় না, অতএব (অর্থাৎ ঐ কর্ম্ম যদি নষ্ট হইয়াই গেল, তাহা হইলে) লোকান্তরে কি প্রকারে তাহার ফলের ভোগ ঘটিবে? ॥ ৫৯ ॥

তথ্য—গীঃ ৪।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৫৯ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

যেনৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত্র তৎ পুমান্।
ভুঙ্‌ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদ উবাচ,—হি (যস্মাৎ) পুমান্ (জীবঃ ইহ) যেনৈব (মনঃপ্রধানেন লিঙ্গেন লিঙ্গদেহেন করণভূতেন) কর্ম্ম আরভতে (করোতি) তেনৈব লিঙ্গেন (লিঙ্গদেহেন) অব্যবধানেন (অবিশ্লিষ্টেন) স্বয়ম্ অমুত্র (পরলোকে স্বর্গনরকাদৌ) তৎ (তৎকর্ম্মফলং সুখদুঃখাদি) ভুঙ্ক্তে (অতঃ স্থূলদেহনাশে অপি মনঃপ্রধানস্য লিঙ্গদেহস্য অনাশাৎ ন উক্তদোষপ্রসঙ্গঃ ইতি)॥ ৬০॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন,—জীব স্থূলদেহ দ্বারা যে সমস্ত কর্ম্ম করেন, বাসনাময় লিঙ্গদেহই তাহার মূল কারণ। স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলেও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না। সেই লিঙ্গদেহই স্বর্গ-নরকাদিতে ফলভোগ করিয়া থাকে॥ ৬০॥

বিশ্বনাথ—প্রথমস্যোত্তরমাহ—যেনৈবেতি লিঙ্গেন লিঙ্গদেহেন মনসা মনঃ-প্রধানেন পাপপুণ্যয়োর্মনঃ-প্রধানৈরিন্দ্রিয়ৈরেব করণাৎ তৎফলয়োঃ স্বর্গনরকয়োরপীন্দ্রিয়ৈরেব ভোগাৎ ন বিদ্যতে ব্যবধানং যস্য তেনাব্যবধানেন লিঙ্গেনেতি স্থূলদেহস্য তত্র ব্যবধায়কত্বাশক্তেঃ॥ ৬০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'যেনৈব' ইত্যাদি। 'লিঙ্গেন মনসা'—মনঃপ্রধান লিঙ্গদেহের দ্বারা (জীব সেই সেই কর্ম্মভোগ করিয়া থাকে)। পাপ ও পুণ্য সেই মনঃপ্রধান ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই করা হয় বলিয়া, তাহার ফল যে স্বর্গ ও নরক, তাহাও সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভোগ হয়। 'অব্যবধানেন'—যাহার মধ্যে কোন ব্যবধান (অর্থাৎ কর্ত্তা ও ভোক্তার কোন বিচ্ছেদ) নাই—এইজন্য সেই ব্যবচ্ছেদ-শূন্য মনঃপ্রধান লিঙ্গদেহের দ্বারা কর্ম্মভোগ হইয়া থাকে; সেখানে স্থূলদেহের কোন ব্যবধায়কত্ব (ব্যবধান-কর্ত্তৃত্ব) সম্ভব নহে, (অর্থাৎ যদিও স্থূলদেহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি লিঙ্গদেহের ধ্বংস না হওয়াতে তাহা দ্বারাই ফলভোগ হইয়া থাকে)॥ ৬০॥

———

শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা।
কর্ম্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা॥৬১॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ (প্রাণী) শয়ানম্ ইমং (জাগ্রদ্দেহং) শ্বসন্তং (জীবন্তং) উৎসৃজ্য (তদভিমানম্ ত্যক্ত্বা) তাদৃশেন (শয়ানদেহসদৃশেন দেহেন) ইতরেণ বা (অন্যেন পশ্বাদি দেহেন বা) আত্মনি (মনসি সংস্কাররূপেণ) আহিতং কর্ম্ম (কর্ম্মফলং সুখদুঃখাদিকং) যথা ভুঙ্ক্তে তদ্বৎ। (যথা স্বপ্নে জাগ্রদ্দেহাভাবে অপি দেহান্তরেণ ভোগে ন কাপি অনুপপত্তিঃ তথা লোকান্তরে অপি ভোগে ন কাপি অনুপপত্তিঃ ইতি ভাবঃ)॥ ৬১॥

অনুবাদ—(লিঙ্গদেহে কিরূপে বিষয়ভোগ হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন—) জাগ্রদ্দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বপ্নাবস্থায় জীব যেরূপ মনঃ-কল্পিত দেব, মনুষ্য অথবা পশুদেহে বিষয়ভোগ করেন, তদ্রূপ স্বর্গাদি লোকেও জীব কর্ম্মফলানুসারে স্বপ্নসদৃশ দেহ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৬১॥

বিশ্বনাথ—লিঙ্গদেহেনৈব যদ্যপি কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বে ভবতস্তদপি স্থূলদেহং বিনা ন সিদ্ধ্যত ইতি চেৎ সত্যং, স তু স্থূলদেহো যঃ কশ্চন কর্ম্মণৈবোপস্থাপ্যতে ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—শয়ানমিমং জাগ্রদ্দেহং শ্বসন্তং জীবন্তমুৎসৃজ্য তদভিমানং ত্যক্ত্বা আত্মনি মনসি সংস্কাররূপেণাহিতং কর্ম্ম যথা ভুঙ্ক্তে তাদৃশেন শয়ানদেহসদৃশেন কর্ম্মোপস্থাপিতেন স্থূলদেহেন অন্যেন বা পশ্বাদিদেহেন তথা লোকান্তরেঽপীতি ভাবঃ॥ ৬১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, লিঙ্গদেহের দ্বারাই যদিও কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব হইয়া থাকে, তথাপি স্থূলদেহ ব্যতীত উহা সিদ্ধ হয় না, তাহাতে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু সেই যে কোন স্থূলদেহ, কর্ম্মের দ্বারাই উপস্থাপিত হইতে পারে, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বুঝাইতেছেন—'শয়ানম্ ইমম্' ইত্যাদি। জাগ্রদবস্থায় এই যে দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এতদভিমানী জীব নিদ্রিত হইলে, 'শ্বসন্তম্ উৎসৃজ্য'—এই জীবন্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ তাহার অভিমান ত্যাগ করিয়া, 'আত্মনি আহিতং'—মনে (সেই স্বপ্নাবস্থায়) সংস্কাররূপে স্থিত কর্ম্ম যে প্রকারে ভোগ করে, 'তাদৃশেন'—সেই শয়ানদেহ-সদৃশ কর্ম্মোপস্থাপিত স্থূলদেহের দ্বারা, কিম্বা অন্য কোন পশ্বাদি দেহের দ্বারা তদ্রূপ লোকান্তরেও কর্ম্মভোগ করে, (অর্থাৎ মনোমধ্যে স্বপ্নাবস্থায় যেমন নিজদেহ বা

অন্যরূপ দেহদ্বারা কর্ম্মভোগ করে, তদ্রূপ ইহ জন্মের কর্ম্ম লোকান্তরেও ভোগ করে)—এই ভাব ॥ ৬১ ॥

মমৈতে মনসা যদ্যদসাবহমিতি ব্রুবন্ ।
গৃহ্ণীয়াৎ তৎ পুমান্ রাদ্ধং কর্ম্ম যেন পুনর্ভবঃ ॥৬২॥

অন্বয়ঃ—(পুত্রাদয়ঃ) অসৌ অহং (ব্রাহ্মণঃ) ইতি ব্রুবন্ (দেহাত্মাভিমানযুক্তঃ সন্) মম এতে (এতন্মৎ ফলসাধনত্বাৎ মদর্থমিদং কর্ম্ম) ইতি মনসা যৎ যৎ (কর্ম্ম) গৃহ্ণীয়াৎ (কুর্য্যাৎ) তত্তৎ কর্ম্ম রাদ্ধং (সিদ্ধং) (কর্ম্মণো বিনাশোঽপি কর্ম্মণঃ শক্তিরীশ্বরস্য নিগ্রহানুগ্রহরূপা-সিদ্ধ্যেব ইত্যর্থঃ) পুমান্ (গৃহ্ণাতি) ; যেন (কর্ম্মণা এবম্ অহঙ্কারগৃহীতেন) পুনর্ভবঃ (ভবতি । অন্যথা জন্মানুপপত্তেঃ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি ক্ষত্রিয়'—এইরূপ দেহাত্মাভিমানী জীব "এই কর্ম্ম আমার হিতসাধক"—এইরূপ মনে করিয়া যে সকল কর্ম্ম করেন, সেই সকল কর্ম্ম বিনাশী হইলেও কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরকর্ত্তৃক তিনি যথাযোগ্য কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন। কর্ম্মাভিমান দ্বারা জীবের পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—স্থূলদেহে কেবলমভিমানমাত্রং তেন চ যৎ সহায়কং জীবস্য তদ্দর্শয়তি মমৈতে যাগাঃ স্বর্গফলা ইতি। অয়মহং কর্ম্ম করোমীতি ব্রুবন্ মনসা যদ্যদ্দেহং স্থূলং গৃহ্ণীয়াদভিমানবিষয়ী কুর্য্যাৎ। ততো দেহাদ্রাদ্ধং সিদ্ধং কর্ম্মৈব সলিঙ্গো জীবো গৃহ্ণীয়াৎ, ন তু তং স্থূলদেহং প্রয়োজনাভাবাদেবেতি ভাবঃ। ততশ্চ তেন কর্ম্মণৈবমহঙ্কারগৃহীতেন পুনর্ভবো ভবতি অন্যথা জন্মানুপপত্তেঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থূলদেহে কেবল অভিমানমাত্রই এবং তাহার দ্বারা জীবের যাহা সহায়ক, তাহা দেখাইতেছেন—'মম এতে', আমার এইসকল যজ্ঞ স্বর্গফলের প্রাপক ইত্যাদি। 'অসৌ অহম্ ইতি ব্রুবন্' —এই যে আমি কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বলিয়া, মনে মনে যে যে স্থূলদেহ গ্রহণ করে, অর্থাৎ অভিমানের বিষয়ীভূত করে, 'তৎ রাদ্ধং'—তারপর সেই অভিমানী স্থূলদেহ হইতে সিদ্ধ কর্ম্মই লিঙ্গদেহের সহিত জীব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই স্থূলদেহকে নহে, যেহেতু তাহার কোন প্রয়োজন নাই—এই ভাব। তারপর এইরূপ অহঙ্কার-গৃহীত কর্ম্মের দ্বারাই জীবের পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে, তাহা না হইলে জন্মের প্রাপ্তি হইতে পারে না, (অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্ম অহঙ্কারদ্বারা পরিগৃহীত হওয়াতে তদ্দ্বারাই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে।) ॥ ৬২ ॥

যথানুমীয়তে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ ।
এবং প্রাগ্দেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥৬৩॥

অন্বয়ঃ—যথা উভয়ৈঃ (জ্ঞানকর্ম্মরূপৈঃ) ইন্দ্রিয়েহিতৈঃ (ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈহিতৈঃ যুগপৎ অপ্রবৃত্তৈঃ) চিত্তম্ (অনুমীয়তে ; কদাচিৎ কুচিৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তিভিঃ চ অনুমীয়তে। সত্যপি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধে যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তেঃ। তদুক্তম্ অক্ষপাদেন—"যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম্" ইতি) এবং চিত্তবৃত্তিভিঃ প্রাগ্দেহজং কর্ম্ম (পুণ্যপাপাত্মকং) লক্ষ্যতে (অনুমীয়তে) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—যেমন ইন্দ্রিয়সকলের জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ দ্বিবিধ চেষ্টা দ্বারা চিত্তের অনুমান করা যায়, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তি দ্বারা পূর্ব্বদেহজ কর্ম্মসকলের অনুমান হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ পৃষ্টং কর্ম্মণস্তৎকাল এব নষ্টত্বান্নামুত্রভোগ ইতি তত্রাহ—যথেতি। উভয়ৈর্জ্ঞানকর্ম্মরূপৈরিন্দ্রিয়াণামীহিতৈর্যুগপদনুত্থিতৈশ্চিত্তমনুমীয়তে সত্যপি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধে যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তেঃ ; তদুক্তমক্ষপাদেন— "যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্" ইতি। তস্মাদ্যদা যেনেন্দ্রিয়েণ মনসো যোগস্তদা তস্যেন্দ্রিয়স্যৈব বিষয়জ্ঞানমিতি। এবমেব চিত্তস্য সর্ব্বাভির্বৃত্তিভির্যুগপদনুদ্ভূতাভিঃ পূর্ব্বদেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে। যেন যেন কর্ম্মণা যদা যদা যা যা চিত্তবৃত্তির্জ্জ্যাতে, সা সৈব ভদ্রা অভদ্রা ব্যাপ্যুস্তবতীত্যর্থঃ। তেন কর্ম্মণঃ সমনন্তরক্ষণ এবোপরতত্বেঽপি তৎসংস্কারস্তদ্রূপস্তিষ্ঠেদেবেতি সিদ্ধান্তো দর্শিতঃ ॥৬৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মসকল তৎকালেই (পরক্ষণেই) নষ্ট হইলে, পরলোকে তাহার ফলভোগ কিরূপে হইবে ?'—এই যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। 'উভয়ৈঃ' —উভয় জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়সকলের যুগপৎ

অনুত্থিত চেষ্টার দ্বারা চিত্তের অনুমান করা যাইলেও, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয়সম্বন্ধে যুগপৎ জ্ঞান কখন উৎপত্তি হয় না। যেমন অক্ষপাদ (নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতম) বলিয়াছেন—'যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিই মনের চিহ্ন।' অতএব যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়েরই বিষয়-জ্ঞান হইয়া থাকে। এইপ্রকারেই চিত্তের যুগপৎ অনুদ্ভূত বৃত্তি-গুলির দ্বারা পূর্ব্বদেহজ কর্ম্ম লক্ষিত হয়। যে যে কর্ম্মের সহিত যখন যখন যে যে চিত্তবৃত্তি যুক্ত হয়, ভদ্রই হউক অথবা অভদ্রই হউক, সেই সেই কর্ম্মই উদ্ভূত হয়। ইহাতে কর্ম্ম পরক্ষণে বিনষ্ট হইলেও, সেই কর্ম্মের সংস্কার সেইরূপই থাকে—এই সিদ্ধান্ত দর্শিত হইল, (অর্থাৎ যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের বৃত্তির দ্বারা জীবের চিত্তবৃত্তি, উহা ভাল কি মন্দ অনুমান করা যায়, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তির দ্বারাই জীবের পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মসকলের অনুমান করিতে পারা যায়।) ॥ ৬৩ ॥

———

নানুভূতং ক্ব চানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্।
কদাচিদুপলভ্যেত যদ্রূপং যাদৃগাত্মনি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—অনেন (বর্ত্তমানেন) দেহেন ক্ব (কুত্রচিদপি) নানুভূতং (যৎ অনুপভুক্তম্) অদৃষ্টম্ অশ্রুতং চ যদ্রূপং (যদাত্মকং) যাদৃক্ (যৎপ্রকারঞ্চ তৎ) কদাচিৎ (অপি স্বপ্নমনোরথাদিষু) আত্মনি (মনসি) উপলভ্যেত (স্ফুরতি) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—এ দেহ দ্বারা যে প্রকার বস্তু পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, কিম্বা যে বস্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, তাহা কখনও কখনও স্বপ্ন-মনোরথাদিতে উদয় হয় ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স্থূলদেহনাশেহপি লিঙ্গদেহো যন্ন নশ্যতীত্যেতৎ কথং প্রতীমস্তত্রাহ—নানুভূতমিতি দ্বাভ্যাম্। অনেন বর্ত্তমানেন দেহেন ক্বচিৎ চ কদাপি অননুভূতং অনুপভুক্তং অদৃষ্টঞ্চাশ্রুতঞ্চ পূর্ব্বদেহগতং বস্তু স্বপ্নমনোরথাদৌ উপলভ্যেত তচ্চ যদ্রূপং যাদৃক্ যৎ প্রকারকঞ্চ আত্মনি মনসি উপলভ্যেত ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থূলদেহ নাশ হইলেও যে (বাসনাময়) লিঙ্গদেহ নষ্ট হয় না, তাহা কি প্রকারে বুঝিব? তাহাতে বলিতেছেন—'ন অনুভূতম্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা। 'অনেন'—এই বর্ত্তমান স্থূলদেহের দ্বারা যে বস্তু কোন সময়ে কোন প্রকারেই অননুভূত (অনুভূত হয় নাই), অর্থাৎ অনুপভুক্ত, অদৃষ্ট বা অশ্রুত পূর্ব্বদেহগত বস্তু স্বপ্ন ও মনোরথাদিতে উপলব্ধি হয়, এবং উহা যেরূপ ও যে প্রকার, তাহাই 'আত্মনি'—মনে উপস্থিত হয়, (অর্থাৎ এই স্থূল দেহ দ্বারা কোথাও যে বস্তু যে প্রকার যৎস্বরূপ, তাহা সেই প্রকারে তৎস্বরূপে অনুভব বা শ্রবণ করা হয় নাই, এইরূপ বস্তু কখন কখনও স্বপ্নাদি অবস্থায় আত্মাতে, অর্থাৎ মনে উদয় হইয়া থাকে।) ॥ ৬৪ ॥

———

তেনাস্য তাদৃশং রাজন্ লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্।
শ্রদ্ধৎস্বাননুভূতোঽর্থো ন মনঃ স্প্রষ্টুমর্হতি ॥৬৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তেন (হেতুনা) অস্য লিঙ্গিনঃ (বাসনাশ্রয়স্য জীবস্য) তাদৃশং (তদনুভবাদিযুক্তং) দেহসম্ভবং (পূর্ব্বদেহসম্ভবং) শ্রদ্ধৎস্ব (নিশ্চয়েন মন্যস্ব। যতঃ) অননুভূতঃ অর্থঃ মনঃ স্প্রষ্টুং (মনসি স্ফুরিতুং) নার্হতি ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে রাজন্, বাসনাময় লিঙ্গ-দেহাশ্রয়ি-জীবের তাদৃশ অনুভূতি যে পূর্ব্বদেহসম্বন্ধ-জনিত—ইহা নিশ্চয়ই জানিবে; কারণ, যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই, তাহা মনে স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্রূপং তাদৃগেব পূর্ব্বদেহসম্ভবং লিঙ্গিনোঽস্য জীবস্য শ্রদ্ধৎস্ব নিশ্চয়েন মন্যস্ব। হে রাজন্, নহ্যননুভূতোঽর্থো মনঃ স্প্রষ্টুং মনসি স্ফুরিতুমর্হতি, তস্মাদ্বাল্যে দৃষ্ট-শ্রুতং বস্তু যথা বার্দ্ধক্যে স্ফুরতি তথৈব পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-স্থূলদেহগতমেতদ্দেহস্থে মনসি স্ফুরতি চেত্তদেবেদং মনো নান্যদিতি জানীয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সেই প্রকার অনুভবাদি পূর্ব্বদেহ-সম্ভূত 'লিঙ্গিনঃ'—বাসনাশ্রয় জীবের, ইহা 'শ্রদ্ধৎস্ব'—বিশ্বাস কর, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে মনে কর।

কারণ হে রাজন্ ! কখনই অননুভূত বিষয়, 'ন মনঃ স্প্রষ্টুম্ অর্হতি'—মন স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ মনে স্ফুরিত হইতে পারে না। এইজন্য বাল্যে দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তু যেরূপ বার্দ্ধক্যে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব-স্থূলদেহ-গত বিষয়ই, বর্ত্তমান দেহস্থিত মনে যদি স্ফুরিত হয়, তবে উহা মনই, অন্য কিছু নহে, ইহা জানিবে—এই ভাব ॥ ৬৫ ॥

মন এব মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপাণি শংসতি।
ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—মনুষ্যস্য মনঃ এব পূর্ব্বরূপাণি (উগ্রত্ব-শান্তত্বাদিভিঃ ঔদার্য্যকার্পণ্যাদিভিঃ চ বৃত্তিভিঃ লিঙ্গৈঃ অয়ং পূর্ব্বম্ অপি ঈদৃশঃ পশ্চাৎ অপি এবম্ এব ভবিষ্যতি ইতি) শংসতি (জ্ঞাপয়তি)। তথা ভবিষ্যতঃ (পুনঃ উৎপদ্যানাস্য অপি এবং রূপঃ ভবিষ্যতীতি ভাবীনি রূপাণি শংসতি)। তথা এব ন ভবিষ্যতঃ (নীচত্বং মোক্ষং বা প্রাপ্স্যতঃ ভাবীনি রূপাণি শংসতি। অতএব মনোময়ং লিঙ্গশরীরং এব ন পুনঃ জায়তে এবং নিশ্চয়ে) তে (তব) ভদ্রং (ভবিষ্যতি ইতি আশিষা অভিনন্দতি বিশ্বাসার্থম্)॥৬৬

অনুবাদ—অতএব হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক্। মনই জীবের, উগ্র-শান্তাদি স্বভাবানুসারে "ইনিই পূর্ব্বে এইরূপ ছিলেন, পরে এইরূপ প্রাপ্ত হইবেন বা হইবেন না"—এই প্রকার পূর্ব্ব ও পর-রূপসকলের প্রকাশক ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, মনোবৃত্তৈব পূর্ব্বাপরাণ্যশুভানি শুভানি চ শরীরাণি জ্ঞায়ন্ত ইত্যাহ—মন এব কর্তৃ উগ্রত্ব-শান্তত্বাদিভিঃ কার্পণ্যৌদার্য্যাদিভিশ্চ মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপাণি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শরীরাণি পূর্ব্বমপ্যয়মেবাসীদিতি শংসতি কথয়তি; ভবিষ্যতশ্চ তস্য ভাবীনি শরীরাণি এবমেবায়ং ভবিষ্যতীতি তথা জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-দৃষ্ট্যা পূর্ব্বমপ্যস্য শমদমাদ্যাসীৎ ন ভবিষ্যত ইতি পুনর্ন জনিষ্যমাণস্যাস্য মুক্তির্ভবিষ্যতীতি মন এব জ্ঞাপয়ত্যত একমেব মনোময়ং লিঙ্গ-শরীরং ন পুনঃ পুনর্জাতমিত্যর্থঃ। ভদ্রন্ত ইত্যেতৎ ত্বং বুদ্ধ্যস্বেতি কৃপয়া আশীর্ব্বাদঃ ॥ ৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, মনোবৃত্তির দ্বারাই পূর্ব্বজীবনের এবং পরজীবনের অশুভ ও শুভ শরীর-সমূহ অবগত হওয়া যায়, ইহা বলিতেছেন—'মনঃ এব মনুষ্যস্য' ইত্যাদি। মনই কর্ত্তা, উহা উগ্রত্ব, শান্তত্ব প্রভৃতি এবং কৃপণতা, উদারতা প্রভৃতির দ্বারা মানুষের 'পূর্ব্বরূপাণি'—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরসকল, অর্থাৎ পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি এই রকমই ছিল, ইত্যাদি বলিয়া দেয়, 'ভবিষ্যতঃ চ'—এবং ভবিষ্যৎ শরীরও তাহার এই প্রকারই হইবে (ইহাও প্রকাশ করে)। সেইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির দর্শনে পূর্ব্বেও এই ব্যক্তির শম, দমাদি ছিল—ইহা জ্ঞাপন করে। 'ন ভবিষ্যতঃ'—পুনরায় এই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ না করিয়া মুক্তিই লাভ করিবে, ইত্যাদি—ঐ মনই জানাইয়া দেয়। একটীই মনোময় লিঙ্গশরীর, উহা কিন্তু বার বার উৎপন্ন হয় না, এই অর্থ। 'ভদ্রং তে'—তোমার মঙ্গল হউক অর্থাৎ তুমি অবগত হও, ইহা কৃপা-পূর্ব্বক দেবর্ষির আশীর্ব্বাদ ॥ ৬৬ ॥

অদৃষ্টমশ্রুতঞ্চাত্র ক্বচিন্মনসি দৃশ্যতে।
যথা তথানুমন্তব্যং দেশকালক্রিয়াশ্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র (লোকে) ক্বচিৎ (স্বপ্নাদ্যবস্থা-বিশেষে) অদৃষ্টং (দর্শনানর্হম্) অশ্রুতং (শ্রবণা-নর্হং চ) মনসি দৃশ্যতে (স্ফুরিতং) যথা (যেন প্রকারেণ দৃশ্যং) তথা (এব) দেশকালক্রিয়াশ্রয়ং (তৎ) অনুমন্তব্যম্। (যথা অন্যদেশাশ্রয়ং সমুদ্রা-দিকং পর্ব্বতাগ্রে, নিশাশ্রয়ং নক্ষত্রাদিকং দিবা, অভ্যঙ্গাদি ক্রিয়াশ্রয়ং শিরশ্ছেদনাদিকং নিদ্রাদোষেণ এব প্রতীয়তে ইতি অনুমন্তব্যম্। পয়স্যাপি তদনুপ-পত্তেস্তুল্যত্বাৎ)॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—নিদ্রাদোষে যেমন পর্ব্বতোপরি সমুদ্র, দিবসে নক্ষত্র প্রভৃতি অসম্ভব বিস্ময়াদির প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ কখন কখন অদৃষ্ট, অশ্রুত বিষয়ও যে মনোমধ্যে উদিত হয়, তাহা দেশ, কাল ও ক্রিয়াশ্রয়জনিতই জানিতে হইবে ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কথং কদাচিদ্দর্শনানর্হমপি স্বপ্নে প্রতীয়তে যথা, পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্রঃ, দিবা নক্ষত্রাণি, স্ব-শিরশ্ছেদ ইত্যাদীন্যত আহ—অদৃষ্টং দর্শনানর্হম্, অশ্রুতং শ্রবণানর্হং যথা যেন প্রকারেণ দৃশ্যতে তথা

তেনৈব প্রকারেণ দেশকালক্রিয়াশ্রয়ং তত্তদনুমন্তব্যম্। তত্র অন্যদেশাশ্রয়ঃ সমুদ্রঃ পর্ব্বতাগ্রে। নিশাশ্রয়ং নক্ষত্রাদিকম্ দিবা। অভ্যঙ্গাদিক্রিয়াশ্রয়ং শিরঃ খলু ছেদনক্রিয়ায়াং ধাতুবৈষম্যপ্রযুক্তয়া স্বপ্নগতয়া ভ্রান্ত্যা প্রতীতম্ ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—কি প্রকারে কখন কখন দর্শনের অযোগ্য বস্তুও স্বপ্নমধ্যে প্রতীত হয়, যেমন—পর্ব্বতের অগ্রভাগে সমুদ্র, দিবাতে নক্ষত্রসমূহ, নিজের শিরশ্ছেদ প্রভৃতি ? তাহাতে বলিতেছেন—'অদৃষ্টম্ অশ্রুতং চ', দর্শন ও শ্রবণের অযোগ্য বিষয়ও যে প্রকারে মনোমধ্যে প্রকাশমান হয়, সেই প্রকারেই 'দেশ-কাল-ক্রিয়াশ্রয়ম্'— দেশ, কাল ও ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ বুদ্ধিস্থিত হয়, উহা 'তথা অনুমন্তব্যং', সেই সেই রূপেই স্বীকার করিতে হইবে। সেখানে অন্যদেশাশ্রয় সমুদ্র পর্ব্বতের শিরোদেশে, নিশাশ্রয় নক্ষত্রাদি দিবাভাগে এবং স্নানাদি ক্রিয়ার আশ্রয় মস্তক ছেদনক্রিয়াতে ধাতুবৈষম্যহেতু স্বপ্নাবস্থায় ভ্রান্তিবশতঃই উহা প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

———

সর্ব্বে ক্রমানুরোধেন মনসীন্দ্রিয়গোচরাঃ।
আয়ান্তি বহুশো যান্তি সর্ব্বে সমনসো জনাঃ ॥৬৮॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) সর্ব্বে জনাঃ সমনসঃ (অনেকজন্মসঞ্চিতাদৃষ্টসংস্কৃতমনোযুক্তাঃ অতঃ শুভাশুভাদৃষ্টবশাৎ) ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ) ক্রমানুরোধেন (সুখদুঃখপ্রদপুণ্যপাপানুসারেণ ক্রমেণ) বহুশঃ (যূথশশ্চ) সর্ব্বে (এব) মনসি আয়ান্তি (স্ফুরন্তি) যান্তি (বিস্মৃতাশ্চ ভবন্তি। অতঃ ন অত্যন্তাদৃষ্টচরঃ কস্যাপি কশ্চিদর্থঃ অস্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—বহুজন্মের সংস্কারবিশিষ্ট মন সর্ব্বজীবেরই আছে। শব্দাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয় পাপপুণ্যাদি কর্ম্মফলানুসারে বহুবিধ। মনোমধ্যে সকল বিষয়েরই স্মরণ এবং বিস্মরণ হইয়া থাকে ॥৬৮॥

বিশ্বনাথ—একেনৈব লিঙ্গদেহেন পরঃ সহস্রান্ স্থূলদেহান্ প্রবিশ্য কালভেদেন এক এব যঃ কোঽপি জীবঃ সর্ব্বানেব বিষয়ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাহ—সর্ব্বে ইতি। সমনসঃ সলিঙ্গদেহাঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একমাত্র লিঙ্গদেহের দ্বারাই সহস্র সহস্র স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া কালভেদে একই যে কোন জীব সকল বিষয়ই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বে' ইতি। 'সমনসঃ'—বলিতে লিঙ্গদেহের সহিত, (সকল বস্তুই জীবের অনুভূত হয়, কিছুই অননুভূত নাই, জন্মান্তরে প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের অনুভবগোচর হয়—এই অর্থ।) ॥ ৬৮ ॥

———

সত্ত্বৈকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি।
তমশ্চন্দ্রমসীবেদমুপরজ্যাবভাসতে ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বৈকনিষ্ঠে (সত্ত্বে এব একা নিষ্ঠে যস্য তস্মিন্) ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি (ভগবদ্ধ্যানপরে মনসি) ইদং (বিশ্বম্) উপরজ্য (সংযোগমিব প্রাপ্য) অবভাসতে। (প্রতীত্যনর্হস্যাপি কদাচিৎ প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ যথা) চন্দ্রমসি (উপরজ্য) তমঃ (রাহুঃ) ইব। (তদিদং শুদ্ধে মনসি সর্ব্ববিষয়স্ফুরণং যোগিপ্রত্যক্ষম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—শুদ্ধ সত্ত্বৈকনিষ্ঠ ভগবদ্ধ্যানপর-চিত্তে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবান্ যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে দর্শন করেন, সেইরূপ ভগবদিচ্ছায় তাঁহার ভক্তগণও সমগ্র বিশ্বকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাদৃশ প্রতীতি সর্ব্বকালিক না হইলেও গ্রহণকালে চন্দ্রের সহিত রাহুর মিলনের ন্যায় কদাচিৎ হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং সর্ব্বৈরপি সর্ব্বেঽর্থাঃ ক্রমেণ দৃশ্যন্ত ইত্যুক্তম্। ইদানীং যুগপদপি সর্ব্বদর্শনং কদাচিদ্ভবতীত্যাহ—সত্ত্বে শুদ্ধসত্ত্বে চিদ্বিভূতাবেব একা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্য্যস্য তথাভূতে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি সতি ইদং বিশ্বমুপরজ্য সংযোগমিব প্রাপ্যাবভাসতে ভগবান্ যথা বিশ্বং পশ্যতি তদা ত্বদিচ্ছাবশাত্তদ্ভক্তোঽপি পশ্যতি, যথা ব্রজেশ্বরী মৃদ্ভক্ষণলীলায়ামিত্যর্থঃ। প্রতীত্যনর্হস্যাঽপি কদাচিৎ প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ—চন্দ্রমসি উপরজ্য তমঃ রাহুরিব ॥ ৬৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে সকলেই সমস্ত

বস্তু ক্রমানুযায়ী অনুভব করিয়া থাকে—ইহা উক্ত হইল। এক্ষণে যুগপৎ সকল বস্তুর দর্শন কখনও কাহারও হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'সত্ত্বৈক-নিষ্ঠে'—শুদ্ধসত্ত্বে বলিতে চিদ্বিভূতিতেই সর্ব্বতোভাবে স্থিতি যাঁহার, তাদৃশ মনে, অর্থাৎ সত্ত্বৈকনিষ্ঠ ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ ভক্তজনের মন ভগবৎপার্শ্ববর্তী হইলে, 'ইদম্ উপরজ্যতে'—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব সংযুক্তের ন্যায় প্রকাশ পায়। শ্রীভগবান্ যেমন বিশ্বকে দর্শন করেন, তদ্রূপ তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ তদীয় ভক্তও বিশ্বকে দেখিয়া থাকেন, যেমন ব্রজেশ্বরী মা যশোমতী মৃত্তক্ষণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই তাঁহার মুখবিবরে নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন—এই অর্থ। প্রতীতির অযোগ্য হইলেও কদাচিৎ প্রতীতিতে দৃষ্টান্ত—'তমঃ চন্দ্রমসি ইব', রাহু যেমন নিজে অপ্রকাশ হইয়াও চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়॥ ৬৯॥

তথ্য—গীঃ ১১।১৩ ও ভাঃ ১০।৮।৩৬-৩৭ দ্রষ্টব্য ॥ ৬৯॥

নাহং মমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষে ব্যবধীয়তে।
যাবদ্ বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থ-গুণব্যূহো হ্যনাদিমান্ ॥৭০॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থ-গুণব্যূহঃ (বুদ্ধিশ্চ মনশ্চ অক্ষাঃ চ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাঃ পঞ্চতন্মাত্রানি ইত্যেবং ভূতঃ গুণব্যূহঃ গুণকার্য্যরূপঃ) অনাদিমান্ (অনাদিঃ লিঙ্গদেহঃ) যাবৎ (বর্ত্ততে) হি (নিশ্চিতমেতৎ) অহং মম ইতি অয়ং ভাবঃ (স্থূলদেহসম্বন্ধঃ) পুরুষে (জীবে) ন ব্যবধীয়তে (ন বিচ্ছিন্নঃ ভবতি) ॥ ৭০॥

অনুবাদ—বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় (পঞ্চতন্মাত্র) ও গুণসকলের পরিণাম লিঙ্গদেহ, যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত জীবের "আমি" ও "আমার" ভাবরূপ স্থূলদেহসম্বন্ধ দূর হয় না॥ ৭০॥

বিশ্বনাথ—তদেবং স্থূলদেহনাশেঽপি লিঙ্গদেহস্যানাশাদন্যঃ কর্ত্তান্যো ভোক্তেতি দোষো নাস্তীত্যুক্তম্। তথৈবং শঙ্কতে—ননু লিঙ্গদেহস্য স্থূলদেহদ্বারেণৈব কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বে দৃশ্যেতে, ন তু কেবলস্য, তত্র কদাচিৎ স্থূলদেহাভাবে জীবস্য কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবান্মুক্তিঃ প্রসজ্জেতেতি তত্রাহ—নাহমিতি, অহং-মমেতি ভাবঃ স্থূলদেহসম্বন্ধঃ, পুরুষে জীবে ন ব্যবধীয়তে ন বিচ্ছিন্নো ভবতি; কিং পর্য্যন্তম্?—বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থরূপো গুণব্যূহো গুণপরিণামো লিঙ্গং যাবদস্তি। নন্বয়ং কদারভ্য প্রবৃত্তস্তত্রাহ—অনাদিমান্ অবিজ্ঞাতাদিকালঃ ॥ ৭০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলেও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না বলিয়া, একজন কর্ত্তা অন্য জন ভোক্তা—এইরূপ দোষ নাই, ইহা উক্ত হইল। তদ্বিষয়ে এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন—দেখুন, লিঙ্গদেহের স্থূলদেহ-দ্বারাই কর্ত্তৃত্ব হইয়া থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র লিঙ্গদেহের নহে। তাহা হইলে কোন সময়ে স্থূলদেহের অভাবে জীবের কর্ত্তৃত্বাদির অভাববশতঃ মুক্তি হইতে পারে, তাহাতে বলিতেছেন—'নাহম্ ইতি'—'আমি, আমার' ইত্যাকার অভিমান, অর্থাৎ স্থূলদেহের সম্বন্ধ, 'পুরুষে ন ব্যবধীয়তে'—জীবের বিচ্ছিন্ন হয় না। কি পর্য্যন্ত? তাহাতে বলিতেছেন—'যাবদ্ বুদ্ধি-মনোঽক্ষার্থ-গুণব্যূহঃ'—যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও গুণের পরিণাম থাকে। দেখুন—ইহা কত কাল হইতে আরম্ভ হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে? তাহাতে বলিতেছেন—'অনাদিমান্'—ইহার আদি কাল অবিজ্ঞাত (জানা যায় না)॥ ৭০॥

সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু প্রাণায়নবিঘাততঃ।
নেহতেঽহমিতি জ্ঞানং মৃত্যুপ্রজ্বারয়োরপি ॥ ৭১॥

অন্বয়ঃ—সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু (সুপ্তৌ মূর্চ্ছায়াম্ উপতাপে ইষ্টবিয়োগাদিজনিতে অত্যন্তদুঃখে) মৃত্যু-প্রজ্বারয়োঃ অপি (মৃত্যৌ মরণসময়ে প্রজ্বারে অত্যন্ত জ্বরাবেশদশায়াং চ) প্রাণায়নবিঘাততং (প্রাণায়নানাম্ জীবানাং বিঘাততঃ সঙ্কোচাৎ) অহং (মম) ইতি জ্ঞানং ন ঈহতে (ন স্ফুরতি)॥ ৭১॥

অনুবাদ—নিদ্রা, মূর্চ্ছা, উপতাপ অর্থাৎ আত্যন্তিক ক্লেশ এবং মৃত্যুকালে প্রবলজ্বরাবস্থায় জীবের জ্ঞান অতিশয় সঙ্কোচিত হয় বলিয়া তৎকালে "এই দেহই আমি" এরূপ বুদ্ধির স্ফূর্তি হয় না॥ ৭১॥

বিশ্বনাথ—ননু লিঙ্গদেহসদ্ভাবে এব পরঃ সহস্রাণাং স্থূলদেহানাং নাশ উদ্ভবশ্চ যথা ভবতি তথা স্থূল-

দেহসদ্ভাবেঽপি প্রতিসুষুপ্তিঃ সূক্ষ্মদেহানাং নাশং সুষুপ্ত্যন্তে চোদ্ভবঞ্চ কথং ন ব্রূমস্তত্রাহ—সুপ্তীতি দ্বাভ্যাম্। উপতাপ ইষ্টবিয়োগাদিদুঃখং সুপ্তাদিষু প্রাণানাম্ অয়নম্ ইন্দ্রিয়েষু সঞ্চলনং তস্য বিঘাতাৎ বিঘাতজন্যাদিন্দ্রিয়াণাং স্বস্বব্যাপারাসামর্থ্যাৎ অহমিতি জ্ঞানং অহঙ্কারঃ অহমমুক ইতি জ্ঞানং নেহতে ন প্রকাশতে তত্র সুষুপ্তৌ মন আদিসর্ব্বেন্দ্রিয়েষু প্রাণ-সঞ্চারণাভাবঃ স্বপ্নে বহির্জ্ঞানেন্দ্রিয়েষ্বেবেতি জ্ঞেয়ম্। মৃত্যুপ্রজ্বারাভ্যাং জনিতে কষ্টেঽপি সুষুপ্ত্যাদিষু যথা পূর্ব্বং বিঘাতাধিক্যং ন তু লিঙ্গস্যাভাবঃ ॥ ৭১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, লিঙ্গ-দেহের সদ্ভাবেই যেমন সহস্র সহস্র স্থূলদেহের নাশ ও উদ্ভব হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্থূলদেহের সদ্ভাবেও সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মদেহের নাশ ও উদ্ভব হয়—এইরূপ কিজন্য না বলিব? তাহাতে বলিতেছেন—'সুপ্তি' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে। উপতাপ বলিতে ইষ্টবিয়োগাদি-জনিত দুঃখ, নিদ্রাদি কালে 'প্রাণায়ন-বিঘাততঃ'—প্রাণসকলের অয়ন বলিতে ইন্দ্রিয়সমূহে সঞ্চালন, তাহার বিঘাতহেতু (লয়হেতু), অর্থাৎ বিঘাতজনিতই ইন্দ্রিয়সকলের স্ব-স্ব-ব্যাপারে অসামর্থ্য-বশতঃ, 'অহম্ ইতি জ্ঞানং'—'আমি অমুক'—এই জ্ঞান, অর্থাৎ অহঙ্কার প্রকাশ পায় না। সুষুপ্তিতে মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ে প্রাণ-সঞ্চারণের অভাব, আর স্বপ্নে বহি-র্জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলে প্রাণ-সঞ্চারের অভাব বুঝিতে হইবে। মৃত্যু ও প্রবল জ্বরের দ্বারা কষ্ট উৎপন্ন হইলেও সুষুপ্তি প্রভৃতিতে যেরূপ পূর্ব্বে বিঘাতের আধিক্যই, কিন্তু ইহাতে লিঙ্গের (অহঙ্কারের) অভাব হয় না (অর্থাৎ নিদ্রাদি অবস্থায় অহঙ্কারের প্রকাশ না পাইলেও, তৎকালে উহা একেবারেই থাকে না—এরূপ বলা যাইতে পারে না।) ॥ ৭১ ॥

———

গর্ভে বাল্যেঽপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশবিধং তদা।
লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা ॥৭২॥

অন্বয়ঃ—যথা যূনঃ (তরুণস্য তত্তৎ ইন্দ্রিয়াধ্যাসাৎ অহং পশ্যামি, অহং শৃণোমি ইত্যেবমাদি যৎ) একাদশবিধং লিঙ্গম্ (অহঙ্কারঃ) দৃশ্যতে (তৎ) তদা গর্ভে বাল্যে অপি অপৌষ্কল্যাৎ (ইন্দ্রিয়াণাম্ অসম্পূর্ণত্বাৎ এব) ন দৃশ্যতে (ন প্রকাশতে)। কুহ্বাম্ (অমাবস্যায়াং সতঃ অপি) চন্দ্রমসঃ (লিঙ্গং রূপং যথা ন দৃশ্যতে, তদ্বৎ) ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—যুবাপুরুষের একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা লিঙ্গদেহ যেরূপ সুব্যক্ত হয়, গর্ভ ও বাল্যাবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়বর্গ অমাবস্যার চন্দ্রকলার ন্যায় অসম্পূর্ণ থাকে বলিয়া সেরূপভাবে প্রকাশিত হয় না ॥ ৭২ ॥

বিশ্বনাথ—অপৌষ্কল্যাৎ অসম্পূর্ণত্বাৎ ইন্দ্রিয়ায়-তনানামিতি শেষঃ। যূনস্তরুণস্য যদেকাদশবিধং একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ স্ফুটং লিঙ্গদেহমহঙ্কার-কারণং, তন্ন দৃশ্যতে; সতোঽপ্যনভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তঃ—কুহ্বামমা-বস্যায়াং চন্দ্রমসো লিঙ্গং রূপমিব ॥ ৭২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপৌষ্কল্যাৎ'—ইন্দ্রিয়ের আয়তনসমূহের অসম্পূর্ণত্ব-হেতু (অর্থাৎ গর্ভে ও বাল্যাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ না হওয়াতে ঐ অহঙ্কার সেইরূপ পরিলক্ষিত হয় না)। 'যূনঃ'—যেমন তরুণের দেহে একাদশবিধ (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, 'লিঙ্গং'—অহঙ্কারের কারণ লিঙ্গদেহ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, (তদ্রূপ বাল্যে ও গর্ভে দৃষ্ট হয় না)। কিন্তু অভিব্যক্তি (প্রকাশ) না হইলেও সেই অহঙ্কার থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত—'কুহ্বাং চন্দ্রমসঃ যথা'—অমাবস্যায় অতি-ক্ষীণ চন্দ্রকে যেরূপ দেখা যায় না (কিন্তু থাকে, সেইরূপ গর্ভে ও বাল্যাবস্থায় ঐ লিঙ্গদেহ (অহঙ্কার) থাকে—ইহা বুঝিতে হইবে।) ॥ ৭২ ॥

———

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা স্বপ্নে অর্থে (বিষয়ে) অবিদ্যমানে অপি (বিষয়াভাবেঽপি) অনর্থাগমঃ (ভবতি, তথৈব সুষুপ্তৌ লিঙ্গলয়েঽপি) বিষয়ান্ (রূপরসাদিবিষয়ান্) ধ্যায়তঃ অস্য (পুরুষস্য) সংসৃতিঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মসুখ-দুঃখাদি-সন্ততিঃ) ন নিবর্ত্ততে (ইতি ভাবঃ) ॥৭৩॥

অনুবাদ—(লিঙ্গশরীরে) বিষয়ধ্যানকারি-পুরুষের যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় বিষয়াদির অভাবসত্ত্বেও বিষয়গ্রহণ-রূপ অনর্থের উদয় হয়, তদ্রূপ লিঙ্গদেহাভাবেও (অর্থাৎ উহার সঙ্কোচাবস্থাতেও) জীবের সংসার

হইতে মুক্তি হয় না (সংসাররূপ অনর্থ বর্ত্তমান থাকে) ॥ ৭৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং সুষুপ্ত্যাদিষু লিঙ্গস্য বিঘাত এব, ন ত্বভাবঃ। যে চ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োর্লিঙ্গস্য প্রকৃতৌ লয়াদভাবমাহুস্তন্মতেঽপি জীবস্য তদা ন মুক্তিঃ, কিন্তু সংসার এবেতি সদৃষ্টান্তমাহ—অর্থে লিঙ্গশরীরে বিষয়ধ্যানাদনিবৃত্তস্য পুংসঃ স্বপ্নে বিষয়াভাবেঽপি বিষয়গ্রহণরূপস্যানর্থস্য যথা আগমনং, তথৈব সুষুপ্তৌ লিঙ্গলয়েঽপি অবিদ্যা-তৎসংস্কারাণামনপগমাৎ ন মুক্তিঃ, কিন্তু সংসার এবেত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ সুষুপ্তি প্রভৃতিতে লিঙ্গের (অহঙ্কারের) বিঘাতই, কিন্তু অভাব নহে। যাহারা সুষুপ্তি ও প্রলয়ে লিঙ্গদেহের প্রকৃতিতে লয়-হেতু, তাহার অভাব বলিয়া থাকেন, তাহাদের মতেও জীবের তখন মুক্তি হয় না, কিন্তু সংসারই থাকে—ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'অর্থে' ইত্যাদি। (অর্থ বলিতে বিষয়, বিষয়সকল বস্তুতঃ বিদ্যমান না থাকিলেও), লিঙ্গশরীরে বিষয়ের ধ্যান হইতে অনিবৃত্ত পুরুষের (অর্থাৎ বিষয় ধ্যানকারী পুরুষের) যেমন স্বপ্নে বিষয়ের অভাব হইলেও বিষয়গ্রহণরূপ অনর্থের আগমন হয় (অর্থাৎ যেরূপ স্বপ্নে বিষয়বিয়োগজনিত দুঃখের অনুভব হয়), সেইরূপ সুষুপ্তিতে লিঙ্গদেহের লয় হইলেও, অবিদ্যা এবং তাহার সংস্কারসকলের অনপগম-হেতু (অর্থাৎ তৎকালেও অবিদ্যা ও সংস্কার থাকে বলিয়া) মুক্তি হয় না, কিন্তু সংসারই বিদ্যমান থাকে, (অর্থাৎ বিষয়সকল না থাকিলেও জীবের সংসারনিবৃত্তি হয় না)—এই অর্থ ॥ ৭৩ ॥

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং পঞ্চবিধং (পঞ্চতন্মাত্রাত্মকং) ষোড়শবিস্তৃতম্ (একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ষোড়শাত্মনা বিস্তৃতং) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণকার্য্যভূতং যৎ) লিঙ্গং (লিঙ্গ-দেহঃ সঃ) এষঃ চেতনয়া যুক্তঃ 'জীবঃ' ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গদেহ চেতনের সহিত যুক্ত হইলেই তাহাকে 'জীব' বলা যায় ॥ ৭৪ ॥

বিশ্বনাথ—লিঙ্গশরীরমেব কিং তত্রাহ—এবমিতি। পঞ্চবিধং পঞ্চপ্রাণা বিধা বিদধতশ্চেষ্টাং কুর্ব্বন্তো যত্র তৎ। ত্রিবৃৎ ত্রিগুণং ষোড়শবিকারাত্মনা বিস্তৃতং জীবো লিঙ্গদেহঃ ॥ ৭৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লিঙ্গশরীরই বা কি? তাহাতে বলিতেছেন—'পঞ্চবিধং'—পঞ্চপ্রাণ যেখানে চেষ্টা করে, তাহা (অর্থাৎ চেষ্টাশীল পঞ্চতন্মাত্র), 'ত্রিবৃৎ'—বলিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ এবং 'ষোড়শ-বিস্তৃতং'—ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত জীবই লিঙ্গদেহ, (অর্থাৎ চেষ্টাশীল পঞ্চতন্মাত্র, গুণত্রয় এবং ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত লিঙ্গদেহ চেতনার সহিত সং-যুক্ত হইলেই তাহাকে জীব বলে।) ॥ ৭৪ ॥

মধ্ব---

প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ-ভেদেন ত্রিবিধং মতম্।
পঞ্চ পঞ্চৈব তে সর্ব্বে প্রাণা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ তথা তস্মাৎ পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
লিঙ্গং ষোড়শকং প্রাহুর্ম্মনসা সহ তৎপুনঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৭৪ ॥

অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি ॥৭৫॥

অন্বয়ঃ—অনেন (লিঙ্গদেহেন যুক্তঃ এব) পুরুষঃ (দেহী) দেহান্ (উচ্চাবচান্ দেব-তির্য্যগাদীন্) উপাদত্তে (গৃহ্ণাতি) বিমুঞ্চতি চ; অনেন (স্থূল-দেহেন) হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চ বিন্দতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই দেহী জীব স্থূল-দেহসকল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে এবং ইহার (স্থূল-দেহের) দ্বারাই হর্ষ, শোক ভয়, দুঃখ ও সুখাদি পাইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

যথা তৃণজলৌকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ।
ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্দেহাভিমতিং জনঃ ॥৭৬॥
যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্ম্মণাম্।
মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ঃ—যথা ইয়ং তৃণজলৌকাঃ (কীট-বিশেষঃ পূর্ব্বধৃততৃণস্য অত্যাগাৎ) নাপযাতি (তৎ তৃণং ত্যক্ত্বা ন গচ্ছতি), (তৃণান্তরস্য ধারণাৎ) অপযাতি (তৃণান্তরং গচ্ছতি চেতি প্রসিদ্ধং, তথা অয়ং) জনঃ (জীবঃ অপি) যাবৎ (এব উত্তর-দেহারম্ভকাণাং) কর্ম্মণাং ব্যবধানেন (বিশেষতো ধারণেন) অন্যং দেহং (সম্যক) ন বিন্দেত (ন লভতে, তাবৎ) ম্রিয়মাণঃ অপি প্রাগ্‌দেহাভিমতিং (পূর্ব্বশরীরে আত্ম-বুদ্ধিং) ন ত্যজেৎ (ন ত্যজতি) ; হে মনুষ্যেন্দ্র, মনঃ এব ভূতানাং ভবভাবনং (জন্মমরণাদি-সংসার-দুঃখস্য কারণম্) ।। ৭৬-৭৭ ।।

অনুবাদ—তৃণ-জলৌকা যেমন অন্য তৃণ অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বধৃত তৃণ পরিত্যাগ করে, তৎপূর্ব্বে করে না, সেইরূপ জীব ম্রিয়মাণ হইলেও পরদেহারম্ভক কর্ম্মসকলকে অবলম্বন করিয়া যাবৎ অন্যদেহ লাভ না করেন, তাবৎ পূর্ব্বদেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন না। হে নরনাথ, মনই জীবের সংসার-প্রাপ্তির কারণ ।। ৭৬-৭৭ ।।

বিশ্বনাথ— দেহত্যাগ-দেহান্তরপ্রবেশয়োর্মধ্যক্ষণেঽপ্যভিমানাবিচ্ছেদমাহ—যথেতি। নাপযাতি পূর্ব্বতৃণস্যাত্যাগাৎ অপযাতি চ তৃণান্তরধারণাৎ, কর্ম্মণামুত্তরদেহারম্ভকাণাম্, ব্যবধানেন বিশেষতো ধারণেন। প্রকরণমুপসংহরতি—মন এবেতি। ভবভাবনং সংসারহেতুঃ ।। ৭৬-৭৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহত্যাগ ও অন্য দেহে প্রবেশের মধ্যক্ষণেও অভিমানের অবিচ্ছেদ বলিতেছেন —'যথা' ইত্যাদি। 'নাপযাতি'—পূর্ব্বতৃণের ত্যাগ না করায় গমন করে না এবং 'অপযাতি'—অন্য তৃণ ধারণ করায় গমন করে (অর্থাৎ তৃণ-জলৌকা (জোঁক) যেমন অপর তৃণ ধারণ না করিয়া পূর্ব্বতৃণ একেবারে পরিত্যাগ করে না)। 'কর্ম্মণাং'—পরবর্ত্তী দেহারম্ভক কর্ম্মসমূহের, 'ব্যবধানেন'—বিশেষরূপে ধারণহেতু। প্রকরণ উপসংহার করিতেছেন—'মনঃ এব' ইতি। 'ভব-ভাবনং'—সংসারের হেতু (অর্থাৎ মনই জীবের সংসারের কারণ) ।। ৭৬-৭৭ ।।

যদাক্ষৈশ্চরিতান্ ধ্যায়ন্ কর্ম্মাণ্যাচিনুতেঽসকৃৎ।
সতি কর্ম্মণ্যবিদ্যায়াং বন্ধং কর্ম্মণ্যনাত্মনঃ ।। ৭৮

অন্বয়ঃ—যদা অবিদ্যায়াং (বিষয়েচ্ছায়াং) অনাত্মনঃ (দেহাদেঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ভবতি, তস্মিন্) কর্ম্মণি সতি (তন্নিমিত্তকঃ ভোগঃ ভবতি, ততশ্চ) অক্ষৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) চরিতান্ (উপভুক্তান্ বিষয়ান্ মনসা) ধ্যায়ন্ (পুনঃ বিষয়প্রাপ্তি-হেতুভূতানি) অসকৃৎ কর্ম্মাণি আচিনুতে (করোতি, তদা তস্মিন্) কর্ম্মণি (সতি,) বন্ধঃ (অস্য জীবস্য সংসারবন্ধং ভবতি) ।। ৭৮ ।।

অনুবাদ—বিষয়-বাসনা হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্ম কৃত হইলে জীব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার ফলভোগ করেন এবং সেই সকল বিষয় মনের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিতে থাকেন, এই কর্ম্ম হইতেই জীবের বন্ধন হয় ।। ৭৮ ।।

বিশ্বনাথ—কেন প্রকারেণেত্যত আহ—যদেতি। চরিতান্ উপভুক্তান্ পদার্থান্ যতঃ কর্ম্মণি একস্মিন্নপি বীজরূপে স্থিতে সতি অবিদ্যায়াং সত্যাম্ অনাত্মনো দেহাদেঃ কর্ম্মণি বন্ধো ভবতি ।। ৭৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিপ্রকারে মনই কারণ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। 'চরিতান্'—পূর্ব্ব উপভুক্ত পদার্থসমূহ। যেহেতু 'কর্ম্মণি'—একটিও বীজরূপ কর্ম্ম থাকিলেও, 'অবিদ্যায়াম্'—অবিদ্যা বিদ্যমান থাকায়, 'অনাত্মনং কর্ম্মণি'—অনাত্মা দেহাদি কর্ম্মে বন্ধ হয়, (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে যে বিষয় উপভুক্ত হয়, তাহা ধ্যান করিয়াই জীব, পুনঃ পুনঃ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া থাকে, কারণ—কর্ম্ম থাকিলেই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান থাকে, আর অবিদ্যা থাকিলেই অনাত্মা দেহাদি কর্ম্মে নিবদ্ধ হয়।) ।। ৭৮ ।।

অতস্তদপবাদার্থং ভজ সর্ব্বাত্মনা হরিম্।
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ ।। ৭৯ ।।

অন্বয়ঃ—যতঃ (হরেঃ সকাশাৎ বিশ্বস্য) স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়াঃ (ভবন্তি), তদাত্মকং (তদধীন-সত্তাকং) বিশ্বং পশ্যন্ অতঃ (হেতোঃ) তদপবাদার্থং (তস্য অবিদ্যাধ্যাসস্য অপবাদার্থং) সর্ব্বাত্মনা হরিং ভজ ।। ৭৯ ।।

নুবাদ—শ্রীভগবান্ হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি,

স্থিতি ও লয় হইতেছে, সুতরাং এই বিশ্বকে ভগবানের অধীনরূপে দর্শন কর এবং অবিদ্যা দূর করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্ শ্রীহরির ভজনা কর ॥ ৭৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ভাগবতমুখ্যো ভগবান্ নারদো হংসয়োর্গতিম্ ।
প্রদর্শ্য নৃপমামন্ত্র্য সিদ্ধলোকং ততোঽগমৎ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ভাগবতমুখ্যঃ (ভাগবতেষু মুখ্যঃ) ভগবান্ নারদঃ (প্রাচীনবর্হিষি) হংসয়োঃ (জীবেশ্বরয়োঃ) গতিং (তত্ত্বং) প্রদর্শ্য (নিরূপ্য) নৃপং (রাজানম্) আমন্ত্র্য (পৃষ্ট্বা চ) ততঃ (স্থানাৎ) সিদ্ধলোকম্ অগমৎ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর,) মহাভাগবত ভগবান্ নারদ এই প্রকার জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ উপদেশ করিয়া রাজাকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সিদ্ধলোকে গমন করিলেন ॥ ৮০ ॥

বিশ্বনাথ—হংসয়োর্জীবেশ্বরয়োঃ ॥ ৮০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হংসয়োঃ'—জীব ও ঈশ্বরের (গতি) ॥ ৮০ ॥

প্রাচীনবর্হী রাজর্ষিঃ প্রজাসর্গাভিরক্ষণে ।
আদিশ্য পুত্রানগমৎ তপসে কপিলাশ্রমম্ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাচীনবর্হিঃ (অপি) রাজর্ষি প্রজাসর্গাভিরক্ষণে (প্রজাসর্গস্য অভিরক্ষণে) পুত্রান্ আদিশ্য (পুত্রাণাম্ আদেশং মন্ত্রিণাম্ অগ্রে কথয়িত্বা) তপসে কপিলাশ্রমম্ অগমৎ (গতবান্) ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিও মন্ত্রিদিগের অগ্রে 'আমার পুত্রদিগকে প্রজাসৃষ্টি রক্ষা করিতে বলিও' এইরূপ আদেশ করিয়া তপস্যার্থে কপিলমুনির আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৮১ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রাণাদিশ্যেতি পুত্রাণামাদেশং মন্ত্রিণামগ্রে কথয়িত্বা পুত্রাণাং তদা তত্রানাগমনাৎ ॥ ৮১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রান্ আদিশ্য'—পুত্রদিগকে আদেশ প্রদান করিয়া, অর্থাৎ পুত্রগণের প্রতি আদেশবাক্য মন্ত্রিদিগের সমক্ষে বলিয়া, কারণ তৎকালে পুত্রগণ সেখানে আগমন করেন নাই ॥ ৮১ ॥

তত্রৈকাগ্রমনা ধীরো গোবিন্দচরণাম্বুজম্ ।
বিমুক্তসঙ্গোঽনুভজন্ ভক্ত্যা তৎসাম্যতামগাৎ ॥৮২॥

অন্বয়ঃ—তত্র (কপিলাশ্রমে) ধীরঃ একাগ্রমনাঃ বিমুক্তসঙ্গঃ (প্রাচীনবর্হিঃ) ভক্ত্যা গোবিন্দচরণাম্বুজম্ অনুভজন্ (অনুক্ষণং ভজন্ ধ্যায়ন্) তৎসাম্যতাম্ ভগবৎসারূপ্যমুক্তিম্) অগাৎ (প্রাপ্তবান্) ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—রাজা প্রাচীনবর্হি কপিলাশ্রমে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমস্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ভক্তির সহিত ভগবানের পাদপদ্ম অনুক্ষণ ভজন করিতে করিতে ভগবৎসারূপ্য লাভ করিলেন ॥ ৮২ ॥

বিশ্বনাথ—সাম্যতাং সাম্যং সারূপ্যম্ ॥ ৮২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাম্যতাং'—সাম্য, অর্থাৎ ভগবৎস্বারূপ্য লাভ করিলেন ॥ ৮২ ॥

এতদধ্যাত্মপারোক্ষ্যং গীতং দেবর্ষিণানঘ ।
যঃ শ্রাবয়েদ্ যঃ শৃণুয়াৎ স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে ॥৮৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, এতৎ দেবর্ষিণা গীতম্ অধ্যাত্মপারোক্ষ্যং (পরোক্ষেণ তত্ত্বমার্গং) যঃ শ্রাবয়েৎ, যঃ শৃণুয়াৎ, সঃ লিঙ্গেন (লিঙ্গদেহেন সংসারহেতুনা) বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, দেবর্ষি নারদ উপাখ্যানচ্ছলে যে আত্মতত্ত্বের কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা যিনি শ্রবণ করিবেন অথবা অপরকে যিনি শ্রবণ করাইবেন, তাঁহারা উভয়েই সংসারমূলে বাসনাময় লিঙ্গদেহ হইতে মুক্ত হইবেন ॥ ৮৩ ॥

এতন্মুকুন্দযশসা ভুবনং পুনানং
দেবর্ষিবর্য্যমুখনিঃসৃতমাত্মশৌচম্ ।
যঃ কীর্ত্ত্যমানমধিগচ্ছতি পারমেষ্ঠ্যং
নাস্মিন্ ভবে ভ্রমতি মুক্তসমস্তবন্ধঃ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়ঃ—দেবর্ষিবর্য্যমুখনিঃসৃতং (দেবর্ষিবর্য্যস্য নারদস্য মুখাৎ নিঃসৃতম্) এতৎ (আখ্যানং) মুকুন্দ-

যশসা (মুকুন্দস্য যশসা মাহাত্ম্যেন যুক্তম্ অতএব) ভুবনং পুনানং (পবিত্রয়ৎ) আত্মশৌচম্ (আত্মনঃ শৌচং শোধনং যস্মাৎ তৎ) পারমেষ্ঠ্যং (পরমাত্ম-পদপ্রাপকং মহদ্ভিঃ) কীর্ত্ত্যমানং যঃ (প্রাণী) অধিগচ্ছতি (সম্যগবধারয়তি, সঃ অপি) মুক্তসমস্তবন্ধঃ (সন্) অস্মিন্ ভবে (সংসারে) ন ভ্রমতি (মুক্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত এই উপাখ্যান ভগবান্ মুকুন্দের যশে পরিপূর্ণ, অতএব ইহা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। ইহা চিত্তের সংশোধক ও পরমাত্মপদপ্রাপক। যিনি ইহা কীর্ত্তন করিবেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, আর তাঁহাকে এ সংসারে ভ্রমণ করিতে হইবে না ॥ ৮৪ ॥

বিশ্বনাথ—এতদুপাখ্যানং মুকুন্দযশসা কর্ম্মাদিভ্যো ভক্ত্যুৎকর্ষরূপেণ ; তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রে-ত্যাদিনা ব্যঞ্জিতেন বা। পারমেষ্ঠ্যং পরমেষ্ঠিনঃ কর্ম্ম, পরমেষ্ঠিনাপ্যেতন্নিত্যং কীর্ত্ত্যত ইত্যর্থঃ ; তৎকৃতং বা ॥ ৮৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতৎ'—এই পুরঞ্জনোপাখ্যান, 'মুকুন্দ-যশসা'—কর্ম্মাদি হইতে ভক্তির উৎকর্ষরূপে শ্রীমুকুন্দের যশের দ্বারা যুক্ত। অথবা—'তস্মিন্ মহন্মুখরিতা' (৪০ শ্লোক), অর্থাৎ সাধুগণের মুখ-বিনির্গত ভগবান্ মধুসূদনের চরিত্ররূপ অমৃতধারাবাহিনী নদীর ন্যায়—ইত্যাদির দ্বারা ব্যঞ্জিত যশের দ্বারা। 'পারমেষ্ঠ্যং'—পরমেষ্ঠির কর্ম্ম, অর্থাৎ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাও নিত্যই ইহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—এই অর্থ। অথবা—'তৎকৃতং'—পরমেষ্ঠি-কৃত এই উপাখ্যান ॥ ৮৪ ॥

অধ্যাত্মপারোক্ষ্যমিদং ময়াধিগতমদ্ভুতম্ ।
এবং স্ত্রস্যাশ্রয়ঃ পুংসশ্ছিন্নোঽমুত্র চ সংশয়ঃ ॥৮৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রাচীনবর্হির্নারদ-সংবাদো নামৈকোন-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—ইদম্ অদ্ভুতম্ (অত্যদ্ভুতম্) অধ্যাত্ম-পারোক্ষ্যং ময়া (অপি গুরোঃ কৃপয়া) অধিগতং (নিঃসন্দিগ্ধং শ্রুতং তৎ তুভ্যং কথিতম্) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) স্ত্রিয়া (স্ত্রীবুদ্ধ্যা সহিতস্য) পুংসঃ আশ্রয়ঃ (অহঙ্কারঃ) ছিন্নঃ ভবতি, (তথা) অমুত্র (কর্ম্মফলভোগঃ কথমিতি) সংশয়ঃ (নিরস্তঃ) ॥৮৫॥

অনুবাদ—অতি চমৎকার, উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত এই আত্মতত্ত্বোপদেশ গুরুকৃপায় আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ; ইহার দ্বারা যোষিদ্‌বুদ্ধিযুক্ত আত্মার অহঙ্কার ছিন্ন হয় এবং স্বর্গাদিলোকে কিরূপে কর্ম্মফলভোগ হয়, এরূপ সন্দেহও দূরীভূত হয় ॥ ৮৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রী বুদ্ধিস্তৎসহিতস্যাশ্রয়োঽহঙ্কারঃ ; পক্ষে—গার্হস্থ্যলক্ষণঃ, অমুত্র কর্ম্মফলভোগঃ কথমিতি সংশয়শ্চ ছিন্নঃ ॥ ৮৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্থে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সস্ত্র্যাশ্রয়ঃ'—স্ত্রী বলিতে বুদ্ধি, তাহার সাহচর্য্যের যে আশ্রয় বলিতে অহঙ্কার, পক্ষে—গার্হস্থ্যলক্ষণ ধর্ম্ম। 'অমুত্র'—পরলোকে কর্ম্মফলভোগ কি প্রকারে হয়—এইরূপ সংশয়ও ছিন্ন হইল। (অর্থাৎ ইহার দ্বারা জীবের ইহ ও পরকালের বিষয়াত্মিকা বুদ্ধির সহবাসজনিত সংশয় (অহঙ্কার) ছিন্ন হইয়া যায়।) ॥ ৮৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২৯ ॥

তথ্য—২৯।৮৫ শ্লোকের পর 'পদরত্নাবলী'-টীকায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যানুগ শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজতীর্থ এই শ্লোক-দুইটিকে অতিরিক্ত পাঠরূপে ধরিয়াছেন,—

সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং সততং দেহপোষণে ।
অস্তি প্রজ্ঞা সমায়ত্তা কো বিশেষস্তদা নৃণাম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—(ইহ কর্ম্মভুবি) সর্ব্বেষাম্ এব জন্তূনাং সততং (সন্ততং) দেহপোষণে প্রজ্ঞা (বুদ্ধিঃ) সমায়ত্তা (সম্যগ্‌রূপেণ প্রাপ্তা) অস্তি, তদা নৃণাং (মনুষ্যাণাং) কঃ বিশেষঃ (ন কোঽপি বিশেষঃ অস্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—নিজের দেহ-গেহ-পোষণ-চেষ্টা পশুগণের মধ্যেও সর্ব্বদা দেখা যায়, সুতরাং তদ্বিষয়ে হরিবিমুখ মনুষ্যগণের সহিত তাহাদের পার্থক্য কোথায় ? ॥ ১ ॥

লব্ধ্বেহান্তে মনুষ্যত্বং হিত্বা দেহাদ্যসদ্‌গ্রহম্ ।
আত্মসৃত্যা বিহায়েদং জীবাত্মা স বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ অন্তে (বহুজন্মনামন্তে) মনুষ্যত্বং লব্ধ্বা (মমাহমিতি) দেহাদ্যসদ্‌গ্রহং (দেহাদ্যাত্মবুদ্ধিং) হিত্বা আত্মসৃত্যা (আত্মজ্ঞান-মার্গেণ) ইদং (শরীরং) বিহায় সঃ (সংসারী) জীবাত্মা বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বহুজন্মের পর পরমার্থসাধক মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, যিনি এই স্থূললিঙ্গদেহে 'আমি আমার' রূপ অসৎ অবগ্রহ ত্যাগ করেন, তিনি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করেন ॥ ২ ॥

৪।২৯।৭৯ শ্লোকের পর 'পদরত্নাবলী'-টীকায় শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজ কর্ত্তৃক অতিরিক্ত পাঠরূপে ধৃত শ্লোকদ্বয়—

ভক্তিঃ কৃষ্ণে দয়া জীবেষ্বকুণ্ঠজ্ঞানমাত্মনি ।
যদি স্যাদাত্মনো ভূয়াদপবর্গস্তু সংসৃতেঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—যদি আত্মনঃ কৃষ্ণে ভক্তিঃ, জীবেষু দয়া, আত্মনি অকুণ্ঠজ্ঞানং স্যাৎ (তদা তস্য) সংসৃতেঃ (সংসারবন্ধাৎ) অপবর্গঃ মোক্ষঃ ভূয়াৎ ॥১॥

অনুবাদ—জীবের যদি কৃষ্ণে ভক্তি, জীবে দয়া এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥১॥

মধ্ব—দেহাদিব্যতিরেকেন চিদ্রূপোঽহমিতি স্ফুটম্ ।
সদৈবানুভবো ভক্তির্বিষ্ণৌ তদ্দর্শনাদনু ॥
যস্যাসৌ মুচ্যতে ক্ষিপ্রং সংসারান্নাত্র সংশয়ঃ ॥
ইতি হরিবংশেষু ॥ ১ ॥

অদৃষ্টং দৃষ্টবন্নঙ্ক্ষ্যদ্ভূতং স্বপ্নবদন্যথা ।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ সুপ্তং সর্ব্বরহোরহঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—অদৃষ্টং (স্বর্গাদিফলং) দৃষ্টবৎ (শস্যাদি-দৃষ্টফলবৎ) নঙ্ক্ষ্যৎ (নশ্যতি) ভূতং (উৎপন্নমিদং সর্ব্বং জগৎ) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নদৃষ্টপদার্থসমম্) অন্যথা (অনিত্যং) (ননু ভূতং ভবতু স্বপ্নসমম্, অনিত্যত্বাৎ, ভবিষ্যত্তু তথা ন স্যাদিত্যাহ—) ভূতম্ (উৎপন্নং) ভবৎ (উৎপদ্যমানং) ভবিষ্যৎ (ভাবি) চ (সর্ব্বং অনিত্যত্বাৎ) সুপ্তং (স্বপ্নবৎ, ননুসর্ব্বা নিত্যত্বে কিং সত্যমিত্যাহ—) সর্ব্বরহোরহঃ (সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যেষু রহস্যমতঃ ব্রহ্ম এব সত্যম্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অদৃষ্ট অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখও দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক-সুখের ন্যায় নশ্বর, সুতরাং স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য। ইহজগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছিল, হইবে, কিংবা হইয়াছে, সকলই স্বপ্নসদৃশ, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য ॥ ২ ॥

মধ্ব—সংসারস্থমিদং সর্ব্বমনিত্যত্বাদ্‌বৃথা যতঃ ।
অতঃ প্রাহুঃ স্বপ্নসমং প্রাজ্ঞা জগদিদং নৃপ ॥
ইতি বিষ্ণুসংহিতায়াম্ ।
সুষুপ্তিস্বপ্নয়োশ্চৈব স্বর্গব্যোম্নোস্তথৈব চ ।
অন্যোঽন্যনামতা জ্ঞেয়া মনোবুদ্ধ্যোস্তথৈব চ ॥
ইতি শব্দনির্ণয়ে ।

অতো ভূতং ভবিষ্যচ্চ স্বপ্ন ইত্যর্থঃ। রহো ব্রহ্ম তথা যজ্ঞঃ স্বঃ সত্যমিতি গীয়তে—ইতি চ ॥ ২ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের একোনত্রিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবিদুর উবাচ—

যে ত্বয়াভিহিতা ব্রহ্মন্ সুতাঃ প্রাচীনবর্হিষঃ।
তে রুদ্রগীতেন হরিং সিদ্ধিমাপুঃ প্রতোষ্য কাম্ ॥১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের নিকট হইতে বরলাভ করিবার পর প্রচেতোগণের গৃহে প্রত্যাগমন, বৃক্ষপ্রদত্ত-কন্যার পাণিগ্রহণ ও রাজ্যপালনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

প্রচেতোগণ সমুদ্রগর্ভে রুদ্রগীত ও তপস্যার দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির সন্তোষ উৎপাদন করিলে, গরুড়-বাহন ভগবান্ তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করিলেন এবং প্রজাসৃষ্ট্যর্থে 'প্রম্লোচা'-নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত কন্যা 'মারিষা'র পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ভগবদাদেশ পালন করিয়া তাঁহাদের ভগবানে অচলা ভক্তি হইয়াছিল; যেহেতু ভগবানের আদেশ-পালন-রূপ ভগবানে অর্পিত কর্ম্ম কখনও বন্ধনের কারণ হয় না। শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হন বলিয়া শোকমোহাদি তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিতে পারে না।

পরে প্রচেতোগণ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব পরমানন্দময় সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম-পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবের স্তব করিয়া 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি'-রূপ বর প্রার্থনা করিলেন। পারিজাত-বৃক্ষ অনায়াস-লভ্য হইলেও সারগ্রাহী মধুকর যেমন অপর সুলভ বৃক্ষেরও সেবা করে না, তদ্রূপ প্রচেতোগণও ভগবানের পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। ভগবদ্ভক্তের অতি অল্প-কালমাত্র সঙ্গ হইলেই জীবের যে অসীম কল্যাণই লাভ হয়, তাহার সহিত স্বর্গ ও মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তের মুখ-নিঃসৃত শুদ্ধকীর্ত্তন-শ্রবণে জীবের ভোগ-পিপাসার শান্তি হয়। ত্যাগিকুলের এক-মাত্র গতিই শ্রীভগবান্। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু প্রভৃতি তাঁহার ভক্তগণই একমাত্র ভবরোগের চিকিৎসক, ইহা জানিয়া প্রচেতোগণ ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। পরে মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকট প্রচেতো-গণের ক্রোধাগ্নি দ্বারা বৃক্ষসকলের দাহন, 'মারিষা' নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ, শিবাপরাধে দক্ষের মারিষার গর্ভে জন্ম ইত্যাদি বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুর উবাচ, (হে) ব্রহ্মন্, যে প্রাচীন-বর্হিষঃ সুতাঃ (প্রচেতসঃ) ত্বয়া অভিহিতাঃ (পূর্ব্বং কথিতাঃ) তে রুদ্রগীতেন (রুদ্রগীতনামকেন স্তোত্রেণ) হরিম্ প্রতোষ্য কাং সিদ্ধিং (ফলম্) আপুঃ (প্রাপ্ত-বন্তঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—বিদুর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, আপনি প্রাচীনবর্হির যে-সকল পুত্রের কথা পূর্ব্বে বলিয়া-ছিলেন তাঁহারা 'রুদ্রগীত' নামক স্তোত্র দ্বারা শ্রীহরিকে পরিতুষ্ট করিয়া কি প্রয়োজন লাভ করিয়াছিলেন? ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রিংশে প্রচেতসো লব্ধবরাঃ স্তুত্যা হরের্জলাৎ।
গত্বা দগ্ধ্বা তরূন্ বার্ক্ষীং লব্ধ্বা রাজ্যং মুদা ব্যধুঃ ॥০

বিশ্বনাথ—প্রচেতসাং কথামধ্যে এব তৎ-পিতুঃ প্রাচীনবর্হিষো নারদোপদেশাদুদ্ধারমাকর্ণ্য পুনস্তেষা-মেবাবশিষ্টাং কথাং শুশ্রূষতে—যে ইতি। হরিং প্রতোষ্য কাং সিদ্ধিমাপুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রিংশ অধ্যায়ে প্রচেতা-গণ শ্রীহরির স্তুতির দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে বর-লাভ করিয়া, জল হইতে উত্থিত হইয়া প্রত্যাগমন করতঃ 'তরুগণকে দগ্ধ করেন, এবং তদনন্তর বৃক্ষোৎপন্না কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সানন্দে রাজ্য-পালন করেন—এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ॥ ০ ॥

প্রচেতাগণের কথামধ্যেই শ্রীনারদের উপদেশে তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হির উদ্ধার শ্রবণ করিয়া, পুনরায় সেই প্রচেতাগণেরই অবশিষ্ট কথা শ্রবণের নিমিত্ত শ্রীবিদুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'যে' ইতি। 'হরিং প্রতোষ্য'—শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিয়া কিরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ॥ ১ ॥

কিং বার্হস্পত্যেহ পরত্র বাথ
কৈবল্যনাথপ্রিয়পার্শ্ববর্ত্তিনঃ।
আসাদ্য দেবং গিরিশং যদৃচ্ছয়া
প্রাপুঃ পরং নূনমথ প্রচেতসঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বার্হস্পত্য, (বৃহস্পতেঃ শিষ্য মৈত্রেয়ঃ) (তে) প্রচেতসঃ যদৃচ্ছয়া দেবং গিরিশং (শ্রীরুদ্রম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) কৈবল্যনাথপ্রিয়পার্শ্ব-বর্ত্তিনঃ (তস্যৈব কৈবল্যনাথপ্রিয়স্য গিরিশস্য পার্শ্ব-বর্ত্তিনঃ তদনুগৃহীতাঃ সন্তঃ) অথ (তস্মাৎ) নূনং (নিশ্চিতং) পরং (মোক্ষং) প্রাপুঃ ; অথ পরং তু (তৎপূর্ব্বম্) ইহ (অস্মিন্ লোকে) বা (অথবা) পরত্র (লোকান্তরে) কিং (ফলং প্রাপুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে বৃহস্পতি-শিষ্য মৈত্রেয়, সেই প্রচেতো-গণ যদৃচ্ছাক্রমে দেবাদিদেব শ্রীরুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া মুকুন্দপ্রিয় গিরিশের অনুগ্রহভাজনরূপে নিশ্চয়ই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা ইহ অথবা পরলোকে কি ফল প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—হে বার্হস্পত্য, কস্যাঞ্চিদ্বিদ্যায়ামুদ্ধব-মৈত্রেয়ৌ বৃহস্পতেঃ শিষ্যাবিতি প্রসিদ্ধেঃ ; প্রচেতসঃ ইহলোকে পরত্র চ কিং পরং শ্রেষ্ঠং বস্তু প্রাপুঃ, কিং কৃত্বা যদৃচ্ছয়ৈব গিরিশং দেবমাসাদ্য, কীদৃশাঃ কৈবল্য-নাথস্য প্রিয়াঃ পার্শ্ববর্ত্তিনশ্চ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে বার্হস্পত্য'—হে বৃহ-স্পতির শিষ্য মৈত্রেয় !, কোন বিদ্যা লাভের নিমিত্ত শ্রীউদ্ধব ও মহামুনি মৈত্রেয় বৃহস্পতির শিষ্য হইয়া-ছিলেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 'ইহ পরত্র বা'—সেই প্রচেতাগণ ইহলোকে এবং পরলোকে কি শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করিয়াছিলেন ? 'কি করিয়া' ? তাহাতে বলিতেছেন—যদৃচ্ছাক্রমে ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেবকে প্রাপ্ত হইয়া। কি প্রকার সেই প্রচেতাগণ ? তাহাতে বলিতে-ছেন—'কৈবল্যনাথ-প্রিয়-পার্শ্ববর্ত্তিনঃ', মোক্ষাধিপতি ভগবান্ শ্রীহরির প্রিয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী, (অথবা—কৈবল্যনাথ শ্রীহরির প্রিয় যে মহাদেব, তাঁহার অনু-গৃহীত শিষ্য প্রচেতাগণ।) ॥ ২ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

প্রচেতসোঽন্তরুদধৌ পিতুরাদেশকারিণঃ।
জপযজ্ঞেন তপসা পুরঞ্জনমতোষয়ন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ,—প্রচেতসঃ পিতু-রাদেশকারিণঃ (পিতুরাজ্ঞয়া প্রজাসৃষ্টিকামাঃ সন্তঃ) অন্তরুদধৌ (সমুদ্রমধ্যে) জপযজ্ঞেন (রুদ্রগীতজপরূপেণ যজ্ঞেন) তপসা (আহারাদিনিয়মেন চ) পুরঞ্জনং (হরিং) অতোষয়ন্ (তোষিতবন্তঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—প্রচেতোগণ পিতার আজ্ঞানুসারে প্রজাসৃষ্টি-কামনায় সমুদ্রগর্ভে রুদ্রগীতজপরূপ যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা শ্রীহরিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—রুদ্রগীতরূপেণ জপযজ্ঞেন পুরঞ্জনম্ হরিম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জপযজ্ঞেন'—রুদ্রগীত-রূপ জপযজ্ঞের দ্বারা, 'পুরঞ্জনম্'—শ্রীহরিকে। (পুরে অর্থাৎ দেহে লিপ্ত হয় বলিয়া জীবকে পুরঞ্জন বলে, আর নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা বলিয়া পরমপুরুষ শ্রীহরি পুরঞ্জন শব্দে অভিহিত হন।) ॥ ৩ ॥

মধ্ব—

পুরেষু ত্বঞ্জনাজ্জীবঃ পুরঞ্জন ইতীরিতঃ।
পুরাণাং জননাদ্বিষ্ণুর্ব্যঞ্জকত্বং দ্বয়োরপি ॥
ইতি তন্ত্রভাগবতে ॥ ৩ ॥

———

দশবর্ষসহস্রান্তে পুরুষস্তু সনাতনঃ।
তেষামাবিরভূৎ কৃচ্ছ্রং শান্তেন শময়ন্ রুচা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শান্তেন (সত্ত্বাত্মকেন) রুচা (কান্ত্যা) তেষাং কৃচ্ছ্রং (তপঃক্লেশং) শময়ন্ সনাতনঃ পুরু-ষস্তু (ভগবান্) দশবর্ষ-সহস্রান্তে আবিরভূৎ (আবি-র্ভূতঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—স্বীয় প্রশান্ত কান্তি দ্বারা প্রচেতোগণের তপঃক্লেশ প্রশমিত করিয়া সনাতন-পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণু দশসহস্র-বৎসরান্তে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—শান্তেন শান্তয়া রুচা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শান্তেন রুচা'—শুদ্ধসত্ত্বময় স্বীয় কান্তির দ্বারা ॥ ৪ ॥

———

সুপর্ণস্কন্ধমারূঢ়ো মেরুশৃঙ্গমিবাম্বুদঃ।
পীতবাসা মণিগ্রীবঃ কুর্ব্বন্ বিতিমিরা দিশঃ ॥ ৫ ॥

কাশিষ্ণুনা কনকবর্ণবিভূষণেন
ভ্রাজৎকপোলবদনো বিলসৎকিরীটঃ।
অষ্টায়ুধৈরনুচরৈর্ম্মুনিভিঃ সুরেন্দ্রৈ-
রাসেবিতো গরুড়কিন্নরগীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৬ ॥
পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা
স্পর্দ্ধৎশ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াদ্যঃ।
বর্হিষতঃ পুরুষঃ আহ সুতান্ প্রপন্নান্
পর্জ্জন্যনাদরুতয়া সঘৃণাবলোকঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মেরুশৃঙ্গম্ অম্বুদ ইব (মেরুশৃঙ্গম্ আরূঢ়ঃ অম্বুদং মেঘঃ ইব) সুপর্ণস্কন্ধম্ আরূঢ়ঃ (সুপর্ণস্য গরুড়স্য স্কন্ধমারূঢ়ঃ) পীতবাসাঃ (পীতে বাসসী যস্য সঃ) মণিগ্রীবঃ (মণিঃ কৌস্তুভঃ গ্রীবায়াং যস্য সঃ স্বপ্রকাশেন) দিশঃ বিতিমিরাঃ (অন্ধকার-রহিতাঃ) কুর্ব্বন্ কাশিষ্ণুনা (প্রকাশমানেন) কনকবর্ণবিভূষণেন (কনকমায়েন বর্ণবতা বিভূষণেন) ভ্রাজৎ-কপোলবদনঃ (ভ্রাজমানং কপোলং বদনঞ্চ যস্য সঃ) বিলসৎ-কিরীটঃ (বিলসৎ শোভমানং কিরীটং যস্য সঃ) অষ্টায়ুধৈঃ (অষ্টভিঃ আয়ুধৈঃ অস্ত্রৈঃ) অনুচরৈঃ (পার্ষদৈঃ) মুনিভিঃ সুরেন্দ্রৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) আসেবিতঃ (সর্ব্বতঃ সেবিতঃ) গরুড়-কিন্নরগীতকীর্ত্তিঃ (গরুড়ঃ এব কিন্নরঃ তেন পক্ষস্বনৈঃ গীতা কীর্ত্তির্যস্য সঃ) পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডল-মধ্যলক্ষ্ম্যা (পীনাশ্চ তে আয়তাঃ অষ্টৌ ভুজাঃ তেষাং মণ্ডলং সমূহঃ, তন্মধ্যে স্থিতয়া লক্ষ্ম্যা সহ) স্পর্দ্ধৎ-শ্রিয়া (স্পর্দ্ধমানা শ্রীঃ শোভা যস্যাস্তয়া) বনমালয়া *পরিবৃতঃ সঘৃণাবলোকঃ (সঘৃণঃ দয়াযুক্তঃ অবলোকঃ* যস্য সঃ এবম্ভূতঃ) আদ্যঃ পুরুষঃ প্রপন্নান্ বর্হিষতঃ সুতান্ (প্রতি) পর্জ্জন্যনাদরুতয়া (পর্জ্জন্যস্য মেঘস্য নাদঃ ইব রুতং নাদঃ যস্যাঃ তয়া বাচা) আহ (স্ম) ॥ ৫-৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তিনি গরুড়ের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া সুমেরুশিখরলগ্ন জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তিনি কটিদেশে পীতবসন ও গলদেশে কৌস্তুভ-মণি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই স্বপ্রকাশ পুরুষের অঙ্গপ্রভা দশদিকের অন্ধকাররাশি হরণ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছিল। তাঁহার কর্ণে যে সমুজ্জ্বল কনকভূষণ বিলম্বিত ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার কপোলদেশ ও মুখমণ্ডল দীপ্তি পাইতেছিল এবং শিরোদেশে কিরীট শোভা বিস্তার করিতেছিল। অষ্টবিধ অস্ত্র, অনুচরবৃন্দ, মুনিগণ ও সুরেন্দ্রগণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিতেছিলেন এবং গরুড় স্বয়ং কিন্নর-স্বরূপ হইয়া পক্ষধ্বনি দ্বারা তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছিলেন। তাঁহার গলদেশে যে বনমালা বিলম্বিত ছিল, তাহা স্থূল ও আয়ত অর্থাৎ আজানুলম্বিত অষ্টভুজের মধ্যবর্ত্তিনী লক্ষ্মীর শোভা-সহ স্পর্দ্ধা করিতেছিল। এইরূপ বনমালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া সকরুণাবলোকনবিশিষ্ট আদ্যপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি শরণাগত প্রাচীনবর্হির পুত্রগণকে জলদ-গম্ভীরস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৫-৭ ॥

বিশ্বনাথ—কনকময়েন বর্ণবতা নানারত্নজটিতত্বেন নানাবর্ণবতা বিভূষণেন কুণ্ডলাদিনা, ভুজমণ্ডলমধ্যে লক্ষ্মীঃ শোভা যস্যাস্তয়া। স্পর্দ্ধন্তী স্পর্দ্ধমানা শ্রীলক্ষ্মীর্যয়া তয়া। আদ্যঃ পুরুষঃ। পর্জন্যনাদ ইব রুতং নাদো যস্যাস্তয়া বাচা আহ। সকৃপাবলোকঃ ॥৫-৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কনক-বর্ণ-বিভূষণেন'—সুবর্ণময় আধারে স্বকীয়বর্ণপ্রধান নানারত্ন খচিত থাকায় নানাবিধ উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট কুণ্ডলাদি অলঙ্কারের দ্বারা (শোভিত কপোলদেশ ও মুখমণ্ডল যাঁহার)। 'পীনায়তাষ্ট-ভুজমণ্ডল-মধ্যলক্ষ্ম্যা'—পীন অথচ আয়ত অষ্ট ভুজমণ্ডলমধ্যে লক্ষ্মী বলিতে শোভা যাহার, তাদৃশ বনমালার দ্বারা, (অর্থাৎ আজানুলম্বিত অষ্টভুজমধ্যে বর্ত্তমানা লক্ষ্মীর শোভা হইতেও অত্যুত্তম শোভাশালিনী বনমালার দ্বারা) অলঙ্কৃত যিনি, 'আদ্যঃ'—আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি। 'পর্জ্জন্য-নাদ-রুতয়া'—মেঘের নাদের ন্যায় নাদ যাহার, তাদৃশ বাক্যে, অর্থাৎ জলদগম্ভীর-স্বরে বলিলেন। 'সঘৃণা-বলোকঃ'—ঘৃণা বলিতে কৃপা, কৃপার সহিত বর্ত্তমান অবলোকন যাঁহার, অর্থাৎ সদয়াবলোকন-বিশিষ্ট (ভগবান্ শ্রীহরি।) ॥ ৫-৭ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো যূয়ং মে নৃপনন্দনাঃ।
সৌহার্দ্দেনাপৃথগ্ধর্ম্মাস্তুষ্টোঽহং সৌহৃদেন বঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) নৃপনন্দনাঃ, যূয়ং (পরস্পরং) সৌহার্দ্দেন (হেতুনা) অপৃথগধর্ম্মাঃ

(অপৃথক্ ধর্ম্মঃ যেষাং তেষাং সম্বোধনম্) বঃ (যুষ্মাকং) সৌহৃদেন অহং তুষ্টঃ (যুষ্মভ্যং বরং দদামি) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (ভবতু) (যূয়ং) মে (মত্তঃ) বরং বৃণীধ্বম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে নৃপনন্দনগণ, তোমাদিগের পরস্পর এমনই সৌহার্দ যে, তোমরা সকলেই একধর্ম্মবিশিষ্ট ; আমি তোমাদের সৌহৃদ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের মঙ্গল হউক্। তোমরা আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৮ ॥

যোঽনুস্মরতি সন্ধ্যায়াং যুষ্মাননুদিনং নরঃ ।
তস্য ভ্রাতৃষ্বাত্মসাম্যং তথা ভূতেষু সৌহৃদম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অনুদিনং (প্রতিদিনং) সন্ধ্যায়াং যঃ নরঃ যুষ্মান্ অনুস্মরতি (স্মরিষ্যতি), তস্য ভ্রাতৃষু তথাভূতেষু (সর্ব্বেষু প্রাণিষু) আত্মসাম্যং (বৈষম্যাভাবঃ) সৌহৃদং (মৈত্রঞ্চ ভবিষ্যতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্মরণ করিবে, সে ভ্রাতৃগণকে তথা সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মসম জ্ঞান ও তাহাদের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইতে পারিবে ॥ ৯ ॥

যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ ।
স্তুবন্ত্যহং কামবরান্ দাস্যে প্রজ্ঞাঞ্চ শোভনাম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—যে তু সমাহিতাঃ (সাবধানাঃ সন্তঃ) সায়ং প্রাতঃ (অনেন) রুদ্রগীতেন মাং স্তুবন্তি (স্তুষ্যন্তি) (তেভ্যঃ) অহং (তুষ্টঃ সন্) কামবরান্ (অভিলষিতবরান্) শোভনাম্ (উদ্ধারোপযোগিণীম্) প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং চ দাস্যে (কিং পুনর্যুষ্মভ্যমিতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা একাগ্রচিত্তে সায়ং ও প্রাতঃকালে 'রুদ্রগীত' দ্বারা আমার স্তব করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভিলষিত বর ও তাঁহাদের উদ্ধারোপযোগিনী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি প্রদান করিব ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তেভ্যো দাস্যে কিং পুনর্যুষ্মভ্যমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দাস্যে'—যাহারা রুদ্রগীত স্তবের দ্বারা আমার স্তব করিবে, তাহাদিকেই বাঞ্ছিত বর ও শোভন প্রজ্ঞা প্রদান করিব, আর তোমাদিগকে যে প্রদান করিব—এই বিষয়ে বক্তব্য কি ?—এই ভাব ॥ ১০ ॥

যদ্ যূয়ং পিতুরাদেশমগ্রহীষ্ট মুদান্বিতাঃ ।
অথো ব উশতী কীর্ত্তির্লোকাননু ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) যূয়ং পিতুরাদেশং (প্রজাবৃদ্ধ্যাদিবিষয়কং) মুদান্বিতাঃ (হর্ষযুক্তাঃ সন্তঃ) অগ্রহীষ্ট (গৃহীতবন্তঃ) অথ (তস্মাৎ) বঃ (যুষ্মাকং) উশতী (কমনীয়া) কীর্ত্তিঃ লোকান্ অনু (লক্ষীকৃত্য) ভবিষ্যতি (ব্যাপ্স্যতীত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যেহেতু তোমরা হর্ষযুক্ত-চিত্তেই পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ, সেই হেতু তোমাদিগের কমনীয়া কীর্ত্তি লোকমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—লোকান্ অনু লক্ষীকৃত্য ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকান্ অনু'—সমস্ত লোকেই (তোমাদের অত্যুত্তম কীর্ত্তি বিস্তৃত হইবে) ॥ ১১ ॥

ভবিতা বিশ্রুতঃ পুত্রোঽনবমো ব্রহ্মণো গুণৈঃ ।
য এতামাত্মবীর্য্যেণ ত্রিলোকীং পূরয়িষ্যতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(যুষ্মাকং) পুত্রঃ গুণৈঃ (প্রজাবিসর্গসৎকীর্ত্ত্যাদিভিঃ । ব্রহ্মণঃ (অপি সকাশাৎ) অনবমঃ (অন্যূনঃ) (অতএব লোকে) বিশ্রুতঃ (প্রখ্যাতশ্চ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) যঃ এতাং ত্রিলোকীম্ আত্মবীর্য্যেণ (সন্তানেন) পূরয়িষ্যতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তোমাদের একটী পুত্র হইবে। ঐ পুত্র গুণে ব্রহ্মা হইতে কোন অংশেই ন্যূন হইবে না। অতএব সেই পুত্র জগতে বিশেষ প্রথিতনামা হইবে। তাহার আত্মবীর্য্য (সন্তান-সন্ততি) দ্বারা লোকত্রয় পরিপূর্ণ হইবে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—গুণৈর্ব্রহ্মণঃ সকাশাদনবমঃ অন্যূনঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণৈঃ অনবমঃ'—গুণের দ্বারা ব্রহ্মা হইতে অন্যূন নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মার সমতুল্য ১২ ॥

কণ্ডোঃ প্রম্লোচয়া লব্ধা কন্যা কমললোচনা।
তাং চাপবিদ্ধাং জগৃহুর্ভূরুহা নৃপনন্দনাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপনন্দনাঃ, প্রম্লোচয়া (অপ্সরসা) কণ্ডোঃ (মুনেঃ সকাশাৎ) কমললোচনা কন্যা লব্ধা; তাং (কন্যাং) চ অপবিদ্ধাং (বৃক্ষেষু ত্যক্তাং) ভূরুহাঃ (বৃক্ষাঃ) জগৃহুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে নৃপনন্দনগণ, প্রম্লোচা-নাম্নী অপ্সরা কণ্ডু ঋষির সহযোগে একটী কমলনয়না তনয়া লাভ করিয়া উহাকে বৃক্ষমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন; বৃক্ষগণ ঐ পরিত্যক্তা কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কস্যাং ভার্য্যায়াং পুত্রো ভবিতেত্যত আহ—কণ্ডোরিতি ত্রিভিঃ। তপোনাশার্থমিন্দ্রপ্রেরিতয়া প্রম্লোচয়া কণ্ডুর্নাম ঋষির্বহুকালং রেমে। সা চ ততঃ স্বর্গং গচ্ছন্তী কণ্ডোর্জাতং গর্ভং বৃক্ষেষু ত্যক্ত্বা জগামেত্যত আহ—অপবিদ্ধাং ত্যক্তাং, হে নৃপনন্দনাঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কোন্ ভার্য্যাতে পুত্র হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'কণ্ডোঃ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিতা প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার সহিত কণ্ডু নামক এক ঋষি বহুকাল বিহার করেন। তারপর সেই অপ্সরা স্বর্গে যাইবার কালে কণ্ডুমুনি হইতে উৎপন্ন সন্তানকে বৃক্ষসকলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়—ইহা বলিতেছেন—'অপবিদ্ধাং'—পরিত্যক্তা সেই কন্যাকে (বৃক্ষসকল গ্রহণ করে)। 'হে নৃপনন্দনাঃ'—হে রাজপুত্রগণ! (ইহা সম্বোধনে) ॥ ১৩ ॥

ক্ষুৎক্ষামায়া মুখে রাজা সোমঃ পীযূষবর্ষিণীম্।
দেশিনীং রোদমানায়া নিদধে স দয়ান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্যাঃ) ক্ষুৎক্ষামায়াঃ (ক্ষুধয়া পীড়িতায়াঃ) (অতঃ) রোদমানায়াঃ (রুদত্যাঃ) মুখে সঃ (প্রসিদ্ধঃ বনস্পতীনাং) রাজা সোমঃ দয়ান্বিতঃ পীযূষবর্ষিণীম্ (অমৃতস্রাবিণীং) দেশিনীং (স্বতর্জনীং) নিদধে (অমৃতপানার্থং ধারিতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ বালিকা যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল, তখন বনস্পতিগণের অধিপতি চন্দ্র সদয় হইয়া উহার মুখে অমৃতবর্ষিণী তর্জ্জনী প্রদানপূর্ব্বক ঐ কন্যাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সোমো বনস্পতীনাং রাজা স প্রসিদ্ধঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ সোমঃ'—প্রসিদ্ধ বনস্পতিগণের রাজা সোম ॥ ১৪ ॥

প্রজাবিসর্গ আদিষ্টাঃ পিত্রা মামনুবর্ত্ততা।
তত্র কন্যাং বরারোহাং তামুদ্বহত মা চিরম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(যূয়ঞ্চ) মাম্ অনুবর্ত্ততা (মদাজ্ঞাম্ অনুসরতা) পিত্রা (প্রাচীনবর্হিষা) প্রজাবিসর্গে আদিষ্টাঃ (সন্তঃ) তত্র (প্রজাবিসর্গে) তাং বরারোহাং কন্যাং মা চিরম্ (অবিলম্বেন) উদ্বহত ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তোমরাও আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী তোমাদের পিতা প্রাচীনবর্হি দ্বারা প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছে। অতএব সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অবিলম্বে সেই বরাঙ্গনার পাণিগ্রহণ কর ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পিত্রা প্রাচীনবর্হিষা মামনুবর্ত্তমানেন তত্র গত্বা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিত্রা'—আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী (অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ) তোমাদের পিতা প্রাচীনবর্হি কর্ত্তৃক (তোমরা প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছ)। 'তত্র'—সেখানে যাইয়া ॥ ১৫ ॥

অপৃথগ্ধর্ম্মশীলানাং সর্ব্বেষাং বঃ সুমধ্যমা।
অপৃথগ্ধর্ম্মশীলেয়ং ভূয়াৎ পত্ন্যর্পিতাশয়া ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অপৃথগ্ধর্ম্মশীলানাম্ (অপৃথক্ ধর্ম্মঃ প্রজাপালনাদিরূপঃ শীলং যেষাং তেষাং) বঃ (যুষ্মাকং) সর্ব্বেষাম্ (এব) ইয়ম্ অর্পিতাশয়া (ভবৎসু অর্পিতঃ আশয়ঃ যয়া সা) (অতএব) অপৃথগ্ধর্ম্মশীলা (সুমধ্যমা সুন্দরী) পত্নী ভূয়াৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তোমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সকলেই একধর্ম্ম ও একশীলবিশিষ্ট। ঐ কন্যাও তোমাদের

সকলের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে। অতএব ধর্ম্মে ও চরিত্রে তোমাদিগেরই অনুরূপ ঐ সুমধ্যমা তোমাদের পত্নী হউন্॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—ননু বহূনাং কথমেকা ভার্য্যা স্যাত্তত্রাহ—অপৃথগিতি। ভূয়াদিতি মদাশীর্ব্বাদ এব দৃষ্টাদৃষ্টদোষমুপশময়িষ্যতীতি ভাবঃ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—বহুজনের কি প্রকারে একটি পত্নী হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'অপৃথক্' ইত্যাদি। 'ভূয়াৎ'—ঐ সুমধ্যমা তোমাদের পত্নী হউক, ইহা আমার আশীর্ব্বাদ, আমার আশীর্ব্বাদেই দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষসমূহ উপশান্ত হইবে, (অর্থাৎ আমার অনুমতিতে তোমাদের সকলের একপত্নী-গ্রহণে কোন দোষের আশঙ্কা নাই)—এই ভাব॥ ১৬॥

দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রমহতৌজসঃ।
ভৌমান্ ভোক্ষ্যথ ভোগান্ বৈ
দিব্যাংশ্চানুগ্রহান্মম॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—(যূয়ঞ্চ) মমানুগ্রহাৎ দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রং (সহস্রপর্য্যন্তং কালম্) অহতৌজসঃ (অপ্রতিহতবলাঃ সন্তঃ) ভৌমান্ (ভুবি ভবান্) দিব্যান্ (দিবি ভবাংশ্চ) ভোগান্ ভোক্ষ্যথ বৈ (ভক্ষয়িষ্যথ)॥ ১৭॥

অনুবাদ—তোমরা আমার অনুগ্রহে দিব্য সহস্র বৎসরকাল অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন হইয়া পার্থিব ও দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিতে পারিবে॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—দিব্যানাং বর্ষসহস্রাণাং সম্বন্ধিনং কালমভিব্যাপ্য সহস্রমনন্তান্ ভোগান্ ভোক্ষ্যথেত্যন্বয়ঃ। সহস্রাণামিতি কপিঞ্জলানালভেতেতিবৎ ত্রয়াণামিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিব্যবর্ষ-সহস্রাণাং সহস্রম্'—দিব্যপরিমিত বহু সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত ভোগসমূহ ভোগ করিতে পারিবে। এখানে 'সহস্রাণাং'—এই বহুবচনের দ্বারা 'কপিঞ্জলালম্ভন' ন্যায়ানুসারে তিন সহস্র বৎসর বুঝা যায়। (বেদে উক্ত হইয়াছে—'বসন্তায় কপিঞ্জলান্ আলভেত', অর্থাৎ বসন্ত যগে বহু কপিঞ্জল হনন করিবে'—এস্থলে বহুত্বশব্দটীকে যেমন ত্রিত্ব-বাচী করা হইয়াছে, তদ্রূপ এখানেও সহস্র, সহস্র শব্দে তিন সহস্র বৎসর অনুমান করা যাইতে পারে)—এই অর্থ॥ ১৭॥

মধ্ব—

দিব্যসহস্রাণামিতি সহস্রশব্দো বহুত্ববাচী।
মানুষাণাং বৎসরাণাং লক্ষদ্বাদশকং পুরা।
প্রচেতোভিরিয়ং পৃথ্বী পালিতা ব্যাহতেন্দ্রিয়ৈঃ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে॥ ১৭॥

অথ ময্যনপায়িন্যা ভক্ত্যা পক্বগুণাশয়াঃ।
উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্ব্বিদ্য নিরয়াদতঃ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—অথ (তাবৎকাল-ভোগানন্তরং) ময়ি অনপায়িন্যা (অব্যভিচারিণ্যা) ভক্ত্যা পক্কগুণাশয়াঃ (পক্বগুণঃ দগ্ধকামাদি-মলঃ আশয়ঃ অন্তঃকরণং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ) অতঃ (যূয়ং লোকদ্বয়-ভোগাৎ) নিরয়াৎ (নরকতুল্যাৎ) নির্ব্বিদ্য মদ্ধাম (মম স্থানম্) উপযাস্যথ (প্রাপ্স্যথ)॥ ১৮॥

অনুবাদ—অনন্তর যখন আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি-প্রভাবে তোমাদের চিত্তের কামাদি-মল দগ্ধ হইবে, তখন তোমরা এই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোক-ভোগরূপ নরক হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমার নিত্যধামে গমন করিবে॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ—হে ভক্ত্যা পক্বগুণাশয়াঃ; অথ ভৌমভোগান্তে মদ্ধাম যাস্যথেত্যন্বয়ঃ, ন তু ভবিষ্যন্ত্যা ভক্ত্যা পক্বগুণাশয়াঃ সন্ত এবেতি ব্যাখ্যেয়ম্। অপক্বকষায়াণাং ভগবদ্দর্শনাসম্ভবাৎ। তদুক্তং—"অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্" ইতি। অতঃ ইদন্তাস্পদত্বাৎ পারমেষ্ঠ্যাদি-পদাদপি নিরয়তুল্যান্নির্ব্বিদ্য॥ ১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে ভক্ত্যা পক্কগুণাশয়াঃ'—ইহা সম্বোধনে, অর্থাৎ আমাতে অনপায়িনী ভক্তির দ্বারাই যাঁহাদের অন্তঃকরণের কামাদি মালিন্য অপসারিত হইয়াছে, তাদৃশ তোমরা। 'অথ'—ভৌম ভোগের পর, আমার ধামে গমন করিবে—ইহার সহিত অন্বয়। কিন্তু এখানে ভবিষ্যৎকালে ভক্তির দ্বারা হইবে—এইরূপ অর্থ নহে, পক্কগুণাশয় (কামাদিমলরহিত নির্ম্মলান্তঃকরণ) হইয়াই তোমরা

আছ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ অপক্ক-কষায় (অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তের মলিনতা দূর হয় নাই তাদৃশ) ব্যক্তিদের পক্ষে ভগবদ্দর্শন অসম্ভব। যেমন উক্ত হইয়াছে—"অবিপক্ক-কষায়াণাং" (১।৬।২২), অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন—হে নারদ! ইহজন্মে এই জগন্মধ্যে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, কারণ যাহাদের কামাদি দুর্ব্বাসনা দগ্ধ হয় নাই, তাদৃশ কুযোগিগণের সম্বন্ধে আমি অতি দুর্দ্দর্শ, অর্থাৎ কুযোগিসকল আমার দর্শন পায় না। 'অতঃ'—পারমেষ্ঠ্যাদি পদ হইতেও নরকতুল্য ইদন্তাস্পদ অর্থাৎ এই আমার ইত্যাদি মমতাস্পদ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ভোগ হইতে, 'নির্বিদ্য'—নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, আমার ধামে গমন করিবে ॥ ১৮ ॥

———

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—কুশলকর্ম্মণাং (কুশলং ময়ি সমর্পিতং কর্ম্ম যেষাং তেষাং) মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং (মদ্ বার্ত্তয়া যাতঃ কালঃ যেষাং তেষাং) পুংসাং গৃহেষু আবিশতাং চাপি (প্রবিষ্টানাঞ্চাপি) গৃহাঃ বন্ধায় ন মতাঃ (ন ভবন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা কুশলকর্ম্মা অর্থাৎ আমিই যে নিখিল কর্ম্মের একমাত্র ফলভোক্তা—ইহা জানিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করেন এবং যাঁহারা আমার কথাপ্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, সেইসকল পুরুষ গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও গৃহ তাঁহাদিগের বন্ধনের কারণ হয় না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি ভৌমান্ ভোক্ষ্যথ ভোগান্ ইত্যুক্ত্যা নিরয়তুল্যে বিষয়ভোগে ত্বদ্ভক্তিপ্রতিকূলে কথমস্মান্নিক্ষিপসীতি তত্রাহ—গৃহেষু আবিশতাং প্রাপ্তাবেশানামপি কুশলং মৎপরিচরণমেব কর্ম্ম যেষাং; মৎকথয়া যাতো যামো প্রহরোঽপি যেষাং প্রহরমধ্যে মৎকথা যেষামবশ্যমেব ভবতীত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—কর্ম্মজন্যানামেব ভোগানাং বন্ধকত্বং নিরয়তুল্যত্বং ভক্তিপ্রাতিকূল্যঞ্চ, ন তু মদনুগ্রহজন্যানাম্; অতএব মদনুগ্রহাদ্ভৌমান্ ভোক্ষ্যতেতি ময়োক্তমতোঽন্যত্রাপি যত্র বিষয়ভোগেঽপি মদ্ভক্তেরসঙ্কোচঃ প্রত্যুত বৃদ্ধিরেব দৃশ্যতে চেত্তদা স বিষয়ভোগো মদনুগ্রহজন্য এবানুমেয়ো ন বন্ধকঃ, পৃথুপ্রহ্লাদধ্রুবমন্বাদিষু তথা দর্শনাৎ। অবিপক্ককষায়েষু তু ভক্তেষু মদনুগ্রহো ভোগচ্যাবক এব দ্রষ্টব্যঃ; যদুক্তং—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ" ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, 'পার্থিব ভোগসকল ভোগ কর' এইরূপ বলিয়া, আপনার প্রতি ভক্তির প্রতিকূল নরকতুল্য বিষয়ভোগে কিজন্য আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন—'গৃহেষু আবিশতাং', গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট থাকিলেও, 'কুশলকর্ম্মণাং'—কুশল বলিতে আমার পরিচরণই (পরিচর্য্যাই), তাহাই যাঁহাদের কর্ম্ম, অর্থাৎ আমার সেবাপরায়ণ ভক্তগণের, এবং আমার কথাতেই যাঁহাদের প্রহরগুলি অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ প্রহরমধ্যে আমার কথাপ্রসঙ্গ অবশ্যই যাঁহাদের হইয়া থাকে (এতাদৃশ ভক্তজনের সংসার বন্ধের কারণ হইতে পারে না)—এই অর্থ। এখানের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—কর্ম্মফল-জনিত ভোগসকলেরই বন্ধকত্ব, নরকতুল্যত্ব এবং ভক্তির প্রাতিকূল্য, কিন্তু আমার অনুগ্রহলব্ধ ভোগসমূহের নহে, অতএব আমার অনুগ্রহবশতঃই ভৌম ভোগসকল ভোগ কর, ইহা আমি বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত অন্যত্রও যেখানে বিষয়ভোগেও আমার প্রতি ভক্তির সঙ্কোচ হয় না, অধিকন্তু যদি ভক্তির বৃদ্ধিই (প্রাবল্যই) দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বিষয়ভোগ আমার অনুগ্রহ-জনিতই অনুমান করিতে হইবে, তাহা বন্ধনের কারণ নহে, যেমন মহারাজ-পৃথু, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও মনু প্রভৃতিতে সেইরূপ দৃষ্ট হয়। আর, অবিপক্ককষায় ভক্তগণের প্রতি আমার অনুগ্রহ, তাঁহাদের ভোগ হইতে বিচ্যুতিই বুঝিতে হইবে। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি" (১০।৮৮।৮), অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, প্রথমে তাহাকে কামনানুরূপ ধনাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া, পরে ধীরে ধীরে তাহার ধন হরণ করিয়া লই, তারপর নির্দ্ধন ও স্বজনাদি পরিত্যক্ত ঐ ব্যক্তি সাধুসঙ্গ লাভ করতঃ আমার

বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার বিষয় অপহরণই আমার অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

———

নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ মৎকথাশ্রবণাৎ) জ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ অহম্ ঈশ্বরঃ শ্রোতৃণাং) হৃৎ (হৃদয়ং) নব্যবৎ (প্রতিপদং নূতনবৎ) অয়ে (প্রাপ্নোমি) এতৎ ব্রহ্মবাদিভিঃ ব্রহ্ম (এতৎ মৎস্বরূপং ব্রহ্মবাদিভির্ব্রহ্ম উচ্যতে ইতি শেষঃ) যতঃ গতাঃ (যং মাং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ জনাঃ) ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি (মোহ-শোক-হর্ষান্ ন প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যেহেতু, যাঁহারা আমার গুণানুবাদ শ্রবণ করেন, সর্ব্বজ্ঞ আমি সেই সকল পুরুষের হৃদয়ে প্রতিপদে নব-নবায়মানরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকি। আমার এই স্বরূপকে ব্রহ্মবাদিগণ 'ব্রহ্ম' বলিয়া উল্লেখ করেন। আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণ শোক, মোহ বা হর্ষ দ্বারা অভিভূত হন না ॥২০॥

বিশ্বনাথ—তেষাং ভক্তানাং কুতো বন্ধদুঃখং যতস্তেষাং হৃদয়েঽহমপি সুখং প্রাপ্তুং নিত্যং বসামীত্যাহ—নব্যেতি। এতন্মৎস্বরূপং ব্রহ্মবাদিভির্ব্রহ্ম উচ্যত ইতি শেষঃ; যতো যত্র ব্রহ্মণি গতা লীনা ন মুহ্যন্তি মোহশোকহর্ষান্ন প্রাপ্নুবন্তি সোঽহং জ্ঞো বিজ্ঞোঽপি যদ্‌যস্মাত্তেষাং কুশলকর্ম্মণাং হৃৎ হৃদয়কমলং নব্যবৎ প্রতিপদং নুতনবৎ অয়ে প্রাপ্নোমি জানামীতি বা—"তেষাং হৃদয়ে নব্যবদহং ভামি" ইতি সন্দর্ভঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তগণের কি প্রকারে বন্ধন-জনিত দুঃখ হইতে পারে? যেহেতু তাঁহাদের হৃদয়ে আমিও সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত নিত্যই বাস করিয়া থাকি, ইহা বলিতেছেন—'নব্যবৎ' ইত্যাদি। 'এতৎ'—আমার এই স্বরূপকেই ব্রহ্মবাদিগণ 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন, 'যতঃ গতাঃ'—যে ব্রহ্ম-স্বরূপে লীন হইয়া তাঁহারা 'ন মুহ্যন্তি'—মোহ, শোক বা হর্ষ প্রাপ্ত হন না। সেই আমি, 'জ্ঞঃ'—বিজ্ঞ হইয়াও, 'যৎ'—যেহেতু সেইসকল কুশলকর্ম্মা (মৎসেবাপরায়ণ) ভক্তবৃন্দের 'হৃৎ'—হৃদয়কমল, 'নব্যবৎ', অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই নিত্য নব নবায়মানরূপে, 'অয়ে'—প্রাপ্ত হইয়া থাকি, অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়কমল আমি জানি, কিম্বা—'তেষাং হৃদয়ে নব্যবদহং ভামি', তাঁহাদের হৃদয়ে নূতনের ন্যায় আমি প্রকাশ পাইয়া থাকি—ইহা ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-পাদের ব্যাখ্যা ॥ ২০ ॥

মধ্ব—যজ্ঞো ব্রহ্মবিষ্ণ্বাখ্যং ব্রহ্ম যথানুভবং ন ব্যবহ্রীয়তে। "সূক্ষ্মেণ মনসা বিদ্মো বাচা বক্তুং ন শক্নুমঃ"—ইতি ভারতে ॥ ২০ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
এবং ব্রুবাণং পুরুষার্থভাজনং
জনার্দ্দনং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রচেতসঃ।
তদ্দর্শনধ্বস্ততমোরজোমলা
গিরা গৃণন্ গদ্গদয়া সুহৃত্তমম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ,—এবং ব্রুবাণং পুরুষার্থভাজনং (পুরুষার্থং ভাজয়তি প্রাপয়তি ইতি তথা তম্ অতএব) সুহৃত্তমং (পরমহিতকর্ত্তারং) জনার্দ্দনং তদ্দর্শনধ্বস্ততমোরজোমলাঃ (তস্য দর্শনেন ধ্বস্তং নিরস্তং তমঃ রজঃ মলং যেষাং তে) প্রচেতসঃ প্রাঞ্জলয়ঃ (সন্তঃ) গদ্গদয়া (স্খলিতাক্ষরয়া) গিরা (বাচা) অগৃণন্ (অস্তুবন্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ এইরূপ বলিলে, পুরুষার্থদাতা পরম-হিতকর্ত্তা জনার্দ্দনকে প্রচেতোগণ কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদ্‌বচনে স্তব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই ঐ প্রচেতোগণের ভগবদ্দর্শন-প্রভাবে রজঃ ও তমোগুণ নিরস্ত হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষার্থানাং ভাজনং পাত্রং, ধ্বস্ততমোরজসোঽপি যদ্দর্শনাৎ অমলাঃ—অদর্শনদুঃখমালিন্যরহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরুষার্থসমূহের একমাত্র পাত্র (অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের ধর্ম্মাদি সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, সেই জনার্দ্দনকে স্তব করিলেন)। 'ধ্বস্ততমোরজোঽমলাঃ'—তমঃ ও রজোগুণ বিদূরিত হইলেও, যাঁহাকে দর্শনহেতু 'অমলাঃ'—নির্ম্মল, অর্থাৎ অদর্শনজনিত দুঃখরূপ মালিন্য-রহিত হইলেন, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

শ্রীপ্রচেতস ঊচুঃ—

নমো নমঃ ক্লেশবিনাশনায়
নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায় ।
মনোবচোবেগপুরোজবায়
সর্ব্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রচেতস ঊচুঃ,—(ভক্তানাং) ক্লেশবিনাশায় নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায় (বেদৈঃ শ্রেয়ঃ সাধনত্বেন নিরূপিতাঃ কথিতাঃ উদারাঃ গুণাঃ আহ্বয়া নামানি চ যস্য তস্মৈ) মনোবচোবেগপুরোজবায় (মনো বচসঃ বেগাদপি পুরঃ অগ্রতঃ জবঃ বেগঃ যস্য তস্মৈ) সর্ব্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে (সর্ব্বেষাম্ অক্ষাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাং মার্গৈঃ অগতঃ অনবগতঃ অধ্বা মার্গঃ যস্য তস্মৈ) নমো নমো নমঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রচেতোগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আপনি নিখিল-ক্লেশের একমাত্র বিনাশকর্ত্তা। আপনার উদার গুণ ও নামসকলই মঙ্গলসাধক বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে; আপনি মন ও বাক্যেরও অগ্রগামী। প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই আপনার গতি অবগত হওয়া যায় না; আমরা আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—নিরূপিতা বেদৈরুক্তা উদারা গুণা আহ্বয়া নামানি চ যস্য তস্মৈ, মনোবচসোর্বেগাদপি পুরোঽগ্রতো জবো বেগো যস্য তস্মৈ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিরূপিতোদার-গুণাহ্বয়ায়'—নিরূপিত, অর্থাৎ বেদে উক্ত হইয়াছে যাঁহার উদার গুণ ও নামসমূহ, সেই আপনাকে (নমস্কার করি)। 'মনোবচো' ইত্যাদি—মন ও বাক্যের বেগ হইতেও অগ্রগামী বেগ যাঁহার, (অর্থাৎ যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি) ॥ ২২ ॥

শুদ্ধায় শান্তায় নমঃ স্বনিষ্ঠয়া
মনস্যপার্থং বিলসদ্দ্বয়ায় ।
নমো জগৎস্থানলয়োদয়েষু
গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায় ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বনিষ্ঠয়া (স্বরূপস্থিত্যা) শুদ্ধায় (অতএব) শান্তায় নমঃ ; মনসি (নিমিত্তে সতি) অপার্থং (ব্যর্থমেব) বিলসদ্দ্বয়ায় (বিলসৎ স্ফুরিতং দ্বয়ং দ্বৈতং যত্র তস্মৈ) জগৎস্থানলয়োদয়েষু (জগতঃ স্থানং পালনং লয়ঃ প্রলয়ঃ উদয়ঃ উৎপত্তিঃ তেষু নিমিত্তেষু) গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায় (গৃহীতাঃ মায়া-গুণৈঃ বিগ্রহাঃ ব্রহ্মাদিমূর্ত্তয়ো যেন তস্মৈ) নমো নমঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহাতে একান্ত নিষ্ঠা হইলে, চিত্তে দ্বৈত অর্থাৎ প্রপঞ্চ, বিবিধ ভোগসুখের আকর হইলেও নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয়, আপনি সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ পরমানন্দবিগ্রহ ; আপনাকে নমস্কার। আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত (বহিরঙ্গা শক্তি-বৈভবে) মায়িক গুণ অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মাদি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—মনসি অপার্থং নিষ্প্রয়োজনং বিলসৎ দেদীপ্যমানমপি দ্বয়ং দ্বৈতং যস্মাত্তস্মৈ। যং প্রাপ্তানাং মনসি বিবিধভোগযুক্তমপি জগন্নিষ্প্রয়োজনমেব স্যাদিত্যর্থঃ। গৃহীতা মায়া-গুণময়া ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্ররূপা বিগ্রহা যেন তস্মৈ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনসি অপার্থং'—মনে নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়, 'বিলসদ্দ্বয়ায়'—দেদীপ্যমান এই দ্বৈত-প্রপঞ্চ যাঁহার নিকট, তাঁহাকে, অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণের মনে বিবিধভোগযুক্ত হইলেও এই জগৎ নিরর্থকই হইয়া যায়—এই অর্থ। 'গৃহীত-মায়াগুণ-বিগ্রহায়'—যিনি স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় মায়ার গুণকে অঙ্গীকার করতঃ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রাদি বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে (নমস্কার) ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—

সু অনিষ্ঠমনসি।
অনবস্থিতবুদ্ধীনাং দ্বিতীয়ং দৃশ্যতে হরেঃ।
সম্যক্ স্বস্থিতবুদ্ধীনামিদং সর্ব্বং হরের্বশঃ॥ ইতি।
নিত্যং গৃহীতসত্ত্বাদ্যবিগ্রহাশ্চাত্র যঃ সদা।
জ্ঞানানন্দাত্মকাস্তে তু বিগ্রহা নির্গুণাস্তথা॥
দৌ তত্র ব্রহ্মরুদ্রস্থাবেকো বৈকুণ্ঠধামগঃ॥
ইতি প্রবৃত্তসংহিতায়াম্ ॥ ২৩ ॥

তথ্য—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ) ॥ ২৩ ॥

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধসে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সর্ব্বসাত্বতাম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—বিশুদ্ধসত্ত্বায় (বিশুদ্ধসত্ত্বরূপায়) নমঃ হরয়ে (চ) হরিমেধসে (হরতি সংসারং মেধা জ্ঞানং যস্য তস্মৈ) বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সর্ব্বসাত্বতাং (সর্ব্বেষাং সাত্বতাং যাদবানাং ভক্তানাং বা) প্রভবে (পালকায় নমঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। হে হরি, আপনাকে জানিতে পারিলেই জীবের সংসার নিবৃত্তি হয়। আপনি বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও নিখিল ভক্তগণের ও যাদবগণের পালক ; আপনাকে নমস্কার ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—হরণাৎ জ্ঞানরূপত্বাৎ হরিমেধা বিভোঃ স্মৃতঃ ইতি চ। হরিঃ সর্ব্বগুণাত্মত্বাৎ সত্ত্ব ইত্যভিধীয়তে—ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ২৪ ॥

নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—কমলনাভায় (কমলং নাভৌ যস্য তস্মৈ) নমঃ কমলমালিনে (কমলানাং মালা বিদ্যতে যস্য তস্মৈ) নমঃ কমলপাদায় (কমলে ইব কোমলৌ পাদৌ যস্য তস্মৈ) নমঃ ; (হে) কমলেক্ষণ, তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আপনি কমলনাভি অর্থাৎ আপনা হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা উদ্ভূত ; আপনাকে নমস্কার। আপনার গলদেশে কমলমালা শোভা পাইতেছে ; আপনাকে নমস্কার। আপনার পদযুগল কমলের ন্যায় কোমল ও ভক্তমধুপগণের সেবনীয় ; আপনাকে নমস্কার। আপনার নয়নযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় ; হে কমলনয়ন, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥

নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পিশঙ্গামলবাসসে।
সর্ব্বভূতনিবাসায় নমোঽযুঙ্ক্ষ্মহি সাক্ষিণে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কমলকিঞ্জল্ক পিশঙ্গামলবাসসে (কমলস্য কিঞ্জল্কাঃ কেশরাঃ তে ইব অমলে পিশঙ্গে পীতে বাসসী যস্য তস্মৈ) নমঃ সর্ব্বভূতনিবাসায় (সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিবাসায় আধারায়) সাক্ষিণে (সর্ব্বসাক্ষিণে চ) নমঃ (নমস্কারম্) অযুঙ্ক্ষ্মহি (কৃতবন্তঃ বয়ম্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আপনি কটিদেশে যে বসন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহা কমল কেশরের ন্যায় নির্ম্মল ও পিঙ্গলবর্ণ ; আপনি সর্ব্বপ্রাণীর আধারস্বরূপ ; আপনি সর্ব্বসাক্ষী ; আমরা আপনাকে নমস্কার বিধান করিতেছি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—নমোঽ যুঙ্ক্ষ্মহি কৃতবন্তঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নমঃ অযুঙ্ক্ষ্মহি'—আমরা নমস্কার করিতেছি ॥ ২৬ ॥

রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষক্লেশসংক্ষয়ম।
আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—ক্লিষ্টানাম্ (অবিদ্যাস্মিতাদি-ক্লেশৈর্ব্যাপ্তানাং) নঃ (অস্মাকম্) অশেষক্লেশসংক্ষয়ম্ (অশেষানাং ক্লেশানাং সংক্ষয়ঃ যস্মাৎ তথাভূতম্) এতৎ (দৃশ্যমানং) রূপং ভগবতা তু (ত্বয়া) আবিষ্কৃতম্ (প্রকটিতম্ অতঃ) অন্যৎ কিম্ অনুকম্পিতম্ (ইয়ম্ এবানুকম্পা অস্মাকম্ পরমানুকম্পা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, অবিদ্যা ও অস্মিতাদি-ক্লেশব্যাপ্ত আমাদিগের অশেষ ক্লেশ সম্যক্‌রূপে বিনাশ করিবার জন্য আপনি এই অশেষ ক্লেশ-সংক্ষয়কারী এই শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আমাদের প্রতি আর কি অধিক কৃপা হইতে পারে ? অর্থাৎ ইহাই আমাদের প্রতি আপনার পরম অনুকম্পা ॥ ২৭ ॥

এতাবত্ত্বং হি বিভুভির্ভাব্যং দীনেষু বৎসলৈঃ।
যদনুস্মর্য্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাভদ্ররন্ধন ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অভদ্ররন্ধন, (অমঙ্গলনাশন,) (যৎ এতে অস্মদীয়া ইতি) স্ববুদ্ধ্যা কালে (সেবাদি-কালে) অনুস্মর্ষতে দীনেষু বৎসলৈঃ (কৃপালুভিঃ) বিভুভিঃ (স্বামিভিঃ) এতাবত্ত্বম্ (এতাবদেব) ভাব্যং হি (কার্য্যং ত্বয়া তু রূপমপি দর্শিতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে অমঙ্গল-বিনাশন, দীন ভৃত্যবৎসল প্রভুদিগের এইমাত্র ভাব্য যে, তাঁহারা যথাসময়ে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সেবাকালে ভৃত্যগণকে —"ইহারা আমার অনুগত"—এই বলিয়া স্মরণ করেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—এতাবত্ত্বং এতাবদেব বিভুভিঃ প্রভুভিস্তত্র ভবদ্ভিঃ যৎকালে স্বীয়সেবাকালে দাসবুদ্ধ্যা স্মর্য্যতে, হে অভদ্রহন্তঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতাবত্ত্বং'—ভক্তবৎসল প্রভুগণের এইরূপই করা উচিৎ। তাহা কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিভুভিঃ'—প্রভুগণ কর্ত্তৃক, তাহাতেও আপনারা যে নিজ সেবাকালে দাসবুদ্ধিতে স্মরণ করেন (ইহাই ভৃত্যদিগের সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুগ্রহ)। 'অভদ্র-রন্ধন'—অভদ্রের হন্তা, অর্থাৎ হে অমঙ্গল-নাশন ! ॥ ২৮ ॥

যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্ ।
অন্তর্হিতোঽন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—যেন (অনুস্মরণেন) ভূতানাং (স্মৃতানাম্) উপশান্তিঃ (সর্ব্বক্লেশনিবৃত্তিঃ ভবতি) ক্ষুল্লকানাম্ (অতি তুচ্ছানাম্) অপি (প্রাণিনাম্) ঈহতাম্ (ইচ্ছতাম্) অন্তর্হৃদয়ে অন্তর্হিতঃ (সাক্ষিতয়া স্থিতঃ ভবান) তেষাং মনোরথান্ জানাতি, (তর্হি) নঃ (অস্মাকং স্বভক্তানাম্) আশিষঃ (মনোরথান্) কস্মাৎ (হেতোঃ) ন বেদ (জানাত্যেব ইত্যর্থঃ) ॥২৯॥

অনুবাদ—কারণ, প্রভু যদি এইরূপ ভৃত্যগণকে স্মরণ করেন, তবে উহা দ্বারাই ঐ সকল প্রাণীর সর্ব্বক্লেশের নিবৃত্তি হয়। আপনি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবেরও অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া তাহাদের প্রার্থিত বিষয় জানিতেছেন, তবে আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় কেনই বা জানিতে না পারিবেন ? ২৯॥

বিশ্বনাথ—যেন ত্বৎকর্ত্তৃকানুস্মরণেনৈব তেষামুপশান্তিঃ সুখং, ক্ষুল্লকানাং ক্ষুদ্রাণামপি ঈহতাং সকামানামপি নোঽস্মাকং অন্তর্হৃদয়মধ্যে বর্ত্তমানঃ সন্নস্মাকমাশিষঃ কামান্ কস্মান্ন বেদ, কীদৃশঃ অতঃ অন্তঃ-করণানাং হিতং শুদ্ধির্যস্মাৎ সঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেন'—যে আপনা-কর্ত্তৃক অনুস্মরণের দ্বারাই তাহাদের 'উপশান্তি', অর্থাৎ সুখ হইয়া থাকে। 'ক্ষুল্লকানাম্ অপি'—আমরা ক্ষুদ্র হইলেও, 'ঈহতাং'—ইহ জগতে সেই উপশান্তি কামনাকারী আমাদেরও হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আপনি আমাদের অভিলাষসমূহ কিজন্য না জানিবেন ? কি প্রকার আপনি ? তাহাতে বলিতেছেন—'অন্তর্হিতঃ', অন্তঃকরণের হিত বলিতে শুদ্ধি যাহা হইতে হয়, অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে অবস্থান করায় অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, সেই আপনি ॥ ২৯ ॥

অসাবেব বরোঽস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে ।
প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গগুরুর্গতিঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগতঃ পতে, অপবর্গগুরুঃ (অপবর্গস্য ভক্তিযোগস্য গুরুঃ উপদেষ্টা তদুচিতা) গতিঃ ভগবান্ (ভবান্) যেষাং প্রসন্নঃ (জাতঃ তেষাম্) অস্মাকম্ ঈপ্সিতঃ বরঃ অসৌ (ভবৎ প্রসাদঃ) এব (নান্যঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে জগৎপতে, ভক্তিযোগ-পথ-প্রদর্শক ও জীবের একমাত্র পরমপুরুষার্থ আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন, সুতরাং আমাদের একমাত্র অভীষ্ট-বর আপনার প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি বাচাপ্যচ্যত ইত্যাহুঃ—অসাবিতি। অপবর্গান্মোক্ষাদপি গুরুস্ত্বমেব যদি প্রাপ্তস্তদা মোক্ষপর্য্যন্তৈর্বরৈরলমিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও বাক্যের দ্বারাও বলিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'অসৌ' ইত্যাদি (অর্থাৎ আপনার প্রসন্নতাই আমাদের অভিলষিত বর)। 'অপবর্গ-গুরুঃ'—অপবর্গ, অর্থাৎ মোক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ আপনিই যদি প্রাপ্ত হন, তবে মোক্ষ পর্য্যন্ত বরও নিষ্প্রয়োজন—এই ভাব ॥ ৩০ ॥

তথ্য—অপবর্গগুরুগতি—'অপবর্গগুরু'শব্দে মোক্ষ-

মার্গপ্রদর্শক, আবার 'গতি' শব্দে যিনি স্বয়ংই পুরুষার্থ-স্বরূপ (শ্রীধর); অপবর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মকৈবল্যাদি হইতেও গুরু অর্থাৎ মহতী যে গতি বা ফল, অথবা অপবর্গ শব্দে ভক্তিযোগের গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা এবং তদুচিতা গতি (শ্রীজীব)॥ ৩০ ॥

———

বরং বৃণীমহেঽথাপি নাথ ত্বৎ পরতঃ পরাৎ ।
ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—হে নাথ, (যদ্যপ্যেবম্) অথাপি (তথাপি) পরতঃ (কারণাদপি) পরাৎ ত্বৎ (ত্বত্তঃ একং) (বয়ং) বরং বৃণীমহে ; ন হি অন্তঃ যদ্-বিভূতিনাম্ (যস্মাৎ) (দেয়ানাং) তদ্‌বিভূতীনাম্ (ঐশ্বর্য্যাদীনাম্) অনন্তঃ (নাস্তি অন্তঃ যঃ ত্বম্ অনন্তঃ) ইতি গীয়সে (ত্বং মোক্ষার্থিভিঃ অতঃ স বক্ষ্যমাণঃ বরঃ দেয়ঃ এব)॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, তথাপি সর্ব্বকারণেরও কারণ পরাৎপর-পুরুষ আপনার নিকট হইতে আমরা একটী বর প্রার্থনা করি ; যেহেতু, আপনার বিভূতির অন্ত নাই বলিয়াই আপনি 'অনন্ত' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যোঽপি কশ্চিদেকো বরোঽস্মাক-মীপ্সিতোঽস্তীত্যাহুঃ—বরমিতি। হে নাথ, যস্মাত্ত্বদ্বি-ভূতীনাং দেয়ানামন্তো নাস্তীত্যতঃ স বরস্ত্বয়াবশ্য দেয় এবেতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য কোন একটি বর আমা-দের অভিলষিত আছে, তাহা বলিতেছেন—'বরম্' ইত্যাদি। হে নাথ! যেহেতু আপনার প্রদেয় বিভূতি-সকলের অন্ত নাই, অতএব সেই বর আপনি অবশ্যই প্রদান করিবেন, এইভাব ॥ ৩১ ॥

তথ্য—পরাৎপর,—'পর'শব্দে কারণেরও কারণ —পরম অক্ষর পুরুষ (শ্রীধর); 'পর'শব্দে, ভগ-বানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্বরূপত্ব-হেতু ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (শ্রীজীব)॥ ৩১ ॥

———

পারিজাতেঽঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গোঽন্যন্ন সেবতে ।
ত্বদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(যথা) পারিজাতে (বৃক্ষে) অঞ্জসা (অনায়াসেন) লব্ধে (সতি) সারঙ্গঃ (মকরন্দমাত্র-গ্রাহিভ্রমরঃ) অন্যৎ (সুলভম্ অপি বৃক্ষান্তরং) ন সেবতে, (তথা) সাক্ষাৎ ত্বদঙ্ঘ্রিমূলম্ আসাদ্য (সাক্ষাৎ তব চরণমূলং প্রাপ্য) (বয়মপি) কিং কিং বৃণীমহি (ত্বচ্চরণমকরন্দং বিনা ন কিমপীত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—(হে প্রভো,) যেরূপ অনায়াসে পারি-জাত প্রাপ্ত হইলে মকরন্দমাত্রগ্রাহী মধুকর (সুলভ হইলেও) বৃক্ষান্তরের সেবা করে না, তদ্রূপ সাক্ষাৎ আপনার পাদমূল লাভ করিয়া আমরাও ভবদীয় পাদপদ্ম-মকরন্দ ব্যতীত আর কি প্রার্থনা করিব? ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রিয়ন্তাং তর্হি যথেষ্টমনেকে এব বরা ইতি চেন্নৈবং ত্বচ্চরণাম্বুজমেবাস্মাকং বরণীয়ং তন্মাধুর্য্যাস্বাদপ্রাপ্ত্যর্থমেব কশ্চিদেকো বরোঽভীষ্টো-ঽস্তি তং বিনা বহূনন্যান্ বরান্ন বৃণীম ইত্যাহুঃ—পারীতি ত্রিভিঃ। সারঙ্গো ভ্রমরঃ। অন্যদ্বৃক্ষান্তরম্। ননু পারিজাতাৎ কল্পদ্রুমাদেব প্রকামমভিবাঞ্ছিতান্ বহূনর্থান্ গৃহ্ণাতু তত্রাহ—সারঙ্গ ইতি। সারঙ্গস্য মকরন্দমাত্রগ্রাহিত্বাদ্বস্তন্তরেষু বাঞ্ছৈব নোৎপদ্যতে যথা তথৈব ত্বদঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্য কিং কিং বৃণীমহি অপি চ ত্বচ্চরণমকরন্দং বিনা ন কিমপীত্যর্থঃ ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে অনেক বরই প্রার্থনা কর, তাহাতে বলিতেছেন—'নৈবং', না, এইরূপ কখনই নহে। আপনার চরণ-কমলই আমাদের প্রার্থনীয়, সেই চরণকমলের মাধুর্য্যের আস্বাদন প্রাপ্তির নিমিত্তই কোন একটি অভীষ্ট বর আছে, তাহা ব্যতীত অন্য বহু বর আমরা প্রার্থনা করি না, ইহাই বলিতেছেন—'পারিজাতে' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'সারঙ্গ' বলিতে ভ্রমর। 'অন্যৎ'—পারিজাত বৃক্ষ ব্যতীত অপর বৃক্ষ। যদি বলেন—দেখ, পারিজাত কল্পবৃক্ষ হইতেই যথেষ্ট অভিলষিত বহু বস্তুই গ্রহণ কর। তাহাতে বলি-তেছেন 'সারঙ্গঃ' ইতি। মধুমাত্র গ্রহণশীল ভ্রমরের যেমন অন্য বস্তুতে বাঞ্ছাই উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ আপনার পাদমূল প্রাপ্ত হইয়া 'কিং কিং বৃণীমহি'—অন্য তুচ্ছ বস্তু কিজন্য চাহিব? (অথবা যদি চাইই,

তবে কি কি চাহিব ? কারণ অনন্ত বস্তু এবং মনোরথও অনবস্থিত।) অধিকন্তু, আপনার চরণকমলের মধু ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই চাহি না, এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

যাবৎ তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) মায়য়া স্পৃষ্টাঃ (মোহিতাঃ সন্তঃ) স্বঃকর্ম্মভিঃ ইহ (সংসারে) (যাবৎ বয়ং) ভ্রমামঃ, তাবৎ নঃ (অস্মাকং) ভবে ভবে (জন্মনি জন্মনি) ভবৎপ্রসঙ্গানাং (ভবতঃ প্রসঙ্গো যেষাং তেষাং ভাগবতানাং) সঙ্গঃ স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আপনার মায়ামোহিত হইয়া স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে আমরা এই সংসারে যাবৎকাল ভ্রমণ করিব, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যেন আমাদের জন্মে জন্মে ভবদীয় গুণকীর্ত্তনকারী ভাগবতগণের সঙ্গ-লাভ হয়, আমরা এই বরই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঈপ্সিতস্ত্বমস্মাকমেকোঽয়মেব বর ইত্যাহুঃ—যাবত্তে ইতি। ভবৎপ্রসঙ্গানাং ভক্তজনানাম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের অভীষ্ট একমাত্র আপনিই, এই নিমিত্ত একটি বর প্রার্থনা করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'যাবৎ তে' ইতি। 'ভবৎপ্রসঙ্গানাং' —আপনার সঙ্গী ভক্তজনের (সহিত আমাদের যেন সমাগম হয়) ॥ ৩৩ ॥

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবতঃ তব সঙ্গিনঃ যে ভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য) লবেনাপি (লেশেনাপি) স্বর্গং ন তুলয়াম (ন গণয়াম) ; (তথা) অপুনর্ভবং (মোক্ষম্ অপি) ন তুলয়ামঃ ; (তর্হি) মর্ত্ত্যানাম্ আশিষঃ (রাজ্যভোগান্ ন তুলয়াম ইতি) কিমুত (বক্তব্যম্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ভগবৎসঙ্গি-ভাগবতগণের অত্যল্পকাল-মাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি মোক্ষেরও তুলনা করিতে পারি না। মরণ ধর্ম্মশীল প্রাকৃত মানবগণের রাজ্য-ভোগাদি-সুখের কথা আর কি বলিব ? ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মায়য়া স্পৃষ্টা ইত্যুক্ত্যা মায়া-জয়ার্থং সাধুসঙ্গ প্রার্থয়ধ্বে চেন্মোক্ষমেব সাক্ষাৎ কিং ন গৃহ্নীতেত্যত আহুঃ—তুলয়ামেতি। অয়মর্থঃ—যাবন্তো বরণীয়া বরাস্তে সর্ব্বে স্বর্গমোক্ষান্তঃপাতিন এবানুভূতাঃ সাধুসঙ্গস্য তু স্বর্গমোক্ষাভ্যাং পরঃ সহস্রাধিক্যমবগম্যতে, যতঃ সাধুসঙ্গে সতি ত্বদ্রূপ-গুণকথামাধুর্য্যাস্বাদো ভবেৎ স চ স্বর্গসুখাৎ ত্বদীয়-নির্বিশেষস্বরূপব্রহ্ম-সুখাদপি কোটিকোটিগুণাধিকো, "নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" ইত্যাদি ত্বদুক্ত্যা সর্ব্বসুখদাতুস্তবাপি পরমসুখপ্রদ ইত্যত এক সাধুসঙ্গ এব ব্রিয়তে ইতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, 'মায়য়া স্পৃষ্টাঃ' (৩৩ শ্লোক), মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন ইহা বলিয়া, মায়া জয়ের নিমিত্ত যদি সাধুসঙ্গ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে সাক্ষাৎ মোক্ষই কিজন্য গ্রহণ করিতেছ না ? ইহাতে বলিতেছেন—'তুলয়াম' ইত্যাদি (অর্থাৎ আপনার ভক্তজনের অত্যল্পকাল সঙ্গজনিত সুখের একাংশের সহিতও আমরা স্বর্গ বা মোক্ষ-পদের তুলনা করিতে পারি না, আর মরণ-ধর্ম্মশীল মানবগণের সুখভোগাদির কথা কি বক্তব্য ?)। এই স্থলের এই-রূপ অর্থ—যতকিছু প্রার্থিত বর আছে, সে-সমস্তই স্বর্গ ও মোক্ষের অন্তঃপাতিই অনুভূত হয়, কিন্তু সাধু-সঙ্গের ফল স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতেও সহস্র সহস্র গুণ অধিক বলিয়াই অবগত হওয়া যায়, কারণ সাধুসঙ্গ হইলে ত্বদীয় রূপ, গুণ ও কথামাধুর্য্যের আস্বাদন হইয়া থাকে, এবং তাহা স্বর্গসুখ হইতে, এখন কি আপনার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম-সুখ হইতেও কোটি কোটি গুণ অধিক। "নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে"—অর্থাৎ হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না এবং যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না। কিন্তু আমার ভক্ত-জন যেখানে গান করেন, সেখানেই আমি অবস্থান করি, ইত্যাদি আপনার উক্তি অনুসারে, সর্ব্ব সুখ-প্রদাতা আপনারও পরম সুখপ্রদ ঐ সাধুসঙ্গই, এইজন্য একমাত্র সাধুসঙ্গই আমরা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

চৈঃ চঃ মধ্য, ২২শ পঃ।

লব,—নিমেষকাল (১১।০) সওয়া এগার 'লবে' এক সেকেণ্ড ॥ ৩৪ ॥

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্ব্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥ ৩৫ ॥
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ ন্যাসিনাং গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (ভগবদ্‌ভক্তসমাজে) মৃষ্টাঃ (শুদ্ধাঃ) (পরমানন্দজনিকাঃ ভবতঃ) কথা ঈড্যন্তে (ভক্তৈঃ স্তূয়ন্তে), যতঃ (যাভ্যঃ কথাভ্যঃ) তৃষ্ণায়াঃ প্রশমঃ (শান্তিঃ ভবতি), যত্র (সর্ব্বেষু) ভূতেষু নির্ব্বৈরং (বৈরাভাবঃ অতঃ) যত্র কশ্চন (অপি) উদ্বেগঃ (ভয়ং ন ভবতি) যত্র সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ (নিরপেক্ষৈঃ) ন্যাসিনাং (ত্যক্তসর্ব্বফলানাম্ অপি) গতিঃ (ফলং) ভগবান্ নারায়ণঃ সাক্ষাৎ পুনঃ পুনঃ প্রস্তূয়তে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্ত-সমাজে আপনার বিশুদ্ধ কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই সকল কথা শ্রবণে ভোগেচ্ছারূপা তৃষ্ণার শান্তি হয়। ইহাতে কোনও প্রাণীর সহিত বৈরভাব অথবা কোনও উদ্বেগ নাই। মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ নিরপেক্ষ সাধুসকল সেই স্থানে সৎকথার প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বফলত্যাগী ত্যাগিকুলের একমাত্র গতি ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—স চ সাধুসঙ্গঃ সিদ্ধভক্তানাং সাধকভক্তানাঞ্চ সর্ব্বদৈব সর্ব্বথৈব পরমোপাদেয় ইত্যাহঃ —যত্র যেষু ভক্তেষু যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ ॥৩৫-৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এবং সেই সাধুসঙ্গ সিদ্ধ ভক্তগণের এবং সাধক ভক্তগণের সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকারেই পরম উপাদেয়—ইহা বলিতেছেন, 'যত্র' ইত্যাদি। 'যেষু'—যে ভক্তজনের সংসর্গে, 'যাভ্যঃ'—সৎকথার অবসরে (ভগবান্ নারায়ণের প্রসঙ্গ সততই কীর্ত্তিত হয়।) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—তেষাং তাবকানাং (ত্বদ্‌ভক্তানাং) তীর্থানাম্ (অপি) পাবনেচ্ছয়া পদ্ভ্যাং বিচরতাং সমাগমঃ (সংসারাৎ) ভীতস্য কিং ন রোচেত (কথং ন স্বস্মিন্ রুচিম্ উৎপাদয়েৎ) ? ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার সেই সকল নিজজন তীর্থসকলকেও পবিত্র করিবার জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব সংসার-ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ না করিবেন ? ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া স্নানাদিভিরস্মান্ পুনন্ত্বিতি তীর্থকর্ত্তৃকা যা পাবনেচ্ছা তয়া হেতুভূতয়া তীর্থানাং শুভাদৃষ্টবশাদেবেত্যর্থঃ। ভক্তানাস্তু তীর্থেভ্যঃ স্বপাবনেচ্ছয়ৈব প্রয়োজনং সম্মতং জ্ঞেয়ম্ ; ভীতস্য সংসারাৎ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া'—সাধুজন স্নানাদির দ্বারা আমাদিগকে (তীর্থসকলকে) পবিত্র করুন—এইরূপ তীর্থ কর্তৃক পবিত্রতা লাভের যে ইচ্ছা, তাহার নিমিত্তই, অর্থাৎ তীর্থসকলের শুভ অদৃষ্টবশতঃই—এই অর্থ। কিন্তু ভক্তগণের তীর্থসকল হইতে নিজেদের পাবনের ইচ্ছাতেই তীর্থাদিতে গমন প্রয়োজন—ইহা সাধুজন-সম্মত জানিতে হইবে। 'ভীতস্য'—সংসার ভয়ে ভীত (কোন্ ব্যক্তির আপনার পরমপ্রিয় ভক্তগণের সাহচর্য্য প্রীতিকর না হইবে ?) ॥ ৩৭ ॥

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যো-
ভিষক্‌তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, (তব) প্রিয়স্য সখ্যুঃ ভবস্য (শিবস্য) ক্ষণসঙ্গমেন (ক্ষণমাত্রভবেন সঙ্গমেন হেতুনা) সুদুশ্চিকিৎসস্য (অত্যন্তমচিকিৎসস্য) ভবস্য (জন্মনঃ) মৃত্যোঃ ভিষক্‌তমং (সদ্‌বৈদ্যং) ত্বা (ত্বাম্) অদ্য সাক্ষাৎ বয়ং গতিং গতাঃ স্ম (প্রাপ্তা স্ম) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আমরা ভবদীয় প্রিয়তম শম্ভুর ক্ষণকালমাত্র সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্মমৃত্যুরূপ রোগের সদ্‌বৈদ্যস্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম-আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চাভীষ্টবরস্ত্বৎপ্রাপ্তিরেব তস্যাস্ত্বৎপ্রাপ্তেঃ ফলং সাধুসঙ্গ এবাস্মাকং তৎপ্রাপ্তেঃ সাধনঞ্চ সাধুসঙ্গ এবেত্যাহুঃ—বয়ন্ত্বিতি। তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য, ভবস্য জন্মনঃ মৃত্যোর্মরণস্যেতি রোগদ্বয়স্য সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে আমাদের অভীষ্ট বর (প্রার্থনা) আপনার প্রাপ্তিই, সেই আপনার প্রাপ্তির ফল আমাদের সাধুসঙ্গই, সেই সাধুসঙ্গ প্রাপ্তির সাধনও সাধুসঙ্গই—ইহা বলিতেছেন—'বয়ং তু' ইত্যাদি। 'প্রিয়স্য সখ্যুঃ'—আপনার যিনি প্রিয় সখা (শঙ্কর), তাঁহার (ক্ষণকাল সঙ্গ লাভ করিয়া) 'ভবস্য মৃত্যোঃ'—জন্ম ও মরণরূপ রোগদ্বয়ের নিবারক সদ্বৈদ্য আপনাকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, (এইরূপ সৎসঙ্গের ফল আমরা সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করিতেছি।) ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—ভেদ-প্রতিপাদনোদ্দেশেই এই শ্লোকে 'তু' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রিয়স্য সখ্যুঃ অর্থাৎ 'প্রিয় সখার' এই বাক্যে শাস্ত্রে যে যে স্থানে "গুরু ও ঈশ্বর অভেদ, শিব—হরি হইতে অভিন্ন"—এইরূপ অভেদ-সূচক বাক্যের উপদেশ হইয়াছে, সেই সেই স্থানে 'অভেদ' অর্থে 'প্রিয়তম সখা' জানিতে হইবে—ইহাই শুদ্ধভক্তগণের মত, (শ্রীজীব) "শুদ্ধা ভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎ প্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে"—(ভক্তিসন্দর্ভ-২১৬) ॥ ৩৮ ॥

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা
বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ
সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥ ৩৯ ॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ
নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো
বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ নঃ (অস্মাভিঃ) স্বধীতং (সুষ্ঠু সম্যগ্ অধীতং বেদাধ্যয়নং কৃতং তথা) গুরবঃ (উপদেষ্টারঃ) (অন্যে চ) বিপ্রাঃ বৃদ্ধাঃ (পিত্রাদয়ঃ) আর্য্যাঃ (অন্যে অপি) (সদাচারপরাঃ) সুহৃদঃ (মিত্রাণি) ভ্রাতরঃ (অন্যানি চ) সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) অনসূয়য়ৈব (শুদ্ধভাবেনৈব) নতাঃ (নমস্কৃতাঃ) সদানুবৃত্ত্যা (সদাচারেণ অস্মাভিঃ) প্রসাদিতাঃ (অনুগৃহীতাঃ); (হে) ঈশ, (এতাবন্তং) কালম্ অপ্সু (জলে স্থিতানাং) নিরন্ধসাং (নিরন্নানাং) নঃ (অস্মাকং) যৎ এতৎ সুতপ্তং (সম্যগ্ অনুষ্ঠিতম্ অতএব) অদভ্রম্ (অত্যুগ্রং) তপঃ তৎ এতৎ সর্ব্বং (অধ্যয়নাদানুষ্ঠানং) ভূম্নঃ (ব্যাপকস্য) পুরুষস্য তে (তব) পরিতোষণায় (ভবতু ইতি বয়ং) বৃণীমহে ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, আমরা যে সুষ্ঠুরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, শুদ্ধ আনুগত্য দ্বারা যে গুরু, বিপ্র, বৃদ্ধ আর্য্যগণকে নমস্কার করিয়াছি; সুহৃজ্জন, ভ্রাতৃগণ এবং প্রাণিগণের হিংসা করি নাই; আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া জলমধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছি, সেই সকল সদাচরণ দ্বারা আপনার সন্তোষ হউক্—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয় বর ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—বয়মজ্ঞাস্ত্বৎপরিতোষসাধনং নৈব জানীমস্তদপি স্বেচ্ছয়া যদ্যৎ কৃতং তেনাপি ত্বং প্রসীদেত্যাশাসতে—যন্ন ইতি। বৃদ্ধা জ্ঞানাধিকা আর্য্যা ভক্ত্যধিকাঃ ভূতানি প্রসাদিতানীতি শেষঃ। নিরন্ধসাং নিরন্নানাম্ অদভ্রমনল্পং কালম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা অজ্ঞজন, আপনার পরিতোষ সাধনের কিছুই জানি না, তথাপি স্বেচ্ছায় যাহা যাহা (অনশন, তপস্যা প্রভৃতি) করিয়াছি, তাহাতেও আপনি প্রসন্ন হউন—এইরূপ আশা করিতেছেন—'যন্ন' ইত্যাদি। 'বৃদ্ধাঃ'—জ্ঞানবৃদ্ধগণ, 'আর্য্যাঃ'—ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ভক্তজন এবং 'ভূতানি'—প্রাণিগণ, 'নিরন্ধসাং'—নিরন্ন, (অনশনে স্থিত আমাদের সদাচরণের দ্বারা পরিতুষ্ট হউন।) 'অদভ্রং'—অনল্প, অর্থাৎ বহুকাল ॥ ৩৯-৪০ ॥

মনুঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ ভবশ্চ
যেঽন্যে তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ
স্তুবন্ত্যথো ত্বাত্মসমং গৃণীমঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ (তপোজ্ঞানাভ্যাং বিশুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং তাদৃশাঃ) অপি মনুঃ স্বয়ম্ভুঃ ভগবান্ ভবশ্চ যে অন্যে (অপি তথাভূতাঃ) যন্মহিম্নঃ (যস্য তব মহিম্নঃ) অদৃষ্টপারাঃ (ন দৃষ্টং পারং অন্তঃ যৈস্তে তথাভূতাঃ) ত্বাত্মসমং (ত্বাম্ আত্মসমং স্বমত্যনুরূপং যথা) স্তুবন্তি অথ (তথা বয়মপি ত্বাম্ আত্মসমং) গৃণীমঃ (স্তুমঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তপস্যা-জ্ঞানাদির দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত যোগিগণ এবং মনু, স্বয়ম্ভু ও শিব—ইঁহারাও আপনার মহিমার অন্ত না পাইয়া আপন আপন সাধ্যানুসারে আপনার স্তব করিয়াছেন। অতএব আমরাও যথাসাধ্য আপনার স্তব করিতেছি ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—অজ্ঞানামপ্যস্মাকং ত্বৎস্তুতির্নাযুক্তেত্যাহঃ—মনুরিতি। ত্বন্মহিম্নো ন দৃষ্টপারা ইতি পরমবিজ্ঞা অপি তে ত্বন্মহিমন্যজ্ঞা এব যথা স্তুবন্তি তথৈব বয়মপ্যজ্ঞতমা অপি আত্মসমং স্বশক্ত্যনুরূপমেব স্তুমঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অজ্ঞ আমাদের পক্ষে আপনার স্তুতি করাও যুক্তি-সঙ্গত নহে, ইহা বলিতেছেন—'মনুঃ' ইত্যাদি। 'অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ'—আপনার মহিমার পার যাঁহারা দৃষ্ট হন নাই, অর্থাৎ পরম বিজ্ঞ হইলেও সেই মনুপ্রভৃতি আপনার মহিমায় অজ্ঞ হইয়াও যেরূপে স্তুতি করেন, তদ্রূপ অজ্ঞতম আমরাও, 'আত্মসমং'—নিজেদের শক্তি অনুসারেই আপনার স্তব করিতেছি ॥ ৪১ ॥

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ।
বাসুদেবায় সত্ত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ সমায় শুদ্ধায় পরায় (শ্রেষ্ঠায়) পুরুষায় সত্ত্বায় (শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তয়ে) ভগবতে বাসুদেবায় তুভ্যং (তে) নমঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ না থাকায় আপনি সর্ব্বত্র সমান অতএব অপাপবিদ্ধ, (পাপহেতুই বৈষম্যবুদ্ধি হয়), আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বায় শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তয়ে ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্ত্বায়'—শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি (ভগবান্ বাসুদেব আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।) ॥ ৪২ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ইতি প্রচেতোভিরভিষ্টুতো হরিঃ
প্রীতস্তথেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ।
অনিচ্ছতাং যানমতৃপ্তচক্ষুষাং
যযৌ স্বধামানপবর্গবীর্য্যঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রীমৈত্রেয় উবাচ,— শরণ্যবৎসলঃ (শরণ্যেষু শরণাগতেষু বৎসলঃ) হরিঃ ইতি (এবং) প্রচেতোভিঃ অভিষ্টুতঃ (স্তুতঃ) প্রীতঃ (সন্) তথা ইতি আহ—(ভবৎপ্রার্থিতং তথাস্তু ইতি আহ স্ম) (ততশ্চ) অনপবর্গবীর্য্যঃ (অকুণ্ঠিতপ্রভাবঃ) অতৃপ্তচক্ষুষাং (ন তৃপ্তানি চক্ষুংষি যেষাম্ অতএব) (তস্য) যানম্ (প্রয়াণম্) অনিচ্ছতাং (সতাং) স্বধাম যযৌ (ভক্তহৃদয়ং বিবেশ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, শরণাগতপালক ভগবান্ শ্রীহরি এইরূপে প্রচেতোগণ কর্তৃক সুপূজিত হইয়া সন্তোষের সহিত কহিলেন,—"তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হউক্।" তদনন্তর সেই অকুণ্ঠপ্রভাব ভগবান্ শ্রীহরি অতৃপ্তচক্ষু প্রচেতোগণের অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অনপবর্গবীর্য্যঃ অকুণ্ঠপ্রভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনপবর্গবীর্য্যঃ'—অকুণ্ঠিতপ্রভাব (ভগবান্ শ্রীহরি) ॥ ৪৩ ॥

অথ নির্য্যায় সলিলাৎ প্রচেতস উদন্বতঃ।
বীক্ষ্যাকুপ্যন্ দ্রুমৈশ্ছন্নাং গাংগাং
রোদ্ধুমিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ প্রচেতসঃ উদন্বতঃ (সমুদ্রস্য)

সলিলাৎ (জলাৎ) নির্য্যায় (নির্গত্য) (তদা প্রাচীনবর্হিষঃ) গাং (স্বর্গং) রোদ্ধুম্ ইব উচ্ছ্রিতৈঃ দ্রুমৈঃ গাং (মহীং) ছন্নাং বীক্ষ্য (দ্রুমেভ্যঃ) অকুপ্যন্ ॥৪৪॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রচেতোগণ সিন্ধুসলিল হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন যে, বৃক্ষসকল উন্নত হইয়া যেন স্বর্গরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং সেই বৃক্ষাদি দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে—ইহা দেখিয়া তাঁহারা সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—গাং পৃথ্বীং গাং স্বর্গং রোদ্ধুমাবরিতুমিব অকুপ্যন্নিত্যহো শ্রীভগবদাদিষ্টং রাজ্যং ক্ব করবাম তদাজ্ঞাপালনঞ্চ ভূত্যা বয়ং কথং জিহাসাম ইহ পুনরমী বৃক্ষা এব পৃথ্বীমাবব্রুঃ স্বর্গঞ্চেতি জিঘৃক্ষন্তি তর্হি মনুষ্যাঃ ক্ব স্থাস্যন্তীত্যনয় এব কোপে হেতুঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাং'—পৃথিবীকে, এবং 'গাং'—স্বর্গকে, 'রোদ্ধুম্ ইব'—যেন অবরুদ্ধ করিবার জন্য (উন্নত বৃক্ষসকলকে দেখিয়া), 'অকুপ্যন্'—প্রচেতাগণ ক্রুদ্ধ হইলেন, অর্থাৎ কি আশ্চর্য্য! শ্রীভগবানের আদিষ্ট রাজ্য আমরা কোথায় করিব! ভৃত্য আমরা তাঁহার আজ্ঞাপালন কিরূপেই বা পরিত্যাগ করিব? আর এখানে ঐসকল বৃক্ষই পৃথিবীকে আবৃত করিয়া স্বর্গকেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহা হইলে মনুষ্যগণ কোথায় থাকিবে?—এইরূপ অন্যায় কার্য্যই বৃক্ষগণের প্রতি কোপের কারণ ॥৪৪॥

ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্নমুঞ্চন্মুখতো রুষা ।
মহীং নির্ব্বীরুধং কর্ত্তুং সম্বর্ত্তক ইবাত্যয়ে ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ততঃ রুষা (ক্রোধেন) মহীং নির্ব্বীরুধং (নির্গতাঃ বীরুধোঽপি যস্যাস্তথাভূতাং) কর্ত্তুং মুখতঃ অগ্নিমারুতৌ অমুঞ্চন্ (যথা) অত্যয়ে (প্রলয়ে) সম্বর্ত্তকঃ ইব (কালাগ্নিরুদ্র ইব—কালাগ্নিরুদ্রঃ যথা মুখাৎ অগ্নিং বিমুঞ্চতি তথাবৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, প্রলয়কালে রুদ্র যেরূপ নিজমুখ হইতে অগ্নি নির্গমন করেন, প্রচেতোগণও তদ্রূপ মহীমণ্ডল তরুলতাশূন্য করিবার উদ্দেশে ক্রোধভরে মুখ হইতে অগ্নি ও অগ্নিসখ বায়ু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—রাজন্, জিতকোপত্বাৎ ভক্ত্যা বিরাজমান, হে বিদুর ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্! (ইহা বিদুরের প্রতি সম্বোধন), অর্থাৎ ক্রোধজয়ীহেতু ভক্তিতে বিরাজমান (ভক্তপ্রবর) হে বিদুর! ॥ ৪৫ ॥

ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণাংস্তান্ দ্রুমান্ বীক্ষ্য পিতামহঃ ।
আগতঃ শময়ামাস পুত্রান্ বর্হিষ্মতো নয়ৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—তান্ দ্রুমান্ ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণান্ বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পিতামহঃ (ব্রহ্মা তত্র) আগতঃ (সন্) নয়ৈঃ (যুক্তিভিঃ) বর্হিষ্মতঃ পুত্রান্ (প্রচেতসঃ) শময়ামাস (শান্তান্ চকার) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষসমূহ ভস্মসাৎ হইতেছে দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন এবং প্রচেতোগণকে যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—নয়ৈর্যুক্তিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নয়ৈঃ'—যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা (পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।) ॥ ৪৬ ॥

তত্রাবশিষ্টা যে বৃক্ষা ভীতা দুহিতরং তদা ।
উজ্জহ্রুস্তে প্রচেতোভ্য উপদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (ভূমৌ) যে অবশিষ্টাঃ বৃক্ষাঃ তে তদা ভীতাঃ (সন্তঃ) স্বয়ম্ভুবা (ব্রহ্মণা) উপদিষ্টাঃ প্রচেতোভ্যঃ দুহিতরং (স্বকন্যাম্) উজ্জহ্রুঃ (সমর্পয়ামাসুঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—সেই বৃক্ষসকলের মধ্যে যে-সকল বৃক্ষ অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে তাহাদের সেই কন্যাটী প্রচেতোগণকে সমর্পণ করিল ॥ ৪৭ ॥

তে চ ব্রহ্মণ আদেশান্মারিষামুপযেমিরে ।
যস্যাং মহদবজ্ঞানাদজন্যজনযোনিজঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—তে চ (প্রচেতসঃ) ব্রহ্মণঃ আদেশাৎ (আজ্ঞাতঃ) মারিষাং (তন্নাম্নী কন্যাং) (বৃক্ষৈর্দত্তাম্) উপযেমিরে (বিবাহিতবন্তঃ) ; অজনযোনিজঃ (অজনঃ নারায়ণঃ যোনিঃ কারণং যস্য সঃ অজন-যোনিঃ ব্রহ্মা তস্মাৎ জাতঃ ইতি অজন-যোনিজঃ দক্ষঃ) মহদবজ্ঞানাৎ (মহতঃ মহাদেবস্য অবজ্ঞানাৎ অপরাধাৎ) যস্যাং (ক্ষত্রিয়জাতৌ মারিষায়াম্) অজনি (জাতঃ ; গর্ভবাসদুঃখং প্রাপ) ।। ৪৮ ।।

অনুবাদ—ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতোগণ বৃক্ষদত্ত মারিষা-নাম্নী সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ব্রহ্ম-পুত্র দক্ষ শিবাপরাধ জন্য মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন অর্থাৎ গর্ভযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলেন ।। ৪৮ ।।

বিশ্বনাথ—মারিষাং বাৰ্ক্ষীং অজনযোনির্ব্রহ্মা তস্মাজ্জাতোঽপি দক্ষঃ ক্ষত্রিয়জাতৌ যস্যাং মহতঃ শ্রীমহাদেবস্যাবজ্ঞানাৎ অজনি ক্ষত্রিয়-বীর্য্যতঃ গর্ভ-বাসজ স্বদুঃখং প্রাপ, পূর্ব্বং বীরভদ্রহস্তাৎ পুনশ্চ কালতশ্চ মরণদ্বয়ং প্রাপেতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৪৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মারিষাং'—বৃক্ষগণ কর্তৃক পালিতা মারিষা নাম্নী কন্যাকে (প্রচেতাগণ বিবাহ করিলেন, তাহার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন)। 'অজন-যোনিজঃ'—অজনযোনি ব্রহ্মা, তাহা হইতে পূর্ব্বে জাত হইলেও, যে দক্ষ শ্রীমহাদেবের প্রতি অবজ্ঞা করায় অধুনা ক্ষত্রিয়জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বীর্য্য হইতে জন্ম লাভ করায় গর্ভবাস-জনিত স্বকৃত দুঃখই প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে বীরভদ্রের হস্ত হইতে, পুনরায় কালক্রমে ইনি মরণ-দ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে ।।৪৮।।

চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কালবিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ।।৪৯

অন্বয়ঃ—চাক্ষুষে তু অন্তরে (মন্বন্তরে) প্রাপ্তে প্রাক্ স্বর্গে (পূর্ব্বদেহে) কালবিদ্রুতে (কালেন বিদ্রুতে বিনষ্টে সতি) যঃ দৈবচোদিতঃ (দৈবেন ঈশ্বরেণ চোদিতঃ সন্) ইষ্টাঃ প্রজাঃ সসর্জ্জ, সঃ (প্রসিদ্ধঃ) দক্ষঃ (অজনি) ।। ৪৯ ।।

অনুবাদ—চাক্ষুষ-মন্বন্তরে পূর্ব্বদেহ কালবশে বিনষ্ট হইলে, যিনি ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বাভিলষিত বহুপ্রজা সৃষ্টি করেন, ইনিই সেই দক্ষ। (পঞ্চম মন্বন্তরাবসানে কালবশে প্রাচীন সৃষ্টি বিলুপ্ত হয়। দক্ষ স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-কামনায় পঞ্চম মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ মন্বন্তর অর্থাৎ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে তাহার ফলপ্রাপ্তি হয়,—ইহাই জানিতে হইবে ।। ৪৯ ।।

বিশ্বনাথ—পুনশ্চাশুতোষস্য তস্যৈব স্তুত্যাখ্যাদনুগ্রহাদৈশ্বর্য্যঞ্চ স্বীয়মবাপেত্যাহ—চাক্ষুষ ইতি। পঞ্চম-মন্বন্তরাবসানে প্রাচীনসর্গে কালতো দৈবাদেব নষ্টে সতীত্যর্থঃ। জন্ম ত্বস্য স্বায়ম্ভুবমন্বন্তর এব পৌর্ব্ব-কালিকৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি-কামনয়া পঞ্চম-মন্বন্তর-পর্য্যন্ত-মস্য তপঃ। ষষ্ঠে চাক্ষুষে মন্বন্তরেঽস্য তপঃ-ফল-প্রাপ্তির্জ্ঞেয়া ।। ৪৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায়ও দক্ষ মহাদেবকে স্তুতি করায়, আশুতোষের অনুগ্রহ হইতেই স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা বলিতেছেন—'চাক্ষুষে' ইত্যাদি, (চাক্ষুষ মন্বন্তরে কালবশে পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে যিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বাভিলষিত বহু প্রজা সৃষ্টি করেন, ইনিই সেই দক্ষ)। 'প্রাক্‌সর্গে কাল-বিদ্রুতে'—পঞ্চম মন্বন্তরের অবসানে প্রাচীন সৃষ্টি কালক্রমে দৈববশতঃই বিনষ্ট হইলে, এই অর্থ। এই দক্ষের জন্ম কিন্তু স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরেই, পৌর্ব্বকালিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির কামনায় পঞ্চম মন্বন্তর পর্য্যন্ত ইঁহার তপস্যা, তারপর ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাঁহার তপস্যার ফল-প্রাপ্তি—এইরূপ বুঝিতে হইবে ।। ৪৯ ।।

যো জায়মানঃ সর্ব্বেষাং তেজস্তেজস্বিনাং রুচা।
স্বয়োপাদত্ত দাক্ষ্যাচ্চ কর্ম্মণাং দক্ষমব্রুবন্ ।। ৫০ ।।
তং প্রজাসর্গরক্ষায়ামনাদিরভিষিচ্য চ।
যুযোজ যুযুজেঽন্যাংশ্চ স বৈ সর্ব্বপ্রজাপতীন্ ।।৫১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতসাং চরিতে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ (দক্ষঃ) জায়মানঃ (এব) স্বয়া রুচা (প্রভয়া) সর্ব্বেষাং তেজস্বিনাং তেজঃ উপাদত্ত

(আচ্ছাদিতবান্, যং চ) কর্ম্মণাং দাক্ষ্যাচ্চ (চাতুর্য্যাচ্চ সর্ব্বে) দক্ষম্ অব্রুবন্, তং চ অনাদিঃ (ব্রহ্মা) অভিষিচ্য প্রজাসর্গরক্ষায়াং যুযোজ (নিযুক্তবান্) সঃ (এব দক্ষঃ) অন্যান্ সর্ব্বপ্রজাপতীন্ (সর্ব্বান্ প্রজাপতীন্ অন্যান্ চ মরীচ্যাদীংশ্চ) যুযুজে বৈ (তদ্-ব্যাপারেষু নিযুক্তবান্) ॥ ৫০-৫১ ॥

অনুবাদ—যে দক্ষ উৎপন্ন হইয়া স্বীয় প্রভাবে তেজস্বিগণের তেজ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, সকল কর্ম্মে অতিশয় সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া লোকে যাঁহাকে 'দক্ষ' বলিত, ব্রহ্মা সেই দক্ষকেই অভিষিক্ত করিয়া প্রজার সৃষ্টি ও রক্ষণাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তিনি (দক্ষ) আবার মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাপতিগণকে প্রজারক্ষণাদি-ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৫০-৫১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈশ্বর্য্যমাহ—য ইতি অজায়মানঃ অজো ব্রহ্মা তত্তুল্যঃ স্বয়া রুচা প্রভয়া তেজ উপাদত্ত আচ্ছাদিতবান্। অনাদিঃ ব্রহ্মা তং দক্ষং প্রজানাং সর্গে রক্ষায়াঞ্চ যুযোজ। স চ দক্ষোঽন্যান্ মরীচ্যাদীন্ ॥ ৫০-৫১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রিংশোঽধ্যায়শ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'অজায়মানঃ'—অজ বলিতে ব্রহ্মা, তাঁহার তুল্য এই দক্ষ, 'রুচা'—আপন প্রভাবের দ্বারা (তেজস্বিগণের) তেজঃ আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। 'অনাদিঃ'—ব্রহ্মা সেই দক্ষকে 'প্রজাসর্গ-রক্ষায়াম্'—প্রজাগণের সৃষ্টি এবং রক্ষণাদির নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। সেই দক্ষ আবার মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাপতিগণকে প্রজাসৃষ্টি-রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন ॥ ৫০-৫১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

তত উৎপন্নবিজ্ঞানা আশ্বধোক্ষজভাষিতম্।
স্মরন্ত আত্মজে ভার্য্যাং বিসৃজ্য প্রাব্রজন্ গৃহাৎ ॥১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

একত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পুত্র-দক্ষের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক প্রচেতোগণের বন-গমন এবং নারদোক্ত ভক্তিযোগ অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাদের মুক্তিলাভ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমৈত্রেয় মুনি বিদুরকে প্রচেতো-নারদসংবাদ-বর্ণনোপক্রম-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, দিব্য-সহস্র-বৎস-রান্তে প্রচেতোগণের দিব্যজ্ঞান উদিত হইলে তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রতটে 'জাজলি' নামক ঋষির সিদ্ধিপ্রাপ্ত স্থানে গমন করিলেন এবং চিত্ত সংযত করিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতে থাকিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে দর্শনপ্রদানপূর্ব্বক এই উপদেশ করিলেন,—যে জন্ম, কর্ম্ম, আয়ু ও বাক্য দ্বারা শ্রীহরির সেবা না হয়, তাহা বৃথা। শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষজন্ম, বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম কিংবা দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু, বেদান্তাদি-শ্রবণ, তপস্যা, শাস্ত্রব্যাখ্যাদি বাক্যবিন্যাস, অবধারণ-সামর্থ্য, নিপুণবুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা, অষ্টাঙ্গযোগ, আত্ম-জ্ঞান, সন্ন্যাস, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, বৈরাগ্য ও যাবতীয় শ্রেয়ঃসাধন—

এই সকলই শ্রীহরির সেবা ব্যতীত নিষ্ফল। শ্রীহরিই একমাত্র ভজনীয়। বৃক্ষের মূল-দেশে জল সেচন ও প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত বৃক্ষ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-সেবাদ্বারাই নিখিল দেবতা ও পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে; উঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার আবশ্যকতা নাই। ভগবান্ই সর্ব্বকারণকারণ। শ্রীহরি—ভক্তবশ; তিনি অসদ্ব্যক্তিগণের পূজা গ্রহণ করেন না। যে সকল অকিঞ্চন ব্যক্তির ভগবান্ই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাঁহাদিগকেই ভালবাসেন। যে সকল ব্যক্তি অকিঞ্চন সাধুদিগকে তিরস্কার করেন, সেই সকল কুমনীষীর পূজা তিনি স্বীকার করেন না। সাধুগণ কখনও ভক্তবৎসল শ্রীহরিকে ঈষদ্ভাবেও পরিত্যাগ করেন না। প্রচেতোগণ শ্রীনারদোপদিষ্ট এই সকল হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীহরির চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—ততঃ উৎপন্নবিজ্ঞানাঃ (ভগবদুক্ত-দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রস্যান্তে উৎপন্নবিবেকজ্ঞানাঃ) (তে প্রচেতসঃ উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্ব্বিদ্য নিরয়াদতঃ ইতি) অধোক্ষজ-ভাষিতম্ (অধোক্ষজস্য ভগবতঃ ভাষিতং) স্মরন্তঃ আত্মজে (পুত্রে দক্ষে) ভার্য্যাং বিসৃজ্য (সমর্প্য) আশু (শীঘ্রম্ এব) গৃহাৎ প্রাব্রজন্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—তদনন্তর দিব্যসহস্র বৎসরান্তে প্রচেতোগণের দিব্যজ্ঞান উদিত হইল। তখন তাঁহারা অধোক্ষজ ভগবানের বাক্য স্মরণ করিয়া ভার্য্যাকে পুত্রহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক শীঘ্রই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একত্রিংশে তু নির্ব্বিদ্য রাজ্যাদ্গত্বা বনং পুনঃ।
নারদ-প্রোক্তয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণং প্রাপুঃ প্রচেতসঃ ॥০॥

"উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্ব্বিদ্য" ইত্যধোক্ষজভাষিতং স্মরন্তঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একত্রিংশ অধ্যায়ে রাজ্য হইতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া প্রচেতাগণ পুনরায় বনে গমনপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদোক্ত ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্ব্বিদ্য' (৪।৩০।১৮)—অর্থাৎ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আমার ধামে গমন করিবে, এইরূপ অধোক্ষজ ভগবানের বাক্য স্মরণ করতঃ (প্রচেতাগণ পুত্রহস্তে ভার্য্যার প্রতিপালনের ভার সমর্পণ করিয়া গৃহ হইতে অতিসত্বর বহির্গত হইলেন।) ॥ ১ ॥

———

দীক্ষিতা ব্রহ্মসত্রেণ সর্ব্বভূতাত্মমেধসা।
প্রতীচ্যাং দিশি বেলায়াং সিদ্ধোঽভূদ্যত্র জাজলিঃ ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতাত্মমেধসা (সর্ব্বভূতেষু আত্মা ইতি মেধা জ্ঞানং যস্মিন্ তেন) ব্রহ্মসত্রেণ (ব্রহ্মবিচারেণ নিমিত্তেন) দীক্ষিতাঃ (কৃতসঙ্কল্পাঃ) প্রতীচ্যাং দিশি বেলায়াং (সমুদ্রতটে) যত্র জাজলিঃ (তন্নামক মুনিঃ) সিদ্ধঃ অভূৎ (মুক্তিম্ অবাপ, তত্র যযুঃ) ॥২॥

অনুবাদ—যে ব্রহ্মবিচার দ্বারা সর্ব্বভূতে পরমাত্মদর্শন হয়, সেই জ্ঞান সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া পূর্ব্বদিকে সমুদ্র-তটে—যে স্থানে 'জাজলি' নামক ঋষি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে—গমন করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মসত্রেণ স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরেতিবৎ কৃতেন বেদতাৎপর্য্যবিমর্শেন, —"বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম" ইত্যমরঃ। দীক্ষিতাঃ কৃতসঙ্কল্পাঃ সর্ব্বভূতেষ্বাত্মন ইব মেধা বুদ্ধির্যতস্তেন। বেলায়াং সমুদ্রতটে, জাজলির্নাম মুনিঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মসত্রেণ'—ব্রহ্মসত্র বলিতে ব্রহ্মবিষয়ে বিচার, অর্থাৎ বেদতাৎপর্য্য বিমর্শনের দ্বারা। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—"স্বায়ম্ভুব! ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা" (১০।৮৭।৯), অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নারায়ণ ঋষি বলিলেন—হে স্বায়ম্ভুব (নারদ)! কল্পের আদিতে অবস্থিত ব্রহ্মার মানসপুত্র উর্দ্ধরেতা মুনিগণের মধ্যে একটি ব্রহ্মসত্র (ব্রহ্মবিষয়ে বিচার) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইত্যাদি। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্ম শব্দে বেদ, তত্ত্ব ও তপস্যাকে বুঝায়। 'দীক্ষিতাঃ'—কৃতসংকল্প হইলেন। 'সর্ব্বভূতাত্ম-মেধসা'—সকল প্রাণিতে নিজের মত বুদ্ধি হয় যাহাতে, তাহার দ্বারা। 'বেলায়াং'—সমুদ্রের তটে। 'জাজলিঃ'—জাজলি নামক মুনি ॥ ২ ॥

মধ্ব—পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মসত্রং ন্যাস ইত্যভিধীয়তে ইতি। সর্ব্বভূতাত্মনি হরৌ মেধা যত্র তদ্ব্রহ্মসত্রং সর্ব্বভূতাত্মমেধঃ—হরিমেধস্তু সংন্যাসো হরৌ মেধাত্র যতো ভবেৎ ইতি ষাড়্‌গুণ্যে ॥ ২ ॥

———

তান্ নিৰ্জ্জিতপ্রাণমনোবচোদৃশো
জিতাসনান্ শান্ত-সমান-বিগ্রহান্।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি যোজিতাত্মনঃ
সুরাসুরেড্যো দদৃশে স্ম নারদঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—নিৰ্জ্জিতপ্রাণ-মনোবচোদৃশঃ (নিৰ্জ্জিতাঃ প্রাণমনোবচোদৃশঃ যৈস্তান্) জিতাসনান্ (জিতম্ আসনং যৈস্তান্) শান্তসমানবিগ্রহান্ (শান্তাঃ উপরতাঃ সমানাঃ মূলাধারাদারভ্য ঋজবঃ বিগ্রহা যেষাং তান্) পরে (সর্ব্বোত্তমে) অমলে (শুদ্ধে) ব্রহ্মণি (ব্যাপকে) যোজিতাত্মনঃ (যোজিত আত্মা মনঃ যৈস্তান্) সুরাসুরেড্যঃ (সুরাসুরৈঃ ঈড্যঃ) নারদঃ তান্ (প্রচেতসঃ) দদৃশে স্ম (দৃষ্টবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—প্রচেতোগণ প্রাণ, মন, বাক্য ও বাহ্য দৃষ্টি সংযত করিয়া আসন-জয়পূর্ব্বক বিষয় হইতে উপরত ও ঋজুভাবে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বোত্তম নির্ম্মল ব্রহ্মে আত্মা সংযুক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় সুরাসুরপূজিত নারদ তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরেঽমলে ব্রহ্মণি শ্রীরুদ্রগীতোক্তে স্নিগ্ধ-প্রাবৃড়্‌-ঘনশ্যামস্বরূপে দদৃশে স্ম দদর্শ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরেঽমলে ব্রহ্মণি'—নির্ম্মল পরব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীরুদ্রগীতোক্ত স্নিগ্ধ বর্ষাকালীন নিবিড় মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে, (চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক অবস্থানকারী প্রচেতাগণকে দেবর্ষি নারদ) 'দদৃশে'—দর্শন করিলেন ॥ ৩ ॥

———

তমাগতং ত উত্থায় প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ।
পূজয়িত্বা যথাদেশং সুখাসীনমথাব্রুবন্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তে (প্রচেতসঃ) তম্ আগতম্ (আলোক্য) উত্থায় প্রণিপত্য যথাদেশং (যথাবিধি) অভিবাদ্য পূজয়িত্বা সুখাসীনং (সুখেন আসীনম্) অব্রুবন্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই প্রচেতোগণ নারদকে আগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি অভিবাদন ও পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে সুখাসীন দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যথাদেশং যথাবিধি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথাদেশং'— যথাবিধি অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে (প্রচেতাগণ দেবর্ষি নারদকে পূজা করিলেন) ॥ ৪ ॥

———

শ্রীপ্রচেতস উচুঃ—
স্বাগতং তে সুরর্ষেঽদ্য দিষ্ট্যা নো দর্শনং গতঃ।
তব চংক্রমণং ব্রহ্মন্নভয়ায় যথা রবেঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রচেতসঃ উচুঃ—(হে) সুরর্ষে, (হে) ব্রহ্মন্, তে (তব) স্বাগতং (সুখেন আগতম্) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) নঃ (অস্মাকং) দর্শনং গতঃ (অসি) রবেঃ যথা (পর্য্যটনং চৌরাদিভয়-নিবৃত্তয়ে ভবতি, তথা) তব চংক্রমণং (পর্য্যটনং, লোকস্য) অভয়ায় ভবতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রচেতোগণ কহিলেন,—হে দেবর্ষে, হে ব্রহ্মন্, অদ্য আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? আমরা ভাগ্যবলে আপনার দর্শন পাইলাম। সূর্য্যদেবের ভ্রমণ যেরূপ লোকসমূহের চৌরাদিভয় নিবৃত্তির জন্যই, তদ্রূপ আপনারও পর্য্যটন লোকের অভয়প্রদান নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—যথা রবের্দর্শনেন চৌরাদিভয়মপগচ্ছতি, তথা তব দর্শনেন সংসারভয়মিতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা রবেঃ'—যেরূপ সূর্য্যের দর্শনে চৌরাদি ভয় অপগত হয়, তদ্রূপ আপনার দর্শনে জীবের সংসার ভয় চলিয়া যায় ॥ ৫ ॥

———

যদাদিষ্টং ভগবতা শিবেনাধোক্ষজেন চ।
তদ্‌গৃহেষু প্রসক্তানাং প্রায়শঃ ক্ষপিতং প্রভো ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, যৎ (ত্বং) ভগবতা (ঐশ্বর্য্যশালিনা) শিবেন অধোক্ষজেন চ (বিষ্ণুনা চ) আদিষ্টম্ (উপদিষ্টং) তদ্‌গৃহেষু প্রসক্তানাম্

(অস্মাকং) প্রায়শঃ ক্ষপিতং (বিস্মৃতম্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, ঐশ্বর্য্যশালী (ভগবত্তত্ত্ব) শিব ও অধোক্ষজ শ্রীহরি আমাদিগকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, আমরা গৃহে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাহা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি ॥ ৬ ॥

তন্নঃ প্রদ্যোতয়াধ্যাত্ম-জ্ঞানং তত্ত্বার্থদর্শনম্ ।
যেনাঞ্জসা তরিষ্যামো দুস্তরং ভবসাগরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ তত্ত্বার্থদর্শনং (তত্ত্বজ্ঞানপ্রদীপম্) অধ্যাত্মজ্ঞানং (অধ্যাত্মম্ । আত্মতত্ত্বপ্রকাশং) নঃ (অস্মাকং) (ত্বং) প্রদ্যোতয় (উদ্দীপয়),—যেন (জ্ঞানেন) দুস্তরং ভবসাগরম্ অঞ্জসা (অনায়াসেনৈব বয়ং) তরিষ্যামঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতএব যে তত্ত্বজ্ঞান-প্রদীপস্বরূপ অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারা দুস্তর ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, আমাদিগের মধ্যে সেই জ্ঞানের উদ্দীপন করুন্ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্যাত্ম-জ্ঞানম্ আত্মনি যজ্জ্ঞানমিতি বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ । জীবাত্মনো যজ্জ্ঞাতুমুচিতং তদস্মাকং জ্ঞাতমেবাসীৎ, তদেব ত্বং প্রদ্যোতয়েত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্যাত্ম-জ্ঞানং'—অধ্যাত্ম জ্ঞান বলিতে আত্মবিষয়ে যে জ্ঞান । এখানে 'আত্মনি অধি-অধ্যাত্মং'—ইহা বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে । জীবাত্মার যাহা জানা উচিৎ, তাহা আমাদের জ্ঞাতই ছিল, 'তৎ নঃ প্রদ্যোতয়'—সম্প্রতি আপনি আবার যাহাতে আমাদের সেই অধ্যাত্ম জ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়, তাহাই করুন—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ইতি প্রচেতসাং পৃষ্টো ভগবান্ নারদো মুনিঃ ।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোক আবিষ্টাত্মাব্রবীন্নৃপান্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—ইতি (ইত্যেবং) প্রচেতসাং (প্রচেতোভিঃ) পৃষ্টঃ ভগবতি উত্তমঃশ্লোকে আবিষ্টাত্মা (আবিষ্টঃ আত্মা যস্য সঃ) মুনিঃ ভগবান্ নারদঃ (তান্) নৃপান্ অব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—(হে বিদুর,) এইরূপে প্রচেতোগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকে আসক্তচিত্ত ঐশ্বর্য্যশালী নারদ ঋষি সেই রাজপুত্রগণকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রচেতসাং প্রচেতোভিঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রচেতসাং'—প্রচেতোভিঃ (ইহা অনুক্ত কর্ত্তরি তৃতীয়ার স্থলে সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে) । অর্থাৎ প্রচেতাগণ কর্ত্তৃক, (জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবর্ষি নারদ রাজপুত্রগণকে বলিতে লাগিলেন ।) ॥ ৮ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—
তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ—যেন (জন্মাদিনা) বিশ্বাত্মা (বিশ্বস্য আত্মা) ঈশ্বরঃ হরিঃ সেব্যতে, (ইহ সংসারে) নৃণাং তৎ (এব জন্ম,) তানি (এব) কর্ম্মাণি, তৎ (এব) আয়ুঃ, (তদেব) মনঃ বচঃ (চ সফলং ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—নারদ কহিলেন,—মানুষের যে জন্ম দ্বারা বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই 'জন্ম', যে কৃত্য দ্বারা শ্রীহরির সেবানুকূল্য হয়, সেই কৃত্যই একমাত্র 'কৃত্য', যে আয়ু দ্বারা শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই 'পরমায়ু', সেই মনই শুদ্ধমন, সেই বাক্যই প্রকৃত বাক্য, যাহার দ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—দেহং ধৃত্বা জীবাত্মনা যদ্যদ্বস্তু স্বতঃ প্রাপ্তমস্তুত্তদেব ভগবৎসেবায়ামেব নিযুঞ্জীতেত্যেতদেবাধ্যাত্মজ্ঞানমিত্যাহ— তজ্জন্মেতি ত্রয়োদশভিঃ । তদেব জন্ম জন্ম যেন হরিঃ সেব্যতে, তান্যেব কর্ম্মাণি যৈর্হরিঃ সেব্যত ইত্যেবং সর্ব্বত্র যোজ্যম্ । মনোবচ ইত্যুপলক্ষণং বুদ্ধীন্দ্রিয়বলতপঃশ্রুতযোগসাংখ্যন্যাস-ব্রহ্মচর্য্যাদীনামপ্যুত্তরশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ম্ । নৃণামিতি তৎসেবোপযোগিন্যেব জন্মাদীনি মনুষ্য-সম্বন্ধীন্যুচ্যন্তে অন্যথা তু শূকরাদিপশুসম্বন্ধীনীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহ ধারণ করিয়া জীবাত্মা যে যে বস্তু স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত হয়, তাহাই শ্রীভগ-

বানের সেবাতেই নিযুক্ত করিবে—ইহাই অধ্যাত্মজ্ঞান, ইহা বলিতেছেন—'তজ্জন্ম' ইত্যাদি ত্রয়োদশটি শ্লোকের দ্বারা। 'তৎজন্ম'—মনুষ্যগণের সেই জন্মই সফল জন্ম, যাহার দ্বারা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই সকল কর্ম্মই কর্ম্ম, যাহার দ্বারা শ্রীহরি আরাধিত হন—এই প্রকার সর্ব্বত্র যোজনা করিতে হইবে। 'মনো বচঃ'—মন ও বাক্য, ইহা উপলক্ষণ, ইহার দ্বারা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বল, তপস্যা, শ্রুত (শাস্ত্রাধ্যয়নাদি), যোগ, সাংখ্য, সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচর্য্যাদিও পরবর্ত্তী শ্লোকের দৃষ্টিতে জানিতে হইবে। 'নৃণাম্'—মনুষ্যগণের, ইহা বলায়, শ্রীভগবানের সেবার উপযোগীই যে সকল জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি, তাহা মনুষ্য-সম্বন্ধীয় বলা হয় (অর্থাৎ যে জন্মে শ্রীভগবানের সেবাদি কার্য্য করা হয়, তাহা মনুষ্যপদ-বাচ্য), অন্যথা ঐ সকল জন্ম শূকরাদি পশুজন্ম-তুল্য—এই অর্থ ।। ৯ ।।

তথ্য—আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকলি সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল ।।
আজি মোর গৃহকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ।।
আজি মোর নয়ন ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি' যাঁহার চরণ সেবে রমা ।।
—চৈঃ ভাঃ ম ২য় অঃ ।। ৯ ।।

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ।।১০।।

অন্বয়ঃ—(যত্র যেষু জন্মাদিষু হরিঃ আত্মপ্রদং ন ভবতি, তৈঃ) পুংসঃ জন্মভিঃ (কিং ফলমিতি ? তত্র) শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ (শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধ মাতাপিতৃভ্যাম্ উৎপত্তিঃ, সাবিত্রম্ উপনয়নেন, যাজ্ঞিকং যজ্ঞদীক্ষয়া ত্রিভিঃ) জন্মভিঃ কিং (ফলং) ত্রয়ী-প্রোক্তৈঃ (বৈদিকৈঃ) কর্ম্মভিঃ বা (কিং ফলং) বিবুধায়ুষা (বিবুধানাম্ ইহ দীর্ঘায়ুষা) অপি (কিং ফলম্ ইতি) ।। ১০ ।।

অনুবাদ—মানুষের ত্রিবিধ জন্ম,—বিশুদ্ধ মাতা পিতা হইতে উৎপত্তির নাম 'শৌক্রজন্ম', উপনয়ন দ্বারা সাবিত্রজন্ম, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনারূপ যজ্ঞ-দীক্ষাদ্বারা 'যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ জন্ম'। কিন্তু শ্রীহরির সেবা ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল ? আর হরিসেবা ব্যতীত বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল ? ১০ ।।

বিশ্বনাথ—অন্বয়ং বিবৃত্য ব্যতিরেকং বিবৃণোতি—কিমিতি ত্রিভিঃ। শৌক্রং বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যাং জন্ম, সাবিত্রমুপনয়নেন, যাজ্ঞিকং দীক্ষয়েতি ত্রিবিধং ব্রহ্ম-জন্মাপি ন তন্নৃজন্ম, কিন্তু শূকরাদিজন্মৈব ফলতস্তুল্যত্বাৎ, চণ্ডালাদিজন্মাপি ভগবৎসেবানুকূলং সাধু নৃজন্ম ভগবৎপ্রাপকত্বাৎ ; ইত্যেবং কর্ম্মাদিষ্বপি ভাবো ব্যাখ্যেয়ঃ। ত্রয়ী-প্রোক্তৈরপি কিং পুনর্ব্যবহারিকৈঃ, বিবুধায়ুষাপি কিং পুনঃ শতায়ুষা ।। ১০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপরোক্ত কথাই অন্বয়রূপে বলিয়া ব্যতিরেকভাবে বিবৃত করিতেছেন—'কিং জন্মভিঃ ত্রিভিঃ', (অর্থাৎ শৌক্র, উপনয়ন ও দীক্ষা—এই ত্রিবিধ জন্ম শ্রীহরিসেবা ব্যতীত বৃথাই)। শৌক্র বলিতে বিশুদ্ধ মাতা ও পিতা হইতে যে জন্ম, উপনয়নের দ্বারা সাবিত্র জন্ম এবং দীক্ষার দ্বারা যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম-জন্ম প্রাপ্ত হইলেও শ্রীহরির আরাধনা ব্যতিরেকে উহা মনুষ্য জন্মই নহে, কিন্তু ফলের তুল্যত্ব-হেতু উহা শূকরাদি জন্মই। বাস্তবিক পক্ষে চণ্ডালাদি জন্মও যদি শ্রীভগবৎসেবার অনুকূল হয়, তবে তাহাই সফল মনুষ্য-জন্ম, কারণ তাহার দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে। কর্ম্মাদি পক্ষেও এইরূপ ভাব ব্যাখ্যা করিতে হইবে (অর্থাৎ যে কর্ম্মাদির দ্বারা শ্রীহরির সেবা হয় না, উহা শূকরাদি পশুর দ্বারা কৃত কর্ম্মতুল্যই বুঝিতে হইবে)। 'ত্রয়ী-প্রোক্তৈঃ'—বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকলেই বা কি ফল শ্রীহরিসেবা ব্যতীত ? ইহাতে ব্যবহারিক কর্ম্ম-সকলের কথা অধিক কি বক্তব্য ? 'বিবুধায়ুষা'—শ্রীহরির আরাধনা ভিন্ন দেবতুল্য দীর্ঘায়ুতেই যদি কোন ফল না হয়, তবে শতবৎসর পরমায়ু-বিশিষ্ট মনুষ্য জন্মেই বা কি ফল হইবে ? (অর্থাৎ শ্রীহরির সেবাই মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা।) ।। ১০ ।।

তথ্য—বিশুদ্ধ মাতা পিতা হইতে যে জন্ম, তাহাই শুক্রসম্বন্ধি জন্ম। উপনয়নসংস্কার দ্বারা যে দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়, তাহার নাম 'সাবিত্র-জন্ম' এবং দীক্ষা-

গ্রহণপ্রভাবে গুরুগৃহে যে তৃতীয় জন্মলাভ হয়, তাহাই 'দৈক্ষজন্ম' (শ্রীধর)। ভাঃ ১০।২৪।৩৯, ৭।৯।১০, ১১।৫ ২-৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ ॥
—ভার্গবীয়-মনুসংহিতা ২।১৬৯ ॥ ১০ ॥

বিবৃতি—জীবের জন্ম ত্রিবিধ। মাতৃকুক্ষিতে পিতার ঔরসে জীবের যে জন্ম হয়, তাহাকে 'শৌক্র-জন্ম' বলে। তাদৃশ লব্ধ-জন্মা ব্যক্তি আচার্য্যের নিকট যে ব্যাহৃতিযুক্তা বেদমাতা গায়ত্রী লাভ করেন, তাহাতেই 'সাবিত্র-জন্ম' বা 'মৌঞ্জিবন্ধন' বা 'দ্বিজত্ব-সংস্কারলাভ'। দ্বিজ-শিষ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট যে যজ্ঞোপদেশের দীক্ষা লাভ করেন, তাহাই 'দৈক্ষ' বা 'যাজ্ঞিক জন্ম'। সাধারণতঃ সংস্কার-বিশিষ্ট পিতার ঔরসে শৌক্রজন্ম লাভ করিয়া ভাবী বেদাধ্যয়নের উপযোগী মৌঞ্জিবন্ধন-সংস্কার অষ্টম বর্ষে বিহিত—ইহা প্রস্তাবনা মাত্র। যদি দ্বিজাদি-সংস্কার লাভ করিয়া কেহ বেদজ্ঞ না হন, তাহা হইলে 'সাবিত্র-সংস্কারে'র ফল-লাভ ঘটে না। দ্বিজ-গৃহে 'শৌক্রজন্ম' হইলেই যে 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে অভিহিত হইতে হইবে—এরূপ নহে। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অসংখ্য ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ বা 'অব্রাহ্মণ' হইয়াছেন। আবার, অনেক ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, সঙ্কর ও যবনের গৃহে 'শৌক্রজন্ম' লাভ করিয়া অষ্ট-বর্ষ অতিক্রান্ত হইলেই দ্বিজাতি-সংস্কার লাভ করিয়া 'ব্রাহ্মণ' হইয়াছেন। পরিণয় হইবার পূর্ব্বে 'ভার্য্যা' শব্দের ব্যবহারের ন্যায় যিনি ভাবিকালে ব্রাহ্মণ হই-বেন, তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়। 'শৌক্র বা বৈজ-ব্রাহ্মণতাই যে কেবল ব্রাহ্মণতা', তাহা বেদ, শাস্ত্র, উপনিষৎ, মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্র স্বীকার করেন না। ব্যবহারিক বিধিশাস্ত্র—যাহাকে সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, ঐগুলি—প্রস্তাবিত বিধিমাত্র। বিশেষ বিধান-ক্রমে ঐ সকল বিধির অতিক্রমণ করিয়াও পর বিধিই বলবান্ হইয়াছে।

ভাগবত ও পঞ্চরাত্র শৌক্র-বিধানের আভিজাত্যের পরিবর্তে লাক্ষণিক গুণকর্ম্মজাত বৃত্তব্রাহ্মণতা ও আচার্য্যত্বই স্বীকার করিয়াছেন—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"
—ভাঃ ৭।১১।৩৫।

"শূদ্রোঽপ্যাগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"
"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য, বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥"
—মঃ ভাঃ অনুশাঃ পঃ

"কিমপ্যত্রাভিজায়তে যোগিনঃ সর্ব্বযোনিষু।
প্রত্যক্ষিতাত্মনাথানাং নৈষাং চিন্ত্যং কুলাদিকম্ ॥"

—"এতেন হীনকুলজাতাঃ আচার্য্যতাং ন অর্হন্তি ইতি ন চিন্তনীয়মপি তু তেঽপি আচার্য্যতাং অর্হন্তী-ত্যর্থঃ"। —পঞ্চরাত্র ভরদ্বাজসংহিতা—১।৪৪ ॥

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥"
—ভরদ্বাজসংহিতা।

বিশুদ্ধ মাতা-পিতার অভাবে শৌক্রজন্মের সাফল্য নাই। নিরবচ্ছিন্ন-দশসংস্কার-বিশিষ্ট পিতৃপুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার সকল অধস্তন সকলস্থলে পাওয়া দুর্ঘট; আবার—

'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥"
— মনু ২।১৬৮।

আবার, অগ্নির অভাবে কলিতে যজ্ঞের অপ্রাকট্যে—

"অশূদ্রাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥"

প্রভৃতি পঞ্চরাত্র (যামল) বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্র ও বৃত্ত-গত বিচারে এবং পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারেও যে সাবিত্র-জন্ম ও দৈক্ষ-জন্ম হয়, তদ্দ্বারা হরিসেবাবিমুখ জনের কোনও সুবিধাই হইতে পারে না।

সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার এক 'দিন' তৎপরিমিত কাল—'রাত্রি'। এরূপ তিনশত ষাট্ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক 'বর্ষ'। জীব ব্রহ্মার শতবর্ষ পরিমিত আয়ু লাভ করিয়াও যদি কৃষ্ণভজনহীন হয়, তবে উহাও ব্যর্থ। ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্যা বৃত্তি। সেই বৃত্তির অভাবে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড বা ব্রহ্মার আয়ুপরিমিত জীবন বা ত্রিবিধ জন্ম-মহিমা ফলপ্রদ হয় না ॥ ১০ ॥

———

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়-রাধসা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রুতেন (বেদান্তাদিশ্রবণেন) তপসা বচোভিঃ (শাস্ত্রব্যাখ্যাদি-বাগ্‌বিলাসৈঃ) চিত্তবৃত্তিভিঃ (নানাশাস্ত্রার্থাবধারণসামর্থ্যৈঃ) কিং নিপুণয়া বুদ্ধ্যা বলেন ইন্দ্রিয়রাধসা (ইন্দ্রিয়াণাং রাধসা পাটবেন) বা কিং (ফলম্ ইতি)? ১১॥

অনুবাদ—শ্রীহরিসেবা ব্যতীত বেদান্তাদি শ্রবণ, তপস্যা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি বাগ্‌বিলাস, নানা শাস্ত্রার্থাবধারণসামর্থ্য, প্রখরা বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা দ্বারাই বা কি ফল?

বিশ্বনাথ—শ্রুতেন বেদান্তাদিশ্রবণেন বচোভিঃ শাস্ত্র-ব্যাখ্যানচাতুর্য্যৈঃ চিত্তবৃত্তিভির্নানাশাস্ত্রার্থাবধারণ-সামর্থ্যৈঃ। ইন্দ্রিয়াণাং রাধসা পাটবেন ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রুতেন'—বেদান্তাদি শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা, 'বচোভিঃ'—শাস্ত্রের ব্যাখ্যান-চাতুর্য্যের দ্বারা, 'চিত্তবৃত্তিভিঃ'—নানা শাস্ত্রার্থ অবধারণের সামর্থ্যের দ্বারা, 'ইন্দ্রিয়-রাধসা'—ইন্দ্রিয়সকলের পাটবের দ্বারা (অর্থাৎ শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত বেদ, তপস্যা, বাক্যের পটুতা দ্বারাই বা কি লাভ হইবে?)॥ ১১ ॥

তথ্য—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

ভাঃ ৩।১৩।৪, ৩।২৩।২৫, ১১।১৪।১৯, ১১।১৫।৩৩ ও ১১।২৯।২ শ্লোক এবং গীতা ৯।১১-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কি করিবে বিদ্যাধনরূপযশকুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে ॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ম।

প্রভু বলে,—তপঃ করি' না করিহ বল।
বিষ্ণুভক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জানহ কেবল ॥
কোটী জন্ম যদি যাগযজ্ঞতপ করে।
ভক্তি বিনা কোন কর্ম্ম ফল নাহি ধরে ॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ।

প্রভু কহে,—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে ॥
আগম, বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণপদে ভক্তি—ধন ॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১ম।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥
—নারদপঞ্চরাত্র

কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ, তার ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে, ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপ ফল হইবে নিশ্চয় ॥
কিন্তু ভেবে' দেখ ভাই, তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিন হন।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছফল
বৈষ্ণব না লয় কদাচন।
মন রে, কেন কর বিদ্যার গৌরব?
স্মৃতি-শাস্ত্র-ব্যাকরণ, নানাভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ।
কিন্তু দেখ চিন্তা করি', যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা-তব কেবল রৌরব ॥
—কল্যাণ-কল্পতরু ॥ ১১-১৩ ॥

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—যোগেন (প্রাণায়ামাদিনা) সাংখ্যেন (দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রেণ) ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োঃ (সন্ন্যাসবেদাধ্যয়নাভ্যাম্) অপি কিংবা অন্যৈশ্চ (ব্রতবৈরাগ্যাদিভিঃ) শ্রেয়োভিঃ (শ্রেয়ঃসাধনৈঃ অপি) কিং (ফলম্ ইতি)—যত্র (যেষু) হরিঃ আত্মপ্রদঃ (ন ভবতি)? ১২ ॥

অনুবাদ—প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, দেহাদি

ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, এমন কি, সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও বৈরাগ্যাদি অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন—যাহাতে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তোষণ না হয়, (কেবল জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমাত্র হয়,) সেই সকল সাধন দ্বারাই বা কি ফল ? ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যোগেনাষ্টাঙ্গেন সন্ন্যাসবেদাধ্যয়নাভ্যাঞ্চ অন্যৈরপি ব্রত-বৈরাগ্যাদিভিঃ শ্রেয়ঃসাধনৈঃ যত্র যেষু সৎসু হরিরাত্মপ্রদো ন ভবতীতি যোগিপ্রভৃতয়োঽপি যোগাদিভিঃ পরমাত্মাদ্যনুভবং ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। হরিঃ খল্বাত্মানঞ্চ ভক্ত্যা বিনা ন প্রদদাত্যেষাং ভক্তিত্বাভাবাৎ ভক্তিকারণত্বাভাবাচ্চ বৈয়র্থ্যমেব। প্রকারান্তরেণ ভক্তিসদ্ভাবে ত্বেষাং ভক্তিমিশ্রত্বেনৈব সার্থকত্বং, ন তু স্বত ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগেন'—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা, সন্ন্যাস এবং বেদ অধ্যয়নের দ্বারা, এইরূপ অন্যান্য ব্রত, বৈরাগ্যাদি শ্রেয়ঃ-সাধনের দ্বারা কি ফল, 'যত্র'—যে সকল শ্রেয়ঃসাধন বস্তু থাকিলেও শ্রীহরি যদি আত্মপ্রদ না হন ? ইহাতে (অর্থাৎ শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত) যোগি-প্রভৃতিও যোগাদি-দ্বারা পরমাত্মাদির অনুভব প্রাপ্ত হন না—এই অর্থ। শ্রীহরি ভক্তি ব্যতিরেকে কখনই আত্মা (নিজ স্বরূপ) প্রদান করেন না। এই সকল যোগিগণের ভক্তির অভাববশতঃ এবং তাঁহাদের সাধনেও ভক্তির কারণতা না থাকায়—উহা বৈয়র্থ্যই। প্রকারান্তরে—যদি ভক্তিযুক্ত হয়, তবে ঐ সকল সাধনেরও ভক্তি-মিশ্রত্বহেতু সার্থকত্বই হইয়া থাকে, কিন্তু স্বাভাবিক-ভাবে নহে, (অর্থাৎ ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে যোগাদি কোন সাধনই ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহে)—এই ভাব ॥ ১২ ॥

———

শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেষাম্ শ্রেয়সাং (ফলানাম্) অপি অবধিঃ (পরাকাষ্ঠা) অর্থতঃ (পরমার্থতঃ) আত্মা (এব) হি (ইতি নিশ্চিতমেতৎ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং (প্রাণিনাম্) অপি হরিঃ (এব) আত্মা, আত্মদঃ প্রিয়ঃ (চ—অবিদ্যা-নিরাসেন স্বরূপাভিব্যঞ্জকঃ ঐশ্বরেণাপি রূপেণ বলিপ্রভৃতিভ্যঃ ইবাত্মপ্রদঃ প্রিয়শ্চ পরমানন্দ-রূপত্বাৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃফলেরও পরাকাষ্ঠা পরমার্থতঃ একমাত্র আত্মাই—এ বিষয় নিশ্চিত। সকল প্রাণিগণেরও আত্মা—শ্রীহরি। তিনি জীবের অবিদ্যা নিরাস করিয়া নিত্যস্বরূপপ্রকাশক এবং (বলি প্রভৃতি আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণের নিকট) আত্মপর্য্যন্তপ্রদ ও পরমানন্দস্বরূপ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—হরিভক্তিং বিনা সর্ব্বেষান্তু শ্রেয়ঃসাধনানাং বৈফল্যে যুক্তিমাহ—শ্রেয়সাং ফলানামাত্মৈবাবধিঃ। তেষামাত্মপ্রীত্যর্থকত্বাৎ সর্ব্বভূতানামাত্মনাং তু হরিরেবাত্মা জীবাত্মনাং তেষাং তদীয়-তটস্থ-শক্তিত্বাৎ। স চ হরিঃ প্রিয়ঃ কেবলয়া ভক্ত্যা প্রীণাতি চেদাত্মদঃ—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরিতে ভক্তি বিনা সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃসাধনের বৈফল্যে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—'শ্রেয়সাং', সকল প্রকার শ্রেয়ঃফলের আত্মাই অবধি (উৎকৃষ্ট)। সেই সকল সাধন আত্মার প্রীতির নিমিত্তই, সকল জীবের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরিই, যেহেতু সমস্ত জীবাত্মাই শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেই শ্রীহরি যদি কেবলা ভক্তির দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে, 'আত্মদঃ'—নিজেকেও প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" (কঠ ১।২।২৩ এবং মুণ্ডক ৩।২।৩), অর্থাৎ উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, মনের ধারণা বা চিন্তাশক্তি, অথবা বহু লোকের নিকট বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন অর্থাৎ যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। তাঁহারই নিকট এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—তাবৎপর্য্যন্তমেব ফলমিতি অবধিঃ ॥১৩

———

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যথা তরোঃ (বৃক্ষস্য) মূলনিষেচনেন (এব) তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ (তস্য স্কন্ধাঃ মূলাৎ প্রথম-বিভাগাঃ ভুজাঃ শাখা উপশাখাঃ শাখাবয়বাঃ পত্রপুষ্পাদয়ঃ অপি) তৃপ্যন্তি, (ফলন্তি, ন তু মূলং বিনা স্ব-স্ব-নিষেচনেন), প্রাণোপহারাচ্চ (প্রাণস্য উপহারঃ ভোজনং তস্মাদেব) যথা ইন্দ্রিয়ানাং (তৃপ্তিঃ, ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথগন্নলেপনেন), তথা এব অচ্যুতেজ্যা (অচ্যুতস্য ইজ্যা পূজনমেব) সর্ব্বার্হণং (সর্ব্বেষাং দেব-পিত্রাদীনাম্ অর্হণং পূজনং, ন তু তেষাং পৃথক্ পূজনম্ অপেক্ষিতম্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্ পৃথগ্ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে, যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে অন্নলেপন দ্বারা তদ্রূপ হয় না), তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিলদেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না।) ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং যথা ভক্তিমিশ্রত্বমাবশ্যকং, তথা ভক্তেরপি কর্ম্মমিশ্রত্বমাবশ্যকমেব, দেবর্ষি-পিত্রাদ্যর্হণ-লক্ষণস্য নিত্যকর্ম্মণোঽকরণে প্রত্যবায়-শ্রবণাদিত্যত আহ—যথেতি। মূলাৎ প্রথম-বিভাগাঃ স্কন্ধাঃ; তদ্বিভাগা ভুজাস্তেষামপ্যুপশাখাঃ উপলক্ষণং পত্র-পুষ্পাদয়োপি তৃপ্যন্তি, ন তু মূলসেকং বিনা স্বস্বনিষেচনেন। **তথৈব** অচ্যুতেজ্যৈব সর্ব্বার্হণম্—অচ্যুতস্য পূজায়াং সর্ব্বএব পূজিতাঃ স্যুরিত্যর্থঃ। নন্বশক্তস্যৈব ভবত্বেতৎ, শক্তেন তু অচ্যুতস্য পূজা কর্ত্তব্যা, দেবাদীনাঞ্চ,—যথা মূলস্য স্কন্ধাদীনাঞ্চ সেকে ন দোষঃ, প্রত্যুত গুণ এবেত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তান্তরমাহ প্রাণস্যোপহারো ভোজনং তস্মাদেবেন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ, ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগনুলেপাৎ, প্রত্যুত নয়নকর্ণাদিষ্বান্ধ্যবাধির্য্যাদ্যুৎপাদনাৎ দোষ এব ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কর্ম্ম, জ্ঞানাদির যেমন ভক্তি-মিশ্রত্বের আবশ্যকতা আছে, তদ্রূপ ভক্তিরও কর্ম্ম-মিশ্রত্বের আবশ্যকতা, যেহেতু দেব, ঋষি, পিত্রাদির পূজনরূপ নিত্য কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণ করা যায়। তাহাতে বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি (অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে, তাহার স্কন্ধ, শাখা, পল্লবাদি সকলই পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলেই সকল দেবতার আরাধনা করা হয়)। মূল হইতে প্রথম বিভাগ স্কন্ধ, তাহার বিভাগ ভুজসমূহ, তাহাদেরও উপশাখা, ইহার উপলক্ষণে পত্র, পুষ্পাদিও পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু মূলদেশে জলসিঞ্চন না করিয়া সেই সেই স্কন্ধ, শাখা পল্লবাদিতে জলসেচন করিলে, উহা পুষ্ট হইতে পারে না। সেইরূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সকলের অর্চ্চনা, অর্থাৎ অচ্যুতের পূজাতেই সকলেরই পূজা করা হয়—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, অসমর্থের পক্ষে এইরূপই হউক, কিন্তু যাহারা সমর্থ, তাহাদের পক্ষে অচ্যুতের এবং অন্যান্য দেবাদিরও পূজা করা কর্ত্তব্য, যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে ও স্কন্ধাদিতে জলসেচনে কোন দোষ নাই, বরং গুণই—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'প্রাণোপহারাৎ', প্রাণের উপহার বলিতে ভোজন, তাহার দ্বারাই ইন্দ্রিয়সকলের তৃপ্তি হয়, কিন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয়সকলে পৃথক্ পৃথক্ অনুলেপনের দ্বারা নহে, বরং নয়ন ও কর্ণাদিতে অনুলেপন করিলে অন্ধত্ব ও বধিরত্বাদির উৎপাদনে দোষই, (অতএব অচ্যুতের আরাধনাতেই সকল দেবতার আরাধনা হইয়া থাকে, তাঁহাদের পৃথক্ভাবে অর্চ্চনার কোন আবশ্যকতা নাই, প্রত্যুত তাহাতে নিষ্ঠাহানি হওয়ায় দোষই হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ॥

তথ্য—বিবিধ কর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা হইলেও, তাহাতে ফল-লাভ হয় না। কিন্তু, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলেই, সেই সেই কর্ম্মের ফল-লাভ হয়। কেবলমাত্র দেবতাদের আরাধনায় তাহা হয় না। এই শ্লোকে ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

মূলে জল সেচন করিলেই যেমন তাহা হইতে বৃক্ষের প্রথম-বিভাগ স্কন্ধ, পর-বিভাগ শাখা ও উপ-

শাখা এবং তদুপলক্ষিত পত্রপুষ্পাদি সিক্ত ও তৃপ্ত হয়; কিন্তু, মূলে জল সেচন না করিয়া বৃক্ষের অন্যান্য বিভাগগুলি পৃথগ্‌ভাবে সিক্ত করিলে, কোনও ফলই হয় না; আর ভোজনের দ্বারাই যেমন শরীরে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৃপ্ত ও পুষ্ট হয়, কিন্তু ভোজ্য দ্রব্যসমূহ পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে বা ইন্দ্রিয়াদিতে লেপন করিলে তাহা হয় না, তদ্রূপ, একমাত্র অচ্যুতের আরাধনা করিলেই সমস্ত দেব-দেবীর আরাধনা হয়। কিন্তু, তাঁহার পূজা ত্যাগ করিয়া দেবদেবীর স্বতন্ত্র ভাবে উপাসনা করিলে, তাহা তাহাদেরও প্রীতির কারণ হয় না (শ্রীধর)।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
—ব্রহ্মসংহিতায়।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥
বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্ ॥
—স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে।

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥
—হরিবংশে ও মহাভারতে।

যো মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্‌ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ ॥
—পঞ্চরাত্রে।

(হরিভক্তি-বিলাস ১ম বিঃ—৭০-৭২)।

তরোর্বৃক্ষস্য মূলনিষেচনেন মূলে অতিশয়-পূর্ণ-জলাভিষেকেন তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ তস্য বৃক্ষস্য স্কন্ধো বৃহচ্ছাখা তদুদ্ভবা ভুজা মহত্তরশাখাঃ উপশাখা ইত্যনেন বৃহত্তর-বৃক্ষশাখাভ্যঃ ক্রমতঃ কিঞ্চিন্ন্যূনাস্ততো কিঞ্চিন্ন্যূনতরাস্ততঃ কিঞ্চিন্ন্যূনতমাঃ পত্রান্তাঃ উপশাখাঃ কথ্যন্তে। যথা এতাঃ সর্ব্বাস্তু তৃপ্যন্তি। প্রাণোপহারাৎ দশপ্রাণানাং প্রাণাপানোদানসমানব্যান—নাগকূর্ম্মকৃকলদেবধনঞ্জয়ানামুপহারাৎ ভোজন-প্রথমতঃ এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চধা-সানুধাসত্ত্ব-সম্পূর্ণ-ভোজন-সন্তোষাৎ স্বান্তরাদি-সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং যথা চ সংতৃপ্তির্ভবতি তথৈব। এব-শব্দস্যার্থ অতিনিশ্চয়ম্। অচ্যুতেজ্যা অচ্যুতঃ ক্বাপি চ্যুতো ন ভবতি—কোটী-কোটী-প্রলয়েঽপি সদা নিত্যস্থায়ী আদি পুরুষত্বাৎ। তস্যেজ্যা পূজা-সর্ব্বার্হণং ভবতি;—অয়মর্থঃ।
—(শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী)।

হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥
শিরচ্ছেদি' শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ ॥
সর্ব্বদেব-মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর ॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে ॥
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি-দেবে ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে ॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড।

আমি তিনলোক সার।
যত যত দেখ, আমি মাত্র এক,
ত্রিভুবনে নাহি আর ॥
তরুমূলে যেন, জল-নিষেচনে,
উপরে সিঞ্চিত শাখা।
প্রাণ-নিষেবণে, ইন্দ্রিয় যৈছন,
ঐছন আমার লেখা ॥
—চৈঃ মঃ আদিখণ্ড।

শ্রদ্ধা-শব্দে, বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ।

কন্যারে কহে আমা পূজ', আমি দিব বর।
গঙ্গা, দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর ॥
চৈঃ চঃ আদি ১৪ পঃ।

মন তুমি বড়ই পামর।
তোমার ঈশ্বর—হরি, তাঁরে কেন পরিহরি,
কাম-মার্গে ভজ দেবান্তর ॥
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ, মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর ॥
সে-সবে সম্মান করি', ভজ একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।
মায়া—যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁতে ঐকান্তিকী ভক্তি,

সাধি' কাল কাটাও নিরন্তর ।।
মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি-নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব—বন্ধু তাঁর,
ভক্ত সবে করেন আদর।
বিনোদ কহিছে,—মন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর ।।
—কল্যাণ-কল্পতরু ।। ১৪ ।।

বিবৃতি—ভগবান্‌ই অচ্যুত বস্তু। ভগবদিতর সকল পদার্থই চ্যুত বস্তু। তিনিই সকল চেতনের মূল চেতনময় বস্তু। সকল প্রকার চেতন সেই চেতন-বিষয়ের আশ্রিত। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া সর্ব্বপ্রকার দেবাধিষ্ঠান—খণ্ডিতবস্তু মাত্র। তিনি স্বয়ং পূর্ণবস্তু হইয়া যাবতীয় অপূর্ণ-বস্তুর জনক। সকল অপূর্ণ-বস্তুই তাঁহাতে সম্বন্ধবিশিষ্ট। যেখানে অচ্যুত-সম্বন্ধ নাই, সেই বস্তু 'চ্যুত' বলিয়া কথিত হয়। সংশ্লিষ্ট সমগ্রবস্তুর অচ্যুতত্ব-ধর্ম্ম যাবতীয় চ্যুতবস্তু-ধর্ম্মকে পরিপোষণ করে ; তজ্জন্য কালক্ষোভ্য খণ্ডিত মায়িকপ্রদেশে অবস্থিত বস্তুমাত্রই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাবাপন্ন এবং অচ্যুতের সহিত বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত। ভগবদিতর বস্তু তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিত হইলেই, তাহা পরিচ্ছিন্ন ও ত্রিগুণান্তর্গত হইয়া পড়ে। অচ্যুতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতে দেশকালপাত্রগত কোনও অবরতা থাকিতে পারে না। শ্রীভগবানেরই আংশিক বৈভববিগ্রহ 'পরমাত্মা' এবং অসম্যক্ অঙ্গ-কান্তি 'ব্রহ্ম' অবিচ্ছিন্ন-ভাবেই প্রতিষ্ঠিত এবং ভগবৎ-শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত প্রতীতিদ্বয়। ভগবানের মায়াশক্তি-প্রকটিত নশ্বর গুণজাত জগৎ অনেকসময় ভেদ-প্রতীতিতে দৃষ্ট হয়, সেই কালে উহাতে ভগবৎ-সম্বন্ধোপলব্ধির বিষয় হয় না। দ্রষ্টার নিকট সেবা-বিমুখিনী মায়া আপনাকে ভোগ্যারূপে প্রদর্শন করিয়া নিত্যসত্য হইতে ভ্রষ্ট করায়। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে অর্থাৎ ভগবৎপ্রপত্তিক্রমে ভগবদিতর বস্তুসমূহকে 'সেবোপকরণ' বলিয়া জ্ঞান হয়। তৎকালে তাদৃশ উপকরণ দ্বারা সেই অদ্বয় সেব্য-বস্তুরই সেবা বিহিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে মূলোত্থ স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদি যেরূপ জীবনী শক্তি লাভ করিয়া স্ব-স্ব-অধিষ্ঠান-রক্ষণে ও সংবর্দ্ধনে কৃতকার্য্য হয়, তদ্রূপ সকল চিদচিদ্‌জগতের মূলীভূত বস্তুস্বরূপ ভগবানের সেবার দ্বারা তদধীনস্থ সকল সেবকই কৃতার্থ হন। কোনও একটী সেবকের সেবাদ্বারা অপর সেবকের সেবা বাধাপ্রাপ্ত হইলে, যেরূপ খণ্ডিত-জ্ঞানে হেয়ত্ব উৎপাদন করে, অদ্বয়-জ্ঞান-ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট হইলে সেরূপ হয় না। যেরূপ বৃক্ষমূলের সহিত বৃক্ষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংশ্লিষ্ট, সেইপ্রকার ভগবানের সহিত সমস্ত চিদচিদ্‌বিচিত্রতা একীভূত। প্রাকৃত-জগতে ভোজনদ্বারা যেরূপ প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ সকলপ্রকার পূজ্যবস্তুর প্রাণ-স্বরূপ ভগবানের পূজাতে তদাশ্রিত সকলজনের তৃপ্তি হয়। যেরূপ একটী পত্র বা পল্লবের ন্যায় একটী-মাত্র ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্রভাবে তৃপ্তিতে অপর পল্লব, শাখা অথবা অন্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ অচ্যুত ব্যতীত পৃথক্ দেবতার অর্চ্চনদ্বারা সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিলাভ ঘটে না ।। ১৪ ।।

যথৈব সূর্য্যাৎ প্রভবন্তি বারঃ।
পুনশ্চ তস্মিন্ প্রবিশন্তি কালে।
ভূতানি ভূমৌ স্থিরজঙ্গমানি
তথা হরাবেব গুণপ্রবাহঃ ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—যথৈব বারঃ (জলানি) কালে (বর্ষা-কালে) সূর্য্যাৎ প্রভবন্তি পুনশ্চ (গ্রীষ্মে) তস্মিন্ (সূর্য্যে) প্রবিশন্তি, (যথা চ) স্থিরজঙ্গমানি ভূতানি ভূমৌ (প্রবিশন্তি চ) তথা গুণপ্রবাহঃ (প্রকৃতিগুণময়ঃ প্রপঞ্চঃ) কালে (প্রলয়সময়ে) হরৌ (এব লীয়তে চ) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—যেমন বর্ষাকালে সূর্য্য হইতে জল উৎপন্ন হইয়া পুনরায় (গ্রীষ্মকালে) সেই সূর্য্যেই প্রবেশ করে, স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতসমূহ যেমন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার পৃথিবীতেই লয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ গুণময় প্রপঞ্চ প্রলয়কালে ভগবানেই লীন হইয়া থাকে ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—অচ্যুতস্য সর্ব্বমূলত্বং দৃষ্টান্তদ্বয়েনাহ—যথৈব বারঃ জলানি বর্ষাকালে সূর্য্যাদুদ্ভবন্তি গ্রীষ্মে তস্মিন্নেব প্রবিশন্তীত্যুপাদানকারণং, যথা চ ভূতানি

ভূমাবিতি। গুণপ্রবাহঃ গুণময়ঃ প্রপঞ্চঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণই যে সকলের মূল, তাহা দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'যথৈব' ইত্যাদি, যেমন জল বর্ষাকালে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, এবং গ্রীষ্মকালে তাহাতেই প্রবেশ করে, ইহা উপাদান কারণ। আর 'ভূতানি ভূমৌ', অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম ভূতসকল যেমন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার পৃথিবীতেই লয় হইয়া যায়, সেইরূপ 'গুণপ্রবাহঃ'—গুণময় প্রপঞ্চ (অর্থাৎ চেতনাচেতনরূপ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ভগবান্ শ্রীহরি হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৫ ॥

তথ্য—গীতা ৯।৪-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ॥ ১৫ ॥

এতৎ পদং তজ্জগদাত্মনঃ পরং
সকৃদ্বিভাতং সবিতুর্যথা প্রভা।
যথাহসবো জাগ্রতি সুপ্তশক্তয়ো
দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞান-ভিদাভ্রমাত্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (বিশ্বং) সবিতুঃ প্রভা (ইব) জগদাত্মনঃ (ভগবতঃ) তৎ পরং (সর্ব্বোপাধি-রহিতং) পদং (স্বরূপম্ এব তদুৎপন্নত্বাৎ ন ততঃ পৃথক) সকৃৎ (কদাচিৎ গন্ধর্ব্ব-নগরবৎ পৃথক) বিভাতং (স্ফুরিতং) (ন তু বস্তুতঃ), যথা সবিতুঃ প্রভা (ততঃ ন ভিন্না), যথা (চ জাগ্রদবস্থায়াম্) অসবঃ (ইন্দ্রিয়াণি) জাগ্রতি (স্ফুরন্তি), (সুষুপ্তৌ) সুপ্তশক্তয়ঃ (ভবন্তি) দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ (দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানানাং তন্নিমিত্ত-ভেদ-ভ্রমস্য চ অত্যয়ঃ যস্মাৎ সঃ, হরিবিশেষণং বা) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্য হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ এই বিশ্বও পরমাত্মার পরম-পদ অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন; (বস্তুতঃ এই বিশ্ব ভগবান্ হইতে একটী পৃথক্ তত্ত্ব নয়, তাঁহারই মায়া-শক্তির পরিণাম)। ইন্দ্রিয়গণ যেমন জাগ্রদাবস্থায় নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, আবার নিদ্রিতাবস্থায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনই সৃষ্টিকালে এই বিশ্ব ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইন্দ্রিয়াদি পঞ্চভূতাত্মক এই দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হইলে ঐরূপ ভেদ-ভ্রমও তিরোহিত হয় ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—

আত্মভাবঃশরীরেষু দ্রব্যভ্রম উদাহৃতঃ।
ক্রিয়া-ভ্রমস্ত্বহং কর্ত্তা মদীয়ানীন্দ্রিয়াণি তু ॥
কারকভ্রম ইত্যুক্তস্ত এতে বিভ্রমা যদা।
শ্বাসাদিবৃত্তিলোপেন প্রাণা উদ্যোগিনস্তদা ॥
বিলীয়ন্তে প্রাণভক্ত্যা নিত্যং স্বাপবতাং স্ফুটম্।
উদ্যোগ এব জাগ্রৎ স্যাদ্ যোগিনাং মুক্তিসিদ্ধয়ঃ ॥

ইতি অধ্যাত্মে ॥ ১৬ ॥

যথা নভস্যভ্রতমঃপ্রকাশা
ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ।
এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূপাঃ, (প্রচেতসঃ,) যথা নভসি (আকাশে) অভ্রতমঃপ্রকাশঃ (আগমাপায়িনঃ রজস্তমঃ-সত্ত্ব-স্থানীয়াঃ) অনুক্রমাৎ (কদাচিৎ) ভবন্তি (উপলভ্যন্তে) ন ভবন্তি (নোপলভ্যন্তে), এবং পরে ব্রহ্মণি রজস্তমঃসত্তম্ ইতি অমূঃ শক্তয়ঃ তু (অপি কদাচিদ্ভবন্তি কদাচিন্ন ভবন্তি ইত্যেবম্ অয়ং জগতঃ) প্রবাহঃ (ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে নৃপগণ, যেমন আকাশে কখনও মেঘ, কখনও অন্ধকার, কখনও বা আলোক পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্মে রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বরূপ শক্তিপ্রবাহ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত ও লীন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু গুণময়স্য বিশ্বস্য গুণাতীতো হরিঃ কথং কারণং ন হি মৃণ্ময়স্য ঘটস্য মৃদতীতং বস্তূপাদানকারণং ভবিতুমর্হতি উপাদানত্বে চ হরেঃ কথং বা নির্ব্বিকারিত্বমিত্যত আহ—যথা অভ্রতমঃপ্রকাশা নভসি দৃশ্যমানাঃ সূর্য্যাদেব ভবন্তি ন ভবন্তি তত্রৈব লীয়ন্তে চ সূর্য্যাদিতি পূর্ব্বেণানুষঙ্গঃ। হিমোহপি সূর্য্যাদেব ভবতি—যদ্বক্ষ্যতে "প্রাণাদিভিঃ স্ব-বিভবৈরুপ-

গূঢ়মন্যো মন্যেত সূর্য্যমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ" ইতি উপরাগশব্দেন দুষ্টজীবারিষ্টং তমঃখণ্ডমেব তত্রোচ্যতে। হে ভূপাঃ, সূর্য্যো মেঘহিমাদ্যতীতোহপি যথা তেষামুপাদানকারণং, তদপি যথা নির্ব্বিকারো ভবতি তথেত্যর্থঃ। যথৈবাভ্রাদিরহিতেহপি সূর্য্যে কারণত্বাদভ্রাদয়ঃ সন্তীত্যুচ্যতে তথৈব হরৌ গুণরহিতেহপি অমূঃ শক্তয়ো রজ আদ্যাঃ। ইত্যেবং-প্রকারেণায়ং জগৎ-প্রবাহঃ। তত্র যথাভ্রতমসী সূর্য্যস্য শুদ্ধজ্যোতির্মাত্রস্য ন স্বরূপম্। দূরবর্তিমলিনঃ প্রকাশোহপি ন স্বরূপম্। তথৈব হরে রজস্তমসী শুদ্ধচিন্মাত্রস্য তস্য সত্ত্বং চ ন স্বরূপমিত্যেবং শ্রীনারদস্য মতে ভগবতো গুণময়-জগদুপাদানত্বং নির্ব্বিকারত্বঞ্চ সিদ্ধমত এবাত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসীতি দেবৈর্বক্ষ্যতে, "যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বা বিকৃতাৎ" ইতি বিশ্রুতিভিশ্চ, "নমো নমস্তেহখিলকারণায় নিষ্কারণয়াদ্ভুতকারণায়" ইতি গজেন্দ্রেণ চ কারণস্য তদেবাদ্ভুতত্বং যদুপাদানত্বেহপি নির্ব্বিকারত্বং বিবর্ত্তাঙ্গীকারে যুক্তিসম্ভাবাদদ্ভুতত্বং ন স্যাৎ। ব্যাখ্যাতং তত্রৈব স্বামিভিশ্চ—"কারণত্বে চ মৃদাদিবদ্বিকারং বারয়তি অদ্ভুতকারণায়" ইতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—গুণময় বিশ্বের গুণাতীত হরি কি প্রকারে কারণ হইতে পারে? যেমন মৃণ্ময় ঘটের প্রতি মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু উপাদান কারণ হইতে পারে না, আর বিশ্বের প্রতি হরির উপাদানত্ব হইলে, কি প্রকারেই বা তাঁহার নির্ব্বিকারত্ব সম্ভব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যথা নভসি' ইত্যাদি, যেমন আকাশে দৃশ্যমান মেঘ, অন্ধকার এবং আলোক পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্য হইতেই সম্ভূত হইয়া তাহাতেই বিলীন হয়। 'সূর্য্যাৎ'—সূর্য্য হইতে. ইহা পূর্ব্বের সহিত অনুষঙ্গ। (তদ্রূপ সত্ত্ব-রজঃ-তমোরূপী শক্তিপ্রবাহ ভগবানে প্রকাশ ও লয় পাইয়া থাকে)। হিমও সূর্য্য হইতেই উৎপন্ন হয়, যেমন বলিবেন—"প্রাণাদিভিঃ স্ব-বিভবৈঃ" (১০।৮৪।৩৩), অর্থাৎ সাধারণ লোক যেমন নিজ চক্ষুর আবরক মেঘ, তুষার ও রাহুর দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন মনে করে, সেইরূপ সাধারণ জীব বিবিধ জন্মের জনক ও নিজ স্বরূপের আবরক রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশ, ক্লেশের হেতু কর্ম্ম, কর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখ, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রবাহ এবং প্রাণাদি, অর্থাৎ প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা সেই অব্যাহত জ্ঞানসম্পন্ন, সমানাধিকশূন্য সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ স্থলে উপরাগ-শব্দের দ্বারা দুষ্ট জীবের অরিষ্টই (অশুভ অদৃষ্টই) তমঃখণ্ডরূপে উক্ত হইয়াছে।

'হে ভূপাঃ'—হে নৃপগণ! সূর্য্য যেমন মেঘ ও হিমাদি হইতে অতিরিক্ত হইয়াও তাহাদের উপাদান কারণ এবং যে প্রকারে নির্ব্বিকার হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌ও বিশ্বের উপাদান কারণ হইয়াও নির্ব্বিকারই থাকেন—এই অর্থ। আর, যে-প্রকারে মেঘাদি রহিত হইলেও সূর্য্যে, কারণত্বহেতু মেঘাদি থাকে—এইরূপ উক্ত হয়, তদ্রূপ গুণরহিত হইলেও শ্রীহরিতে ঐ সমস্ত রজঃ প্রভৃতি শক্তি আছে, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারেই এই জগৎপ্রবাহ ভগবানে প্রকাশ ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সেখানে যেরূপ মেঘ ও অন্ধকার শুদ্ধ জ্যোতির্মাত্র সূর্য্যের স্বরূপ নহে, এবং দূরবর্ত্তী মলিন প্রকাশও স্বরূপ নহে, সেইরূপই শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপ শ্রীহরিতে রজঃ ও তমোগুণ তাঁহার সত্ত্ব বটে, কিন্তু স্বরূপ নহে—এই প্রকারে দেবর্ষি শ্রীনারদের মতে শ্রীভগবানের গুণময় জগতের উপাদানত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব সিদ্ধ হইল। এইজন্যই দেবগণ বলিবেন—"আত্মনৈব অবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ" (৬।৯।৩৩) ইত্যাদি, অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার বিহারযোগ (ক্রীড়োপায়) আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধের ন্যায় বোধ হইতেছে, যেহেতু তোমার আশ্রয় নাই ও শরীর নাই, এবং তুমি স্বয়ং অগুণ, তথাপি আপনার আত্মার দ্বারা এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছ, অথচ কোন প্রকারে তোমার আত্মার বিকারমাত্র হইতেছে না। শ্রীদশমে শ্রুতিগণও বলিবেন—"যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতেঃ" (১০।৮৭।১৫), অর্থাৎ যেমন ঘটাদি কার্য্যের মৃত্তিকা হইতে উৎপত্তি ও মৃত্তিকাতেই লয় হয়, সেইরূপ অবিকৃত যে আপনি, আপনা হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয় হয়, ইত্যাদি। অষ্টম স্কন্ধে শ্রীগজেন্দ্রও বলিবেন—"নমো নমস্তেহখিলকারণায়"

(৮।৩।১৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ কারণের তাহাই অদ্ভুতত্ব যে উপাদানত্ব হইলেও নির্ব্বিকারত্ব, এবং বিবর্ত্ত অঙ্গীকার করিলে যুক্তি-সম্ভাবহেতু অদ্ভুতত্ব থাকে না। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কারণত্বে চ" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান কারণ হইলেও, মৃত্তিকাদির ন্যায় বিকার নিষেধ করিয়া বলিতেছেন—'অদ্ভুত-কারণায়', তোমার এই কারণত্ব অতি বিচিত্র, অতএব তোমাকে নমস্কার, ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

তথ্য—গীঃ ৯।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥
ব্রহ্মসংহিতা ৫ অঃ, ১ শ্লোক।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ।

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ—মূল-জগৎ-কারণ
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু—নারায়ণ ॥
ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার ॥
কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥
দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥
পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পশে পুরুষ-শরীরে ॥
—চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

**তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং
কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহ-
মাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমদ্ধা ॥ ১৮ ॥**

অন্বয়ঃ—তেন (সর্ব্বমূলত্বেন হেতুনা) একম্ অশেষদেহিনাম্ আত্মানং (স্বরূপভূতং) কালং (নিমিত্তং) প্রধানম্ (উপাদানং) স্বতেজসা (চিৎ-শক্ত্যা) ধ্বস্তগুণপ্রবাহং (ধ্বস্তঃ নিরস্তঃ গুণপ্রবাহঃ সংসারঃ যস্মাৎ তং ভগবন্তং) পুরুষং (কর্ত্তারম্ এতত্ত্রিতয়াত্মকত্বাৎ সর্ব্বকারণং) পরেশং (পরমেশ্বরম্) আত্মৈকভাবেন (আত্মনঃ একভাবেন অভিন্নত্বেন) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) ভজধ্বম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, অতএব তিনিই নিখিলদেহীর আত্মা, নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। তিনি স্বীয় শক্তিপ্রবাহে গুণপ্রবাহরূপ সংসার হইতে নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ তিনি মায়াধীশ। সেই পরম-পুরুষ পরমেশ্বরকে আত্মা হইতে অভিন্নজ্ঞানে সাক্ষাদ্-ভাবে ভজন কর ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তেন সর্ব্বকারণত্বেন হেতুনা কালো নিমিত্তং প্রধানমুপাদানং পুরুষঃ কর্ত্তা এতত্ত্রিতয়াত্মকত্বাৎ সর্ব্বকারণং, পরমীশম্ অদ্ধা সাক্ষাদেব ভজধ্বং তদ্ভজনেনৈব দেবপিত্রাদি-সর্ব্বভজনং ভবেদিতি আত্মনা মনসা একভাবেন মনস ঐকাগ্র্যেণেবেতি বা, "আত্মনো যো ভাবান্তরামিশ্রো ভাবো দাস্যাদীনামেক-তরস্তেন" ইতি সন্দর্ভঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন'—তিনি সর্ব্বকারণেরও কারণ, এইহেতু, তিনি কাল, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ, প্রধান বলিতে উপাদান কারণ এবং পুরুষ, অর্থাৎ কর্ত্তা—এই ত্রিতয়াত্মক বলিয়াই তিনি সর্ব্বকারণ। 'পরেশম্'—সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে তোমরা সাক্ষাদ্রূপেই ভজন কর, তাঁহার ভজনের দ্বারাই দেবতা, পিত্রাদি সকলেরই ভজন হইবে। 'আত্মৈক-ভাবেন'—এখানে আত্মা বলিতে মন, মনের সহিত একভাবে, অথবা, মনের একাগ্রতারূপে। সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বলেন—আত্মার যে ভাবান্তরের সহিত অমিশ্রভাব, অর্থাৎ দাস্যাদি ভাবের মধ্যে যে কোন একটি ভাবের দ্বারা, (শ্রীভগবানের আরাধনা কর।) ॥ ১৮ ॥

মধ্ব —পূর্ণো বিষ্ণুঃ স এবৈক ইতি ভাবো য ঈরিতঃ।
আত্মৈকভাব ইতি তং বিদুর্ব্রহ্মাত্মদর্শিনঃ ॥
ইতি সত্যসংহিতায়াম্ ॥ ১৮ ॥

দয়য়া সর্ব্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দ্দনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতেষু দয়য়া যেন কেন বা (দৈবাল্লব্ধেন অন্নাদিনা) সন্তুষ্ট্যা সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ উপশান্ত্যা বিষয়েভ্যঃ নিগ্রহেণ) জনার্দ্দনঃ (ভগবান্) আশু (শীঘ্রমেব) তুষ্যতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূতে দয়া, যদৃচ্ছালাভেই সন্তোষ, বিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ—এই সকল দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দন শীঘ্রই প্রসন্ন হন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রানুকূলান্ কাংশ্চ ধর্ম্মানাহ—দয়য়েতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিষয়ে অনুকূল কোন কোন ধর্ম্ম বলিতেছেন—'দয়য়া'—সর্ব্বভূতে দয়া ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

অপহতসকলৈষণামলাত্ম-
ন্যবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽয়ন্
ন সরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সতাং (সম্বন্ধিনি) অপহত-সকলৈষণামলাত্মনি (অপহতাঃ নিরস্তাঃ সকলাঃ এষণাঃ কামাঃ যস্মাৎ স চাসৌ অমল আত্মা মনঃ তস্মিন্, অতএব) অবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ (অবিরতং নিরন্তরম্ এধিতয়া ভাবনয়া উপহূতঃ সন্নিধাপিতঃ সন্) অক্ষরঃ (হরিঃ) আত্মনঃ নিজজন-বশগত্বং (স্বভক্তাধীনত্বম্) অয়ন্ (অবগচ্ছন্) ছিদ্রবৎ (তত্রত্যাকাশবৎ ততঃ) ন সরতি (নাপযাতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সাধুগণের সকল কামনানির্ম্মুক্ত শুদ্ধমনে অধোক্ষজ শ্রীহরি নিরন্তর ভাবনা দ্বারা আহূত হইয়া বাস করেন। শ্রীহরি তাঁহার নিজ-জন-বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য আকাশের ন্যায় সে-স্থান হইতে অন্যত্র গমন করেন না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—এবমুক্তপ্রকারয়া ভক্ত্যা ভক্তেভ্যো ভগবান্ স্বাত্মপ্রদো ভবতীতি পূর্ব্বমুপপাদিতং তল্লক্ষণং বিবৃণোতি-অপহতা নিরস্তাঃ সকলা এষণাঃ কামা যস্মাৎ স চাসাবমল আত্মা মনশ্চ যস্মিন্ সতাং মনসি নিরন্তরমেধিতয়া ভাবনয়া উপহূতঃ হে হরে, গোবিন্দ, মৎপ্রাণৈকবল্লভেতি আহূতঃ সন্নিধাপিতঃ সন্ অক্ষরো হরির্ন সরতি। ছিদ্রবৎ তত্রত্যাকাশবৎ ততঃ সকাশান্নাপসরতি। কীদৃশঃ?—আত্মনঃ স্বস্য স্বভক্তজনবশগত্বম্ অয়ন্ জানন্ স্বীয়াং নিষ্ঠাং রক্ষিতুমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার ভক্তির দ্বারা ভক্তগণের নিকট ভগবান্ আত্মপ্রদ হন—ইহা পূর্ব্বে উপপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার লক্ষণ বিবৃত করিতেছেন—'অপহৃত' ইত্যাদি, অপহত অর্থাৎ নিরস্ত হইয়াছে সমস্ত কামনা যাহা হইতে, তাদৃশ নির্ম্মল আত্মা বলিতে মন যাহাতে, সেইরূপ (কামনাশূন্য নির্ম্মলান্তঃকরণ) সাধুজনের মনে, 'অবিরতমেধিত-ভাবনোপহূতঃ'—নিরন্তর বর্দ্ধিতরূপে ভাবনার দ্বারা, 'উপহূতঃ'—হে হরে!, হে গোবিন্দ!, হে আমার প্রাণবল্লভ!—ইত্যাদি-রূপে আহূত বলিতে সন্নিধাপিত হইয়া (অর্থাৎ ভক্তজন নিজ হৃদয়ে ভক্তিতে ভগবান্‌কে স্থাপন করাতে), 'অক্ষরঃ'—অব্যয় ভগবান্ শ্রীহরি, সেই ভক্তহৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন না। 'ছিদ্রবৎ'—সেখানকার আকাশের ন্যায় ভক্তের হৃদয়াকাশ হইতে ভগবান্ চলিয়া যান না, এই অর্থ। কি প্রকার তিনি? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মনঃ নিজজন-বশগত্বম্ অয়ন্'—স্বভক্তজনের প্রতি নিজের বশীভূতত্ব (স্বভাব) জানিয়া, অর্থাৎ নিজের তাদৃশ নিষ্ঠা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্যত্র গমন করেন না—এই ভাব ॥ ২০ ॥

তথ্য—ভাঃ ২।৮।৪-৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(সতামেবং বশ্যোঽসৌ অসতাং তু পূজামপি ন গৃহ্ণাতীত্যাহ—) অধনাত্মধনপ্রিয়ঃ (অধনাশ্চ তে আত্মধনাশ্চ ভগবদ্‌ধনাঃ তে প্রিয়াঃ যস্য সঃ) রসজ্ঞঃ (ভক্তিসুখজ্ঞঃ তথা) সঃ হরিঃ (পূর্ব্বোক্তঃ ভগবান্) যে শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈঃ অকিঞ্চনেষু সৎসু (স্বভক্তেষু) পাপং বিদধতি (তিরস্কারঃ কুর্ব্বন্তি, তেষাং) কুমনীষিণাং (কুৎসিত-বুদ্ধীনাম্) ইজ্যাং (পূজামপি) ন ভজতি (নাঙ্গী-করোতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(শ্রীহরি যে সাধুগণেরই বশ্য, অসদ্-ব্যক্তিগণের পূজা পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন না, তাহা বলিতেছেন—) যে-সকল ধনহীন অর্থাৎ অকিঞ্চন ব্যক্তির ভগবান্‌ই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তঁাহাদিগকেই প্রিয় এবং ভক্তিকেই সুখদ বলিয়া জ্ঞান করেন। অতএব যে-সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে তিরস্কার করেন, শ্রীহরি সেই সকল কুমনীষিব্যক্তির পূজা কখনও স্বীকার করেন না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সতামেবায়ং বশ্য এবমেব অসতান্তু পূজামপি ন গৃহ্ণাতীত্যাহ—অধনাশ্চ তে আত্মধনা ভগবদ্ধনাস্তে প্রিয়া যস্য সঃ ; যদ্বা, অধনা অকিঞ্চনা নিষ্কামা এবাত্মনো ধনানি প্রিয়াশ্চ যস্য সঃ। ধনপুত্রা-দিষু মমতাং পরিত্যজ্য ময্যেব মমতামমী দধতে ইতি ভক্তানাং প্রেমরসং জানাতীতি রসজ্ঞঃ। কুমনীষিত্ব-মাহ—শ্রুতেতি। শ্রুতধনকুলৈর্যানি কর্ম্মাণি যাগা-দীনি তেষাং মদৈঃ, পাপং নিন্দাদিকম্। যদ্বক্ষ্যতে—কর্ম্মিণ এবোদ্দিশ্য "সতো বিনিন্দন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ" ইতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুগণেরই বশীভূত শ্রীহরি, এইহেতুই অসদ্ব্যক্তিগণের পূজা পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, ইহা বলিতেছেন—'ন ভজতি' ইত্যাদি। 'অধ-নাত্মধন-প্রিয়ঃ'—পার্থিব ধনহীন হইয়াও যাঁহারা ভগবান্‌কেই নিজের শ্রেষ্ঠ ধন মনে করেন, সেই সকল সাধুজনই একান্ত প্রিয় যাঁহার, সেই ভগবান্। অথবা—অধন বলিতে অকিঞ্চন, অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তগণই যাঁহার নিজ ধন ও প্রিয়, তিনি। 'রসজ্ঞঃ'—ধন, পুত্র প্রভৃতির মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমা-তেই (ভগবানেই) যাঁহারা মমতা করিতেছেন, সেই ভক্তগণের প্রেমরস যিনি জানেন, তিনি রসজ্ঞ। অসৎ লোকের কুমনীষিত্ব বলিতেছেন—'শ্রুত-ধন-কুল-' ইত্যাদি, যাঁহারা বিদ্যা, ধন, কুল ও যাগাদি কর্ম্মের দ্বারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, অকিঞ্চন ভক্তগণের, 'পাপং'—নিন্দাদি করিতেছেন (তাহাদের পূজাও শ্রীহরি গ্রহণ করেন না)। যেমন শ্রীএকাদশে কর্ম্মি-গণকেই লক্ষ্য করিয়া বলিবেন—"সতো বিনিন্দন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ" (১১৫।৯), অর্থাৎ যাহারা খল-প্রকৃতির, তাহারাই শ্রীহরির প্রিয় সাধুজনের নিন্দা করিয়া থাকেন, ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

মধ্ব—অধনাশ্চ ত এব আত্মধনাশ্চ অধনাত্ম-ধনাঃ ॥ ২১ ॥

তথ্য—বিষয়-মদান্ধ সব এ-মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা-বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥
অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায়॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেম-ভক্তি দান।
নিশ্চয় জানহ, প্রেমভক্তি—মোর প্রাণ॥
—চৈঃ ভাঃ ম ১৬শ ॥ ১ ॥

শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—স্বপূর্ণঃ (স্বেনৈব পূর্ণঃ অপি) নিজ-ভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ (স্বভৃত্য বর্গানুরক্তঃ) অনুচরতীং (নিরন্তরং সেবমানাং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) তদর্থিনঃ চ (শ্রীকামাংশ্চ) দ্বিপদপতীন্ (নরেন্দ্রান্) বিবু-ধাংশ্চ (দেবান্ অপি) যঃ ন ভজতি, (নানুবর্ত্ততে তম) অমুং (ভগবন্তং) কৃতজ্ঞঃ পুমান্ কথম্ উৎ (ঈষদপি) বিসৃজেৎ (পরিত্যজেৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যিনি আপনার দ্বারা আপনি পরিপূর্ণ থাকিয়াও নিজভৃত্যবর্গের বশ্যতা স্বীকার করেন, যিনি নিরন্তর সেবমানা লক্ষ্মীদেবী, শ্রীকামী নরেন্দ্র এবং দেবতাগণেরও অনুবর্ত্তন করেন না, এইরূপ ভক্ত-

বৎসল ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞপুরুষ কিরূপে ঈষদ্ভাবেও পরিত্যাগ করিতে পারেন ? ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—ভক্তানাং ভগবত্যেব মমতা নান্যত্র যথা তথৈব ভগবতোঽপি ভক্তেষ্বেব মমতেতি ভক্তাধীনত্বং প্রপঞ্চয়তি—শ্রিয়ং সমষ্টি সম্পত্তিরূপাম্ অনুচরতীং স্বসম্পত্তিবৃদ্ধ্যর্থমনুবর্ত্তমানাম্ । তদর্থিনঃ ব্যষ্টিসংপদর্থিনঃ দ্বিপদপতীন্ নরেন্দ্রান্ বিবুধান্ দেবানপি ন ভজতি নাপেক্ষতে ; যতঃ স্বেনৈব পূর্ণঃ, স্বপূর্ণত্বেঽপি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্র ইত্যধীনত্বমপ্যন্যস্যেবাস্য বাস্তবং ন সোপাধিকমিত্যর্থঃ । অমুমেবম্ভূতম্ উৎ ঈষদপি কথং বিসৃজেৎ ? রসজ্ঞ ইতি—যথা ভক্তপ্রেমরসজ্ঞো ভগবানুক্তস্তথা ভক্তোঽপি ভগবৎপ্রেমরসজ্ঞ ইত্যুভাবেব জগত্যস্মিন্ রসজ্ঞাবিতি ভাবঃ । ননু তর্হি ভক্তস্য ভগবদ্বশত্বমুচিতমেব ভগবতোঽপি ভক্তবশ্যত্বে রসএবোপাধিরভূৎ ? মৈবং ; রসো হি বিভাবাদিসংবলিতঃ স্থায়িভাবঃ স্থায়ী চ প্রেমা রত্যপরপর্য্যায়ঃ স চ স্বাভাবিকমমত্বাতিশয়বিষয়ীভূতভগবৎসুখকামিতা ভক্তাশ্রয়ৈব তস্যাশ্চ নির্নিমিত্তত্বাৎ ভগবতশ্চ সুখপূর্ণত্বেঽপি তস্যাঃ সুখাতিশয়প্রদত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং নিষ্কারণকমেবাতঃ কথমুপাধিত্বং, তেন ভগবতঃ স্বাভাবিকমেব প্রেমবশ্যত্বমায়াতম্ । প্রেমা চ স্বাধারং স্বাকারীতি ভক্তবশ্যত্বঞ্চ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তগণের শ্রীভগবানেই যেমন মমতা, অন্যত্র নহে, তদ্রূপ শ্রীভগবানেরও ভক্তজনেই মমতা—এইরূপে তাঁহার ভক্তাধীনত্ব দেখাইতেছেন—'শ্রিয়ম্' ইত্যাদি । নিজ সম্পত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের অনুবর্ত্তিনী সমষ্টি-সম্পত্তিরূপা ঐশ্বর্য্যকে (শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে), 'তদর্থিনঃ'—ব্যষ্টি সম্পদের প্রার্থী নরপতিগণকে এবং দেবগণকেও, 'ন ভজতি'—যিনি অপেক্ষা করেন না । যেহেতু 'স্বপূর্ণঃ'—নিজের দ্বারাই পূর্ণ, অর্থাৎ আপনাতে আপনিই পরিপূর্ণ । স্বপূর্ণত্ব হইলেও, যিনি 'নিজভৃত্যবর্গ-তন্ত্রঃ'—নিজ ভৃত্যবর্গের (স্বভক্তজনের) বশ্যতা অঙ্গীকার করেন । শ্রীভগবানের এই ভক্তাধীনত্বও অপরের ন্যায় বাস্তবিকই, কিন্তু সৌপাধিক (আগন্তুক) নহে—এই অর্থ । 'অমুম্'—এতাদৃশ ভগবান্‌কে ঈষদ্ভাবেও কি প্রকারে (কৃতজ্ঞ ভক্ত) পরিত্যাগ করিবে ? 'রসজ্ঞঃ' ইতি—ভগবান্‌কে যেরূপ ভক্তপ্রেমের রসজ্ঞ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ভক্তও ভগবৎ-প্রেমের রসজ্ঞ—এইরূপে (ভক্ত ও ভগবান্) উভয়েই এই জগতে রসজ্ঞ—এই ভাব ।

যদি বলেন—দেখুন, ভক্তের ভগবানের প্রতি বশ্যতা উচিতই, কিন্তু ভগবানেরও ভক্তের প্রতি বশ্যত্ব হইলে, রসই এখানে উপাধি হউক । তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবম্'—না, তাহা কখনই নহে । কারণ রস হইতেছে বিভাবাদি-সম্বলিত স্থায়ীভাব, এবং স্থায়ী প্রেম রতিরই অপর নাম (শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই স্থায়ী হয়) । সেই প্রেম ভক্তকে আশ্রয় করতঃ স্বাভাবিক মমত্বাতিশয়ের বিষয়ীভূত হইলে ভগবানের সুখকর হইয়া থাকে । সেই রতি অহৈতুকী বলিয়া এবং ভগবানেরও সুখপূর্ণত্ব হইলেও, তাহার (সেই রতির) সুখাতিশয়প্রদত্ব শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ নিষ্কারণকই (অহৈতুকই), অতএব কি প্রকারে রসের উপাধিত্ব হইবে ? এই নিমিত্তই শ্রীভগবানের স্বাভাবিকই প্রেমবশ্যত্ব (প্রেমের বশীভূততা) । প্রেমও নিজের আধারকে (আশ্রয় ভক্তকে) নিজের আকারই প্রদান করে, অর্থাৎ ভক্তকে প্রেমময় করে বলিয়া (প্রেমাধীন) ভগবানের ভক্তবশ্যত্ব ।। ২২ ।।

মধ্ব—শ্রিয়ৈ দেবাশ্চ ভৃত্যত্বাৎ মনুতে বহু কেশবঃ ।
নাত্মার্থায় যতস্তে তু ভক্ত্যা সর্ব্বোত্তমোত্তমাঃ ।।
ইতি চ ।। ২২ ।।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি প্রচেতসো রাজন্নন্যাশ্চ ভগবৎকথাঃ ।
শ্রাবয়িত্বা ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বায়ম্ভুবো মুনিঃ ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ,—(হে) রাজন্, ইতি (ইত্যেবম্ভূতাঃ) অন্যাশ্চ ভগবৎকথাঃ প্রচেতসঃ শ্রাবয়িত্বা স্বায়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ) মুনিঃ (নারদঃ) ব্রহ্মলোকং যযৌ (গতবান্) ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে রাজন্ (বিদুর), ব্রহ্ম-তনয় শ্রীনারদমুনি এই সকল ও অন্যান্য-ভগবৎ কথা প্রচেতোগণকে শ্রবণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।। ২৩ ।।

তেঽপি তন্মুখনির্য্যাতং যশো লোকমলাপহম্ ।
হরেনিশম্য তৎপাদং ধ্যায়ন্তস্তদ্গতিং যযুঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তে অপি (প্রচেতসঃ অপি) তন্মুখ-নির্য্যাতং (তস্য নারদস্য মুখাৎ নিঃসৃতং) লোক-মলাপহং হরেঃ যশঃ নিশম্য (শ্রুত্বা) তৎপাদং (তস্য হরেঃ পাদং) ধ্যায়ন্তঃ তদ্গতিং (বিষ্ণুলোকং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—প্রচেতোগণও শ্রীনারদ-মুখ-বিগলিত মোহ কল্মষ-বিনাশক শ্রীহরির গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে বিষ্ণু-লোকে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

এতৎ তেঽভিহিতিং ক্ষত্তর্যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্
প্রচেতসাং নারদস্য সংবাদং হরিকীর্ত্তনম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ, (বিদুর,) যং ত্বং মাং পরিপৃষ্টবান্, (তৎ) প্রচেতসাং নারদস্য (চ) সংবাদং (সংবাদলক্ষণম্) হরিকীর্ত্তনম্ এতৎ (আখ্যানং) তে (তুভ্যং ময়া) অভিহিতং (বর্ণিতম্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে বৎস বিদুর, তুমি আমাকে যে সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলে, সেই নারদ ও প্রচেতঃ-সংবাদরূপ হরিকীর্ত্তন-বিষয়ক আখ্যান আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

য এষ উত্তানপদো মানবস্যানুবর্ণিতঃ ।
বংশং প্রিয়ব্রতস্যাপি নিবোধ নৃপসত্তম ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ— (হে) নৃপসত্তম, মান-বস্য (স্বায়ম্ভুব মনোঃ পুত্রস্য) উত্তানপদঃ যঃ এষঃ (বংশঃ সঃ) অনুবর্ণিতঃ (ইদানীং) প্রিয়ব্রতস্যাপি (দ্বিতীয়-পুত্রস্য) বংশং (বর্ণয়ামি) (তৎ) নিবোধ (শৃণু) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ, (পরীক্ষিৎ,) স্বায়ম্ভুব-মনু-পুত্র উত্তানপাদের বংশ বর্ণিত হইল ; এখন প্রিয়ব্রতের (মনুর দ্বিতীয় পুত্রের) বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ২৬ ॥

যো নারদাদাত্মবিদ্যামধিগম্য পুনর্মহীম্ ।
ভুক্ত্বা বিভজ্য পুত্রেভ্য ঐশ্বরং সমগাৎ পদম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (প্রিয়ব্রতঃ) নারদাৎ আত্মবিদ্যাম্ অধিগম্য (প্রাপ্য) পুনঃ (তদনন্তরং) মহীং ভুক্ত্বা (রাজ্যং কৃত্বা ততঃ) পুত্রেভ্যঃ বিভজ্য (বিভাগেন মহীং দত্ত্বা) ঐশ্বরং পদং (পরমেষ্ঠি-পদং) সমগাৎ (সম্যক্ অনায়াসেনৈব অগাৎ প্রাপ্তবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—প্রিয়ব্রত নারদের নিকট হইতে আত্ম-বিদ্যা লাভ করিবার পর পৃথিবীর পালন করিলেন । তদনন্তর পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া অনা-য়াসেই পরমেষ্ঠি-পদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৭ ॥

ইমান্তু কৌষারবিণোপবর্ণিতাং
ক্ষত্তা নিশম্যাজিতবাদসৎকথাম্ ।
প্রবৃদ্ধভাবোঽশ্রুকলাকুলো মুনে-
র্দধার মূর্দ্ধ্না চরণং হৃদা হরেঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইমাম্ অজিতবাদসৎকথাম্ (অজিতস্য ভগবতঃ বাদঃ মাহাত্ম্য-কথনং যস্যাম্ অতএব সতীং শ্রোতৄণাং রাগদ্বেষনিবারণীং কথাং) কৌষারবিণা (মৈত্রেয়েণ) উপবর্ণিতাং ক্ষত্তা (বিদুরঃ) নিশম্য (শ্রুত্বা), প্রবৃদ্ধভাবঃ (প্রবৃদ্ধঃ প্রৌঢ় ভাবঃ ভক্তির্যস্য সঃ) অশ্রুকলাকুলঃ (অতএব অশ্রূণাং কলাভিঃ আকুলঃ ব্যাকুলঃ) হৃদা (মনসা) হরেঃ চরণং (দধার,) (তথা) মুনেঃ (মৈত্রেয়স্য) (গুরোশ্চরণং) মূর্দ্ধ্না দধার (দণ্ডবৎ প্রণনাম) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয়-কথিত ভগবন্মাহাত্ম্যসম্বন্ধিনী সৎকথা শ্রবণ করিয়া বিদুর ভগবদ্ভাবে বিহ্বল ও প্রেমাশ্রুব্যাকুলনেত্রে হৃদয় দ্বারা শ্রীহরির চরণ তথা মস্তক দ্বারা গুরুবর মৈত্রেয়-মুনির পদকমল ধারণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

সোঽয়মদ্য মহাযোগিন্ ভবতা করুণাত্মনা ।
দর্শিতস্তমসঃ পারো যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুর উবাচ,—(হে) মহাযোগিন্, অদ্য করুণাত্মনা (দয়ালুনা) ভবতা (ত্বয়া) সঃ অয়ং

(প্রসিদ্ধঃ) তমসঃ (সংসার-সমুদ্রস্য) পারঃ দর্শিতঃ। যত্র (তমস পারে বর্ত্তমানে) হরিঃ অকিঞ্চনগঃ (ভবতি) (হরিঃ অকিঞ্চনং প্রাপ্নোতি কিং পুনঃ বক্তব্যমকিঞ্চনঃ হরিং প্রাপ্নোতি ইতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে মহাযোগিন্, অদ্য পরদুঃখদুঃখী আপনি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্রের পরপার দর্শন করাইলেন। এই সংসারের পরপারে অবস্থিত হইলে শ্রীহরি স্বয়ংই তাঁহার অকিঞ্চন ভক্তগণকে দর্শন দান করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তমসঃ সংস্কারসমুদ্রস্য পারঃ; যত্র হরিরকিঞ্চনং প্রাপ্নোতি কিং পুনর্বক্তব্যমকিঞ্চনো হরিং প্রাপ্নোতীতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমসঃ পারঃ'—সংসার-সমুদ্রের পরপার (অর্থাৎ ভক্তিযোগ, বর্ণনা করিলেন)। **'যত্র'**—যে ভক্তিযোগে হরি তাঁহার অকিঞ্চন ভক্তকে প্রাপ্ত হন, আর অকিঞ্চন ভক্তজন যে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন, ইহা অধিক কি বক্তব্য ॥ ২৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যানম্য তমামন্ত্র্য বিদুরো গজসাহ্বয়ম্।
স্বানাং দিদৃক্ষুঃ প্রযযৌ জ্ঞাতীনাং নির্ব্বৃতাশয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—নির্ব্বৃতাশয়ঃ (আনন্দ-পূর্ণচিত্তঃ) বিদুরঃ ইতি (উক্ত্বা) আনম্য (ততঃ গমনার্থং পুনঃ প্রণামং কৃত্বা) তং (মুনিম্) আমন্ত্র্য স্বানাং জ্ঞাতীনাং (স্বান্ জ্ঞাতীন্) দিদৃক্ষুঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ) গজসাহ্বয়ং (হস্তিনাপুরং) প্রযযৌ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এই বলিয়া আনন্দসম্প্রাপ্ত বিদুর দণ্ডবৎপ্রণাম-পুরঃসর সেই মুনিকে সম্ভাষণ করিলেন এবং স্বীয় জ্ঞাতিবর্গকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বানাং স্বান্ জ্ঞাতীন্ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একত্রিংশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বানাং'—স্বীয় জ্ঞাতিবর্গকে (দর্শন করিবার নিমিত্ত বিদুর হস্তিনাপুরে গমন করিলেন) ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার চতুর্থ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৩১ ॥

এতদ্‌যঃ শৃণুয়াদ্‌রাজন্ রাজ্ঞাং হর্য্যর্পিতাত্মনাম্।
আয়ুর্ধনং যশঃ স্বস্তি গতিমৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রাচেতসোপাখ্যানং নামৈক ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, হর্য্যর্পিতাত্মনাং (হরৌ অর্পিতঃ আত্মা মনঃ যৈ তেষাং) রাজ্ঞাং (প্রচেতসাং) এতৎ (চরিতং) যঃ শৃণুয়াৎ (সঃ) আয়ুঃ ধনং যশঃ স্বস্তি (কল্যাণম্) ঐশ্বর্য্যং গতিং (বৈকুণ্ঠাদিকাং চ) আপ্নুয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শ্রীহরিতে সমর্পিতচিত্ত প্রচেতোগণের এই চরিত্র যিনি শ্রবণ করিবেন, তিনি দীর্ঘায়ু, ধন, যশ, কল্যাণ, ঐশ্বর্য্য ও বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইবেন।

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থপাদ তদীয় পদরত্নাবলী-টীকাতে এই শ্লোক-কয়টি অতিরিক্ত পাঠরূপে ধরিয়াছেন—

যথা, ৪।৩১।১৮ শ্লোকের পর—

নিরস্তসঙ্কল্পবিকল্পমদ্বয়ং
দ্বয়াপবাদোপরমোপলক্ষনম্।
অনাদিমধ্যান্তমজস্রনির্বৃতিং
সংজ্ঞপ্তিমাত্রং ভজতামুয়া দৃশা ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—নিরস্তসঙ্কল্পবিকল্পং (নিরস্তৌ ভক্তানাং সঙ্কল্প-বিকল্পৌ যেন তম্) অদ্বয়ং (দ্বিতীয়-সম রহিতং) দ্বয়াপবাদোপরমোপলক্ষনং (দ্বয়স্য পঞ্চবিধস্য ভেদস্য অপবাদঃ কুতর্কৈঃ নিরাসঃ তম্ উপরমন্তি ন কুর্ব্বন্তি যে তেষু উপলক্ষনং দর্শনং যস্য তম্) অনাদিমধ্যান্তং (ন আদিমধ্যান্তাঃ যস্য তম্) অজস্রনির্বৃতিং (নিত্যানন্দং) সংজ্ঞপ্তিমাত্রং (বিজ্ঞান-

ধনং) অমুয়া দৃশা (যাদৃশেন দর্শনেন নিরস্তসঙ্কল্পাদি-গুণবিশেষাঃ তাদৃশেন তান্ উপসংহৃত্য) ভজত ॥ ১॥

অনুবাদ—যাঁহার কৃপায় জীবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্ম দূরীভূত হয়, যাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, ভেদাপবাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে (অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে তৎপর কেবলাদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূলজ্ঞানে যে শুদ্ধদ্বৈত অর্থাৎ পঞ্চবিধভেদ (ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ, জীবে জড়ে ও ঈশ্বরে ভেদ) জ্ঞানের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাদৃশ কুতর্ক বিনাশপ্রাপ্ত হইলে), যাঁহার দর্শন-লাভ ঘটে ; যাঁহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ, বিজ্ঞান-ঘনানন্দময় পুরুষকে মনোধর্ম্ম-মুক্ত ভক্তগণ ভজন করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

মধ্ব—

সংকল্প-বিকল্পশ্চ ঋতে বিষ্ণু-প্রসাদতঃ।
নৈব সংভবতো বিষ্ণোঃ সমাভাবাত্তু সোঽদ্বয়ঃ।
ইতি তন্ত্রভাগবতে ॥ ১ ॥

৪।৩১।২২ শ্লোকের পর—

ভবতাং বংশধুর্য্যোঽভূদ্ ধ্রুবশ্চিত্ররথঃ স্বরাট্।
গুরু-দার-বচোবাণৈর্নির্ভিন্নহৃদয়োঽর্ভকঃ ॥ ২ ॥
ত্যক্ত্বা স্ত্রৈণং চ তং গচ্ছন্ দৃষ্টো মে পথ্যুদারধীঃ।
পঞ্চবর্ষো মদাদেশৈঃ সংরাধ্য পুরুষেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥
তৎপরং সর্ব্বধিষ্ণেভ্যো মায়াধিষ্ঠিতমারুহৎ।
মুনয়োঽদ্যাপ্যুদীক্ষন্তে পরং নাপুরবাঙ্মুখাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ভবৎপূর্ব্বজাঃ সর্ব্বেঽপি ভগবদ্ভক্তাস্তত্র ধ্রুবো বিশেষভক্তঃ ইতি তদ্বিশিনষ্টি—) ভবতাং বংশধুর্য্যঃ (ভবতাং বংশেষু শ্রেষ্ঠতমঃ) চিত্ররথঃ (ইত্যপরনামধারী) স্বরাট্ (রাজান্তরবর্জ্জিতঃ চক্রবর্ত্তী) ধ্রুবঃ অভূৎ (জাতঃ) ; অর্ভকঃ (শিশুঃ সঃ ধ্রুবঃ) গুরুদারবচোবাণৈঃ (গুরুঃ পিতা তস্য দারাঃ ভার্য্যা স্বস্য বিমাতা ইত্যর্থঃ, তস্য কর্কশবাক্যবাণৈঃ) নির্ভিন্নহৃদয়ঃ (ব্যথিতমনাঃ সন্) উদারধীঃ (সরলমতিঃ) পঞ্চবর্ষঃ (পঞ্চবর্ষস্থঃ সঃ ধ্রুব) স্ত্রৈণং (স্ত্রীবশীভূতং) তং (পিতরং) ত্যক্ত্বা গচ্ছন্ (বনং প্রতি প্রস্থিতঃ) পথি মে (ময়া) দৃষ্টঃ মহাদেশৈঃ (মমাজ্ঞয়া) পুরুষেশ্বরং (বিষ্ণুং) সংরাধ্য (উপাস্য) সর্ব্বধিষ্ণেভ্যঃ (সর্ব্বেষাং বৈমানিকানাং ধিষ্ণেভ্যঃ স্থানেভ্যঃ) পরম্ (উত্তমং) মায়াধিষ্ঠিতং (মায়েন সর্ব্বোত্তমেন বিষ্ণুনা অধিষ্ঠিতং সন্নিধায় স্থিতং) তৎ (ধ্রুবলোক ইতি খ্যাতং স্থানম্) আরুহৎ (জগাম) ; অবাঙ্মুখাঃ মুনয়ঃ (নিম্নস্থিতাঃ ঋষয়ঃ) অদ্য অপি উদীক্ষন্তে (ঊর্দ্ধমুখাঃ সন্তঃ তল্লোকং পশ্যন্তি), পরং তু ন আপুঃ (ন প্রাপ্তাঃ) ॥ ২-৪ ॥

অনুবাদ—আপনাদের বংশে চিত্ররথ-নামধারী রাজচক্রবর্ত্তী ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুবের আবির্ভাব হইয়াছিল ; বাল্যকালে বিমাতার বাক্য-বাণে অতিশয় ব্যথিত হইয়া সরলচিত্ত পঞ্চম-বর্ষের বালক ধ্রুব তাঁহার স্ত্রৈণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতেছিলেন ; পথিমধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং আমার উপদেশে তিনি পরম-পুরুষ ভগবানের আরাধনা করিয়া যে-লোক লাভ করিয়াছিলেন, তাহার নাম ধ্রুবলোক ; সেই লোক সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণু-সান্নিধ্যে অবস্থিত। তাহার নিম্নলোকে অবস্থিত মুনিগণ অদ্যাপি সেই লোকপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু লাভ করিতে পারেন নাই ॥

মধ্ব—সর্ব্বোত্তমত্বাদ্বিষ্ণুর্হি মায় ইত্যেব শব্দ্যতে —ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্।

দেবানত্যুত্তম মুনীন্ বিনা কে শৈংশুমারকম্।
হরের্গৃহং প্রবিষ্টাস্তু ধ্রুবো দেবাশ্চ তদ্গতাঃ ॥
ইতি মাৎস্যে ॥ ২-৪ ॥

তং যূয়ং সর্ব্বভূতানামন্তর্য্যামিণমীশ্বরম্।
রুদ্রাদিষ্টোপদেশেন ভজধ্বং ভবনুত্তয়ে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যূয়ং ভবনুত্তয়ে (সংসারবন্ধচ্ছেদায়) রুদ্রাদিষ্টোপদেশেন (মহাদেবস্য আজ্ঞানুবর্ত্তনেন) তং (ধ্রুবসেবিতং) সর্ব্বভূতানাম্ অন্তর্য্যামিণম্ ঈশ্বরং (বিষ্ণুং) ভজধ্বং (পূজয়ত) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আপনারা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশানুসারে সেই ধ্রুবসেবিত সর্বান্তর্য্যামী ভগবানের সেবা করুন ॥ ৫ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থস্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।